হাকীকাতুল ওহী

(ওহীর প্রকৃত তাৎপর্য)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

প্রকাশনায়
মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

হাকীকাতুল ওহী

(ওহীর প্রকৃত তাৎপর্য)

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

প্রকাশনায়
মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

দু'টি কথা

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযলে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক 'সুলতানুল কলম' হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালাম প্রণীত 'হাকীকাতুল ওহী' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত গ্রন্থে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৭টি নিদর্শন বর্ণনার পর প্রথম খন্ডের শেষে বলেন, "আমি কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । ...." এই অংশটিই উক্ত বঙ্গানুবাদের প্রথম খন্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন –

"স্মরণ রাখিতে হইবে, এই গ্রন্থটি যুক্তি-প্রমাণ ও সত্যতার সমাবেশে পরিপূর্ণ। ইহার প্রভাব কেবলমাত্র এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে যে, খোদাতাআলার দয়ায় ও করুণায় ইহাতে এই অধমের মসীহ্ মাওউদ হওয়া অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হইয়াছে, বরং ইহার এই প্রভাবও আছে যে, ইসলাম যে জীবন্ত ও সত্য ধর্ম তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে" ।

"এই জন্য আমি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার লক্ষ্যে এই পুস্তকটি লেখা সমীচীন মনে করিয়াছি ।"

এই পুস্তকখানা আগা-গোড়া পাঠের জন্যে তিনি হিন্দু, মুসলিম-খৃষ্টান ও আর্যসমাজী পন্ডিতগণকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছিলেন । এই পুস্তক পাঠে একজন ঘোরতর নাস্তিকও মহান খোদাতাআলার অস্তিত্ব ও তাঁহার মহানবী (সঃ)-এর মর্যাদা, ইসলামের সত্যতা এবং সর্বোপরি নবী করীম (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক মহান পুত্রের সত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

'হাকীকাতুল ওহী' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে একটি প্রকাশনা বোর্ড গঠন করিয়া বোর্ডের সুপারিশ গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করেন। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেন এবং অনুমোদন দান করিয়া গ্রন্থখানি দ্রুত প্রকাশে উদ্দীপনা প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) এবং ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। পুস্তকখানার অনুবাদে, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে যাঁহারা যেভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন- আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন ।

এ মহামূল্যবান পুস্তকখানা বাংলা ভাষা-ভাষী ভাই-বোনকে যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-কে চিনিতে ও গ্রহণ করিতে সৌভাগ্য দান করিলে আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৯ইং

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অনুবাদকের কথা

হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ। উর্দূ ভাষায় রচিত ৭৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটিতে কিছু ফারসী কবিতাও রহিয়াছে। দশ বার বৎসর পূর্বে খাকসার এ গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখনি ইহা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছিল। কারণ ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার জীবন্ত নিদর্শনাবলী। তাঁহার জীবনের হাজার হাজার নিদর্শনের মধ্যে এ গ্রন্থে তিনি ২০৮টি নিদর্শনের বর্ণনা দিয়াছেন। প্রত্যেকটি নিদর্শন তাঁহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। মাঝে মাঝেই মনে হইত, এ গ্রন্থটি যদি বাংলা ভাষায় অনূদিত হইত তবে বাংলা ভাষা-ভাষী লোকেরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার দলিলরূপে অনেক নিদর্শনের সাথে পরিচিত হইতে পারিতেন।

তিন চার বৎসর পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব আমাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোন একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করার পরামর্শ দেন। তাঁহার কথায় আমি খুবই অনুপ্রাণিত হই এবং আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদ করিতে শুরু করি। তাঁহারই প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কয়েক বৎসর ধরিয়া গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ 'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্র মজলিসে শূরায় গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রস্তাবটি সদয় অনুমোদন করেন। গ্রন্থটির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদকে দু'টি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হইল। শোকর আল্হামদুলিল্লাহ্। ইনশাল্লাহ্ কিছুকালের মধ্যে দ্বিতীয় খন্ডটিও প্রকাশিত হইবে।

যদিও অনুবাদ গ্রন্থটিকে দুই খন্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে তবুও প্রতি খণ্ডই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৮৭টি নিদর্শন বর্ণনার পর প্রথম খন্ডের শেষে বলেন ঃ

"আমি কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এইগুলির ধারা এখনো শেষ হয় নাই। আমার উপর খোদার বাণী এত বিপুল পরিমাণে অবতীর্ণ হইয়াছে যে, যদি ঐগুলির সব কয়টি লেখা হয় তবে ২০ খন্ডের চাইতে কম গ্রন্থ হইবে না। এখন আমি এখানেই গ্রন্থটি সমাপ্ত করিতেছি। খোদাতাআলার নিকট কামনা করিতেছি, তিনি নিজের পক্ষ হইতে বরকত দান করুন এবং ইহার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে আমার দিকে আকৃষ্ট করুন, আমীন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার সঙ্গে সুর মিলাইয়া আমি গুণাহ্গার বান্দাও পরম করুণাময় আল্লাহ্তাআলার দরবারে সকাতরে মিনতি জানাই, হে প্রভু ! আপনি এ বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের হৃদয়কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও আহ্মদীয়তের প্রতি রুজু করিয়া দিন এবং কেয়ামত পর্যন্ত এই অনুবাদ গ্রন্থটিকে খাকসারের জন্য সদকায়ে যারীয়া করিয়া দিন, আমীন।

উর্দূ ভাষায় আমার তেমন কোন দখল নাই। তাই গ্রন্থটি অনুবাদ করিতে গিয়া আমি ঢাকায় অবস্থিত প্রায় সকল সদর মুরব্বীর সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারাও অম্লান বদনে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে দু'জন সদর মুরব্বীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা হইতেছেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব ও মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য না পাইলে অনুবাদের এই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। গ্রন্থটির সম্পূর্ণ অনুবাদ উর্দূর সাথে মিলাইয়া দেখিয়া দিয়েছেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব ইহার প্রুফ দেখিয়াছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি মাঝে মাঝে তাঁহার মূল্যবান পরামর্শ পাইয়াছি। ফারসী কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন মোহতরম আব্দুল মতীন চৌধুরী সাহেব।

অনুবাদ গ্রন্থটি মুদ্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্র বর্তমান সদর জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের সাবেক ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আল্‌হাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মোহতরম আল্‌হাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের অবদান আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাহারাই সাহায্য-সহযোগিতা দান করিয়াছেন আল্লাহ্তাআলা তাহাদের সকলকে জাযায়ে খায়ের দিন, আমীন।

খাকসার
নাজির আহমদ ভূইঁয়া

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৯ইং

মুখবন্ধ

ইহা কেবল আল্লাহ্‌তাআলার করুণা যে, আশ্ শিরকাতুল ইসলামিয়া জামাতের বন্ধুগণের নিকট রূহানী খাযায়েন (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থসমূহকে বিভিন্ন খণ্ডে এক একটি সেটের আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি খণ্ডের নামকরণ করা হইয়াছে রূহানী খাযায়েন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার – অনুবাদক)-এর ২২তম (বাইশতম) খণ্ড উপস্থাপন করিতেছে। এই খণ্ডে হযরত আকদস সুলতানুল কলম মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালামের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ "হাকীকাতুল ওহী" প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের দ্বারা সৃষ্ট বিষের জন্য একটি প্রতিষেধকের ভূমিকা রাখে। হুযূর যেখানে ওহী, ইলহাম ও সত্য-স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে তিনি স্বয়ং এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ায় এই গ্রন্থে তিনি এইরূপ শতশত স্বপ্ন, কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) ও ইলহাম পেশ করিয়াছেন। বাহ্যতঃ প্রতিকুল অবস্থা সত্ত্বেও এইগুলি হুযূরের জীবদ্দশাতেই পূর্ণ হওয়ায় এইগুলি যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে এই গ্রন্থের গুরুত্ব অত্যধিক। হুযূর বলেন ঃ

"স্মরণ রাখিতে হইবে এই গ্রন্থটি যুক্তি-প্রমাণ ও সত্যতার সমাবেশে পরিপূর্ণ। ইহার প্রভাব কেবলমাত্র এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে যে, খোদাতাআলার দয়ায় ও করুণায় ইহাতে এই অধমের মসীহ মাওউদ হওয়া অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হইয়াছে, বরং ইহার এই প্রভাবও আছে যে, ইহাতে ইসলাম যে জীবন্ত ও সত্য ধর্ম তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এই গ্রন্থের বুনিয়াদী বিষয়-বস্তু ওহী ও ইলহাম।

হুযূর বলেন, "বলা বাহুল্য এই পুস্তকটি লেখার জন্য আমি এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি যে, এই যুগে শত শত ফেত্‌না ও বি'দাত সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপে ইহাও একটি বড় ধরনের ফেতনা দেখা দিয়াছে যে, অধিকাংশ মানুষ এই ব্যাপারে অনবহিত, কোন্ পর্যায়ে ও কোন্ অবস্থায় কোন স্বপ্ন বা ইলহাম নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং কোন্ অবস্থায় এই আশংকা থাকে যে, উহা কি শয়তানের কথা, না খোদার কথা, উহা কি নফ্‌সের কথা, না প্রভুর কথা।"

"এই জন্য আমি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার লক্ষ্যে এই পুস্তকটি লেখা সমীচীন মনে করিয়াছি।"

বস্তুতঃ ওহী, ইলহাম এবং সত্য-স্বপ্নের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে হুযূর এই গ্রন্থে চারটি অধ্যায় উপস্থাপন করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়টিতে ঐ সকল লোকের বর্ণনা আছে যাহারা কোন কোন সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা কোন কোন সত্য ইলহাম পাইয়া থাকে ; কিন্তু খোদাতাআলার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে ঐ সকল লোকের বর্ণনা আছে, যাহারা কোন কোন সময় সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা সত্য ইলহাম পাইয়া থাকে। খোদাতাআলার সহিত তাহাদের কিছু সম্পর্কতো আছে, কিন্তু বড় সম্পর্ক নাই।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে ঐ সকল লোকের বর্ণনা আছে যাহারা খোদাতাআলার নিকট হইতে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ওহী পাইয়া থাকেন এবং খোদাতাআলার সহিত পরিপূর্ণ কথোপকথন ও সম্ভাষণের সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। তাহাদের স্বপ্নও প্রভাতের স্বচ্ছ আলোর ন্যায় সত্য হইয়া থাকে। তাহারা খোদাতাআলার সহিত পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ সম্পর্ক রাখেন, যেভাবে খোদাতাআলার মনোনীত নবী ও রসূলগণ রাখেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এই বর্ণনা দিয়াছেন যে, আল্লাহ্তাআলা তাঁহার দয়ায় ও কৃপায় তাঁহাকে (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ-আঃ-কে-অনুবাদক) তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ হুযূর তাঁহার ইলহামসমূহের সংকলন উপস্থাপন করিয়া এইগুলির পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে ঘটনাভিত্তিক সাক্ষ্য পেশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার ভুরি ভুরি নিদর্শন শত শত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ঘটনা এবং বহু জাগতিক ও ঐশী নিদর্শনকে খোদাতাআলার অস্তিত্ব, ইসলামের সত্যতা এবং তাঁহার নিজের সত্যতাস্বরূপ পেশ করিয়াছেন।

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল হুযূরের নিজ সময়ের মুসলমান আলেম, সাজ্জাদানশীন, আর্য এবং খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার মোবাহালা। এই সকল নিদর্শনের ভুরি ভুরি ঘটনার প্রকাশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল মোবাহালার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া এক নাস্তিকও বলিয়া উঠিবে, যদি এই সকল ঘটনা সত্য হয়, তবে খোদাতাআলার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ করা যায় না এবং ইসলাম ও মসীহ মাওউদের সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। আঞ্জামে আথম (হযরত মসীহ মাওউদ-আঃ-এর অন্যতম গ্রন্থের নাম-অনুবাদক)-এ হুযূর যে ৬৪ জনের অধিক আলেম ও গদ্দীনশীনকে মোবাহালার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে "হাকীকাতুল ওহী" গ্রন্থের প্রণয়ন পর্যন্ত কেবল ২০ জন জীবিত ছিলেন। এই ২০ জনও বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও খোদায়ী গযবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়া হুযূরের ইলহাম–ইন্নী মুহীনুন মান ইরাদা ইহানাতাকা (অর্থ ঃ তোমাকে যে অপমানিত করার ইচ্ছা করিবে নিশ্চয় আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব – অনুবাদক) সত্যায়িত করিতেছে। এতদ্ব্যতীত লেখরাম, বহু আর্য, জন আলেকজাণ্ডার ডুই ও আব্দুল্লাহ্ আথম এর মৃত্যু খোদাতাআলার কঠোর শাস্তি প্রকাশের নিদর্শন ছিল। এই গ্রন্থে রহিয়াছে এই সকল নিদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ। হুযূর বলেন ঃ

"ইহাতে কি রহস্য আছে যে, পাপী, আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী ছিলামতো আমি, কিন্তু আমার মোকাবেলায় যে কোন ফেরেশ্তাতুল্য ব্যক্তি আসিল সে-ই মারা গেল। যে মোবাহালা করিল সে-ই বিনাশ হইল।যে আমার বিরুদ্ধে বদ্দোয়া করিল ঐ বদ্দোয়া তাহারই উপর পড়িল। যে আমার বিরুদ্ধে আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করিল সে-ই পরাজিত হইল . . . . । অতএব খোদার দোহাই লাগে একবার ভাব, এই উল্টা ফল কেন প্রকাশিত হইল ও আমার মোকাবেলায় পুণ্যাত্মারা মারা গেল এবং প্রতিটি মোকাবেলায় খোদা আমাকে বাঁচাইলেন। ইহাতে কি আমার অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই ?"

হুযূর এই গ্রন্থ লিখিয়া মুসলমান, আর্য ও খৃষ্টানদিগকে অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় এই গ্রন্থ পাঠের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। হুযূর মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া লেখেন ঃ

"আমি আমার প্রিয় জাতির শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মাশায়েখগণকে এবং ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা এই গ্রন্থ পড়িতে পারেন তাহাদিগকে খোদাতাআলার কসম দিতেছি যে, যদি তাহাদের নিকট এই গ্রন্থ পৌছে তবে তাহারা যেন অবশ্যই মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নেয়। অতঃপর আমি তাহাদিগকে পুনরায় এক-অদ্বিতীয় খোদা, যাঁহার হাতে সকলের প্রাণ আছে, তাঁহার কসম দিতেছি যে, তাহারা যেন তাহাদের সময় ও কাজ-কর্মের ক্ষতি করিয়াও মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নেয়। অতঃপর আমি তৃতীয়বার তাহাদিগকে ঐ আত্মাভিমানী খোদা, যিনি ঐ ব্যক্তিকে পাকড়াও করেন, যে তাঁহার কসমের পরোয়া করে না, তাঁহার কসম দিতেছি যে, যাহাদের নিকট এই গ্রন্থ পৌছে ও যাহারা ইহা পড়িতে পারেন তাহারা মৌলবীই হউন বা মাশায়েখ হউন, অবশ্যই যেন গ্রন্থটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একবার পড়িয়া নেন।"

আর্য ও হিন্দুদেরকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন ঃ

"আমি আপনাদিগকে ঐ পরমেশ্বর, যাহার উপর ঈমান আনার ব্যাপারে আপনারা নিজেদের মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার কসম দিতেছি যে, একবার আমার এই গ্রন্থ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়ুন এবং ঐ সকল নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন যাহা ইহাতে লেখা হইয়াছে। অতঃপর যদি নিজেদের ধর্মে এইগুলির দৃষ্টান্ত না দেখেন তবে খোদাকে ভয় করিয়া ঐ ধর্ম ত্যাগ করুন এবং ইসলাম গ্রহণ করুন।"

খৃষ্টানদিগকে ইসলামের প্রতি আমন্ত্রণ জানাইয়া তিনি বলেন ঃ

"হে পাদ্রী সাহেবগণ ! আমি আপনাদিগকে ঐ খোদার কসম দিতেছি যিনি মসীহ্কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ঐ ভালবাসা স্মরণ করাইতেছি, যাহা আপনারা আপনাদের ধারণায় হযরত ইসু মসীহ্ ইব্নে মরিয়মের জন্য পোষণ করেন, ও কসম দিতেছি যে, আপনারা যেন অবশ্যই একবার আমার গ্রন্থ হাকীকাতুল ওহীর প্রতিটি শব্দ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নেন।"

মহা সম্মানিত ও মহা প্রতাপান্বিত খোদার যে সকল কসম দেওয়া হইয়াছে ইহার পর প্রত্যেক খোদান্বেষী মুসলমান, আর্য ও খৃষ্টানের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, তাহারা যেন খোদা-ভীরুতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত এই গ্রন্থের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়েন। ইহার পর তাহারা যে সিদ্ধান্তেই পৌছুন উহার জন্য তাহারা খোদার নিকট জবাবদিহি করিবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দুদিগকে মহা পরাক্রমশালী খোদার কসম দিয়া হাকীকাতুল ওহী পুস্তক পাঠ করার জন্য যত তাগিদ করিয়াছেন তাহাতে আমরা যারা আহমদী আছি তাহাদের অনুভব করা উচিত, ইহা পাঠ করা আমাদের জন্য কতখানি জরুরী। প্রকৃত সত্য এই যে, খোদাতাআলার অস্তিত্ব, ইসলামের সত্যতা এবং মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালামের সত্যতা, অলৌকিক ঘটনাবলী, নিদর্শনাবলী, ওহী ও ইলহাম এবং দোয়া ও ইহা গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে যুক্তিমূলক প্রত্যয় লাভ করার জন্য এই গ্রন্থ পাঠ করা আমাদের জন্য খুবই জরুরী। আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য ইহা আরো বেশী জরুরী। এই গ্রন্থটি আমাদের অ-আহমদী ভাইদের নিকট চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৌছাইয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্য। কেননা, বিতর্ক উপস্থাপনার জন্য এই গ্রন্থের যুক্তি-প্রমাণসমূহ অতি উচ্চ মাপের ও অখন্ডনীয়।

এই গ্রন্থের প্রভাব কি ?

স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই গ্রন্থটি সামগ্রিক বিষয়ের উপর যুক্তি-প্রমাণ ও প্রজ্ঞার সমাহার। ইহার প্রভাব কেবল এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নহে যে, ইহাতে খোদাতাআলার দয়ায় ও কৃপায় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ও এই অধমের মসীহ্ মাওউদ হওয়া প্রমাণ করা হইয়াছে, বরং ইহার এই প্রভাবও আছে যে, ইহাতে ইসলামের জীবন্ত ও সত্য ধর্ম হওয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও প্রত্যেক জাতি তাহাদের মুখে বলিতে পারে আমরাও খোদাতাআলাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করি। যেমন ব্রাহ্মরা এই দাবীই করে এবং তদ্রূপেই আদি হইতে অণু-পরমাণুকে খোদাতাআলার অংশীদার ও অনাদি বানাইয়া রাখা সত্ত্বেও আর্যরাও তওহীদের (অর্থাৎ খোদার একত্বের) দাবীদার, তথাপি এই সকল জাতি জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের কোন নিশ্চিৎ প্রমাণ দিতে পারে না এবং খোদার সত্তা সম্পর্কে তাহাদের হৃদয়ে প্রত্যয় নাই। * এইজন্য তাহাদের এই দাবী করা যে, আমরা খোদাতায়ালাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করি, ইহা কেবলমাত্র দাবী। অতএব তাহাদের এই স্বীকৃতি তাহাদের হৃদয়কে প্রকৃত তওহীদের রঙ্গে রঙ্গীন করিতে পারে না। খোদাতাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় মানাতো দূরের কথা, প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিতভাবে খোদাতাআলার অস্তিত্বের উপর ঈমান আনার সৌভাগ্যও তাহাদের নাই ; বরং তাহাদের হৃদয় অন্ধকারে নিমজ্জিত।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মানুষ এই অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতর খোদাকে কখনো সনাক্ত করিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং নিজেকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দ্বারা সনাক্ত না করান। খোদাতাআলার সহিত কখনো সত্যিকার সম্পর্ক সৃষ্টি হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সম্পর্ক খোদাতাআলার বিশেষ মাধ্যমে সৃষ্টি না হয়। প্রবৃত্তির কলুষ কখনো প্রবৃত্তি হইতে বাহির হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ হইতে একটি জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রবেশ না করে। দেখ আমি চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করিতেছি যে, ঐ সম্পর্ক কেবল কোরআন করীমের অনুসরণের দ্বারাই অর্জিত হয়। অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে এখন জীবনের কোন স্পন্দন নাই। আকাশের নীচে কেবল একটি ধর্মগ্রন্থই আছে, যাহা এই প্রিয় ও প্রকৃত খোদার চেহারা দেখায়, অর্থাৎ কোরআন শরীফ।

আমার জাতি আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের যে সকল আপত্তি উত্থাপন করে, আমি তাহাদের এই সকল আপত্তির কোন পরোয়াই করি না। ইহা আমার জন্য ভয়ানক বেঈমানী হইবে যদি আমি তাহাদের ভয়ে সত্যের পথ পরিত্যাগ করি। তাহাদের নিজেদেরই ভাবা উচিত যে, এক ব্যক্তিকে খোদা তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছেন, তিনি তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে তিনি কথোপকথন ও সম্ভাষণ দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন এবং তাহার সত্যায়নের জন্য হাজারো নিদর্শন

---

* টীকা ঃ এখানে খৃষ্টানদের উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কেননা, তাহাদের খোদা অন্যান্য কল-কব্জার ন্যায় তাহাদের আবিষ্কৃত। প্রকৃতির বিধানে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, না তাহার পক্ষ হইতে "আমি আছি"-এর আওয়াজ আসে, এবং না তিনি কোন খোদায়ী কার্য দেখাইয়াছেন যাহা অন্য নবী দেখাইতে পারে নাই। তাহার কোরবানীর প্রভাব একটি মোরগের কোরবানীর প্রভাবের চাইতে বেশী অনুভূত হয় না, যাহার মাংসের স্যুপ দ্বারা এক দুর্বল তাৎক্ষণিকভাবে শক্তি লাভ করিতে পারে। অতএব আফসোস এইরূপ কোরবানীর সম্পর্কে যাহার প্রভাব একটি মোরগের চাইতেও কম।

দেখাইয়াছেন, এমতাবস্থায় কীভাবে সে এক বিরুদ্ধবাদীর ধারণাকে একটা কিছু মনে করিয়া ঐ সত্যের সুর্যের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতে পারে ? আমি এই কথারও পরোয়া করি না যে, ভিতরের ও বাহিরের বিরুদ্ধবাদীরা আমার দোষ অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। কেননা, ইহা দ্বারাও আমার অলৌকিক ক্রিয়াই প্রমাণিত হয়। ইহার কারণ এই যে, যদি আমার মধ্যে সকল প্রকারের দোষ থাকে এবং তাহাদের কথা অনুযায়ী আমি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনাকারী এবং আত্মসাৎকারী হই, হারামখোর হই, জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হই, পাপাচারী হই, বিশ বৎসর যাবৎ খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বানোয়াটকারী হই, পুণ্যবান ও সত্যবাদীদিগকে গাল-মন্দ দানকারী হই এবং আমার আত্মায় শঠতা, পাপ ও প্রবৃত্তি-পূজা ছাড়া আর কিছুই নাই, আমি কেবল জগতকে ঠকানোর জন্য একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহাদের কথা অনুযায়ী নাউযুবিল্লাহ্ খোদার উপরও আমার ঈমান নাই এবং দুনিয়ার এমন কোন দোষ নাই যাহা আমার মধ্যে নাই, সারা দুনিয়ার সকল দোষ আমার মধ্যে আছে, সকল প্রকার যুলুম দ্বারা আমার আত্মা পরিপূর্ণ, বহু লোকের সম্পদ আমি অন্যায়ভাবে গিলিয়া ফেলিয়াছি, বহু ফেরেশ্‌তাতুল্য মানুষ যাহারা পবিত্র ছিলেন তাহাদিগকে আমি গালিগালাজ করিয়াছি, এবং সকল প্রকারের মন্দকাজে ও ঠগবাজীতে সকলের চাইতে আমি বেশী অংশ গ্রহণ করিয়াছি, ইহাতে কি রহস্য আছে যে, দুষ্কৃতকারী ও আত্মসাৎকারী এবং মিথ্যাবাদী ছিলামতো আমি, কিন্তু আমার মোকাবেলায় প্রত্যেক ফেরেশ্‌তা চরিত্রের লোক যখনই আসিল তাহারাই মারা গেল, যে-ই মোবহালা করিল সে-ই ধ্বংস হইল, যে-ই আমার উপর বদ্‌দোয়া করিল সেই বদ্‌দোয়া তাহার উপরই পড়িল, যে-ই আমার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিল সে-ই পরাজিত হইল। বস্তুতঃ নমুনাস্বরূপ এই গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবে। এইরূপ মোকাবেলার সময় আমারই ধ্বংস হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। আমার উপরই বজ্রপাত হওয়া উচিত ছিল, বরং কাহারো মোকাবেলায় আমার দাঁড়ানোরই প্রয়োজন ছিল না। কেননা, স্বয়ং খোদাই অপরাধীদের দুশমন। অতএব খোদার খাতিরে চিন্তা কর বিপরীত ফল কেন প্রকাশিত হইল ? কেন আমার মোকাবেলায় পুণ্যবান ব্যক্তিরা মারা গেল ? কেন প্রত্যেক মোকাবেলায় খোদা আমাকে বাঁচাইলেন ? ইহাতে কি আমার অলৌকিক ক্রিয়া প্রমাণিত হয় না ? অতএব ইহা শোকরের স্থান যে, যে সকল পাপকর্ম আমার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে, ঐগুলি আমার অলৌকিক ক্রিয়াই প্রমাণ করে।

লেখক ঃ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হাকীকাতুল ওহী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیۡرِ رُسُلِہٖ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ وَ اَصۡحَابِہٖ اَجۡمَعِیۡنَ ۔

অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তকটি লেখার জন্য এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে যে, এই যুগে যেভাবে শত শত প্রকারের ফেত্না (বিপর্যয়) ও বেদাতের (কদাচার) সৃষ্টি হইয়াছে সেভাবেই ইহাও একটি মহা ফেত্নার সৃষ্টি হইয়াছে যে, অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অনবহিত যে, কোন্ পর্যায়ে ও কোন্ অবস্থায় কোন স্বপ্ন বা ইলহাম (ঐশী বাণী) নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং কোন্ অবস্থায় এই আশঙ্কা থাকে যে, ইহা শয়তানের কথা, না ইহা খোদার কথা, এবং নিজের মনের কথা। * স্মরণ রাখা উচিত, শয়তান মানুষের ভয়ংকর দুশমন। সে বিভিন্ন পথে মানুষকে ধ্বংস করিতে চাহে। ইহা সম্ভব যে, একটি স্বপ্ন সত্য হওয়া সত্ত্বেও তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে হইতে পারে। কেননা, যদিও শয়তান বড়ই মিথ্যাবাদী, তথাপি ঈমান ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য কখনো কখনো সে সত্য কথা বলিয়া প্রতারণা করে। হ্যাঁ, ঐ সকল লোক যাহারা নিজেদের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও খোদা-প্রেমে চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায়, তাহাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ্তা'লা বলেন,

اِنَّ عِبَادِیۡ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡہِمۡ سُلۡطٰنٌ

(অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না – অনুবাদক)। সুতরাং তাহাদের চিহ্ন এই যে, খোদার আশীষের বৃষ্টি তাহাদের উপর বর্ষিত হয় এবং খোদার গ্রহণযোগ্য হাজার হাজার লক্ষণাবলী ও দৃষ্টান্ত তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনশাআল্লাহ্ এই পুস্তকে আমরা এই বিষয়টির উপর আলোচনা করিব। কিন্তু আফসোস, অধিকাংশ লোক এখনও শয়তানের

---

* যেভাবে সূর্যকে যখন মেঘ ঘিরিয়া ফেলে এবং ইহার সাথে সাথে ঝঞ্ঝা ও ধূলিঝড়ও উঠে তখন এই অবস্থায় সূর্যের কিরণ পরিষ্কারভাবে পৃথিবীতে পড়িতে পারে না, তদ্রূপে যখন আত্মার উপর স্বীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে তখন আধ্যাত্মিক সূর্যের কিরণ পরিষ্কারভাবে ইহার উপর পড়িবে না। ঝঞ্ঝা, ধূলিঝড় ও মেঘাচ্ছন্নতা যতই কমিতে থাকিবে কিরণও ততই পরিষ্কার হইতে থাকিবে। সুতরাং ইহাই খোদার ওহীর দর্শন। সুস্পষ্ট ওহী ঐ সকল লোকই পাইয়া থাকে, যাহাদের হৃদয় পবিত্র এবং যাহাদের ও খোদার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইলহামের সহিত খোদার সাহায্য সংযুক্ত থাকে এবং সে ইলহাম সম্মানীত ও মর্যাদাপূর্ণ। উহাতে সুস্পষ্ট চিহ্নাবলী থাকে এবং উহাতে গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন দেদীপ্যমান হয়। খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যতিরেকে অন্য কেহ ইহা পাইতে পারে না এবং ইহা শয়তানের ক্ষমতার বাহিরে যে, সে কোন মিথ্যা দাবীকারকের সাহায্য ও সমর্থনে তাহাকে কোন ক্ষমতা প্রকাশকারী ইলহাম করিতে পারে এবং তাহাকে সম্মান প্রদানের নিমিত্তে কোন অলৌকিক ও সুস্পষ্ট অদৃশ্যের খবর তাহার উপর প্রকাশ করিতে পারে, যাহা তাহার দাবীর সাক্ষ্য হইতে পারে।

দৃষ্টিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামের উপর ভরসা করিয়া নিজেদের অযথা বিশ্বাস ও অপবিত্র ধর্মগুলিকে এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামের দ্বারা উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত করিতে চাহে। বরং তাহারা এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করিয়া থাকে। অথবা তাহারা এই মতলব পোষণ করে যে, এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহাম পেশ করিয়া ইহাদের সাহায্যে সত্য ধর্মের অবমাননা করিবে, অযথা লোকদের নিকট খোদার পবিত্র নবীগণকে সাধারণ মানুষরূপে সংস্থাপন করিবে, অথবা ইহা দেখাইবে যে, স্বপ্ন ও ইলহাম পেশ করিয়া ইহাদের সাহায্যে সত্য ধর্মের অবমাননা করিবে, অথবা ইহা দেখাইবে যে, যদি স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে কোন ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করা যায় তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম ও বিধি-বিধান সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া উচিত। এইরূপ লোকও আছে, যাহারা নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামকে তাহাদের ধর্মের সত্যতার জন্য পেশ করে না। তাহাদের এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহাম বর্ণনা করার মধ্যে কেবল এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকে যে, স্বপ্ন ও ইলহাম কোন সত্য ধর্মের বা খাঁটি মানুষের সনাক্ত করণের মানদন্ড নহে। কোন কোন লোক কেবল অযথা এবং গর্ব প্রকাশের জন্য তাহাদের স্বপ্ন শুনাইয়া থাকে। কোন কোন এইরূপ লোকও রহিয়াছে, যাহাদের কয়েকটি স্বপ্ন বা ইলহাম তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। উহাদের ভিত্তিতে তাহারা নিজদিগকে ইমাম বা ধর্মীয় নেতা বা রসূলের রঙে পেশ করিয়া থাকে। ইহা সেই সকল মন্দ কাজ যাহা এই দেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং এইরূপ লোকদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা এবং সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে অহেতুক অহংকার বা দাম্ভিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য আমি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য এই পুস্তকটি লেখা সমীচীন মনে করিয়াছি। কেননা, আমি দেখিতেছি যে, কোন কোন স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এইরূপ লোকদের দরুন পরীক্ষায় পড়িয়া যায়, বিশেষভাবে তাহারা যখন দেখে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যায়েদ নিজ স্বপ্ন বা ইলহামের উপর ভরসা করিয়া বকরকে কাফের সাব্যস্ত করে, সে যায়েদের মোকাবেলায় নিজেও একজন ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তৃতীয় ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি খালেদ পূর্বোক্ত দুই জনের উপরই কুফরী ফতওয়া আরোপ করে। ইহার চাইতেও আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, তিনজনই স্বপ্ন ও ইলহামকে সত্য হওয়ার দাবীও করিয়া থাকে এবং নিজেদের কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই সাক্ষ্যও উপস্থাপন করে যে, ঐগুলি সত্য হইয়াছে। অতএব, এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরস্পরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করার অবস্থা দেখিয়া পূর্বোক্ত (স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন) লোকেরা ভীষণভাবে হোঁচট খায়। কেননা, যে স্থলে খোদা এক-অদ্বিতীয় সে স্থলে ইহা কীভাবে সম্ভব যে, তিনি যায়েদকে এক ইলহাম করিবেন এবং বকরকে ইহার বিপরীত-কিছু বলিবেন এবং খালেদকে অন্য কিছু শুনাইয়া দিবেন। ইহার দরুনতো অজ্ঞ লোকেরা খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই বিষয়টি সাধারণ লোকদের জন্য ভীতির কারণ এবং ইহাতে তাহাদের দৃষ্টিতে নবুওয়তের সিলসিলা সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। এস্থলে সাধারণ লোকদিগকে অবাক করার জন্য আরো একটি বিষয় আছে। তাহা এই যে, কোন কোন সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতকারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, চোর, হারামখোর এবং খোদার আদেশের পরিপন্থী কাজ যাহারা করে তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে যে, তাহারাও কখনও কখনও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে, কোন কোন

স্ত্রীলোক যাহারা মেথর সম্প্রদায়ের লোক অর্থাৎ জমাদারনী ছিল, যাহাদের পেশা ছিল মৃত ভক্ষণ করা ও অপরাধ করা, ইহারা আমার সম্মুখে কোন কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছে এবং তাহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার চাইতেও অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, কোন কোন ব্যভিচারিণী ও পতিতা যাহাদের দিন ও রাত্রির কাজ ছিল ব্যভিচার করা তাহাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে, তাহারা কোন কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছে এবং ঐগুলি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন এইরূপ হিন্দু যাহারা অংশীবাদিতার অপবিত্রতায় নিমগ্ন এবং ইসলামের কঠোর দুশমন তাহারা কোন কোন স্বপ্ন যেভাবে দেখিয়াছে সেভাবেই তাহা ফলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ঠিক এই পুস্তকটি লেখার সময়েই কাদিয়ানের একজন হিন্দু আমার নিকট আসিল। সে ক্ষত্রিয় বর্ণের ছিল। সে বর্ণনা করিল যে, আমি দেখিলাম যে, অমুক সাব পোষ্ট মাষ্টারের বদলীর আদেশ হওয়ার পর তাহা পুনরায় স্থগিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ এইরূপই হইয়াছিল। এই হিন্দু লোকটি বিভিন্ন সময়ে আমার নিকট বর্ণনা করে যে, তাহার আরো কতিপয় স্বপ্নও সত্য হইয়াছে। আমি জানি না এইরূপ বর্ণনার পিছনে তাহার কী উদ্দেশ্য ছিল এবং সে বার বার কেন তাহার স্বপ্ন আমাকে শুনাইয়াছিল। পক্ষান্তরে বেদ অনুযায়ী স্বপ্ন ও ইলহামের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে এক বড় বজ্জাত, চোর ও ব্যভিচারী, যে হিন্দু ছিল এবং জেল খানায় ছিল, সে জেল হইতে মুক্ত হইয়া ঘটনাক্রমে আমার সহিত দেখা করিল। আমার স্মরণ আছে, কোন চুরির অপরাধের দরুন তাহার কয়েক বৎসরের জেল হইয়াছিল। সে বর্ণনা করে যে, যেদিন সকালে আদালত কর্তৃক আমাকে কয়েদের শাস্তির আদেশ দেওয়ার কথা ছিল, বাহ্যতঃ সে আদেশের কোন আশংকাই ছিল না। রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমাকে কয়েদ করা হইবে। অতঃপর এইরূপই ঘটিয়া ছিল এবং ঐ দিনই আমাকে জেলে ঢুকানো হইল। অনুরূপভাবে আজকাল আমেরিকাতে একজন লোক আছে, যাহার নাম ডুই। তাহার একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সে হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা মনে করে এবং নিজেকে ইলিয়াস (আঃ) নবীর অবতার মনে করে। সে মোলহেম অর্থাৎ ইলহাম পাওয়ার দাবীকারক। সে এই দাবীসহ নিজের স্বপ্ন ও ইলহাম লোকদের নিকট পেশ করে যে, এইগুলি সত্য হইয়াছে। তাহার বিশ্বাস সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, সে এক দুর্বল মানুষকে নিখিল বিশ্বের প্রভু মনে করে। তাহার চাল-চলন সম্পর্কে ইহা বলাই যথেষ্ট যে, তাহার মা একজন ব্যভিচারিণী ছিল। সে নিজেই স্বীকার করে যে, সে অবৈধ সন্তান এবং মুচীর বংশের। তাহার এক ভাই অষ্টেলিয়ায় মুচীর কাজ করে। এই সকল কথা কেবলমাত্র দাবী নহে। বরং ঐ সকল সংবাদ পত্র ও চিঠি-পত্রাদি আমার নিকট মজুদ আছে, যদ্বারা তাহার এই বংশগত অবস্থা প্রমাণিত হয়।

এখন সার কথা হইল এই যে, এই ধরনের স্বপ্ন ও এইরূপ ইলহাম বিভিন্ন ধরনের লোকের নিকট হইতে থাকে। বরং কখনো কখনো এইগুলি সত্যও হইয়া যায়। এইরূপ লোকের সংখ্যা ঐ দেশের পঞ্চাশের অধিক যাহারা ইলহাম ও ওহীর দাবীকারক। এই জাতীয় লোকদের গন্ডী এত ব্যাপক যে, তাহাদের ধর্ম সত্য হওয়ার এবং তাহাদের চাল-চলন নেক হওয়ারও কোন শর্ত নাই। তাহা হইলে এমতাবস্থায় এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের হৃদয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবে না – এইরূপ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে

দেখা যাইবে না। বিশেষভাবে যেস্থলে এই কথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ধর্মও বিশ্বাসে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দলের লোকদের নিকট ইলহাম হয় আর একে অন্যকে নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামের ভিত্তিতে মিথ্যাবাদীও সাব্যস্ত করে। এরূপ প্রত্যেক দলের কোন কোন স্বপ্ন সত্যও হইয়া যায়, সেস্থলে পার্থক্যকরণ ব্যতীত কীভাবে তাহাদের সকলের স্বপ্ন ও ইলহাম সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে ? এমতাবস্থায় ইহা বলা বাহুল্য যে, সত্যান্বেষীদের পক্ষে ইহা একটি বিপজ্জনক পাথর বিশেষ। বিশেষভাবে এইরূপ লোকদের জন্য ইহা একটি বিনাশকারী বিষ, যাহারা স্বয়ং ইলহামের দাবীকারক এবং নিজদিগকে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ইলহামপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের কোন স্বপ্ন সত্য হইয়া গেলে এই ধোঁকায় তাহারা নিজদিগকে কিছু একটা মনে করে। এইভাবে তাহারা সত্যান্বেষী হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। বরং তাহারা সত্যকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।

সুতরাং এই বিষয়টিই আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে যে, এই পার্থক্যটি আমি সত্যান্বেষীদের নিকট প্রকাশ করি। অতএব, এই পুস্তকটিকে আমি চার অধ্যায়ে বিভক্ত করিতেছি। প্রথম অধ্যায় ঐ সকল লোক সম্পর্কে বর্ণনা করিব, যাহারা কোন কোন সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা কোন কোন সত্য ইলহাম পাইয়া থাকে, কিন্তু খোদাতালার সঙ্গে তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ সকল লোক সম্পর্কে বর্ণনা করিব, যাহারা কোন কোন সময় সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, বা সত্য ইলহাম পাইয়া থাকে। খোদাতা'লার সহিত তাহাদের কিছু সম্পর্কতো আছে, কিন্তু তাহা এমন বড় কোন সম্পর্ক নহে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঐ সকল লোক সম্পর্কে বর্ণনা করিব, যাহারা খোদাতা'লার নিকট হইতে পরিপূর্ণভাবে ও স্বচ্ছরূপে ওহী লাভ করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার সহিত পূর্ণাঙ্গ বাক্যালাপ ও তাঁহার সম্বোধনের মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা উষার আলোর ন্যায় সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন এবং খোদাতা'লার সহিত তাঁহার প্রিয় নবী ও রসূলগণের যেইরূপ সম্পর্ক থাকে, ইহারাও খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ সম্পর্ক রাখেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমি নিজ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করিব। অর্থাৎ খোদাতা'লার অনুগ্রহ ও দয়া আমাকে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিব। এখন আমি এই বিষয়-বস্তুটিকে নিম্নের চার অধ্যায়ে লিখিতেছি।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ ۔ رَبَّنَا اهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْم. وَهَبْ لَنَا مِنْ عِنْدِكَ فَهْمَ الدِّيْنِ الْقَوِيْم
وَعَلِّمْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا، آمِيْن

কেবল আল্লাহ্‌ই আমাকে তৌফীক দিতে পারেন। হে আমাদের প্রভু ! আমাদেরকে তোমার সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও, আর তোমার সন্নিধান থেকে আমাদেরকে দান কর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বোধশক্তি এবং তোমার সকাশ থেকে আমাদেরকে অধিক জ্ঞান দান কর (হে আল্লাহ্ কবুল কর)।

প্রথম অধ্যায়

ঐ সকল লোক সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছি, যাহারা কোন কোন সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা কোন কোন সত্য ইলহাম পাইয়া থাকে ; কিন্তু খোদাতা'লার সঙ্গে তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। তাহারা ঐ জ্যোতিঃ হইতে এক বিন্দু পরিমাণ অংশও লাভ করে না, যাহা খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারীরা লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের অন্তর জ্যোতির সম্পর্ক হইতে হাজার হাজার ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

বলা বাহুল্য, মানুষকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সে স্বীয় স্রষ্টাকে সনাক্ত করিবে এবং তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনার নিমিত্তে একীন (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর দরজা পর্যন্ত পৌঁছিবে। এই জন্য খোদাতা'লা মানব মস্তিষ্কের গঠন কিছুটা এইরূপ করিয়াছেন যে, জ্ঞান গরিমার দিক হইতে তাহাকে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যা দ্বারা মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার মহিমান্বিত নামের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার যে সুক্ষ্ম ছাপ মজুদ আছে এবং নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনায় যে সুঠাম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিন্যাস দেখা যায় উহার গভীরে পৌঁছিয়া পূর্ণ দূরদৃষ্টির সহিত এই বিষয়টি অনুধাবন করে যে, পৃথিবী ও আকাশের এত বড় কারখানা স্রষ্টা ছাড়া নিজে নিজেই বিদ্যমান থাকিতে পারে না, বরং নিশ্চয় ইহার কোন স্রষ্টা থাকিবে। অতঃপর অন্যদিকে তাহাকে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক শক্তিও দান করা হইয়াছে যাহাতে খোদাতা'লার মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) অনুধাবনের জন্য জ্ঞানের শক্তিতে যে ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকিয়া যায় তাহা আধ্যাত্মিক শক্তি পূর্ণ করিয়া দেয়। কেননা, ইহা সুস্পষ্ট যে, কেবল জ্ঞানের শক্তি দ্বারা খোদাতা'লাকে পরিপূর্ণভাবে সনাক্ত করা যায় না। ইহার কারণ এই, মানুষকে যে জ্ঞানের শক্তি দেওয়া হইয়াছে উহা দ্বারা পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বস্তু বা উহাদের সুঠাম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিন্যাস দেখিয়া কেবল এতটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, এই বাস্তব নিখিল বিশ্বের ও ইহার প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার কোন স্রষ্টা থাকা উচিত। জ্ঞানের শক্তি এই নির্দেশ দিতে পারে না যে, ঐ স্রষ্টা প্রকৃতপক্ষেই বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ স্রষ্টা বিদ্যমান আছেন – মানুষের তত্ত্বজ্ঞান এই পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত কেবল স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। কেননা, এই সৃষ্টির কোন স্রষ্টা থাকা উচিত – এই উক্তি কখনো এই কথার সমতুল্য হইতে পারে না যে, ঐ স্রষ্টা যাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইয়াছে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই বিদ্যমান আছেন। অতএব, সত্যান্বেষীগণের নিজেদের পথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার নিমিত্তে এবং ঐ প্রকৃতিগত চাহিদা পূর্ণ করার জন্য, যাহা পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তাহাদের স্বভাবে প্রোথিত আছে, ইহার প্রয়োজন আছে যে, জ্ঞানের শক্তি ছাড়াও তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করা হউক। যদি এই আধ্যাত্মিক শক্তি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয় এবং মাঝে কোন পর্দা না থাকে তাহা হইলে ইহা ঐ প্রকৃত প্রেমাস্পদের চেহারা অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইতে পারে। কেবল মাত্র জ্ঞানের শক্তি এই চেহারাকে এইরূপে দেখাইতে পারে না। অতএব, ঐ খোদা, যিনি দয়ালু ও দাতা, তিনি যদ্রূপে মানব প্রকৃতিতে স্বীয় পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রাখিয়াছেন, তদ্রূপেই তিনি মানব প্রকৃতিকে এই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছানোর দুই প্রকারের শক্তি দান করিয়াছেন। প্রথমটি জ্ঞানের শক্তি। ইহার

উৎস মস্তিষ্ক। দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক শক্তি। ইহার উৎস হৃদয়। ইহার স্বচ্ছতা হৃদয়ের স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। জ্ঞানের শক্তি যে সকল বিষয় পরিপূর্ণভাবে বুঝাতে পারে না, আধ্যাত্মিক শক্তি উহাদের প্রকৃত স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তিই নিজের মধ্যে কর্মশক্তি ধারণ করে। অর্থাৎ ইহা এইরূপ স্বচ্ছতা সৃষ্টি করে যে, ইহার মধ্যে আশিসসমূহের উৎসস্থল প্রতিফলিত হয়। অতএব আশিস লাভের জন্য সচেষ্ট থাকা আর এর মাঝে পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা না থাকা ইহার জন্য অপরিহার্য শর্ত যাহাতে খোদাতা'লার তত্ত্বজ্ঞানের পরিপূর্ণ আশিস লাভ করা যায়। এই নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনার একজন স্রষ্টা থাকা উচিত–কেবলমাত্র এই পর্যন্ত তাঁহার সনাক্তকরণ সীমিত থাকিলে চলিবে না ; বরং এই স্রষ্টার সহিত পরিপূর্ণভাবে বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান লাভ করিয়া এবং সরাসরি তাঁহার মহান নিদর্শন দেখিয়া তাঁহার চেহারা দেখিয়া লইতে হইবে। বিশ্বাসের চক্ষু দ্বারা দেখিয়া লইতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষেই ঐ স্রষ্টা বিদ্যমান আছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানব প্রকৃতি পর্দা হইতে মুক্ত নহে। পৃথিবীর ভালবাসা, পৃথিবীর লালসা, অহংকার, গর্ব, দাম্ভিকতা, লোক দেখানো কাজ কর্ম, প্রবৃত্তির তাবেদারী, অন্যান্য চারিত্রিক দুর্বলতা, আল্লাহ্‌র হক ও মানুষের হক আদায়ে জানিয়া শুনিয়া অবহেলা ও গাফলতি করা, বিশ্বস্ততা, দৃঢ়চিত্ততা ও ভালবাসার সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীকে জানিয়া শুনিয়া অস্বীকার করা এবং জানিয়া শুনিয়া খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা এইগুলি অধিকাংশ মানুষের স্বভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে বিভিন্ন প্রকারের পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা, প্রবৃত্তির কামনা ও যৌন বাসনার দরুন এই সকল লোকের আল্লাহ্‌তা'লার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের উল্লেখযোগ্য আশীস অবতীর্ণ হওয়ার মত যোগ্যতা থাকে না, যাহার মধ্যে গ্রহণ যোগ্যতার জ্যোতির কোন অংশ আছে। * হাঁ, কৃপার আধার আল্লাহ্ মানুষের প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে চাহেন না বলিয়া বীজ বপনের ন্যায় তিনি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নিজের এই রীতি জারী রাখিয়াছেন যে, কখনো কখনো তাহারা সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে বা সত্য ইলহাম লাভ করিয়া থাকে, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, সম্মুখে পদক্ষেপ রাখার নিমিত্তে তাহাদের জন্য পথ খোলা আছে। কিন্তু তাহাদের স্বপ্ন ও ইলহামে খোদার গ্রহণীয়তা, ভালবাসা ও আশিসের কোন চিহ্ন থাকে না। এইরূপ লোকেরা প্রবৃত্তির মলিনতা হইতে পবিত্রও হয় না। তাহারা স্বপ্ন কেবল এই জন্যই দেখে, যাহাতে খোদার পবিত্র নবীগণের উপর ঈমান আনার জন্য তাহাদের হুজ্জত (যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা কিছু সাব্যস্ত হওয়া) পূর্ণ হয়।

---

* স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দৈহিক কামনা ও যৌন-বাসনা নবী ও রসূলগণের মধ্যেও আছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, ঐ সকল পবিত্র ব্যক্তি প্রথমে খোদাতা'লার সন্তুটি লাভের জন্য সকল বাসনা ও মানসিক আবেগ হইতে পৃথক হইয়া যান এবং নিজের প্রবৃত্তিকে খোদার সম্মুখে যবাই করিয়া দেন। অতঃপর খোদার জন্য তাঁহারা যাহা কিছু হারান তাহা আশিসরূপে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। তাহারা অসহায় হন না। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি খোদাতা'লার সম্মুখে নিজেদের প্রবৃত্তিকে যবাই করে না তাহাদের যৌন বাসনা তাহাদের জন্য পর্দার ন্যায় প্রতিবন্ধক হইয়া যায়। পরিণামে তাহারা ময়লা আবর্জনার কীটের ন্যায় ময়লার মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। সুতরাং তাহাদের ও খোদার পবিত্র পুরুষগণের দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন একই জেল খানায় জেলের দারোগাও থাকে এবং কয়েদীরাও থাকে। কিন্তু এই কথা বলা যায় না যে, দারোগাও ঐ সকল কয়েদীদের ন্যায় আবদ্ধ।

কেননা, যদি তাহারা সত্য স্বপ্ন ও সত্য ইলহামের তত্ত্ব অনুধাবনে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকে এবং এই বিষয়ে এইরূপ জ্ঞান, যাহাকে এলমুল ইয়াকীন (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) বলা উচিত, তাহা না থাকে, তাহা হইলে খোদাতা'লার নিকট তাহাদের এই আপত্তি থাকিতে পারে যে, তাহারা নবুওয়তের তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই। কেননা, এই দিকটি তাহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। তাহারা বলিতে পারে যে, নবুওয়তের তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম এবং ইহা অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রকৃতিতে কোন নমুনা দেওয়া হয় নাই। অতএব আমরা এই গুপ্ত তত্ত্ব কীভাবে অনুধাবন করিতে পারি? এই জন্য আল্লাহ্‌র বিধান আদি হইতে এবং যখন পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করা হয় তখন হইতে এইভাবে জারী আছে যে, সাধারণ লোকদিগকে কখনো কখনো সত্য স্বপ্ন দেখানো হয় বা সত্য ইলহামও দেওয়া হয় যাহাতে তাহাদের অনুকরণ ও শ্রবণের মাধ্যমে অর্জিত ধ্যান-ধারণা 'ইলমুল ইয়াকীন' পর্যন্ত পৌছিয়া যায় * এবং যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাদের হাতে কোন নমুনা থাকে। এই সত্য স্বপ্ন বা সত্য ইলহামের ক্ষেত্রে তাহারা পুণ্যবান নাকি পাপী, সজ্জন নাকি অসাধু, সত্য ধর্মের অনুসারী নাকি মিথ্যা ধর্মের অনুসারী–এইগুলি আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক বিবেচিত হয় না। সর্বজ্ঞানী খোদা এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মানব মস্তিস্ককে এমন ভাবেই গঠন করিয়াছেন এবং এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে দান করিয়াছেন যে, সে কোন কোন সত্য স্বপ্ন দেখিতে পারে এবং কোন সত্য ইলহাম লাভ করিতে পারে। কিন্তু ঐ সত্য স্বপ্ন ও সত্য ইলহাম কোন উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও বুযর্গী প্রমাণ করে না। কিন্তু ইহা কেবল নমুনা হিসাবে উন্নতির জন্য একটি পথ। যদি এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহাম কোন কিছু প্রমাণ করে তবে তাহা এই যে, এইরূপ লোকের প্রকৃতি সঠিক। কিন্তু শর্ত এই যে, প্রবৃত্তির আবেগের দরুন পরিণাম যেন মন্দ না হয় এবং এইরূপ প্রকৃতি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, মাঝে প্রতিবন্ধকতা ও পর্দা না থাকিলে সে উন্নতি করিতে পারে। যেমন, উদারহণ স্বরূপ বলা যায়, একটি জমির কোন কোন লক্ষণ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি ইহার নীচে পানি আছে। কিন্তু ঐ পানিতো জমির কয়েক স্তর নীচে অবস্থিত এবং কয়েক ধরনের কর্দম ইহাতে মিশ্রিত আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ পরিশ্রমের সহিত কাজ করা না হয় এবং জমিতে অনেক দিন পর্যন্ত খনন করা না হয় ততদিন পর্যন্ত স্বচ্ছ, মিষ্টি ও ব্যবহারোপযোগী পানি নির্গত হইতে পারে না। কোন স্বপ্ন সত্য দেখা বা সত্য ইলহাম লাভ করার মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণতার সমাপ্তি হয় – এইরূপ মনে করা চরম দুর্ভাগ্য, নির্বুদ্ধিতা ও হতভাগ্য হওয়া, বরং মানুষের পরিপূর্ণতার জন্য আরো অনেক বিষয় ও শর্ত আছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামও আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। খোদা ইহার অনিষ্ট হইতে প্রত্যেক (খোদার পথের) পথিককে রক্ষা করুন।

---

* জ্ঞান তিন প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমটি 'এলমুল ইয়াকীন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস)। উদাহরণস্বরূপ, কেহ দূর হইতে ধোঁয়া দেখিয়া ধারণা করে যে, এই স্থানে নিশ্চয় আগুন থাকিবে। দ্বিতীয় 'আয়নুল ইয়াকীন' (চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস)। উদাহরণস্বরূপ, কেহ ঐ আগুনকে নিজের চোখে দেখে। তৃতীয়টি 'হাক্কুল ইয়াকীন' (নিশ্চিত বিশ্বাস)। উদাহরণস্বরূপ, কেহ ঐ আগুনে হাত প্রবেশ করাইয়া উহার উত্তাপ অনুভব করে।

এ স্থলে ইলহামকাঙ্খীদের এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ওহী দুই প্রকারের – পরীক্ষামূলক ওহী ও সুস্পষ্ট ওহী। পরীক্ষামূলক ওহী কোন কোন সময় ধ্বংসের কারণ হইয়া পড়ে, যেমন বালম এই কারণেই ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু সুস্পষ্ট ওহী-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কখনো ধ্বংস হন না। পরীক্ষামূলক ওহীও সকলে পায় না। যেরূপে দৈহিকভাবে বহু লোক মূক, বধির ও অন্ধরূপে জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপে কোন কোন মানুষের মেজাযই এইরূপ যে, তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি শূন্য। অন্ধ যেইভাবে অন্যের সাহায্যে কালাতিপাত করে সেইভাবে এই সকল লোকও তাহাই করে। কিন্তু তাহারা এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করিতেপারে না এবং বলিতে পারে না যে, অন্য সকল মানুষও তাহাদের ন্যায়ই অন্ধ। যেমন আমরা দেখিতে পাই কোন অন্ধ এই ব্যাপারে ঝগড়া করে না যে, চক্ষুষ্মান হওয়ার দাবীকারকরা মিথ্যাবাদী। তাহারা ইহাও অস্বীকার করেন না যে, হাজার হাজার লোকের চক্ষু আছে। কেননা, তাহারা দেখে যে, ঐ সকল লোক তাহাদের চোখের সাহায্যে কাজ করে এবং তাহারা ঐ কাজ করিতে পারে, যাহা অন্ধ করিতে পারে না। হাঁ, যদি এইরূপ কোন যুগ আসিত যখন সকল মানুষ অন্ধই হইত এবং একজনও চক্ষুষ্মান না হইত, তবে এই বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকিত যে, বিগত যুগগুলির মধ্যে এইরূপ যুগও ছিল, যখন কেবল চক্ষুষ্মানই জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে অন্ধদের অস্বীকার করার এবং মারামারি ও ঝগড়ার অনেক অবকাশ থাকিত। বরং আমার মতে পরিণামে এই বিতর্কে অন্ধরাই জয় লাভ করিত। কেননা, যে ব্যক্তি কেবল বিগত যুগেরই বরাত দেয় এবং সে যে সকল মানবিক শক্তি ও পরিপূর্ণতার দাবী করে তাহা কোন মানুষের মধ্যে দেখাইতে পারে না এবং এই কথা বলে যে, এই সকল শক্তি-সামর্থ্য ভবিষ্যতে কার্যকর থাকিবে না, বরং এইগুলি অতীতের ব্যাপার, এইরূপ ব্যক্তি নিরীক্ষণের দৃষ্টিতে পরিণামে মিথ্যাবাদীই সাব্যস্ত হয়। কেননা, যে অবস্থায় আশিসদাতা খোদা মানব প্রকৃতির দৈহিক অংশে শ্রবণ-শক্তি, দৃষ্টি-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি, স্মরণ-শক্তি, চিন্তা-শক্তি ইত্যাদি আরো অনেক শক্তি দান করিয়াছেন এবং এইগুলি এখনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে কি করিয়া ধারণা করা যাইতে পারে, যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের মধ্যে পূর্বের যুগে ছিল ঐ সকল শক্তি এই যুগে তাহাদের স্বভাব হইতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ? অথচ মানুষের আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য দৈহিক শক্তির তুলনায় এই আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, পর্যবেক্ষণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই আধ্যাত্মিক শক্তি নিঃশেষ হয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় ঐ সকল ধর্ম সত্য হইতে কত দূরে ! ইহাতো তাহারা স্বীকার করে যে, মানব প্রকৃতির দৈহিক ও জ্ঞানগত শক্তি এখনো তদ্রূপই আছে যদ্রূপে ইহা পূর্বে ছিল। কিন্তু তাহারা অস্বীকার করে যে, মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি এখনো তদ্রূপই আছে যদ্রূপে ইহা পূর্বে ছিল।

আমার এই সকল বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, কোন ব্যক্তির সত্য স্বপ্ন দেখা বা কোন সত্য ইলহাম লাভ করা তাহার কোন প্রকার পরিপূর্ণতার প্রমাণ নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহার সহিত অন্যান্য লক্ষণাবলী যুক্ত হইবে। শক্তিমান আল্লাহ্ চাহেন তো আমি ইহা

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিব। ইহা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের গঠনের একটি ফলশ্রুতি। এই কারণেই ইহাতে পুণ্যবান বা সত্যবাদী হওয়ার শর্ত নাই। ইহার জন্য মোমেন এবং মুসলমান হওয়াও জরুরী নহে। কেবলমাত্র মস্তিষ্কের গঠনের দরুন যেভাবে কোন কোন লোক সত্য স্বপ্ন দেখে বা ইলহামের মাধ্যমে কিছু অবগত হয়, সেভাবে মস্তিষ্কের গঠনের দরুন কাহারো মেজায তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর সহিত সম্পৃক্ত থাকে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় তাহারা বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোকের জন্য এই সহী হাদীসটি প্রযোজ্য যে, امن شعرہ وکفر قلبہ অর্থ তাহার যুক্তিবাদী মন ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তাহার হৃদয় অস্বীকারকারী। এই জন্যই সত্যবাদীকে সনাক্ত করা যে কোন সাদাসিধা লোকের কাজ নহে। اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

(অর্থঃ হে ইবলীসের দল ! আদমের সন্তানেরা আছে। সুতরাং আদমের উপর প্রতিশোধ নেয়া এবং তাহার উপর হাত রাখা সম্ভব নহে–অনুবাদক)। এতদ্সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই পর্যায়ের লোকেরা যে সকল স্বপ্ন দেখে বা ইলহাম পাইয়া থাকে ঐগুলো অনেক অন্ধকারের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ইহাতে যদি সত্যতার কোন ঝলক থাকে তাহা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা মাত্র। ইহার সহিত খোদার ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার কোন চিহ্ন থাকে না। যদি অদৃশ্যের বিষয় হয় তাহা হইলে কেবল এইরূপ হয় যাহাতে কোটি কোটি মানুষ অংশীদার হয়। যে কোন লোক চাহিলে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারে যে, এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহামে দুষ্কৃতকারী, মিথ্যাবাদী, অস্বীকারকারী এমন কি ব্যভিচারিণী মেয়েলোকও অংশীদার হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি বুদ্ধিমান নহে, যে এই ধরনের স্বপ্ন ও ইলহামে সন্তুষ্ট ও তন্ময় হইয়া যায় এবং ঐ ব্যক্তি ভয়ানক প্রতারণার মধ্যে নিপতিত হয়, যে কেবল এই ধরনের স্বপ্ন ও ইলহামের দৃষ্টান্ত নিজের মধ্যে পাইয়া নিজেকে কিছু একটা ভাবিয়া বসে। বরং স্মরণ রাখা উচিত, এই ধরনের লোক কেবল মাত্র ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে এক অন্ধকার রাত্রিতে দূর হইতে আগুনের ধোঁয়া দেখে কিন্তু ঐ আগুনের আলো দেখিতে পায় না, না ইহার উত্তাপ দ্বারা নিজের শীত ও ক্লান্তি দূর করিতে পারে। কারণ ইহাই যে, এইরূপ লোকেরা খোদাতা'লার বিশেষ বরকত ও পুরস্কার হইতে কোন অংশ লাভ করে না, না কোন গ্রহণযোগ্যতা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, না এক বিন্দু পরিমাণও খোদার সহিত তাহাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং না জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ তাহাদের মানবিক দুর্বলতা পোড়াইয়া দেয়। যেহেতু খোদাতা'লার সহিত তাহাদের প্রকৃত বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় না, সেহেতু খোদার রহমানিয়তের (অযাচিত দানকারীর) নৈকট্য লাভ না করার দরুন শয়তান তাহাদের সঙ্গে থাকে এবং নিজেদের মনের কথা তাহাদের উপর প্রাধ্যান্য লাভ করে। যেভাবে মেঘের ঘনঘটায় অধিকাংশ সময় সূর্য আড়াল হইয়া যায় এবং কখনো কখনো ইহার কোন এক প্রান্ত দেয়া যায়, সেভাবে তাহাদের অবস্থা অধিকাংশ সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে এবং তাহাদের স্বপ্ন ও ইলহামে শয়তানের প্রভাব প্রবল থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐ সকল লোকের বর্ণনা করিতেছি, যাহারা কোন কোন সময় সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, বা সত্য ইলহাম লাভ করিয়া থাকে এবং খোদাতা'লার সহিত তাহাদের কিছু সম্পর্কও আছে। কিন্তু ইহা কোন বড় সম্পর্ক নহে। তাহাদের প্রবৃত্তির অস্তিত্ব জ্যোতির স্ফুলিঙ্গের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় না যদিও কিছুটা তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া যায়।

পৃথিবীতে কোন কোন লোক এরূপও আছে, যাহারা কিছুটা ধার্মিকতা ও সাধুতা অবলম্বন করে। এতদ্ব্যতীত স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) লাভ করার জন্য তাহাদের মধ্যে একটি প্রকৃতিগত যোগ্যতা থাকে। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠন এইরূপ যে, স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের কিছুটা নমুনা তাহাদের উপর প্রকাশিত হয়। তাহারা আত্ম-শুদ্ধির জন্যও কিছুটা চেষ্টা করে। তাহাদের মধ্যে একটি বাহ্যিক পুণ্য ও সত্য শিক্ষা সৃষ্টি হয়। ইহার দরুন তাহাদের মধ্যে এক সীমাবদ্ধ গণ্ডী পর্যন্ত সত্য স্বপ্ন ও কাশ্‌ফের জ্যোতিঃ সৃষ্টি হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা অন্ধকার হইতে মুক্ত নহে। তাহাদের কোন কোন দোয়াও মঞ্জুর হইয়া যায়। কিন্তু মহান কাজে ইহা (মঞ্জুর) হয় না। কেননা, তাহাদের সত্য-নিষ্ঠা পরিপূর্ণ হয় না। বরং তাহাদের সত্য-নিষ্ঠা ঐ স্বচ্ছ পানির ন্যায়, যাহা উপর হইতে স্বচ্ছ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ইহার নীচে গোবর ও ময়লা-আবর্জনা আছে। যেহেতু তাহাদের আত্মা পূর্ণমাত্রায় পবিত্র হয় না এবং তাহাদের সত্য-নিষ্ঠা ও নির্মলতায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, সেহেতু কোন পরীক্ষার সময় তাহারা হোঁচট খায়। যদি খোদাতা'লার করুণা তাহাদের সঙ্গে থাকে এবং তাঁহার দোষত্রুটি ঢাকিয়া রাখার সাত্তারী গুণ তাহাদের পর্দাকে রক্ষা করে তবে তো কোন হোঁচট না খাইয়াই তাহারা পৃথিবী ত্যাগ করে। কিন্তু যদি কোন পরীক্ষা তাহাদের উপর নিপতিত হয় তাহা হইলে তাহাদের পরিণতি বালমের ন্যায় মন্দ হওয়ার ও ইলহাম প্রাপ্ত হওয়ার পরও তাহাদের জন্য কুকুরের সাদৃশ্য হওয়ার আশংকা থাকিয়া যায়। কেননা, তাহাদের জ্ঞান, কর্ম ও ঈমানে দোষ-ত্রুটি থাকার দরুন শয়তান তাহাদের দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং কোন হোঁচট খাওয়ার সময় সে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গৃহে ঢুকিয়া পড়ে। তাহারা দূর হইতে আলো দেখে ; কিন্তু এই আলোতে প্রবেশ করে না এবং ইহার উত্তাপের যথেষ্ট অংশও তাহারা লাভ করে না। তাহাদের অবস্থা একটি বিপজ্জনক অবস্থা। খোদা হইলেন জ্যোতিঃ, যেমন তিনি বলেন, اللّٰه نور السمٰوٰت والارض (অর্থ ঃ আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতিঃ – অনুবাদক)। সুতরাং যে ব্যক্তি কেবল এই জ্যোতির উপকরণ দেখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে দূর হইতে ধোঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখে না। এই জন্য সে আলোর উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হয় এবং (সেই আগুন হতে বঞ্চিত) যাহা মানবীয় দুর্বলতাকে জ্বালাইয়া দেয়। সুতরাং ঐসকল লোক যাহারা কেবল নকল ও যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণ অথবা ধারণাপ্রসূত ইলহামের দ্বারা খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ করে, যেমন বাহ্যদর্শী আলেমেরা, দার্শনিকেরা বা এইরূপ ব্যক্তিরা যাহারা কেবল নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা যাহার মধ্যে কাশ্‌ফ ও স্বপ্নের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, খোদাতা'লার অস্তিত্ব স্বীকার

করে, কিন্তু খোদার নৈকট্যের জ্যোতিঃ হইতে তাহারা বঞ্চিত ; তাহারা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দূর হইতে আগুনের ধোঁয়া দেখে, কিন্তু আগুনের আলো দেখে না আর কেবলমাত্র ধোঁয়ার কথা ভাবিয়া আগুনের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করে। এইরূপ ব্যক্তি ঐ দৃষ্টি-শক্তি হইতে বঞ্চিত যাহা আলোর মাধ্যমে লাভ করা যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যে এই জ্যোতির আলো দূর হইতে তো দেখে, কিন্তু এই জ্যোতিতে প্রবেশ করে না, তাহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রিতে আগুনের আলো দেখে ইহার সাহায্যে সঠিক পথও পাইয়া যায়, কিন্তু এই আগুন হইতে দূরে থাকার দরুন ইহা দ্বারা নিজেদের শীতকে দূর করিতে পারে না আর আগুন তার প্রকৃতিকে জ্বালাইতে পারে না। যে কোন ব্যক্তি এই কথা বুঝিতে পারে যে, যদি এক অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে এবং ভীষণ শীতের সময় দূর হইতে আগুনের আলো তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে কেবলমাত্র এই আলোর দর্শনই তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না। বরং ঐ ব্যক্তিই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, যে আগুনের এতখানি নিকটে যাইবে যাহা তাহার শীতকে যথেষ্ট পরিমাণে দূর করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুর হইতে ঐ জ্যোতিঃ দেখে তাহার ইহাই চিহ্ন যে, যদি সঠিক পথের কোন কোন লক্ষণ তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ আশিসের কোন লক্ষণ তাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না (এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা কম থাকার) ফলে ও মানবীয় কামনা বাসনার দরুন তাহার দোষ-ত্রুটিসমূহ দূর হয় না এবং তাহার প্রকৃতিগত অস্তিত্ব জ্বলিয়া ভষ্মীভূত হয় না। কেননা, সে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ হইতে অনেক দূরে। সে নবী ও রসূলগণের পরিপূর্ণ উত্তরাধিকারী হয় না। তাহার কোন কোন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা তাহার মধ্যে গুপ্ত থাকে। খোদাতা'লার সহিত তাহার যে সম্পর্ক আছে তাহা নির্মল ও দোষ-ত্রুটি মুক্ত নহে। কেননা, সে দূর হইতে খোদাতা'লাকে অস্পষ্ট আবছা দেখে। সে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া নাই। এইরূপ লোকের মধ্যে যে মানবীয় আবেগ আছে তাহা কোন কোন সময় তাহার স্বপ্নে তেজ ও তুফানের ন্যায় দেখা দেয় এবং সে মনে করে যে, তাহার এই তেজ খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ তেজ কেবল 'নফ্সে আম্মারা' বা অবাধ্য আত্মা-এর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি স্বপ্নে বলে, আমি কখনো অমুক ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্তিতা করিব না। আমি তাহার চাইতে উত্তম। ইহার ফল এই হয় যে, সে বস্তুতঃই উত্তম, অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় এই বাক্য নির্গত হয়। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে স্বপ্নে আরো অনেক ধরনের কথা বলে এবং অজ্ঞতাবশতঃ সে মনে করে যে, ঐ সকল কথা খোদার ইচ্ছানুসারে বলা হইয়াছে। সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। যেহেতু সে সম্পূর্ণরূপে খোদাতা'লার দিকে অগ্রসর হয় নাই, এবং সকল শক্তি, সকল সত্য-নিষ্ঠা ও সকল বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাকে বহন করে নাই, সেহেতু খোদাতা'লার পক্ষ হইতে তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে করুণার বিকাশ হয় নাই। সে ঐ শিশুর ন্যায়, যাহার মধ্যে জীবনের সঞ্চার তো হইয়াছে, কিন্তু এখনো সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক জগতের পরিপূর্ণ দৃশ্যের প্রতি এখনো তাহার চক্ষু বন্ধ রহিয়াছে এবং এখনো সে নিজ মায়ের চেহারাও দেখে নাই, যাহার গর্ভাশয়ে সে লালিত-পালিত হইয়াছে। নিম মোল্লা খতরাহ ঈমান (অর্থাৎ অর্দ্ধ শিক্ষিত

মোল্লা ঈমানের জন্য বিপজ্জনক) – এই বিখ্যাত প্রবাদটি তাহার জন্য প্রযোজ্য। সে নিজ ক্রটিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। হাঁ, এইরূপ লোকেরাও কিছুটা তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়। কিন্তু ইহা ঐ দুগ্ধের ন্যায় যাহাতে কিছুটা পেশাবও মিশ্রিত আছে এবং ঐ পানির ন্যায় যাহাতে কিছুটা আবর্জনাও আছে। যদিও এই পর্যায়ের মানুষ প্রথম পর্যায়ের মানুষের তুলনায় নিজের স্বপ্ন ও ইলহামের ক্ষেত্রে শয়তানের প্রভাব ও নিজ মনগড়া কথা হইতে কিছুটা রক্ষা পায়, কিন্তু যেহেতু তাহার প্রকৃতিতে এখনো শয়তানের অংশ বিদ্যমান আছে, সেহেতু শয়তানী ওহী হইতে সে বাঁচিতে পারে না। যেহেতু তাহার মধ্যে প্রবৃত্তিগত আবেগেরও আশংকা আছে, সেহেতু নিজ মনগড়া কথা হইতেও সে রক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সঠিক কথা এই যে, ওহী ও ইলহামের পরিপূর্ণ নির্মলতা নির্মল আত্মার উপর নির্ভর করে। যাহাদের আত্মায় এখনো কলুষতা আছে তাহাদের ওহী ও ইলহামেও কলুষতা আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ঐ সকল লোকের বর্ণনা করা হইতেছে, যাহারা খোদাতা'লার নিকট হইতে পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ওহী লাভ করিয়া থাকেন এবং পরিপূর্ণভাবে বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান লাভ করেন। তাহাদের স্বপ্নও উষার আলোর ন্যায় সত্য হয়। তাঁহারা খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ ও পরম ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন। তাঁহার ঐশী প্রেমের অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া যান এবং তাহাদের প্রবৃত্তিগত অস্তিত্ব তাঁহার জ্যোতির স্ফুলিঙ্গে জ্বলিয়া সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জানা উচিত, খোদাতা'লা নেহায়েত দয়ালু ও করুণাময়। যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে সততার সহিত নির্মল চিত্তে অগ্রসর হয়, তিনি ইহার চাইতেও অধিক স্বীয় সততা ও নির্মলতা তাহার উপর প্রকাশ করেন। তাঁহার দিকে সরল অন্তঃকরণের সহিত পদক্ষেপকারী কখনো বিনষ্ট হয় না। খোদাতা'লার মধ্যে বড় ভালবাসা, বিশ্বস্ততা, আশিস, কল্যাণ ও অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করার গুণাবলী আছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তিই এইগুলিকে সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পায়, যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া যায়। তিনি বড়ই দয়ালু ও করুণাময় কিন্তু ঐশ্বর্যশীল ও স্বনির্ভর। অতএব যে ব্যক্তি তাঁহার পথে মৃত্যু বরণ করে সে ব্যক্তিই তাঁহার নিকট হইতে জীবন লাভ করে। এবং যে তাঁহার জন্য সব কিছু হারায় সেই ঐশী পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়।

খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকারীগণের সহিত ঐ ব্যক্তির সাদৃশ্য আছে, যে প্রথমে দূর হইতে আগুনের আলো দেখে এবং অতঃপর উহার নিকটবর্তী হয়। এমন কি ঐ আগুনে সে নিজেই প্রবিষ্ট হইয়া যায় এবং সমস্ত দেহ পুড়িয়া যায় আর কেবলমাত্র আগুনই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এইভাবে পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকারীগণ দিন দিন খোদাতা'লার নিকটবর্তী হইতে থাকেন। এমন কি খোদা-প্রেমের অগ্নিতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সত্তা পুড়িয়া যায় এবং জ্যোতির স্ফুলিঙ্গে তাহাদের প্রকৃতিগত অস্তিত্ব জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং উহার স্থান অগ্নি দখল করিয়া নেয় ; পবিত্র খোদা-প্রেমের দরুনই এই চরম পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়। খোদাতা'লার সহিত কাহারো পরিপূর্ণ সম্পর্ক আছে কি না ইহার বড় লক্ষণ এই যে, তাহার মধ্যে খোদায়ী গুণাবলী সৃষ্টি হইয়া যায়। জ্যোতির স্ফুলিঙ্গে তাহার মানবীয় দুর্বলতা জ্বলিয়া তাহার মধ্যে এক নূতন সত্তার সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যে এক নতুন জীবন উদ্ভাসিত হয়, যাহা পূর্বের জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোহাকে যখন আগুনে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং আগুন ইহার অণু-পরমাণুর উপর পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করে তখন ঐ লোহা সম্পূর্ণরূপে আগুনের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই কথা বলা যায় না যে, ইহা আগুন, যদিও ইহা আগুনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। অনুরূপভাবে ঐশী-প্রেমের স্ফুলিঙ্গ আপাদমস্তক যাহাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে সে-ও ঐশী-জ্যোতির বিকাশস্থল হইয়া পড়ে। কিন্তু এই কথা বলা যাবে না যে, সে খোদা হইয়া গিয়াছে। বরং সে (খোদার) দাস, যাহাকে ঐ আগুন নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে। ঐ আগুনের প্রাধান্যের পর তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রেমের হাজার হাজার লক্ষণাবলী সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহা কেবল একটি লক্ষণ নহে, যাহা বিচক্ষণ ব্যক্তি ও সত্যান্বেষীর নিকট সন্দেহজনক মনে হইতে পারে বরং ঐ সম্পর্ক শত

শত লক্ষণাবলীর সহিত সনাক্ত করা হইয়া থাকে। * উপরে বর্ণিত লক্ষণাবলী ছাড়াওকরুণাময় খোদা স্বীয় বাগ্মিতাপূর্ণ ও মধুর বাক্য মাঝে মাঝেই তাঁহার মুখে জারী করিয়া থাকেন, যাহা নিজের মধ্যে খোদায়ী প্রতাপ, বরকত ও অদৃশ্যের খবরের পরিপূর্ণ শক্তি ধারণ করে। ইহার সহিত একটি জ্যোতিঃ থাকে যাহা বলিয়া দেয় যে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা, সন্দেহপূর্ণ নহে। ইহার মধ্যে একটি স্বর্গীয় ঝলক থাকে এবং ইহা পঙ্কিলতামুক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন সময় বরং অধিকাংশ সময় এই বাক্য কোন শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সম্পৃক্ত থাকে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী গুরুত্ব ও পরিধির দিক হইতে এবং অবস্থার দিক হইতে অনন্য হইয়া থাকে। কেহ ইহাদের দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে না। এইগুলি খোদাভীতিতে পূর্ণ থাকে এবং চরম ও পরম কুদরতের দরুন খোদার চেহারা ইহাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় হয় না। বরং ইহাদের মধ্যে ভালবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার চিহ্নাবলী থাকে এবং ইহারা খোদার সমর্থন ও সাহায্যে পরিপূর্ণ থাকে। কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার নিজের সম্পর্কে, কোন কোনটি তাহার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে, কোন কোনটি তাঁহার বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে, কোন কোনটি তাঁহার দুশমন সম্পর্কে, কোন কোনটি সাধারণভাবে গোটা পৃথিবী সম্পর্কে এবং কোন কোনটি তাঁহার স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে হইয়া থাকে। তাঁহার উপর ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত হয়, যাহা অন্যদের উপর হয় না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে অদৃশ্যের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়, যাহা অন্যদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় না। খোদার বাক্য তাঁহার উপর ঐভাবে অবতীর্ণ হয়, যেভাবে খোদার পবিত্র নবী ও রসূলগণের উপর অবতীর্ণ হয়। ইহা সন্দেহ হইতে পবিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে। এই সম্মান তো তাঁহার ভাষাকে দেওয়া হইয়া থাকে। গুরুত্ব ও পরিধির দিক হইতে এবং অবস্থার দিক হইতে এইরূপ দৃষ্টান্তহীন বাক্য তাঁহার মুখে জারী করা হয় যে, পৃথিবী তাঁহার মোকাবেলা করিতে পারে না। তাঁহার চক্ষুকে কাশ্‌ফী শক্তি দান করা হয়। যদ্বারা তিনি গুপ্ত হইতে গুপ্ততর বিষয়সমূহ দেখিয়া নেন। কোন কোন সময় লিখিত বর্ণনা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি মৃতদের সহিত জীবিতদের ন্যায় সাক্ষাৎ করেন। কোন কোন সময় হাজার হাজার ক্রোশ দূরের বস্তু তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে এইরূপে আসিয়া পড়ে, যেন ইহা তাঁহার পায়ের নীচে পড়িয়া আছে।

অনুরূপভাবেই তাঁহার কানকেও অদৃশ্যের সংবাদাদি শুনার শক্তি দান করা হয়। অধিকাংশ সময় তিনি ফেরেশ্‌তাদের আওয়াজ শুনিয়া থাকেন এবং অস্থিরতার সময় তাহাদের আওয়াজে সান্ত্বনা লাভ করেন। ইহার চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন সময় জড়বস্তু, বৃক্ষরাজি ও জীব-জন্তুর আওয়াজ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া যায়। দার্শনিকেরা কাষ্ঠ নির্মিত স্তম্ভের বিলাপকে অস্বীকার করে। তাঁহারা নবীগণের ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কে অনবহিত। অনুরূপভাবে তাঁহার নাককেও অদৃশ্যের সুগন্ধের ঘ্রাণ লওয়ার

---

* পরিপূর্ণ সম্পর্কের একটি বড় লক্ষণ এই যে, যেভাবে প্রত্যেক বস্তুর উপর খোদার প্রাধান্য আছে, তদ্রূপে তিনি প্রত্যেক দুশমন ও মোকাবেলাকারীর উপরও প্রাধান্য রাখেন। (সূরা আল্ মুজাদালা ঃ ২২)

كتب الله لاغلبن انا ورسلى

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ফয়সালা করিয়া লইয়াছেন ঃ নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হইব। – অনুবাদক)।

শক্তি দেওয়া হয়। কোন সময় তিনি শুভ সংবাদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ঘ্রাণ লইয়া থাকেন এবং মন্দ বিষয়সমূহের দুর্গন্ধ তাঁহার নিকট পৌছিয়া যায়। অনুরূপভাবে তাঁর হৃদয়কে দূরদৃষ্টির শক্তি দান করা হয় এবং অনেক বিষয় তাঁহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া যায় এবং তাহা সঠিক হয়। অনুরূপভাবে শয়তান তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করা হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কেননা, তাঁহার মধ্যে শয়তানের কোন অংশ থাকে না। উচ্চ পর্যায়ের 'ফানা-ফিল্লাহ্' (আল্লাহ্তে বিলীন) হওয়ার দরুন তাঁহার কথা সব সময় খোদার কথা হইয়া থাকে এবং তাঁহার হাত খোদার হাত হইয়া থাকে। যদিও তাঁহার উপর বিশেষভাবে ইলহাম না-ও হয়, তবুও তাঁহার মুখে যাহা কিছু জারী হয় তাহা তাঁহার তরফ হইতে নহে, বরং খোদার তরফ হইতে হয়। কেননা, তাঁহার প্রবৃত্তিগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জ্বলিয়া যায় এবং তাঁহার নীচ অস্তিত্বের উপর এক মৃত্যু নামিয়া আসার পর তাঁহাকে এক নতুন ও পবিত্র জীবন দান করা হয়, যাহার উপর সর্বদা আল্লাহ্র জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। অনুরূপভাবে তাঁহার কপালে জ্যোতিঃ দান করা হয়, যাহা খোদা-প্রেমিক ব্যতীত আর কাহাকেও দান করা হয় না। কোন কোন বিশেষ সময়ে ঐ জ্যোতিঃ এইভাবে চমকায় যে এক কাফেরও তাহা অনুভব করিতে পারে। বিশেষভাবে ইহা এরূপ সময়ে সংঘটিত হয় যখন তাঁহাকে নির্যাতিত করা হয় এবং খোদার সাহায্য লাভ করার জন্য তিনি তাঁহার (খোদার) প্রতি মনোনিবেশ করেন। সুতরাং আল্লাহ্র ঐ কবুলিয়্যতের সময়টা তাঁহার জন্য একটি বিশেষ সময় হইয়া থাকে এবং খোদার জ্যোতিঃ তাঁহার নিজ প্রভা প্রকাশ করে।

অনুরূপভাবে তাঁহার হাত পা ও সমস্ত শরীরে একটি আশিস প্রদান করা হয়, যার দরুন তাঁহার পরিহিত বস্ত্রও পবিত্র হইয়া যায়। অধিকাংশ সময় তিনি কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে বা তাঁহার গায়ে হাত রাখিলে ইহা ঐ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বা দৈহিক রোগ-মুক্তির কারণ সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহার বাসগৃহকে অতি সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আশিসমণ্ডিত করেন। ঐ গৃহ বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পায়। খোদার ফেরেশ্‌তা উহার হেফাযত করেন।

অনুরূপভাবে তাঁহার শহর বা গ্রামকেও বরকত ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ঐ মাটিকেও কিছুটা বরকত প্রদান করা হয়, যাহার উপর তিনি পদক্ষেপ করেন।

অনুরূপভাবে অধিকাংশ সময় এই পর্যায়ের লোকগণের বাসনাগুলিও ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ যখন তাঁহাদের অন্তরে গভীরভাবে কোন কিছু খাওয়ার বা পান করার বা পরার বা দেখার বাসনা সৃষ্টি হয় তখন ঐ বাসনা ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ ধারণ করে এবং যখন সময়ের পূর্বেই তাঁহাদের অন্তরে ব্যাকুলতার সহিত কোন কিছু পাওয়ার বাসনা জাগ্রত হয় তখন ঐ বস্তু তাহাদিগকে প্রদান করা হয়।

অনুরূপভাবে তাহাদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিও ভবিষ্যদ্বাণীর রূপ ধারণ করে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তির উপর তাঁহারা রাজী ও সন্তুষ্ট হন তাহাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যপূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া যায়। যাহাদের উপর তাঁহারা ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন তাহাদের ভবিষ্যৎ পতন ও ধ্বংসের এক দলিল হইয়া পড়ে। কেননা, 'ফানা ফিল্লাহ্' হওয়ার দরুন তাঁহারা খোদার আস্তানায় থাকেন। তাঁহাদের সন্তুষ্টি ও ক্রোধ খোদার সন্তুষ্টি ও ক্রোধ হইয়া থাকে। ইহা তাঁহাদের আত্মার প্রেরণার দরুন হয় না ; বরং খোদার পক্ষ হইতে তাঁহাদের মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে তাঁহাদের দোয়া ও তাঁহাদের মনোযোগও সাধারণ দোয়া ও মনোযোগের ন্যায় হয় না ; বরং ইহাদের মধ্যে একটি গভীর প্রভাব থাকে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি ইহা আল্লাহ্র অমোঘ ও অটল বিধান না হয় এবং তাহাদের মনোযোগ সকল শর্তসহ ঐ বিপদ দূর করার জন্য নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে খোদাতা'লা ঐ বিপদ দূর করিয়া দেন, যদিও এক ব্যক্তি বা কয়েকজনের উপর ঐ বিপদ অবতীর্ণ হইতে পারে, বা একটি দেশের উপর ঐ বিপদ অবতীর্ণ হইতে পারে, বা যুগের বাদশাহের উপর ঐ বিপদ অবতীর্ণ হইতে পারে। বিষয়টির গূঢ় রহস্য এই যে, তাঁহারা নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জন দেন। এই জন্য অধিকাংশ সময় তাঁহাদের ইচ্ছা খোদাতা'লার ইচ্ছার সহিত এক হইয়া যায়। সুতরাং কোন বিপদ দূর করিবার জন্য তাহাদের মনোযোগ যখন গভীরভাবে নিবদ্ধ হয় এবং ব্যথাবিদুর চিত্তে তাঁহারা আল্লাহর্ যে অনুমোদন চাহেন তাহা পাওয়া যায়, তখন আল্লাহ্র বিধান এইভাবেই কার্যকর হয় যে, খোদা তাঁহাদের দোয়া শুনেন এবং এমনটি হয় যে, খোদা তাঁহাদের দোয়া রদ করেন না। কখনো কখনো তাঁহাদের দাসত্ব প্রমাণ করার জন্য দোয়া শুনা হয় না, যাহাতে পাছে অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে তাঁহারা খোদার অংশীদার সাব্যস্ত হইয়া না পড়েন। ঘটনাক্রমে যদিও বিপদ নামিয়া আসে, যাহাতে মৃত্যুর চিহ্নাবলী প্রকাশিত হয় তবে অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ্র রীতি ইহাই যে, ঐ বিপদে বিলম্ব হয় না। এইরূপ সময়ে আল্লাহ্র অনুগৃহিত বান্দাদের নীতি ইহাই যে, তাঁহারা দোয়া পরিহার করেন এবং ধৈর্য ধারণ করেন। এইরূপ সময়ে দোয়া করাই দোয়ার উৎকৃষ্ট সময় যখন হতাশার উপকরণসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না এবং এইরূপ লক্ষণাবলী দেখা দেয় না যাহাতে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, এখন বিপদ দরজায় দাঁড়াইয়া আছে এবং এক কথায় বলা যায় যে, ইহা অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, আল্লাহ্র অধিকাংশ বিধান এইরূপ যে, যখন খোদাতা'লা একটি আযাব (শাস্তি) অবতীর্ণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছা ফিরাইয়া নেন না।

ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজনগণের অধিকাংশ দোয়া মঞ্জুর করা হয় ; বরং দোয়ার কবুলিয়তই তাঁহাদের বড় মো'জেযা। যখন কোন বিপদের সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় আর এই গভীর ব্যাকুলতার অবস্থায় তাঁহারা স্বীয় খোদার দিকে মনোনিবেশ করেন তখন খোদা তাঁহাদের কথা শুনেন। ঐ সময় তাঁহাদের হাত যেন খোদার হাত হইয়া যায়। খোদা একটি গুপ্ত ধন ভাণ্ডারের ন্যায়। পূর্ণ

অনুগ্রহভাজনদের মাধ্যমে তিনি স্বীয় চেহারা দেখাইয়া থাকেন। খোদার নির্দশন তখনই প্রকাশিত হয় যখন তাঁহার অনুগ্রহভাজনকে নির্যাতন করা হয়। যখন তাঁহাকে সীমাতিরিক্ত দুঃখ দেয়া হয় তখন মনে করিবে যে, খোদার নিদর্শন সন্নিকটে বরং দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। কেননা, তাঁহারা ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা মনে প্রাণে খোদার হইয়া যান। খোদা তাঁহাদিগকে এতখানি ভালবাসেন যতখানি কেহ নিজের প্রিয় পুত্রকেও ভালবাসে না। তিনি তাঁহাদের জন্য আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন এবং স্বীয় শক্তি এইভাবে প্রদর্শন করেন যেমন ঘুমন্ত ব্যাঘ্র জাগিয়া উঠে। খোদা গুপ্ত। এই সকল লোকই তাঁহাকে প্রকাশ করেন। তিনি সহস্র সহস্র পর্দার অন্তরালে আছেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার চেহারা দেখাইয়া থাকেন।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদার অনুগ্রহভাজনদের সকল দোয়াই মঞ্জুর করা হয় – এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। বরং কথা এই যে, অনুগ্রহভাজনদের সহিত খোদাতা'লার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কখনো কখনো তিনি তাঁহাদের দোয়া মঞ্জুর করেন এবং কখনো কখনো তিনি স্বীয় ইচ্ছা তাহাদের দ্বারা মানাইয়া নিতে চাহেন, যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, বন্ধুত্বে এইরূপই হইয়া থাকে। কোন কোন সময় এক বন্ধু তাহার বন্ধুর কথা মানিয়া নেয় এবং তাহার মর্জি মোতাবেক কাজ করে। অতঃপর এইরূপ সময়ও আসে যখন নিজের কথা তাহাকে দিয়া মানাইয়া নিতে চাহে। ইহার প্রতিই আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করিতেছেন, যেমন তিনি কুরআন শরীফের এক জায়গায় মোমেনদিগকে দোয়ার কবুলিয়তের অঙ্গীকার করেন এবং বলেন,

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(সূরা আল্ মোমেন ঃ ৬১)। অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব। অন্য জায়গায় স্বীয় নাযেলকৃত অমোঘ ও অটল বিধান ('কাযা' ও 'কদর')-এর উপর সম্মত ও সন্তুষ্ট থাকার জন্য শিক্ষা দিতেছেন যেমন তিনি বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ
الثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ

(অর্থ ঃ – এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও। যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী – অনুবাদক)।

আমি আবারও লেখা সমীচীন মনে করি যে, এই পুস্তকে বর্ণিত তৃতীয় পর্যায়ের কামেল ঈমানদার ও কামেল খোদা-প্রেমিক ব্যক্তিগণ সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হইয়াছে ইহাদের অধিকাংশ বিষয়ে অন্যান্য লোকেরাও শরীক হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ,

অন্যান্য লোকেরাও স্বপ্ন দেখে এবং তাহারাও কাশ্‌ফ ও ইলহাম লাভ করে। ইহাতে কোন নির্বোধ যেন মনে না করে যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

যদিও বার বার আমি এই কুধারণার জবাব দিয়াছি তথাপি আমি আবার বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত ও অননুগৃহীত বান্দাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার কিছুটা এই পুস্তকেও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐশী নিদর্শনের প্রেক্ষাপটে উভয়ের মধ্যে একটি আযীমুশ্বান পার্থক্য রহিয়াছে। খোদার অনুগৃহীত বান্দাগণকে তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং খোদা-প্রেমের আগুনে তাহাদের সকল প্রবৃত্তিকে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। গুরুত্বের দিক হইতেই হউক, বা বৈশিষ্ট্যের দিক হইতেই হউক তাঁহারা নিজেদের প্রত্যেকটি মর্যাদার ক্ষেত্রে অন্যদের উপর জয়যুক্ত হন। অসাধারণভাবে খোদার সমর্থন ও সাহায্যের নিদর্শন এত বিপুল আকারে তাঁহাদের জন্য প্রকাশিত হয় যে, পৃথিবীতে ইহাদের দৃষ্টান্ত পেশ করার শক্তি কাহারো নাই। কেননা, আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, খোদা গুপ্ত। তাঁহার চেহারা প্রদর্শনের জন্য এই সকল ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিকাশস্থল হইয়া থাকেন। গুপ্ত খোদাকে তাঁহারা জগদ্বাসীকে দেখাইয়া থাকেন এবং খোদা তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন।

আর আমরা বর্ণনা করিয়াছি যে, ঐশী নিদর্শনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ তিন প্রকারের হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ ঐ সকল ব্যক্তি, যাহাদের কোন গুণ নাই এবং খোদাতা'লার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। কেবল মাত্র মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের দরুন তাহারা কোন কোন সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে এবং তাহাদের নিকট সত্য কাশ্‌ফ হইয়া থাকে। ইহাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও ভালবাসার চিহ্ন প্রকাশ পায় না এবং ইহাতে তাহাদের নিজেদেরও কোন লাভ হয় না। হাজার হাজার দুষ্ট ও মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পূঁতিগন্ধময় ফাসেক ও মিথ্যাবাদী স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ লাভ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, তাহাদের চাল-চলন প্রশংসার যোগ্য হয় না। কমপক্ষে বলা যায় তাহাদের ঈমানের অবস্থা এতই দুর্বল হইয়া থাকে যে, তাহারা একটি সত্য সাক্ষ্যও দিতে পারে না। তাহারা জগতকে যতখানি ভয় করে ততখানি ভয় খোদাকে করে না। তাহারা দুষ্ট লোকদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে না। তাহারা এইরূপ কোন সত্য সাক্ষ্য দিতে পারে না, যাহাতে বড় লোকের অসন্তুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে তাহাদের মধ্যে চরম আলস্য ও শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা জাগতিক চিন্তা-ভাবনায় দিন-রাত ডুবিয়া থাকে। তাহারা জ্ঞাতসারে মিথ্যাকে সমর্থন করে ও সত্যকে পরিত্যাগ করে। তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মসাৎ এর স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোকের মধ্যে এই স্বভাবও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা জঘন্য ও গর্হিত কার্য হইতে বিরত হয় না এবং ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য সব ধরনের অবৈধ কাজ করিয়া থাকে। কোন কোন লোকের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া থাকে। তাহারা হিংসা কার্পণ্য আত্মগর্ব আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের প্রতীক হইয়া থাকে। এবং প্রত্যেক ধরনের নীচ কর্ম তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লজ্জাষ্কর অশ্লীলতা বিদ্যমান থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপও আছে যাহারা সর্বদা মন্দ স্বপ্নও দেখিয়া থাকে এবং ঐগুলি সত্যে পরিণত হয়। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠন যেন কেবলমাত্র মন্দ ও নোংরা

স্বপ্ন দেখার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা না নিজেদের জন্য কোন উত্তম স্বপ্ন দেখিতে পারে, যদ্বারা তাহাদের জগৎ সুন্দর হয় এবং তাহাদের আশা পূর্ণ হয়, আর না তাহারা অন্যদের জন্য কোন সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। এই সকল লোকের স্বপ্নের অবস্থা তিন ধরনের মধ্যে ঐ বস্তুগত দৃশ্যের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, যখন এক ব্যক্তি দূর হইতে কেবল মাত্র আগুনের ধোঁয়া দেখে ; কিন্তু না আগুনের আলো দেখে আর না আগুনের উত্তাপ অনুভব করে। কেননা, এই সকল লোক খোদার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহাদের ভাগ্যে কেবল ধোঁয়া আছে, যদ্বারা কোন আলো লাভ করা যায় না।

অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন-দর্শক বা ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঐ সকল লোক যাহারা খোদাতা'লার সহিত কিছু সম্পর্ক রাখে; কিন্তু ঐ সম্পর্ক পরিপূর্ণ নহে। এই সকল লোকের স্বপ্নে বা ইলহামের অবস্থা ঐ বস্তুগত দৃশ্যের সহিত যুক্ত, যখন এক ব্যক্তি অন্ধকার ও প্রচন্ড শীতের রাত্রিতে দুর হইতে আগুনের আলো দেখে। এই দেখার দরুন তাহারা এতখানি উপকার তো লাভ করে যে, তাহারা এইরূপ রাস্তায় চলা হইতে বিরত হয় যেখানে গর্ত আছে, কাঁটা আছে, পাথর আছে, সর্প আছে ও হিংস্র প্রাণী আছে। কিন্তু এই ধরনের আলো তাহাদিগকে ঠান্ডা ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব যদি তাহারা আগুনের গরম গন্ডি পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারে তবে তাহারা ঐভাবেই ধ্বংস হইয়া যায়।

অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর ইলহাম প্রাপ্ত ও স্বপ্নদ্রষ্টা ঐ সকল লোক, যাঁহাদের স্বপ্ন ও ইলহামের অবস্থা ঐ বস্তুগত দৃশ্যের সহিত সাদৃশযুক্ত যখন এক ব্যক্তি অন্ধকার ও প্রচন্ড শীতের রাত্রিতে না কেবলমাত্র আগুনের পরিপূর্ণ আলোই পাইয়া থাকে এবং ঐ আলোতে পথ চলে বরং উহার উত্তপ্ত গন্ডিতে প্রবেশ করিয়া ঠান্ডার অনিষ্ট হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে। তাঁহারা এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান, যাহা প্রবৃত্তিগত কামনা বাসনার পরিচ্ছদকে খোদা-প্রেমের আগুনে পোড়াইয়া দেয় এবং তাঁহারা খোদার জন্য বিষাদময় জীবন গ্রহণ করিয়া নেন। তাঁহারা সম্মুখে মৃত্যু দেখেন এবং দৌড়াইয়া ঐ মৃত্যুকে নিজেদের জন্যে পসন্দ করিয়া নেন এবং প্রত্যেক ধরনের বেদনাকে খোদার জন্য গ্রহণ করিয়া লন এবং খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির শত্রু হইয়া ইহার (প্রবৃত্তির) বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া ঈমানের এইরূপ শক্তি দেখান যে, ফেরেশ্‌তারাও তাঁহাদের এই ঈমান দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে পতিত হইয়া যায়। তাঁহারা আধ্যাত্মিক পাহলোয়ান হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট শয়তানের সকল আক্রমণ তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা অকৃত্রিমরূপে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী পুরুষ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর মোহনীয় দৃশ্য তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। সন্তান-সন্ততির ভালবাসা এবং স্ত্রীর সম্পর্ক তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রেমিকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সারকথা এই যে, কোন বিষাদ তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে না। কোন ইন্দ্রীয়শক্তি তাঁহাদিগকে খোদার নৈকট্য লাভে বাধা দিতে পারে না। কোন সম্পর্কই খোদার সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই তিনটি হইল আধ্যাত্মিক স্তরের অবস্থা। ইহাদের মধ্যে প্রথম অবস্থা 'এলমুল একীন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থাকে 'আইনুল একীন' (চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস) নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় মোবারক ও

কামেল অবস্থাকে 'হাক্কুল একীন' (নিশ্চিত বিশ্বাস) বলা হইয়া থাকে। 'হাক্কুল একীন' পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত মানুষের তত্ত্বজ্ঞান পরিপূর্ণ হইতে পারে না এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেও পবিত্র হইতে পারে না। কেননা, 'হাক্কুল একীন' এর অবস্থা কেবল দেখার উপর নির্ভরশীল নহে ; বরং ইহা বাস্তব অবস্থারূপে মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায় এবং মানুষ খোদা-প্রেমের প্রজ্জ্বলিত আগুনে পতিত হইয়া নিজের প্রবৃত্তির সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দেয়। এই স্তরে পৌঁছার পর মানুষের তত্ত্বজ্ঞান বাক্যালাপ হইতে বাস্তব ঘটনায় রূপান্তরিত হয় এবং পার্থিব জীবন সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। এইরূপ মানুষ যখন খোদাতা'লার ক্রোড়ে বসিয়া পড়েন, একটি লৌহ খন্ড যেভাবে আগুনে পুড়িয়া সম্পূর্ণরূপে আগুনের রঙ ধারণ করে এবং উহা হইতে আগুনের ধর্ম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে, তদ্রূপই এই পর্যায়ের মানুষ আল্লাহ্‌র গুণের প্রতিচ্ছায়ারূপে গুণান্বিত হইয়া যান। তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এতখানি আত্মবিলীন হইয়া যান যে, তাঁহারা খোদার মধ্যে থাকিয়া কথা বলেন, খোদার মধ্যে থাকিয়া দেখেন, খোদার মধ্যে থাকিয়া শুনেন এবং খোদার মধ্যে থাকিয়া চলেন। তাঁহাদের পরিধানের মধ্যে যেন খোদাই থাকেন। মানুষ তাঁহাদের ঐশী জ্যোতিবিকাশের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। যেহেতু এই বিষয়টি জটিল ও সাধারণের নিকট বোধগম্য নহে, সেহেতু আমি ইহা এইখানেই পরিত্যাগ করিতেছি।

এখন আমি অন্য একটি আঙ্গিকে তৃতীয় স্তরের ছবি অঙ্কণ করিতেছি। এই তৃতীয় স্তর সর্বোচ্চ ও কামেল (পরিপূর্ণ) স্তর। ঐ কামেল ওহী যাহা তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের ওহী, তাহা কামেল ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন সূর্যের কিরণ সরাসরি একটি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার আয়নার উপর পতিত হয় যাহা উহার বিপরীতে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, যদিও সূর্যের কিরণ একই কিন্তু প্রকাশের তারতম্যের দরুন ইহাতে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। সুতরাং যখন সূর্যের কিরণ যমীনের এইরূপ কোন ঘন অংশে পড়ে যাহার উপরিভাগে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি নাই, বরং ঘোরতর কালো মাটি বিদ্যমান ও উপরিভাগ আবৃত নয় তখন ইহা (সূর্যের কিরণ) নেহায়েত দুর্বল হইয়া থাকে। বিশেষভাবে ইহা ঐ অবস্থায় আরো দুর্বল হইয়া থাকে যখন সূর্য ও যমীনের মধ্যে মেঘও প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ একই কিরণ যাহার সামনে প্রতিবন্ধকরূপে কোন মেঘ থাকে না, যখন ইহা স্বচ্ছ পানিতে পতিত হয় যাহা এক স্বচ্ছ আয়নার ন্যায় চমকাইতে থাকে তখন ইহা আরো উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হয়, যাহা চক্ষুও সহ্য করিতে পারে না।

অতএব, এইভাবেই যখন পবিত্র আত্মা, যাহা সর্ব প্রকারের দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তাহার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন উহার জ্যোতি: অস্বাভাবিকভাবে বিশেষরূপে বিকশিত হয় এবং ঐ আত্মার উপর খোদার গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় ও সম্পূর্ণরূপে এক-অদ্বিতীয় খোদার চেহারা প্রকাশিত হয়। এই পর্যালোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখন সূর্য উদিত হয় তখন প্রতিটি পবিত্র ও অপবিত্র জায়গার উপর ইহার আলো পড়ে। এমন কি ময়লায় পরিপূর্ণ একটি পায়খানাও এই আলো হইতে অংশ গ্রহণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই আলোর পরিপূর্ণ আশিস ঐ স্বচ্ছ আয়না বা স্বচ্ছ পানি লাভ করে, যাহা নিজের পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার দরুন নিজেই সূর্যের ছবি নিজের মধ্যে দেখাইতে পারে। অনুরূপভাবে যেহেতু খোদাতা'লা কৃপণ নহেন সেহেতু

তাঁহার জ্যাতিঃ দ্বারা সকলেই আশিস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যাহারা পার্থিব জীবনের মৃত্যু ঘটাইয়া খোদাতা'লার সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশস্থল হইয়া পড়েন এবং প্রতিচ্ছায়ারূপে খোদাতা'লা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাদের অবস্থা সকলের চাইতে ভিন্ন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তোমরা দেখ যে, যদিও সূর্য আকাশে আছে তদ্‌সত্ত্বেও যখন ইহা অত্যন্ত স্বচ্ছ পানি বা পরিষ্কার আয়নার উপর পড়ে তখন ইহা ঐ পানি বা আয়নার মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ঐ পানি বা আয়নার মধ্যে থাকে না। বরং পানি বা আয়না স্বীয় পূর্ণ স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতার দরুন লোকদিগকে ইহা দেখাইয়া থাকে যেন ইহা পানি বা আয়নার মধ্যে আছে।

মোটকথা, খোদার ওহীর জ্যোতিঃ পরিপূর্ণভাবে ঐ আত্মাই গ্রহণ করিতে পারে, যাহা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীণভাবে পবিত্রতা লাভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আত্মা পরিপূর্ণ পবিত্রতার মাধ্যমে এই প্রতিফলনের অবস্থা লাভ না করে এবং প্রকৃত প্রেমিকের চেহারা তাহার মধ্যে বিকশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলহাম পাওয়া বা স্বপ্ন দেখা কোন গুণের বা পরিপূর্ণতার দলিল হিসাবে সাব্যস্ত হয় না। কেননা, যেভাবে আল্লাহ্‌তা'লা সকল মানুষকে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে দৈহিকভাবে চোখ, নাক, কান, শ্রবণ-শক্তি ও অন্যান্য সকল শক্তি দান করিয়াছেন এবং কোন জাতির সাথে কার্পণ্য করেন নাই, তদ্রূপে আধ্যাত্মিকভাবেও তিনি কোন যুগে এবং কোন জাতির লোককে আধ্যাত্মিক শক্তির উপাদান হইতে বঞ্চিত করেন নাই। যেভাবে তোমরা দেখিতে পাও যে, সূর্যের আলো সকল স্থানেই পড়ে এবং কোন সূক্ষ্ম বা স্থূল জায়গা ইহার গণ্ডির বাহিরে থাকে না, এই একই ঐশী বিধান আধ্যাত্মিক সূর্যের আলোর ক্ষেত্রেও সত্য। কোন স্থূল জায়গা বা কোন সূক্ষ্ম জায়গা উহার আলো হইতে বঞ্চিত থাকিতে পারে না। হ্যাঁ, পবিত্র ও স্বচ্ছ হৃদয়ের প্রতি ঐ জ্যোতিঃ আকৃষ্ট হয়। যখন ঐ আধ্যাত্মিক সূর্য স্বচ্ছ বস্তুসমূহের উপর স্বীয় জ্যোতিঃ অবতরণ করে তখন নিজের সমস্ত জ্যোতিঃ উহাদের মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি স্বীয় চেহারার ছবি উহাদের মধ্যে অঙ্কণ করিয়া দেন, যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, সূর্য যখন কোন স্বচ্ছ পানি বা স্বচ্ছ আয়নার উপর পড়ে তখন ইহা নিজের পূর্ণ অবয়ব উহাতে প্রকাশ করে। এমন কি যেভাবে আকাশে সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায় ; ঠিক সেইভাবেই কোন পার্থক্য ছাড়াই ইহাকে এই স্বচ্ছ পানি বা আয়নায় দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব, আধ্যাত্মিকভাবে কোন মানবের জন্য ইহার চাইতে বড় কোন মার্গ নাই যে, সে এত বেশী পবিত্রতা অর্জন করিয়া লয় যেন খোদার ছবি তাহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহার প্রতিই আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (আল্ বাকারা ঃ ৩১)। অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে নিজ প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ছবি একটি বস্তুর আসল আকৃতির প্রতিনিধি, অর্থাৎ স্থলাভিষিক্তি হইয়া থাকে। এই কারণেই যে সকল ক্ষেত্রে আসল আকৃতিতে অংশ ও অবয়ব থাকে ঠিক সেই সকল ক্ষেত্রে ছবিতেও এইগুলি থাকে। হাদীস শরীফ এবং তওরাতেও (এই কথা) লেখা আছে যে, খোদাতা'লা মানুষকে নিজের

আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং আকৃতির অর্থ এই আধ্যাত্মিক সাদৃশ্যই। ইহাও বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন একটি অত্যন্ত পরিষ্কার আয়নার উপর সূর্যের আলো পড়ে তখন ইহার মধ্যে কেবল সূর্যকেই দেখা যায় না, বরং ঐ কাঁচ সূর্যের গুণও প্রকাশ করে। তাহা এই যে, উহার আলো প্রতিফলনরূপে অন্যের উপরও পড়িয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থায়ই আধ্যাত্মিক সূর্যের ছবি হইয়া থাকে। যখন এক স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি উহা হইতে একটি প্রতিফলিত রূপ গ্রহণ করিয়া নেয় তখন সূর্যের ন্যায় তাঁহার নিকট হইতেও কিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে, যেন গোটা সূর্য নিজের পূর্ণ প্রতাপসহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে।

অতঃপর এখানে আরো একটি বিষয় স্মরণযোগ্য। তাহা এই যে, তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি, যাঁহাদের সহিত খোদাতা'লার পরিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে এবং যাঁহারা পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ইলহাম পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের অবস্থানও আল্লাহ্‌র আশিস লাভের ক্ষেত্রে এক হয় না এবং তাঁহাদের সকলের পারস্পরিক প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিধি সমান হয় না। বরং কাহারো প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিধি নিম্ন পর্যায়ে বিস্তৃত এবং কাহারো কাহারো অধিক বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই পরিধি কাহারো কাহারো অনেক ব্যাপক এবং কাহারো কাহারো এত ব্যাপক যে, ইহা অনুমান ও ধারণার উর্ধ্বে। খোদাতা'লার সহিত কাহারো প্রেমের সম্পর্ক শক্তিশালী এবং পরম শক্তিশালী হইয়া থাকে। সম্পর্ক এই পর্যায়ের হইয়া থাকে যে, জগদ্বাসী তাহা সনাক্ত করিতে পারে না এবং কোন বুদ্ধি উহার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। তাঁহারা সদা (খোদা)-এর প্রেমে এতখানি বিভোর থাকেন যে, তাহাদের অস্তিত্ব ও সত্তার কোন অণু-পরমাণুও ইহা ইহতে বাদ থাকে না। সকল পর্যায়ের এই ব্যক্তিগণ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪)-অর্থঃ প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ) কক্ষপথে সন্তরণ করিতেছে - অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী নিজেদের প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তির পরিধি অধিক উন্নতি করিতে পারে না। তাহাদের কেহ নিজেদের প্রকৃতিগত পরিধিকে অতিক্রম করিয়া কোন জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারেন না এবং প্রকৃতিগত পরিধি অতিক্রম করিয়া সূর্যালোকের আধ্যাত্মিক ছবি নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। খোদাতা'লা প্রত্যেকের প্রকৃতিগত প্রচ্ছন্ন শক্তি অনুযায়ী তাহাকে স্বীয় চেহারা দেখাইয়া থাকেন এবং তাহার শক্তি কমবেশী হওয়ার দরুন ঐ চেহারা কোথাও ছোট হইয়া যায় এবং কোথাও বড় হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বড় চেহারা একটি আয়নায় খুবই ছোট মনে হয়। কিন্তু ঐ চেহারাই একটি বড় আয়নায় বড় দেখা যায়। কিন্তু আয়না ছোটই হউক বা বড়ই হউক, চেহারার সকল অংশ ও নক্‌শা উহাতে দেখা যায়। কেবল পার্থক্য এই থাকে যে, ছোট আয়না সম্পূর্ণ চেহারা দেখাইতে পারে না। অতএব যেভাবে ছোট ও বড় আয়নায় এই কম বেশী হইয়া থাকে, তদ্রূপে খোদাতা'লার সত্তা যদিও অনাদি ও অপরিবর্তনীয়, কিন্তু মানুষের শক্তি অনুসারে তাঁহার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এতখানি পার্থক্য হইয়া যায় যে, গুণাবলী প্রকাশের দিক হইতে যিনি যায়েদের খোদা তিনি যেন বকরের নিকট আরো বড় খোদা এবং খালেদের খোদা আরো বড়। কিন্তু খোদা তিন জন নহেন (খোদা একই)। কেবলমাত্র জ্যোতির রকমের বিকাশের দরুন তাঁহার প্রতাপ ও মর্যাদা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়।

যেমন, মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খোদা একই, তিন খোদা নহেন। কিন্তু জ্যোতির বিভিন্ন বিকাশের প্রেক্ষাপটে ঐ এক খোদার মধ্যে তিনটি প্রতাপ প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু মূসা (আঃ)-এর ক্ষমতা কেবল বনী ইসরাঈল ও ফেরাউন পর্যন্ত সীমিত ছিল সেহেতু মূসা (আঃ)-এর উপর খোদার কুদরতের বিকাশ ঐ পর্যন্তই সীমিত ছিল। যদি মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ঐ যুগ ও ভবিষ্যত যুগের সকল মানব সন্তানের উপর থাকিত তাহা হইলে তওরাতের শিক্ষাও এইরূপ সীমাবদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ হইত না যেরূপে ইহা আজ বিদ্যমান।

তদ্রূপেই ঈসা (আঃ)-এর ক্ষমতা কেবল ইহুদীদের কয়েকটি ফেরকা (দল) পর্যন্ত সীমিত ছিল, যাহারা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ছিল। অন্যান্য জাতি ও ভবিষ্যৎ যুগের সহিত তাঁহার সহানুভূতির কোন সম্পর্কই ছিল না। এই জন্য খোদার কুদরতের বিকাশও তাঁহার ধর্মে ঐ সীমা পর্যন্তই সীমিত ছিল, যে পর্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল এবং এই মর্মে ভবিষ্যতে খোদার ইলহাম ও ওহীর উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। যেহেতু ইঞ্জিলের শিক্ষাও কেবল ইহুদীদের মন্দ কার্য ও নৈতিক অবক্ষয় সংশোধনের জন্য ছিল এবং সমগ্র বিশ্বের বিশৃঙ্খলার প্রতি ইহার দৃষ্টি ছিল না, সেহেতু ইঞ্জিল সাধারণ কার্য সম্পাদন করিতেও অক্ষম ছিল। ইহা কেবলমাত্র ঐ সকল ইহুদীর তৎকালীন মন্দ স্বভাবের সংশোধন করে, যাহা দৃষ্টির সম্মুখে ছিল। যাহারা অন্যান্য দেশের বাসিন্দা বা ভবিষ্যৎ যুগের লোক, তাহাদের অবস্থার সহিত ইঞ্জিলের কোন সম্পর্ক ছিল না। যদি সকল শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের সংশোধন করাই ইঞ্জিলের লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ইহার এই শিক্ষা হইত না, যাহা এখন বিদ্যমান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এক দিকে ইঞ্জিলের শিক্ষাই ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং অন্যদিকে স্বপ্রবর্তিত ভুল-ভ্রান্তিসমূহ বড়ই ক্ষতি সাধন করিয়াছে, যাহা একজন বিনয়ী মানুষকে অনর্থক খোদা বানাইয়া দিয়াছে এবং প্রায়শ্চিত্তের মনগড়া তত্ত্ব পেশ করিয়া নৈতিক সংশোধনের প্রচেষ্টার দ্বারও একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

এখন খৃষ্টান জাতি দ্বিগুণ দুর্ভাগ্যে নিপতিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে তাহারা খোদাতা'লার তরফ হইতে সাহায্য লাভ করিতে পারে না। কেননা, ইলহামের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পুণ্য কর্মের দিক হইতে তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। কেননা, প্রায়শ্চিত্ত তাহাদিগকে সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়াছে। কিন্তু যে পরিপূর্ণ মানবের উপর কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার দৃষ্টি সীমিত ছিল না এবং মানব জাতির জন্য তাঁহার চিন্তা ও সহানুভূতিতে কোন ঘাটতি ছিল না। বরং যুগের দিক হইতেই হউক বা স্থানের দিক হইতেই হউক তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। এই জন্য খোদার জ্যোতিঃ বিকাশের পরিপূর্ণ অংশ তিনি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি খাতামুল আম্বিয়া হইয়াছেন। কিন্তু ইহা এই অর্থে নহে যে, ভবিষ্যতে কেহ তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক আশিস লাভ করিবে না ; বরং এই অর্থে যে, তিনি খাতামের অধিকারী। তাঁহার মোহর ব্যতীত কাহারো নিকট কোন আশিস পৌঁছিতে পারে না এবং তাঁহার

উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র বাক্যালাপ ও সম্বোধনের দরজা কখনো বন্ধ হইবে না। তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবী খাতামের অধিকারী নহেন। তিনিই একমাত্র নবী, যাঁহার মোহর দ্বারা এইরূপ নবুওয়ত লাভ করা যাইতে পারে যাহার জন্য উম্মত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাঁহার ক্ষমতা ও সহানুভূতি উম্মতকে শোচনীয় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই। * তাহাদের উপর ওহীর দরজা, যাহা তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃত শিকড়, তাহা বন্ধ থাকা আল্লাহ্ পসন্দ করেন নাই। হ্যাঁ, তাঁহার খতমে রেসালতের চিহ্ন কায়েম রাখার জন্য ইহা চাহিলেন যে, ওহীর আশিস তাঁহার অনুবর্তিতার মাধ্যমে লাভ হউক এবং যে ব্যক্তি উম্মত হইবে না তাহার জন্য ওহী ইলহামের দরজা বন্ধ হউক। অতএব খোদা এই অর্থে তাঁহাকে খাতামুল আম্বিয়া সাব্যস্ত করেন। এই জন্য কেয়ামত পর্যন্ত ইহা নির্ধারিত হইল যে, যে ব্যক্তি সত্যিকারের অনুবর্তিতার দ্বারা নিজেকে উম্মত হওয়া প্রমাণ না করিবে এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতায় নিজের সকল অস্তিত্বকে বিলীন না করিবে, এরূপ ব্যক্তি কেয়ামত পর্যন্ত না কোন পরিপূর্ণ ওহী লাভ করিতে পারে, না পরিপূর্ণ ওহী প্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে পারে। কেননা, স্বাধীন নবুওয়ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু 'যিল্লী' নবুওয়ত (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রতিচ্ছায়া রূপে নবুওয়ত –অনুবাদক), যাহার অর্থ কেবলমাত্র মুহাম্মদী (সাঃ) কল্যাণে ওহী পাওয়া, তাহা কেয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে যাহাতে মানুষের পরিপূর্ণতার দরজা বন্ধ না হয় এবং পৃথিবী হইতে এই চিহ্ন মুছিয়া না যায় যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ক্ষমতা কেয়ামত পর্যন্ত ইহাই চাহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের দরজা খোলা থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান, যাহা পরিত্রাণের জননী, তাহা হারাইয়া না যায়।

কোন সহী হাদীস হইতে এই কথা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর কোন এইরূপ নবী আগমন করিবেন, যিনি উম্মতী হইবেন না, অর্থাৎ তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতা দ্বারা কল্যাণপ্রাপ্ত নহে। এইখানে ঐ সকল লোকের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়, যাহারা অযথা হযরত ঈসা (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনিতে চাহে। ইলিয়াস নবীর দ্বিতীয়বার আগমনের তাৎপর্য, যাহা

---

* টীকা ঃ এ স্থলে এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠিতে পারে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতে অনেক নবী অতিবাহিত হইয়াছেন। অতএব এমতাবস্থায় মূসার শ্রেষ্ঠ হওয়া জরুরী হইয়া পড়ে। ইহার উত্তর এই যে, যত নবী অতিবাহিত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলকে খোদা সরাসরি মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত মূসার কোনই হাত ছিল না। কিন্তু এই উম্মতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার প্রসাদে হাজার হাজার আউলিয়া হইয়াছেন এবং একজন তিনিও হইয়াছেন, যিনি উম্মতী এবং নবীও। এত কল্যাণের আধিক্য অন্য কোন নবীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইসরাঈলী নবীগণ ব্যতীত মূসায়ী উম্মতের অধিকাংশ লোকের মধ্যে দোষত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। নবীগণের কথায় আসা যাক। আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, তাঁহারা হযরত মূসা হইতে কিছুই পান নাই, বরং তাঁহাদিগকে সরাসরি নবী করা হইয়াছিল। কিন্তু মুহাম্মদী (সাঃ) উম্মতের হাজার হাজার ব্যক্তিকে কেবল অনুবর্তিতার জন্য ওলী করা হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে * তাহা ইহতেও এই সকল লোক কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। বরং যে সকল হাদীস হইতে আগমনকারী মসীহের সংবাদ পাওয়া যায় ঐ সকল হাদীসে তাঁহার এই চিহ্ন বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি নবীও হইবেন এবং উম্মতীও হইবেন। কিন্তু মরিয়মের পুত্র কি উম্মতী হইতে পারেন ? কীভাবে প্রমাণ করিবে যে, তিনি সরাসরি নহেন, বরং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার দ্বারা নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন ?

هٰذَا هُوَ الْحَقُّ ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ
وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

(অর্থাৎ ইহাই সত্য, যদি তোমরা পিঠ ফিরাইয়া লও তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যাচ্ঞা করি–অনুবাদক)। হাজার বার চেষ্টা ও ব্যাখ্যা করিলেও এই কথা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এইরূপ কোন নবী আগমন করিবেন, যখন লোকেরা নামাযের জন্য মসজিদের দিকে দৌড়াইবে তখন তিনি গীর্জার দিকে ছুটিবেন, যখন লোকেরা কুরআন শরীফ পড়িবে তখন তিনি ইঞ্জিল খুলিয়া বসিবেন, যখন লোকেরা উপাসনার সময় বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করিবে তখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দসের দিকে রুজু করিবেন এবং মদ্যপান করিবেন, শূকরের মাংস খাইবেন এবং ইসলামের হালাল ও হারামের কোন পরওয়া করিবেন না। কোন বিবেক কি এই কথা মানিয়া নিতে পারে যে, ইসলামের জন্য এই বিপদের দিনও বাকী আছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর এইরূপ কোন নবীও আগমন করিবে, যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবুওয়তের দ্বারা তাঁহার (সাঃ) নবুওয়তের মোহরকে ভাঙ্গিয়া দিবে, তাঁহার (সাঃ) খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার কল্যাণ ছিনাইয়া নিবে, তাঁহার (সাঃ) অনুবর্তিতার দ্বারা নহে, বরং সে সরাসরি নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করিবে, তাহার কার্যক্রম মুহাম্মদী (সাঃ) শরীয়তের বিরোধী হইবে, সে কুরআন শরীফের ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া লোকদিগকে বিভেদের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং ইসলামের অবমাননার কারণ হইবে।

---

* টীকা ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের বিষয়টি খৃষ্টানেরা শুধু নিজেদের সুবিধার জন্য বানাইয়া লইয়াছিল। কেননা, তাঁহার প্রথম আগমনে তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্বের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। তিনি সব সময় মার খাইতে ছিলেন এবং দুর্বলতা দেখাইতে ছিলেন। সুতরাং তাহারা এই ধারণা পেশ করিল যে, দ্বিতীয় আগমনে তিনি ঈশ্বরত্বের প্রতাপ দেখাইবেন এবং প্রথম বারের প্রতিশোধ লইবেন যাহাতে এইভাবে প্রথম আগমনের অবস্থা পর্দাবৃত করা যায়। কিন্তু এখন ঐ যুগ আসিয়া পড়িয়াছে যে, খৃষ্টানেরা নিজেরাই এইরূপ বিশ্বাস হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতেছে। আমি বিশ্বাস করি যে, যখন তাহাদের বুদ্ধি-বিবেচনায় উন্নতি হইবে তখন তাহারা অতি সহজে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ পরিবে এবং যেরূপে শিশু পরিণত অবস্থায় মাতৃগর্ভে থাকিতে পারে না, তদ্রূপে তাহারাও অন্ধকার পর্দা ও অজ্ঞতা হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

নিশ্চিত জানিবে যে, খোদা কখনো এইরূপ করিতে পারেন না। * নিঃসন্দেহে হাদীসসমূহে প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে 'নবী' খেতাব মজুদ আছে। কিন্তু ইহার সাথে 'উম্মতী' খেতাবও তো মজুদ আছে এবং যদি মজুদ না-ও থাকিত তবুও উপরোল্লেখিত বিভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, কখনো এইরূপ হইতে পারে না যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নবী আগমন করিবে। কেননা, এইরূপ ব্যক্তির আগমন করা সম্পূর্ণরূপে খতমে নবুওয়তের পরিপন্থী। অতঃপর তাহাকে উম্মত বানানো হইবে এবং ঐ নও মুসলিম নবীকেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আখ্যায়িত করা হইবে – এই ব্যাখ্যার সহিত ইসলামের মর্যাদার দূরবর্তী সম্পর্কও নাই। হাদীসসমূহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের মধ্যে ইহুদী সৃষ্টি হইবে। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহুদী সৃষ্টি হইবে এই উম্মতে, কিন্তু মসীহের আগমন হইবে বাহির হইতে। একজন খোদা-ভীরুর জন্য ইহা কি একটি মুস্কিলের ব্যাপার যে, যেরূপে তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা এই কথা মানিয়া নেয় যে, এই উম্মতে কোন লোক এইরূপ সৃষ্টি হইবে যাহাদের নাম ইহুদী রাখা হইবে, তদ্রূপেই এই উম্মতে এক ব্যক্তি সৃষ্টি হইবে যাঁহার নাম ঈসা ও প্রতিশ্রুতি মসীহ্ রাখা হইবে। হযরত ঈসাকে আকাশ হইতে নামানোর এবং তাঁহার স্বাধীন নবুওয়তের ভূষণ খুলিয়া তাঁহাকে উম্মতী বানানোর কি প্রয়োজন আছে ? যদি বল এই কার্যক্রম শাস্তি- স্বরূপ হইবে, কেননা তাঁহার উম্মতেরা তাঁহাকে খোদা বানাইয়াছিল, তাহা হইলে এই উত্তরও অর্থহীন। কেননা, ইহাতে ঈসার কি অপরাধ ছিল ?

আমি এই সকল কথা কোন ধারণা ও অনুমান হইতে বলিতেছি না ; বরং খোদাতা'লা হইতে ওহী পাইয়া বলিতেছি। আমি তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, তিনিই আমাকে ইহা অবহিত করিয়াছেন। সময় আমার সাক্ষ্য দিতেছে। খোদার নিদর্শন আমার সাক্ষ্য দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত, যখন কুরআন শরীফ হইতে নিশ্চিতরূপে হযরত ঈসার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তখন তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের ধারণা সম্পূর্ণরূপে অবান্তর। কেননা, যে ব্যক্তি জীবিত বিদ্যমান নাই তিনি কীভাবে পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করিতে পারেন ?

---

* টীকা ঃ এই কথা বলা যে, হযরত ঈসার দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন একটি সর্ববাদীসম্মত বিশ্বাস-ইহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা রটনা। সাহাবাগণের (রাঃ) সর্ববাদীসম্মত ঐক্যমত এই আয়াতের উপর হইয়াছিল যে,

مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৫) (অর্থঃ – মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাঁহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই গত হইয়াছে–অনুবাদক) তাঁহাদের পর উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফেরকা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মোতাযেলা সম্প্রদায় আজো হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী এবং কোন কোন শ্রেষ্ঠ সুফীও তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বাসী। প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে যদি উম্মতের মধ্যে কেহ এই ধারণাও পোষণ করে যে, হযরত ঈসা দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন, তবে তাহাদের উপর কোন পাপ বর্তাইবে না। ইহা কেবল তাহাদের বুঝার ভুল। কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী বুঝার ক্ষেত্রে ইসরাঈলী নবীগণও এইরূপ ভুল করিয়াছেন।

যদি বলুন কুরআন শরীফের কোন্ আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মরিয়া যাওয়া প্রমাণিত হয়, তবে আমি নমুনাস্বরূপ এই আয়াতের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আর্কষণ করিতেছি, যাহা কুরআন শরীফে আছে ; অর্থাৎ এই আয়াত فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (আল্ মায়েদা, ১১৮) (অর্থাৎ –কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে– অনুবাদক)। এ স্থলে যদি এর অর্থ সশরীরে জড়দেহে আকাশে উঠানো করা হয় তবে এই অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবান্তর হইবে। কেননা, কুরআন শরীফের এই আয়াত দ্বারাই বুঝা যায় যে, এই প্রশ্ন হযরত ঈসাকে কেয়ামতের দিন করা হইবে। অতএব ইহাতে তো জরুরী হইয়া পড়ে যে, তিনি মৃত্যুর পূর্বে এই উত্তোলিত দৈহিক অবস্থাতেই খোদাতা'লার সম্মুখে পেশ হইয়া যাইবেন এবং ইহার পর কখনো মৃত্যুরবণ করিবেন না। কেননা, কেয়ামতের পর মৃত্যু নাই। এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অবান্তর।

ইহা ছাড়া, যে স্থলে এই বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি কেয়ামতের পূর্বে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন, সে স্থলে "যেদিন হইতে আমাকে সশরীরে জড়দেহে আকাশে উঠানো হইয়াছে সে দিন হইতে আমি জানি না আমার উম্মতের কি অবস্থা হইয়াছে" – কেয়ামতের দিন তাঁহার এই উত্তর সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা সাব্যস্ত হয়। কেননা, যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিবে, নিজের উম্মতের অংশীবাদিতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে, বরং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদের ক্রুশ ধ্বংস করিবে এবং তাহাদের শূকরগুলিকে হত্যা করিবে, সে কীভাবে কেয়ামতের দিন বলিতে পারে যে, আমি নিজের উম্মত সম্পর্কে কিছু জানি না ?

'তাওয়াফ্‌ফি' تَوَفِّي শব্দটি যখন হযরত ঈসা সম্পর্কে কুরআন শরীফে আসে তখন ইহার অর্থ সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়াই হয়, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে এই অর্থ হয় না – এই দাবীটি অদ্ভূত দাবী। সমগ্র বিশ্বের জন্য যেন 'তাওয়াফ্ ফি' শব্দের অর্থ রূহ কবয করা, দেহ কবয করা নয় ; কিন্তু হযরত ঈসার জন্য বিশেষভাবে সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়াই অর্থ। এই যথেচ্ছ অর্থে আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এই অর্থ হযরত ঈসার জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। এই কথার উপর জোর দেওয়া যে, এই ব্যাপারে ঐক্যমত হইয়া গিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন – ইহা অদ্ভুত মনগড়া কথা, যাহা বোধগম্য নহে। যদি ঐক্যমত দ্বারা সাহাবাগণের ঐক্যমত বুঝায় তবে ইহা তাহাদের উপর অপবাদ আরোপ করা হইবে। এই অভিনব বিশ্বাস সম্পর্কে তাহারা অবহিতই ছিলেন না যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিয়া পড়িবেন। যদি তাঁহাদের এই বিশ্বাসই থাকিত তবে তাঁহারা এই আয়াতের বিষয়-বস্তুর উপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেন ঐক্যমতে পৌছিলেন যে, مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কেবল একজন মানুষ রসূল ছিলেন, খোদাতো ছিলেন না এবং তাঁহার পুর্বের সকল রসূল পৃথিবী হইতে গত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং যদি হযরত ঈসা (আঃ) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবী হইতে গত না হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাকে ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যুর ফেরেশ্তা স্পর্শ করিয়া না থাকিত, তবে এই আয়াত শুনার পর কীভাবে সাহাবাগণ (রাঃ) এই বিশ্বাস পরিহার করিলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন না ? প্রত্যেকে অবগত আছেন যে, এই আয়াত হযরত আবুবকর (রাঃ) ঐ দিন সকল সাহাবীকে মসজিদুন্ নববীতে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, যেদিন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ঐ দিন ছিল সোমবার। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তখনো দাফন করা হয় নাই এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার গৃহে তাঁহার (সাঃ) মৃতদেহ শায়িত ছিল। এই সময় কঠোর বিচ্ছেদ বেদনার দরুন কোন কোন সাহাবীর হৃদয়ে এই কুধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে ইন্তেকাল করেন নাই, বরং তিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এই বিভেদকে বিপজ্জনক মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সকল সাহাবাকে একত্রিত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দিন সকল সাহাবা (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। তখন হযরত আবুবকর মিম্বরে উঠিয়া বলিলেন, আমি শুনিয়াছি যে, আমাদের কোন কোন বন্ধু এই ধরনের ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য ইহা কোন বিশেষ ঘটনা নহে। ইহার পূর্বে এমন কোন নবী গত হন নাই, যিনি ইন্তেকাল করেন নাই। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করেন

مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কেবল মানুষ রসূল ছিলেন। তিনিতো খোদা ছিলেন না। * অতএব ইহার পূর্বে যেরূপে সকল রসূল ইন্তেকাল করিয়াছেন, সেরূপে তিনিও ইন্তেকাল করিয়াছেন।

তখন এই আয়াত শুনিয়া সকল সাহাবার চক্ষু অশ্রু সজল হইয়া পড়িল এবং সকলে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন" পড়েন। এই আয়াতে তাহাদের হৃদয়কে এইরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল, যেন আয়াতটি ঐ দিনই অবতীর্ণ হইয়াছিল। বস্তুত: ইহার

---

* টীকা ঃ যে ব্যক্তি হযরত ঈসাকে "কাদ খালাত মিন কাবলেহির রুসুলু" আয়াতের বাহিরে রাখে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে হে, হযরত ঈসা (আঃ) মানুষ নহেন। তাছাড়া এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর এই আয়াতে যে দলিল পেশ করিয়াছেন তাহা সঠিক সাব্যস্ত হয় না। কেননা, যেস্থলে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সেস্থলে এই আয়াত দ্বারা সাহাবাগণ (রাঃ) কোন্ ধরনের সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন?

পর হাস্‌সান বিন সাবেত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য এই শোক-গাঁথা রচনা করেন ।

كنت السّواد لناظری - فعمی علیك الناظر
مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ - فَعَلَيْكَ كُنْتُ اُحَاذِرُ

অর্থাৎ তুমি ছিলে আমার চোখের মণি। তোমার মৃত্যুতে আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি। এখন যে কেহই মৃত্যুবরণ করুক (আমি পরওয়া করি না) আমি তো তোমার মৃত্যুকে ভয় করিতাম। এই পংক্তিতে হাস্‌সান বিন সাবেত সকল নবীর মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যেন বলিয়াছেন মূসা মারা গিয়াছেন বা ঈসা মারা গিয়াছেন - তাহাতে আমাদের কি আসে যায় ? আমাদের শোক তো এই প্রিয় নবীর জন্য , যিনি আজ আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন এবং আমাদের চোখের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় কোন কোন সাহাবা এই ভ্রান্ত ধারণারও বশবর্তী ছিলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) "কাদ খালাত মিন কাবলেহির রুসুলু" আয়াত পেশ করিয়া এই ভ্রান্তি দূর করিয়াছিলেন এবং ইসলামে ইহা প্রথম সর্ববাদীসম্মত মত ছিল যে, সকল নবী মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মোট কথা, এই শোক-গাঁথা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কোন স্বল্প চিন্তাশীল সাহাবী যাহাদের বর্ণনার সত্যতা উত্তম ছিল না (যেমন আবু হোরায়রা), তাহারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ প্রতিশ্রুত ঈসার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, হযরত ঈসাই (আঃ) আগমন করিবেন, যেমন প্রথমদিকে আবু হোরায়রাও এই ধোঁকাতেই পড়িয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবু হোরায়রা নিজের সরলতা ও বর্ণনার দুর্বলতার দরুন এইরূপ ধোঁকায় পড়িয়া যাইতেন। বস্তুতঃ একজন সাহাবীর আগুনে পড়িয়া যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতেও তিনি এই ধোঁকাতেই পড়িয়াছিলেন এবং وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ (সূরা আল্ নিসা – ১৬০) [অর্থ ঃ আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে – অনুবাদক] আয়াতের উল্টা অর্থ করিতেন। ইহাতে শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করিত। কেননা, তিনি এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। অন্যদিকে এই আয়াতের অন্য কেরাত قَبْلَ مَوْتِهٖ এর পরিবর্তে قَبْلَ مَوْتِهِمْ মজুদ আছে। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে কুরআন শরীফের বিরোধী যে, কোন যুগ এইরূপও আসিবে যখন সকল মানুষ হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করিয়া লইবে। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

يَا عِيْسٰى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৬) অর্থাৎ হে ঈসা ! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব। অতঃপর মৃত্যুর পরে মোমেনদের ন্যায় নিজের দিকে তোমাকে উঠাইব। এবং সকল অপবাদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব এবং কেয়ামত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদিগকে তোমার বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত রাখিব। এখন ইহা পরিষ্কার যে, যদি কেয়ামতের পূর্বে সকল মানুষ হযরত ঈসার উপর ঈমান আনিয়া ফেলে তবে ঐ সকল বিরুদ্ধবাদী কাহারা যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে ? অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা অন্য এক স্থানে বলেন,

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(সূরা আল্ মায়েদা ঃ ৬৫ আয়াত)। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা থাকিবে। অতএব, ইহা পরিষ্কার যে, যদি সকল ইহুদী কেয়ামতের পূর্বেই হযরত ঈসার উপর ঈমান লইয়া আসে তবে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা পোষণকারী কাহারা থাকিবে ?

এতদ্ব্যতীত সকল ইহুদী হযরত ঈসার উপর ঈমান লইয়া আসিবে – এই ধারণা এই দিক হইতেও অর্থহীন ও বিবেক-বিরুদ্ধ যে, এই বিশ্বাস প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। কেননা, হযরত ঈসার যুগ প্রায় দুই হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ইহা কোন গোপন ব্যাপার নহে যে, এই সকলের মধ্যে কোটি কোটি ইহুদী, যাহারা হযরত ঈসাকে অস্বীকার করিত, তাঁহাকে গাল-মন্দ করিত ও কাফের আখ্যা দিত, তাহারা পৃথিবী হইতে গত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এই কথা কীভাবে সঠিক হইতে পারে যে, প্রত্যেক ইহুদীই তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিবে ? একটু হিসাব করিয়া দেখতো এই দুই হাজার বৎসরে কত ইহুদী বেঈমানীর অবস্থায় মরিয়া গিয়াছে। ইহাদের জন্য কি রাযিয়াল্লাহ্ আনহুম বলা যাইতে পারে ?

মোট কথা, সকল সাহাবার সর্ববাদীসম্মত মত, হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে ছিল ; বরং নবীর মৃত্যু সম্পর্কে ঐক্যমত হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাই প্রথম **ইজমা'** (সর্ববাদীসম্মত মত) সত্য ছিল, যাহা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হইয়াছে। এই ঐক্যমতের দরুনই সকল সাহাবা হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিল। এই কারণেই হাস্‌সান বিন সাবেত উপরোল্লিখিত শোক-গাঁথা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অনুবাদ আমি পূর্বেই করিয়াছি যে, **হে নবী সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লাম** ! তুমি তো আমার চোখের মণি ছিলে। আমি তো তোমার মৃত্যুতে অন্ধ হইয়া গিয়াছি। এখন তোমার পরে যে কেহ চাহে মরুক–সে ঈসাই হউক বা মূসাই হউক। আমি তো তোমার মৃত্যুরই ভয় করিতাম। প্রকৃতপক্ষে **সাহাবাগণ** (রাঃ) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদের নিকট কোন মতেই ইহা গ্রহণযোগ্য ছিল না যে, ঈসা, যাহার অস্তিত্বকে মহা শেরেকের মূলরূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে–জীবিত থাকিবেন এবং তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করিবেন। অতএব যদি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাঁহারা ইহা জানিতেন যে, হযরত ঈসা আকাশে সশরীরে জীবিত বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্মানিত নবী মারা গিয়াছেন তাহা হইলে তাহারা দুঃখে মরিয়া যাইতেন। কেননা, তাহাদের জন্য ইহা কখনো সহনীয় ছিল না যে, অন্য কোন নবী জীবিত আছেন এবং তাঁহাদের প্রিয় নবী কবরে প্রবেশ করিবেন।

اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين

(অর্থঃ হে খোদা ! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁহার বংশধর, এবং সকল সাহাবীর উপর শান্তি বর্ষিত কর – অনুবাদক)!

খোদাতা'লার এই কথা بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (সূরা আন্ নিসা ঃ ১৫৯; বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার দিকে উন্নীত করিয়াছেন – অনুবাদক) এর এই অর্থ করা যে, হযরত ঈসা সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহিয়ার পাশে গিয়া বসিয়াছেন, ইহা কতইনা অবিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার কথা ! মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী খোদা কি দ্বিতীয় আকাশে বসিয়া রহিয়াছেন ? কুরআনে رَفَعَ اِلَى اللّٰه এর অর্থ অন্য কোন ক্ষেত্রে কি সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া করা হইয়াছে ? সশরীরে আকাশের দিকে উঠাইয়া নেওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কি কুরআন শরীফে আছে ? এই আয়াতের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য আয়াতও কুরআন শরীফে আছে। তাহা হইল ঃ

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

(সূরা আল্ ফাজর ঃ ২৮-২৯, অর্থ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা ! 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁহার প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট–অনুবাদক)। সুতরাং ইহার অর্থ কি এই "হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যাও ?" খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বালাম বাউর সম্পর্কে বলেন, আমি নিজের দিকে তাহার رفع (উন্নীতকরণ – অনুবাদক) চাহিয়াছি। কিন্তু সে যমীনের দিকে ঝুঁকিয়া গেল। এই আয়াতেরও কি এই অর্থই যে, খোদাতা'লা বালাম বাউরকে সশরীরে আকাশে উঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বালাম যমীনে থাকাই পসন্দ করিল ? আফসোস ! কুরআন শরীফের কতখানি পরিবর্তন করা হইতেছে। এই সকল লোক ইহাও বলে যে, কুরআন শরীফে مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ (সূরা আন্ নিসা ঃ ১৫৮, অর্থ ঃ না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল–অনুবাদক) মজুদ আছে এবং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসাকে আকাশে উঠানো হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, কোন ব্যক্তির নিহত না হওয়া বা ক্রুশবিদ্ধ হইয়া নিহত না হওয়া এই কথা প্রমাণ করে না যে, তাহাকে সশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে সরাসরি لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (সূরা আন্ নিসা ঃ ১৫৮) শব্দগুলি রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহুদীরা হত্যা করার ক্ষেত্রে কৃতকার্য হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সন্দেহের মধ্যে ফেলা হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য অন্য কোন মোমেনকে ক্রুশে হত্যা করিয়া অভিশপ্ত বানানোর কি প্রয়োজন ছিল ? * অথবা

---

* টীকা ঃ ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, ইসলামে স্বপ্নের তা'বীরের ইমামগণ যেখানে হযরত ঈসার দর্শনের তা'বীর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) করেন সেখানে এই কথা লেখেন, যে ব্যক্তি হযরত ঈসাকে স্বপ্নে দেখে

ইহুদীদের মধ্য হইতেই কাহাকেও হযরত ঈসার আকৃতি বানাইয়া ক্রুশে চড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি ! কেননা, এমতাবস্থায় এইরূপ ব্যক্তি নিজেকে হযরত ঈসার শত্রুরূপে প্রকাশ করিয়া নিজ পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ঠিকানা ও চিহ্ন প্রদান করিয়া এক মুহূর্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিত এবং বলিতে পারিত যে, ঈসা যাদুর দ্বারা আমাকে তাহার আকৃতি দিয়াছে। ইহা কীরূপ পাগলামীপূর্ণ কুবিশ্বাস ! কেননা لَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর অর্থ ইহা করা হয় না যে, ঈসা ক্রুশে মারা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার উপর বেহুশ অবস্থা বিরাজ করিয়াছিল। অতঃপর দুই তিন দিনের মধ্যে তিনি জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন এবং ঈসায়ী মলম ব্যবহারের দরুন (ইহা অদ্যবধি শত শত চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মলম হযরত ঈসার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল) তাঁহার যখম ভাল হইয়া গেল। আরো একটি দুর্ভাগ্য এই যে, তাহারা এই আয়াতগুলির অবতরণের পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করে না। ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতবিরোধ দূর করার জন্য কুরআন শরীফ মীমাংসাকারীরূপে ছিল যাহাতে ইহা তাহাদের মতবিরোধসমূহের মীমাংসা করে। তাহাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মীমাংসা করা ইহার উচিত ছিল। সুতরাং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে ইহাও একটি বিষয় ছিল যে, ইহুদীরা বলিত আমাদের তওরাতে লেখা আছে যাহাকে ক্রুশে চড়ানো হয়, সে অভিশপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা খোদার দিকে যায় না। অতএব যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে মারা গিয়াছেন, সেহেতু তিনি খোদার দিকে যান নাই এবং আকাশের দরজা তাহার জন্য খোলা হয় নাই। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে খৃষ্টানেরা এই বিশ্বাস প্রচার করিত এবং আজো খৃষ্টানদের এই বিশ্বাসই আছে যে, হযরত ঈসা ক্রুশে জীবন দিয়া অভিশপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অন্য সকলকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য তিনি নিজেই এই অভিশাপ স্বীয় স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে সশরীরে নহে বরং এক নূতন ও গৌরবময় দেহসহ, যাহা রক্ত, মাংস অস্থি ও নশ্বর বস্তু হইতে পবিত্র ছিল, খোদার দিকে উঠানো হইয়াছে। ** খোদাতা'লা কুরআন শরীফে এই উভয় বিরুদ্ধবাদী

সে কোন বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অন্য কোন দেশের দিকে চলিয়া যাইবে এবং এক ভূমি হইতে অন্য ভূমির দিকে হিজরত করিবে। তাহারা ইহা লেখেন না যে, সে আকাশে উঠিয়া যাইবে। তা'তীরুল আনাম গ্রন্থ এবং অন্যান্য ইমামগণের প্রন্থাবলী দেখ। অতএব বুদ্ধিমানদের নিকট সত্য প্রকাশের জন্য ইহাও একটি দিক-নির্দেশনা।

** টীকা ঃ যদি بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ আয়াতের এই অর্থ হয় যে, ঈসাকে সশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছে, তবে আমাকে কেহ দেখাও কুরআন শরীফে ঐ আয়াত কোথায় আছে যাহা বিরোধপূর্ণ বিষয়টি মীমাংসা করে অর্থাৎ যেখানে এই কথা লেখা আছে যে, মৃত্যুর পরে হযরত ঈসাকে মোমেনদের ন্যায় খোদার দিকে উন্নীত করা হইবে এবং মৃত্যুর পরে তিনি ইয়াহিয়া ও অন্যান্য নবীগণের সহিত মিলিত হইবেন ? নাউযুবিল্লাহ, খোদা কি এই ধোঁকায় পড়িয়াছেন যে, মৃত্যুর পরে মোমেনদের যে আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণ হয় ঈসার এইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণের ব্যাপারে ইহুদীরা অস্বীকার করিত এবং খোদা অন্য কিছু বুঝিয়া লইয়াছেন ? نعوذ بالله من هذا الافتراء على الله سبحان الله تبارك وتعالى

(অর্থ ঃ আমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এই মিথ্যা রটনা হইতে তাঁহার আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ অতি পবিত্র অতি বরকতময়-অনুবাদক)।

দল সম্পর্কে এই মীমাংসা দিয়াছেন যে, ঈসা ক্রুশে জীবন দিয়াছেন বা তিনি নিহত হইয়াছেন এবং ইহাতে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যে, তিনি তওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী অভিশপ্ত–ইহা বাস্তব ঘটনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বরং তাহাকে ক্রুশীয় মৃত্যু হইতে বাঁচানো হইয়াছে এবং মোমেনগণের ন্যায় তাঁহাকে খোদার দিকে উন্নীত করা হইয়াছে এবং যদ্রূপে প্রত্যেক মোমেন মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী খোদার নিকট হইতে একটি গৌরবান্বিত দেহ লাভ করিয়া তাঁহার দিকে উন্নীত হইয়া থাকেন, তদ্রূপে তাঁহাকে উন্নীত করা হইয়াছে এবং তিনি ঐ সকল নবীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, যাঁহারা পূর্বে গত হইয়াছেন। বিষয়টি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, যাহা তিনি (সাঃ) মে'রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্ণনা করেন। হুযুর (সাঃ) বলেন, যেরূপে অন্যান্য নবীগণের পবিত্র দেহ দেখিয়াছি সেইরূপেই হযরত ঈসাকেও তাঁহাদের রঙেই দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের সঙ্গে পাইয়াছি এবং কোন ভিন্ন দেহে দেখি নাই।

সুতরাং এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ছিল যে, ইহুদীদের অস্বীকৃতি কেবল আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণ সম্পর্কে ছিল। কেননা, উহাই উন্নীতকরণ, যাহা অভিশাপের পরিপন্থী। কিন্তু মুসলমানেরা কেবল নিজেদের অজ্ঞতার দরুন আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণকে দৈহিক উন্নীতকরণ বানাইয়া দিয়াছে। নিশ্চয় ইহুদীদের এই বিশ্বাস নহে যে, যে ব্যক্তি সশরীরে আকাশে যাইবে না সে মোমেন নহে। বরং তাহারা আজ পর্যন্ত এই কথার উপর জোর দিয়ে থাকে যে, যাহার আধ্যাত্মিক উন্নীতকরণ হয় না এবং যাহার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না, সে মোমেন হয় না। এইরূপে কুরআন শরীফেও বলা হইয়াছে لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ (সূরা আল্ আ'রাফ ঃ ১৪)। অর্থাৎ কাফেরদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। কিন্তু মোমেনদের জন্য বলা হইয়াছে, مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ (সূরা সাদ ঃ ১৫)। অর্থাৎ মোমেনদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে। সুতরাং ইহুদীদের ঝগড়া ইহাই ছিল যে, নাউযুবিল্লাহ, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম কাফের। এইজন্য খোদাতা'লার দিকে তাঁহাকে উন্নীত করা হয় নাই। ইহুদীরা আজো জীবিত আছে। তাহারা মরিয়া তো যায় নাই। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যাহাকে ক্রুশে চড়ানো হইয়াছে তাহার ফল কি এই হয় যে, সে সশরীরে আকাশে যায় না এবং তাহার দেহ খোদাতা'লার দিকে উন্নীত হয় না ? অজ্ঞতাও একটি অদ্ভুত ধরনের বিপদ। মুসলমানেরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন কোথাকার কথা কোথায় লইয়া গিয়াছে এবং একজন মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। অন্যদিকে হাদীসসমূহে হযরত ঈসার আয়ু একশত বিশ (১২০) বৎসর নির্ধারণ করা হইয়াছে। ঐ একশত বিশ (১২০) বৎসর কি এখনো গত হয় নাই ?

অনুরূপভাবে তাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন কুরআন শরীফ ও হাদীসসমূহে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। কেননা, কুরআন শরীফ ঐ ব্যক্তিকে শয়তান সাব্যস্ত করিয়াছে, যাহার নাম হাদীসসমূহে দাজ্জাল রাখা হইয়াছে, যেমন তিনি শয়তানের পক্ষ হইতে গল্পের আকারে বলেন,

قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ

(সূরা আল্ আ'রাফ ঃ ১৫-১৬), অর্থাৎ শয়তান আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আবেদন করিল যে, আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত ধ্বংস করিও না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল মৃত ব্যক্তি যাহাদের হৃদয় মরিয়া গিয়াছে তাহারা পুনরায় জীবিত হয়। খোদা বলিলেন, আমি তোমাকে ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ দিলাম। অতএব ঐ দাজ্জাল যাহার সম্পর্কে হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে সেই শয়তানকেই শেষ যুগে হত্যা করা হইবে। যেমন কিনা দানিয়ালও ইহাই লিখিয়াছেন এবং কোন কোন হাদীসও ইহাই বলিতেছে। যেহেতু খৃষ্টধর্ম শয়তানের চরম প্রকাশ সেহেতু সূরা ফাতেহায় দাজ্জাল সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ নাই, কিন্তু খৃষ্টানদের অনিষ্ট হইতে খোদাতা'লার আশ্রয় চাওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। যদি দাজ্জাল কোন পৃথক অনিষ্টকারী (সত্তা) হইত তাহা হইলে কুরআন শরীফে খোদাতা'লার وَلَا الضَّالِّيْنَ (সূরা ফাতেহা ঃ ৭) বলার পরিবর্তে وَلَا الدَّجَّال বলা উচিত ছিল;

إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ আয়াতের অর্থ দৈহিক আর্বিভাব নহে। কেননা, শয়তান কেবল ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানব জীবিত থাকিবে। হাঁ, শয়তান নিজের পক্ষ হইতে কোন কাজ করে না বরং নিজের প্রকাশের মাধ্যমে করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা সেই বিকাশ যাহা এই মানুষকে খোদা বানাইয়াছে আর যেহেতু সে একটি দল, সেইজন্য তাহার নাম দাজ্জাল রাখা হইয়াছে। কেননা, আরবী ভাষায় দলকেও দাজ্জাল বলা হয়। যদি দাজ্জালকে খৃষ্টধর্মের বিপথগামী উপদেশকারী (পাদ্রী—অনুবাদক) ছাড়া অন্য কাহাকে মনে করা হয় তবে ইহাতে অবশ্য একটি গোলমাল দেখা দিবে। তাহা এই যে সকল হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, শেষ যুগে খৃষ্টধর্মের শক্তি সকল ধর্মের উপর জয়লাভ করিবে। অতএব এই বৈপরীত্য ইহা ছাড়া কীভাবে দূর হইতে পারে যে, এই দুইটি (অর্থাৎ দাজ্জাল ও খৃষ্টধর্ম যাজকরা—অনুবাদক) একই বস্তু।

এতদ্ব্যতীত অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদাতা'লা খৃষ্ট ধর্মের ফেতনা সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলেন, ইহা দ্বারা অচিরেই আকাশ ফাটিয়া যাইবে এবং পাহাড় টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কথানুযায়ী দাজ্জাল বড় জোরে শোরে খোদা দাবী করিবে এবং দুনিয়ার সকল ফেতনার চাইতে তাহাদের ফেতনা বড় হইবে। কিন্তু কুরআন শরীফে ইহা সম্পর্কে এতটুকুও উল্লেখ নাই যে, ইহার ফেতনার দ্বারা এক ছোট পাহাড়ও ফাটিতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কুরআন শরীফে তো খৃষ্ট ধর্মের ফেতনাকে সব চাইতে বড় ফেতনা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অন্য কোন্ দাজ্জালের জন্য শোর-গোল করিতেছে?

খৃষ্টান সাহেবানের ভ্রান্তির প্রতিও লক্ষ্য কর। তাহারা একদিকে হযরত ঈসাকে খোদা বানাইয়া দিয়াছে এবং অন্যদিকে তাহারা তাঁহার অভিশপ্ত হওয়ার উপরও বিশ্বাস রাখে। পক্ষান্তরে সকল অভিধান প্রণেতা একমত যে, অভিশাপ একটি আধ্যাত্মিক বিষয় এবং আল্লাহ্‌র দরগাহ্ হইতে যে বিতাড়িত তাহাকে অভিশপ্ত বলা হয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি অভিশপ্ত খোদার দিকে যাহার উন্নীতকরণ হয় না এবং খোদার প্রেম ও আনুগত্যের সহিত যাহার হৃদয়ের কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না এবং খোদা যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন এবং যে খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্য শয়তানের নাম অভিশপ্ত। অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ধারণা করিতে পারে যে, খোদাতা'লার সহিত হযরত ঈসার হৃদয়ের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং খোদাতা'লা

তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন ? অদ্ভূত ব্যাপার যে, একদিকে খৃষ্টান সাহেবানরা ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি দিয়া এই কথা বলেন যে, হযরত ঈসার এই ঘটনার সহিত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা ও হযরত ইসহাকের ঘটনার সাদৃশ্য ছিল এবং অন্যদিকে তাহারাই এই সাদৃশ্যের পরিপন্থী বিশ্বাস পোষণ করেন। তাহারা কি আমাদিগকে বলিতে পারেন যে, ইউনুস নবী (আঃ) মৃত অবস্থায় মাছের পেটে ঢুকিয়াছিলেন এবং মৃত অবস্থায় ইহার পেটে দুই তিন দিন ছিলেন ? অতএব ইউনুস (আঃ)-এর সহিত হযরত ঈসার কী সাদৃশ্য স্থাপিত হইল ? জীবিতের সহিত মৃতের কি সাদৃশ্য হইতে পারে ? ইহা ছাড়া খৃষ্টান সাহেবানরা কি আমাদিগকে বলিতে পারেন যে, ইসহাক প্রকৃতপক্ষে যবাই হওয়ার পর পুনরায় তাঁহাকে জীবিত করা হইয়াছিল ? যদি ইহা না হয় তাহা হইলে হযরত ঈসার ঘটনার সহিত হযরত ইসহাকের ঘটনার সাদৃশ্য কী স্থাপিত হইল ?

অতঃপর ঈসা মসীহ্ ইঞ্জিলে বলেন, যদি তোমাদের মধ্যে সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকে তাহা হইলে তোমরা যদি পাহাড়কে বল এখান হইতে সেখানে চলিয়া যা তবে তদ্রূপই হইবে। কিন্তু নিজ প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঈসা যত দোয়া করিয়াছিলেন সবই নিষ্ফল হইল। এখন দেখ, ইঞ্জিলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসার ঈমানের কী অবস্থা ! ইহা কখনো ঠিক নহে যে, ঈসার এই দোয়া ছিল, আমি তো মরিয়া যাইব, কিন্তু আমার যেন আতঙ্ক না হয়। বাগানের দোয়া কি কেবল আতঙ্ক দূর করার জন্য ছিল আর যদি তাহাই হইত তবে ক্রুশে ঝুলানোর সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "ইলি ইলি লামা সাবাক্তানী" (কথাটি হিব্রু ভাষায় বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ, "হে আমার প্রভু ! হে আমার প্রভু ! তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ"? – অনুবাদক)। কথাটি কি প্রমাণ করে যে, ঐ সময় তাঁহার আতঙ্ক দুর হইয়াছিল ? মনগড়া কথা কতদূর চলিতে পারে ? ঈসার দোয়ায় সুস্পষ্টভাবে এই কথা ছিল যে, মৃত্যুর এই পেয়ালা আমার নিকট হইতে সরাইয়া নাও। সুতরাং খোদা ঐ পেয়ালা সরাইয়া নিলেন এবং এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিলেন যাহা জীবন রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যেমন, ঈসা মসীহ্‌কে নিয়ম মোতাবেক ছয় সাত দিন ক্রুশে রাখা হয় নাই, বরং ঐ সময়েই নামানো হইয়াছিল। আরো যেমন, অন্যান্য লোকের ক্ষেত্রে যেভাবে সর্বদা হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত, তাঁহার হাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই। এইরূপ সামান্য কষ্টে প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি জ্ঞান ও বুদ্ধিতে আসে না।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের এই বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম ক্রুশে নিরাপদ থাকিয়া সশরীরে আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন – ইহা এইরূপ একটি বিশ্বাস যদ্দরুন কুরআন শরীফ কঠোর আপত্তির লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হয়। কুরআন শরীফ সর্বক্ষেত্রে খৃষ্টানদের এইরূপ দাবীকে রদ করে, যদ্বারা হযরত ঈসার খোদায়ী প্রমাণ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কুরআন শরীফ এই কথা বলিয়া হযরত ঈসার বিনা পিতায় জন্ম হওয়া (যদ্বারা তাঁহার খোদায়ীর উপর দলিল পেশ করা হইতেছিল) রদ করিয়াছে,

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬০)

(অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'হও' সে হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত, যদি হযরত ঈসা প্রকৃতপক্ষে সশরীরে আকাশে উঠিয়া গিয়া থাকেন এবং পুনরায় আগমন করেন, তবে ইহা তাহার এইরূপ বৈশিষ্ট্য, যাহা বিনা পিতার জন্ম হওয়ার চাইতেও অধিক ধোঁকার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। অতএব, জবাব দাও, কুরআন শরীফ কোন্ জায়গায় কোন নজীর পেশ করিয়া ইহাকে রদ করিয়াছে ? খোদাতা'লা কি এই বৈশিষ্ট্য চূরমার করিয়া দিতে অপারগ ছিলেন ?

পুনরায় আমি পূর্ববর্তী বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেছি, সাহাবাগণ (রাঃ) যে বিষয়টির উপর সর্ববাদীসম্মতভাবে বিশ্বাস রাখিতেন তাহা ইহাই যে, সকল নবী (আঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং কেহ জীবিত নাই। এই বিশ্বাস লইয়া সকল সাহাবা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাস কুরআন শরীফের বিধান অনুযায়ীই ছিল।

এতদ্ব্যতীত সাহাবাগণের পর এই দাবী করা যে, কোন এক সময় এই উম্মতে এই বিষয়ের উপর ঐক্যমত হইয়াছিল যে, * হযরত ঈসা সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন – ইহার চাইতে বড় মিথ্যা আর নাই। এইরূপ ব্যক্তি যে সাহাবাগণের পর কোন বিষয়ে ঐক্যমতের দাবী করে, তাহার সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের এই উক্তি প্রযোজ্য হয় যে, সে মিথ্যাবাদী।

বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তৃতীয় শতাব্দীর পর বিগত উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং পরস্পর বিরোধী শত শত বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। এমনকি মাহদী আবির্ভূত হইবেন এবং মসীহ আগমন করিবেন–ইহাতেও একটি ব্যাপারে ঐক্যমত নাই। উদাহরণস্বরূপ শীয়াদের মাহদী একটি গুহায় গোপন অবস্থায় আছেন এবং তাঁহার নিকট আসল কোরআন শরীফ আছে। তিনি ঐ সময় আবির্ভূত হইবেন যখন সাহাবাগণ (রাঃ)-কে পুনরায় জীবিত করা হইবে। তিনি তাহাদের নিকট হইতে অপহরণকৃত খেলাফতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। সুন্নীদের মাহদীও তাহাদের কথানুযায়ী নিশ্চিতভাবে না কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং না নিশ্চিতভাবে ঈসার যুগে আবির্ভূত হইবেন। কেহ কেহ বলে, তিনি ফাতেমার বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ বলে, তিনি আব্বাসের বংশের মধ্য হইতে হইবেন। কেহ কেহ একটি হাদীসের দরুন এই ধারণা পোষণ করে যে, তিনি উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হইবেন। কেহ কেহ বলে, মাহদীর আগমন নিশ্চয় মধ্যযুগে হওয়া আবশ্যকীয় এবং প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁহার পরে আসিবেন। এই বিষয়ে তাহারা হাদীস পেশ করিয়া থাকে। কাহারো কাহারো বক্তব্য এই যে, মসীহ ও মাহদী দুইজন পৃথক পৃথক ব্যক্তি নহেন; বরং মসীহ ও মাহদী একই ব্যক্তি। এই বক্তব্যের

---

* টীকা ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কথাও কোন অকাট্য প্রমাণ সম্বলিত আয়াত বা সহী মারফু' মুত্তাসিল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে যে, হযরত ঈসাকে প্রকৃতপক্ষে সশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছিল। সুতরাং যাহাকে উঠাইয়া নেওয়া প্রমাণিত নহে, তাহার দ্বিতীয়বার আগমনের ভরসা করা কেবল ব্যর্থ আশা। প্রথমে হযরত ঈসার আকাশে যাওয়া কোন সুস্পষ্ট দলিল সম্বলিত আয়াত বা সহী মারফু' মুত্তাসিল হাদীস দ্বারা প্রমাণ কর ; নতুবা অযথা বিরুদ্ধাচরণ করা তাক্ওয়ার পরিপন্থী।

অনুকূলে তাহারা لامهدي الا عيسى এর হাদীস পেশ করে। অতঃপর দাজ্জাল সম্পর্কে কাহারো কাহারো ধারণা এই যে, ইবনে সাইয়্যাদই দাজ্জাল * এবং সে গুপ্ত আছে। শেষ যুগে সে আবির্ভূত হইবে। অবশ্যই ঐ বেচারা মুসলমান হইয়াছিল এবং ইসলামে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং মুসলমানেরা তাহার জানাযা পড়িয়াছিল। কেহ কহ বলে, দাজ্জাল গীর্জায় কয়েদ আছে, অর্থাৎ কোন গীর্জায় বন্দী আছে এবং অবশেষে সে ইহা হইতে বাহির হইবে। এই শেষ কথাটি তো সঠিক ছিল। কিন্তু আফসোস, ইহার অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ইহাকে বিকৃত করা হইয়াছে। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, দাজ্জাল, যাহার অর্থ খৃষ্ট ধর্মের ভূত, তাহা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গীর্জায় কয়েদ ছিল আর তাহাকে নিজের দাজ্জালী প্রভাব বিস্তার করা হইতে বিরত রাখা হইয়াছিল ? কিন্তু এখন শেষ যুগ। সে কয়েদ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইয়াছে এবং তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে যতখানি আক্রমণ করার তাহার শক্তি ছিল সে যেন ততখানি করিতে পারে। কাহারো কাহারো ধারণা যে, দাজ্জাল মানুষ নহে ; বরং ইহা শয়তানের নাম। ** কেহ কেহ হযরত ঈসা সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি আকাশে জীবিত আছেন। আবার মুসলামদের কোন কোন ফেরকা, যাহাদিগকে 'মুতাজিলা' বলা হয়, তাহারা হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী। কোন কোন সুফীর প্রথম হইতেই এই বিশ্বাস যে, আগমনকারী মসীহ কোন উম্মতী হইবেন এবং তিনি এই উম্মতেই জন্মগ্রহণ করিবেন। একটু ভাবিয়া দেখ যে, মসীহ ও মাহদী এবং দাজ্জাল সম্পর্কে এই উম্মতে কি পরিমাণ মতবিরোধ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আয়াত حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (সূরা আর্ রূম ঃ ৩৩) (অর্থ-প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা লইয়া আনন্দিত-অনুবাদক) অনুযায়ী সকলেই নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কে সর্বসম্মত মতের দাবী করিতেছে। অতএব, সত্য কথা এই যে, যখন কোন শরীয়তে অনেক মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়া যায় তখন ঐ মতবিরোধসমূহের স্বাভাবিক দাবী এই যে, ঐগুলির মীমাংসার জন্য খোদার পক্ষ হতে কোন ব্যক্তির আসা উচিত। কেননা, আদি হইতে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। যখন ইহুদীদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ দেখা দিল তখন তাহাদের জন্য হযরত ঈসা মীমাংসাকারীরূপে আগমন করেন। যখন খৃষ্টান ও ইহুদীদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ বাড়িয়া গেল তখন তাহাদের জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খোদাতা'লার তরফ হইতে মীমাংসাকারীরূপে মনোনীত হইয়া প্রেরিত হন।

---

* টীকা ঃ ইবনে সাইয়্যাদের হজ্জ করা প্রমাণিত সত্য এবং তিনি মুসলমানও ছিলেন। কিন্তু হজ্জ করা ও মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি দাজ্জাল উপাধি হইতে নিস্তার পান নাই।

* * টীকা ঃ এই শয়তানের নাম অন্য কথায় খৃষ্টান ধর্মের ভূত। এই ভূত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে খৃষ্টানদের গীর্জায় কয়েদ ছিল এবং কয়েদীদের মাধ্যমে ইসলামের সংবাদাদি অবগত হইতেছিল। তৃতীয় শতাব্দীর পর নবীগণের (আঃ) দেওয়া সংবাদ অনুযায়ী এই ভূত রেহাই পাইল এবং দিন দিন ইহার শক্তি বাড়িতে লাগিল এমন কি হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বড় জোরের সহিত ইহা বাহির হইয়া পড়িল। এই ভূতের নামই দাজ্জাল। যাহার বুঝার প্রয়োজন সে বুঝিয়া লইবে। খোদাতা'লা সূরা ফাতেহার শেষে ولا الضالين দোয়ায় এই ভূত সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন।

এই যুগে পৃথিবী মতবিরোধে ভরিয়া গিয়াছে। একদিকে ইহুদীরা কিছু বলে এবং খৃষ্টানেরা অন্য কিছু বলে এবং অন্যদিকে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ রহিয়াছে। আবার অন্যান্য মোশরেকরা (যাহারা আল্লাহ্র অংশীদারীত্বে বিশ্বাসী) সকলের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতেছে। এত নতুন ধর্ম ও নতুন বিশ্বাসের জন্ম হইয়াছে, যেন প্রত্যেক মানুষের এক একটি বিশেষ ধর্ম আছে। অতএব, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী এই সকল মতবিরোধের মীমাংসার জন্য কোন মীমাংসাকারীর আগমন জরুরী ছিল। সুতরাং এই মীমাংসাকারীর নাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও কল্যাণমন্ডিত মাহ্দী রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ বাহিরের বিবাদ মীমাংসা করার দিক হইতে তাঁহার নাম মসীহ সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং অভ্যন্তরীণ ঝগড়ার ফয়সালার দিক হইতে তাঁহাকে অঙ্গীকারকৃত মাহ্দী নাম দেওয়া হইয়াছে। যদিও এই বিষয়ে আল্লাহ্র বিধান এত বেশী মাত্রায় ছিল যে, হাদীসসমূহের মাধ্যমে ইহা প্রকাশ করা জরুরী ছিল না যে, এক ব্যক্তি মীমাংসাকারীরূপে আগমন করিবেন, যাঁহার নাম মসীহ হইবে, হাদীসসমূহে ভবিষদ্বাণী আছে যে, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ এই উম্মতের মধ্য হইতেই হইবেন। তিনি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে মীমাংসাকারী হইবেন। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যত মতবিরোধ আছে ঐগুলি দূর করার জন্য খোদা তাহাকে প্রেরণ করিবেন এবং ঐ বিশ্বাসই সত্য হইবে, যাহার উপর তাঁহাকে কায়েম করা হইবে। কেননা, খোদা তাঁহাকে সত্য-নিষ্ঠার উপর কায়েম করিবেন এবং তিনি যাহা কিছু বলিবেন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বলিবেন। নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়ার দরুন তাঁহার সহিত তর্ক করার অধিকার কোন ফেরকার থাকিবে না। কেননা, ঐ যুগে বিভিন্ন বিশ্বাসের দরুন বানানো বিষয়ের ছড়াছড়ি হইবে, যেইগুলির বিবরণ কোরআন শরীফে নাই এবং মতবিরোধের আধিক্যের দরুন সকল অভ্যন্তরীণ বিবাদকারীরা বা বাহিরের বিরোধকারীরা একজন মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী হইবে। তিনি আকাশের সাক্ষ্য দ্বারা নিজের সত্যতা প্রকাশ করিবেন, যেমন হযরত ঈসার সময় হইয়াছে এবং তাঁহার পরে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময় হইয়াছে। অতএব, শেষ প্রতিশ্রুত ব্যক্তির সময় এইরূপই হইবে।

এস্থলে আল্লাহ্র এই বিধানও স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতা'লার পক্ষ হইতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী কোন মহান প্রেরিত পুরুষের আগমন সম্পর্কে হয় ইহাতে নিশ্চয় কোন কোন লোকের জন্য একটি পরীক্ষাও লুকাইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ঈসার জন্য ইহুদীদের কেতাবসমুহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, তিনি ঐ সময়ে আগমন করিবেন যখন ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মালাকী নবীর কেতাবে আজ পর্যন্ত মজুদ আছে। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ইহুদীদের জন্য বড়ই পদস্খলনের কারণ হইল। তাহারা আজও ইলিয়াস নবীর আকাশ হইতে অবতরণের অপেক্ষায় আছে এবং নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, ইলিয়াস নবী প্রথমে অবতীর্ণ হইবেন এবং তৎপর তাহাদের সত্য মসীহ্ আগমন করিবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত না ইলিয়াস দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন আর না এমন মসীহ আগমন করিলেন, যিনি তাহাদের শর্ত পূর্ণ করিত।

অনুরূপভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তওরাতে এই ভবিষদ্বাণী ছিল যে, তিনি ইহুদীদের খান্দানে অর্থাৎ ইব্রাহীমের সন্তানের মধ্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে এবং তাহাদের ভাইদের মধ্য হইতে তাঁহার প্রকাশ হইবে। বনী ইসরাঈলে আগত সকল নবী এই ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থই বুঝিতেছিলেন যে, ঐ জামানার শেষ নবী বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিবেন। কিন্তু অবশেষে ঐ নবী বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই বিষয়টি ইহুদীদের জন্য ভয়ঙ্কর পদস্খলনের কারণ হইল। যদি তওরাতে সুস্পষ্টভাবে এই কথা লেখা থাকিত যে, ঐ নবী বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে আসিবেন এবং তাঁহার জন্মস্থান হইবে মক্কা এবং তাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাঃ) হইবে এবং তাঁহার পিতার নাম হইবে আব্দুল্লাহ্, তবে কখনো ইহুদীদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি দেখা দিত না।

অতএব, যে স্থলে এই বিষয়ের জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত মজুদ আছে যে, এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে খোদাতা'লার পক্ষ হইতে স্বীয় বান্দাদের জন্য কিছু পরীক্ষাও থাকে, সেস্থলে অবাক হইতে হয় যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের বিভিন্ন ফিরকার হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে উম্মতী সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও কীভাবে আশ্বস্ত হইলেন যে, নিশ্চয় মসীহ আকাশ হইতেই অবতীর্ণ হইবেন ? পক্ষান্তরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটাই অযৌক্তিক এবং কোরআনী বিধানের পরিপন্থী। * খোদাতা'লা বলেন, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا (সূরা নবী ইসরাঈল ঃ ৯৪) (অর্থ ঃ তুমি বল, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি কেবল একজন মানুষ রসূল। অনুবাদক)। অতএব যদি মানুষকে সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া আল্লাহ্‌র বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইত তবে এস্থলে কোরাইশ কাফেরদিগকে কেন অস্বীকারমূলক জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? ঈসা কি মানুষ ছিলেন না ? কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মানুষ। হযরত ঈসাকে আকাশে উঠানোর সময় খোদাতা'লার কি ঐ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ছিল না যে, ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا (সূরা আল্ মুরসালাতঃ ২৬-২৭) (অর্থ ঃ আমরা কি পৃথিবীকে ধারণকারী করিয়া সৃষ্টি করি নাই – জীবিতগণের এবং মৃতগণের জন্যও–অনুবাদক)। কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াসাল্লামের আকাশে উঠা সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করা হইল তখন ঐ প্রতিশ্রুতি স্মরণ হইল। আল্লাহ্‌র কেতাব সম্পর্কে যাহার জ্ঞান আছে সে খুব ভালভাবে জানে কোরআন শরীফ নিজ বক্তব্য দ্বারা হযরত ঈসার মৃত্যুর সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বীয় কর্ম দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় স্বপ্ন দ্বারা এই সাক্ষ্যই প্রদান করিয়াছেন ; অর্থাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত মসীহকে মৃত নবীগণের দলে দেখিয়াছেন। এই দুইটি সাক্ষ্য সত্ত্বেও খোদার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া আমি তৃতীয় সাক্ষ্য দিতেছি। যদি আমার জন্য

---

* টীকা ঃ কোন সহী মারফু' মুত্তাসিল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে যে, ঈসা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। এখন বাকী রহিল 'নুযূল' (অবতরণ) শব্দটি। এই শব্দটি সম্মান ও ইজ্জতের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় অমুক সেনাবাহিনী অমুক জায়গায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এই জন্য মুসাফেরকে 'নাযীল' (অবতরণকারী) বলা হয়। অতএব কেবলমাত্র 'নুযূল' শব্দের দ্বারা আকাশে মনে করা পহেলা নম্বরের বোকামী।

খোদার নিদর্শন প্রকাশ না হইয়া থাকে এবং আকাশ ও পৃথিবী আমার অনুকূলে সাক্ষ্য না দিয়া থাকে, তবে আমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি আমার জন্য খোদার নিদর্শন প্রকাশ হইয়া থাকে এবং যুগ আমার প্রযোজনীয়তা প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে আমাকে অস্বীকার করা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের ধারালো প্রান্তে হাত রাখার তুল্য হইবে।

আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হইয়াছে। আমার যুগেই সহীহ হাদীস, কোরআন শরীফ ও পূর্বের কেতাবসমূহ অনুযায়ী দেশে প্লেগ আসিয়াছে। আমার যুগেই নতুন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রবর্তন হইয়াছে। আমার যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভীতি-প্রদ ভূমিকম্প আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সাহস প্রদর্শন না করা কি তাকওয়ার দাবী ছিল না ?

দেখ, আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইতে থাকিবে। যদি ইহা মানুষের পরিকল্পনা হইত তবে তাঁহার এতখানি সাহায্য ও সমর্থন কখনো পাওয়া যাইত না। হাজার হাজার প্রকাশিত নিদর্শনের মধ্যে দুই একটি বিষয় লোকদিগকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই বলিয়া পেশ করা যে, অমুক অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই–ইহা ন্যায়-বিচার ও ঈমানের পরিপন্থী ; হে নির্বোধেরা, হে জ্ঞানান্ধরা, হে ন্যায়-বিচার ও বিশ্বস্ততা হইতে দূরে অবস্থানকারীরা! হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যদি দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাপ্রাপ্তি তোমাদের বোধগম্য না হয়, তবে কি তোমরা এই অজুহাতে খোদাতা'লার নিকট নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে ? * তওবা কর। খোদার দিন নিকটবর্তী। ঐ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে, যাহা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া দিবে।

ইহাতো খোদার নিদর্শন, যাহা আমি পেশ করিতেছি। কিন্তু তোমরা ভাবিয়া দেখ এই বিরুদ্ধাচরণের পক্ষে তোমাদের হাতে কী যুক্তি-প্রমাণ আছে ? তোমরা কেবলমাত্র এইরূপ হাদীসসমূহ পেশ করিয়া থাক, বাস্তব ঘটনাবলী যাহাদের বিরুদ্ধে ঘটিয়া চলিয়াছে। ঐ দাজ্জাল কোথায়, তোমরা যাহার ভয় দেখাইতেছ ? কিন্তু পথভ্রষ্টরা ও দাজ্জাল দিনের পর দিন পৃথিবীতে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের ফেতনায় আকাশ ও পৃথিবী বিস্ফোরিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী। অতএব যদি তোমাদের হৃদয়ে খোদা-ভীতি থাকিত তবে সূরা ফাতেহার উপর চিন্তা করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইত। ইহা কি সম্ভব নহে যে, তোমরা প্রতিশ্রুত মসীহের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ যাহা বুঝিয়াছ তাহা সঠিক নহে ? এই ধরনের ভুলের দৃষ্টান্ত ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কি মজুদ নাই ? তাহা হইলে তোমরা কীভাবে ভুল হইতে বাঁচিতে পার ? খোদার কি এই বিধান নাই যে, কখনো কখনো তিনি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা স্বীয় বান্দাদের পরীক্ষাও গ্রহণ করিয়া থাকেন ? দৃষ্টান্তস্বরূপ, তওরাত ও মালাকী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন এবং ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর দরুন ইহুদী ও খৃষ্টানেরা পরীক্ষায় নিপতিত হইয়া ছিল। অতএব,

---

* আজ পর্যন্ত আমার সমর্থনে খোদাতা'লার যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে যদি ঐগুলিকে গণনা করা হয়, তবে ঐগুলির সংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক হইবে। যদি এই বিপুল সংখ্যক নিদর্শনের মধ্যে দুই তিনটি নিদর্শন কোন বিরুদ্ধবাদীর দৃষ্টিতে সন্দেহজনক হয় তবে উহা সম্পর্কে হৈ চৈ করা এবং বিপুল সংখ্যক নিদর্শন হইতে ফায়দা না উঠানোই কি এই সকল লোকের তাকওয়া ? এবং নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের মধ্যে কি ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না ?

তাকওয়ার গণ্ডির বাহিরে পা রাখিও না। ইহুদী ও তাহাদের নবীগণের ধারণা অনুযায়ী আখেরী নবী কি বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে আসিয়াছেন বা ইলিয়াস নবী কি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন ? কখনো নহে। বরং ইহুদীরা উভয় ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। অতএব তোমরা ভয় কর। কেননা, খোদাতা'লা তোমাদিগকে সূরা ফাতেহায় ভয় দেখান যে, এমন যেন না হয় যে, তোমরা ইহুদী হইয়া যাও। ইহুদীরাও তোমাদের দাবীর ন্যায় আল্লাহ্‌র কেতাবের বাহ্যিক অর্থের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু বিচারকের কথা তাহারা মানিল না এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী হইতে কোন ফায়দা উঠাইল না। অতএব তাহারা গ্রেফতার হইল এবং তাহাদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হইল না।

এই বিষয়টিও স্মরণযোগ্য যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেননা, খোদাতা'লা দেখেন যে, সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে অনেক গোমরাহী সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। অতএব খোদাতা'লা উভয় জাতির জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ন্যায়-বিচারকরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু যিনি মুসলমানদের জন্য ন্যায়-বিচারকরূপে নির্ধারিত ছিলেন তাঁহার আবির্ভাবের মেয়াদ প্রথম মেয়াদের তুলনায় বাড়াইয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, খৃষ্টানেরা তো কেবল সপ্তম শতাব্দীতে পৌছিয়াই বিগড়াইয়া গেল। কিন্তু এই মেয়াদের দ্বিতীয় অংশে পৌছিয়া মুসলমানদের অবস্থায় অবনতি ঘটিবে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে তাহাদের ন্যায়-বিচারক আবির্ভূত হইবেন।

অতঃপর আমি আমার পূর্বের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিতেছি। বর্ণনা করিয়াছি যে, **ওহীর তৃতীয় শ্রেণীর** মধ্যে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ওহী উহাই, যাহা জ্ঞানের তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রাপক আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে আপদমস্তক নিমজ্জিত হইয়া যান এবং ইহা তৃতীয় পর্যায়ের 'হক্কুল একীন' (নিশ্চিত বিশ্বাস) নামে অভিহিত। ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ওহী বা স্বপ্ন কেবল 'ইলমুল একীন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস)পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। যেমন এক ব্যক্তি অন্ধকার রাত্রিতে ধোঁয়া দেখিল এবং ইহাতে আনুমানিকভাবে যুক্তি দেয়, এই স্থানে আগুন থাকিবে। এই যুক্তি কখনো নিশ্চিত হয় না। কেননা, উহা ধূম্র না হইয়া ধূম্র সদৃশ্য ধূলার মেঘ হইতে পারে। অথবা উহা ধোঁয়া তবে উহা এইরূপ ভূমি হইতে নির্গত হইতেছে যেখানে কোন আগ্নেয় উপাদান মজুদ আছে। সুতরাং এই জ্ঞান একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তাহার সন্দেহসমূহ হইতে মুক্তি দিতে পারে না এবং তাহার কোন উন্নতিও সাধিত করিতে পারে না ; বরং উহা কেবলমাত্র একটি ধারণা, যাহা তাহার নিজের মস্তিষ্কেই জন্ম নেয়। সুতরাং তাহার স্বপ্ন ও ইলহাম এই জ্ঞানের সীমায় আবদ্ধ। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠনের দরুন তাহারা এই স্বপ্ন ও ইলহাম লাভ করে। তাহাদের মধ্যে কোন (পুণ্য) কর্মের অস্তিত্ব নাই। ইহাতো 'ইলমুল একীন' এর দৃষ্টান্ত। যে সকল ব্যক্তির স্বপ্ন ও ইলহামের উৎসমূল এই পর্যায়ের যে, তাহাদের হৃদয়ে অধিকাংশ সময় শয়তানের প্রভাব থাকে, তাহাদিগকে বিপথগামী করার জন্য শয়তান কোন কোন সময় এইরূপ স্বপ্ন বা ইলহাম

পেশ করিয়া থাকে। ইহার দরুন তাহারা নিজদিগকে জাতির নেতা বা রসূল বলিয়া থাকে আর (পরিশেষে) ধ্বংস হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ জম্মুর অধিবাসী হতভাগ্য **চেরাগ দীনের** কথা বলা যাইতে পারে। সে পূর্বে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার নিকট শয়তানী ইলহাম হইল যে, সে রসূল ও প্রেরিত পুরুষগণের অন্তর্ভুক্ত এবং দাজ্জাল হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা তাহাকে একটি লাঠি দিয়াছেন। সে আমাকে দাজ্জাল সাব্যস্ত করিল। এই কারণেই সে ধ্বংস হইয়াছিল। অবশেষে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যাহা 'দাফেউল বালা মেয়ারে আহালেল ইস্তেফায়ে' নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে, তদনুযায়ী সে প্লেগে তাহার উভয় ছেলে সহ যৌবনে মারা গেল। মৃত্যুর নিকটবর্তী দিনগুলিতে সে মোবাহালাস্বরূপ এই প্রবন্ধ আমার নাম লইয়া প্রকাশ করিয়াছিল যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। অতএব, সে নিজেই ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে নিজের উভয় ছেলেসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল।

فاتقوا الله يا معشر الملهمين

(অর্থ ঃ হে ইলহাম প্রাপ্তদের দল, তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর – অনুবাদক)।

দ্বিতীয় অবস্থা উহা যেমন মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে এবং প্রচন্ড শীতের সময় দূর হইতে একটি আলো দেখিতে পায়। যদিও ঐ আলো তাহাকে চলার পথ দেখিতে সাহায্য করে, কিন্তু তাহার শীত দূর করিতে পারে না। এই পর্যায়ের নাম **'আয়নুল একীন'**। এই পর্যায়ের তত্ত্বজ্ঞানী খোদাতা'লার সহিত সম্পর্ক তো রাখেন, কিন্তু ঐ সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয় না। উপরোল্লিখিত এই পর্যায়ে শয়তানী ইলহাম প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। কেননা, তখনো এইরূপ ব্যক্তির সহিত শয়তানের যে পরিমাণ সম্পর্ক থাকে, সেই পরিমাণ সম্পর্ক খোদাতা'লার সহিত থাকে না।

তৃতীয় অবস্থা উহা, যখন মানুষ অন্ধকার রাত্রিতে এবং প্রচন্ড শীতের সময় কেবল আগুনের আলোই পায় না, বরং সে ঐ আগুনের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করে এবং অনুভব করে যে, প্রকৃতপক্ষে আগুন ইহাই এবং সে'ইহা দ্বারা নিজের শীত দূর করে। ইহা ঐ পরিপূর্ণ স্তর, যাহার সহিত ধারণার কোন তুলনা হইতে পারে না। ইহাই ঐ স্তর, যাহা মানবীয় শীত ও কষ্ট-কাঠিন্যকে সম্পূর্ণ দূর করে। এই অবস্থার নাম **'হক্কুল একীন'** (অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত বিশ্বাস)। এই মর্যাদা কেবলমাত্র কামেল ব্যক্তিগণ লাভ করেন, যাঁহারা আল্লাহ্‌র জ্যোতির্বিকাশের গণ্ডিতে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ধর্মের উভয় অবস্থাই সঠিক হইয়া যায়। এই স্তরে পৌঁছার পূর্বে না জ্ঞানের অবস্থা পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়, না কর্মের অবস্থা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই স্তরে যাঁহারা পৌঁছেন, তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তি যাঁহারা খোদাতা'লার সহিত পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং প্রকৃতপক্ষে 'ওহী' শব্দটি ইহাদের ওহী সম্পর্কে প্রযোজ্য। কেননা, তাঁহারা শয়তানী প্রভাব হইতে পবিত্র। তাঁহারা ধারণার স্তরে অবস্থিত নহেন। বরং তাহারা বিশ্বাসের স্তরে অবস্থিত। তাঁহারা হইলেন জ্যোতিঃ। ইহা তাঁহারা খোদার পক্ষ হইতে লাভ করেন। হাজার হাজার আশিস তাঁহাদের সঙ্গে থাকে এবং তাঁহারা সঠিক দৃষ্টি লাভ করেন। কেননা, তাঁহারা দূর হইতে দেখেন না ; বরং তাঁহাদিগকে জ্যোতির গন্ডিতে প্রবিষ্ট করানো হয়। খোদার

সহিত তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই জন্যই যেভাবে খোদাতা'লা নিজের জন্য ইহা চাহেন যে, তাঁহাদিগকে সনাক্ত করা হউক, তদ্রূপেই তাঁহাদের জন্যও ইহাই চাহেন যে, তাঁহার বান্দারা তাঁহাদিগকে সনাক্ত করুক। অতএব এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সাহায্য ও সমর্থনে তিনি বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তিই তাঁহাদের মোকাবেলা করে সে-ই ধ্বংস হয়। যে ব্যক্তিই তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করে পরিণামে তাহাকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। খোদা তাঁহাদের সকল কথায় সকল কাজে তাঁহাদের বস্ত্রে এবং গৃহে আশিস দান করেন। তিনি তাঁহাদের বন্ধুদের বন্ধু এবং শত্রুদের শত্রু হইয়া যান। এই পৃথিবী ও আকাশকে তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করেন। যেভাবে পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, এই সৃষ্টির একজন খোদা আছেন, তদ্রূপেই খোদা তাঁহাদের জন্য যে সকল সাহায্য, সমর্থন ও নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন ঐগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মানিতে হয় যে, তাঁহারা খোদার গৃহীত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাদিগকে এই সকল সমর্থন, সাহায্য ও নিদর্শনের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়। কেননা, এইগুলি এত বিপুল সংখ্যায় সুস্পষ্টভাবে হইয়া থাকে যে, ইহাতে অন্য কেহ তাঁহাদের অংশীদার হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত যেভাবে খোদাতা'লা তাঁহার সৃষ্টি-গুণের দ্বারা মানুষের হৃদয়ে স্বীয় প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তদ্রূপেই তাঁহাদের সৃষ্টি-গুণে এইরূপ অলৌকিক প্রভাব রাখিয়া দেন যে, মানুষের হৃদয় তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা এক অদ্ভুত জাতি। মৃত্যুর পর তাঁহারা জীবিত হন এবং হারানোর পর পাইয়া থাকেন। তাঁহারা এত পরাক্রমে সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলেন যে, তাহাদের সহিত খোদা এক পৃথক আচরণ করিয়া থাকেন, যেন তাঁহাদের খোদা এক পৃথক খোদা, যে সম্পর্কে জগদ্বাসী অনবহিত। তাঁহাদের সহিত খোদাতা'লা ঐ আচরণ করেন, যাহা তিনি অন্যদের সহিত কখনো করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইব্রাহীম আলায়হেস সালাম সত্যবাদী ও খোদাতা'লার বিশ্বস্ত বান্দা ছিলেন। সেহেতু প্রত্যেক পরীক্ষার সময় খোদা তাঁহাকে সাহায্য করেন। যখন তাঁহাকে যুলুম করিয়া আগুনে ফেলা হইল খোদা আগুনকে তাঁহার জন্য ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন। যখন এক দুষ্কৃতকারী বাদশাহ্ তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা লালন করিল তখন খোদা তাঁহার হস্তদ্বয়ের উপর বিপদ অবতীর্ণ করিলেন যাহা দ্বারা সে তাহার ঘৃণ্য ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল। অতঃপর যখন ইব্রাহীম খোদার নির্দেশে নিজ প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে এইরূপ পাহাড়ী অঞ্চলে রাখিয়া আসিলেন যেখানে পানিও ছিল না এবং খাদ্যও ছিল না, তখন খোদা অদৃশ্য হইতে তাহার জন্য পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রকাশ থাকে যে, এইরূপ অনেক লোক আছে যাহাদিগকে যালেম ব্যক্তিরা হত্যা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। যদি তাহরা পুণ্যবানও হয় তথাপি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট কোন সাহায্য পৌছে না। আবার কোন কোন লোক এইরূপ আছে যাহাদের স্ত্রীদের সহিত বজ্জাত ব্যক্তিরা বলপূর্বক ব্যভিচার করে। আবার কোন কোন লোক এইরূপ আছে যাহাদের সন্তান পানি পিপাসায় ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। এবং তাহাদের জন্য অদৃশ্য হইতে কোন 'আবে যমযম' সৃষ্টি হয় না। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, খোদাতা'লা প্রত্যেকের সহিত সম্পর্ক অনুযায়ী আচরণ করিয়া থাকেন। যদিও

খোদাতা'লার প্রিয়জনদের উপরও দুঃখ-কষ্ট আপতিত হয়, কিন্তু তাহাদের জন্য খোদার সাহায্য প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হয়। খোদার আত্মাভিমান কখনো ইহা বরদাশ্‌ত করে না যে, তাহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হউন। তাঁহার ভালবাসা ইহা বরদাশ্‌ত করে না যে, তাহাদের নাম পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাক।

অলৌকিকতার গুঢ়-রহস্যও ইহাই যে, যখন মানুষ নিজের সমস্ত সত্তাসহ খোদার হইয়া যায় এবং তাহার ও তাহার প্রভুর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না এবং সে বিশ্বস্ততা ও সততার সকল ধাপ অতিক্রম করে যাহা পর্দার আড়ালে থাকে, তখন সে খোদার ও তাঁহার কুদরতে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইয়া যায় এবং খোদাতা'লা তাহার জন্য বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন প্রকাশ করেন, যাহার কোন কোনটি মন্দ দূর করে ও কোন কোনটি কল্যাণ পৌছায়। কোন কোন নিদর্শন তাহার নিজের সহিত সম্পৃক্ত হয়। কোন কোনটি তাহার পরিবার-পরিজন সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি তাহার শত্রু সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি তাহার বন্ধু সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি তাহার দেশবাসী সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি সার্বজনীনতা সম্পর্কিত হয়। কোন কোনটি পৃথিবী সম্পর্কিত ও কোন কোনটি আকাশ সম্পর্কিত হয়। মোট কথা এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহা তাহার জন্য দেখানো হয় না এবং ইহা কোন দুঃসাধ্য বিষয় নহে। এখানে কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই। কেননা, বর্ণনা মোতাবেক যদি প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির এই তৃতীয় স্তর লাভের সৌভাগ্য হয় তবে দুনিয়া কখনো তাহার মোকাবেলা করিতে পারে না। যে তাহার উপর পতিত হইবে সে টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং সে যাহার উপর পতিত হইবে সে-ও চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যাইবে। কেননা, তাহার হস্ত খোদার হস্ত এবং তাহার মুখ খোদার মুখ। তাহার অবস্থান পর্যন্ত কেহ পৌছিতে পারে না। ইহা বলা বাহুল্য যে, যদিও অধিকাংশ লোকের (যাহারা ধনী) নিকট দিরহাম ও দিনার (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ – অনুবাদক) থাকে, কিন্তু যদি তাহারা ধৃষ্টতাপূর্বক বাদশাহের মোকাবেলা করে, যাহার ধনসম্পদ পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত, তবে এইরূপ মোকাবেলার পরিণতি লাঞ্ছনা ছাড়া আর কী হইবে ? এইরূপ ব্যক্তি ধ্বংস হইবে এবং তাহাদের সামান্য পরিমাণ দিরহাম ও দিনারও বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

খোদার নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাহাকেও দেন না ; কেবল তাহাদিগকেই দেন যাহারা তাঁহার ভালবাসায় নিজদিগকে (সত্তাকে) হারাইয়া ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যাহারা তাঁহার তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যাহারা তাঁহার প্রেমে বিলীন হইয়া যায় তাহারা তাঁহার গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায়। ইহাদের ব্যতীত তিনি অন্য কাহারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতিঃ হইতে তিনি তাহাদিগকে জ্যোতিঃ দান করেন। স্বীয় জ্ঞান হইতে তিনি তাহাদিগকে জ্ঞান দান করেন। তখন তাহারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নিঃসঙ্গ বন্ধুর উপাসনা করে এবং তাহার সন্তুষ্টি এইভাবে চাহে যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকূ ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয় ? অথবা যাহারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে তাহাদিগকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যাইতে পারে ? বরং উপাসনা তাহার দ্বারা হইতে পারে যাহাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ

করে যে, তাহার নিজের সত্তা মধ্য হইতে উঠিয়া যায়। প্রথমতঃ খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকিতে হইবে। অতঃপর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হইবে যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকিতে হইবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁহার সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁহার সত্তার সহিত সম্পৃক্ত হইতে হইবে। তাঁহার বিরহ-বেদনায় স্বাদ লাভ করিতে হইবে। তাঁহার সহিত নিঃসঙ্গতায় স্বস্তি লাভ করিতে হইবে। তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাইবে না। যদি অবস্থা এইরূপ হইয়া যায় তবে ইহার নাম উপাসনা। কিন্তু খোদাতা'লার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদাতা'লা এই দোয়া শিখাইয়াছেন ঃ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হইতে বিশেষ সাহায্য না পাইলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করিতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত প্রেমিক সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার উপাসনা করাই 'বেলায়েত' (বন্ধুত্ব)। ইহার পর আর কোন স্তর নাই। কিন্তু তাহার সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। ইহা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্তর তাঁহার উপর ভরসা করিবে, তাঁহাকে পসন্দ করিবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁহাকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁহার স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিবে। যদি ইব্‌রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয় পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয় তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করিবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হইতে হইবে যাহাতে তাঁহার আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে। ইহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়া প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হইতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নহে এবং কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নহে। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নহে। কিন্তু সব কিছুর উপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাহার জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যাহা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেহ অর্জন করিতে পারে না। ইহা সেই ইবাদত যাহার সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে তাহার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হইতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। ইহার নাম পুরস্কার, যেমন আল্লাহ্‌তালা কোরআন শরীফে বলেন, অর্থাৎ এই দোয়া শিখাইতেছে

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(সূরা ফাতেহা ঃ ৬-৭) অর্থাৎ হে আমার খোদা! আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথ দেখাও, ঐ সকল লোকের পথ যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ এবং তোমার বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করিয়াছ। হযরতে আহদীয়তের (আল্লাহ্‌র) বিধান এই যে, যখন খেদমত গৃহীত হইয়া যায় তখন উহার উপর নিশ্চিতভাবে কোন পুরস্কার নির্ধারিত হয়।

বস্তুতঃ ব্যতিক্রম ও নিদর্শনও খোদাতা'লার পুরস্কার যাহার নিদর্শন অন্য লোকেরা পেশ করিতে পারে না।' ইহা বিশেষ বান্দাগণকে দেওয়া হয়।

اے گرفتارِ ہوا در ہمہ اوقاتِ حیوٰۃ — با چنیں نفس سیہ چوں رسدت زو عونے
گر تو آں صدق بورزی کہ بورزید کلیم — عجبے نیست اگر غرق شود فرعونے

(উপরের ফারসী কবিতার অর্থ ঃ হে কাম-ক্রোধ বন্দী, সারা জীবন এমনি করিয়া কাটাইলে, সত্য-সংস্কারক (মূসা) কলিমের নির্দ্ধারিত পন্থা অবলম্বন না করিয়া শেষকালে এক কলুষ আত্মার প্ররোচনায় কি-না (মূসা) কলিমুল্লাহ্‌কে ধাওয়া করিয়া চলিলে ? হায়রে নরাধম ফেরাউন, যদিবা তুমি সাগর জলে ডুবো ডুবো হইয়া পড় তাহা হইলে আশ্চর্যের কিছু নাই।)

যাহা হউক এই সকল কথার সারাংশ এই যে, তৃতীয় স্তর ছাড়া কেহ্ পাক পবিত্র ওহীর পুরস্কার লাভ করিতে পারে না। এই পুরস্কার লাভকারীগণ ঐ সকল লোক যাহারা নিজেদের অস্তিত্ব হইতে মরিয়া যান, খোদাতা'লার নিকট হইতে এক নতুন জীবন লাভ করেন এবং নিজেদের প্রবৃত্তির সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া খোদাতা'লার সহিত পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তখন তাহাদের সত্তা খোদার জ্যোতির বিকাশস্থল হইয়া পড়ে এবং খোদা তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাহারা নিজদিগকে যতই গোপন করিতে চাহেন না কেন, খোদাতা'লা তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে চাহেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ঐ নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে ভালবাসেন। পৃথিবী কোন বিষয়ে তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারে না। কেননা, প্রত্যেক রাস্তায় খোদা তাহাদের সাথে থাকেন এবং প্রত্যেক ময়দানে খোদার হাত তাহাদিগকে সাহায্য করে। হাজার হাজার নিদর্শন তাহাদের সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশিত হয়। যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা হইতে বিরত হয় না তাহাদিগকে পরিণামে বড়ই লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করা হয়। কেননা, খোদার নিকট তাহাদের শত্রু খোদার শত্রু। খোদা দয়ালু। তিনি ধীরে ধীরে কর্ম সম্পাদন করেন। কিন্তু যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা হইতে বিরত হয় না এবং জানিয়া বুঝিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, খোদা তাহাদের মূল উৎপাটনের জন্য এইরূপে হামলা করেন, যেইরূপে একটি বাঘিনী (যখন কেহ উহার বাচ্চাকে মারার ইচ্ছা করে) ক্রোধ ও উত্তেজনার সহিত তাহার উপর হামলা করে এবং তাহাকে টুকরা টুকরা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। খোদার প্রিয়জনদিগকে এবং বন্ধুদিগকে এইরূপ বিপদের সময়েই সনাক্ত করা হইয়া থাকে। যখন কেহ তাহাদিগকে দুঃখ দিতে চাহে এবং এই ব্যাপারে জিদ ধরে এবং ইহা হইতে বিরত হয় না, তখন খোদা তাহার উপর বিদ্যুতের ন্যায় পতিত হন এবং তুফানের ন্যায় তাহাকে নিজের ক্রোধের গন্ডিভুক্ত করেন। খোদা খুব শীঘ্র প্রকাশ করিয়া দেন যে, তিনি তাহার সঙ্গে আছেন। যেভাবে তোমরা দেখ যে, সূর্যের আলো ও রাত্রির প্রদীপের ক্ষীণ আলোর মধ্যে কোন তুলনা হয় না, তদ্রূপে যে জ্যোতিঃ তাহাদিগকে দেওয়া হয়

এবং যে নিদর্শন তাহাদের জন্য প্রকাশ করা হয় এবং যে আধ্যাত্মিক পুরস্কার তাহাদিগকে দান করা হয়, এইগুলির সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। তাহাদের দৃষ্টান্ত কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না। খোদা তাহাদের উপর অবতীর্ণ হন। তাহাদের হৃদয় খোদার আরশ হইয়া যায়। তাহারা অন্য কিছুতে পরিণত হন, যাহার প্রান্তসীমা পর্যন্ত জগদ্বাসী পৌঁছিতে পারে না।

প্রশ্ন এই যে, খোদা তাহাদের সহিত এইরূপ সম্পর্ক কেন রাখেন ? ইহার উত্তর এই যে, খোদা মানুষের প্রকৃতি এইরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সে এইরূপ একটি পাত্রের ন্যায় যাহা কোন প্রকারের ভালবাসা হইতে শূন্য থাকিতে পারে না। ইহা শূন্য থাকা অসম্ভব। অতএব যখন কোন হৃদয় এইরূপ হইয়া যায় যে, ইহা প্রবৃত্তির ভালবাসা, প্রবৃত্তির কামনা, বাসনা, পৃথিবীর ভালবাসা এবং ইহার আশা-আকাঙ্খা হইতে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া পড়ে এবং হীন ভালবাসাসমূহের পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র হইয়া যায় তখন খোদাতা'লা সৌন্দর্যের জ্যোতিসহ স্বীয় ভালবাসা দ্বারা এইরূপ হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দেন। তখন জগদ্বাসী তাহার সহিত শত্রুতা করে। কেননা, জগদ্বাসী শয়তানের ছত্রছায়ায় চলাফেরা করে। সে জন্য তাহারা সত্যবাদীকে ভালবাসিতে পারে না। কিন্তু খোদা তাহাদিগকে একটি শিশুর ন্যায় নিজের স্নেহের আঁচলে আশ্রয় দেন এবং এইরূপ খোদায়ী শক্তি দেখান যাহার দরুন প্রত্যেক দর্শকের চোখে খোদার চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং তাহাদের অস্তিত্বে খোদার বিকাশ ঘটে। ইহাতে জানা যায় যে, খোদা আছেন।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের স্বপ্ন অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয় এবং তাহাদের সকল ভবিষ্যদ্বাণী জগতের অন্যান্যদের চাইতে সব চাইতে সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী আজিমুশ্বান বিষয় সম্পর্কে হয় এবং এইগুলি এত বিপুল সংখ্যায় হয় যেন ইহারা একটি সমুদ্র। তদ্রূপেই তাহাদের এইগুলির তত্ত্বজ্ঞান ও নিগুঢ় তত্ত্ব-রহস্য – বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যার দিক হইতে অন্যান্য মানব সন্তানের চাইতে সর্বাধিক। খোদার বাণী সম্পর্কে তাহারা ঐসকল তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া থাকেন যাহা অন্যদের বেলায় সম্ভব নয়। কেননা, তাহারা 'রূহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মা)-এর নিকট হইতে সাহায্য লাভ করে। যেভাবে তাহাদিগকে জীবন্ত হৃদয় দান করা হয়, সেইভাবেই তাহাদিগকে একটি ভাষা দেওয়া হয়। তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বর্তমানের ঝরণা হইতে নির্গত হয় যাহা মৌখিক দাবীর নোংরা কর্দম নয়। মানব-প্রকৃতির সকল উৎকৃষ্ট শাখা তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহারই মোকাবেলায় সকল প্রকারের সাহায্যও তাহাদিগকে প্রদান করা হয়। তাহাদের বক্ষকে খুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে খোদার পথে এক অসাধারণ বীরত্ব দান করা হয়। তাহারা খোদার জন্য মৃত্যুকে ভয় করে না এবং আগুনে দগ্ধ হইবে বলিয়া ভীত হয় না। তাহাদের দুগ্ধে পৃথিবী প্লাবিত হয় এবং দুর্বলচিত্ত লোকেরা শক্তি লাভ করে। খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের হৃদয় উৎসর্গীকৃত। তাহারা তাঁহারই হইয়া যান। এই জন্যই খোদা তাহাদের হইয়া যান। যখন তাহারা পূর্ণ হৃদয়ে খোদার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন তখন খোদা অনুরূপভাবে তাহাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। তখন সকলেই অবহিত হয় যে, সকল ক্ষেত্রে খোদা তাহাদের সমর্থন দেন। প্রকৃতপক্ষে খোদার লোকগণকে কেহ সনাক্ত

করিতে পারে না। কেবল সর্বশক্তিমান খোদাই, যাহার দৃষ্টি হৃদয়ের উপরে থাকে। যাহাদিগকে তিনি দেখেন যে, সত্য সত্যই তাহারা তাঁহার দিকে আসিয়াছে খোদা তাহাদের জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক পথে দণ্ডায়মান হন। তিনি তাহাদের জন্য ঐসকল শক্তির মহিমা দেখান, যাহা জগতে গুপ্ত। তিনি তাহাদের জন্য এইরূপ আত্মাভিমানী হইয়া পড়েন যে, কোন মানুষ আপন মানুষের জন্য এইরূপ আত্মাভিমান দেখাইতে পারে না। তিনি স্বীয় জ্ঞান হইতে তাহাদিগকে জ্ঞান দান করেন এবং স্বীয় প্রজ্ঞা হইতে তাহাদিগকে প্রজ্ঞা দান করেন। তিনি তাহাদিগকে নিজের জন্য এইরূপ মগ্ন করিয়া দেন যে, অন্যান্য লোকের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ লোকেরা খোদার প্রেমে মৃত্যু বরণ করিয়া এক নতুন জন্ম লাভ করে এবং উহাতে বিলীন হইয়া এক নতুন সত্তার উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়। খোদা তাহাদিগকে অন্যদের দৃষ্টি হইতে এইরূপেই গোপন রাখেন যেমন তিনি স্বয়ং গুপ্ত। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তিনি স্বীয় চেহারার ঝলক তাহাদের মুখের উপর প্রতিফলিত করেন এবং স্বীয় জ্যোতিঃ তাহাদের কপালে বিকিরণ করেন। ইহার দরুন তাহারা গুপ্ত থাকিতে পারে না। যখন তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তাহারা পিছনে হটে না, বরং সম্মুখে কদম বাড়ায় এবং তাহাদের আজিকার দিন গতকালের তুলনায় তত্ত্বজ্ঞানে ও ভালবাসায় অধিক ভরপুর হইয়া উঠে। প্রতি মুহূর্তে তাহাদের উন্নতিতে ভালবাসার সম্পর্ক উন্নতি করিতে থাকে। তাহাদের ভালবাসার প্রচণ্ডতা, নির্ভরশীলতা ও 'তাকওয়ার' (খোদা-ভীরুতার) দরুন তাহাদের দোয়া রদ করা হয় না এবং তাহাদিগকে বিনষ্টও করা হয় না। কেননা, তাহারা খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিমগ্ন থাকেন এবং নিজেদের সন্তুষ্টি বিসর্জন দেন। এইজন্য খোদাও তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন। তাহারা অনেক পর্দার অন্তরালে থাকেন। জগদ্বাসী তাহাদিগকে সনাক্ত করিতে পারে না। তাহারা দুনিয়া হইতে অনেক দূরে চলিয়া যান। তাহাদের সম্পর্কে যাহারা বাহ্যিক রায় প্রদান করে তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। বন্ধু বা দুশমন-কেহই তাহাদের প্রকৃত অবস্থানস্থল পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। কেননা, তাহারা একত্ববাদের চাদরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন। কে তাহাদের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয় ? কেবল সে-ই জ্ঞাত হয়, যাহার ভালবাসার আবেগে তাহারা মগ্ন হন। তাহারা একটি সম্প্রদায়, যাহারা খোদা নহেন কিন্তু খোদা হইতে একটুও পৃথক নহেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদাকে অধিক ভয় করেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদার প্রতি অধিক বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী। তাহারা সকলের চাইতে খোদার পথে অধিক সত্যবাদিতা ও দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেন। তাহারা সকলের চাইতে খোদার উপর অধিক নির্ভরশীল। তাহারা সকলের চাইতে খোদার সন্তুষ্টি অধিক অন্বেষণ করেন। তাহারা সকলের চাইতে অধিক খোদার সঙ্গে থাকেন। তাহারা সকলের চাইতে অধিক নিজেদের প্রিয় প্রভুকে ভালবাসেন। খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাহাদের কদম ঐ স্থান পর্যন্ত যায়, যেখানে মানুষের দৃষ্টি পৌঁছিতে পারে না। এইজন্য খোদা এইরূপ অসাধারণ সাহায্যসহ তাহাদের দিকে দৌড়াইয়া আসেন যেন তিনি এক অন্য খোদা এবং তাহাদের জন্য ঐ কাজ করিয়া দেখান যাহা পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে অন্য কাহারো জন্য তিনি দেখান না।

চতুর্থ অধ্যায়

(আমার নিজের অবস্থা বর্ণনায়, অর্থাৎ এই বিষয়ের বর্ণনায় যে খোদাতা'লার আশিস ও কৃপা আমাকে ঐ তিন স্তরের মধ্যে কোন্ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন)।

খোদাতা'লা ইহা জানেন এবং তিনি সকল বিষয়ে উত্তম সাক্ষী যে, ঐ বস্তু যাহা তাঁহার পথে আমাকে সর্বাগ্রে দেওয়া হইয়াছে তাহা ছিল সুষ্ঠু সুন্দর অন্তর। অর্থাৎ এইরূপ অন্তর যাহার প্রকৃত সম্পর্ক মহা সম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সহিত ছিল না। কোন এক সময়ে আমি যুবক ছিলাম। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমি আমার জীবনের কোন অংশে মহাসম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদা ছাড়া অন্য কাহারো সহিত নিজের প্রকৃত সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই নাই। মৌলভী রূমী সাহেব যেন আমার জন্যই দু'টি কবিতার এই দু'টি পঙক্তি রচনা করিয়া ছিলেন ঃ

من زہر جمعیتے نالاں شدم   جفتِ خوشحالان و بدحالاں شدم
ہر کسے از ظنِّ خود شد یارِ من   واز درونِ من نجست اسرارِ من

(অর্থ ঃ আমি আমার জীবনের ভালমন্দ সর্বাবস্থায় শান্তিপূর্ণ হইয়াও সদা ক্রন্দনরত থাকিয়া অতি নম্রভাবে জীবন যাপন করিয়াছি। প্রত্যেকেই অতি সরল চিত্তে আমাকে বন্ধুভাবে সম্মান করিতেন। ! (কিন্তু) তবুও আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে কীরূপ রূহানী রহস্যে আমি অনুপ্রাণিত ছিলাম, কেহই উহার অনুসন্ধান করে নাই–(অনুবাদক)।

যদিও খোদা আমাকে কিছু কম দেন নাই এবং প্রত্যেক কল্যাণ ও আরাম এতখানি দান করিয়াছেন যে, এইগুলির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মত শক্তি আমার অন্তর ও ভাষার কখনো নাই, তথাপি তিনি আমার প্রকৃতিকে এইরূপে তৈয়ার করিয়াছেন যে, আমি পৃথিবীর নশ্বর বস্তু হইতে সর্বদা অনাসক্ত রহিয়াছি। ঐ যুগেও যখন আমি এই পৃথিবীতে এক নুতন মুসাফির ছিলাম এবং সবেমাত্র সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি তখনও আমি ভালবাসার এই উত্তাপ হইতে রিক্ত ছিলাম না, যাহা মহাসম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সহিত থাকা উচিত। এই ভালবাসার উত্তাপের দরুনই আমি কখনো এইরূপ কোন ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হই নাই, যাহার আকিদা-বিশ্বাসসমূহ খোদাতা'লার মর্যাদা ও একত্বের পরিপন্থী বা কোন প্রকারের অবমাননার সহিত সম্পৃক্ত। এই কারণেই খৃষ্ট ধর্মকে আমি পসন্দ করি নাই। কেননা, ইহার প্রতি পদক্ষেপে মহাসম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী খোদার প্রতি অবমাননা রহিয়াছে। একজন দুর্বল মানুষ, যে নিজেকে সাহায্যও করিতে পারে নাই, তাহাকে খোদা সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং তাহাকেই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা মনে করা হইয়াছে। দুনিয়ার আধিপত্য যাহা আজ আছে আর কাল ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে, উহার সহিত লাঞ্ছনা একত্র হইতে পারে না। তাহা হইলে খোদার প্রকৃত আধিপত্যের সহিত এত লাঞ্ছনা কীভাবে একত্রিত হইল যে, তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল ? তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। তাহার মুখে থু থু নিক্ষেপ করা হইল। অবশেষে খৃষ্টানদের ভাষ্য অনুযায়ী তাহাকে এক অভিশপ্ত মৃত্যু

বরণ করিতে হইল, যাহা ব্যতীত সে নিজের বান্দাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিল না। * এইরূপ দুর্বল খোদার উপর কি কোন ভরসা করা যাইতে পারে এবং খোদাও কি এক নশ্বর মানুষের ন্যায় মরিয়া যায় ? এতদ্ব্যতীত কেবল প্রাণই নহে, বরং তাহার পবিত্রতা ও তাহার মাতার সতীত্বের উপরও ইহুদীরা অপবিত্র অপবাদ লাগাইল এবং ঐ খোদা ইহাও করিতে পারিলেন না যে, প্রচণ্ড শক্তি প্রদর্শন করতঃ নিজের নির্দোষ হওয়া প্রমাণ করিতেন। অতএব এইরূপ খোদাকে মানার জন্য বিবেক-বুদ্ধি সায় দিতে পারে না। যে নিজের বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মরিয়া গেল এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিল না এবং ইহা বলা যে, সে জানিয়া বুঝিয়া নিজেকে ক্রুশে চড়াইয়া দিল যাহাতে তাহার উম্মতের পাপ ক্ষমা হইয়া যায় – ইহার চাইতে অধিক নিরর্থক ধারণা আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি সারা রাত্রি নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া এক বাগানে দোয়া করিল অথচ সেই দোয়াও মঞ্জুর হইল না ; অতঃপর সে এতখানি ঘাবড়াইয়া গেল যে, ক্রুশে চড়ার সময় 'ইলি ইলি লামা সাবাকতানী' বলিয়া নিজের খোদাকে খোদা বলিয়া ডাকিল এবং এই ভয়ঙ্কর অস্থিরতার মধ্যে বাবা বলিতেও ভুলিয়া গেল – তাহার সম্পর্কে কি কেহ ধারণা করিতে পারে যে, সে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল ? খৃষ্টানদের এই পরস্পর বিরোধী বর্ণনা কে বুঝিতে পারে যে, একদিকে যীশুকে খোদা সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু অন্যদিকে সেই খোদাই অন্য কোন খোদার সামনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করে। যেস্থলে তিন খোদা যীশুর মধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং সে তাহাদের সমষ্টি ছিল, তাহা হইলে সে কাহার সামনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিল ? ইহাতে তো মনে হয় খৃষ্টানদের নিকট ঐ তিন খোদা ছাড়াও অন্য কোন শক্তিশালী খোদা আছে, যে তাহাদের থেকে পৃথক ও তাহাদের উপর শাসনকর্তা এবং যাহার সামনে তিন খোদাকেই কাঁদিতে হইল। এতদ্ব্যতীত যে উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লওয়া হইল, সেই উদ্দেশ্যও পূর্ণ হইল না ** ।

---

* এই অভিশপ্ত মৃত্যুতে মসীহ নিজেই রাজী হইয়া গিয়াছিলেন – কথাটি এই প্রমাণ দ্বারা বাতিল হইয়া যায় যে, মসীহ বাগানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করেন যাহাতে মৃত্যুর পেয়ালা তাহার নিকট হইতে সরিয়া যায়। অতঃপর ক্রুশে চড়ানোর সময় তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, ইলি ইলি লামা সাবাকতানী অর্থাৎ হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে ? যদি তিনি এই ক্রুশীয় মৃত্যুতে রাজী ছিলেন, তবে তিনি কেন দোয়া করিলেন ? মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু খোদাতা'লার পক্ষ হইতে সৃষ্টির উপর এক কৃপা ছিল এবং খোদা সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপ কাজ করিয়াছিলেন যাহাতে জগদ্বাসী মসীহের রক্তে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে – এই ধারণা এই প্রমাণ দ্বারা বাতিল হইয়া যায় যে, যদি বা প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন খোদার দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল তবে কেন ঐ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল; এমনকি হাইকেল (ইহুদীদের উপাসনালয়)এর পরদা ফাটিয়া গেল এবং কেন ভয়ংকর ধূলার ঝড় আসিল এবং সূর্য অন্ধকারে ঢাকা পড়িল ? ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, খোদাতা'লা মসীহ্‌কে ক্রুশে চড়ানোর ব্যাপারে ভয়ংকর অসন্তুষ্ট ছিলেন, যদ্দরুন চল্লিশ (৪০) বৎসর পর্যন্ত খোদা ইহুদীদের পিছন ছাড়িলেন না এবং তাহারা বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইল। প্রথমতঃ তাহারা ভয়ংকর প্লেগে ধ্বংস হইল এবং অবশেষে রোমের তিতুস নামক সম্রাটের হাতে হাজার হাজার ইহুদী মারা গেল।

** আফসোস, তৃতীয় শতাব্দীর পর মুসলমানদের বিভিন্ন ফেরকার এই ধর্ম-বিশ্বাস হইয়া পড়িল যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম ক্রুশ হইতে নিরাপদ থাকিয়া আকাশে জীবিত অবস্থায় চলিয়া গেলেন এবং এখন পর্যন্ত সেখানেই সশরীরে জীবিত অবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাহার উপর মৃত্যু আসিল না। এইভাবে এই নির্বোধ মুসলমানেরা খৃষ্ট ধর্মের বড়ই সাহায্য করিল। তাহারা বলে, হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফে কয়েক জায়গায় সুস্পষ্ট তাঁহার

(আত্মহত্যার) উদ্দেশ্য তো ইহাই ছিল যে, ঈসার মান্যকারীরা পাপ, জড়বাদিতা ও দুনিয়ার লোভ-লালসা হইতে বিরত হইয়া যাইবে। কিন্তু ফলাফল বিপরীত হইল। এই আত্মহত্যার পূর্বে ঈসার মান্যকারীরা কিছুটা হইলেও খোদামুখী ছিল। কিন্তু ইহার পর আত্মহত্যা ও প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসের উপর যতখানি জোর দেওয়া হইল ঠিক ততখানি খৃষ্টান জাতির মধ্যে জড়বাদিতা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, দুনিয়ার কামনা-বাসনা, মদ্যপান, জুয়াবাজী, কুদৃষ্টি এবং অবৈধ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইল। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, একটি ভয়ঙ্কর খরস্রোতা নদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর ঐ বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেল এবং চতুষ্পার্শ্বের সকল পল্লী ও যমীনকে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কেবল পাপ হইতে পবিত্র হওয়া মানুষের জন্য বড় কথা নহে। হাজার হাজার কীট-পতঙ্গ ও পশু-পাখী আছে, যাহারা কোন পাপ করে না। সুতরাং আমরা কি উহাদের সম্বন্ধে এই ধারণা করিতে পারি যে, উহারা খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে ? অতএব প্রশ্ন এই যে, মসীহ্ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ? মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য দুইটি বস্তুর মুখাপেক্ষী। প্রথমতঃ পাপ হইতে বিরত থাকা। দ্বিতীয়তঃ পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা। কেবলমাত্র পাপ পরিত্যাগ করা কোন গুণ নহে। সুতরাং সত্য কথা এই যে, যখন হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এই উভয় শক্তি তাহার প্রকৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে প্রবৃত্তির আবেগ তাহাকে পাপের দিকে টানিয়া নেয় এবং অন্যদিকে খোদা-প্রেমের আগুন, যাহা তাহার প্রকৃতিতে গুপ্ত আছে, তাহা ঐ পাপের খড়-কুটাকে এইভাবে পোড়াইয়া দেয় যেভাবে বাহ্যিক আগুন বাহ্যিক খড়-কুটাকে পোড়াইয়া দেয়। কিন্তু ঐ আধ্যাত্মিক আগুনে জ্বলিয়া যাওয়া যাহা পাপকে পোড়াইয়া দেয় তাহা খোদার তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর প্রেম ও ভালবাসা উহার তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত। যে বস্তুর সৌন্দর্য ও গুণাবলী সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই সেই বস্তুর প্রতি তুমি আসক্ত হইতে পার না। অতএব মহা সম্মানিত ও পরাক্রমশালী খোদার গুণাবলী, সৌন্দর্য ও করুণা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং ভালবাসার আগুণে পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে জারী রহিয়াছে যে, সাধারণ লোকেরা ঐ তত্ত্বজ্ঞান নবীগণের মাধ্যমে লাভ করিয়া থাকে। তাঁহাদের জ্যোতিতে তাহারা জ্যোতিঃ লাভ করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাঁহাদের অনুবর্তিতায় ঐ সব কিছু পাইয়া থাকে।

মৃত্যুর উল্লেখ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (অর্থ ঃ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে—অনুবাদক) (সূরা আল্ মায়েদা ঃ আয়াত ১১৮) কত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ তাঁহার মৃত্যুর প্রমাণ দিতেছে। তাহারা বলে, مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ (অর্থ ঃ না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল – অনুবাদক) আয়াত (সূরা আন্ নেসা ঃ আয়াত ১৫৮) হযরত ঈসার বাঁচিয়া থাকা সম্পর্কে প্রমাণ দিতেছে। তাহাদের এইরূপ বুঝার দরুন কান্না পায়। যে ব্যক্তি ক্রুশ বিদ্ধ হইয়া নিহত হয় না সে কি মরে না ? আমি বারবার বর্ণনা করিয়াছি কুরআন শরীফে ক্রুশে মৃত্যু বরণ না করা এবং ঈসার উন্নীত হওয়ার উল্লেখ হযরত ঈসার জীবিত থাকা প্রমাণ করার জন্য করা হয় নাই ; বরং ঈসা অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করেন নাই এবং মোমেনগণের ন্যায় তাঁহাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করা হইয়াছে – ইহা প্রমাণ করার জন্য ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহুদীদের দাবী রদ করাই ইহার উদ্দেশ্য। কেননা, তাহারা তাঁহার উন্নীত হওয়াকে অস্বীকার করে।

কিন্তু আফসোস, খৃষ্ট ধর্মে খোদার তত্ত্বজ্ঞানের দরজা বন্ধ। কেননা, খোদাতা'লার সহিত বাক্যালাপের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে এবং ঐশী নিদর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহা হইলে খাঁটি ও তাজা তত্ত্বজ্ঞান কিসের মাধ্যমে পাওয়া যাইবে ? কেবল কেচ্ছা-কাহিনী মুখে আওড়ানোই সার। এইরূপ ধর্মের দ্বারা একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি করিবে, যাহার খোদাই কমজোর ও দুর্বল এবং যাহার কেন্দ্রবিন্দু কেচ্ছা-কাহিনীর উপর স্থাপিত।

অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্ম, যাহার একটি শাখা আর্য ধর্ম, তাহাও সত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত। তাহাদের মতে জগতের প্রতিটি বস্তু অনাদি, যাহার কোন স্রষ্টা নাই। অতএব হিন্দুদের ঐ খোদার উপর ঈমান নাই, যিনি ব্যতীত কোন বস্তু অস্তিত্বে আসে নাই এবং যিনি ব্যতীত কোন বস্তু প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। তাহারা আরো বলে, তাহাদের পরমেশ্বর কোন কোন পাপ ক্ষমা করিতে পারে না। তাহার নৈতিক অবস্থা যেন মানুষের নৈতিক অবস্থার চাইতে মন্দ। আমরা আমাদের প্রতি কৃত অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। এবং আমরা আমাদের সত্তায় এই শক্তিও পাই যে, যে ব্যক্তি সরল অন্তঃকরণে নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং নিজের কর্মের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের মধ্যে এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং বিনয় ও দীনতার সহিত আমাদের সম্মুখে অনুশোচনা করে, আমরা খুশী হইয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি বরং ক্ষমা করিলে আমরা খুশী হই। তাহা হইলে কি কারণে ঐ পরমেশ্বর, যে খোদা হওয়ার দাবী করে এবং যাহার সৃষ্টি পাপী এবং যাহার তরফ হইতে সে পাপ করার শক্তি পায়, তাহার মধ্যে এই উত্তম চরিত্র নাই ? কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া একটি পাপের শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত এই পরেমশ্বর খুশী হয় না। এইরূপ পরমেশ্বরের অধীনে থাকিয়া কীভাবে কোন ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং কীভাবে উন্নতি সাধন করিতে পারে ?

মোট কথা, আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই দুইটি ধর্ম ন্যায়পরায়ণতার বিরোধী। এই দুইটি ধর্মে খোদাতা'লার পথে যে পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা ও হতাশা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সব কয়টি এই পুস্তকে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কেবল সংক্ষেপে লিখিতেছি যে, ঐ খোদা যাঁহাকে পবিত্র আত্মাগুলি খুঁজিয়া ফিরে, যাঁহাকে পাইলে মানুষ এই জীবনেই সত্যিকারের মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাঁহার জন্য আল্লাহ্‌র জ্যোতির দরজা খুলিয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টি হইতে পারে, ঐ খোদার দিকে এই দুইটি ধর্ম পথ দেখায় না, বরং ধ্বংস কূপে নিক্ষেপ করে। অনুরূপভাবে এই দুইটি ধর্মের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ আরো ধর্ম পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ধর্ম এক-অদ্বিতীয় খোদা পর্যন্ত পৌছাইতে পারে না, বরং অন্বেষণকারীকে অন্ধকারে ছাড়িয়া দেয়।

এই সকল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য আমি জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করিয়াছি এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত ইহাদের নীতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু সবগুলিকে সত্যতা হইতে দূরে এবং সত্যতা বিবর্জিত দেখিয়াছি। হ্যাঁ, এই আশিসমণ্ডিত ধর্ম যাহার নাম ইসলাম, ইহাই একমাত্র ধর্ম যাহা খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌছাইয়া থাকে। ইহাই একমাত্র ধর্ম, যাহা মানব প্রকৃতির পবিত্র

চাহিদাসমূহ পূরণ করে। বলা বাহুল্য, মানুষের এইরূপ একটি প্রকৃতি আছে যাহা সব কিছুর মধ্যে পরিপূর্ণতা চাহে। সুতরাং যেহেতু মানুষকে খোদাতা'লার চিরস্থায়ী উপাসনার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেহেতু সে এই কথার উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না যে, ঐ খোদা যাঁহাকে সনাক্ত করার মধ্যে তাহার মুক্তি, তাঁহাকে সনাক্ত করার জন্য সে কতিপয় অযথা কেচ্ছা-কাহিনীর উপর সীমিত থাকিবে। সে অন্ধ থাকিতে চাহে না। বরং খোদাতা'লার পরিপূর্ণ গুণাবলী সম্পর্কে সে জ্ঞান লাভ করিতে চাহে, যেন সে তাঁহাকে দেখিতে পারে। অতএব তাহার এই আকাঙ্খা কেবল ইসলামের মাধ্যমেই পূর্ণ হইতে পারে। অবশ্য কোন কোন লোকের এই আকাঙ্খা প্রবৃত্তির আবেগের নীচে ঢাকা পড়িয়া আছে। যাহারা পৃথিবীর স্বাদ উপভোগ করিতে চাহে এবং পৃথিবীকে ভালবাসে, তাহারা কঠিন পর্দার অন্তরালে থাকার দরুন খোদার পর্দার না কোন পরওয়া করে এবং না খোদাতা'লাকে অন্বেষণ করে। কেননা, পৃথিবীরূপ প্রতিমার সম্মুখে তাহারা মস্তক অবনত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীরূপ প্রতিমা হইতে রেহাই পায় এবং চিরস্থায়ী ও সত্যিকার স্বাদের অন্বেষণ করে, সে কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর উপর নির্ভরশীল ধর্মে না সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং না তাহা দ্বারা কোন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি কেবল ইসলামেই নিজের সান্ত্বনা লাভ করিবে। ইসলামের খোদা কাহারো জন্য স্বীয় আশিসের দরজা বন্ধ করেন না। বরং তিনি নিজের দুই হস্ত দ্বারা আহ্বান জানাইতেছেন যে, আমার দিকে আস এবং যাহারা পূর্ণ জোরের সহিত তাহার দিকে দৌড়ায় তাহাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

অতএব, আমি কেবল খোদার ফযলে, না আমার কোন গুণের দরুন, এই পুরস্কারের পূর্ণ অংশ লাভ করিয়াছি, যাহা আমার পূর্বে নবী-রসূল ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি যদি স্বীয় **সৈয়্যদ ও মওলা, নবীগণের গৌরব, সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের** পথের অনুসরণ না করিতাম তবে এই পুরস্কার লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অতএব আমি যাহা কিছু পাইয়াছি এই অনুসরণের জন্যই পাইয়াছি। আমি আমার সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা জানি যে, ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তিতা ছাড়া কোন মানুষ না খোদা পর্যন্ত পৌছিতে পারে, না পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের অংশ লাভ করিতে পারে। এখানে আমি ইহাও বলিতেছি যে, উহা কোন্ বস্তু যাহা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্ব প্রথমে হৃদয়ে জন্ম লাভ করে ? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ ঐ হৃদয় হইতে পৃথিবীর ভালবাসা তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহা এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হইয়া যায়। ইহার পর এই সুস্থ হৃদয়ের দরুন একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসা অর্জিত হয়। এই সকল পুরস্কার আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তিতার দরুন উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া যায় যেমন আল্লাহ্তা'লা নিজেই বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)

অর্থাৎ, তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন। বরং একতরফা ভালবাসার দাবী সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা কথা ও গাল-গল্প। যখন মানুষ সত্যিকারভাবে খোদাতা'লাকে ভালবাসে তখন খোদাও তাহাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীতে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তাহার জন্য খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি করা হয়। তাহাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যাহা সদা-সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। যখন একজন মানুষ খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাকে ভালবাসে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দেয় ও গায়ের উল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য সব কিছুর) মহিমা ও প্রতাপ তাহার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না, বরং সে সকলকে মৃত কীটের চাইতেও অধম মনে করে, তখন খোদা, যিনি তাহার হৃদয় দেখেন তিনি এক ভারী জ্যোতিঃ বিকাশের সহিত তাহার উপর অবতীর্ণ হন। যখন একটি স্বচ্ছ আয়নাকে এমনভাবে সূর্যের বিপরীত দিকে রাখা হয় যে, সুর্যের প্রতিবিম্ব উহার উপর পরিপূর্ণরূপে পতিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐ সূর্যই যাহা আকাশে আছে তাহা এই আয়নাতেও বিদ্যমান। অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাহার হৃদয়কে নিজের আরশে (অর্থাৎ গুণাবলীর পবিত্র অবস্থান স্থলে) পরিণত করেন। ইহাই ঐ উদ্দেশ্য যাহার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্বের ধর্ম গ্রন্থসমূহে যেখানে পরিপূর্ণ সত্যবাদীগণকে খোদার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে উহারও এই অর্থ নহে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই খোদার পুত্র। কেননা, ইহাতো কুফরী। তিনি পুত্র ও কন্যা হইতে পবিত্র। বরং ইহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পরিপূর্ণ সত্যবাদীর স্বচ্ছ আয়নায় খোদা প্রতিবিম্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব, যাহা আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তাহা রূপক অর্থে যেন তাহার পুত্র। কেননা, যেভাবে পুত্র পিতা হইতে জন্ম লাভ করে ঠিক তদ্রূপই প্রতিবিম্ব নিজের আসল সত্তা হইতে জন্ম লাভ করে। অতএব যখন এইরূপ হৃদয়, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং যাহাতে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না, তখন ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লার জ্যোতির প্রতিফলন ঘটে। এমতাবস্থায় ঐ প্রতিফলিত ছবি রূপক অর্থে আসল সত্তার জন্য পুত্ররূপে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই তওরাতে বলা হইয়াছে যে, ইয়াকূব আমার পুত্র বরং জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই অর্থেই ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইঞ্জিলে পুত্র বলা হইয়াছে। খোদার কেতাবসমূহে রূপক অর্থেই ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সোলায়মান প্রমুখ নবীকে খোদার পুত্র বলা হইয়াছে। এই সীমা পর্যন্তই খৃষ্টানদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবেই ঈসা (আঃ)ও তাঁহাদের অন্যতম। এমতাবস্থায় তাঁহার সম্পর্কে কোন আপত্তি উঠিত না। কেননা, যেভাবে রূপক অর্থে এই সকল নবীকে পূর্বের নবীগণের কেতাবে পুত্ররূপে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেভাবে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খোদারূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। সত্য কথা এই যে, ঐ সকল নবী খোদার পুত্র নহেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া

সাল্লাম খোদা নহেন। বরং এই সকল রূপক ভালবাসার প্রতীক। এইরূপ শব্দ খোদাতা'লার বাক্যে অনেক আছে। যখন মানুষ খোদাতা'লার প্রেমে এইরূপে বিলীন হইয়া যায় যে, তাহার নিজের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই বিলীনতার অবস্থায় এইরূপ শব্দাবলী বলা হইয়া থাকে। কেননা, এই অবস্থায় মধ্যখানে তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না, যেমন, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

(সূরা আল্ যুমার ঃ আয়াত ৫৪)। অর্থাৎ এই সকল লোককে বল, হে আমার বান্দারা ! খোদার দয়া হইতে নিরাশ হইও না। খোদা সকল পাপ ক্ষমা করিবেন। এখন দেখ এই জায়গায় يَا عِبَادَ اللّٰهِ (অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র বান্দারা) স্থলে يَا عِبَادِيْ (হে আমার বান্দারা) বলা হইয়াছে। যদিও মানুষ খোদার বান্দা এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বান্দা নহে। কিন্তু ইহা রূপক অর্থে বলা হইয়াছে।

অনুরূপভাবেই আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

(সূরা আল্ ফাত্‌হ ঃ আয়াত ১১), অর্থাৎ যাহারা তোমার বয়াত করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে খোদার বয়াত করে। ইহা খোদার হাত, যাহা তাঁহার হাতের উপর আছে। এখন এই সকল আয়াতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতকে খোদার হাত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকাশিত যে, উহা খোদার হাত নহে।

অনুরূপভাবে এক জায়গায় আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

(সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)। সুতরাং তোমরা খোদাকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক। অতএব এই স্থানে খোদাতা'লাকে পিতার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করা হইয়াছে এবং রূপকও কেবল সাদৃশ্যের সীমা পর্যন্ত সীমিত।

অনুরূপভাবে খোদাতা'লা ইহুদীদের দ্বারা বর্ণিত একটি কথাকে শিক্ষারূপে কুরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ কথাটি এই যে, نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ (সূরা আল্ মায়েদা ঃ আয়াত ১৯)। অর্থাৎ আমরা খোদার পুত্র এবং তাঁহার প্রিয়। এই জায়গায় খোদাতা'লা 'পুত্র' শব্দ কি এই বলিয়া বাতিল করেন নাই যে, তোমরা কুফরী কথা বলিতেছ ? বরং খোদাতা'লা বলেন, যদি তোমরা খোদার প্রিয় হইয়া থাক তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দেন কেন ? উপরন্তু 'পুত্র' শব্দটি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের কেতাবসমূহে খোদার প্রিয়জনদিগকে পুত্ররূপে সম্বোধন করা হইত।

এই সকল বর্ণনার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা কাহাকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত রাখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা করিতে হইবে। * বস্তুত: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়। ইহা এইভাবে হয় যে, এইরূপ অবস্থায় তাহার নিজের হৃদয়ে খোদা প্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি সব কিছু হইতে নির্লিপ্ত হইয়া খোদা-প্রেমের একটি বিশেষ বিকাশ হয় এবং খোদা তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ দান করিয়া আবেগের শক্তি সহ নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের উপর জয় লাভ করে এবং তাহার সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক হইতে খোদাতা'লার অলৌকিক ক্রিয়া নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রচেষ্টা করিয়া যাহারা কিছু অর্জন করে তাহাদের দৃষ্টান্ত আমি বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ হইয়া থাকে যে, তাহাদের পদক্ষেপে আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা থাকে না ; বরং মাতৃগর্ভেই তাহাদিগকে এইরূপ একটি গড়ন দান করা হয় যে, কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতিগতভাবে তাহারা খোদাকে ভালবাসে এবং রসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত তাহাদের এইরূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় যাহার চাইতে অধিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নহে। অতঃপর যতই দিন অতিবাহিত হইতে থাকে ততই তাহাদের মধ্যে খোদাপ্রেমের অভ্যন্তরীণ আগুন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে রসূল প্রেমের আগুনও বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। এই সকল ব্যাপারে খোদা তাহাদের অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হন। যখন ঐ প্রেম ও ভালবাসার আগুন চরম সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় তখন তাহারা অত্যন্ত অস্থিরতা ও বেদনাবিভোর চিত্তে চাহে যে, খোদার প্রতাপ পৃথিবীতেও প্রকাশিত হউক। ইহাতেই তাহাদের স্বাদ ও ইহাই তাহাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হইয়া থাকে। তখন তাহাদের জন্য খোদাতা'লার নিদর্শন পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়, যাহারা খোদার প্রেম ও ভালবাসায় বিলীন হইয়া যায় এবং তাঁহার তওহীদ ও প্রতাপ প্রকাশিত হওয়ার জন্য এতখানি আকাংখা করেন যতখানি তিনি নিজে করেন। এইরূপ ব্যক্তি ছাড়া খোদাতা'লা কাহারো জন্য স্বীয় আযীমুশ্বান নিদর্শন প্রকাশ করেন না এবং কাহাকেও আযীমুশ্বান সংবাদ দেন না। আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ রহস্যাবলী তাহদের নিকট প্রকাশিত হয় এবং পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার সহিত অদৃশ্যের বিষয়াবলী তাহাদের নিকট উন্মোচন করা হয়। এই বিষয়টি তাহাদের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। এই বিশেষ সম্মান অন্যদেরকে দেয়া হয় না।

---

* যদি কেহ বলে, সৎকর্ম সম্পাদন করাই তো উদ্দেশ্য, তবে মুক্তিপ্রাপ্ত ও গৃহীত বান্দা হওয়ার জন্য অনুবর্তিতার কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তর এই যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা খোদাতা'লার দেওয়া তওফীকের উপর নির্ভরশীল। অতএব যখন খোদাতা'লা কোন ব্যক্তিকে মহান কারণে ইমাম ও রসূল নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার অনুবর্তিতার জন্য আদেশ দান করেন তখন যাহারা এই আদেশ পাওয়ার পর অনুবর্তিতা করে না তাহাদিগকে সৎকর্ম সম্পাদন করার তওফীক দান করা হয় না।

সম্ভবত ঃ এক নিবোর্ধ ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে যে, কোন কোন সাধারণ লোক কখনো কখনো সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখে যে, কাহারো ঘরে ছেলের বা মেয়ের জন্ম হইয়াছে এবং তাহাই জন্ম হইয়া যায় এবং দেখে যে, কেহ মরিয়া গিয়াছে এবং সে মরিয়াও যায়, অথবা কোন কোন এমনই ছোট ছোট ঘটনা দেখিয়া থাকে এবং তাহাই হইয়া যায়। আমি পূর্বেই এই কুপ্ররোচনার উত্তর দিয়াছি যে, এইরূপ ঘটনা কোন ব্যাপারই নহে এবং না ইহাতে কোন প্রকার পুণ্যবান হওয়ার শর্ত আছে। অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং বদমায়েশ এইরূপ স্বপ্ন নিজেদের জন্য বা অন্য কাহারো জন্য দেখিয়া থাকে। কিন্তু যে সকল বিষয় বিশেষভাবে অদৃশ্য থাকে, ঐগুলি খোদাতা'লার বিশেষ বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট। তাঁহাদের স্বপ্ন ও ইলহাম এবং সাধারণ লোকদের স্বপ্ন ও ইলহামের মধ্যে চার প্রকারের পার্থক্য আছে। **প্রথমতঃ** তাঁহাদের অধিকাংশ দিব্য-দর্শন অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয় এবং কদাচ এইগুলি সন্দেহজনক হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য লোকদের দিব্য-দর্শন অধিকাংশ সময় কলুষতাপূর্ণ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে এবং কদাচ কোন কোনটি সুস্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের তুলনায় তাঁহাদের নিকট এত বিপুল পরিমাণে দিব্য-দর্শন, স্বপ্ন ও ইলহাম হয় যে, যদি উভয়ের মধ্যে তুলনা করিতে হয় তবে একজন বাদশাহ্‌র ও একজন ভিখারীর সম্পদের তুলনার ন্যায় হইবে। তৃতীয়তঃ তাঁহার দ্বারা এইরূপ আযীমুশ্বান নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ব্যক্তি পেশ করিতে পারে না। **চতুর্থতঃ** তাঁহাদের নিদর্শনাবলীতে ঐগুলি গৃহীত হওয়ার নমুনা ও লক্ষণাবলী দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রকৃত প্রেমিকের প্রেম ও সাহায্যের লক্ষণাবলী এইগুলিতে প্রতিভাত হয়। ইহা ছাড়া সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এই সকল নিদর্শনের মাধ্যমে ঐ সকল গৃহীত বান্দার মান-সম্মান ও নৈকট্য পৃথিবীতে প্রকাশ করিতে চাহেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। কিন্তু খোদার সহিত যাহাদের পরিপূর্ণ সম্পর্ক নাই তাহাদের মধ্যে এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহাদের কোন কোন স্বপ্ন বা ইলহামের সত্যতা তাহাদের জন্য বিপদ হইয়া দাঁড়ায়। কেননা, ইহাতে তাহাদের হৃদয়ে অহংকারের সৃষ্টি হয় এবং অহংকারের দরুন তাহারা মরে। তাহারা ঐ শিকড়ের বিরোধিতা শুরু করে, যাহা শাখার সবুজ ও সতেজ থাকার কারণ হইয়া থাকে। হে শাখা ! এই কথা স্বীকার করি যে, তুমি সবুজ ও সতেজ এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তুমি ফুল দান কর। কিন্তু শিকড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। এইরূপ করিলে তুমি শুকাইয়া যাইবে এবং সকল আশিস হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। কেননা, তুমি অংশ। তুমি সম্পূর্ণ নহ। তোমার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা তোমার নহে ; বরং ঐ সব কিছুই শিকড়ের আশিস ও বরকত। *

এখন আমি وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ (সূরা আয্‌যোহা ঃ আয়াত ১২) অর্থ ঃ – এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তাহা তুমি প্রকাশ করিতে থাক–অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছি যে,

---

* ইহাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, যখন আকাশ হইতে মনোনীত হইয়া একজন নবী-রসূল আগমন করেন তখন ঐ নবীর বরকতে আকাশ হইতে তাঁর মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সাধারণতঃ এক জ্যোতিঃ

খোদাতা'লা আমাকে ঐ তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ সকল নেয়ামত দান করিয়াছেন, যাহা আমার প্রচেষ্টায় নহে। বরং মাতৃগর্ভেই আমাকে দান করা হইয়াছে। আমার সমর্থনে তিনি ঐ সকল নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, যদি ঐগুলিকে এক এক করিয়া অদ্যকার তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করি তবে খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, ঐগুলি **তিন লক্ষের**ও অধিক হইবে। কেহ যদি আমার কসমের উপর ভরসা না করে তাহাকে আমি প্রমাণ দিতে পারি। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে খোদাতা'লা সর্বক্ষেত্রে স্বীয় ওয়াদানুযায়ী আমাকে শত্রুর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এবং কতিপয় নিদর্শন এমন যে, তাহা সর্বক্ষেত্রে তাহার ওয়াদানুযায়ী আমার প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা মিটাইয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ওয়াদা إِنِّي مُهِينٌ مَنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ (অর্থঃ নিশ্চয় আমি তাহাকে অপমানিত করিব যে তোমাকে অপমানিত করিতে চাহিবে –অনুবাদক) অনুযায়ী আমার আক্রমণকারীদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে তিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়েরকারীদিগের উপর আমাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেইগুলি আমার আদিষ্ট হওয়ার সময় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কেননা, যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে কোন মিথ্যাবাদীর এই দীর্ঘ সময় লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। কোন কোন নিদর্শন যুগের অবস্থা দৃষ্টে উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ যুগ কোন ইমামের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে বন্ধুদের অনুকূলে আমার দোয়া মঞ্জুর হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে অনিষ্টকারী দুশমনদের বিরুদ্ধে আমার বদ্‌দোয়া কার্যকর হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার দোয়ায় মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরাও আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের আরোগ্যের পুর্বেই আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে আমার জন্য এবং আমার সত্যায়নের জন্য সাধারণভাবে খোদা পার্থিব ও অপার্থিব ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ

অবতীর্ণ হয় এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয় ও ইলহাম লাভের যোগ্য ব্যক্তিরা ইলহাম পান এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেকও শাণিত হইয়া উঠে। কেননা, যখন বৃষ্টি হয় তখন ইহার কিছু না কিছু অংশ সকল জমি পাইয়া থাকে। ঐ সময় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তদ্রূপই হইয়া থাকে। যখন রসূল প্রেরণ করার দরুন বসন্ত ঋতু আসে তখন প্রকৃতপক্ষে সকল আশিসের কারণ ঐ রসূলই হইয়া থাকেন। লোকদের নিকট যে পরিমাণে স্বপ্ন ও ইলহাম হইয়া থাকে ঐগুলি খোলার দরজা ঐ রসূলই হন। কেননা, তাঁহার আগমনের সাথে পৃথিবীতে একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং আকাশ হইতে সাধারণভাবে একটি জ্যোতিঃ অবতরণ করে। ইহা হইতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ লাভ করে। ঐ জ্যোতিই স্বপ্ন ও ইলহামের কারণ হইয়া যায়। নির্বোধ মনে করে যে, আমার গুণেই এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ নবীর বরকতেই পৃথিবীতে ইলহাম ও স্বপ্নের এই ঝরণা প্রবাহিত করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার যুগ একটি 'লায়লাতুল কদর' (অর্থাৎ সম্মানিত রাত্রি–অনুবাদক)-এর যুগ হইয়া থাকে। এই যুগে ফেরেশ্‌তা অবতরণ করে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ

(অর্থ : ইহাতে ফিরিশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয়–অনুবাদক)। যখন হইতে খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে ইহাই প্রকৃতির বিধান।

যেখানে আমার সত্যায়নের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, যাহারা বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন, তাহারা স্বপ্নে দেখেন, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন, যেমন সিন্ধুর বিখ্যাত গদ্দীনশীন পীর যাহার প্রায় এক লক্ষ মুরীদ ছিল এবং চাঁচড়ানিবাসী খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে হাজার হাজার মানুষ কেবল এই কারণে আমার বয়াত করিয়াছে (অর্থাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে–অনুবাদক) যে, স্বপ্নে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে–এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং খোদার তরফ হইতে আগমন করিয়াছে।

কেহ কেহ এই কারণে বয়াত করেন যে, তাহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখেন এবং তিনি বলেন, পৃথিবী শেষ হইতে চলিয়াছে এবং এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলায়হেস সালাম–অনুবাদক) খোদার **শেষ খলীফা ও প্রতিশ্রুত মসীহ**। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ যেখানে কোন কোন আকাবের (বুযুর্গ ব্যক্তি) আমার জন্মের বা আমার সাবালক হওয়ার পূর্বেই আমার নাম লইয়া আমার মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছেন। যেমন নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী ও লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত জামালপুর গ্রামের মিয়া গোলাব শাহ্। কোন কোন নিদর্শন এইরূপ, যাহার পরিধি প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আর ইহা হইল মোবাহালার সিলসিলা (প্রার্থনা-যুদ্ধ-রীতি-অনুবাদক)। ইহার অনেক নমুনা জগদ্বাসী দেখিয়া লইয়াছে। * আমি অনেক দেখার পর মোবাহালার রীতি নিজের পক্ষ হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং যে ব্যক্তি আমাকে প্রতারক ও খোদাতা'লার নামে মিথ্যা রটনাকারী মনে করে এবং আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার প্রতি যে সকল ওহী হইয়াছে ঐগুলিকে আমার মিথ্যা রটনা মনে করে, সে মুসলমান হউক বা হিন্দু হউক বা আর্যসমাজী হউক বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বী হউক, তাহার অবশ্যই এই অধিকার আছে যে, সে নিজের পক্ষ হইতে আমাকে মোকাবেলায় রাখিয়া লিখিত মোবাহালা প্রকাশ করুক। অর্থাৎ খোদাতা'লার সম্মুখে এই অঙ্গীকার কতিপয় খবরের কাগজে প্রকাশ করুক যে, আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি আছে এই ব্যক্তি (এই জায়গায় স্পষ্টভাবে আমার নাম লিখিতে হইবে), যে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করে, সে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী এবং এই সকল ইলহাম, যাহার কোন কোনটি সে এই পুস্তকে লিখিয়াছে, এইগুলি খোদার কথা নহে, বরং সবগুলিই তাহার বানানো কথা এবং আমার পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও পূর্ণ চিন্তাভাবনার পর এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তাহাকে আমি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যারটনাকারী, মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল মনে করি। অতএব, হে পরাক্রমশালী খোদা ! যদি তোমার নিকট এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং মিথ্যাবাদী,

---

* প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরীর পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন কীভাবে সে নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবহালা করে। সে নিজ পুস্তক "ফয়যে রহমানী" তে ইহা প্রকাশ করে। অতঃপর এই মোবাহালার কয়েক দিন পর সে মৃত্যু বরণ করিল। জম্মুর অধিবাসী চেরাগদীন নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবাহালা করে এবং লেখে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাহাকে খোদা ধ্বংস করিবেন। ইহার কয়েকদিন পর সে নিজের দুই ছেলেসহ প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া গেল।

মিথ্যারটনাকারী, কাফের ও বিধর্মী না হয় তবে এই মিথ্যারোপ ও অবমাননার জন্য আমার উপর কোন কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর ; অন্যথা তাহার উপর শাস্তি অবতীর্ণ কর। আমীন!

প্রত্যেকের জন্য কোন তাজা নিদর্শন চাওয়ার এই দরজা খোলা আছে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই মোবাহালার দোয়ার পর, যাহা সাধারণভাবে প্রচার করিতে হইবে এবং কমপক্ষে তিনটি নামকরা খবরের কাগজে ছাপাইতে হইবে, যদি এইরূপ ব্যক্তি, যে এই ব্যাখ্যাসহ কসম খাইয়া মোবাহালা করে এবং ঐশী শাস্তি হইতে রক্ষা পায়, তবে আমি খোদার পক্ষ হইতে নহি। এই মোবাহালায় কোন মেয়াদকালের প্রয়োজন নাই। শর্ত এই যে, এইরূপ কিছু অবতীর্ণ হইবে যাহা হৃদয় অনুভব করিবে।

এখন নিম্নে অনুবাদসহ কিছু খোদায়ী ইলহাম লিখিতে যাইতেছি। এই ইলহামগুলি লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ মোবাহালাকারীগণের জন্য ইহা জরুরী হইবে যে, তাহারা খোদাতা'লার কসম খাইয়া আমার এই সকল ইলহামকে নিজেদের মোবাহালার প্রবন্ধে (যাহা প্রকাশ করিতে হইবে) লিখিবে এবং ইহার সাথেই অঙ্গীকারও প্রকাশ করিবে যে, এই সকল ইলহাম মানুষের মিথ্যা বানানো জিনিস, এইগুলি খোদার কথা নহে। ইহাও লিখিতে হইবে যে, এই সকল ইলহাম আমি মনোযোগ সহকারে দেখিয়া লইয়াছি। আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, এইগুলি মানুষের বানানো জিনিস। অর্থাৎ এই ব্যক্তির মিথ্যা বানানো জিনিস এবং এই ব্যক্তির উপর খোদাতা'লার তরফ হইতে কোন ইলহাম অবতীর্ণ হয় নাই। বিশেষভাবে এস্থলে আমি পাতিয়ালায় সহকারী সার্জন আবদুল হাকিম খান নামের এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতেছি। এই ব্যক্তি বয়াত ভাঙ্গিয়া ধর্ম ত্যাগী হইয়া গিয়াছে।

এখন আমি ঐ সকল ইলহাম * নমুনাস্বরূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঐগুলি নিম্নরূপ ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ইলহামসমূহ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে ইলহামসমূহ লেখা আছে, কিন্তু আরবী ইলহামের সাথে উহাদের উর্দূ তরজমাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আমরা মূল আরবী ইলহাম ও উর্দু ভাষায় তরজমাকৃত ইলহামসমূহের বঙ্গানুবাদ পেশ করিতেছি। – অনুবাদক]

---

* বারবার পুনরাবৃত্তির দরুন এই সকল ইলহামের ধারাবাহিকতা বিভিন্ন। কেননা, আল্লাহ্র ওহীর এই বাক্যসমূহ কখনো এক ধারাবাহিকতায় এবং কখনো অন্য ধারাবাহিকতায় আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। তদুপরি কোন কোন বাক্য সম্ভবতঃ শত শত বার বা ইহার চাইতেও অধিকবার অবতীর্ণ হইয়াছে। এই জন্য ইহাদের পঠন এক ধারাবাহিকতায় নাই এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইবে না। কেননা, খোদার রীতি এইরূপই যে, তাঁহার পবিত্র ওহী খণ্ড খণ্ড হইয়া মুখে জারী হয় এবং হৃদয়ে আবেগের সৃষ্টি হয়। অতঃপর খোদাতা'লা নিজেই এই সকল বিভিন্ন খণ্ডকে ধারাবাহিকতার রূপ দান করেন এবং কখনো কখনো ধারাবাহিকতার সময় প্রথম খণ্ডকে রচনার পিছনে লাগাইয়া দেন। ঐ সকল বাক্যকে কোন একই বিশেষ ধারাবাহিকতায় রাখা হয় না। ইহা আল্লাহ্র বিশেষ রীতি। বরং ধারাবাহিকতার দিক হইতে ইহাদের পঠন বিভিন্নভাবে হইয়া থাকে। পুনরাবৃত্ত ওহীর কোন কোন বাক্যের পূর্বের শব্দসমূহের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়া থাকে। এই রীতি কেবলমাত্র খোদাতা'লার নিজস্ব। তিনি স্বীয় রহস্য উত্তম জানেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"হে আহমদ, খোদা তোমার মধ্যে বরকত রাখিয়া দিয়াছেন। যাহা কিছু তুমি চালাইয়াছ তাহা তুমি চালাও নাই, বরং খোদা চালাইয়াছেন। খোদা তোমাকে কোরআন শিখাইয়াছেন। অর্থাৎ ইহার সঠিক অর্থ তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে তুমি ঐ সকল লোককে সতর্ক করিবে যাহাদের বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয় নাই এবং যাহাতে অপরাধীদেরকে ধরার রাস্তা খুলিয়া যায়, অর্থাৎ জানা যায় কে তোমার প্রতি বিমুখ হয়। বল, আমি খোদার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারী। বল, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিতই। প্রত্যেক বরকত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে। অতএব বড় কল্যাণমন্ডিত সে ব্যক্তি, যে শিক্ষা দিয়াছে এবং যে শিক্ষা পাইয়াছে। তাহারা বলিবে যে, ইহা ওহী নহে। কথাগুলি নিজের তরফ হইতে বানাইয়াছে। তাহাদিগকে বল, তিনি খোদা, যিনি এই কথাগুলি অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে হাসি-তামাসার ধারণায় ছাড়িয়া দাও। তাহাদিগকে বল, যদি এই কথাগুলি আমার বানানো হয় এবং খোদার কথা নয় তবে আমি কঠোর শাস্তির যোগ্য হইব এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রটনা করে ও মিথ্যা আরোপ করে ? তিনিই তাঁহার রসূল ও প্রত্যাদিষ্টকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন, যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন। খোদার কথা পূর্ণ হইয়াই থাকে। কেহই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে না। লোকেরা বলিবে, এই মর্যাদা তুমি কোথা হইতে পাইয়াছ ? এই যে এলহামের মাধ্যমে বলা হইতেছে ইহাতো মানুষের কথা এবং ইহা অন্যদের সাহায্যে বানানো হইয়াছে। হে লোকেরা ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া একটি প্রতারণার মধ্যে জড়াইতেছ ? এই ব্যক্তি তোমাদিগকে যে সকল ওয়াদা দিতেছে এইগুলি পূর্ণ হওয়া কীভাবে সম্ভব ও তদুপরি এইরূপ ব্যক্তির ওয়াদার কী মূল্য আছে, যে হীন ও নিকৃষ্ট ? এই ব্যক্তি তো মুর্খ ও উন্মাদ, যে আবোল তাবোল কথা বলে। ইহাদিগকে বল, আমার নিকট খোদার সাক্ষ্য আছে। সুতরাং তোমরা কি গ্রহণ করিবে, না কি গ্রহণ করিবে না ? অতঃপর ইহাদিগকে বল, আমার নিকট খোদার সাক্ষ্য আছে। সুতরাং তোমরা কি ঈমান আনিবে, না কি আনিবে না ? আমি ইহার পুর্বে এক দীর্ঘ সময় তোমাদের সাথেই কাটাইতে ছিলাম। তোমরা কি বুঝিতেছ না ? এই মর্যাদা তোমার প্রভুর দয়ায় লাভ করিয়াছি। তিনি স্বীয় পুরস্কার তোমার উপর পূর্ণ করিবেন। অতএব তুমি সুসংবাদ দাও। খোদার ফযলে তুমি উম্মাদ নহ। আকাশে তোমার জন্য একটি উচ্চ মর্যাদা ও মাকাম রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের দৃষ্টিতেও তোমার উচ্চ মর্যাদা ও মাকাম রহিয়াছে, যাহারা দেখিতে পায়। তোমার জন্য আমি নিদর্শন দেখাইব। যাহারা অট্টালিকা নির্মাণ করে আমরা তাহা চুরমার করিয়া দিব। ঐ খোদার প্রশংসা যিনি তোমাকে মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম

বানাইয়াছেন। তিনি যে সকল কাজ করেন সে সকল কাজের জন্য তিনি জিজ্ঞাসিত হন না এবং লোকদিগকে তাহাদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় *। তাহারা বলিল, তুমি কি এইরূপ ব্যক্তিকে (খলীফা) বানাইতেছ, যে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ? তিনি বলিলেন, তাহার সম্পর্কে আমি যাহা কিছু জানি তোমরা তাহা জান না। আমি ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করিব, যে তোমাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা পোষণ করিবে। আমার নৈকট্যে থাকিয়া আমার রসূল কোন দুশমনকে ভয় করে না। খোদা লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমি ও আমার রসূল জয়যুক্ত হইয়া যাইব **।

"যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা পুণ্যবান খোদা তাহাদের সঙ্গে আছেন। কেয়ামত সদৃশ একটি ভূমিকম্প আসন্ন, যাহা তোমাদিগকে দেখাইব। এই গৃহের প্রত্যেক বসবাসকারীকে আমি রক্ষা করিব। হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে। ইহা তাহাই, যাহার সম্পর্কে তোমরা ত্বরা করিতেছিলে। ইহা ঐ সুসংবাদ, যাহা নবীগণ পাইয়াছিলেন। তুমি খোদার তরফ হইতে সুস্পষ্ট দলিলসহ প্রকাশিত হইয়াছ। যাহারা তোমার সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করে আমি তাহাদের জন্যে যথেষ্ট। আমি কি তোমাদিগকে বলিব, কোন্ লোকদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হইয়া থাকে ? প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের উপর শয়তান অবতীর্ণ হয়। তুমি খোদার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। সাবধান, খোদার রহমত নিকটে।

---

* খোদাতা'লার পবিত্র কথা, যাহা আমার কেতাব 'বারাহীনে আহমদীয়া' এর কোন কোন জায়গায় লেখা হইয়াছে। ইহাতে খোদাতা'লা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কীভাবে তিনি আমাকে ঈসা ইবনে মরিয়ম সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই কিতাবে প্রথমে আমার নাম মরিয়ম রাখেন এবং ইহার পর প্রকাশ করেন যে, এই মরিয়মের মধ্যে খোদার তরফ হইতে রূহ্ ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্তা'লা বলেন, রূহ্ ফুঁকার পর মরিয়মি অবস্থা ঈসায়ী অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। এইভাবে মরিয়ম হইতে ঈসার জন্ম হইয়া ইবনে মরিয়ম বলিয়া কথিত হইল। অতঃপর অন্য জায়গায় এই অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্তা'লা বলেন,

فاجاءه المخاض الى جذع النخلة ۚ قال يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔

(সূরা মরিয়মের ২৪নং আয়াতঃ অর্থ– "অতঃপর যখন তাহার প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডের দিকে যাইতে বাধ্য করিল তখন সে বলিল, ইহার পূর্বে যদি আমি মরিয়া যাইতাম এবং আমি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম" – অনুবাদক)। এই জায়গায় খোদাতা'লা রূপকের ভাষায় বলেন, যখন এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মরিয়মি অবস্থা হইতে ঈসায়ী অবস্থার জন্ম হইল এবং এই প্রেক্ষাপটে এই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ইবনে মরিয়মে রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করিল তখন তবলীগের প্রয়োজনে, যাহা প্রসব বেদনার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, তাহাকে উম্মতের শুষ্ক শিকড়ের সম্মুখে আনা হইল যাহাদের মধ্যে প্রজ্ঞা ও তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) ফল ছিল না। এইরূপ দাবীর কথা শুনিয়া মিথ্যা বানাইয়া বলার অপবাদ দেওয়া, কষ্ট দেওয়া এবং তাহার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কথা বলার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল। তখন সে নিজের মনে মনে বলিল, হায় ! আমি যদি ইহার পূর্বেই মরিয়া যাইতাম এবং এইরূপ বিস্মৃত হইয়া যাইতাম যে কেহ আমার নামও জানিত না।

** এই ইলাহী ওহীতে খোদা আমার নাম রসূল রাখিয়াছেন। কেননা, বারাহীনে আহমদীয়ায় লেখা হইয়াছে যে, খোদাতা'লা আমাকে সকল নবী আলায়হেস সালামের বিকাশস্থল সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং সকল নবীর নাম আমার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। আমি আদম। আমি শীশ। আমি নূহ। আমি ইব্রাহীম। আমি ইসহাক। আমি ইসমাঈল। আমি ইয়াকুব। আমি ইউসুফ। আমি মূসা। আমি দাউদ। আমি ঈসা। এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামের আমি পরম বিকাশস্থল। অর্থাৎ আমি প্রতিচ্ছায়ারূপে মুহাম্মদ (সাঃ) ও আহমদ (সাঃ)।

সাবধান, খোদার সাহায্য নিকটে। ঐ সাহায্য প্রত্যেক দূরের পথ হইতে তোমার নিকট পৌঁছিবে এবং এইরূপ পথে পৌঁছিবে যে, ঐ পথসমূহ, যে পথে তাহারা তোমার দিকে আসিবে, তাহাদের পুনঃ পুনঃ চলাচলের কারণে গর্ত হইয়া যাইবে। এত অধিক সংখ্যায় লোক তোমার নিকট আসিবে যে, যে সকল পথে তাহারা চলিবে ঐগুলি গভীর হইয়া যাইবে। খোদা নিজের তরফ হইতে তোমাকে সাহায্য করিবেন। তোমার সাহায্য ঐ সকল লোকেরা করিবে যাহাদের হৃদয়ে আমি নিজের তরফ হইতে ইলহাম করিব। খোদার কথা টলিতে পারে না। তোমার প্রভু বলেন, আকাশ হইতে এইরূপ একটি বস্তু অবতীর্ণ হইবে যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে একটি পরিপূর্ণ বিজয় দান করিব। বন্ধুর বিজয় একটি বিরাট বিজয়। আমি তাহাকে এইরূপ একটি নৈকট্য দান করিয়াছি যে, তোমাকে গোপন বিষয়ে সঙ্গী করিয়া নিয়াছি। সকল লোকের চাইতে সে অধিক সাহসী। যদি ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলিয়া যায় তবে সে তথায় যাইয়া ইহা লইয়া আসিবে। খোদা তাহার অকাট্যতা উজ্জ্বল করিবেন। আমি একটি গুপ্তভান্ডার ছিলাম। অতএব আমি প্রকাশিত হইতে চাহিলাম। হে চন্দ্র, হে সূর্য, তুমি আমার দ্বারা প্রকাশিত এবং আমি তোমার দ্বারা। যখন খোদার সাহায্য আসিবে এবং সময় আমাদের দিকে ঝুঁকিবে তখন বলা হইবে, এই প্রেরিত ব্যক্তি কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না ? খোদার সৃষ্ট বান্দারা যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে তখন তোমার বিরক্ত হওয়া উচিত হইবে না। লোকদের সাক্ষাতের আধিক্যের ফলে তোমার ক্লান্ত হওয়া উচিত হইবে না। তোমার গৃহসমূহকে প্রশস্ত করা জরুরী যাহাতে বিপুল সংখ্যায় যেসব লোক আসিবে, তাহাদের থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা হয়। ঈমানদারদিগকে সুসংবাদ দাও যে, খোদার দরবারে তাহারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমার প্রভুর তরফ হইতে তোমার প্রতি যে সকল ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে সেইগুলি ঐ সকল লোককে শুনাও যাহারা তোমার জামাতে প্রবেশ করিবে। তাহারা হইল 'আসহাবে সুফ্‌ফা' (মসজিদে নববীর চত্বরে বসবাসকারী দরবেশগণের দল)। তুমি কি জান 'আসহাবে সুফ্‌ফা' কাহারা ? তুমি দেখিবে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইবে। তাহারা তোমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করিবে এবং বলিবে, হে আমাদের খোদা ! আমরা একজন আহ্বায়কের আহ্বান শুনিয়াছি, যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেন এবং খোদার দিকে আহ্বান করেন এবং যিনি একটি প্রজ্জলিত প্রদীপ। হে আহমদ ! তোমার ঠোঁটে রহমত জারী করা হইয়াছে। তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে আছ। আমি তোমার নাম মোতাওয়াক্কিল (নির্ভরশীল) রাখিয়াছি। খোদা তোমার নামকে মহিমান্বিত করিবেন এবং তাঁহার পুরস্কার ইহকালে ও পরকালে তোমার উপর পূর্ণ করিবেন। হে আহমদ ! তোমাকে কল্যাণ দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাকে যে সকল কল্যাণ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি তোমারই পাওনা ছিল। তোমার মর্যাদা আশ্চর্যজনক এবং তোমার পুরস্কার নিকটবর্তী। আকাশ ও পৃথিবী তোমার সাথে আছে, যেভাবে সেগুলি আমার সাথে আছে। তুমি আমার দরগাহে সম্মানিত। আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য নির্বাচিত করিয়াছি। পবিত্র খোদা বড় কল্যাণময় ও বড় সম্মানিত। তিনি তোমার সম্মানকে বৃদ্ধি

করিবেন। তোমার বাপ-দাদার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং তোমার পর বংশের সিলসিলা তোমা হইতে শুরু হইবে। *

খোদা এইরূপ নহেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়া না দেখাইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন। যখন খোদাতা'লার সাহায্য ও বিজয় আসিবে এবং খোদার ওয়াদা পূর্ণ হইবে তখন বলা হইবে যে, ইহা ঐ বিষয়ই যাহার জন্য তোমরা ত্বরা করিতেছিলে। আমি ইচ্ছা করিলাম যে, আমার খলীফা বানাইব। অতএব, আমি এই আদমকে সৃষ্টি করিলাম। সে খোদার নিকটবর্তী হইল। অতঃপর সে সৃষ্টির প্রতি ঝুঁকিল। সে খোদা ও সৃষ্টির মাঝে এইরূপ হইয়া গেল, যেরূপে দুইটি ধনুকের এক তন্ত্রী হইয়া গেল, অথবা উহা হইতেও নিকটবর্তী হইয়া গেল। সে ধর্মকে জীবিত করিবে এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। হে আদম ! তুমি এবং তোমার বন্ধু বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। হে মরিয়ম ! তুমি এবং তোমার বন্ধু বেহশ্‌তে প্রবেশ কর। হে আহমদ তুমি এবং তোমার বন্ধু বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। তোমাকে সাহায্য করা হইবে এবং বিরুদ্ধবাদীরা বলিবে, এখন উপেক্ষা করার অবকাশ নাই। যে সকল লোক কাফের হইয়া গিয়াছে এবং খোদার পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে তাহাদিগকে পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি রদ করিয়াছে। খোদা তাহার প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ। এই সকল লোক কি বলে, আমরা একটি শক্তিশালী জামা'তের ধ্বংসকারী ? এই সকল লোক পলায়ন করিবে এবং এবং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে। তুমি আমার নিকট আজ সম্মানের

---

* টীকা ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাহ্যিক সম্মান ও প্রতাপের দিক হইতে এই খাকসারের বংশ অনেক খ্যাতির অধিকারী ছিল। বরং এই বংশের গৌরবের পতনোম্মুখ সময় পর্যন্তও এই খ্যাতি অক্ষুণ্ন ছিল। আমার দাদা সাহেব এই অঞ্চলের ৮২টি গ্রামের মালিক ছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি দেশের শাসনকর্তারূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন রাজ্যের অধীনে ছিলেন না। অতঃপর ধীরে ধীরে খোদার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞানুযায়ী শিখদের যুগে কয়েকটি যুদ্ধের পর তিনি সবকিছু হারাইয়া বসেন। কেবলমাত্র ৬টি গ্রাম তাঁহার অধীনে রহিল। অতঃপর আরো ২টি গ্রাম তাঁহার হাতছাড়া হইল এবং কেবল ৪টি গ্রাম অবশিষ্ট রহিল। এইভাবে পার্থিব শান শওকত, যাহা কাহারো সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করে না, তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, এই বংশ এই অঞ্চলে অনেক খ্যাতির অধিকারী ছিল। কিন্তু খোদাতা'লা চাহিলেন না যে, এই সম্মান কেবল পার্থিব সম্মানের মধ্যেই সীমিত থাকুক। কেননা, পার্থিব মান-সম্মান আত্মম্ভরিতা, অহংকার ও দম্ভছাড়া অন কোন ফল দেয় না। এই জন্য এখন খোদাতা'লা স্বীয় পবিত্র ওহীতে ওয়াদা করেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এখন এই বংশ নিজের রঙ পরিবর্তন করিবে এবং এই বংশের সিলসিলা তোমা হইতে আরম্ভ হইবে। পূর্বের নাম কর্তিত হইয়া যাইবে। খোদার এই ওহীতে বংশ বৃদ্ধির প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ বংশ অনেক বৃদ্ধি লাভ করিবে। এই বংশ মোঘল বংশের নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই বাহ্যিকভাবে মনে করা হয়। কিন্তু অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা, যিনি প্রকৃত অবস্থা অবহিত, তিনি বার বার স্বীয় পবিত্র ওহীতে প্রকাশ করেন যে, আমার বংশ পারস্য বংশ এবং তিনি আমাকে পারস্য বংশীয় বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি আমার সম্পর্কে বলেন,

إنّ الّذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ردّ عليهم رجل من فارس شكر الله سعيهٗ

অর্থাৎ, যে সকল লোক কাফের হইয়া খোদাতা'লার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে একজন পারস্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তি তাহাদিগকে রদ করিবে। খোদা তাহার প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ। তিনি আরো একটি ওহীতে আমার সম্পর্কে বলেন, لوكان الايمان معلّقًا بالثّريّا لناله رجل من فارسٍ

অর্থাৎ, যদি ঈমান সুরাইয়ায় চলিয়া যায় তবে পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি সেখান হইতেও ইহাকে নামাইয়া আনিবেন। অতঃপর আরো একটি ওহীতে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,

خذوا التوحيد خذوا التوحيد يا ابناء الفارس

অর্থাৎ, হে পারস্যের সন্তানরা ! তওহীদকে ধর, তওহীদকে ধর।

অধিকারী একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। জাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তোমার উপর আমার রহমত আছে। তুমি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সহিত খোদার সাহায্য শামেল থাকে। খোদা তোমার প্রশংসা করেন এবং তোমার দিকে আসিতেছেন। ঐ পবিত্র সত্তাই খোদা, যিনি এক রাত্রিতে তোমাকে ভ্রমণ করাইয়াছেন। তিনি এই আদমকে সৃষ্টি করেন অতঃপর তাহাকে সম্মান দান করেন। সকল নবীর বেশে এই ব্যক্তি খোদার রসূল। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর একটি বিশেষ গুণ তাহার মধ্যে মজুদ আছে। হে আমার আহ্‌মদ ! তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি। তুমি আমার ইচ্ছা এবং তুমি আমার সঙ্গে আছ। তোমার রহস্য আমার রহস্য। আমি তোমাকে সাহায্য করিব, আমি তোমার তত্ত্বাবধায়ক রহিব। আমি লোকদের জন্য তোমাকে নেতা বানাইব। তুমি তাহাদের পথ-পদর্শক হইবে। তাহারা তোমার অনুবর্তী হইবে। লোকেরা কি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে ? বল, খোদা আশ্চর্যজনক ব্যাপারসমূহের অধিকারী। তাঁহাকে স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিন্তু লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই দিন আমি লোকদের মধ্যে চলা ফেলা করিতে থাকি। বলিবে যে, ইহাতো কেবল একটি বানাওট। বল, যদি তোমরা খোদার প্রতি ভালবাসা রাখ, তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদের প্রতি ভালবাসা রাখেন। যখন খোদাতা'লা মোমেনদের সাহায্য করেন তখন পৃথিবীতে তাহাদের জন্য কিছু হিংসুক নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার আশিসকে কেহ রদ করিতে পারে না। অতএব, জাহান্নাম তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। বল, খোদা এই কথা অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে হাসি-তামাসার ধারণার মধ্যে ছাড়িয়া দাও। যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, ঈমান আন যেভাবে লোকেরা ঈমান আনিয়াছে, তখন তাহারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের ন্যায় ঈমান আনিব ? সাবধান হও যে, ঐ সকল লোকই নির্বোধ ? কিন্তু তাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত নহে। যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিও না, তখন তাহারা বলে, আমরা তো বরং সংশোধনকারী।

"বল, তোমার নিকট খোদার জ্যোতিঃ আসিয়াছে। সুতরাং যদি মোমেন হও তবে অস্বীকার করিও না। তুমি কি তাহাদের নিকট হইতে কোন ট্যাক্স চাহিতেছ ? অতএব এই জরিমানার দরুন তাহারা ঈমান আনার বোঝা বহন করিতে পারে না। বরং আমরা

আল্লাহ্‌র এই সকল কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই খাকসারের বংশ প্রকৃতপক্ষে পারসী, মোঘল নহে। জানি না কোন ভুলের দরুন আমার বংশ মোঘল বংশরূপে খ্যাতি লাভ করিল। আমাকে জানানো হইয়াছে আমার বংশ তালিকা এইরূপ যে, আমার পিতার নাম ছিল মির্যা গোলাম মুর্তযা। তাঁহার পিতার নাম ছিল মির্যা আতা মোহাম্মদ। মির্যা আতা মোহাম্মদের পিতার নাম ছিল মির্যা গুল মোহাম্মদ। মির্যা গুল মোহাম্মদের পিতার নাম ছিল মির্যা ফয়েয মোহাম্মদ। মির্যা ফয়েয মোহাম্মদের পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ কায়েম। মির্যা মোহাম্মদ কায়েমের পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ আসলাম। মির্যা মোহাম্মদ আসলামের পিতার নাম ছিল মির্যা দেলাওয়ার। মির্যা দেলাওয়ারের পিতার নাম ছিল মির্যা ইলাহ্‌দীন। মির্যা ইলাহ্‌দীনের পিতার নাম ছিল মির্যা জাফর বেগ। মির্যা জাফর বেগের পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ বেগ। মির্যা মোহাম্মদ বেগের পিতার নাম ছিল মির্যা আবদুল বাকী। মির্যা আবদুল বাকীর পিতার নাম ছিল মির্যা মোহাম্মদ সুলতান। মির্যা মোহাম্মদ সুলতানের পিতার নাম ছিল মির্যা হাদী বেগ। মনে হয় যেভাবে 'খান' নামটি উপাধিস্বরূপ দেওয়া হয়, সেভাবে মির্যা এবং বেগ শব্দ দুইটিও কোন যুগে উপাধিস্বরূপ তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যাহা কিছু খোদা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই সঠিক। মানুষ একটি সামান্য পদস্খলনের দরুন ভ্রান্তিতে পড়িতে পারে। কিন্তু খোদা ভুল ভ্রান্তি হইতে পবিত্র।*

তাহাদিগকে অধিকার দিয়াছি। কিন্তু তাহারা অধিকার গ্রহণ করিতে অপসন্দ করে। লোকদের সঙ্গে স্নেহ ও দয়ার সহিত আচরণ কর। তুমি তাহাদের জন্য মূসার স্থানে আছ। তাহাদের কথায় ধৈর্য ধারণ কর। তুমি কি এইজন্য নিজেকে ধ্বংস করিবে যে, তাহারা কেন ঈমান আনে না ? যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিও না। যাহারা যালেম তাহাদের সম্পর্কে আমার সহিত কথা বলিও না। কেননা, তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। আমার চোখের সামনে এবং আমার ইঙ্গিতে নৌকা তৈয়ার কর। ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার হাতে হাত রাখে, তাহারা খোদার হাতে হাত রাখে। ইহা খোদার হাত, যাহা তাহাদের হাতের উপর আছে। স্মরণ কর ঐ সময়কে যখন তোমার বিরুদ্ধে ঐ ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিতে শুরু করিল, যে অস্বীকার করিল এবং তোমাকে কাফের সাব্যস্ত করিল * এবং বলিল যে, হে হামান ! আমার জন্য আগুন জ্বালাও যাহাতে আমি মূসার খোদা সম্পর্কে জ্ঞাত হই। আমি তাহাকে মিথ্যা মনে করি। আবু লাহাবের দুই হস্ত ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে। ** এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাহার উচিত ছিল না। তাহার ভীত হওয়া উচিত ছিল। যত দুঃখ তুমি পাও তাহাতো খোদার তরফ হইতে। এই স্থানে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। অতএব ধৈর্য ধারণ কর, যেমন দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছে। ঐ বিশৃঙ্খলা খোদাতা'লার তরফ হইতে হইবে, যাহাতে তিনি তোমাকে ভালবাসেন। ইহা ঐ খোদার ভালবাসা যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সম্মানিত। দুইটি ছাগল যবাই করা হইবে। পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেকেই পরিণামে বিলীন হইবে। তুমি কোন চিন্তা করিও না এবং দুর্বলতা দেখাইও না। খোদা কি স্বীয় দাসের জন্য যথেষ্ট নহেন ? তুমি কি জান না খোদা সব কিছুর উপর শক্তিশালী ? ইহারা তোমাকে ঠাট্টার লক্ষ্যস্থল বানাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা বিদ্রূপের সহিত বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যাহাকে খোদা

উপ-টীকা ঃ আমার বংশ সম্পর্কে খোদার আরো একটি ওহী আছে। তাহা এই যে, আমার সম্পর্কে খোদা বলেন, سلمان منا اهل البيت (অনুবাদ)-সালমান অর্থাৎ এই খাকসার, যে দুইটি সন্ধির ভিত্তি স্থাপন করে, সে আমাদের মধ্যে হইতে। সে আহলে বয়াত (অর্থঃ নবীর বংশধর-অনুবাদক)। খোদার ওহী ঐ বিখ্যাত ঘটনার সত্যায়ন করে যে, এই খাকসারদের কোন দাদী সৈয়্যদ বংশীয়া ছিলেন। দুইটি সন্ধির অর্থ এই যে, খোদা ইচ্ছা করিয়াছেন একটি সন্ধি আমার হাতে এবং আমার মাধ্যমে ইসলামের ফেরকাগুলির মধ্যে হইবে এবং অনেক মতভেদ বিলুপ্ত হইবে। দ্বিতীয় সন্ধি ইসলামের বাহিরের দুশমনের সহিত হইবে যে, বহু লোককে ইসলামের সত্যতা অনুধাবন করার শক্তি দেওয়া হইবে এবং তাহারা ইসলামে প্রবেশ করিবে। তখন পরিসমাপ্তি হইবে।

---

* টীকা ঃ অস্বীকারকারী বলিতে মৌলভী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, সে ফতওয়া লিখিয়া নাযীর হোসেনের নিকট পেশ করিল এবং এই দেশে অস্বীকারের আগুন প্রজ্জ্বলনকারী ছিল নাযির হোসেনই। তাহার উপর উহাই প্রযোজ্য, যাহার সে যোগ্য।

** টীকা ঃ এই জায়গায় আবু লাহাব বলিতে দিল্লীর এক মৌলভীকে বুঝানো হইয়াছে, যে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ২৫ বৎসর পূর্বের যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ঐ যুগে মুদ্রিত হয় যখন আমার সম্পর্কে কাফেরের ফতওয়াও এই সকল মৌলভীর পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাফেরের ফতওয়ার প্রবক্তাও ঐ দিল্লীর মৌলভীই ছিল, যাহার নাম খোদাতা'লা আবু লাহাব রাখেন। কাফেরের ফতওয়ার এক দীর্ঘ সময় পূর্বে এই সংবাদ দেওয়া হয়, যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন ? তাহাদিগকে বল, আমি তো একজন মানুষ। আমার প্রতি এই ওহী হইয়াছে যে, তোমাদের খোদা একই খোদা এবং সকল কল্যাণ ও নেকী কোরআনে আছে, অন্য কোন কেতাবে নাই। ইহার রহস্য তাহারা ভেদ করিতে পারে, যাহাদের হৃদয় পবিত্র। বল, খোদার হেদায়াতই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াত। তাহারা বলিবে, খোদার এই ওহী কোন বড় লোকের উপর কেন অবতীর্ণ হইল না, যে দুইটি শহরের কোন একটি শহরের অধিবাসী ? * তাহারা বলিবে, তুমি এই মর্যাদা কোথা পাইয়াছ ? ইহা তো একটি ষড়যন্ত্র, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া তৈয়ার করিয়াছ। এই সকল লোক তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি তাহাদিগকে দেখ না। ইহাদিগকে বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর, যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন। তোমাদের উপর দয়া করার জন্য খোদা আসিয়াছেন। ইহার পরও যদি তোমরা দুষ্টামীর দিকে ফিরিয়া যাও, তবে আমরাও শাস্তি প্রদানের দিকে ফিরিয়া যাইব। আমরা জাহান্নামকে কাফেরদের জন্য জেলখানা বানাইয়াছি। আমরা তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর উপর দয়া করার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। ইহাদিগকে বল, তোমরা তোমাদের গৃহে নিজেদের সাধ্যমত কর্ম কর আর আমি আমার সাধ্যমত কর্ম করিতেছি। অতঃপর অল্প কিছুকাল পরেই তোমরা দেখিতে পাইবে যে, খোদা কাহাকে সাহায্য করেন। তাকওয়া ছাড়া কোন কর্ম এক বিন্দুও গৃহীত হইতে পারে না। খোদা তাহাদের সহিত থাকেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া পুণ্য কর্মে মগ্ন থাকে। বল, যদি আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বানাইয়া বলিয়া থাকি তবে আমার পাপ আমার স্কন্ধে আছে। ইতিপূর্বে এক দীর্ঘ সময় আমি তোমাদের মধ্যেই কাটাইতেছিলাম। তারপরও কি তোমরা বুঝ না ? খোদা কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? আমরা তাহাকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন ও রহমতের নমুনা বানাইব এবং ইহা আদি হইতেই নির্ধারিত ছিল। ইহা ঐ বিষয়, যে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করিতেছিলে। তোমার উপর সালাম। তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করা হইয়াছে। তুমি পৃথিবীতে ও পরকালে কল্যাণময়। তোমার মাধ্যমে রুগ্নদের উপর আশিস অবতীর্ণ হইবে। *

نزدیک رسید و پائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد
پاک محمد مصطفٰے نبیوں کا سردار۔ خدا تیرے سب کام درست کردیگا

---

* টীকা ঃ অর্থাৎ এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করিয়াছে, যে পাঞ্জাবের একটি ছোট গ্রাম কাদিয়ানের অধিবাসী। কেন প্রতিশ্রুত মাহদী মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ হইল না, যাহা ইসলামের জন্মভূমি ?

* টীকা ঃ তোমার মাধ্যমে রুগ্নদের উপর আশিস অবতীর্ণ হইবে- খোদার এই কথাটি আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় প্রকারের রুগ্নদের জন্য প্রযোজ্য। কথাটি আধ্যাত্মিক অর্থে এই জন্য প্রযোজ্য যে, আমি দেখিতেছি আমার হাতে হাজার হাজার বয়াত গ্রহণকারী এইরূপ, যাহাদের আমল (কর্ম সম্পাদন)-এর অবস্থা পুর্বে খারাপ ছিল ; কিন্তু বয়াত করার পর তাহাদের আমলের অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছে এবং নানা ধরনের পাপ হইতে তাহারা তওবা করিয়াছে। তাহারা নামাযে নিষ্ঠাবান হইয়াছে। আমার জামাতের শত শত লোককে আমি এইরূপ দেখিয়াছি যাহাদের হৃদয়ে এই দহন ও উত্তাপ সৃষ্টি হইয়াছে কীভাবে তাহারা

পবিত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) নবীগণের নেতা। খোদা তোমার সকল কর্মকে সঠিক করিয়া দিবেন। তোমার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। সেনাবাহিনীর মালিক এই দিকে মনোনিবেশ করিবেন। এই নিদর্শনের অর্থ এই যে, কুরআন শরীফ খোদার কেতাব এবং আমার মুখের কথা। হে ঈসা ! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং তোমাকে নিজের দিকে উত্তোলন করিব। আমি তোমার অনুসারীদিগকে তোমার অস্বীকারকারীদিগের উপর কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখিব। ইহাদের মধ্যে একটি দল হইবে প্রথম এবং অন্য দলটি হইবে পরবর্তী। আমি আমার চমক দেখাইব। নিজের কুদরতে তোমাকে উন্নীত করিব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে ; কিন্তু পৃথিবীবাসী তাহাকে গ্রহণ করে নাই।

প্রবৃত্তির আবেগ হইতে পবিত্র হইবে। দৈহিক রোগ সম্পর্কে আমি বারবার দেখিয়াছি যে, মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের অধিকাংশ আমার দোয়া ও মনোযোগের দরুন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমার ছেলে মোবারক আহমদ দুই বৎসর বয়সে এইরূপ অসুস্থ হয় যে, নৈরাশ্যের অবস্থা দেখা দিল। আমি তখনো দোয়া করিতে ছিলাম, এমন সময় কেহ বলিল যে, ছেলে মারা গিয়াছে। অর্থাৎ, এখন থাম, দোয়ার সময় নহে। কিন্তু আমি দোয়া করা বন্ধ করিলাম না। যখন আমি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের এই অবস্থায় ছেলের দেহে হাত রাখিলাম তৎক্ষণাৎ আমি তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করিলাম। তখনও আমি তাহার দেহ হইতে হাত উঠাই নাই, এমন সময় আমি ছেলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে জীবনের স্পন্দন অনুভব করিলাম। কয়েক মিনিট পরে সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বসিল।

প্লেগের দিনগুলিতে যখন কাদিয়ানে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দিল তখন আমার ছেলে শরীফ আহমদ অসুস্থ হইল। তাহার তীব্র জ্বর দেখা দিল। ইহাতে ছেলে সম্পূর্ণ বেহুশ হইয়া গেল এবং বেহুশী অবস্থায় হাত ছুঁড়িতে লাগিল। আমার মনে হইল যদিও মানুষ মৃত্যুর অধীন, তথাপি প্লেগের এই প্রাদুর্ভাবের সময় যদি ছেলে মারা যায় তবে দুশমনরা এই জ্বরকে প্লেগ সাব্যস্ত করিবে এবং খোদাতা'লার ঐ পবিত্র ওহীকে মিথ্যা বলিবে, যাহাতে তিনি বলেন, انی احافظ کل من فی الدار অর্থাৎ, তোমার গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেককে আমি প্লেগ হইতে রক্ষা করিব। এই ভাবনায় আমার হৃদয়ে এইরূপ ব্যথার উদ্রেক হইল, যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। প্রায় রাত্রি বারটার সময় ছেলের অবস্থা খারাপ হইয়া গেল। তখন আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল যে, ইহা সাধারণ জ্বর নহে, ইহা অন্য একটি বিপদ। আমি বর্ণনা করিতে পারি না তখন আমার হৃদয়ের অবস্থা কী হইয়াছিল। খোদা না করুন যদি ছেলের মৃত্যু হয় তবে যালেম প্রকৃতির লোকদের হাতে সত্য গোপন করার জন্য অনেক সুযোগ আসিয়া যাইবে। এই অবস্থায় আমি ওযু করিলাম এবং নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। ঠিক দাঁড়ানোর সাথে সাথেই আমার ঐ অবস্থা হইল, যাহা দোয়ার কবুলিয়তের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। আমি ঐ খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে, সম্ভবতঃ আমি তিন রাকাত নামায পড়িয়াছিলাম। এই সময় আমার উপর কাশ্‌ফী অবস্থা (দিব্য-দর্শনের অবস্থা) জারী হইল এবং আমি কাশ্‌ফে দেখিলাম ছেলে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছে। তারপর ঐ কাশ্‌ফী অবস্থা তিরোহিত হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম ছেলে সজ্ঞানে চারপাই-এর উপর বসিয়া আছে এবং পানি চাহিতেছে। আমি চার রাকাত নামায শেষ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে পানি দিলাম এবং তাহার শরীরে হাত লাগাইয়া দেখিলাম জ্বরের নাম নিশানাও নাই এবং প্রলাপ বকা, অস্থিরতা ও বেহুশী অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল। ছেলে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেল। খোদার কুদরতের এই দৃশ্য আমাকে তাঁহার শক্তি ও দোয়া কবুল সম্পর্কে এক তাজা ঈমান দান করিল।

অতঃপর কিছুকাল পরে এইরূপ ঘটিল যে, মালীর কোট্‌লার রঈস সরদার মোহাম্মদ আলী খানের পুত্র কাদিয়ানে মারাত্মকভাবে পীড়িত হইয়া পড়িল এবং হতাশার অবস্থা দেখা দিল। তিনি আমাকে দোয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করিলেন। আমি আমার 'বায়তুদ দোয়া' (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে গৃহে দোয়া করিতেন তাহাকে 'বায়তুদ দোয়া', অর্থাৎ দোয়ার গৃহ বলা হয় – অনুবাদক) তে গিয়া তাহার জন্য দোয়া করিলাম। দোয়ার পর মনে হইল তকদীর অটল এবং এই সময় দোয়া করা নিরর্থক। তখন আমি বলিলাম, হে খোদা, যদি দোয়া কবুল না হয় তবে আমি সুপারিশ করিতেছি যে, আমার জন্য এই ছেলেকে সুস্থ করিয়া দাও। এই কথাটি আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরে আমি খুব অনুতপ্ত হইলাম যে, কেন আমি এইরূপ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার নিকট এই ওহী হইল, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ অর্থাৎ কাহার দুঃসাহস যে, খোদার অনুমতি ছাড়া

কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। তুমি আমার নিকট এইরূপ যেরূপ আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়তা। অতএব ঐ সময় আসিতেছে যখন তোমাকে সাহায্য করা হইবে এবং পৃথিবীতে

সুপারিশ করে ? আমি এই ওহী শুনিয়া চুপ হইয়া গেলাম। এক মিনিটও অতিক্রান্ত হয় নাই, এমন সময় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই ওহী হইল اِنَّكَ اَنْتَ الْمُجَازُ অর্থাৎ, তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হইল। অতঃপর আমি দোয়ার উপর পুনরায় জোর দিলাম এবং আমি অনুভব করিলাম যে, এখন এই দোয়া বৃথা যাইবে না। বস্তুতঃ ঐ দিনেই বরং ঐ সময়েই ছেলের অবস্থা আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। সে যেন কবর হইতে বাহির হইল।

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের মৃতকে জীবিত করার মো'জেযা ইহার চাইতে অধিক ছিল না। আমি খোদার শোকর করিতেছি যে, মৃতকে জীবিত করার এই ধরনের বহু ঘটনা আমার হাত দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। একদা আমার ছেলে বশীর আহমদ চোখের পীড়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং দীর্ঘ সময় তাঁহার চিকিৎসা চলিল। কিন্তু কোন কাজ হইল না। তাহার বিচলিত অবস্থা দেখিয়া আমি খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিলাম। তখন এই ইলহাম হইল بَرَّقَ طِفْلِىْ بَشِيْر অর্থাৎ আমার ছেলে বশীর চক্ষু মেলিল। তখন খোদাতা'লার ফযল ও দয়ায় ঐ দিনই তাহার চোখ ভাল হইয়া গেল। একবার আমি নিজেই পীড়িত হইয়া পড়িলাম। এমন কি অন্তিম অবস্থা মনে করিয়া আমাকে তিনবার সূরা ইয়াসীন শুনানো হইল। কিন্তু খোদাতা'লা আমার দোয়া কবুল করিয়া কোন ঔষধ ছাড়াই আমাকে আরোগ্য দান করিলেন। যখন আমি প্রাতঃকালে উঠিলাম তখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই খোদার এই ওহী হইল وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِشِفَاءٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ অর্থাৎ, যদি তুমি এই দয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কর, যাহা আমি আমার বান্দার উপর অবতীর্ণ করিয়াছি, তবে এই আরোগ্যের কোন দৃষ্টান্ত পেশ কর। অনুরূপভাবে বহু পরিস্থিতিতে খোদাতা'লা কেবল দোয়া ও মনোনিবেশের দ্বারা পীড়িতদিগকে ভাল করিয়া দিলেন যাহা গণনা করা মুস্কিল।

কয়েকদিন পূর্বে ১৯০৬ সালের ৮ই জুলাই তারিখের দিনের পূর্ববর্তী রাত্রিতে আমার ছেলে মোবারক আহমদ হামের দরুন ভীতি ও অস্থিরতার মধ্যে ছিল। এক রাত্রিতে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত সে ছটফট করিয়া কাটাইল এবং সে একটুও ঘুমাইল না। পরের রাত্রিতে ইহার চাইতে অধিক খারাপ লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইল। বেহুশ অবস্থায় সে নিজের শরীর আঁচড়াইতে লাগিল এবং প্রলাপ বকিতে লাগিল। তাহার শরীরে ভয়ঙ্কর চুলকানি ছিল। ঐ সময় আমার হৃদয় ব্যথিত হইল এবং ইলহাম হইল اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (অর্থ ঃ আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব–অনুবাদক)। অতঃপর তৎক্ষণাৎ দোয়ার সাথে আমি কাশ্‌ফী অবস্থায় দেখিলাম যে, তাহার বিছানায় ইদুরের আকৃতিতে অনেক জানোয়ার পড়িয়া আছে এবং সে ঐগুলিকে কাটিতেছে। এক ব্যক্তি উঠিল এবং সে ঐ জানোয়ারগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি চাদরে বাঁধিল এবং বলিল, এইগুলিকে বাহিরে ফেলিয়া আস। অতঃপর ঐ কাশ্‌ফী অবস্থা চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি জানি না প্রথমে কি ঐ কাশ্‌ফী অবস্থা দূর হইল, না কী ব্যাধি দূর হইয়া গেল। ছেলে ফজর পর্যন্ত আরামে শুইয়া রহিল। যেহেতু খোদাতা'লা নিজের তরফ হইতে এই বিশেষ মো'জেযা আমাকে দান করিয়াছেন, সেহেতু আমি নিশ্চিতভাবে বলিতেছি যে, রোগের আরোগ্য সম্পর্কিত এই মো'জেযার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি আমার মোকাবেলা করিতে পারে না। যদি কেহ মোকাবেলার ইচ্ছা করে তবে খোদা তাহাকে লজ্জিত করিবেন। কেননা, ইহা বিশেষভাবে আমার প্রতি খোদাতা'লার অনুগ্রহ, যাহা অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর জন্য দান করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, সকল রোগী ভাল হইয়া যাইবে। বরং ইহার অর্থ এই যে, অধিকাংশ রোগী আমার হাতে আরোগ্য লাভ করিবে।

যদি কেহ চালাকী করে এবং বেয়াদবীর সহিত এই মো'জেযায় আমার মোকাবেলা করে এবং এই মোকাবেলা এইভাবে করে যে, উদাহরণস্বরূপ ২০ জন রোগীকে আমার নিকট ন্যস্ত করে এবং ২০ জনকে তাহার নিকট ন্যস্ত করে, তবে খোদাতা'লার ফযলে আমার অংশে ন্যস্ত করা রোগীরা দ্বিতীয়পক্ষের নিকট ন্যস্ত করা রোগীদের তুলনায় সুস্পষ্টভাবে অধিকতর সংখ্যায় আরোগ্য লাভ করিবে। ইহা একটি

তোমাকে খ্যাতিমান করা হইবে। তুমি আমার নিকট আমার আরশতুল্য। তুমি আমার সন্তানতুল্য। * তুমি আমার এত নিকটতম যাহা জগদ্বাসী জানিতে পারে না।

আমি ইহকালে ও পরকালে তোমার অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। যাহার উপর তুমি ক্রোধান্বিত হও আমি তাহার উপর ক্রোধান্বিত হই ? তুমি যাহাকে ভালবাস আমিও তাহাকে ভালবাসি। যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সহিত শত্রুতা রাখে আমি লড়াই করার জন্য তাহাকে সতর্ক করিতেছি। আমি এই রসূলের সহিত দণ্ডায়মান হইব। আমি ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করিব, যে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে। আমি তোমাকে ঐ বস্তু দিব, যাহা চিরকাল থাকিবে। তুমি প্রাচুর্য লাভ করিবে। এই ইব্রাহীমের উপর সালাম। আমি তাহার সহিত খাঁটি বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছি এবং তাহাকে চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমি একাকী। অতএব তোমরা এই মকামে ইব্রাহীমকে ইবাদতের স্থান বানাও। অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তের উপর চল। আমি তাহাকে কাদিয়ানের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ঠিক প্রয়োজনের সময় অবতীর্ণ করিয়াছি। খোদা ও তাঁহার রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং খোদার ইচ্ছা পূর্ণ হইতই। ঐ খোদার প্রশংসা যিনি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম বানাইয়াছেন। তাঁহাকে স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। কিন্তু লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। খোদা তোমাকে সব কিছুর মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়াছেন। পৃথিবীতে কয়েকটি সিংহাসন অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তোমার সিংহাসন সবগুলির উপরে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তাহারা খোদার জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে সংকল্প করিবে। সাবধান হও পরিণামে খোদার জামা'তই বিজয়ী হইবে। কোন ভয় করিও না। তুমিই বিজয়ী হইবে। কোন ভয় করিও না। আমার রসূল আমার সান্নিধ্যে কাহাকেও ভয় করে না। দুশমন নিজের মুখের ফুৎকারে খোদার জ্যোতিকে নির্বাপিত করার সংকল্প করিবে। কাফেররা যতই অপসন্দ করুক না কেন, খোদা স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করিবেন। আমি আকাশ হইতে তোমার উপর কয়েকটি গোপন কথা অবতীর্ণ করিব এবং দুশমনদের পরিকল্পনাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব। ফেরাউন, হামান ও তাহাদের বাহিনীকে আমি ঐ হাতে গ্রেফতার করিয়া দেখাইব, যাহাকে তাহারা ভয় করে। অতএব তাহাদের কথায় কোন চিন্তা করিও না। তোমার খোদা তাহাদের অপেক্ষায় আছেন। কোন নবীকে প্রেরণ করা হয় নাই যাঁহার আগমনের পর খোদা ঐ সকল লোককে লাঞ্ছিত করেন নাই, যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। আমি তোমাকে নাজাত দিব। আমি তোমাকে বিজয়ী করিব। আমি তোমাকে এইরূপ সম্মান দিব, যাহাতে লোকেরা অবাক হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে আরাম দিব। তোমার নামকে নিশ্চিহ্ন করিব না। তোমার দ্বারা একটি বড় জাতি সৃষ্টি করিব। তোমার জন্য আমি বড় বড় নিদর্শন দেখাইব। আমি ঐ সকল অট্টালিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব, যেইগুলি নির্মাণ

উল্লেখযোগ্য মো'জেযা হইবে। আফসোস, এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে অধিক কিছু লেখার অবকাশ নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করা যাইত।

* খোদাতা'লা পুত্র হইতে পবিত্র। এই কথাটি রূপক হিসাবে বলা হইয়াছে। যেহেতু এই যুগে এই জাতীয় শব্দের দরুন নির্বোধ খৃষ্টানেরা হযরত ঈসাকে খোদা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, যেহেতু খোদার প্রজ্ঞা ইহাই চাহিল যে, ইহার চাইতেও অধিক জোরালো শব্দ এই বিনীত বান্দার জন্য ব্যবহার করা হউক যাহাতে খৃষ্টানদের চক্ষু খোলে এবং তাহারা বুঝে, যে সকল শব্দ মসীহকে খোদা বানায় উহাদের চাইতেও অধিক জোরালো শব্দাবলী এই উম্মতের মধ্যে একজনের জন্যও ব্যবহার করা হইয়াছে।

করা হইতেছে। তুমি সম্মানিত মসীহ, যাহার সময় বিনষ্ট করা হইবে না। তোমার ন্যায় মণি-মুক্তা বিনষ্ট হইতে পারে না। আকাশে তোমার বড় মর্যাদা আছে। ইহা ছাড়া ঐ সকল লোকের দৃষ্টিতে তোমার মর্যাদা আছে, যাহাদিগকে চক্ষু দেওয়া হইয়াছে। খোদা তোমার জন্য এক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করিবেন। ইহাতে অস্বীকারকারী ব্যক্তিরা সেজদাগাহে পড়িয়া যাইবে এবং নিজেদের ললাটের উপর অবনত হইয়া বলিবে, হে আমাদের খোদা ! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমরা ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। অতঃপর তাহারা তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, খোদার কসম, খোদা আমাদের সকলের মধ্য হইতে তোমাকে নির্বাচন করিয়াছেন এবং মুখ ফিরাইয়া রাখা আমাদের অপরাধ ছিল। তখন বলা হইবে, আজ তোমরা যাহারা ঈমান আনিয়াছ তাহাদিগকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। খোদা তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি দয়ালু ও অযাচিতভাবে দানকারী। খোদা তোমাকে দুশমনদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং ঐ ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালাইবেন, যে তোমার উপর আক্রমণ চালাইবে। কেননা, ঐ সকল লোক সীমা লংঘন করিয়াছে এবং অবাধ্যতার পথে পা রাখিয়াছে। খোদা কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? হে পাহাড়, হে পাখীকূল! আমার এই বান্দার সহিত বিমোহিত ও আবেগাপ্লুত হইয়া আমাকে স্মরণ কর। তোমাদের সকলের উপর ঐ খোদার সালাম, যিনি দয়ালু। হে অপরাধীরা ! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও, আমি ও 'রূহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মা) তোমার ও তোমার পরিবার পরিজনের সঙ্গে আছি। ভয় করিও না। আমার সান্নিধ্যে আমার রসূল ভয় করে না। খোদার প্রতিশ্রুতি আসিয়াছে এবং ইহা পৃথিবীতে একটি পরিবর্তন সাধিত করিল এবং ইহার ফলে নৈরাজ্যের অবসান হইল। অতএব সৌভাগ্যবান সে, যে পাইল এবং দেখিল। কেহ কেহ হেদায়াত লাভ করিল। কিন্তু কেহ কেহ প্রাপ্য শাস্তি পাইল। তাহারা বলিবে এই ব্যক্তি খোদা কর্তৃক প্রেরিত নহে। বল, আমার সত্যতা সম্পর্কে খোদা সাক্ষ্য দিতেছেন এবং ঐ সকল লোক সাক্ষ্য দিতেছে, যাহারা আল্লাহ্‌র কেতাবের জ্ঞান রাখেন। খোদা যথাসময়ে তোমাকে সাহায্য করিবেন। রহমান খোদার হুকুম আছে তাঁহার খলীফার জন্য, যাঁহার বাদশাহী আছে আকাশে। তাহাকে বড় দেশ প্রদান করা হইবে এবং তাহার জন্য ধনভাণ্ডার খুলিয়া দেওয়া হইবে। * ইহা খোদার ফযল। কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিতে ইহা অদ্ভুত মনে হইবে। বল, হে অমঙ্গলকারীরা ! আমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা আমার নিদর্শনাবলীর জন্য একটি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্র তাহাদিগকে স্বীয় নিদর্শন তাহাদের চতুর্দিকে এবং তাহাদের অস্তিত্বের মধ্যে দেখাইব। ঐ দিন হুজ্জত (অর্থ-যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া-অনুবাদক) প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রকাশ্য বিজয় অর্জিত হইয়া যাইবে। খোদা ঐ দিন তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। খোদা ঐ ব্যক্তিকে কৃতকার্য করেন না, যে সীমা লংঘন করিয়াছে এবং মিথ্যাবাদী। আমি তোমার (উপর ন্যস্ত) ঐ ভার উঠাইয়া লইব, যাহা

---

* টীকা ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন ভবিষ্যৎ যুগ সম্পর্কে। যেমন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতে কাশ্‌ফী অবস্থায় চাবি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই চাবির প্রকাশ ঘটে হযরত উমর ফারুকের মাধ্যমে। খোদা যখন নিজ হাতে একটি জাতি তৈয়ার করেন তখন লোকেরা তাহাদিগকে সর্বদা পায়ের নীচে পিষিতে থাকুক-ইহা তিনি পসন্দ করেন না। অবশেষে কোন কোন বাদশাহ তাঁহার জামা'তে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং এইভাবে তাহারা যালেমদের হাত হইতে নিস্তার লাভ করে, যেমন হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের জন্য হইয়াছে।

তোমার কোমর ভাঙ্গিয়াছে। আমি এই জাতির শিকড় কাটিয়া দিব, যাহারা একটি সত্য বিষয়ের উপর ঈমান আনে না। * তাহাদিগকে বল, তোমরা তোমাদের মত করিয়া নিজেদের আমলে (কর্ম সম্পাদনে) নিমগ্ন থাক এবং আমিও আমলে নিমগ্ন থাকিব। তাহা হইলে দেখিবে কাহার আমল গৃহীত হয়। খোদা তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, যাহারা তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা) অবলম্বন করে এবং পুণ্যকর্মে নিমগ্ন থাকে। তুমি কি আসন্ন ভূমিকম্পের সংবাদ পাও নাই ? স্মরণ কর, যখন প্রচণ্ডভাবে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হইবে, এবং পৃথিবী ইহার বোঝা বাহির করিয়া দিবে, এবং মানুষ বলিবে, ইহার হইল কী ? যেদিন পৃথিবী তাহার যাবতীয় সংবাদ বলিয়া দিবে। কেননা, তোমার প্রতিপালক ইহার জন্য স্বীয় রসূলের উপর ওহী অবতীর্ণ করিবেন। লোকেরা কি মনে করে যে, এই ভূমিকম্প আসিবে না ? নিশ্চয় আসিবে এবং এইরূপ সময়ে আসিবে যখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পার্থিব কাজে মগ্ন থাকিবে। এমন সময় ভূমিকম্প তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে। তাঁহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, এইরূপ ভূমিকম্প আসা কি সত্য ? বল, খোদার কসম এই ভূমিকম্প আসা সত্য। খোদা হইতে যাহারা মুখ ফিরাইয়া রাখিয়াছে তাহারা কোন স্থানেই ইহা হইতে বাঁচিতে পারিবে না, অর্থাৎ কোন স্থানই তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে না। বরং যদি তাহারা ঘরের দরজায়ও দাঁড়াইয়া থাকে, তবুও তাহারা ইহা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার সুযোগ পাইবে না। তাহাদের কর্মের দরুন একটি চক্রের পুনরাবৃত্তি হইবে এবং অমোঘ বিধান অবতীর্ণ হইবে। আহলে কিতাব ও মোশরেকদের মধ্যে যাহারা সত্যের অস্বীকারকারী হইয়াছে তাহারা এই মহান নিদর্শন সত্ত্বেও বিরত হইবে না। যদি খোদা এইরূপ না করিতেন তবে পৃথিবীতে অন্ধকার নামিয়া আসিত।

আমি তোমাকে কেয়ামত সদৃশ্ ভূমিকম্প দেখাইব। খোদা তোমাকে কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প দেখাইবেন। ঐ দিন বলা হইবে, আজ কাহার রাজত্ব ? ঐ খোদার রাজত্ব নয় কি, যিনি সকলের উপর পরাক্রমশালী ? আমি পাঁচবার তোমাকে এই ভূমিকম্পের নিদর্শনের চমক দেখাইব।** যদি আমি চাই তবে ঐ দিন পৃথিবী শেষ হইয়া যাইবে। তোমার গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি হেফাযত করিব। আমি তোমাকে ঐ অলৌকিক ঘটনা দেখাইব, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। বন্ধুদিগকে বলিয়া দাও অদ্ভুত হইতে

---

* টীকা ঃ ইহা একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সময় আসিবে যখন সত্য উদঘাটিত হইয়া যাইবে এবং সকল বিতর্কের সুরাহা হইয়া যাইবে। এই ফয়সালা স্বর্গীয় নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে হইবে। পৃথিবী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আকাশ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবে।

** টীকা ঃ খোদার এই ওহী হইতে মনে হয় যে, পাঁচটি ভূমিকম্প আসিবে। প্রথম চারটি ভূমিকম্প কিছুটা ছোট ও সামান্য হইবে। জগদ্বাসী এই ভূমিকম্পগুলিকে সাধারণ মনে করিবে। অতঃপর পঞ্চম ভূমিকম্প কেয়ামতের নমুনা হইবে। ইহা লোকদিগকে এতখানি উদ্‌ভ্রান্ত ও পাগল করিয়া দিবে যে, ঐ দিনের পূর্বেই তাহারা মরিয়া যাইতে আকাঙ্খা করিবে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, খোদার এই ওহীর পর আজ পর্যন্ত অর্থাৎ ২২শে জুলাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই দেশে তিনটি ভূমিকম্প আসিয়াছে (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, ২০শে মে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এবং ২১শে জুলাই, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে)। কিন্তু সম্ভবতঃ খোদার নিকট এইগুলি ভূমিকম্পের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, এইগুলি খুবই সামান্য ছিল। সম্ভবতঃ প্রথমে চারটি ভূমিকম্প এইরূপ হইবে, যেইরূপ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯০৫ সালের ভূমিকম্প ছিল। পঞ্চম ভূমিকম্প কেয়ামতের নমুনা হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অদ্ভুততর কাজ দেখানোর সময় আসিয়াছে। আমি তোমাকে একটি মহান বিজয় দান করিব। ইহা হইবে সুস্পষ্ট বিজয়, যাহাতে তোমার খোদা তোমার পূর্বের ও পরের সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। * আমি তওবা গ্রহণকারী। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে সে যেন আমার নিকট আসিবে। তোমার উপর সালাম। তুমি পবিত্র। আমি তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার উপর আশিস প্রেরণ করি।

আকাশ হইতে যমীন পর্যন্ত তোমার উপর আশিস। আমি তোমার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি এবং তোমার জন্য স্বীয় নিদর্শন প্রদর্শন করিব। দেশে ব্যাধি বিস্তার লাভ করিবে এবং অনেক প্রাণ বিনষ্ট হইবে। খোদা এইরূপ নহেন যে, কোন তকদীর যখন একটি জাতির উপর অবতীর্ণ হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ জাতি নিজেদের হৃদয়ের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঐ তকদীর পরিবর্তন করেন না। কিছু বিপদের পর তিনি এই কাদিয়ানকে স্বীয় আশ্রয়ে নিবেন। ** যদি তোমার সম্মানের প্রতি আমার খেয়াল না থাকিত তবে এই পুরা গ্রামকে আমি ধ্বংস করিয়া দিতাম। এই গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেককে আমি রক্ষা করিব। তাহাদের মধ্যে কেহ প্লেগ বা ভূমিকম্পে মরিবে না। খোদা এইরূপ নহেন যে, যে গৃহে তুমি আছ সে গৃহের লোকদিগকে শাস্তি দিবেন। আমার ভালবাসার গৃহ শান্তির গৃহ। একটি ভূমিকম্প আসিবে এবং অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আসিবে। ইহা যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। *** ঐ দিন আকাশ হইতে একটি সুস্পষ্ট ধূঁয়া অবতীর্ণ হইবে। ঐ দিন যমীন ধূসর হইয়া যাইবে, অর্থাৎ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের চিহ্নাবলী প্রকাশিত হইবে। বিরুদ্ধবাদীরা তোমাকে লাঞ্ছিত করার পর আমি তোমাকে ইজ্জত দিব এবং তোমাকে

---

* টীকা ঃ যালেম লোকদের রীতি এই যে, তাহারা খোদার রসূল ও নবীগণের হাজারও সমালোচনা করে এবং তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দোষত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়, যেন তাঁহারাই পৃথিবীর সকল দোষ-ত্রুটি, মন্দ, অপরাধ, পাপ এবং অসাধুতার সমষ্টি। কোন্ পর্যন্ত এই সকল কুপ্ররোচনার উত্তর দেওয়া সম্ভব, যাহা প্রবৃত্তির দুষ্টামির সহিত সম্পৃক্ত ? এই জন্য ইহা আল্লাহ্র বিধান যে, তিনি সকল বিবাদ নিজের হাতে নিয়া নেন, এবং এইরূপ কোন আযীমুশ্বান নিদর্শন প্রকাশ করেন, যাহাতে এই নবী রেহাই পান। অতএব ليغفرلك الله - অর্থ ঃ (যেন আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করেন –অনুবাদক– সূরা আল্ ফাত্হ –আয়াত ৩) অর্থ ইহাই।

** টীকা ঃ اوى শব্দটি আরবী ভাষায় এই মূলে ব্যবহার করা হয় যখন কিছু কষ্টের পর কোন ব্যক্তিকে নিজের আশ্রয়ে নেওয়া হয়। যেমন খোদাতা'লা বলেন ; الم يجدك يتيما فاوى. (সূরা আয্ যোহা–আয়াত ৭–অর্থ ঃ – তিনি কি তোমাকে এতীম পান নাই এবং আশ্রয় দেন নাই ? – অনুবাদক)। যেমন আরো বলেন, اوينهما الى ربوة ذات قرار و معين (সূরা আল্ মো'মেনূন) আয়াত ৫১) অর্থ–এবং আমরা তাহাদের উভয়কে উপত্যকার এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়াছিলাম যাহা বসবাসের যোগ্য এবং ঝরণা বিশিষ্ট ছিল–অনুবাদক)।

*** টিকা ঃ অর্থাৎ এই ভূমিকম্পের জন্য, যাহা কেয়ামতের নমুনা হইবে, এই সকল লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইবে যে, ইহার কিছুদিন পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং যমীন শুষ্ক হইয়া পড়িবে। জানি না ইহার অব্যবহিত পরে না কি কিছুকাল পরে ভূমিকম্প আসিবে।

সম্মানিত করিব। (১) তাহারা চাহিবে যে, তোমার কর্ম অসম্পূর্ণ থাকুক। কিন্তু খোদা তোমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সকল কর্ম সম্পূর্ণ না হইবে। আমি অযাচিতভাবে দাতা। আমি সকল ব্যাপারে তোমাকে সুবিধা দিব। সব দিক হইতে আমি তোমাকে বরকত দেখাইব। আমার রহমত তোমার উপর তিন অংশে অবতীর্ণ হয়। একটি হইল চক্ষু। আরো দুইটি অংশ আছে। অর্থাৎ তাহাকে শান্তিতে রাখিব এবং যৌবনের লাবণ্য তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তুমি তোমার দূরের এক বংশধরকে দেখিয়া লইবে।(২) আমি তোমাকে একটি ছেলের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার সহিত সত্য প্রকাশিত হইবে, যেন আকাশ হইতে খোদা অবতীর্ণ হইবেন। আমি তোমাকে একটি ছেলের সুসংবাদ দিতেছি, যে তোমার পৌত্র হইবে। খোদা তোমাকে প্রত্যেক ত্রুটি হইতে পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমার সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। তিনি তোমাকে ঐ সকল তত্ত্ব কথা শিখাইয়াছেন, যাহা তুমি জানিতে না। তিনি দয়ালু। তিনি তোমার সম্মুখে চলিয়াছেন। তিনি তোমার দুশমনদের দুশমন হইয়াছেন। তাহারা বলিবে, ইহাতো একটি বানানো ব্যাপার। হে আপত্তিকারীরা ! তোমরা কি জান না যে, খোদা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান ? তিনি স্বীয় বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে তাহার মধ্যে নিজের রূহ্ ফুঁকিয়া দেন, অর্থাৎ তাহাকে নবুওয়তের আসন দান করেন এবং এই সকল বরকত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে। অতএব তিনি বড় বরকতওয়ালা যিনি এই বান্দাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সে বড় বরকতওয়ালা, যে শিক্ষা পাইয়াছে। খোদা সময়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার অনুভব করা এবং নবুওয়তের মোহর, যাহার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির আশিস রহিয়াছে, তাহা বড় কাজ করিয়াছে। (৩) অর্থাৎ তোমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দুইটি কারণ আছে। আমি তোমার সাথে আছি। আমি তোমার বংশধরদের সাথে আছি। আমি তাহাদের সাথে আছি, যাহারা তোমাকে ভালবাসে, তোমার জন্য আমার নাম চমক দেখাইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগৎ তোমার উপর খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। খোদা তোমার আয়ু প্রশস্ত করিবেন। আশি বৎসর বা চার পাঁচ বৎসর বেশী, বা চার পাঁচ বৎসর কম। আমি তোমাকে অনেক বরকত দিব। এমন কি বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হইতে বরকত অন্বেষণ করিবে। তোমার জন্য আমার নাম চমকিয়াছে। আরো পঞ্চাশ বা ষাটটি নিদর্শন দেখাইব। খোদার গৃহীত বান্দাগণের মধ্যে গ্রহণ যোগ্যতার নমুনা ও লক্ষণাবলী থাকে। তাহাদের সম্মান বাদশাহ্ ও শক্তিমানেরা করিয়া থাকে। তাহাদিগকে শান্তির

---

(১) টীকা ঃ অর্থাৎ ঐ বড় নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইহা জরুরী যে, তাহাকে লাঞ্ছিত করা হইবে এবং বিভিন্ন প্রকারের মন্দ কথা বলা হইবে ও অভিযোগ আনা হইবে। ইহার পর আকাশ হইতে ভীতিপ্রদ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। ইহাই আল্লাহ্র বিধান যে, প্রথম পরিণাম হয় অস্বীকারকারীদের এবং দ্বিতীয় পরিণাম হয় খোদার।

(২) টীকা ঃ খোদার এই ওহী অর্থাৎ تری نسلاً بعیداً قریبا (অর্থ ঃ তুমি তোমার দূরের এক বংশধরকে দেখিয়া লইবে–অনুবাদক) ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার।

(৩) টীকা ঃ খোদার এই ওহী "খোদার অনুভূতি এবং খোদার মোহর (খোদা কর্তৃক প্রয়োজন অনুভব করা এবং আঁ হযরতের নবুওয়তের মোহরের আশিস) কত বড় কাজ করিয়াছে"–ইহার অর্থ এই যে, খোদা এই যুগে অনুভব করেন ইহা এইরূপ বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যপূর্ণ যুগ আসিয়াছে যখন একজন মহান সংস্কারকের প্রয়োজন। খোদার মোহর এই কাজ করিয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া

সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তী ব্যক্তি এই স্তরে পৌছিয়াছে যে একদিক হইতে সে উম্মতি এবং অন্য দিক হইতে সে নবী। কেননা, মহা প্রতাপশালী আল্লাহ্ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খাতামের অধিকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাকে পরিপূর্ণ আশিসের জন্য মোহর দেওয়া হয় যাহা আর কোন নবীকে কখনো দেওয়া হয় নাই। এই কারণেই তাঁহার নাম খাতামুন্নাবীঈন সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা নবুওয়ত দান করে এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ নবী সৃষ্টিকারী হয়। এই পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোন নবী পান নাই। ইহাই علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل হাদীসটির অর্থ। অর্থাৎ আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের তুল্য হইবেন। যদিও বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনেক নবী আসিয়াছেন কিন্তু তাহাদের নবুওয়ত মূসার অনুবর্তিতার ফল ছিল না। বরং ঐ সকল নবুওয়ত ছিল সরাসরি খোদার দান। ইহাতে হযরত মূসার অনুবর্তিতার এক বিন্দুও অংশ ছিল না। এই কারণেই আমার ন্যায় তাঁহার এই নাম হয় নাই যে, একদিক হইতে নবী এবং অন্য দিক হইতে উম্মতি। বরং ঐ সকল নবীকে স্বাধীন নবী বলা হয় এবং তাঁহারা সরাসরি নবুওয়তের আসন লাভ করিয়াছেন। তাহাদিগকে বাদ দিয়া অন্যান্য বনী ইসরাঈলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, তাহারা হেদায়াত, সংশোধন ও তাক্ওয়ার খুবই সামান্য অংশ লাভ করিয়াছিল। হযরত মূসা ও ঈসার উম্মতেরা আল্লাহ্র ওলীগণের অস্তিত্ব হইতে সাধারণভাবে বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছিল। যদি তাহাদের মধ্যে কদাচ কেহ হইয়াও থাকে তবে সে ব্যতিক্রম মাত্র। বরং তাহাদের অধিকাংশ উগ্র, অবাধ্য, পাপী ও দুনিয়াসক্ত। এই কারণে তাহাদের সম্পর্কে তওরাত ও ইঞ্জিলে হযরত মূসার বা ঈসার প্রভাব শক্তির কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। তওরাতে যত্রতত্র হযরত মূসার সাহাবাদের নামে এক উগ্র পাষণ্ড বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী পাপীরূপে লিপিবদ্ধ আছে। তাহাদের অবাধ্যতা সম্পর্কে কুরআন শরীফেও বর্ণিত আছে যে, একটি যুদ্ধ উপলক্ষ্যে তাহারা হযরত মূসাকে এই উত্তর দিয়াছিল فاذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون (সূরা আল্ মায়েদা–আয়াত ২৫) অর্থাৎ তুমি ও তোমার প্রভু উভয়ে যাইয়া দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আমরা এই স্থানেই বসিয়া থাকিব। তাহাদের আজ্ঞানুবর্তিতার অবস্থা ছিল এইরূপ। কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের হৃদয়ে খোদা-প্রেমের ঐ আবেগ সৃষ্টি হইল এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র দৃষ্টি তাহাদের হৃদয়ে ঐ প্রভাব সৃষ্টি করিল যে, তাহারা খোদার রাস্তায় ভেড়া ও ছাগলের ন্যায় প্রাণ দিলেন। পূর্বের উম্মতেরাও সত্যবাদিতা ও পবিত্রতা প্রদর্শন করিয়াছে–এইরূপ চিহ্ন কি কেহ আমাদিগকে দেখাইতে পারেন ? ইহাতো ছিল হযরত মূসার সাহাবাদের অবস্থা। এখন হযরত মসীহের সাহাবাদের অবস্থা শুন। তাহাদের একজনের নাম ছিল ইহুদা ইসক্রিয়োতি। সে ত্রিশ টাকা লইয়া হযরত মসীহকে গ্রেফতার করাইয়া দিল। যে পাতরেছ হাওয়ারীকে বেহেশ্তের চাবি দেওয়া হইয়াছিল সে হযরত মসীহের সম্মুখেই তাঁহাকে অভিশাপ দিল। অন্যান্য হাওয়ারীরা বিপদ দেখিয়া পলায়ন করিল। একজনও দৃঢ়চিত্ততা দেখায় নাই এবং অবিচল থাকে নাই। তাহারা সকলেই কাপুরষ হইয়া পড়িল। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তলোয়ারের নীচে থাকিয়া এইরূপ দৃঢ়চিত্ততা দেখান এবং মৃত্যুর জন্য এইরূপে রাজী হইলেন যে, তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে কান্না আসে। সুতরাং উহা কি বস্তু ছিল, যাহা এইরূপ প্রেমিক-রূহ্ তাহাদের মধ্যে ফুঁকিয়া দিল ? উহা কোন্ হাত ছিল, যাহা তাহাদের মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন ঘটাইল ? হয়ত জাহেলিয়্যতের যুগে তাহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তাহারা পৃথিবীর কীট ছিল এবং পাপ ও যুলুমের এমন কোন ধরন ছিল না যাহা তাহাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। অথবা এই নবীর অনুবর্তিতার পর তাহারা খোদার দিকে এইরূপে আকর্ষিত হইল, যেন খোদা তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিলেন।

শাহজাদা বলা হইয়া থাকে। ফেরেশ্তাদের উত্তোলিত তলোয়ার তোমার সম্মুখে আছে। (১) কিন্তু তুমি সময়কে চিন নাই, দেখ নাই। ব্রাহ্মণ অবতারের সহিত মোকাবেলা করা ঠিক নহে। হে খোদা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখাও। তুমি প্রত্যেক সংস্কারক ও সত্যবাদীকে জান। হে আমার খোদা, প্রত্যেক বস্তু তোমার দাস। হে আমার খোদা, দুষ্টদের দুষ্টামি হইতে আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার উপর দয়া কর। হে দুশমন, তুমি ধ্বংস করার বাসনা রাখ। খোদা তোমাকে ধ্বংস করিবেন এবং তোমার অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। অর্থাৎ যে ভূমিকম্পের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহা শীঘ্রই আসিবে। ঐ সময় খোদার বান্দারা কেয়ামতের নমুনা দেখিয়া নামায পড়িবে। খোদা তোমাকে বিজয়ী করিবেন এবং তোমার প্রশংসা লোকদের মধ্যে প্রকাশ করিবেন। যদি আমি তোমাকে সৃষ্টি না করিতাম তবে আকাশসমূহ সৃষ্টি করিতাম না। (২) আমার নিকট চাও। আমি তোমাকে দিব। তোমার হাত আছে। তোমার দোয়া আছে এবং খোদার তরফ হইতে দয়া আছে।

ভূমিকম্পের ধাক্কা, যাহা অট্টালিকার একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে, তাহা স্থায়ী শান্তির স্থানকে এবং অস্থায়ী শান্তির স্থানকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। ইহার পর আরো একটি ভূমিকম্প আসিবে। পুনরায় যখন বসন্ত আসিবে, তখন আবারো একটি ভূমিকম্প আসিবে। অতঃপর বসন্ত যখন তৃতীয়বার আসিবে তখন প্রশান্তির দিন আসিয়া যাইবে। এই সময় পর্যন্ত খোদা কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশ করিবেন। হে খোদা! ভয়ংকর ভূমিকম্পের আগমনকে কিছুটা বিলম্বিত করিয়া দাও। খোদা কিয়ামত সদৃশ ভূমিকম্পের আগমনকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কিছুটা বিলম্বিত করিয়া দিবেন। (৩) তখন তুমি একটি আশ্চর্যজনক সাহায্য দেখিবে। তখন তোমার বিরুদ্ধবাদীরা এই কথা বলিতে বলিতে নিজেদের কপালের উপর উপুড় হইয়া পড়িবে–"হে খোদা, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের গুণাহ্ মাফ কর, আমরা অন্যায়ের মধ্যে ছিলাম।" যমীন বলিবে, হে খোদার নবী!

---

১. টীকা ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এইরূপ এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে মুরীদ হইয়া ফের ধর্মত্যাগী হইয়া গেল। সে অনেক আত্মম্ভরিতা দেখাইল, গালাগালি করিল এবং বড় বড় কথা বলায় অগ্রসর হইয়া চলিল। অতএব খোদা বলেন, কেন অগ্রসর হইতেছ? তুমি কি ফেরেশ্তাদের তলোয়ার দেখ না?

২. টীকা ঃ প্রত্যেক মহান সংস্কারকের যুগে আধ্যাত্মিকভাবে নূতন আকাশ ও নূতন যমীন সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ফেরেশ্তাদিগকে তাঁহার উদ্দেশ্য অর্জনের খেদমতে নিয়োগ করা হইয়া থাকে এবং পৃথিবীতে চৌকষ ব্যক্তিদিগকে সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা ঐ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে।

৩. আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, ইহা একটি পবিত্র নবীর ঐ মনোযোগ ছিল যাহা ঐসকল লোককে পার্থিব জীবন হইতে এক পবিত্র জীবনের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিল এবং দলে দলে লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করিল। ইহা তলোয়ারের জোরে হয় নাই। বরং ইহা এই তের বৎসরের আহ্জারী দোয়া ও কান্নাকাটির ফল ছিল। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মক্কাতে ইহাই করিতেন এবং মক্কার যমীন বলিয়া উঠিল আমি এই মোবারক পায়ের নীচে আছি। তওহীদের আওয়াজ যাহার হৃদয় হইতে এতখানি উঠিল যে, আকাশ তাঁহার আহ্জারীতে পূর্ণ হইয়া গেল। খোদা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কোন হেদায়াত বা জাহেলিয়্যতের পরওয়া করেন না। অতএব হেদায়াতের এই ব্যতিক্রমধর্মী জোতিঃ আরব উপদ্বীপে বিকশিত হইল। অতঃপর ইহা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ইহা ছিল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হৃদয়ের দহনের ফল। প্রত্যেক জাতি তওহীদ পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তওহীদের ঝরণা ইসলামে জারী রহিল। এই সকল বরকত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দোয়ার ফল ছিল। যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেন, لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين (সূরা আশ্ শূয়ারা–আয়াত ৪) অর্থাৎ, এই সকল ব্যক্তি ঈমান আনিতেছে না বলিয়া কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া দিবে? পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের মধ্যে এই পর্যায়ের সংশোধন ও তাক্ওয়া সৃষ্টি হয় নাই।

ইহার কারণ এই ছিল যে, উম্মতদের জন্য এই পর্যায়ের মনোনিবেশ ও অন্তরের দহন ঐ সকল নবীর মধ্যে ছিল না। আফসোস, বর্তমান যুগের মুসলমানেরা তাহাদের এই সম্মানিত নবীর কোন কদর করে নাই এবং সব ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছে। তাহারা খতমে নবুওয়তের এইরূপ অর্থ করে যাহার দরুন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রশংসার পরিবর্তে দুর্নাম হয় যেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র আত্মায় আশিসের ও আত্মার পরিপূর্ণতার জন্য কোন শক্তি ছিল না এবং তিনি কেবল শুষ্ক শরীয়ত শিখাইতে আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তা'লা এই উম্মতকে

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

(অর্থঃ আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ –অনুবাদক) দোয়া শিখাইতেছেন। অতএব যদি এই উম্মত পূর্বের নবীগণের উত্তরাধিকারী না হন এবং এই পুরস্কারে তাহাদের কোন অংশ না থাকে, তবে এই দোয়া কেন শিখানো হইয়াছে ? আফসোস, হিংসা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন কেহ এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করে না। তাহারা বড় ইচ্ছা পোষণ করে হযরত ঈসা আকাশ হইতে অবতরণ করুক। কিন্তু খোদার কালাম কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি মারা গিয়াছেন এবং তাঁহার কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে আছে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

واوينا هما الى ربوة ذات قرار و معين

(সূরা আল্ মোমেনূন–আয়াত ৫১) অর্থাৎ আমি ঈসা ও তাঁহার মাকে ইহুদীদের হাত হইতে বাঁচাইয়া এইরূপ একটি পাহাড়ে পৌছাইয়া দিলাম, যাহা আরাম ও শান্তির জায়গা ছিল এবং সেখানে স্বচ্ছ পানির ঝরণা ছিল। অতএব উহাই কাশ্মীর। এই কারণেই সিরিয়ার কোথাও হযরত মরিয়মের কবর সম্পর্কে কেহ কিছু জানে না। তাহারা বলে, তিনিও হযরত ঈসার ন্যায় হারাইয়া গিয়াছেন। ইহা কতখানি যুলুম যে, নির্বোধ মুসলমানদের বিশ্বাস আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মত খোদার সহিত বাক্যালাপ ও খোদার সম্বোধন হইতে বঞ্চিত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই হাদীস পড়ে, যাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতে বনী ইসরাঈলী নবীগণের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির সৃষ্টি হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একজন এইরূপ হইবেন যিনি একদিক হইতে নবী হইবেন এবং অন্য দিক হইতে উম্মতী হইবেন। তাঁহাকেই প্রতিশ্রুত মসীহ বলা হইবে।

(১) টীকা ঃ – প্রথমে খোদার এই ওহী হইয়াছিল যে, কেয়ামতসদৃশ ভূমিকম্প অতি শীঘ্র আগমন করিবে। ইহার জন্য এই নিদর্শন দেওয়া হইয়াছিল যে, পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ লুধিয়ানভীর স্ত্রী মোহাম্মদী বেগমের ছেলের জন্ম হইবে এবং ঐ ছেলে এই ভূমিকম্পের জন্য একটি নিদর্শন হইবে। এই জন্য তাহার নাম বশীরউদ্দৌলাহ্ হইবে। কেননা, সে আমাদের সেলসেলার উন্নতির জন্য সুসংবাদ দিবে। অনুরূপভাবে আলম কাবাব (অর্থ ঃ – প্রতাপশালীর নিদর্শন–অনুবাদক) হইবে। কেননা, যদি লোকেরা তওবা না করে তবে পৃথিবীতে বড় বড় বিপদ আসিবে। এভাবেই তাহার কলেমাতুল্লাহ্ ও কলেমাতুল আযীয (অর্থঃ – প্রতাপশালীর নিদর্শন–অনুবাদক) হইবে। কেননা, সে খোদার নিদর্শন হইবে যাহা যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে। তাহার আরো নাম হইবে। কিন্তু ইহার পরে আমি এই কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প কিছুটা বিলম্বে আসার জন্য দোয়া করিলাম। এই দোয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা এই ওহীতে নিজেই বলেন এবং উত্তরও দেন। যেমন তিনি বলেন, رب اخر وقت هذا اخره الله الى وقت مسمى অর্থাৎ খোদা দোয়া কবুল করিয়া এই ভূমিকম্পকে অন্য একটি সময়ে নির্ধারিত করিয়াছেন। খোদার এই ওহী চার মাস ধরিয়া বদর ও আল্ হাকাম পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল, যেহেতু ইহা জরুরী ছিল ছেলের জন্ম হইতেও বিলম্ব হইবে। অতএব পীর মঞ্জুর মোহাম্মদের গৃহে ১৭ই জুলাই, ১৯০৬ সালে রোজ সোমবার মেয়ে জন্ম হইল। ইহা দোয়া কবুল হওয়ার একটি নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত ইহা খোদার ওহীর সত্যতারও একটি নির্দশন, যাহা মেয়ে জন্ম হওয়ার প্রায় চার মাস পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বড় ভূমিকম্প নিশ্চয় আসিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রতিশ্রুত ছেলের জন্ম না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প নিশ্চয় আসিবে না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইহা খোদাতা'লার বড় দয়ার নির্দশন যে, তিনি মেয়ে সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতের বিপদ অর্থাৎ কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, ইহাতে اخره الله الى وقت مسمى ওয়াদা অনুযায়ী এখনও বিলম্ব আছে। যদি তখনই ছেলের জন্ম হইত তবে প্রত্যেক ভূমিকম্প ও প্রত্যেক বিপদের সময় ভয়ানক চিন্তা ও সংশয় হইত যে, সম্ভবতঃ ঐ সময় আসিয়া গিয়াছে এবং বিলম্বের উপর কোন ভরসা থাকিত না। এখনতো বিলম্ব একটি শর্তের সহিত শর্তযুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমি তোমাকে সনাক্ত করি নাই। হে অন্যায়কারীরা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। খোদা তোমাদের গুনাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি দয়ালু ও অযাচিতভাবে দাতা। লোকদের সহিত ভদ্রতা ও সহানুভূতির সহিত আচরণ কর। তুমি আমার নিকট মূসার স্থলাভিসিক্ত। তোমার উপর মূসার যুগের ন্যায় একটি যুগ আসিবে। আমি তোমাদের প্রতি একজন রসূল প্রেরণ করিয়াছি যিনি ঐ রসূলের ন্যায়, যাঁহাকে ফেরাউনের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। আকাশ হইতে অনেক দুধ অবতীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যতার দুধ। আমি তোমাকে আলোকিত করিয়াছি ও নির্বাচন করিয়াছি। তোমার সুখী জীবনের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সব বস্তুর চাইতে খোদা উত্তম। আমার সান্নিধ্যে একটি পুণ্য আছে। উহা একটি পাহাড়ের চাইতেও অধিক বেশী। তোমার প্রতি আমার অনেক সালাম। আমি তোমাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছি। খোদা তাহাদের সহিত আছেন, যাহারা সরল পথ অবলম্বন করে এবং যাহারা সত্যবাদী। খোদা তাহাদের সঙ্গে আছেন, যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা পুণ্যবান। খোদা ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাকে ঐ মর্যাদা দিবেন, যাহাতে তোমার প্রশংসা করা হইবে। দুইটি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। হে অপরাধীরা ! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। খোদার নিদর্শনের জ্যোতিঃ তাহাদের চক্ষুকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। ইহা ঐ বিষয়, যাহার জন্য তাহারা ত্বরা করিতেছিল। হে আহমদ ! তোমার ঠোঁটে রহমত জারী আছে। তোমার কথাকে খোদার তরফ হইতে বাগ্মিতাপূর্ণ করা হইয়াছে। তোমার কথায় এমন কিছু আছে যাহাতে কবিদের অংশ নাই। হে আমার খোদা ! আমাকে ঐ সকল বিষয় শিখাও, যাহা তোমার নিকট উত্তম! খোদা তোমাকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবেন এবং আক্রমণকারীর উপর আক্রমণ করিবেন। তাহাদের নিকট যত অস্ত্রসস্ত্র ছিল, উহাদের সবগুলিই তাহারা ব্যবহার করিয়াছে। আমি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে শেষ সময়ে খবর দিয়া দিব যে, তুমি সত্যের উপর নও। খোদা দয়ালু ও দাতা। আমরা তোমার জন্য লোহাকে নরম করিয়া দিয়াছি। আমি সেনাবাহিনীর সাথে অকস্মাৎ আগমন করিব। আমি রসূলের সাথে থাকিয়া উত্তর দিব। আমি আমার ইচ্ছা কখনো পরিত্যাগ করিব এবং কখনো তাহা পূর্ণ করিব। (২) তাহারা বলিবে, তুমি এই মর্যাদা কোথা হইতে লাভ করিয়াছ ? বল, খোদা আশ্চর্যজনক শক্তির অধিকারী। আমার নিকট 'আয়েল' আসিয়াছে। (৩) তিনি আমাকে নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি নিজের আঙ্গুল ঘুরাইলেন এবং এই ইঙ্গিত দিলেন যে, খোদার ওয়াদা আসিয়াছে। অতএব মোবারক সেই ব্যক্তি, যে তাহাকে পাইবে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির বিস্তার ঘটানো হইবে এবং অনেক বিপদ দ্বারা প্রাণের ক্ষতি সাধন করা হইবে। আমি স্বীয়

---

(২) টীকা ঃ খোদার এই ওহীর শাব্দিক অর্থ এই যে, আমি ভুলও করিব এবং পূর্ণ কর্মও করিব। অর্থাৎ আমি যাহা চাহিব তাহা কখনো করিব এবং কখনো করিব না। আমার ইচ্ছা কখনো পূর্ণ হইবে এবং কখনো পূর্ণ হইবে না। এইরূপ শব্দাবলী খোদার বাক্যে আসিয়া থাকে। যেমন হাদীসে লেখা আছে যে, আমি মোমেনের প্রাণ হরণ করার সময় দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়িয়া যাই। পক্ষান্তরে খোদা দ্বিধা দ্বন্দ্ব হইতে পবিত্র। অনুরূপভাবে খোদার এই ওহী আছে যে, কখনো আমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে এবং কখনো পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, কখনো আমি স্বীয় তকদীর ও ইচ্ছাকে বাতিল করিয়া দিই এবং স্বীয় ইচ্ছাকে পূর্ণ করি।

(৩) টীকা ঃ এ স্থলে খোদাতা'লা জীব্রাইলের নাম 'আয়েল' রাখিয়াছেন। কেননা, তিনি বার বার রুজু করেন।

রসূলের সাথে দন্ডায়মান হইব। আমি ইফতার করিব এবং রোযাও রাখিব। (৪) একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি এই যমীন হইতে পৃথক হইব না। তোমার জন্য আমার জ্যোতিঃ দান করিব এবং তোমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইব। তোমাকে আমি ঐ বস্তু দিব, যাহা সর্বদা তোমার সাথে থাকিবে। নিশ্চয় আমি যমীনের উত্তরাধিকারী হইব এবং চতুর্দিক হইতে উহাকে খাইয়া চলিবে (অর্থাৎ সংকীর্ণ করিয়া আসিতে থাকিবে)। অনেক ব্যক্তি কবরের দিকে স্থানান্তরিত হইবে। ঐ দিন খোদার তরফ হইতে সুস্পষ্ট বিজয় আসিবে। আমার প্রভু শক্তিশালী কুদরতের অধিকারী। তিনি শক্তিমান ও বিজয়ী। তাঁহার অভিসম্পাত যমীনে অবতীর্ণ হইবে। আমি সত্যবাদী। আমি সত্যবাদী এবং খোদা আমার সাক্ষ্য দিবেন। হে আদি ও অনাদি খোদা, অধমের সাহায্যে আগাইয়া আস। যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হে আমার খোদা ! আমি পরাজিত। দুশমনদের উপর আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। অতএব তাহাদিগকে পিষিয়া ফেল। কেননা, তাহারা জীবনের চাল-চলন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তুমি যে বিষয়ে ইচ্ছা পোষণ কর তাহা তোমার হুকুমে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া যায়। হে আমার বান্দা! যেহেতু তুমি বারবার আমার দরবারে আস সেহেতু তুমি এখন নিজেই দেখিয়া লও তোমার উপর করুণার বারিধারা বর্ষিত হইয়াছে কি হয় নাই। আমি ১৪টি চতুষ্পদ প্রাণীকে বিনাশ করিয়া দিয়াছি। কেননা, তাহারা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। জাহেলদের পরিণাম জাহান্নাম। (৫) জাহেলদের উত্তম পরিণাম কমই হইয়া থাকে। আমি বিজয়ী হইয়াছি। আমি জয়লাভ করিয়াছি। আমাকে খোদার তরফ হইতে খলীফা মনোনয়ন করা হইয়াছে। অতএব তোমরা আমার দিকে আসিয়া পড়। আমি খোদার চারণভূমি। আমি হারানো ইউসুফের সুগন্ধ পাইতেছি, যদি তোমরা ইহা না বল যে, এই ব্যক্তির পদস্খলন হইতেছে।"

"তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু হস্তি বাহিনীর সহিত কি আচরণ করিয়াছেন ? তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে উল্টাইয়া তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দেন নাই ? তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহা খোদার মর্জি অনুযায়ী হইবে না। (১) আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। খোদা বদরে অর্থাৎ চতুদর্শ শতাব্দীতে তোমাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় পাইয়া তোমাকে সাহায্য করিলেন। তাহারা বলিবে, ইহা তো একটি বানাওট কথা। ইহাদিগকে বল, যদি এই ব্যাপার খোদা ছাড়া আর কাহারো হইত তবে ইহাতে তোমরা অনেক মতভেদ দেখিতে। ইহাদিগকে বল, আমার নিকট খোদার সাক্ষ্য আছে। অতএব, তোমরা কি ঈমান আনিবে, না কী আনিবে না ? নবীগণের চাঁদ আসিবে এবং তোমার কাজ পূর্ণ হইয়া যাইবে। হে অপরাধীরা ! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও।

---

(৪) টীকা ঃ বলা বাহুল্য, খোদা রোযা রাখা ও ইফতার করা হইতে পবিত্র। এই কথাগুলি প্রকৃত অর্থে তাঁহার দিকে আরোপিত হইতে পারে না। অতএব ইহা কেবল একটি রূপক কথা। ইহার অর্থ এই যে, কখনো আমি শাস্তি অবতীর্ণ করিব এবং কখনো কিছুটা অবকাশ দিব। ইহা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কখনো খায় এবং কখনো রোযা রাখে এবং খাদ্য গ্রহণ করা হইতে নিজেকে বিরত রাখে। এই ধরনের রূপক কথা খোদার কিতাবসমূহে অনেক আছে। যেমন একটি হাদীসে আছে যে, কেয়ামতের দিন খোদা বলিবেন, আমি পীড়িত ছিলাম, আমি উলঙ্গ ছিলাম ইত্যাদি।

(৫) টীকা ঃ ইহার ব্যাখা দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

(১) টীকা ঃ ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

অত্যন্ত প্রচন্ডরূপে ভূমিকম্প আসিবে এবং উপরের ভূমিকে নীচে করিয়া দিবে (২) ইহা ঐ ওয়াদা যাহার জন্য তোমরা ত্বরা করিতেছিলে। এই গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি এই ভূমিকম্প হইতে রক্ষা করিব। নৌকা আছে এবং আরাম আছে। আমি তোমার সহিত ও তোমার বংশধরদের সহিত আছি। আমি ঐ ইচ্ছাই পোষণ করিব যাহা তোমার ইচ্ছা। বাঙ্গালা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, বাঙালার বিভক্তির দরুন বাঙ্গালার অধিবাসীদের মনোকষ্ট হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তৎসম্পর্কিত। খোদা বলেন, আবার ঐ সময় আসিতেছে যখন কোন কোন দিক হইতে বাঙ্গালার অধিবাসীদের মনোতুষ্টি করা হইবে। ঐ খোদার প্রশংসা, যিনি জামাতা হওয়ার দিক হইতে এবং বংশের দিক হইতে তোমার উপর করুণা করিয়াছেন (৩) ঐ খোদার প্রশংসা, যিনি আমার দুশ্চিন্তা দূর করিয়াছেন এবং আমাকে ঐ বস্তু দিয়াছেন যাহা এই যুগে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় নাই। হে সরদার! তুমি খোদার প্রেরিত পুরুষ। তুমি সত্য পথে আছ। তুমি ঐ খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছ যিনি সর্বশক্তিমান ও দয়ালু। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, এই যুগে স্বীয় খলীফা নির্বাচিত করিব। অতএব, আমি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি। সে ধর্মকে জীবিত করিবে এবং শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করিবে যখন মসীহুস্ সুলতানের (৪) যুগ আরম্ভ হইল তখন মুসলমানেরা, যাহারা কেবল আচার-সর্বস্ব মুসলমান ছিল, তাহাদিগকে নতুনভাবে মুসলমান বানানো আরম্ভ করা হইল। আকাশ ও যমীন একটি পোটলার ন্যায় বাঁধা অবস্থায় ছিল। আমি ইহাদিগকে খুলিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ যমীন ইহার সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করিল এবং আকাশও তাহা করিল। এখন তোমার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইয়া পড়িয়াছে। আরশের মালিক তোমাকে ডাকিতেছেন। এবং আমি তোমার জন্য কোন অসম্মানজনক ব্যাপার রাখিব না। তোমার প্রভুর ওয়াদা পূর্ণ হবার দিক হইতে কমই রহিয়া গিয়াছে এবং আমি তোমার জন্য কোন অসম্মানজনক ব্যাপার বাকী রাখিব না। জীবনের দিন অনেক অল্প রহিয়াছে। ঐ দিন গোটা জামাত হতাশ ও উদাস হইয়া যাইবে। কতিপয় ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার পর তোমার ঘটনা প্রকাশিত হইবে। খোদার কুদরতের কয়েকটি অদ্ভুত কাজ প্রথমে

---

(২) এই ব্যাপারে খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, যেমন য়াসায়া নবীর যুগে হইয়াছিল। এই নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মোসাম্মৎ আলমা নামক এক মহিলার প্রথমে ছেলে জন্ম হইল। ইহার পর হিজকিয়া বাদশা ফাকা জয় করিল। (যিশাইয়া, ৭ম অধ্যায়) অনুরূপভাবে এই ভূমিকম্পের পূর্বে পীর মঞ্জুর মোহাম্মদ লুধিয়ানভীর স্ত্রী যাহার নাম মোহাম্মদী বেগম তাহার ছেলে জন্ম হইবে এবং ঐ ছেলে এই ভূমিকম্পের জন্য নিদর্শন হইবে যাহা কেয়ামতের সদৃশ্য হইবে। কিন্তু ইহা জরুরী যে, ইহার পূর্বে আরো ভূমিকম্প আসিবে। এই ছেলের নিম্ন বর্ণিত নাম হইবে, বশীরুদ্দৌলাহ্। কেননা সে আমাদের বিজয়ের জন্য নিদর্শন হইবে। কলেমাতুল্লাহ্ খান, অর্থাৎ খোদার কলেমা (নিদর্শন) কাবার, ওয়ার্ড শাদী খান, কলেমাতুল আযীয ইত্যাদি। কেননা, সে খোদার কলেমা হইবে, যদ্বারা সত্যের বিজয় হইবে। সমগ্র বিশ্ব খোদার কলেমা। এই জন্য তাহার নাম কলেমাতুল্লাহ্ রাখা অসাধারণ ব্যাপার নহে। ঐ ছেলে এবার জন্ম হয় নাই। কেননা খোদাতা'লা বলেন, اَخَّرَهُ اللّٰهُ اِلٰى وَقْتٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ ঐ কেয়ামত সদৃশ ভূমিকম্প, যাহার জন্য ঐ ছেলে নিদর্শন হইবে, উহাকে আমরা অন্য একটি সময়ে নির্ধারিত করিয়াছি।

(৩) টীকা : অর্থাৎ খোদা তোমার উপর এই করুণা করিয়াছেন যে, একটি সম্ভ্রান্ত সম্মানিত প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান বংশে তোমাকে জন্ম দিয়াছেন এবং তোমার উপর দ্বিতীয় এই করুণা করিয়াছেন যে, দিল্লীর একটি অভিজাত সৈয়্যদ বংশ হইতে তোমার স্ত্রী আসিয়াছে।

(৪) টীকা : খোদাতা'লার কেতাবসমূহে মসীহ্ আখেরুজ্জামানকে বাদশাহ্ এর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ আসমানী বাদশাহী। অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যদ্বংশধরদের জন্য একজন বাদশাহ্ হইবেন এবং বড় বড় ব্যক্তিগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইবেন।

দেখানো হইবে। অতঃপর, তোমার মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশিত হইবে। তোমার সময় আসিয়া গিয়াছে এবং আমি তোমার জন্য উজ্জ্বল নিদর্শন রাখিব। তোমার সময় আসিয়া গিয়াছে এবং আমি তোমার জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন বাকী রাখিব। হে আমার খোদা ! আমাকে ইসলামে মৃত্যু দাও এবং পুণ্যাত্মাদের সহিত আমাকে একত্রিত করিয়া দাও আমীন।"

(শেষ অংশ)

কোন কোন আপত্তিকারীর আপত্তির উত্তরে

এই ভয়-ভীতিপূর্ণ যুগে মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিদেরও জন্ম হইয়াছে, যাহারা নাজাত (মুক্তি)-এর জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁহার অনুবর্তিতা করা জরুরী মনে করে না। তাহারা কেবল খোদাতা'লাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করাকেই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট মনে করে। এইরূপ রহিয়াছে যাহারা কেবল মিথ্যাচার-যুলুমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অথবা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমার সম্পর্কে নানা ধরনের অহেতুক আপত্তি উত্থাপন করে। কোন কোন আপত্তির উদ্দেশ্য এইরূপ মনে হয় যাহাতে লোকেরা এই সেলসেলা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়। কোন কোন আপত্তি আবার এইরূপ যাহাতে মনে হয় ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে তাহাদের প্রকৃতি অক্ষম। তাহাদের প্রকৃতিতে দুষ্টামী নাই, কিন্তু প্রজ্ঞাও নাই। তাহাদের জ্ঞানে প্রশস্ততা নাই, যদ্বারা তাহারা নিজেরাই প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে পারে। এই জন্য পুস্তকটির শেষ অংশে তাহাদের সকলের সন্দেহ দূর করা আমি অতীব প্রয়োজনীয় মনে করি।

এই সকল সন্দেহ দূর করার জন্য মনোনিবেশ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, আমার অনেক পুস্তকের বিভিন্ন জায়গায় এ সকল খামাখা আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাতিয়ালা রাজ্যের এসিষ্টেন্ট সার্জন আব্দুল হাকিম খান নামক এক ব্যক্তি ইতিপূর্বে আমার সেলসেলায় বয়াত গ্রহণ করিয়াছিল। আমার সহিত কম সাক্ষাতের ফলে এবং আমার সহিত সংস্পর্শ না রাখার দরুন সে ধর্মের সত্যতা হইতে কেবল মুখ ফিরাইয়াই নেয় নাই এবং বঞ্চিতই হয় নাই, অহংকার, চরম অজ্ঞতা, দাম্ভিকতা ও কুধারণার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের দুর্ভাগ্যে সে ধর্মত্যাগী হইয়া এই সেলসেলার দুশমন হইয়া গেল। তাহার পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল খোদার জ্যোতিকে ফুৎকারে নিভাইয়া দেওয়ার জন্য সে অজ্ঞতাপূর্ণ লেখায় বিষোদ্‌গার করিতেছে। যে দীপ খোদা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন সে ইহাকে নিভাইয়া দিতে চাহে। এই জন্য আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছি যে, তাহার কোন আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর এইরূপে লিখিয়া দিব যাহা জনগণের অবগতির জন্য যথাযথ উত্তম হয়। কেননা, উদাসীনতা ও জাগতিক ব্যস্ততার দরুন জনগণের পক্ষে আমার সকল পুস্তক ঘাঁটিয়া এই উত্তর জানিয়া নেওয়া নেহায়েত মুশ্‌কিলের কাজ হইবে।

অতএব, প্রথমে ঐ বিষয়টি লেখা উচিত যাহার দরুন আব্দুল হাকিম খান আমার জামা'ত হইতে পৃথক হইয়া গেল। তাহা এই যে, তাহার বিশ্বাস পারলৌকিক মুক্তির জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার প্রয়োজন নাই : বরং যে ব্যক্তি খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে (যদিও সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারকারী হয়) সে মুক্তি লাভ করিবে। ইহাতে

বুঝা যায়, তাহার মতে একজন ইসলাম ত্যাগ করিয়াও মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহাকে ধর্ম ত্যাগের জন্য শাস্তি দেওয়া অন্যায় হইবে। উদাহরণস্বরূপ, অতিসম্প্রতি আব্দুল গফুর নামে এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া আর্য সমাজে দাখেল হইয়াছে এবং নিজের নাম রাখিয়াছে ধর্মপাল। সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অবমাননায় ও তাঁহাকে (সাঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে দিনরাত লাগিয়াছে। সে-ও আব্দুল হাকিমের মতে সরাসরি বেহেশ্‌তে যাইবে। কেননা, আর্য সমাজীরা মূর্তি পূজা হইতে মুক্ত। কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এইরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী নবীগণের (আলায়হেস সালাম) প্রেরিত হওয়া কেবল অর্থহীন ও খামাখা সাব্যস্ত হইবে। কেননা, যখন এক ব্যক্তি নবীগণের (আলায়হেস্ সালাম) অস্বীকারকারী ও দুশমন হইয়াও খোদাকে এক মানার দুরুন মুক্তি পাইতে পারে তখন নবীগণকে যেন কেবল অকারণে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। (৫) অন্যথা তাঁহারা ছাড়াও কাজ চলিতে পারিত। এবং তাঁহাদের অস্তিত্বের বড় বেশী প্রয়োজন হইত না। যদি ইহা সত্য হয় যে, কেবল খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলাই যথেষ্ট তবে যেন ইহাও এক ধরনের শেরেক যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সহিত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ আবশ্যকীয়রূপে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই মতাবলম্বীরা 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলা শেরেকই মনে করে এবং খোদাতা'লার পরিপূর্ণ একত্ববাদ বলিতে ইহাই মনে করে যে, তাঁহার সহিত কাহারো নাম একত্রিত করা ঠিক নহে। তাহাদের মতে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলে মুক্তিপ্রাপ্তি নিষিদ্ধ হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি একই দিনে সকল মুসলমান আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করিয়া পথ-ভ্রষ্ট দার্শনিকদের ন্যায় একক তওহীদকে যথেষ্ট মনে করে এবং নিজদিগকে কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার মুখাপেক্ষী মনে না করে এবং তাঁহার অস্বীকারকারী হয়, তবে তাহাদের মতে এই সকল লোক ধর্মত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তি পাইয়া যাইবে এবং নিঃসন্দেহে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

কিন্তু এই বিষয়টি কোন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট গোপন নহে যে, সাহাবাগণের (রাঃ) যুগ হইতে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত সকল ইসলামী ফেরকা এই ব্যাপারে একমত যে, ইসলামের তাৎপর্য ইহাই যে, মানুষ খোদাতা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করে এবং তাঁহার সত্তা, অস্তিত্ব ও একত্বের উপর ঈমান আনে। অনুরূপভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের উপর ঈমান আনা এবং কুরআনে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ আছে উহার উপর ঈমান রাখা তাহার জন্য জরুরী। ইহাই ঐ বিষয়, যাহা প্রথম হইতেই মুসলমানদিগকে শিখানো হইয়াছে এবং ইহার উপর দৃঢ়-বিশ্বাস রাখার দরুন সাহাবাগণ (রাঃ) নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেন। কয়েকজন একনিষ্ঠ

---

(৫) টীকা ঃ যদি ইহা সত্য হয় যে, নবীগণের (আলায়হেস সালাম) অস্বীকারকারী ও দুশমনেরা কেবল নিজেদের মনগড়া তৌহীদের দরুন কেয়ামতের দিন কোন শাস্তি না পাইয়া মুক্তি পাইয়া যাইবে তবে নবীগণ নিজেরাই এক ধরনের শাস্তিতে নিপতিত হইয়া যাইবেন যখন তাহারা নিজেদের ঘোরতর শত্রু ও অস্বীকারকারী এবং অবমাননাকারীদিগকে বেহেশ্‌তের আসনে অধিষ্ঠিত দেখিবেন এবং নিজেদের ন্যায় তাহাদিগকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ও পুরস্কার পাইতে দেখিবেন এবং ইহাও সম্ভব যে, ঐ সময়েও তাহারা বিদ্রূপ করিয়া নবীগণকে বলিবে যে, তোমাদেরকে অস্বীকার ও অবমাননা করায় আমাদের ক্ষতি হইয়াছে? তখন বেহেশ্‌তে থাকা নবীগণের জন্য তিক্তকর হইয়া পড়িবে।

মুসলমান রসূলুল্লাহ্র যুগে কাফেরদের হাতে বন্দী হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বার বার অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, যদি তোমরা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার কর তাহা হইলে তোমরা আমাদের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই এবং এই পথে প্রাণ দেন। এই সকল কথা ইসলামের ঘটনাপঞ্জীতে এইরূপ খ্যাত যে, ইসলামের ইতিহাসের সহিত যাহার সামান্য পরিচিতিও আছে সে আমার এই বর্ণনা অস্বীকার করিবে না।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদিও ইসলামী যুদ্ধসমূহ আত্মরক্ষামূলক ছিল, অর্থাৎ এইগুলির সূচনা কাফেরদের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল এবং আরবের কাফেররা আক্রমণ করা হইতে এই ভয়ে বিরত হইত না যে, ইসলামের সেনানীরা আরব উপদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িবে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যাহাতে অত্যাচারিতরা ঐ ফেরাউনদের হাত হইতে নিস্তার পায়। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, যদি কাফেরদিগকে এই পয়গাম দেওয়া হইত যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত স্বীকার করা কোন জরুরী ব্যাপার নহে এবং তাহার (সাঃ) উপর ঈমান আনা মুক্তির কোন শর্ত নহে, কেবল নিজের তরফ হইতে খোদাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করিয়া আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারকারী, বিরুদ্ধবাদী ও দুশমন থাকিয়া যাও এবং তাঁহাকে (সাঃ) নিজের সরদার ও নেতা মনে করার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে এত রক্তপাতের প্রয়োজন হইত না। বিশেষভাবে ইহুদীরা খোদাকে এক-অদ্বিতীয় মনে করিত। তাহা হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার কি কারণ ছিল ? এমন কি কোন কোন সময় হাজার হাজার ইহুদীকে গ্রেফতার করিয়া একই দিনে হত্যা করা হইয়াছিল। ইহা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যদি কেবল তওহীদই মুক্তি প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট হইত তবে ইহুদীদের সহিত খামাখা যুদ্ধ করা এবং তাহাদের মধ্য হইতে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা সরাসরি নাজায়েয ও হারাম কাজ ছিল। তদুপরি স্বয়ং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কেন এই কাজের নায়ক ছিলেন ? আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কি কুরআনের জ্ঞান ছিল না ? যদি খোদাতা'লার সকল কেতাব মনোযোগ সহকারে দেখা যায় তাহা হইলে জানা যাইবে যে, সকল নবী এই কথাই শিখাইয়াছেন যে, খোদাতা'লাকে এক-অদ্বিতীয় মান এবং ইহার সাথে সাথে আমাদের রেসালতের উপরও ঈমান আন। **এই কারণেই**

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(অর্থ : - আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসুল – অনুবাদক) এই দু'টি বাক্যই ইসলামী শিক্ষার সার সংক্ষেপ যাহা সকল উম্মতকে শিখানো হইয়াছে।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কেবল নবীগণই (আলায়হেস সালাম) খোদার অস্তিত্বের সংবাদদানকারী এবং তাঁহারাই লোকদিগকে খোদার এক-অদ্বিতীয় হওয়ার

জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন। যদি এই সকল পবিত্র ব্যক্তি পৃথিবীতে না আসিতেন তবে সেরাতে মুস্তাকীম (সরল পথ) নিশ্চিতভাবে লাভ করা এক অসম্ভব ও দুঃসাধ্য ব্যাপার হইত। যদিও যমীন ও আকাশ সম্পর্কে চিন্তা করিয়া এবং উহাদের পরিপূর্ণ ও সুশৃংখল বিন্যাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া একজন সৎ প্রকৃতি-বিশিষ্ট ও বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বুঝিতে পারে যে, এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কারখানার স্রষ্টা কাহারো নিশ্চয় হওয়া উচিত ; কিন্তু 'নিশ্চয় হওয়া উচিত' এবং 'বস্তুতঃই তিনি আছেন'–কথা দুইটির মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। নবীগণই (আলায়হেস সালাম) কেবল খোদার নিশ্চিত অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদানকারী যাঁহারা হাজার হাজার নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে জগদ্বাসীকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গোপন হইতে গোপনতর এবং সকল শক্তির আধার ঐ সত্তা প্রকৃতপক্ষেই মজুদ আছেন। সত্য তো ইহাই যে, নিখিল বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার নিশ্চিত স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার মত বুদ্ধি-জ্ঞানও নবুওয়তের জ্যোতিঃ হইতেই পাওয়া যায়। যদি নবীগণের (আঃ) অস্তিত্ব না থাকিত তবে এতখানি জ্ঞান-বুদ্ধিও কেহ অর্জন করিত না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যদিও মাটির নীচে পানি আছে, তথাপি এই পানির অস্তিত্ব আকাশের পানির সহিত সম্পৃক্ত। যখন এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আকাশ হইতে পানি বর্ষিত হয় না তখন যমীনের পানিও শুকাইয়া যায়। আবার যখন আকাশ হইতে পানি বর্ষিত হয় তখন যমীনেও পানি উছলাইয়া উঠে। অনুরূপভাবে নবীগণের (আলায়হেস সালাম) আগমনে বুদ্ধি-জ্ঞান তেজদীপ্ত হইয়া উঠে এবং যমীনের পানিতুল্য বুদ্ধি-জ্ঞান উৎকর্ষতা লাভ করে। যখন এক সুদীর্ঘকাল এইরূপে অতিবাহিত হইয়া যায় যে, কোন নবী প্রত্যাদিষ্ট হন না তখন জ্ঞান-বুদ্ধির যমীনী পানি দুষিত ও হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং পৃথিবীতে প্রতিমা পূজা, শেরেক ও সকল ধরনের মন্দ কাজ বিস্তার লাভ করে। অতএব যেভাবে চোখে এক জ্যোতিঃ আছে এবং এই জ্যোতিঃ সত্ত্বেও উহা সূর্যের মুখাপেক্ষী, সেভাবে চোখের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান সদা সর্বদা নবুওয়তরূপ সূর্যের মুখাপেক্ষী থাকে। যখনই ঐ সুর্য গোপন হইয়া যায় তখনই উহার মধ্যে (বুদ্ধি-জ্ঞান) নোংরামী ও অন্ধকার দেখা দেয়। তোমরা কি কেবল চোখ দ্বারা কিছু দেখিতে পার ? নিশ্চয় নহে। অনুরূপভাবে তোমরা নবুওয়তের জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতে পার না।

অতএব আদি হইতে এবং যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে খোদাকে সনাক্ত করা নবীকে সনাক্ত করার সহিত সম্পৃক্ত। এই জন্য নবীর মাধ্যম ছাড়া তওহীদ লাভ করা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য। নবী খোদার চেহারা দেখার জন্য আয়নাস্বরূপ। এইভাবে আয়নার মাধ্যমে খোদার চেহারা দেখা যায়। যখন খোদাতা'লা নিজেকে পৃথিবীতে প্রকাশ করিতে চাহেন তখন তাঁহার কুদরতের বিকাশস্থল নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এবং স্বীয় ওহী তাঁহার নিকট অবতীর্ণ করেন ও স্বীয় প্রভুত্বের শক্তি তাঁহার মাধ্যমে প্রদর্শন করেন। তখন জগদ্বাসী জানিতে পারে যে, খোদা মজুদ আছেন। অতএব যাঁহাদের সত্তা নিশ্চিতভাবে খোদার আদি ও অনাদি বিধান অনুযায়ী খোদাকে চিনার জন্য মাধ্যমরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাদের উপর ঈমান আনা তওহীদের একটি অংশ এবং এই ঈমান ব্যতীত তওহীদ পরিপূর্ণ হইতে পারে না। কেননা, যে সকল স্বর্গীয় নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা নবী দেখান ও তিনি যে তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌছান তাহা ব্যতীত ঐ নির্ভেজাল তওহীদ লাভ করা সম্ভব নহে, যাহা পরিপূর্ণ

বিশ্বাসের স্রোতস্বিনী হইতে সৃষ্টি হয়। তাহারাই একটি সম্প্রদায়, যাঁহারা খোদা প্রদর্শনকারী। তাঁহাদের মাধ্যমে ঐ খোদা প্রকাশিত হন, যাঁহার সত্তা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, গুপ্ত হইতে গুপ্ততর এবং অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতম। চিরকাল নবীগণের মাধ্যমেই ঐ গুপ্ত ধনকে সনাক্ত করা হইয়াছে, যাঁহার নাম খোদা। নতুবা যে তওহীদ খোদার নিকট তওহীদ নামে অভিহিত, যাহার উপর পরিপূর্ণরূপে আমলের রঙ চড়ানো আছে, তাহা নবীর মাধ্যম ব্যতীত লাভ করা একদিকে যেমন বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী, তেমনি অন্যদিকে আল্লাহ্‌র পথের পথিকদের অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।

কোন কোন নির্বোধ, যাহারা এই ধারণা পোষণ করে যে, মুক্তির জন্য কেবল তওহীদই যথেষ্ট এবং নবীর উপর ঈমান আনার প্রয়োজন নাই, তাহারা যেন আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিতে চাহে। এই ধারণা সরাসরি হৃদয়ের অন্ধত্ব হইতে সৃষ্টি হয়। ইহা স্পষ্ট যে, প্রকৃত তওহীদের অস্তিত্বের সন্ধান নবীগণের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং তাঁহাদের মাধ্যম ব্যতীত ইহার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। তাহা হইলে নবীর উপর ঈমান আনা ব্যতীত ইহার সন্ধান কীভাবে পাওয়া যাইতে পারে ? নবী তওহীদের মূল শিকড়। তাঁহাদের উপর ঈমান আনার বিষয়টি বাদ দেওয়া হইলে তওহীদ কীভাবে কায়েম থাকিবে ? তওহীদের সৃষ্টিকারী, তওহীদের পিতা, তওহীদের ঝরণার উৎস এবং তওহীদের চরম বিকাশস্থল কেবল মাত্র নবীই হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মাধ্যমেই খোদার গোপন চেহারা দৃষ্টিগোচর হয় এবং জানা যায় যে, খোদা আছেন। ব্যাপারটি এই যে, একদিকে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ জাল্লাশানুহ্ একেবারেই কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, স্বাধীন এবং তিনি কাহারো হেদায়াত ও গোমরাহীর পরওয়া করেন না, অন্যদিকে তাঁহাকে সনাক্ত করা হউক এবং তাঁহার অনাদি অনন্ত রহমত দ্বারা মানুষ উপকৃত হউক এই তাকিদও তিনি স্বভাবতই দেন। অতএব ঐ সকল হৃদয়ের উপর, যাহারা পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ের মধ্য হইতে খোদার ভালবাসা ও নৈকট্য লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রকৃতিগত শক্তি রাখেন এবং মানব জাতির জন্য যাহাদের প্রকৃতিতে পরিপূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান এবং তাহাদের উপর উক্ত সত্তা আদি ও অনাদি গুণাবলীর জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, এইরূপ বিশেষ ও উচ্চ প্রকৃতির মানুষ যাহাদিগকে অন্য ভাষায় 'নবী' বলা হয়, তাঁহার (খোদার) দিকে আকর্ষিত হইতে থাকে। মানব জাতির জন্য তাঁহার হৃদয়ে পরিপূর্ণ সহানুভূতি উদ্বেলিত হওয়ার দরুন ঐ নবী স্বয়ং আধ্যাত্মিক মনোনিবেশ, কান্নাকাটি ও বিনয়ের সহিত চাহেন যে, ঐ খোদা যিনি তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহাকে অন্যান্য লোকেরাও সনাক্ত করুক এবং তাহারা মুক্তি লাভ করুক। ঐ নবী আন্তরিক ইচ্ছার সহিত স্বীয় সত্তার কোরবানী খোদাতা'লার নিকট পেশ করেন এবং মানুষ জীবিত হইয়া যাউক এই আকাঙ্খায় নিজের উপর কয়েকটি মৃত্যু কবুল করিয়া নেন এবং সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, যেমন এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

(সূরা আশ্ শোয়ারা–আয়াত ৪)। অনুবাদ ঃ "এই কাফেররা কেন ঈমান আনে না – এই চিন্তায় কি তুমি নিজেকে ধ্বংস করিয়া দিবে?" যদিও খোদা সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নহেন, তথাপি নবীর স্থায়ী চিন্তা, মনঃকষ্ট, ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তা এবং বিনয় ও আত্মবিলোপ ও

উচ্চ পর্যায়ের সততা ও স্বচ্ছতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সৃষ্টির মধ্যে প্রস্তুত হৃদয়গুলির উপর নিদর্শনের মাধ্যমে নিজের চেহারা প্রকাশ করেন। তাঁহার (নবীর) আবেগপূর্ণ দোয়ার দরুন আকাশে এক ভয়ঙ্কর তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে খোদাতা'লার নিদর্শন বৃষ্টির ন্যায় যমীনে বর্ষিত হয় এবং মহান ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা জগদ্বাসীকে দেখানো হয়। ইহাতে জগদ্বাসী দেখে যে, খোদা আছেন এবং খোদার চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যদিও ঐ পবিত্র নবী এতখানি দোয়া, মনোনিবেশ এবং অঝোর কান্নাকাটির সহিত খোদাতা'লার দিকে না ঝুঁকিতেন এবং খোদার চেহারার ঝলক পৃথিবীতে প্রকাশ করার জন্য কোরবানী না করিতেন ও প্রতি পদক্ষেপে সর্বদা মৃত্যু কবুল না করিতেন, তাহা হইলে খোদার চেহারা কখনো পৃথিবীতে প্রকাশিত হইত না। কেননা, খোদাতা'লা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরুন কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, যেমন তিনি বলেন,

ان اللہ غنیّ عن العٰلمین ۝ وَالذین جاھدوا فینا لنھدینّھم سُبُلنا

(সূরা আলে ইমরান-আয়াত ৯৮ এবং সূরা আনকবূত আয়াত ৭০) অর্থাৎ খোদা দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নহেন এবং যে সকল লোক খোদার পথে সংগ্রাম করে এবং আমার অন্বেষণে তাহাদের প্রচেষ্টাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয় তাহাদের জন্য আমার এই বিধান রহিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে আমার পথ দেখাইয়া থাকি। অতএব খোদার পথে সকলের পূর্বে কোরবানী করেন নবী। প্রত্যেকে নিজের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু নবীগণ (আলায়হেস সালাম) অন্যদের জন্য চেষ্টা করেন। লোকেরা ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের জন্য জাগিয়া থাকেন। লোকেরা হাসিতে থাকে। কিন্তু তাঁহারা ইহাদের জন্য কাঁদিতে থাকেন এবং জগতের মুক্তির জন্য সকল প্রকারের বিপদ আনন্দের সহিত নিজেদের কাঁধে উঠাইয়া নেন। এই সব কিছু তাঁহারা এই জন্য করেন যাহাতে খোদাতা'লা এমন কিছু ঐশী বিকাশ করেন যাহাতে লোকদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, খোদা আছেন এবং যোগ্য হৃদয়ের উপর তাঁহার অস্তিত্ব এবং তাঁহার তওহীদ উদ্ভাসিত হইয়া যায় যাহাতে তাহারা মুক্তি লাভ করে। অতএব তাঁহারা প্রাণের দুশমনদের সহানুভূতিতে মৃত্যু বরণ করেন। যখন তাঁহাদের বেদনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং সৃষ্টির (মুক্তির জন্য) তাঁহাদের বেদনাময় 'আহ্' বলাতে আকাশ ভরিয়া যায়, তখন খোদাতা'লা স্বীয় চেহারার ঝলক দেখান এবং শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর সহিত স্বীয় অস্তিত্ব ও তহওীদ লোকদের নিকট প্রকাশ করেন। অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তওহীদ ও খোদাকে চিনার সম্পদ রসূলের আঁচল হইতেই জগদ্বাসী লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারা না থাকিলে কখনো জগ্বদ্বাসী এই সম্পদ লাভ করিত না। এই ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইয়াছেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। একটি জাতি যাহারা ময়লার স্তুপে বসিয়া রহিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে ঐ স্তুপ হইতে উঠাইয়া ফুলের বাগানে পৌঁছাইয়া দিলেন। যাহারা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিয়া যাইতেছিল তিনি তাহাদের সম্মুখে সর্বোচ্চমানের আধ্যাত্মিক খাদ্য ও মিষ্টি শরবত রাখিয়া দিলেন। তিনি তাহাদিগকে পশুর অবস্থা হইতে মানুষে পরিণত করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে সাধারণ মানুষ হইতে সভ্য মানুষে পরিণত করিলেন এবং সভ্য মানুষ হইতে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করিলেন এবং তাহাদের জন্য এত নিদর্শন প্রকাশ করিলেন যে, তাহাদিগকে খোদা দেখাইয়া দিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি করিলেন যে, তাহারা ফেরেশ্‌তাদের সহিত হাত মিলাইল। এই প্রভাব অন্য কোন নবীর দ্বারা তাঁহার নিজ উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। কেননা, তাঁহাদের সংসর্গ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। অতএব আমি সর্বদা অবাক দৃষ্টিতে দেখি যে, এই আরবী নবী, যাঁহার নাম

মুহাম্মদ (তাঁহার উপর হাজার হাজার দরূদ ও সালাম), তিনি কত উচ্চ পর্যায়ের নবী। তাঁহার উচ্চ মর্যাদার সীমা অনুমান করা সম্ভব নয় ও তার পবিত্রকরণ শক্তির অনুমান করা মানুষের কাজ নহে। * আফসোস, যেভাবে সত্যকে সনাক্ত করার কথা ছিল সেভাবে তাঁহার মর্যাদাকে সনাক্ত করা হয় নাই। যে তওহীদ পৃথিবী হইতে হারাইয়া গিয়াছিল তিনিই সেই পাহলোয়ান যিনি তাহা পুনরায় পৃথিবীতে আনয়ন করেন। তিনি খোদাকে শেষ সীমা পর্যন্ত ভালবাসিয়াছেন এবং শেষ সীমা পর্যন্ত মানব জাতির প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় কোমল হইল। এই জন্য তাঁহার হৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা তাঁহাকে সকল নবী এবং সকল আওওয়ালীন ও আখেরীনদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং তাঁহার সকল বাসনা তাঁহার জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করেন। তিনিই সকল আশিসের উৎস। যে ব্যক্তি তাঁহার আশিস অস্বীকার করিয়া কোন ফযলের দাবী করে সে মানুষ নহে, বরং শয়তানের বংশধর। কেননা, সকল ফযলের চাবি তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং সকল তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার তাঁহাকে দান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহার মাধ্যমে পায় না সে চিরবঞ্চিত। আমরাই বা কি এবং আমাদের মূল্যই বা কি ? আমরা নেয়ামতের অস্বীকারকারী হইব যদি স্বীকার না করি যে, আমরা প্রকৃত তওহীদ এই নবীর মাধ্যমে এবং জীবন্ত খোদাকে আমরা এই কামেল নবীর মাধ্যমে ও তাঁহার জ্যোতির দ্বারা সনাক্ত করিয়াছি। খোদার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সৌভাগ্য, যাহার সাহায্যে আমরা তাঁহার চেহারা দেখি, তাহাও আমরা এই সম্মানিত নবীর মাধ্যমেই পাইয়াছি। হেদায়াতের এই সূর্যের আলো রৌদ্রের ন্যায় আমাদের উপর পতিত হয় এবং ঐ সময় পর্যন্ত আমরা আলোকিত থাকিতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান থাকি।

যাহারা এই ধারণা লইয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে না, বা ধর্ম ত্যাগ করে কিন্তু তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদাকে এক-অদ্বিতীয় জানে, সে-ও মুক্তি পাইয়া যাইবে এবং ঈমান না আনার বা মুরতাদ হওয়ার দরুন তাহার কিছুই ক্ষতি সাধিত হইবে না (যেমন আবদুল হাকিম খানের বিশ্বাস, এইরূপ ব্যক্তিরা বস্তুতঃ তওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ। আমি বার বার লিখিয়াছি যে, শয়তানও খোদাতা'লাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া জানে। কিন্তু কেবল এক জানার দরুন মুক্তি লাভ করা সম্ভব নহে, বরং মুক্তি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১। প্রথমটি এই যে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত খোদাতা'লার সত্তা ও একত্বের উপর ঈমান আনিতে হইবে।

---

* টীকা ঃ ইহা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, পৃথিবী শেষ হইতে চলিয়াছে, কিন্তু কামেল নবীর আশিসের জ্যোতিঃ এখনো শেষ হয় নাই। যদি খোদার কালাম কুরআন শরীফ বাধা হইয়া না দাঁড়াইত তবে কেবলমাত্র এই নবী সম্পর্কে আমরা বলিতে পারিতাম যে, তিনি এখনো সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন। আমরা সরাসরি তাঁহার জীবনের চিহ্নাবলী দেখিতে পাই। তাঁহার ধর্ম জীবিত। তাঁহার অনুবর্তিতাকারী জীবিত হইয়া যায় এবং তাঁহার মাধ্যমে জীবন্ত খোদাকে লাভ করা যায়। আমি দেখিয়া লইয়াছি যে, খোদা তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্মকে ও তাঁহার প্রেমিককে ভালবাসেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি জীবিত আছেন এবং আকাশে তাঁহার মর্যাদা সব চাইতে উঁচুতে। অবশ্য এই নশ্বর দেহে তিনি নাই। কিন্তু অন্য একটি অবিনশ্বর জ্যোর্তিময় দেহসহ তিনি ক্ষমতাধর খোদার নিকট আকাশে আছেন।

২। দ্বিতীয়টি এই যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় জাল্লাশানুর পরিপূর্ণ প্রেম তাহার হৃদয়ে এইরূপে প্রবিষ্ট হইবে যে, ইহার প্রভাব ও প্রাধান্যের দরুন খোদাতা'লার অনুবর্তিতাই তাহার প্রাণের আনন্দ হইবে। ইহা ব্যতীত সে বাঁচিতেই পারে না। তাঁহার ভালবাসায় অন্যান্য সকল বস্তুর ভালবাসাকে সে পদদলিত করিবে এবং অস্বীকার করিবে। ইহাই প্রকৃত তওহীদ। আমাদের সৈয়্যদ ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা ব্যতীত ইহা লাভ করা সম্ভব নহে। কেন লাভ করা সম্ভব নহে? ইহার উত্তর এই যে, খোদার সত্তা অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতর পর্দার অন্তরাল হইতে অন্তরালে এবং অত্যন্ত গোপন। মানব বুদ্ধি কেবল নিজ শক্তি দ্বারা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না এবং বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত কোন যুক্তি তাঁহার সত্তার অকাট্য প্রমাণ হইতে পারে না। কেননা, বুদ্ধির দৌড় ও বিস্তৃতি এই সীমা পর্যন্ত যাইতে পারে যে, এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক কথা এবং এই পর্যায়ের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিশ্বাসে পৌঁছানো যে, যে খোদার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইল তিনি প্রকৃতপক্ষেই আছেন-তাহা অন্য কথা। যেহেতু বুদ্ধি-জ্ঞান ক্রটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে, সেহেতু দার্শনিকেরা কেবল বুদ্ধি-জ্ঞানের দ্বারা খোদাকে সনাক্ত করিতে পারে না। বরং অধিকাংশ এইরূপ লোক, যাহারা কেবল বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা খোদাকে জানিতে চাহে, তাহারা অবশেষে নাস্তিকে পরিণত হয়। আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তাহারা যতই চিন্তা করুক না কেন ইহাতে তাহাদের কোনই ফায়দা হইতে পারে না। তাহারা খোদাতা'লার কামেল ব্যক্তিগণ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাহাদের দলিল এই যে, তাহারা বলে, পৃথিবীতে এইরূপ হাজার হাজার বস্তু আছে, যাহাদের কোন উপকারিতা আমরা দেখিতে পাই না এবং আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সকল বস্তুর স্রষ্টা সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না ; বরং এই সকল বস্তুর অস্তিত্ব অযথা ও রহিত ভিত্তির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। আফসোস, এই নির্বোধেরা জানে না যে, জ্ঞানশূন্যতা প্রমাণ করে না যে, বস্তু নাই। এই যুগে এই ধরনের লোক কয়েক লক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা নিজদিগকে প্রথম সারির জ্ঞানী ও দার্শনিক মনে করে এবং খোদাতা'লার সত্তাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করে। কাজেই বলাবাহুল্য যদি তাহারা কোন শক্তিশালী বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রমাণ লাভ করিত তাহা হইলে তাহারা খোদাতা'লার সত্তাকে অস্বীকার করিত না। যদি আল্লাহ্ জাল্লাশানুর সত্তা সম্পর্কে বুদ্ধি-জ্ঞানের নিশ্চিত কোন প্রমাণ তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিত তবে ভয়ঙ্কর নির্লজ্জতা এবং হাসি-ঠাট্টার সহিত তাহারা খোদাতা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হইত না। অতএব, কোন ব্যক্তি দার্শনিকের নৌকায় বসিয়া সন্দেহের তুফান হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না ; বরং সে অবশ্যই ডুবিয়া যাইবে এবং খাঁটি তওহীদের শরবত সে কখনও পাইবে না। এখন ভাবিয়া দেখ, এই ধারণা কতখানি ভ্রান্ত ও দুর্গন্ধময় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওসীলা ব্যতীত তওহীদ লাভ করা যাইতে পারে এবং এইরূপ তওহীদ দ্বারা মানুষ মুক্তি পাইতে পারে। হে নির্বোধেরা ! যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার অস্তিত্বের

উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আসিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার তওহীদের উপর কীভাবে বিশ্বাস আসিতে পারে ? অতএব নিশ্চিতভাবে জানিবে যে, নিশ্চিত তওহীদ কেবলমাত্র নবীর মাধ্যমেই পাওয়া যাইতে পারে, যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরবের নাস্তিক ও কুধর্মাবলম্বীদিগকে হাজার হাজার স্বর্গীয় নিদর্শন দেখাইয়া খোদাতা'লার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসী বানাইয়া দিয়াছেন এবং আজ পর্যন্ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাঁটি ও পরিপূর্ণ অনুবর্তিতাকারীগণ ঐ সকল নিদর্শন নাস্তিকদের নিকট পেশ করে। ইহা সত্য কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত শক্তি না দেখিতে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তাহার হৃদয় হইতে বাহির হয় না। না খাঁটি তওহীদ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং না সে নিশ্চিতভাবে খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে পারে। এই পবিত্র ও পরিপূর্ণ তওহীদ কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

নবীর মাধ্যমে শক্তিশালী নিদর্শন প্রকাশিত হয়, যেমন তাহারা খোদাতা'লার অস্তিত্ব ও তাঁহার এক-অদ্বিতীয় হওয়া প্রমাণ করেন। অনুরূপভাবে তাঁহারা খোদাতা'লার পরম স্নিগ্ধ ও প্রভাবশালী গুণাবলীকে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়া তাঁহার মর্যাদা ও ভালবাসা (মানুষের) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। শক্তিশালী ও উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এই সকল নিদর্শনের শিকড়। যখন এই সকল নিদর্শনের দরুন খোদাতা'লার অস্তিত্ব ও একত্ব এবং তাঁহার পরম স্নিগ্ধ ও প্রতাপশালী গুণাবলী সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মিয়া যায় তখন ইহার অনিবার্য ফল এই হয় যে, মানুষ খোদাতা'লাকে তাঁহার সত্তায় ও সামগ্রিক গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহার গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের ও শোভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া যায় এবং তাঁহার মর্যাদা, প্রতাপ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ভয় করিতে থাকে। এইভাবে সে দিনের পর দিন খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। এমনকি সকল হীন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার পর তাহার আত্মাই কেবল থাকিয়া যায় এবং তাহার হৃদয় পটে খোদার প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। খোদার সত্তাকে দেখার দরুন তাহার নিজের সত্তার উপর এক মৃত্যু নামিয়া আসে এবং মৃত্যুর পর সে এক নূতন জীবন লাভ করে। তখন এই আত্ম-বিলীনতার অবস্থায় বলা হয় যে, সে তওহীদ লাভ করিয়াছে। অতএব, আমি ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি যে, মুক্তির উৎস ঐ কামেল (পরিপূর্ণ) তওহীদ কামেল নবীর অনুবর্তিতা ব্যতীত অর্জন করা সম্ভবই নহে। এখন এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, খোদার রসূলকে মানা তওহীদকে মানার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ যে, একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক করা সম্ভবই নহে। যে ব্যক্তি রসূলের অনুবর্তিতা ব্যতীত তওহীদের দাবী করে তাহার নিকট কেবল একটি শুষ্ক হাড় আছে, যাহার মধ্যে মজ্জা নাই এবং তাহার হাতে একটি মৃত প্রদীপ আছে, যাহাতে আলো নাই। যাহারা এই ধারণা পোষণ করে যে, যদি কোন ব্যক্তি খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে না মানে তবুও সে মুক্তি পাইবে, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে মনে করিবে

যে, তাহাদের হৃদয় কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত। সে অন্ধ এবং তওহীদ কি বস্তু তাহা সে আদৌ জানে না। এইরূপ তওহীদ স্বীকার করার ক্ষেত্রে শয়তান তাহার চাইতে উত্তম। কেননা, যদিও শয়তান অবাধ্য ও নাফরমান তথাপি সে এই কথা তো বিশ্বাস করে যে, খোদা আছেন। * কিন্তু এই ব্যক্তির খোদার উপরও বিশ্বাস নাই।

এখন সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যাহারা এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না আনিয়া কেবল তওহীদ স্বীকার করিলেই তাহারা মুক্তি পাইয়া যাইবে এইরূপ লোক প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মত্যাগী। ইহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রু এবং নিজেদের জন্য ধর্ম ত্যাগের একটি পথ উদ্ভাবন করে। ইহাদের সমর্থন করা কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাজ নহে। আফসোস ! আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা মৌলবী ও বিদ্বান বলিয়া কথিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা এইরূপ কাজে আনন্দিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বেচারারা সর্বদা এই সন্ধানে থাকে যে, এমন কোন কারণ সৃষ্টি হউক যদ্বারা আমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হই। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য, পরিণামে তাহারা ব্যর্থ মনোরথই হইয়া থাকে। প্রথমে এই সকল ব্যক্তি আমার উপর কুফরীর ফতওয়া তৈয়ার করিল এবং প্রায় দুইশত মৌলবী ইহার উপর মোহর লাগাইল এবং আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিল। এই সকল ফতওয়া দ্বারা অতখানি কঠোরতা অবলম্বন করা হইল যে, কোন কোন আলেম ইহাও লিখিল যে, ইহারা কুফরীর ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃষ্টানদের চাইতেও নিকৃষ্ট। তাহারা সাধারণভাবে এই ফতওয়া দিল যে, ইহাদিগকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা উচিত নহে, ইহাদিগকে সালাম দেওয়া ও ইহাদের সহিত করমর্দন করা উচিত নহে ; ইহাদের পিছনে নামায পড়া ঠিক হইবে না। কেননা, ইহারা কাফের ; বরং দেখা উচিত যাহাতে ইহারা মসজিদে প্রবেশ করিতে না পারে। কেননা, ইহারা কাফের। ইহাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হইয়া যায় ; যদি ইহারা মসজিদে প্রবেশ করে তবে মসজিদ ধুইয়া ফেলা উচিত; ইহাদের ধন-সম্পদ চুরি করা জায়েয আছে ; ইহারা হত্যার যোগ্য, কেননা, ইহারা খুনী মাহদী'র আগমনকে অস্বীকার করে এবং জেহাদের অস্বীকারকারী। কিন্তু এই সকল ফতওয়া সত্ত্বেও আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে ? যে দিনগুলিতে এই সকল ফতওয়া দেশে প্রচার করা হইয়াছিল ঐ দিনগুলিতে ১০ ব্যক্তিও আমার বয়াত করে নাই। কিন্তু আজ খোদাতা'লার ফযলে বর্তমানে আমার হাতে বয়াতকারীদের সংখ্যা ৩ লক্ষেরও অধিক এবং সত্যান্বেষীরা অত্যন্ত তীব্র গতিতে আমার জামাতে প্রবেশ করিতেছে। খোদা কি মোমেনদের বিপরীতে কাফেরদিগকে এভাবেই সাহায্য করেন ? অতঃপর এই মিথ্যার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হইতেছে যেন আমরা ২০ (বিশ)

টীকা ঃ শয়তান খোদাতা'লার অস্তিত্ব ও একত্বের উপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও কেন তাঁহার অবাধ্যতা করে–যদি কেহ এই প্রশ্ন করে তবে ইহার উত্তর এই যে, শয়তানের অবাধ্যতা মানুষের অবাধ্যতার ন্যায় নহে। বরং মানুষকে পরীক্ষার জন্য তাহাকে এই স্বভাবেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা একটি গোপন রহস্য যাহার ব্যাখ্যা মানুষকে দেওয়া হয় নাই। মানুষের স্বভাব অধিকাংশ সময় ও প্রায়শঃ এইরূপই হইয়া থাকে যে, খোদাতা'লা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া হেদায়াত প্রাপ্ত হইয়া যায়। যেমন কআল্লাহ্‌তা'লা বলেন, অর্থ ঃ – প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে -অনুবাদক إنما يخشى الله من عباده العلمؤا (সূরা ফাতের, আয়াত ২৯)। হাঁ, যাহাদের মধ্যে শয়তানী উপাদান আছে তাহারা এই নিয়মের বাহিরে আছে।

কোটি মুসলমান ও কলেমা বিশ্বাসীকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছি। অথচ এই ব্যাপারে আমরা কোন প্রতিযোগিতা করিনি। ইহাদের আলেমরা নিজেরাই আমাদের উপর কুফরীর ফতওয়া লিখিল এবং সমগ্র পাঞ্জাব ও ভারতে হৈ চৈ করিল যে, ইহারা কাফের। নির্বোধ লোকেরা এই ফতওয়ার দরুন আমাদের প্রতি এইরূপ বিমুখ হইয়া পড়িল যে, আমাদের সহিত ভাল ও নম্র কথা বলাও তাহাদের নিকট পাপ কাজ বলিয়া মনে হইল। কোন মৌলবী বা অন্য কোন বিরুদ্ধবাদী, বা কোন গদ্দিনশীন কি এই প্রমাণ দিতে পারেন যে, প্রথমে আমরা তাহাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছিলাম? তাহাদের কুফরী ফতওয়ার পূর্বে আমরা বিরুদ্ধবাদী মুসলমানদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছি, এইরূপ কোন কাগজ বা ইশতেহার বা পত্রিকা আমাদের পক্ষ হইতে ছাপানো হইয়া থাকিলে তাহারা এইগুলি পেশ করুক। তাহা না হইলে আপনারাই ভাবিয়া দেখুন ইহা কতখানি সত্যের অপলাপ যে, তাহারাই আমাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিল এবং আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিল যেন আমরা সকল মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছি। এইরূপ সত্যের অপলাপ, মিথ্যাচার এবং ঘটনার বিপরীত রচনা কতখানি পীড়াদায়ক ব্যাপার। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন, যে স্থলে তাহারা নিজেদের ফতওয়ার মাধ্যমে আমাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিল এবং তাহারাই এই কথায় বিশ্বাসীও ছিল যে, যে ব্যক্তি মুসলমানকে কাফের বলে কুফরী পাল্টা তাহার উপর গিয়া পড়ে, সে স্থলে তাহাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাহাদিগকে কাফের বলার অধিকার কি আমাদের ছিল না ?

মোট কথা তাহারা কিছুদিন এই মিথ্যা আনন্দে নিজেদের হৃদয়কে খুশী করিল যে, ইহারা কাফের। অতঃপর যখন ঐ আনন্দ বাসী হইয়া গেল এবং খোদা আমাদের জামাতকে সারা দেশে বিস্তৃত করিয়া দিলেন তখন তাহারা অন্য কোন ষড়যন্ত্রের খোঁজে লাগিয়া গেল।

তখন ঐ দিনগুলিতেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আর্য সমাজী পণ্ডিত লেখরামকে মেয়াদকালের মধ্যে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিল। কিন্তু আফসোস, কোন মৌলবীর এই কথা মনে আসিল না যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং ইসলামের নিদর্শন প্রকাশিত হইল। বরং তাহাদের কেহ কেহ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল যে, সরকার কেন ভবিষ্যদ্বাণীকারীকে পাকড়াও করে না ? কিন্তু তাহাদের এই আকাঙ্খাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে ডক্টর পাদরী মার্টিন ক্লার্ক আমার বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা দায়ের করে। তারপর আর কি বলিব ! তাহারা এতই আনন্দিত হইল যে তাহারা আত্মহারা হইয়া পড়িল। ইহাতে আনন্দে ফাটিয়া পড়িল। তাহারা কোন কোন মসজিদে সেজদায় গিয়া এই মামলায় আমার ফাঁসি বা অন্য কোন শাস্তির জন্য দোয়া করিল। এই আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া এত সেজদা করিয়াছিল যে, তাহাদের নাক খসিয়া গেল। কিন্তু খোদাতা'লার ওয়াদা অনুযায়ী যাহা পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করা হইয়াছিল অবশেষে আমাকে খুব সসম্মানে রেহাই করিয়া দেওয়া হইল এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল যে, যদি আমি চাই তবে এই সকল খৃষ্টানের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি। মোট কথা আমার বিরোধী মৌলবী ও তাহাদের অনুগামীদের এই আশাও ব্যর্থ হইল।

ইহার কিছুদিন পরে করম দীন নামে এক মৌলবী আমার নামে গুরুদাসপুরে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল। আমার বিরোধী মৌলবীরা তাহার সমর্থনে এক্সট্রা এসিষ্টেন্ট কমিশনার আত্মারামের আদালতে যাইয়া সাক্ষ্য দিল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করিল। তাহারা বড়ই আশা করিল যে, এইবার তাহারা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে। তাহাদের মিথ্যা আনন্দ লাভের জন্য ঘটনা এইরূপ ঘটিল যে, আত্মারাম এই মোকদ্দমায় তাহার অনভিজ্ঞতার দরুন সম্পূর্ণ রূপে ভাবনা-চিন্তা না করিয়া আমাকে কারাদন্ড দেয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। ঐ সময় খোদা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি আত্মারামকে তাহার সন্তানের শোকে শোকাক্রান্ত করিবেন। বস্তুতঃ আমি আমার এই কাশ্‌ফের (দিব্য-দর্শনের)কথা আমার জামাতকে শুনাইয়া দিলাম। অতঃপর এমনটি হইল যে, প্রায় বিশ-পঁচিশ (২০-২৫) দিনের মাথায় তাহার দুই পুত্র মরিয়া গেল। অবশেষে ঘটনা এইরূপ ঘটিল যে, আত্মারাম আমাকে কারাদণ্ড দিতে পারিল না। যদিও রায় লেখার সময় সে আমার কারাদণ্ডের ভিত্ রচনা করিল, কিন্তু অবশেষে খোদা তাহাকে এই কাজ হইতে বিরত করিয়া দিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সে আমাকে সাত শত রূপী জরিমানা করিল। অতঃপর ডিভিশনাল জজের আদালত আমাকে সসম্মানে খালাস করিয়া দিল, কিন্তু করম দীনের উপর শাস্তি বহাল রহিল। আমার জরিমানার অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইল। কিন্তু আত্মারামের দুই পুত্র ফিরিয়া আসিল না। *

অতএব করম দীনের মোকদ্দমায় আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা যে আনন্দ লাভের আশা করিয়াছিল তাহাদের সেই আশা পূর্ণ হইল না। আমার পুস্তক 'মোয়াহেবুর রহমানে' পূবেই যে ভবিষ্যদ্বাণী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, খোদাতা'লা সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আমার জরিমানার অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইল এবং রায় বাতিলের আদেশসহ নিয়োগকৃত হাকিমকে (আত্মারাম) এই মর্মে সতর্ক করা হইল যে, সে অন্যায়ভাবে রায় দিয়াছিল। কিন্তু 'মোয়াহেবুর রহমান' পুস্তকে আমি যেভাবে লিখিয়াছিলাম করম দীন সেভাবে শাস্তি পাইল এবং আদালতের রায়ে সে যে মিথ্যাবাদী ইহার উপর মোহর লাগিয়া গেল এবং আমার সকল বিরুদ্ধবাদী মৌলবীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। আফসোস,. এইরূপ ক্রমাগত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা আমার সম্পর্কে কখনো ভাবিল না যে, এই ব্যক্তির সমর্থনে পর্দার অন্তরালে একটি হাত আছে, যাহা তাহাকে ইহাদের প্রতিটি হামলা হইতে রক্ষা করেন। যদি তাহাদের দুর্ভাগ্য না হইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য একটি মো'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) হইত যে, তাহাদের প্রতিটি হামলার সময় খোদা আমাকে তাহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন। কেবল তিনি রক্ষাই করেন নাই, বরং ইহার পূর্বেই

---

* টীকা ঃ অমৃতসরের ডিভিশনাল জজ ছিলেন একজন ইংরেজ। তিনি পূর্ণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। ন্যায় বিচারের যে শর্ত তদনুযায়ী তিনি ঐ রায় দিলেন, যাহা পূর্ণ অনুসন্ধান ও আদালতের মর্যাদা মাফিক হওয়া উচিত ছিল। তিনি স্বীয় রায়ে লেখেন যে, বাদী করম দীনের পক্ষে বিচারক বিবাদীর বিরুদ্ধে যে সকল শব্দ (অর্থাৎ মিথ্যাবাদী ও কমিনা) ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা বিবাদীর যুক্তি নাকচের কারণ ছিল, যদি বিচারক ইহাদের চাইতেও কঠোর শব্দ করম দীন সম্পর্কে ব্যবহার করিতেন তাহা হইলেও করম দীন ঐ সকল শব্দের যোগ্য হইত।

সংবাদও দিয়া দিলেন যে, তিনি রক্ষা করিবেন। প্রতিবারে এবং প্রতি মোকদ্দমায় খোদাতা'লা আমাকে খবর দিতে থাকেন যে, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বস্তুতঃ তিনি স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী আমাকে হেফাযত করিতে থাকেন। ** ইহাই হইল খোদার শক্তিশালী নিদর্শন। একদিকে সমগ্র বিশ্ব আমাকে ধ্বংস করার জন্য একত্রিত হইয়াছে এবং অন্যদিকে সর্বশক্তিমান খোদা তাহাদের সকল হামলা হইতে আমাকে রক্ষা করেন।

অতঃপর আমার বিরুদ্ধবাদীদের আরো একটি খুশীর সুযোগ আসিল যখন আমার শিষ্য জম্মু নিবাসী চেরাগ দীন ধর্মত্যাগী হইয়া গেল। তাহার ধর্মত্যাগের পর আমি 'দাফেউল বালা ওয়া মেয়ারো আহলেল ইস্তেফায়ে' পুস্তকে তাহার সম্পর্কে খোদাতা'লার এই ইলহাম পাইয়া ছাপিয়া দিলাম যে, সে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন কোন কোন মৌলবী কেবল আমার বিরুদ্ধে জিদের বশে তাহার পক্ষ সমর্থন করিল। সে একটি পুস্তক লিখিল, যাহার নাম সে 'মিনারাতুল মসীহ্' রাখিল। ইহাতে সে আমাকে দাজ্জাল বলিয়া অভিহিত করিল এবং নিজের এই ইলহাম ছাপিয়া দিল যে, আমি রসূল এবং খোদার বান্দাগণের মধ্যে একজন প্রেরিত বান্দা এবং হযরত ঈসা আমাকে একটি লাঠি দিয়াছেন যেন আমি এই লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে (অর্থাৎ আমাকে) হত্যা করি। বস্তুতঃ 'মিনারাতুল মসীহ্' পুস্তকের প্রায় অর্ধেক অংশে এই বর্ণনাই আছে যে, এই ব্যক্তি দাজ্জাল এবং সে আমার হাতে ধ্বংস হইবে। আরো বর্ণনা করিল যে, এই খবরই আমাকে খোদা ও ঈসাও দিয়াছেন। কিন্তু পরিনামে যাহা ঘটিল তাহা জনসাধারণ শুনিয়া থাকিবে। এই ব্যক্তি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিলে নিজের দুই পুত্রসহ প্লেগে মরিয়া আমার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন করিল। বড়ই হতাশা লইয়া সে প্রাণ দিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে সে একটি মোবাহালার (দোয়ার মাধ্যমে ধর্ম-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ-অনুবাদক) কাগজ লিখিল। ইহাতে সে নিজের ও আমার নাম উল্লেখ করিয়া খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিল যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে ধ্বংস হউক। খোদার এমনই মহিমা ঐ কাগজ তখনও লেখকের হাতেই ছিল এবং সে ইহার অনুলিপি তৈয়ার করিতেছিল, ঐ দিনই চেরাগ দীন তাহার দুই পুত্রসহ চিরকালের জন্য বিদায় নিল ! فاعتبروا یا اولی الابصار (সূরা আল হাশর, আয়াত-৩)-(অর্থ-সুতরাং হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা গ্রহণ কর-অনুবাদক)। ইহারা হইল আমার বিরুদ্ধবাদী ইলহামের দাবীদাররা, যাহারা আমাকে দাজ্জাল অভিহিত করে। কোন ব্যক্তি তাহাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করে না। যাহা হউক হযরত মৌলবী সাহেবগণ ধর্মত্যাগী চেরাগ দীনের সহযোগিতা করিয়াও নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হন। ইহার পর আরো এক চেরাগ দীনের জন্ম হইল, অর্থাৎ ডাক্তার আবদুল হাকিম খান। এই ব্যক্তি আমাকে দাজ্জাল বলিয়া অভিহিত করে এবং প্রথম চেরাগ দীনের ন্যায় নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু আমি জানি না প্রথম চেরাগ দীনের ন্যায় আমাকে হত্যা করার জন্য তাহাকেও হযরত ঈসা

** এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে মুদ্রিত হইতে থাকে। আমার বিরুদ্ধবাদীদিগকে খোদার সামনে এই জবাব দিতে হইবে তাহারা কেন এই সকল নিদর্শন ভুলিয়া গেল।

লাঠি দিয়াছেন কিনা। * দম্ভ ও অহংকারে সে প্রথম চেরাগ দীন হইতেও অনেক বেশী অগ্রগামী, গালাগালি দেয়ার ক্ষেত্রেও তাহার চাইতে অধিক পারদর্শী এবং মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে তাহার এক ধাপ আগে। এই রুক্ষ স্বভাবের নগণ্য ব্যক্তির ধর্মত্যাগেও আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা খুব আনন্দিত হইল, যেন তাহারা একটি ধনভাণ্ডার পাইয়া গেল। কিন্তু এত আনন্দিত হওয়া তাহাদের উচিত হয় নাই এবং প্রথম চেরাগ দীনের কথা স্মরণ করা উচিত ছিল। ঐ খোদা যিনি সর্বদা তাহাদের এইরূপ আনন্দকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিয়াছেন, সেই খোদা এখনো আছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে প্রথম চেরাগ দীনের পরিণতি সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছিলেন, সেভাবে ঐ সর্বজ্ঞানী সংবাদদাতা এই দ্বিতীয় চেরাগ দীন অর্থাৎ আবদুল হাকিমের পরিণতির সংবাদ দিয়াছেন। তাহা হইলে আনন্দের কি অবকাশ আছে। একটু ধৈর্য ধর এবং পরিণতি দেখ। অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, এক নির্বোধ ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগে এতখানি আনন্দিত হওয়ার কি আছে? আমার উপর আল্লাহতা'লার ফযল এই যে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে এক ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হইয়া যায় তবে তাহার স্থলে হাজার ব্যক্তি আসিয়া পড়ে।

এতদ্ব্যতীত কোন ধর্মত্যাগীর ধর্মত্যাগের দরুন কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাইতে পারে যে, যে ধর্মীয় সম্প্রদায় হইতে ঐ ধর্মত্যাগী বাহির হইয়া গিয়াছে সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমরা কি জানে না যে, কয়েকটি পাপিষ্ঠ হযরত মূসার যুগে তাঁহার ধর্মত্যাগ করিয়াছিল? অতঃপর কোন কোন ব্যক্তি হযরত ঈসার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছিল। অতঃপর কোন কোন পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য ব্যক্তি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া (ইসলাম) ধর্ম ত্যাগ করিল। বস্তুতঃ মোসায়লামা কায্‌যাবও ধর্মত্যাগীদের মধ্যে অন্যতম ছিল। অতএব ধর্মত্যাগী আবদুল হাকিমের ধর্মত্যাগের দরুন আনন্দিত হওয়া এবং ইহাকে সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটি দলিল সাব্যস্ত করা ঐ সকল লোকের কাজ, যাহারা কেবল নির্বোধ। হ্যাঁ, এই সকল ব্যক্তি কয়েক দিনের জন্য একটি মিথ্যা আনন্দের কারণ নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আনন্দ শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়।

---

* টীকা ঃ হযরত ঈসা, যিনি আমাকে হত্যা করার জন্য চেরাগ দীনকে লাঠি দিলেন, জানিনা এই উত্তেজনা ও ক্রোধ কেন তাঁহার (অর্থাৎ হযরত ঈসার-অনুবাদক) হৃদয়ে ভড়কিয়া উঠিল। যদি এই জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, আমি তাঁহার মারা যাওয়ার ব্যাপারটি প্রকাশ করিয়াছি, তবে ইহা তাঁহার একটি ভুল। ইহা আমি প্রকাশ করি নাই; বরং তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যাঁহার সৃষ্ট বান্দা আমার ন্যায় হযরত ঈসাও। যদি সন্দেহ হয় তবে আয়াত দেখুন, ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৫) অর্থ - মোহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাঁহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই গত হইয়াছে - অনুবাদক)। এতদ্ব্যতীত এই আয়াতও দেখুন, فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم (সূরা আল মায়েদা ঃ আয়াত ১১৮ অর্থ ঃ কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে - (অনুবাদক)। অবাক কাণ্ড, আমাকে মারার জন্য তিনি যাহাকে লাঠি দেন সে নিজেই মরিয়া যায়। ইহা কেমন ধরনের লাঠি? শুনিয়াছি যে, দ্বিতীয় চেরাগ দীন অর্থাৎ আবদুল হাকিম খানও আমার মৃত্যু সম্পর্কে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম চেরাগ দীনের ন্যায় করিয়াছে। কিন্তু জানি না ঐগুলিতে কোন লাঠির কথা উল্লেখ আছে কিনা।

এই ব্যক্তি সেই আবদুল হাকিম খান, যে নিজ পুস্তকে আমার নাম ধরিয়া ইহা লিখিয়াছিল যে, এক ব্যক্তি তাঁহার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবীর অস্বীকারকারী ছিল : তখন আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইল যে, এই অস্বীকারকারী প্লেগে মারা যাইবে। বস্তুতঃ সে প্লেগে মারা গেল। কিন্তু এখন নিজেই ঔদ্ধত্যের সহিত ধর্মত্যাগী হইয়া গালি-গালাজ করিতেছে, ভয়ঙ্কর কটু কথা বলিতেছে এবং মিথ্যা অপবাদ লাগাইতেছে। এখন কি প্লেগের সময় পার হইয়া গিয়াছে ?

ইহাতো আমি বলিয়াছি যে, ঐ বিষয়, যাহার নাম তওহীদ, যাহা নাজাতের (মুক্তির) জননী এবং যাহা শয়তানী তওহীদ হইতে একটি পৃথক বিষয়, তাহা যুগ-নবীর অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা ব্যতিরেকে এবং তাহার (সাঃ) অনুবর্তিতা ছাড়া লাভ করা যায় না। রসূলের অনুবর্তিতা ছাড়া কেবল শুষ্ক তওহীদ কোন বস্তুই নহে ; বরং ইহা ঐ মৃতের ন্যায় যাহার মধ্যে আত্মা নাই। এখন এই কথা বলা বাকী রহিয়া গিয়াছে যে, কুরআন শরীফ কি আমার বর্ণনানুযায়ী মানুষের নাজাতকে রসূলের অনুবর্তিতার সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন, অথবা কোরআনের শিক্ষা ইহার বিপরীত ? অতএব এই বিষয়টি বুঝানোর জন্য আমি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পেশ করিতেছি ঃ

(১) আল্লাহ্‌র বাণী - قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - الجزو

(পারা ১৮, সূরা আল্ নূর আয়াত ৫৫)। অনুবাদ ঃ বল, খোদার আজ্ঞানুবর্তিতা কর এবং রসূলের আজ্ঞানুবর্তিতা কর। প্রমাণিত বিষয় ইহাই যে, খোদার আদেশাবলী হইতে পশ্চাদগামী হওয়া পাপ ও জাহান্নাম প্রবেশের কারণ। এই ব্যাপারে যেভাবে খোদা স্বীয় আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য আদেশ দেন, তদ্রূপেই রসূলের আজ্ঞানুবর্তিতার জন্য আদেশ দেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় সে এইরূপ অপরাধ করে যাহার শাস্তি জাহান্নাম।

(২) আল্লাহ্‌র বাণী –

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - الجزو

(পারা ২৬, সূরা আল্-হুজুরাত ঃ আয়াত ২)

অনুবাদ ঃ হে ঈমানদারেরা ! খোদা ও রসূলের আদেশকে ছাড়াইয়া কিছু করিও না। অর্থাৎ খোদা ও রসূলের সঠিক আদেশের উপর চল এবং অবাধ্যতার ক্ষেত্রে খোদাকে ভয় কর। খোদা শুনেনও এবং জানেনও। এখন প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি কেবল নিজের শুষ্ক তওহীদের উপর ভরসা করিয়া (যাহা প্রকৃতপক্ষে তওহীদই নহে) রসূল হইতে নিজেকে উর্দ্ধে মনে করে, রসূলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, নিজেকে তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া নেয়, এবং ঔদ্ধত্যের সহিত সম্মুখে অগ্রসর হয়, সে খোদার অবাধ্য এবং নাজাত তাহার নসীব হয় না।

(৩) আল্লাহ্‌র বাণী - مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ - الجزو

(পারা ১, সূরা আল্ বাকারা আয়াত ৯৯)।

অনুবাদ ঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণ এবং তাঁহার পয়গম্বরগণ এবং জিব্রাইল এবং মিকাইলের দুশমন, খোদা নিজেই এইরূপ কাফেরের দুশমন। এখন প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি শুষ্ক তওহীদে বিশ্বাসী কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্বীকারকারী, সে প্রকৃতপক্ষে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুশমন। অতএব এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী খোদা তাহার দুশমন এবং খোদার দৃষ্টিতে সে কাফের। এমতাবস্থায় সে কীভাবে নাজাত পাইতে পারে ?

(৪) আল্লাহ্‌র বাণী -

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (الجز)

(পারা ৫, সূরা আল্ নেসা, আয়াত ১৩৭)।

অনুবাদ ঃ হে মানুষ যাহারা ঈমান আনিয়াছে ! খোদা, তাঁহার রসূল এবং তাঁহার এই কেতাবের (ধর্মগ্রন্থের-অনুবাদক) উপর ঈমান আন, যাহা তাঁহার রসূলের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআন শরীফের উপর এবং সকল কেতাবের উপর ঈমান আন যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে (অর্থাৎ তওরাত প্রভৃতির উপর)। যে ব্যক্তি খোদার উপর এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণের উপর এবং তাঁহার রসূলগণের উপর এবং পরকালের উপর ঈমান আনিবে না, সে সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ সে নাজাত হইতে বঞ্চিত রহিল।

(৫) আল্লাহ্‌র বাণী –

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (الجزو)

(সূরা আহযাব, ২২ পারা ৩৭ আয়াত)

অনুবাদ ঃ কোন মোমেন বা মোমেনাকে যখন খোদা এবং তাঁহার রসূল কোন আদেশ দেন তখন এই আদেশ বাতিল করার কোন অধিকার তাহাদের নাই। যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহার রসূলের অবাধ্যতা করে সে সত্য হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ তাহার নাজাতের সৌভাগ্য হইল না। কেননা, নাজাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জন্য।

(৬) আল্লাহ্‌র বাণী وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (الجز)

(সূরা আন্ নেসা ২য় পারা ১৫ আয়াত)

অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার সীমা হইতে বাহির হইয়া যায় খোদা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সে সর্বদা জাহান্নামে এবং তাহার উপর লাঞ্ছনাকারী শাস্তি অবতীর্ণ হইবে ।

এখন দেখ, রসূলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার দরুন ইহার চাইতে অধিক আর কি সতর্কবাণী হইবে যে, মহা প্রতাপশালী খোদা বলেন, যে ব্যক্তি রসূলের অবাধ্যতা করে তাহার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের ওয়াদা আছে। কিন্তু মিঞা আব্দুল হাকিম বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর অস্বীকারকারী এবং অবাধ্য, যদি সে তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে সে নিঃসন্দেহে বেহেশ্তে যাইবে। আমি জানি না তাহার পেটে কি ধরনের তওহীদ আছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও, যিনি তওহীদের উৎস, সে বেহেশ্‌ত পর্যন্ত পৌছিতে পারে।

لعنت الله على الكاذبين

(অর্থ ঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত–অনুবাদক)

(৭) আল্লাহ্‌র বাণী – وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله (الجز)

(সূরা নেসা ৫ পারা ৬৫ আয়াত)

অনুবাদ ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক নবীকে আমি এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি, যেন খোদার আদেশে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করা হয়।

এখন প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী নবীর আজ্ঞানুবর্তিতা অবশ্য কর্তব্য। অতএব যে ব্যক্তি নবীর আজ্ঞানুবর্তিতার বাহিরে থাকিবে সে কীভাবে নাজাত পাইতে পারে।

(৮) আল্লাহ্‌র বাণী – قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذ

نوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكفرين (الجز)

(সূরা আলে্ ইমরান ৩ পারা ৩২-৩৩ আয়াত)

অনুবাদ ঃ তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস এবং আমার অনুবর্তিতা কর, যেন খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং খোদা ক্ষমাকারী ও দয়ালু। তাহাদিগকে বল, খোদা ও রসূলের আজ্ঞানুবর্তিতা কর। সুতরাং যদি তাহারা আজ্ঞানুবর্তিতা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে খোদা কাফেরদিগকে বন্ধু হিসাবে রাখেন না। এই সকল আয়াত হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাপের ক্ষমা এবং খোদাতা'লার ভালবাসা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার সহিত সম্পৃক্ত। এবং যাহারা ঈমান আনে না তাহারা কাফের।

(৯) আল্লাহ্‌র বাণী –

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله

ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا

بين ذالك سبيلا - اولئك هم الكفرون حقا واعتدنا للكفرين
عذابا مهينا - والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم
اولئك سوف يؤتيهم اجورهم (الخ

(সূরা আন্ নেসা, ৬ পারা ১৫১-১৫৩ আয়াত)

অনুবাদ ঃ ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা খোদা ও রসূলের অস্বীকারকারী, খোদা ও তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং বলে যে, কাহারো কাহারো উপর আমরা ঈমান আনিব এবং কাহারো কাহারো উপর ঈমান আনিব না, অর্থাৎ কেবল খোদাকে মানা বা কেবল কোন কোন রসূলের উপর ঈমান আনা যথেষ্ট এবং ইহা জরুরী নহে যে, খোদার সহিত রসূলের উপর ঈমান আনিতে হইবে বা সকল নবীর উপর ঈমান আনিতে হইবে, এবং খোদার হেদায়াত পরিত্যাগ করিয়া মাঝামাঝি ধর্ম গ্রহণ করিতে চাহে, ইহারাই পাকা কাফের ; এবং আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা খোদা ও রসূলের উপর ঈমান আনে, খোদা ও তাঁহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে না যে, কেবল খোদার উপর ঈমান আনিবে, কিন্তু তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনিবে না এবং না এই পার্থক্য পসন্দ করে যে, কোন কোন রসূলের উপর ঈমান আনিবে এবং কোন কোন রসূল হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে, তাহাদিগকে খোদা তাহাদের পুরস্কার দিবেন।

এখন কোথায় ধর্মত্যাগী মিঞা আব্দুল হাকিম খান, যে আমার এই লেখার দরুন আমার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে ? এখন চক্ষু মেলিয়া দেখা উচিত কীভাবে খোদার স্বীয় সত্তার উপর ঈমান আনার সহিত রসূলগণের উপর ঈমান আনাকে সম্পৃক্ত করিয়াছেন। ইহার রহস্য এই যে, মানুষের তওহীদ গ্রহণে যোগ্যতা ঐ আগুনের ন্যায় রাখা হইয়াছে, যাহা পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। রসূলের অস্তিত্ব চকমকির ন্যায় যাহা এই পাথরকে আঘাত করিয়া ঐ আগুনকে বাহিরে লইয়া আনে। সুতরাং ইহা কখনো সম্ভব নহে যে, রসূলের চকমকি ব্যতীত ওহীদের আগুন কোন হৃদয়ে সৃষ্টি হইতে পারে। তওহীদকে কেবল রসূলই যমীনে আনয়ন করেন এবং তাহাদের মাধ্যমেই ইহা লাভ করা যায়। খোদা গুপ্ত। তিনি স্বীয় চেহারা রসূলের মাধ্যমে দেখাইয়া থাকেন। *

---

* টীকা ঃ কোন এক সময় এইরূপ ঘটিল যে, দরূদ শরীফ পড়ার ব্যাপারে অর্থাৎ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণে এক সময় পর্যন্ত আমি অত্যন্ত নিমগ্ন ছিলাম। কেননা, আমার বিশ্বাস ছিল যে, খোদাতা'লার পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পথ। ইহা নবী করীম (সাঃ)-এর উসিলা ছাড়া পাওয়া সম্ভব নহে, যেমন খোদাও বলেন, وابتغوا اليه الوسيلة (সূরা আল্ মায়েদা, আয়াত ৩৬, অর্থ ঃ- এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অবলম্বন কর–অনুবাদক)। অতঃপর এক দীর্ঘ সময় পরে কাশ্‌ফী (দিব্য-দর্শন) অবস্থায় আমি দেখিলাম দুইজন মশক বহনকারী আসিলেন। একজন অভ্যন্তরীণ রাস্তা দিয়া এবং অন্য জন বাহিরের রাস্তা দিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করেন। তাহাদের স্কন্ধে জ্যোতির মশক ছিল।

তাহারা বলিলেন, هذا بما صليت على محمد (অর্থ ঃ ইহা উহাই, যাহা তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) -এর প্রতি দরূদরূপে প্রেরণ করিতেছিলে – অনুবাদক)।

(১০) আল্লাহ্‌র বাণী –

يَـٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (الخ

(সূরা আন্ নেসা ৬ পারা ৭১ আয়াত)

অনুবাদ ঃ হে মানুষেরা ! তোমাদের নিকট সত্য সহকারে রসূল আসিয়াছেন। অতএব তোমরা এই রসূলের উপর ঈমান আন। ইহার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত আছে। যদি তোমরা কুফরী অবলম্বন কর তবে খোদা তোমাদের কি পরোয়া করেন। যমীন ও আকাশ সব তাঁহার এবং সব কিছু তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করিতেছে। খোদা সর্বজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ বিচারক।

(১১) আল্লাহ্‌র বাণী –

كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ۔ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ۔ (الخ

(সূরা আল্ মুলক্ ২৯ পারা ৯ আয়াত)

অনুবাদ ঃ এবং যখন কাফেরদের কোন দল দোযখে পড়িবে তখন যে সকল ফিরিশ্‌তা দোযখে নিয়োজিত আছে তাহারা দোযখবাসীদিগকে বলিবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেন নাই ? তাহারা বলিবে, হাঁ, আসিয়া তো ছিল। কিন্তু তাহাকে অস্বীকার করিয়াছি এবং আমরা বলিয়াছি যে, খোদা কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। এখন দেখ এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দোযখবাসী এই জন্যে দোযখে পড়িবে যে, তাহারা যুগের নবীকে গ্রহণ করিবে না।

(১২) আল্লাহ্‌র বাণী –

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا (الخ

(সূরা আল্ হুজুরাত ২৬ পারা ১৬ আয়াত)

অনুবাদ ঃ মোমেন ঐ সকল ব্যক্তি, যাহারা খোদা ও রসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে পড়ে না। ইহা ব্যতীত কেহ মোমন নহে। দেখ, এই আয়াতে খোদাতা'লা চৌহদ্দী ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে, খোদার দৃষ্টিতে মোমেন তাহারাই যাহারা কেবল খোদার উপর ঈমান আনে না, বরং খোদা ও রসূল উভয়ের উপর ঈমান আনে। তাহা হইলে রসূলের উপর ঈমান আনা ব্যতীত নাজাত কীভাবে লাভ করা যাইতে পারে এবং রসূলের উপর ঈমান আনা ব্যতীত কেবল তওহীদ কী কাজে আসিতে পারে ?

(১৩) আল্লাহ্‌র বাণী –

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ (الخ

(সূরা আত তওবা ১০ পারা ৫৪ আয়াত)

অর্থাৎ কাফেরদের নিকট হইতে অর্থ দান না গ্রহণ করার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা খোদা ও তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে। এখন দেখ, এই আয়াত হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল লোক রসূলের উপর ঈমান আনে না তাহাদের আমল (সৎ কাজসমূহ) বিনষ্ট হইয়া যায়। খোদা তাহাদিগকে গ্রহণ করেন না। যদি আমলই বিনষ্ট হইয়া যায় তবে নাজাত কীভাবে হইবে ? *

(১৪) আল্লাহ্‌র বাণী –

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ الخ

(সূরা মোহাম্মদ ২৬ পারা ৩ আয়াত)

অনুবাদ ঃ যে সকল লোক ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর যে বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে–উহার উপর ঈমান আনে এবং ইহাই সত্য, এইরূপ লোকদের পাপ খোদা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের হৃদয়ের সংশোধন করিয়া দিবেন। এখন দেখ, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার দরুন কীভাবে খোদাতা'লা স্বীয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, তাহাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং নিজেই তাহাদের অন্তর পবিত্রকরণের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে বলে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার আমার কোন প্রয়োজন নাই এবং অহংকার ও দম্ভের সহিত নিজেকে কিছু একটা মনে করে। সাদী (রহঃ) সত্য কথা বলিয়াছেন ঃ

محال ست سعدی کہ راہِ صفا   تواں رفت جز در پئے مصطفٰی
بر د مہر آں شاہ سوئے بہشت   حرام است بر غیر بوئے بہشت

অর্থ ঃ – অসম্ভব, হে সাদী, অসম্ভব। মোস্তফা (সাঃ)-এর শিক্ষাঙ্গণের দ্বারে না আসিয়া এবং সেই বাদশাহ্‌র অংগুরি মোহর ধারণ না করিয়া কেহই বেহেশ্‌তের পানে সঠিক, সরল ও সোজা পথে পথ চলিতে পারিবে না। কেননা, বহিরাগতের জন্য বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পাওয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।'

(১৫) আল্লাহ্‌র বাণী

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ الخ

(পারা ১০, সূরা তওবা, আয়াত ৬৪)।

---

* টীকা ঃ এই সকল আয়াত ঐ সকল লোক সম্পর্কে যাহারা রসূলের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হইয়াছে এবং রসূলের আহ্বান তাহাদের নিকট পৌছিয়াছে। সে সকল লোক যাহারা রসূলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত এবং তাহাদের নিকট আহ্বান পৌছায় নাই', তাহাদের সম্পর্কে আমি কিছু বলিতে পারি না। তাহাদের অবস্থা খোদা জানেন। তিনি তাহাদের সহিত ঐ আচরণ করিবেন, যাহা তাঁহার দয়া ও সুবিচারের প্রেক্ষিতে হইবে।

অনুবাদ ঃ এই সকল লোক কি জানে না, যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে খোদা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সে তথায় সর্বদা থাকিবে। ইহা একটি বড় লাঞ্ছনা। এখন বলুন মিঞা আবদুল হাকিম খান আপনার রায়, আপনি কি খোদার এই আদেশ গ্রহণ করিবেন, না কি এই সকল আয়াতের সতর্ক বাণী নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া লইবেন ?

(১৬) আল্লাহ্‌র বাণী –

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَآ آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُوْٓا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ (الجز

(পারা ৩ সূরা ৩ আলে ইমরান আয়াত ৮২)

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন খোদা সকল নবীর নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, যখন আমি তোমাদিগকে কেতাব ও জ্ঞান দিব এবং অতঃপর তোমাদের নিকট শেষ যুগে আমার রসূল আসিবেন, যিনি তোমাদের কেতাবসমূহের সত্যায়ন করিবেন, তাঁহার উপর তোমাদিগকে ঈমান আনিতে হইবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে এবং বলেন, তোমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করিলে ? তাহারা বলিল, আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম। তখন খোদা বলিলেন, এখন তোমরা নিজেদের প্রতিজ্ঞার সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত এই ব্যাপারে সাক্ষী রহিলাম।

এখন প্রতীয়মান হয় যে, নবীগণ তো নিজ নিজ যুগে মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন ; এই আদেশ প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য যে, যখন ঐ রসূলের আবির্ভাব হইবে তখন তাঁহার উপর ঈমান আন ; নতুবা পাকড়াও হইবে। এখন বল 'নিম মোল্লা খত্‌রা ঈমান' (অর্থাৎ অর্ধ শিক্ষিত লোক ঈমানের জন্য বিপজ্জনক – অনুবাদক) মিঞা আব্দুল হাকিম খান, যদি কেবল শুষ্ক তওহীদ দ্বারা নাজাত লাভ করা সম্ভব হইবে তবে খোদাতা'লা এইরূপ লোককে কেন পাকড়াও করিবেন, যদিও তাহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনে না, কিন্তু খোদার তওহীদে বিশ্বাসী ?

এতদ্ব্যতীত তওরাত (দ্বিতীয় বিবরণ)-এর ১৮ অধ্যায়ে এইরূপ একটি আয়াত মজুদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ আখেরুজ্জামান নবীকে মানিবে না আমি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিব। অতএব যদি কেবল তওহীদই যথেষ্ট হইবে তবে কেন এই কৈফিয়ৎ তলব করা হইবে ? খোদা কি নিজের কথা ভুলিয়া যাইবেন ? আমি প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন শরীফ হইতে কয়েকটি আয়াত লিখিলাম। নতুবা কুরআন শরীফ এই জাতীয় আয়াতে ভরপুর। বস্তুতঃ কুরআন শরীফ এই জাতীয় আয়াত দ্বারাই শুরু হইয়াছে, যেমন তিনি বলেন,

اهدنا الصراط المستقيم۔ صراط الّذين انعمت عليهم

(সূরা ফাতেহা, আয়াত ৬-৭)। *

---

* টীকা ঃ ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, যখন মানুষ সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন সৎকর্ম সম্পাদনের দরুন খোদাতা'লার তরফ হইতে সে একটি পুরস্কার লাভ করে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র

অর্থাৎ, হে আমাদের খোদা ! আমাদিগকে নবী ও রসূলগণের পথে চালাও, যাহাদিগকে তুমি পুরস্কার ও আশিস দান করিয়াছ।

এখন এই আয়াত, যাহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পড়া হয়, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, খোদার আধ্যাত্মিক পুরস্কার যাহা আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান ও খোদার ভালবাসা কেবলমাত্র নবী ও রসূলগণের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, না অন্য কোন মাধ্যমে। আমি জানি না মিঞা আবদুল হাকিম খান আদৌ নামায পড়েন কি না। যদি তিনি নামায পড়িতেন তবে এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে অনবহিত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন তাহার দৃষ্টিতে তওহীদই যথেষ্ট তবে নামাযের কি প্রয়োজন ? নামায তো রসূলের উপাসনার একটি পদ্ধতি। যাহার রসূলের অনুবর্তিতার কোন প্রয়োজন নাই, তাহার নামাযের কি প্রয়োজন ? তাহার দৃষ্টিতে তো একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মণও নাজাতপ্রাপ্ত। সে কি নামায পড়ে ? তাহার মতে এক ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়াও নিজের শুষ্ক তওহীদের দরুন নাজাত পাইতে পারে * * এবং এইরূপ ব্যক্তিও নাজাত পাইতে পারে, যে ইহুদী বা খৃষ্টান বা আর্য সমাজীদের মধ্যে একেশ্বরবাদী যদিও সে ইসলামের অস্বীকারকারী, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দুশমন। এমতাবস্থায় তাহার এই রায়ই হইবে যে, নামায পড়া অর্থহীন এবং রোযা রাখা নিরর্থক ব্যাপার। কিন্তু একজন মোমেনের জন্য কেবল এই আয়াতই যথেষ্ট যাহা দ্বারা জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক সম্পদের মালিক কেবল নবী ও রসূলগণ এবং প্রত্যেকে তাঁহাদের অনুবর্তিতায় অংশ লাভ করে।

অতঃপর সূরা বাকারার শুরুতে এই আয়াত আছে,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ৩-৬)।

বিধান এই যে, খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তিকে কেবল এই সীমা পর্যন্ত রাখা হয় না, যে সীমা পর্যন্ত সে নিজ চেষ্টায় চলে এবং নিজ চেষ্টায় অগ্রসর হয়, বরং যখন তাহার প্রচেষ্টা শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং মানবীয় শক্তির কাজ শেষ হইয়া যায় তখন খোদার কৃপা তাহার সত্তায় নিজের কাজ করে এবং আল্লাহ্র হেদায়াত তাঁহাকে ঐ পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞান, সৎকর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি দান করেন, যে পর্যায় পর্যন্ত সে নিজ প্রচেষ্টায় পৌছিতে পারিত না ; যেমন অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্তা'লা বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আল আনকবুত, আয়াত ৭০)। অর্থাৎ, যে সকল লোক আমার পথে যথাসাধ্য চেষ্টা করে এবং যাহা কিছু তাহাদের দ্বারা ও তাহাদের শক্তির দ্বারা করা সম্ভব তাহা তাহারা করে, তখন আল্লাহ্তা'লার দয়ার হাত তাহাদের হাত ধরে এবং যে কাজ তাহাদের দ্বারা করা সম্ভব হইত না তাহা তিনি নিজেই করিয়া দেখান।

** টীকা ঃ আবদুল হাকিম খানের লেখা হইতে মনে হয় তাহার দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের জন্য ইহাও একটি কারণ যে, যে ব্যক্তি স্বীয় মতানুযায়ী ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ পায় নাই সে ইসলাম ত্যাগ করিয়াও নাজাত পাইতে পারে। কেননা, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় নাই। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা উচিত ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ে পৌছার জন্য কি পরিমাণ দলিল প্রমাণ তাহার নিকট আছে।

অনুবাদ ঃ এই কিতাব সন্দেহ ও সংশয় হইতে পবিত্র। ইহাতে মোত্তাকীগণের জন্য হেদায়াত আছে। মোত্তাকী ঐ সকল লোক, যাহারা খোদার উপর (যাঁহার সত্তা গুপ্ত হইতে গুপ্ততর) ঈমান আনে ও নামায কায়েম করে, নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে খোদার রাস্তায় কিছু দান করে এবং ঐ কিতাবের উপর ঈমান আনে যাহা তোমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ঐ সকল কিতাবের উপর ঈমান আনে যাহা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল লোকই খোদার তরফ হইতে হেদায়াত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহারাই নাজাতপ্রাপ্ত হইবে।

হে ধর্মত্যাগী মিয়া আবদুল হাকিম ! উঠ এবং চক্ষু মেলিয়া দেখ খোদাতা'লা এই সকল আয়াতে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন এবং নাজাত পাওয়া কেবল এই বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ খোদাতা'লার কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহার উপাসনা করিবে। খোদাতা'লার কথায় ক্রটি-বিচ্যুতি ও স্ববিরোধিতা থাকিতে পারে না। অতএব, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ জাল্লাশানু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার সহিত নাজাতকে সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেক্ষেত্রে এই সকল আয়াতের সন্দেহাতীত দলিলকে অস্বীকার করিয়া সন্দেহের দিকে দৌড়ানো বেঈমানী। সন্দেহের দিকে ঐ সকল লোক দৌড়ায় যাহাদের হৃদয় কপটতার ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত।

এই সকল আয়াতে তত্ত-জ্ঞানের বিষয়টি প্রচ্ছন্ন আছে। উপরোল্লিখিত প্রশংসিত আয়াতে খোদাতা'লা বলেন,

الٓمٓ۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ ইহা ঐ সকল কিতাব যাহা খোদার জ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু ইহার জ্ঞানও বিস্মৃতি হইতে পবিত্র, সেহেতু এই কিতাব প্রত্যেক সন্দেহ ও সংশয় হইতে মুক্ত। যেহেতু খোদাতা'লার জ্ঞান মানুষের পরিপূর্ণতার জন্য নিজের মধ্যে এক পরিপূর্ণ শক্তি ধারণ করে, সেহেতু এই কিতাব মোত্তাকীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ হেদায়াত *। ইহা তাহাদিগকে ঐ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়, যাহা মানব প্রকৃতির উন্নতির জন্য শেষ পর্যায়। খোদা এই সকল আয়াতে বলেন, মোত্তাকী সে, যে লুক্কায়িত খোদার উপর

টীকা ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিতাবের চারিটি মৌলিক উপাদান পরিপূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ কিতাবকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। এই জন্য খোদাতা'লা এই আয়াতে কুরআন শরীফের চারিটি মৌলিক উপাদানের কথা বলিয়া দিয়াছেন। এই চারিটি মৌলিক উপাদান হইল ঃ (১) কর্তার ব্যক্তিত্ব, (২) বস্তুর কারণ, (৩) শব্দ চয়নের কারণ, (৪) মার্গের কারণ। চারিটি উপাদানের প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে। অতএব 'আলিফ লাম' কর্তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতার প্রতি ঈঙ্গিত করিতেছে। ইহার অর্থ

انا الله اعلم অর্থাৎ আমি সেই খোদা যে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি। অতএব যেহেতু খোদা এই কিতাবের কর্তা, সেই হেতু এই কিতাবের কর্তা অন্য যে কোন কর্তা হইতে শক্তিশালী এবং পরিপূর্ণ। বস্তুর কারণে পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে এই বাক্য - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ অর্থাৎ ইহা ঐ কিতাব, যাহা খোদার জ্ঞান দ্বারা অস্তিত্বের পোষাক পরিধান করিয়াছে এবং ইহাতেকোন সন্দেহ নাই যে, খোদাতা'লার জ্ঞান সকলজ্ঞান হইতে পরিপূর্ণ। শব্দ চয়নের কারণের পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে এই বাক্য - لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ এই কিতাব সকল ভুল-ক্রটি ও সন্দেহ-সংশয় হইতে পবিত্র। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, যে কিতাব খোদাতা'লার জ্ঞানে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা স্বীয় সত্যতায় এবং সকল দোষ-ক্রটি হইতে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় এবং সন্দেহাতীত হওয়ার ক্ষেত্রে চরম ও পরম মার্গের কারণে পরিপূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই বাক্য - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ এই হেদায়াতের কিতাব কামেল মোত্তাকীগণের জন্য এবং মানুষের প্রকৃতির জন্য যতখানি অধিক হইতে অধিকতর হেদায়াত সম্ভব হইতে পারে তাহা এই কিতাবের মাধ্যমে হয়।

ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, নিজের ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদার পথে দান করে, এবং কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনে ;সেই ব্যক্তিই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে ব্যক্তিই নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। এই সকল আয়াত হইতে জানা গেল যে, নবী করীমের উপর ঈমান আনা ছাড়া এবং তাঁহার হেদায়াত নামায ইত্যাদি পালন না করিলে নাজাত লাভ করা যায় না। ঐ সকল লোক মিথ্যাবাদী, যাহারা নবী করীমের (সাঃ) আঁচল পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক তওহীদের নাজাত অন্বেষণ করে। কিন্তু এ বিষয়টির সমাধান হইতে হইবে যে, ঐ সকল লোক যাহারা এইরূপ সত্যনিষ্ঠ যে, তাহারা গোপন খোদার উপর ঈমান আনে, নামায আদায় করে, রোযাও রাখে, নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে খোদার রাস্তায় কিছু দান করে, এবং কুরআন শরীফ ও পূর্বের কিতাবসমূহের উপর ঈমানও রাখে, সেস্থলে এই বলা যে هدًى لِّلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ তাহাদিগকে এই কিতাব হেদায়াত দিবে, ইহার অর্থ কী ? তাহারা তো এই সকল আদেশ পালন করিয়া পূর্ব হইতে হেদায়াত প্রাপ্ত। অর্জিত বস্তুকে অর্জন করা একটি নিরর্থক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

ইহার উত্তর এই যে, ঈমান আনা এবং সৎকাজ কম্পাদন করা সত্ত্বেও ঐ সকল লোক পরিপূর্ণ দৃঢ়চিত্ততা ও পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য মুখাপেক্ষী, যাহার পথ-নির্দেশনা কেবল মাত্র খোদাই করিয়া থাকেন। ইহাতে মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন সুযোগ নাই। দৃঢ়চিত্ততা দ্বারা এই কথা বুঝায় যে, এইরূপ ঈমান হৃদয়ে গাঁথিয়া যাইবে যেন কোন পরীক্ষার সময় পদস্খলন না হয়, এইরূপ পদ্ধতিতে ও এইরূপে সৎকাজ সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে এই সকল কাজে স্বাদ সৃষ্টি হয় এবং পরিশ্রম ও তিক্ততার অনুভূতি না আসে এবং এই সকল কাজ ছাড়া বাঁচাই যায় না, যেন এই সকল সৎকাজ আত্মার খাদ্য হইয়া যায়, ইহার আহারে পরিণত হয় এবং ইহার জন্য সুমিষ্ট পানিতে পরিণত হয় এবং ইহা ছাড়া জীবিত থাকা যায় না। মোট কথা, দৃঢ়চিত্ততার ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত, যাহা মানুষ নিজেদের চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং যেমন কিনা একদিক হইতে আত্মায় খোদা আশিস বর্ষণ করেন তেমনি অন্যদিকে খোদার তরফ হইতে এ অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততাও সৃষ্টি হইয়া যায়।

উন্নতি দ্বারা এই কথা বুঝায় যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত ইবাদত ও ঈমান ছাড়াও ঐ অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা কেবল খোদাতা'লার দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে। বলা বাহুল্য, খোদাতা'লার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা ও বুদ্ধি-বিবেচনা এই সীমা পর্যন্ত পথ দেখায় যে, যে লুক্কায়িত খোদার চেহারা দেখা যায় নাই তাঁহার উপর ঈমান আনিতে হইবে। শরীয়ত মানুষকে তাহার ক্ষমতার অধিক কষ্ট দিতে চাহে না। এই কারণেই শরীয়ত মানুষকে স্বীয় শক্তিতে অদৃশ্যের উপর অধিক ঈমান অর্জন করিতে বাধ্য করে না। হ্যাঁ, সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে এই আয়াতে এ ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তাহারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে দৃঢ় হইয়া যাইবে এবং যাহা কিছু তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় করিতে পারে তাহা করিবে তখন খোদা তাহাদিগকে ঈমানের অবস্থা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের ঈমানে অন্য একটি রং সৃষ্টি করিয়া দিবেন। কুরআন শরীফের সত্যতার ইহা একটি নিদর্শন যে, যাহারা খোদার দিকে আসে তিনি তাহাদিগকে ঈমান ও সৎকাজের ঐ পর্যায় পর্যন্ত রাখিতে চাহেন না, যে পর্যায়ে তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় পৌঁছিয়া থাকে। কেননা, যদি এইরূপই হয় তবে কীভাবে বুঝা যাইবে যে, খোদা আছেন। বরং তিনি মানবীয় প্রচেষ্টার উপর নিজের তরফ হইতে একটি ফল উৎপাদন

করেন, যাহাতে খোদায়ী চমক ও খোদায়ী প্রভাব থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, মানুষ খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে এই গোপন খোদার উপর ঈমান আনার অধিক আর কি করিতে পারে, যাঁহার সত্তা সম্পর্কে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সাক্ষী। কিন্তু মানুষের এই শক্তি নাই যে, সে কেবল নিজের পদক্ষেপে নিজের চেষ্টায় এবং নিজের বাহু বলে ঐশী জ্যোতিঃ সম্পর্কে জ্ঞাত হইবে, ঈমানের অবস্থা হইতে তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছিয়া যাইবে, এবং পর্যবেক্ষণ ও দিব্যদর্শনের অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিবে।

অনুরূপভাবে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা ইহার চাইতে অধিক কি করিতে পারে যে, যতদূর সম্ভব পাক-পবিত্র ও বিপদ মুক্ত হইয়া নামায আদায় করিবে, নামায যেন পতিত অবস্থায় না থাকে সেই চেষ্টা করিবে, এবং ইহার যতগুলি স্তম্ভ আছে, যেমন মর্যাদাশালী খোদার প্রশংসা, স্তুতি, তওবা, ইস্তেগফার, দোয়া, দরূদ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগসহ আদায় করিবে। কিন্তু ইহাতো মানুষের শক্তিতে নাই যে, সে এক অসাধারণ ব্যক্তিগত ভালবাসা, বিগলিত চিত্ততা ও বিলীনতায় ভরপুর আগ্রহ ও উদ্দীপনাসহ এবং প্রত্যেক পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইয়া খোদার দরবারে উপস্থিত হওয়ার মত অবস্থা নামাযে সৃষ্টি করিবে যেমন সে খোদাকে দেখিতেছে। কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যতক্ষণ নামাযে এই অবস্থা সৃষ্টি না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি হইতে মুক্ত নহে। এই কারণেই খোদাতা'লা বলেন, মোত্তাকী সে, যে নামাযকে দাঁড় করায় এবং ঐ বস্তুকেই দাঁড় করানো হয় যাহা পড়িয়া যাইতে প্রস্তুত। অতএব يقيمون الصلوة আয়াতের -অর্থ এই যে, তাহাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব তাহারা নামায কায়েম করার চেষ্টা করে এবং পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার মাধ্যমে তাহা করে। কিন্তু খোদাতা'লার ফযল ছাড়া মানবীয় চেষ্টা নিষ্ফল হয়। এই জন্য ঐ মেহেরবান ও দয়ালু খোদা বলেন, هدًى للمتقين অর্থাৎ যতখানি সম্ভব তাকওয়ার (খোদা-ভীরুতার) পথে তাহারা নামায কায়েম করার জন্য চেষ্টা করিবে। অতঃপর যদি তাহারা আমার কালামের (কথার) উপর ঈমান আনে তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে কেবল তাহাদের চেষ্টা পরিশ্রমের উপরই ছাড়িয়া দিব না বরং আমি নিজেই তাহাদিগকে সাহায্য করিব। তখন তাহাদের নামায অন্য একটি রং ধারণ করিবে এবং তাহাদের মধ্যে অন্য একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা তাহাদের ধ্যান-ধারণাও ছিল না। এই ফযল কেবল এই জন্য হইবে যে, তাহারা খোদাতা'লার কালাম কুরআন শরীফে ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল তাঁহার (অর্থাৎ খোদার–অনুবাদক) নির্দেশ মোতাবেক সৎকাজে মগ্ন ছিল। মোট কথা, নামায সম্পর্কে অধিক যে হেদায়াতের ওয়াদা আছে তাহা এই যে, এতখানি প্রকৃতিগত আবেগের ব্যক্তিগত ভালবাসার ও চিত্তের বিগলিত এবং খোদার সম্মুখে পরিপূর্ণ উপস্থিতির অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে মানুষের চক্ষু নিজের প্রকৃত প্রেমিককে দেখার জন্য খুলিয়া যায় এবং খোদাতা'লার স্নিগ্ধ রূপ অবলোকন করার জন্য এক অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব হয়, যাহা আধ্যাত্মিকতার স্বাদে ভরপুর হইবে এবং জাগতিক পঙ্কিলতা এবং কথা, কাজ, শুনা ও দেখার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের পাপের বিরুদ্ধে হৃদয়ে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ্তালা বলেন, انّ الحسنات يذهبن السيّات (সূরা হূদ, আয়াত ১১৫) অর্থ ঃ নিশ্চয় উত্তম দূরীভূত করে মন্দ কর্মকে (অনুবাদক)।

অনুরূপভাবে মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় আর্থিক কোরবানীর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ইবাদত করিতে পারে তাহা এতখানি যে, সে নিজের পসন্দনীয় ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদার জন্য দেয়। যেমন আল্লাহ্তা'লা এই সূরায় বলেন, وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত-৪) (অর্থ ঃ এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে – অনুবাদক)। অন্য এক জায়গাও আল্লাহ্তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯৩)

(অর্থ ঃ তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ-কর অনুবাদক)। কিন্তু বলা বাহুল্য, যদি আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ এই পরিমাণ (ইবাদত) করে যে, নিজের প্রিয় ও পসন্দনীয় ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদাতা'লার পথে দেয় তবে ইহা কোন উচ্চ মার্গের ব্যাপার নহে। উচ্চ মার্গের ব্যাপার হইবে তখন, যখন সে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ হইতেও হাত গুটাইয়া নেয় এবং তাহার যাহা কিছু আছে তাহা তাহার থাকে না, বরং খোদার হইয়া যায়। এমন কি সে খোদাতা'লার পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্যও প্রস্তুত হইয়া যায়। কেননা, উহাও (অর্থ ঃ আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি–অনুবাদক)-এর অন্তর্ভুক্ত। খোদাতা'লার কথা দ্বারা তিনি কেবল দেরহাম ও দিনার (অর্থাৎ টাকা কড়ি–অনুবাদক) বুঝাইতে চাহেন নাই। বরং ইহা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। প্রত্যেকটি নিয়ামত (পুরস্কার) যাহা মানুষকে দেওয়া হইয়াছে তাহা এই শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মোট কথা, এই জায়গায় هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (অর্থ ঃ-যাহা হেদায়াত (পথ-নির্দেশ) মোত্তাকীগণের জন্য–অনুবাদক) বলার পশ্চাতে খোদাতা'লার ইচ্ছা ইহাই যে, প্রত্যেক প্রকারের নিয়ামত, দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবন, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, শক্তি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি হইতে মানুষকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে এই ক্ষেত্রে মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা কেবল مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (অর্থ ঃ আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে–অনুবাদক) পর্যন্ত নিজের নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে পারে। ইহার অধিক কিছু করা মানবীয় শক্তির আওতার বাহিরে। কিন্তু খোদাতা'লার কুরআন শরীফে ঈমান আনয়নকারীরা যদি مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত নিজেদের নিষ্ঠা প্রকাশ করে তবে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে এই ওয়াদা আছে যে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে এই ধরনের ইবাদতেও উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে। উচ্চ মার্গ এই যে, তাহাদিগকে উৎসর্গের এই শক্তি দেওয়া হইবে * যে, তাহারা মুক্ত মনে বুঝিয়া লইবে তাহাদের

---

* টিকা ঃ ইহার কারণ এই যে, মানবীয় দুর্বলতার দরুন মানুষের প্রকৃতিতে একটি কৃপণতাও আছে যে, যদি তাহার নিকট একটি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে তবুও তাহার মধ্যে কৃপণতার একটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের সমস্ত সম্পদ সে হাত ছাড়া করিতে চাহে না। কিন্তু যখন هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতের দরুন তাহার মধ্যে একটি অযাচিত শক্তি আসিয়া পড়ে তখন তাহার হৃদয় এইভাবে খুলিয়া যায় যে, তাহার সকল কৃপণতা ও আত্মার কামনা-বাসনা দূর হইয়া যায়। তখন সকল সম্পদের চাইতে খোদার সন্তুষ্টি তাহার নিকট অধিক প্রিয় মনে হয় এবং সে পৃথিবীতে সম্পদের নশ্বর ভাণ্ডার জমা করিতে চাহে না। বরং সে আকাশে স্বীয় সম্পদ জমা করে।

যাহা কিছু আছে সবই খোদার এবং কখনো কাহাকেও অনুভব করিতে দিবে না যে, এই সকল বস্তু তাহাদের ছিল যাহার দ্বারা তাহারা মানুষের সেবা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উপকারের মাধ্যমে কখনো কখনো মানুষ কোন ব্যক্তিকে অনুভব করাইয়া দেয় যে, সে নিজের অর্থ সম্পদ অন্যকে দিয়াছে। কিন্তু ইহা একটি ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা। কেননা, যখন সে ঐ জিনিসকে নিজের জিনিস মনে করিবে তখনই সে এইরূপ অনুভব করিবে। অতএব যখন এই আয়াত অনুযায়ী খোদাতায়ালার কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে এই অবস্থা হইতে উন্নতি দান করেন তখন তাহারা নিজেদের সমস্ত জিনিসকে এইভাবে খোদার জিনিস মনে করিবে যে, অন্যকে অনুভব করানোর ব্যাধিও তাহাদের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে থাকিবে এবং মানুষের জন্য এক মাতৃসুলভ সহানুভূতি তাহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হইয়া যাইবে বরং ইহার চাইতেও অধিক এবং কোন জিনিষ তাহাদের নিজেদের থাকিবে না ; বরং সব কিছু খোদার হইয়া যাইবে। ইহা তখনই হইবে যখন তাহারা খাঁটি অন্তঃকরণে কুরআন শরীফ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিবে। ইহা ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব কতখানি পথভ্রষ্ট ঐ সকল লোক, যাহারা কুরআন শরীফ এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা ব্যতীত কেবলমাত্র শুষ্ক তওহীদকে নাজাতের কারণ সাব্যস্ত করে। বরং পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে, এইরূপ লোক উন্নতির কোন এক পর্যায় পর্যন্ত পৌছান তো দূরের কথা, তাহারা না খোদার উপরে খাঁটি ঈমান রাখে এবং না জাগতিক লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা হইতে পবিত্র হইতে পারে। ইহাও সম্পূর্ণরূপে একটি ভ্রান্ত ও অন্তঃসারশূন্য ধারণা যে, মানুষ নিজে নিজেই তওহীদের পুরস্কার লাভ করিতে পারে। বরং তওহীদ খোদার কালামের মাধ্যমে পাওয়া যায়। মানুষ নিজের তরফ হইতে যাহা কিছু বুঝে তাহা শেরেক-মুক্ত নহে। অনুরূপভাবে খোদাতা'লার কেতাবসমূহের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা কেবল এই সীমা পর্যন্ত যাইতে পারে যে, সে তাকওয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার কেতাবের উপর ঈমান আনিবে এবং ধৈর্য সহকারে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে। ইহার অধিক কিছু করা মানুষের শক্তিতে নাই। কিন্তু খোদাতা'লা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে এই ওয়াদা করেন যে, যদি কেহ তাঁহার কেতাব ও রসূলের উপর ঈমান আনে তবে সে অধিক হেদায়াতের যোগ্য হইবে। খোদা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিবেন এবং তাহাকে স্বীয় বাক্যালাপ ও সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত করিবেন। * তিনি তাহাকে বড় বড় নিদর্শন দেখাইবেন। এমনকি সে এই পৃথিবীতে তাঁহাকে দেখিয়া লইবে যে, তাহার খোদা আছেন। সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করিবে। খোদার কালাম বলে, যদি তুমি আমার উপর পরিপূর্ণ ঈমান আন তবে আমি তোমার উপরও অবতীর্ণ হইব। ইহার ভিত্তিতেই হযরত ইমাম জাফর সাদেক রাযি আল্লাহুআনহু বলেন ; আমি এইরূপ নিষ্ঠা, ভালবাসা ও উদ্দীপনার সহিত খোদার কালাম পড়িয়াছি যে, তাহা ইলহামী রঙে আমার মুখেও জারী হইয়া গেল। কিন্তু আফসোস! খোদার বাক্যালাপ কি জিনিস এবং কোন্ অবস্থায় বলা যাইবে, খোদা কোন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করেন

---

* টীকা ঃ প্রকৃতপক্ষে ঐ রং গ্রহণ করা এবং জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়াই পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা। دخلت النار حتى صرت نارا- (অর্থ ঃ আমি আগুনে প্রবেশ করিলাম। এমনকি নিজেই আগুনে পরিণত হইলাম-অনুবাদক)।

তাহা মানুষ বুঝে না। বরং অধিকাংশ নির্বোধ লোক শয়তানী কথাকেও খোদার কালাম মনে করিতে আরম্ভ করে। তাহারা শয়তান ও রহমানি ইলহামের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে রহমানি ইলহাম ও ওহীর জন্য প্রথম শর্ত এই যে, মানুষ কেবল খোদার হইয়া যাইবে এবং শয়তানের কোন অংশ তাহার মধ্যে থাকিবে না। কেননা, যেখানে মৃতদেহ থাকিবে সেখানে নিশ্চয় কুকুরও ভীড় জমাইবে। এই জন্যই খোদাতা'লা বলেন, هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم (সুরা আশ্ শূয়ারা–আয়াত ২২৩)। (অর্থ ঃ – আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানেরা নাযেল হয় ? তাহারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়–অনুবাদক)। কিন্তু যাহার মধ্যে শয়তানের অংশ থাকে না এবং যে হীন জীবন হইতে এইরূপে দূরে সরিয়াছে যেন মরিয়া গিয়াছে, সত্য-নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত হইয়াছে এবং খোদার দিকে আসিয়া গিয়াছে তাহাকে শয়তান আক্রমণ করিতে পারে না। যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেন, ان عبادى ليس لك عليهم سلطان (সূরা আল্ হিজর–আয়াত ৪৩) (অর্থ ঃ নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য হইবে না–অনুবাদক)। যাহারা শয়তানের এবং যাহাদের মধ্যে শয়তানের বৈশিষ্ট্য আছে তাহাদের দিকেই শয়তান দৌড়ায়। কেননা তাহারা শয়তানের শিকার।

এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার বাক্যালাপের মধ্যে একটি বিশেষ বরকত, উদ্দীপনা ও স্বাদ নিহিত থাকে। যেহেতু খোদা শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, সেহেতু তিনি নিজের মোত্তাকী, ন্যায়-নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বান্দাদিগকে প্রার্থনার জবাব দিয়া থাকেন। এই প্রশ্ন-উত্তর কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইতে পারে। যখন বান্দা বিনয় ও নির্ভরশীলতার সহিত একটি প্রশ্ন করে তখন ইহার পর কয়েক মিনিট পর্যন্ত তাহার উপর একটি অচৈতন্যের অবস্থা নামিয়া আসে এবং এই অচেতনতার পর্যায়ে সে উত্তর পাইয়া থাকে। ইহার পর বান্দা যদি অন্য কোন প্রশ্ন করে তবে দেখিতে না দেখিতে তাহার উপর অন্য একটি অচৈতন্যের অবস্থা নামিয়া আসে এবং নিয়ম মাফিক এই পর্যায়ে সে উত্তর পাইয়া যায়। খোদা এতই সম্মানিত, দয়ালু ও সহানুভূতিশীল যে, যদি হাজার বারও এক বান্দা কিছু প্রশ্ন করে তবে সে উত্তর পাইয়া যায়। কিন্তু যেহেতু খোদাতা'লা পরমুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতারও অধিকারী, সেজন্য কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কীভাবে বুঝা যাইবে এই সকল উত্তর খোদাতা'লার পক্ষ হইতে না কি শয়তানের পক্ষ হইতে, তবে বলিব যে, আমি ইহার উত্তর এই মাত্র দিয়াছি।

তাছাড়া শয়তান বোবা। তাহার ভাষায় সাবলিল ধারা থাকে না এবং বোবার ন্যায় তাহার মধ্যে বাগ্মিতাপূর্ণ ও দীর্ঘায়িত কথা বলার শক্তি থাকিতে পারে না। সে কেবল এক নোংরা ভঙ্গিমায় দুই একটি বাক্য হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেয়। তাহাকে আদি হইতে এই শক্তিই দেওয়া হয় নাই যে, সে উত্তম ও জোরালো কথা বলিতে পারে, বা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর সংক্রান্ত বাক্যালাপের ধারা জারী রাখিতে পারে। সে বধিরও। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সে অসহায়ও। সে নিজের ইলহামে

কোন কুদরত ও উচ্চমানের অদৃশ্য সম্পর্কিত ব্যাপারের নমুনা দেখাইতে পারে না। * তাহার গলাও বসা। জোরালো ও উচ্চস্বরে কথা বলিতে পারে না। নপুংশুকদের ন্যায় তাহার গলার আওয়াজ ঢিমা। এই সকল লক্ষণাবলী দ্বারাই শয়তানী ওহীকে সনাক্ত করিয়া লইবে। কিন্তু খোদাতা'লা বোবা, বধির ও নিরুপায়ের ন্যায় নহেন। তিনি শুনেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথায় উদ্দীপনা, প্রতাপ ও উচ্চস্বর থাকে। তাঁহার কথা প্রভাবশীল ও প্রাঞ্জল হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের কথা ঢিমা, নারীসুলভ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রতাপ, উদ্দীপনা ও উচ্চস্বর থাকে না আর না তাহার কথা অনেকক্ষণ চলিতে পারে। সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ্যমান থাকে। কিন্তু খোদার কথায় ক্লান্তি থাকে না। ইহার মধ্যে সর্বপ্রকারের শক্তি থাকে। ইহা বড় বড় অদৃশ্য সম্পর্কিত বিষয়ের ও পরাক্রমশালী ওয়াদার সহিত সম্পৃক্ত থাকে। ইহা হইতে খোদায়ী প্রতাপ, পরাক্রম, কুদরত ও পবিত্রতার সুগন্ধ পাওয়া যায়। শয়তানের কথায় এই সকল বৈশিষ্ট্য থাকে না। উপরন্তু খোদাতা'লার কথায় এক শক্তিশালী প্রভাব সন্নিবেশিত থাকে। ইহা লোহার পেরেকের ন্যায় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহা হৃদয়ে এক পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে এবং হৃদয়কে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে। ইহা যাহার উপর অবতীর্ণ হয় তাহাকে বীর যোদ্ধায় পরিণত করে। এমনকি যদি তাহাকে তীক্ষ্ণ তলোয়ার দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয়, বা তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, বা পৃথিবীতে সম্ভব এরূপ সব ধরনের কষ্ট তাহাকে দেওয়া হয়, এবং সব ধরনের অবমাননা ও লাঞ্ছনা তাহাকে করা হয়, বা তাহাকে অগ্নিকুন্ডে বসাইয়া দেওয়া হয়, বা পোড়াইয়া দেওয়া হয়, সে কখনো বলিবে না ইহা খোদার কথা নহে, যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। কেননা, খোদা তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস

টীকা ঃ প্রশ্ন হইতে পারে, শয়তানী স্বপ্নে বা ইলহামে কোন অদৃশ্যের সংবাদ থাকিতে পারে, কি পারে না। ইহার উত্তর এই যে, কুরআন শরীফ হইতে দেখা যায় শয়তানী স্বপ্নে বা ইলহামে কখনো কখনো অদৃশ্যের সংবাদ তো থাকিতে পারে। কিন্তু উহার মধ্যে ৩টি লক্ষণ থাকে। প্রথমতঃ ঐ অদৃশ্যের সংবাদ কোন শক্তিশালী অদৃশ্য সম্পর্কিত সংবাদ হয় না, যেমন খোদাতা'লার কালামে এই ধরনের অদৃশ্যের সংবাদ থাকে যে, অমুক ব্যক্তি দুষ্টামী হইতে বিরত হয় না ; তাহাকে আমি ধ্বংস করিব। অমুক ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে ; আমি তাহাকে এই প্রকারে সম্মান দান করিব। আমি আমার নবীর সমর্থনে অমুক অমুক নিদর্শন দেখাইব এবং কেহই তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারিবে না। আমি অস্বীকারকারীদিগকে অমুক শাস্তি দিব এবং বিশ্বাসীদিগকে এই ধরনের বিজয় দিব ও সাহায্য করিব। এইগুলি শক্তিশালী অদৃশ্যের সংবাদ যাহাদের মধ্যে ক্ষমতার শক্তি নিহিত আছে। শয়তান এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত: শয়তানী স্বপ্ন বা ইলহাম কৃপণের ন্যায় হইয়া থাকে । ইহাতে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যের সংবাদ থাকে না এবং রহমানী ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তির মোকাবেলায় এইরূপ ব্যক্তি পলায়ন করে। কেননা, রহমানি ইলহাম প্রাপকের মোকাবেলায় তাহার অদৃশ্যের সংবাদ যৎসামান্য হইয়া থাকে, যেমন সমুদ্রের পানির তুলনায় এক ফোটা। তৃতীয়তঃ অধিকাংশ সময় ইহাতে মিথ্যার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু রহমানি স্বপ্ন বা ইলহামের মধ্যে সত্যের প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ সমস্ত ইলহাম পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রহমানি ইলহামের অধিকাংশ সত্য হয় এবং শয়তানী ইলহামে ইহার বিপরীতটি হয়। খোদার তরফ হইতে প্রাপ্ত স্বপ্ন অস্পষ্টভাবে হইয়া থাকে, বা বুঝার ভুলের দরুন কোন ভ্রান্তি ঘটিয়া যায় এবং অজ্ঞ ও নির্বোধেরা এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা মনে করে। এইগুলি কেবল পরীক্ষার জন্য হইয়া থাকে। কোন কোন খোদায়ী ভবিষ্যদ্বাণী সতর্কবাণীরূপে হইয়া থাকে, যাহাকে পিছাইয়া দেওয়া বৈধ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শয়তানী ইলহাম ফাসেক ও অপবিত্র ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক রাখে। কিন্তু রহমানি ইলহাম বিপুল পরিমাণে কেবল ঐ সকল লোকের নিকট হইয়া থাকে যাহারা পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং খোদাতা'লার প্রেমে বিলীন হইয়া যায়।

দান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় চেহারার প্রেমিক করিয়া দেন। সে তাহার প্রাণ, ইজ্জত ও ধন-সম্পদকে শুষ্ক তৃণের ন্যায় মনে করে। সে খোদার আঁচল ছাড়ে না। যদিও সারা বিশ্ব তাহাকে পায়ের নীচে পিষিয়া ফেলিতে চাহে, তথাপি সে (আল্লাহ্‌র উপর) ভরসায়, বীরত্বে ও দৃঢ়চিত্ততায় দৃষ্টান্তহীন হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের নিকট হইতে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এই শক্তি থাকে না। তাহারা ভীরু হইয়া থাকে। কেননা, শয়তান ভীরু।

অবশেষে আমি ইহাও প্রকাশ করিতে চাহি যে, যে বিষয়টি আবদুল হাকিম খানের পথ-ভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে এবং যাহার দরুন তাহার এই ধারণা হইয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই, তাহা কোরআন শরীফের একটি আয়াত ভুল বুঝার দরুন হইয়াছে। ইহা তাহার অল্প বিদ্যা ও কম চিন্তা শক্তির দরুন হইয়াছে। ঐ আয়াতটি এই

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(সূরা বাকারা-আয়াত ৬৩)। অনুবাদ ঃ অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং যে সকল লোক ইহুদী, খৃষ্টান ও নক্ষত্র পুজারী, তাহাদের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনিবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিবে খোদা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে না এবং এইরূপ লোকদের পুরস্কার তাহাদের প্রভুর নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় এবং চিন্তা থাকিবে না। *

নির্বুদ্ধিতা ও বক্র ধারণার দরুন এই আয়াতের অর্থ করা হইয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন নাই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সকল লোক নিজেদের 'নফ্‌সে আম্মারার' (অবাধ্য আত্মার)দাস হইয়া কোরআনের সন্দেহাতীত ও সুস্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা করে এবং ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য সন্দেহব্যঞ্জক আয়াতের আশ্রয় খোঁজে। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই সকল আয়াত তাহাদের কোন কাজে আসিতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনা এবং পরকালের উপর ঈমান আনা এই বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে যে, কুরআন শরীফ ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, খোদাতা'লা কুরআন শরীফে 'আল্লাহ্' নামের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু, অযাচিত-অসীম দাতা এবং দয়ালু, যিনি পৃথিবী ও আকাশকে ৬ (ছয়টি) সময়কালে বানাইয়াছেন, আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রসূলগণকে প্রেরণ

---

* টীকা ঃ যদি এই আয়াতের এই অর্থ হয় যে, কেবলমাত্র তওহীদ যথেষ্ট তবে নিম্ন আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, শেরেক ও এই জাতীয় সকল পাপ তওবা ব্যতীত ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ আয়াতটি এই –

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

(সূরা আল-যুমার-আয়াত ৫৪) অর্থ ঃ তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ ! যাহারা নিজেদের প্রাণের উপর অবিচার করিয়াছে, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইওনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন-অনুবাদক)। অথচ ব্যাপারটি কখনো এইরূপ নহে।

করিয়াছেন, কেতাবসমূহ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সর্বশেষে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি খাতামাল আম্বিয়া ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। কুরআন শরীফ অনুযায়ী শেষ দিবসে মৃতরা জীবিত হইয়া উঠিবে এবং একটি দলকে বেহেশ্তে প্রবেশ করানো হইবে, যাহা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পুরস্কারের স্থান এবং একটি দলকে দোযখে প্রবেশ করানো হইবে, যাহা আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক শাস্তির স্থান। খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বলেন, এই শেষ দিবসে ঐ সকল লোকেরাই ঈমান আনে যাহারা এই কেতাবে ঈমান আনে।

অতএব যে-স্থলে আল্লাহ্তা'লা নিজেই 'আল্লাহ্' শব্দের ও 'শেষ দিবসের' ব্যাখ্যাসহ অর্থ করিয়া দিয়াছেন, যাহা ইসলামের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, সে-স্থলে যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিবে এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিবে তাহার জন্য কোরআন শরীফ ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য হইবে। এই অর্থের পরিবর্তন ঘটানোর অধিকার কাহারো নাই। নিজের পক্ষ হইতে এইরূপ অর্থ আবিষ্কার করার শক্তি আমার নাই, যাহা কুরআন শরীফের বর্ণিত অর্থ হইতে ভিন্ন এবং ইহার বিরোধী। আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কুরআন শরীফ গভীর মনোনিবেশের সহিত দেখিয়াছি, মনোযোগের সহিত দেখিয়াছি, বার বার দেখিয়াছি এবং ইহার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমি নিশ্চিতরূপে ইহা জানিয়াছি যে, কুরআন শরীফে যে পরিমাণে খোদার গুণাবলী ও কার্যাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে ইহাতে সকল গুণের আধারের নাম আল্লাহ্ সাব্যস্ত করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم (সূরা আল্ ফাতেহা, আয়াত ২-৩)। (অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়–অনুবাদক)। অনুরূপভাবে এই ধরনের আরো অনেক আয়াত আছে, যাহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তিনি, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তিনি, যিনি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব যেহেতু কুরআনী পরিভাষায় 'আল্লাহ্' শব্দে ইহা অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ্ তিনি, যিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, সেহেতু ইহা জরুরী, যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিবে, তাহার এই ঈমান কেবল তখনই নির্ভরযোগ্য ও সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনিবে। খোদাতা'লা এই আয়াতে ইহা বলেন নাই যে, من آمن بالرحمن يا من آمن بالرحيم يا من آمن بالكريم

(অর্থ ঃ যে রহমানের উপর ঈমান আনে, বা যে রহীমের উপর ঈমান আনে, বা যে করীমের উপর ঈমান আনে–অনুবাদক)। বরং বলা হইয়াছে যে من آمن بالله

(অর্থ ঃ আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে – অনুবাদক) এবং আল্লাহ্র অর্থ ঐ সত্তা, যিনি সমষ্টিগত গুণের আকর। তাঁহার একটি আযীমুশ্বান গুণ এই যে, তিনি কুরআন শরীফ

অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমরা কেবল এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে পারি যে, সে আল্লাহ্‌র উপর কেবল তখনই ঈমান আনে যখন সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরও ঈমান আনে এবং কুরআন শরীফের উপরও ঈমান আনে। যদি কেহ বলে,তাহা হইলে ان الذين امنوا (অর্থ ঃ যাহারা ঈমান আনিয়াছে - অনুবাদক) এর অর্থ কি ? স্মরণ রাখিতে হইবে ইহার অর্থ এই যে, যে সকল লোক কেবল খোদাতা'লার উপর ঈমান আনে তাহাদের ঈমান নির্ভরযোগ্য নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা খোদার রসূলের উপর ঈমান আনে, বা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ঐ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে। এই কথা স্মরণ রাখা উচিত, কুরআন শরীফে স্ববিরোধিতা নাই। অতএব শত শত আয়াতে খোদাতা'লা যখন বলেন কেবল তওহীদ যথেষ্ট নহে, বরং তাঁহার নবীর উপর ঈমান আনা নাজাতের জন্য জরুরী (কেবল এই অবস্থা ব্যতীত যে, কেহ এই নবী সম্পর্কে অনবহিত ছিল), তদবস্থায় কোন একটি আয়াতে ইহার বিপরীত এই কথা বলা যে, কেবল তওহীদ দ্বারাই নাজাত পাওয়া যাইতে পারে–ইহা কীরূপে সম্ভব ? তাহারা বলে, কুরআন শরীফ ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই আয়াতে তওহীদের উল্লেখও নাই। যদি তওহীদই লক্ষ্য হইত তবে এইরূপ বলা উচিত ছিল من امن بالتوحيد (অর্থ ঃ যে তওহীদের উপর ঈমান আনে –অনুবাদক)। কিন্তু আয়াতের শব্দগুলি হইল من امن بالله (অর্থ ঃ যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে –অনুবাদক)। অতএব امن بالله কথাটি আমাদের উপর এই দায়িত্ব বর্তায় যে, কুরআন শরীফে 'আল্লাহ' শব্দটি কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার উপর চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। আমাদের সততার এই দাবী হওয়া উচিত যখন আমরা কুরআন শরীফ হইতেই এই কথা জানিয়াছি যে, 'আল্লাহ' শব্দটিতে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে যে, আল্লাহ্ তিনি, যিনি কুরআন প্রেরণ করিয়াছেন এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন আমাদের ঐ অর্থটিই গ্রহণ করা উচিত যাহা কোরআন শরীফ বর্ণনা করিয়াছে। নিজের পক্ষ হইতে কোন অর্থ করা উচিত নহে।

এতদ্ব্যতীত আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, নাজাত লাভের জন্য খোদাতা'লার অস্তিত্বের উপর মানুষের পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া জরুরী। কেবল বিশ্বাসই নহে, বরং অনুবর্তিতার জন্যও তাহার বদ্ধপরিকর হইয়া যাওয়া উচিত এবং তাঁহার সন্তুষ্টির পথসমূহ সনাক্ত করা উচিত। যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এই দুইটি বিষয় কেবল খোদাতা'লার রসূলগণের মাধ্যমেই অর্জিত হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তওহীদে বিশ্বাসী, কিন্তু সে খোদাতা'লার রসূলের উপর ঈমান না আনা সত্ত্বেও নাজাত পাইয়া যাইবে –ইহা নিতান্ত বাজে ধারণা। হে জ্ঞানান্ধ নির্বোধেরা! রসূলের মাধ্যম ছাড়া তওহীদ কবে লাভ করা গিয়াছে ? উহার দৃষ্টান্ততো এইরূপই যেমন এক ব্যক্তি দিনের আলোকে ঘৃণা করে এবং উহার নিকট হইতে পালাইয়া বেড়ায়, তারপর বলে, আমার জন্য সূর্যই যথেষ্ট, দিনের কি প্রয়োজন ? ঐ নির্বোধ জানে না যে, সূর্য কি কখনো দিন হইতে পৃথক হইতে পারে ? আফসোস, এই সকল নির্বোধ বুঝে না যে, খোদাতা'লার সত্তা গোপন হইতে গোপনতর, অদৃশ্য হইতে অদৃশ্যতর এবং পর্দার

অন্তরাল হইতে অন্তরালতর। কোন জ্ঞান তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না, যেমন তিনি নিজেই বলেন,

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار (সূরা আল্ আনআম ঃ আয়াত ১০৪)।

অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি ও অন্তরের দৃষ্টি তাঁহাকে পাইতে পারে না। আল্লাহ্ তাহাদের শেষ সীমা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী। অতএব তাঁহার তওহীদ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। কেননা, তওহীদের তাৎপর্য এইরূপ যেরূপে আকাশের মানুষ মিথ্যা উপাস্য হইতে হাত গুটাইয়া নেয়, অর্থাৎ প্রতিমা বা মানুষ বা সূর্য-চন্দ্র, প্রভৃতির পূজা হইতে পৃথক হইয়া যায়, তদ্রূপেই প্রবৃত্তির মিথ্যা উপাস্যগুলিকে পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ সে নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তিসমূহের উপর ভরসা করা হইতে এবং উহাদের মাধ্যমে অহংকারের বিপদে পতিত হওয়া হইতে নিজেকে রক্ষা করে। অতএব এমতাবস্থায় ইহাই সুস্পষ্ট যে, আমিত্ব পরিহার এবং রসূলের আঁচল ধরা ছাড়া পরিপূর্ণ তওহীদ লাভ করা সম্ভব নহে।

যে-ব্যক্তি নিজের কোন শক্তিকে সৃষ্টিকর্তার শরীক সাব্যস্ত করে তাহাকে কীভাবে একেশ্বরবাদী (এক খোদায় বিশ্বাসী) বলা যাইতে পারে। এই কারণেই কুরআন শরীফ বহু স্থানে পরিপূর্ণ তওহীদকে রসূলের অনুবর্তিতার সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছে। কেননা, পরিপূর্ণ তওহীদ এক নূতন জীবন এবং ইহা ছাড়া নাজাত লাভ করা সম্ভব নহে যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদার রসূলের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া স্বীয় হীন জীবনের উপর মৃত্যু আনয়ন করা হইবে। ইহা ব্যতীত এই সকল নির্বোধের কথা অনুযায়ী কুরআন শরীফে নিশ্চিতভাবে ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিবে। কেননা, একদিকে তাহারা বারবার বলিতেছে যে, রসূলের মাধ্যম ছাড়া না তওহীদ লাভ করা সম্ভব আর না নাজাত লাভ করা সম্ভব, অন্যদিকে তাহারা যেন ইহা বলিতেছে যে, লাভ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে তওহীদ ও নাজাতের সূর্য এবং ইহার প্রকাশকারী কেবল রসূলই হইয়া থাকেন। তাঁহার জ্যোতিতেই তওহীদ প্রকাশিত হয়। অতএব এইরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি খোদার কালামের (কথার) প্রতি আরোপিত হইতে পারে না।

এই সকল নির্বোধের বড় ভ্রান্তি এই যে, তাহারা তওহীদের তাৎপর্য একেবারেই বুঝে নাই। তওহীদ একটি জ্যোতিঃ, যাহা জাগতিক উপাস্যসমূহকে পরিত্যাগ করার পর হৃদয়ে সৃষ্টি হয় এবং সত্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব উহা খোদা ও রসূলের মাধ্যম ছাড়া নিজ শক্তিতে কীভাবে লাভ করা যাইতে পারে ? মানুষের কাজ কেবল এই যে, সে নিজ আমিত্বের উপর মৃত্যু আনয়ন করিবে। এই শয়তানী অহংকার পরিত্যাগ করিবে যে, আমি একজন জ্ঞানী-গুণী বরং নিজেকে এক অজ্ঞের ন্যায় মনে করিবে এবং দোয়ায় নিয়োজিত থাকিবে। তাহা হইলে তওহীদের জ্যোতিঃ খোদার তরফ হইতে তাহার উপর অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাকে এক নূতন জীবন দান করা হইবে।

অবশেষে আমি ইহা বর্ণনা করাও জরুরী মনে করি যে, যদি আমরা আপাততঃ ধরিয়া লই যে, 'আল্লাহ্' শব্দটি একটি সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য, যাহার অনুবাদ 'খোদা' এবং ঐ সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া যাহা কুরআন শরীফ পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, অর্থাৎ আল্লাহ্ শব্দটিতে ইহা অন্তর্ভুক্ত আছে যে, তিনি ঐ সত্তা যিনি কুরআন শরীফ

অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করিয়াছেন, তবুও এই আয়াত বিরুদ্ধবাদীদের কোন উপকারে আসিতে পারে না। কেননা, ইহার অর্থ এই নহে যে, কেবল আল্লাহ্‌তা'লাকে মানা নাজাতের জন্য যথেষ্ট। বরং ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিবে, যাহা খোদাতা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ নাম এবং যাহা হযরতে ইজ্জতের (সম্মানিত খোদার)পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর সমষ্টিগত আকর, তিনি তাহাকে বিনষ্ট করিবেন না এবং ক্রমান্বয়ে তাহাকে ইসলামের দিকে লইয়া আসিবেন। কেননা, একটি সত্যতা অন্য একটি সত্যতায় প্রবেশ করার জন্য সাহায্য করে। আল্লাহ্‌তা'লার উপর খাঁটি ঈমান আনয়নকারীরা অবশেষে সত্য পাইয়া থাকে। যেমন কুরআন শরীফে এই অঙ্গীকার রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি খাঁটি হৃদয়ে খোদার উপর ঈমান আনয়ন করিবে খোদা তাহাকে বিনষ্ট করিবেন না এবং সত্যকে তাহার উপর উন্মোচিত করিবেন এবং সত্য পথ তাহাকে দেখাইবেন যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আল্ আনকাবূত–আয়াত্ ৭০)। অর্থ ঃ এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব–অনুবাদক)।

অতএব এই আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনয়নকারীকে বিনষ্ট করা হয় না। অবশেষে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে পরিপূর্ণ হেদায়াত দান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সুফীগণ ইহার শত শত দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, কোন কোন ভিন্ন ধর্মের লোক যখন পরিপূর্ণ নিষ্ঠাসহ খোদাতা'লার উপর ঈমান আনিল এবং সৎকর্মে নিয়োজিত হইল তখন খোদাতা'লা তাহাদিগকে তাহাদের নিষ্ঠার এই প্রতিদান দিলেন যে, তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিলেন এবং বিশেষ ফযল দ্বারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন। এই আয়াতের শেষ অংশে فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২৭৫) এর অর্থ ইহাই। খোদাতা'লার পুরস্কার যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রকাশিত না হয় পরকালেও প্রকাশিত হয় না। অতএব পৃথিবীতে খোদাতা'লার উপর ঈমান আনার এই পুরস্কার পাওয়া যায় যে, এইরূপ ব্যক্তিকে খোদাতা'লা পূর্ণ হেদায়াত দান করেন এবং বিনষ্ট করেন না। ইহার প্রতিই এই আয়াতেও وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ (সূরা আন্ নেসা ঃ আয়াত ১৬০) ইঙ্গিত করিতেছে। অর্থাৎ যে সকল লোক প্রকৃতপক্ষে আহ্‌লে-কেতাব এবং খাঁটি অন্তঃকরণে খোদার উপর ও তাঁহার কেতাবসমূহের উপর ঈমান আনে ও আমল করে তাহারা অবশেষে এই নবীর উপর ঈমান আনিয়া ফেলিবে। বস্তুতঃ এইরূপই হইয়াছে। হ্যাঁ, দুষ্ট প্রকৃতির লোক যাহাদিগকে আহ্‌লে কেতাব বলা উচিত নহে, তাহারা ঈমান আনে না। এইরূপেই ইসলামের ইতিহাসে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায়, খোদাতা'লা এতই দয়ালু ও দাতা যে, যদি কেহ এক বিন্দু পরিমাণও পুণ্য কাজ করে তবুও উহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। যেমন এক হাদীসেও আছে যে, কোন এক সাহাবী আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের

খেদমতে নিবেদন করিল যে, আমি কুফরীর অবস্থায় কেবলমাত্র খোদাতা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক ধন-সম্পদ মিসকীনদিগকে দিয়াছিলাম, ইহার প্রতিদানও কি আমি লাভ করিব ? তখন তিনি বলেন, ঐ দান-খয়রাতই তোমাকে ইসলামের দিকে টানিয়া আনিয়াছে। অতএব এইভাবেই যদি কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীলোক খোদাতা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় জানে এবং তাঁহাকে ভালবাসে, তবে খোদাতা'লা فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (সূরা আল্- বাকারা ঃ আয়াত ২৭৫) আয়াত অনুযায়ী অবশেষে তাহাকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। ইহাই বাবা নানকের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বড়ই নিষ্ঠার সহিত মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করিয়া তওহীদ গ্রহণ করেন এবং খোদাতা'লার সহিত ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন ঐ খোদা, যিনি উপরোক্ত আয়াতে বলেন فلهم اجرهم عند ربهم তিনি তাহার নিকট প্রকাশিত হইলেন এবং স্বীয় ইলহাম দ্বারা তাহাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেন। তখন তিনি মুসলমান হইয়া যান এবং হজ্জ করেন।

'বাহ্রুল জওয়াহের' নামক পুস্তকে লেখা আছে যে, আবুল খায়ের নামে এক ইহুদী ছিল। সে নেক প্রকৃতি-বিশিষ্ট ও সত্যবাদী ছিল। সে খোদাতা'লাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত। একবার সে বাজারের পথে চলিতেছিল। তখন একটি মসজিদ হইতে সে আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, একটি ছেলে কোরআন শরীফের এই আয়াত পাঠ করিতেছিল ঃ

الٓمّٓ ۚ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْٓا أَنْ يَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

(সূরা আল্ আনকাবূত ঃ আয়াত ২-৩)। অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি কেবল এই কথা বলার দরুনই তাহারা নাজাত পাইয়া যাইবে ? এখনো খোদার পথে তাহাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় নাই যে, তাহাদের মধ্যে ঈমান আনয়নকারীদের ন্যায় দৃঢ়চিত্ততা, সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততা আছে কি নাই ? এই আয়াত আবুল খায়েরের হৃদয়কে বড়ই প্রভাবিত করিল এবং তাহার হৃদয়কে নরম করিয়া দিল। তখন সে মসজিদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল ! রাত্রে সে হযরত সৈয়্যদনা ও মৌলানা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিল। তিনি বলেন, يا ابا الخير اعجبني ان مثلك مع كمال فضلك ينكر بنبوّتي – অর্থাৎ হে আবুল খায়ের ! তোমার ন্যায় মানুষ নিজের পরিপূর্ণ ফযল ও বুযুর্গী থাকা সত্ত্বেও আমার নবুওয়তকে অস্বীকার করিতেছ। সুতরাং ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আবুল খায়ের মুসলমান হইয়া গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করিয়া দিল।

সার কথা এই যে, আমি এই কথা একেবারেই বুঝিতে পারি না এক ব্যক্তি খোদাতা'লার উপর ঈমান আনে, তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং খোদা তাহাকে দোযখ হইতে নাজাত দেন, কিন্তু তাহাকে অন্ধত্ব হইতে নাজাত দেন না। অথচ নাজাতের শিকড় হইল তত্ত্বজ্ঞান। যেমন আল্লাহ্তা'লা বলেন, من كان في هٰذه اعمٰى فهو في الاٰخرة اعمٰى واضل سبيلا (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৭৩)।

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি এই জগতে অন্ধ সে পরকালেও অন্ধ থাকিবে, বা ইহার চাইতেও মন্দ অবস্থায় থাকিবে। এই কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে ব্যক্তি খোদার রসূলগণকে সনাক্ত করে নাই সে খোদাকেও সনাক্ত করে নাই। খোদার চেহারার দর্পণ হইল তাঁহার রসূল। যাহারা খোদাকে দেখিয়াছে তাহারা এই দর্পণের মাধ্যমেই দেখিয়াছে। অতএব ইহা কোন্ ধরনের নাজাত যে, এক ব্যক্তি পৃথিবীতে সারা জীবন আঁ হযতর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী ও অস্বীকারকারী রহিল, কুরআন শরীফকে অস্বীকার করিল, খোদাতা'লা তাহাকে না চক্ষু দান করিলেন, না তাহাকে হৃদয় দিলেন, সে অন্ধই থাকিল, অন্ধ অবস্থায় মরিয়া গেল, আর এতদ্‌সত্ত্বেও নাজাত পাইয়া গেল। ইহা অদ্ভুত নাজাত। আমরা দেখি যে, খোদাতা'লা যে-ব্যক্তির উপর দয়া করিতে চাহেন প্রথমে তাহাকে চক্ষু দান করেন এবং নিজের তরফ হইতে তাহাকে জ্ঞান দান করেন। আমার সেলসেলায় শত শত ব্যক্তি এইরূপ আছেন, যাহারা কেবল স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে আমার জামাতে প্রবেশ করিয়াছে। খোদাতা'লার সত্তা ব্যাপক দয়াময়। যদি কেহ তাহার দিকে এক পা অগ্রসর হয় তবে তিনি তাহার দিকে দুই পা অগ্রসর হন। যে-ব্যক্তি তাঁহার দিকে দ্রুত চলে, তিনি তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসেন এবং অন্ধের চক্ষু খুলিয়া যায়। তাহা হইলে কীভাবে এই কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তি তাহার উপর ঈমান আনিল, খাঁটি অন্তঃকরণে তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিল, তাঁহাকে ভালবাসিল, এবং তাঁহার বন্ধুগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল, তদ্‌সত্ত্বেও খোদা তাহাকে অন্ধ রাখিলেন এবং সে এইরূপ অন্ধ রহিল যে, খোদার নবীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ইহার সমর্থনে এই হাদীস আছে যে,

من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি নিজের যুগের ইমামকে চিনিতে পারিল না, সে জাহেলিয়তের মৃত্যু বরণ করিল এবং 'সিরাতে মুস্তাকীম' (সরল-সুদৃঢ় পথ) হইতে বঞ্চিত রহিল।

এখন আমি কতিপয় ঐ সকল কুপ্ররোচনার উত্তর দিতেছি, যাহার উত্তর কোন কোন সত্যান্বেষী আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ঐ সকল কুপ্ররোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পাতিয়ালার এসিস্টেন্ট সার্জন আবদুল হাকিম খান তাহার লেখার বা বক্তৃতার মাধ্যমে লোকদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইয়াছে। সে নিজে ধর্মত্যাগী হওয়ার ব্যাপারে এইরূপ মোহর লাগাইয়া দিয়াছে যে, সম্ভবতঃ ইহার ওপরই এখন তাহার যবনিকার পতন হইবে। শাহজাহানপুরের মুন্সী বুরহানুল হক সাহেবের বার বার বলায় আমি কয়েকটি কুপ্ররোচনার জবাব লিখিয়াছি। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত এই ব্যাপারে আমাকে চিঠি দিয়াছেন। অতএব নিম্নে আমি মুন্সী বুরহানুল হকের চিঠির আসল লেখা প্রত্যেক প্রশ্নের সহিত লিখিয়া উহার জবাব দিতেছি আল্লাহ্‌র তওফীকের সহিত।

প্রশ্ন (১)

তিরিয়াকুল কুলুব পুস্তকের ১৫৭ পৃষ্ঠায় (যাহা আমার পুস্তক) লিখিত আছে– এই স্থলে যেন কাহারো ভুল ধারণা না হয় যে, আমি এই বক্তৃতায় নিজেকে হযরত মসীহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি। কেননা, ইহা একটি আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব, যাহা গয়ের নবীকে (অনবীকে–অনুবাদক) নবীর ওপর প্রদান করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া

রিভিউ এর প্রথম খণ্ডের ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খোদা এই উম্মতের মধ্য হইতে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি ঐ প্রথম মসীহের চাইতে সকল স্বীয় গৌরবে অনেক উচ্চাসীন। অতঃপর রিভিউর ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আমি কসম করিতেছি ঐ সত্তার যাহার হস্তে আমার প্রাণ আছে, যদি মসীহ ইবনে মরিয়ম আমার যুগে আসিতেন তবে যে কাজ আমি করিতে পারি তিনি কখনো তাহা করিতে পারিতেন না এবং যে নিদর্শন আমা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে তিনি কখনো তাহা দেখাইতে পারিতেন না। সংক্ষেপে আপত্তি এই যে, এই দুইটি উদ্ধৃতিতে স্ববিরোধিতা রহিয়াছে।

উত্তর

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌তা'লা উত্তমরূপে অবগত আছেন এই ব্যাপারে না আমার কোন আনন্দ আছে, না ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন আছে যে, আমি মসীহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ) বলিয়া কথিত হই বা নিজেকে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের চাইতে উত্তম সাব্যস্ত করি। খোদা স্বীয় পবিত্র ওহীতে নিজেই আমার আত্মাকে সংবাদ দিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন, قُلْ أُجَرِّدُ نَفْسِي مِنْ ضُرُوبِ الْخِطَابِ

অর্থাৎ ইহাদিগকে বলিয়া দাও, আমার অবস্থাতো এই যে, আমি নিজের জন্য কোন পদবী চাহি না। অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য ও আমার লক্ষ্য এই সকল ধ্যান-ধারণা হইতে উচ্চাঙ্গীন এবং কোন পদবী দেওয়া খোদার কাজ। ইহাতে আমার হাত নাই। বাকী রহিল এই বিষয় যে, এইরূপ কেন লেখা হইল এবং কথার মধ্যে এই স্ববিরোধিতা কেন সৃষ্টি হইয়া গেল ? অতএব এই বিষয়টি মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লও, ইহা এই ধরনের স্ববিরোধিতা যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, মসীহ ইবনে মরিয়ম আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু পরে আমি লিখিলাম যে, আগমনকারী মসীহ আমিই। এই স্ববিরেধিতার কারণও ইহাই ছিল যে, যদিও খোদাতা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার নাম ঈসা রাখেন এবং আমাকে ইহাও বলেন, তোমার আগমনের সংবাদ খোদা ও রসূল দিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের একটি দল এই বিশ্বাসের উপর একত্রিত হইয়াছিল এবং আমারও এই বিশ্বাসই ছিল যে, হযরত ঈসা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন, যেহেতু আমি খোদার ওহীকে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করিতে চাহি নাই, বরং এই ওহীর রূপক ব্যাখ্যা করিলাম এবং নিজের বিশ্বাস তাহাই রাখিলাম যাহা সাধারণ মুসলমানদের ছিল। ইহাই আমি বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশ করিলাম। কিন্তু ইহার পর এই ব্যাপারে বৃষ্টির ধারার ন্যায় খোদার ওহী অবতীর্ণ হইল যে, ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ্ যাহার আগমনের কথা ছিল সে মসীহ তুমিই। ইহার সাথে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত হইল এবং যমীন ও আকাশ উভয়েই আমার সত্যায়নের জন্য দাঁড়াইয়া গেল এবং খোদার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এই বিশ্বাসে আসিতে আমাকে বাধ্য করিল যে, শেষ যুগের আগমনকারী মসীহ্ আমিই। নচেৎ আমার বিশ্বাসতো উহাই ছিল, যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর আমি ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া যখন এই ওহীকে কুরআন শরীফে প্রয়োগ করিলাম তখন নিশ্চিত যুক্তিপূর্ণ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম প্রকৃতপক্ষে মরিয়া গিয়াছেন এবং শেষ খলীফা মসীহ্ মাওউদ নামে এই উম্মত হইতেই আগমন করিবেন। সূর্য উদিত হইলে যেভাবে কোন অন্ধকারই আর থাকে না, সেভাবে শত শত নিদর্শন ও আসমানী

সাক্ষ্য এবং কুরআন শরীফের নিশ্চিত যুক্তিপূর্ণ আয়াত এবং সুস্পষ্ট অকাট্য হাদীস আমার নিজেকে মসীহ্ মাওউদরূপে মানিয়া লইতে আমাকে বাধ্য করিল। তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকুন – ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমার ইহা (মসীহ্) হওয়ার বাসনা কখনো ছিল না। আমি গোপনীয়তার নিভৃত কক্ষে ছিলাম এবং কেহই আমাকে চিনিত না, আর না আমার এই আকাংখা ছিল যে, কেহ আমাকে চিনুক। তিনি আমাকে একাকীত্বের নিভৃত কোণ্ হইতে জোর করিয়া বাহির করিলেন। আমি চাহিয়াছিলাম যে, আমি গোপন থাকিব এবং গোপনে মরিব। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্র জগতে মর্যাদার সহিত খ্যাতি দান করিব। অতএব ঐ খোদাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি এইরূপ কেন করিলে ? ইহাতে আমার কী অপরাধ ? অনুরূপভাবে প্রথম দিকে আমার এই বিশ্বাসই ছিল যে, মসীহ ইব্নে মরিয়মের সহিত আমার তুলনা হইতে পারে না। তিনি নবী এবং খোদার সম্মানিত নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন বিষয়ে আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হইত তবে আমি উহাকে আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করিতাম। কিন্তু পরবর্তীতে বারি ধারার ন্যায় অবতীর্ণ খোদাতালার ওহী আমাকে এই বিশ্বাসের উপর কায়েম থাকিতে দিল না এবং তিনি আমাকে সুস্পষ্টভাবে নবীর উপাধি দান করেন। কিন্তু ইহা এইভাবে যে, একদিক হইতে আমি নবী এবং এক দিক হইতে উম্মতি। * খোদাতা'লার ওহীর কোন কোন উদ্ধৃতি আমি নমুনাস্বরূপ এই পুস্তকেও লিখিয়াছি। এইগুলি দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মের তুলনায় খোদাতা'লা আমার সম্পর্কে কী বলেন। আমি খোদাতা'লার ২৩ বৎসরের ক্রমাগত ওহীকে কীভাবে রদ করিতে পারি ? আমি তাহার এই পবিত্র ওহীর উপর এইভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে খোদার ঐ সকল ওহীর উপর ঈমান রাখি যাহা আমার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি ইহাও দেখিতেছি যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মূসা আলায়হেস্ সালামের শেষ খলীফা এবং আমি শেষ খলীফা ঐ নবীর, যিনি রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য খোদা আমাকে ইহার চাইতে কম রাখিতে চাহিলেন না। আমি উত্তমরূপে অবগত আছি যে, আমার এই সকল কথা ঐ সকল লোক সহ্য করিবে না, যাহাদের হৃদয়ে হযরত মসীহের ভালবাসা পূজার পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের পরোয়া করি না। আমি কী করিব ! আমি কীভাবে খোদার আদেশ ত্যাগ করিতে পারি। আমাকে যে জ্যোতিঃ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে আমি কীভাবে অন্ধকারে আসিতে পারি। মোট কথা এই যে, আমার কথায় কোন স্ববিরোধিতা নাই। আমি খোদাতা'লার ওহীর অনুসরণকারী। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ইহা দ্বারা জ্ঞান লাভ করি

---

* টীকা ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনেক লোক আমার দাবীতে নবীর নাম শুনিয়া বিভ্রান্ত হন এবং মনে করেন আমি যেন ঐ নবুওয়তের দাবী করিয়াছি যাহা পূর্বের যুগসমূহে নবীগণ সরাসরি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা ভুল। আমার এইরূপ দাবী নাই। বরং খোদাতা'লার পরিণামদর্শিতা ও প্রজ্ঞা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক আশিসের পূর্ণতা প্রমাণ করিবার জন্য এই মর্যাদা দান করিয়াছেন যে, তাঁহার আশিসের বরকত আমাকে নবুওয়তের মাকাম পর্যন্ত পৌছাইয়াছে। এই জন্য আমাকে কেবল নবী বলা যাইবে না। বরং এক দিক হইতে আমি নবী এবং একদিক হইতে উম্মতী। আমার নবুওয়ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতিবিম্ব। ইহা আসল নবুওয়ত নহে। এই জন্য হাদীসে এবং আমার ইলহামে যেমন আমার নাম নবী রাখা হইয়াছে তেমনি আমার নাম উম্মতীও রাখা হইয়াছে যাহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক পূর্ণতা আমি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার দরুন ও তাঁহার মাধ্যমে লাভ করিয়াছি।

নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উহাই বলিয়া আসিতেছিলাম, যাহা আমি প্রথম দিকে বলিয়াছি। যখন আমি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হই তখন আমি উহার বিপরীত কথা বলিলাম। আমি মানুষ। আমি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত— এইরূপ দাবী আমার নাই। ইহাই সঠিক ব্যাপার। যে চাহে গ্রহণ করুক বা না করুক। আমি জানি না খোদা কেন এইরূপ করিলেন। হাঁ, আমি এতটুকু জানি যে, খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে আকাশে খোদাতা'লার আত্মাভিমান খুব ভড়কিয়া উঠিতেছে। তাহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ঐ সকল অবমাননাকর শব্দাবলী ব্যবহার করিয়াছে যে, ঐ সময় নিকটবর্তী যখন ইহাতে আকাশ ফাটিয়া যাইবে। অতএব খোদা দেখাইতেছেন যে, এই রসূলের নগণ্য দাস ইসরাঈলী মসীহ্ ইবনে মরিয়মের চাইতে বড়। এই কথায় যে-ব্যক্তির ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হয় তাহার স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে মরিয়া যাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু খোদা যাহা চাহিয়াছেন তাহা করিয়াছেন এবং খোদা যাহা চাহেন তাহা করেন। তুমি এইরূপ কেন করিলে— এই আপত্তি করার শক্তি কি মানুষের আছে?

এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য আমার উপর একটি দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। কারণ আমাদের প্রভু ও নেতা সমগ্র বিশ্বের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। অতএব ঐ মহান দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে আমাকে ঐ শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছে, যাহা এই বোঝা উঠানোর জন্য জরুরী ছিল এবং আমাকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান এবং নিদর্শনাবলীও দেওয়া হইয়াছে, যাহা দেওয়া 'হুজ্জত' (অর্থাৎ দলিল-প্রমাণের সাহায্যে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত করা— অনুবাদক) পূর্ণ করার জন্য সময়োপযোগী ছিল। কিন্তু হযরত ঈসাকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান ও নিদর্শন দেওয়া জরুরী ছিল না। * এইজন্য হযরত ঈসার প্রকৃতির মধ্যে কেবল ঐ সকল শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হইয়াছিল, যাহা ইহুদীদের একটি ছোট দলের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল। আমি কুরআন শরীফের উত্তরাধিকারী, যাহার সমষ্টিগত শিক্ষা শেষ ও পরিপূর্ণ শিক্ষা এবং ইহা সমগ্র বিশ্বের জন্য। কিন্তু হযরত ঈসা কেবল তওরাতের উত্তরাধিকারী ছিলেন, যাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও বিশেষ জাতির জন্য। এই কারণেই ইঞ্জিলে তাঁহাকে তাগাদার সহিত ঐ সকল কথা বর্ণনা করিতে হইয়াছিল, যাহা তওরাতে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু কুরআন শরীফ হইতে আমি কোন বিষয় অধিক বর্ণনা করিতে পারি না। কেননা, উহার শিক্ষা শেষ ও পরিপূর্ণ এবং উহা তওরাতের ন্যায় কোন ইঞ্জিলের মুখাপেক্ষী নহে। অতঃপর যে অবস্থায় এই বিষয়টি প্রকাশ্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালামকে ঐ পরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি ও সামর্থ্য দান করা হইয়াছিল যাহা ইহুদী ফেরকার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট ছিল, তবে নিঃসন্দেহে তাঁহার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যও ঐ পরিমাপের প্রেক্ষাপটেই হইবে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

---

* টীকা ঃ যদি কেহ বলে হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম মৃতকে জীবিত করিতেন এবং এইরূপ একটি বড় নিদর্শন তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, তবে ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে মৃতের জীবিত হওয়া কুরআন শরীফের শিক্ষার পরিপন্থী। হাঁ, যাহারা মৃতের ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত ছিল তাহাদিগকে যদি তিনি জীবিত করিয়া থাকেন তবে এস্থলেও এইরূপ মৃতরা জীবিত হইয়াছে। পূর্বের নবীগণও এইরূপ মৃতকে জীবিত করিতেন। উদাহরণস্বরূপ ইলিয়াস নবীর কথা বলা যায়। কিন্তু আযীমুশ্বান নিদর্শন আরো আছে, যাহা খোদা দেখাইতেছেন এবং দেখাইবেন।

(সূরা আল্ হিজর, আয়াত ২২)। অর্থাৎ আমার নিকট সব বস্তুর ভাণ্ডার রহিয়াছে। কিন্তু আমি ঐগুলিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অবতীর্ণ করি না।

অতএব ইহা ঐশী প্রজ্ঞার পরিপন্থী যে, একজন নবীকে উম্মতের সংশোধনের জন্য ঐ সকল জ্ঞান দেওয়া হইবে, যে জ্ঞানের সহিত ঐ উম্মতের সামঞ্জস্যই নাই। বরং পশুদের মধ্যেও খোদাতা'লার এই বিধানই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঘোড়াকে এই উদ্দেশ্যে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দূরত্ব অতিক্রম করার ক্ষেত্রে ইহা উত্তম কাজ দিবে এবং সে ময়দানে দৌড়ানোর সময় নিজ আরোহীর সহায়ক ও সাহায্যকারী হইবে। এইজন্য একটি ছাগল এই সকল গুণের ক্ষেত্রে ইহার মোকাবেলা করিতে পারে না। কেননা, ইহাকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নাই। অনুরূপভাবে খোদা পানিকে পিপাসা নিবারণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য আগুন ইহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। মানব-প্রকৃতি অনেক শাখার সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহাতে খোদা বিভিন্ন ধরনের শক্তি রাখিয়াছেন। কিন্তু ইঞ্জিল কেবলমাত্র একটিই শক্তি— ক্ষমার গুণের উপর জোর দিয়াছে, যেন মানব-বৃক্ষের শত শত শাখার মধ্য হইতে কেবল একটি শাখাই বাইবেলের হাতে আছে। অতএব ইহা দ্বারা হযরত ঈসার কতখানি তত্ত্বজ্ঞান ছিল ইহার তাৎপর্য অবগত হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের নবী সালাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের তত্ত্বজ্ঞান মানব প্রকৃতির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। এইজন্য কুরআন শরীফ পরিপূর্ণ আকারে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহাতে মনে কষ্ট নেবার কিছুই নাই। আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই বলেন, فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ (সূরা আল্ বাকারা — আয়াত-২৫৪) অর্থাৎ কোন কোন নবীকে আমি কোন কোন নবীর উপর প্রাধান্য দান করিয়াছি এবং আমাদিগকে সকল কাজে, সকল আচরণে এবং সকল উপাসনায় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব যদি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিচ্ছায়ারূপে অর্জন করার ক্ষমতা আমাদের প্রকৃতিতে না দেওয়া হইত তবে এই আদেশ আমাদিগকে কখনো দেওয়া হইত না যে, এই সম্মানিত নবীর অনুসরণ কর। কেননা, খোদাতা'লা ক্ষমতার বাহিরে কোন কষ্টকর বোঝা চাপান না, যেমন তিনি নিজেই বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (সূরা আল্ বাকারা—আয়াত ২৮৭)

(অর্থ ঃ আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টকর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না— অনুবাদক)। যেহেতু তিনি জানাইয়াছেন যে, সকল নবীর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মধ্যে সমাবেশ ঘটিয়াছে, যেহেতু তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আমাদিগকে এই দোয়া পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন

اهدنا الصّراط المستقيم ۝ صراط الذين انعمت عليهم

অর্থাৎ হে আমাদের খোদা ! আমাদের পূর্বে যে সকল নবী, রসূল, সিদ্দীক ও শহীদ চলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সকলের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য আমাদের মধ্যে সন্নিবেশিত কর। অতএব অতীতের এই উম্মতগুলির উচ্চমার্গের প্রকৃতি সম্পর্কে ইহা দ্বারা আন্দাজ করা যায় যে, তাহাদিগকে অতীতের সকল প্রকারের গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজেদের মধ্যে

সমাবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতো সাধারণ নির্দেশ। ইহা হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এই কারণেই এই উম্মতের জ্ঞানী-গুণী সুফীগণ এই গোপন সত্যে পৌঁছিয়া গেলেন যে, মানব-প্রকৃতির পরিপূর্ণতার (চরম উৎকর্ষ সাধনের) পরিধি এই উম্মতই পূর্ণ করিয়াছে। ব্যাপারটি এই যে, যেভাবে একটি বীজকে মাটিতে বপন করা হয় এবং ধীরে ধীরে ইহা নিজ পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়া একটি বড় বৃক্ষে পরিণত হয়, সেভাবে মানব জাতি উন্নতি সাধন করিতে থাকে এবং মানবীয় শক্তি স্বীয় পূর্ণতায় অগ্রসর হইতে থাকে এমনকি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে ইহা স্বীয় পূর্ণত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল।

সংক্ষেপে কথা এই যে, যেহেতু আমি এইরূপ একজন নবীর অনুসারী যিনি মানবতার সকল গুণের সমষ্টি ছিলেন এবং যাঁহার শরীয়ত পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ ছিল ও সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য ছিল, সেহেতু আমাকে ঐ শক্তি দান করা হইয়াছে যাহা সমগ্র বিশ্বের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল। তাহা হইলে এই বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে যে, হযরত মসীহ্ আলায়হেস সালামকে ঐ প্রকৃতিগত শক্তি দেওয়া হয় নাই যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে ? কেননা, তিনি একটি বিশেষ জাতির জন্য আসিয়াছিলেন। যদি তিনি আমার জায়গায় থাকিতেন তবে তিনি নিজের ঐ প্রকৃতির দরুন ঐ কাজ করিতে পারিতেন না, যাহা খোদার দয়া আমাকে সম্পাদন করার শক্তি দিয়াছেন। وهذا تحديث نعمة الله ولا فخر (অর্থ ঃ— ইহা হইল কেবল ঐশী অনুগ্রহের বর্ণনা মাত্র, কোন অহংকার নহে— অনুবাদক)। অনুরূপভাবে যদি হযরত মূসা আলায়হেস সালাম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জায়গায় আসিতেন তবে এই কাজ তিনি সম্পাদন করিতে পারিতেন না। যদি কুরআন শরীফের জায়গায় তওরাত অবতীর্ণ হইত তবে ইহা এই কাজ কখনো সম্পাদন করিতে পারিত না, যাহা কুরআন শরীফ সম্পাদন করিয়াছে। মানুষের মর্যাদা পর্দার অন্তরালে আছে। এই ব্যাপারে চটিয়া যাওয়া ও মুখ মলিন করা ঠিক নহে। যে সর্বশক্তিমান খোদা হযরত ঈসা আলায়হেস সালামকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি আরো একজন অনুরূপ মানুষ বা তাহার চাইতে উত্তম কাউকে সৃষ্টি করিতে পারেন না ? * যদি কুরআন শরীফের কোন আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় তবে ঐ আয়াত পেশ করা উচিত। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবার হইতে কঠোরভাবে বিতাড়িত হইবে, যে কুরআনের আয়াত অস্বীকার করে।

---

* টীকা ঃ খোদাতা'লার কাজের কোন সীমা পরিসীমা কেহই খুঁজিয়া পাইতে পারে না। বনী ইসরাঈল জাতিতে হযরত মূসা আলায়হেস্ সালামের ন্যায় একজন মহান নবীর আগমন ঘটিয়াছিল। খোদাতা'লা তাঁহাকে তওরাত দান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ও মর্যাদার দরুন বালম বাওরও তাঁহার মোকাবেলা করিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। খোদা তাহাকে কুকুরের সহিত সাদৃশ্য দেন। এই মূসাকেই এক মরুবাসীর জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সম্মুখে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এবং ঐ অদৃশ্য রহস্যাবলী সম্পর্কে তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না, যেমন আল্লাহ্তালা বলেন,

فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما

(সূরা আল্ কাহাফ— আয়াত ৬৬) (অর্থ— তখন তাহারা আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে এমন একজন বান্দার সাক্ষাৎ পাইল যাহাকে আমরা আমাদের নিকট হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম এবং আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে (বিশেষ) জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম— অনুবাদক)।

অন্যথা আমি কীভাবে এই পবিত্র ওহীর পরিপন্থী বিপরীত ঘটনা বলিতে পারি যাহা প্রায় ২৩ (তেইশ) বৎসর যাবৎ আমাকে দৃঢ়-প্রত্যয় দান করিয়া আসিতেছে এবং খোদার হাজার হাজার সাক্ষ্য ও অসাধারণ নিদর্শনাবলী আমার সাথে আছে। খোদাতা'লার কাজ যুক্তি ও প্রজ্ঞাহীন নহে। তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তিকে নেহায়েত বিনা কারণে খোদা বানানো হইয়াছে, যাহাকে চল্লিশ কোটি মানুষ পূজা করিতেছে। তখন তিনি আমাকে এইরূপে প্রেরণ করেন যখন এই বিশ্বাসের প্রবলতা ও প্রাধান্য চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল এবং তিনি সকল নবীর সকল নামে আমার নাম রাখেন। কিন্তু আমার নাম বিশেষভাবে মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম নির্দিষ্ট রাখিয়া আমার উপর ঐ রহমত ও অনুগ্রহ করা হইয়াছে, যাহা তাঁহার উপর করা হয় নাই যাহাতে লোকেরা বুঝে যে, আশিস খোদার হাতে, যাহাকে চাহেন তাহাকে দান করেন। যদি আমি নিজের পক্ষ হইতে এই সকল কথা বলি তবে আমি মিথ্যাবাদী। যদি খোদা আমার সম্পর্কে স্বীয় নিদর্শনাবলীর সহিত সাক্ষ্য প্রদান করেন তবে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা তাক্ওয়ার (ধর্মভীরুতার) পরিপন্থী। দানিয়াল নবীও যেভাবে লিখিয়াছেন যে, খোদার পূর্ণ প্রতাপের বিকাশের সময়ে আমার আগমন হইবে। আমার সময় ফেরেশতা ও শয়তানের মধ্যে শেষ যুদ্ধ হইবে। খোদা এই সময় ঐ সকল নিদর্শন দেখাইবেন যাহা তিনি কখনো দেখান নাই, যেন খোদা স্বয়ং যমীনে নামিয়া আসিবেন, যেমন তিনি বলেন,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

(সূরা আল্ বাকারা ঃ আয়াত ২১১) অর্থাৎ ঐ দিন তোমার খোদা মেঘে আসিবেন, অর্থাৎ তিনি মানুষের প্রকাশের মাধ্যমে স্বীয় প্রতাপ প্রকাশ করিবেন এবং স্বীয় চেহারা দেখাইবেন। কুফরী ও শেরেক অনেক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন এবং একটি গুপ্ত ভাণ্ডারের ন্যায় ছিলেন। এখন যেহেতু শেরেক ও মানব পূজা পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং ইসলামকে তাহাদের পায়ের নীচে পিষা হইয়াছে, সেহেতু খোদা বলেন, আমি যমীনে অবতীর্ণ হইব এবং ঐ শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখাইব যাহা আদমের বংশের শুরু হইতে আর কখনো দেখাই নাই। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা এই যে, দুশমনের আক্রমণ-ধারা অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতএব যে ধারায় মানব পূজারীরা শেরেকে অতিরঞ্জিত হইয়াছে এবং ঐ মাত্রায় চরমে পৌঁছিয়াছে ঠিক সেই ধারাতেই এখন খোদা যুদ্ধ করিবেন। তিনি মানুষকে কোন তলোয়ার দিবেন না এবং কোন জেহাদ হইবে না। হাঁ, তিনি স্বীয় হস্ত প্রদর্শন করিবেন। ইহুদীদের বিশ্বাস এই যে, দুইজন মসীহ আবির্ভূত হইবেন এবং শেষ মসীহ্ (যদ্দারা এই যুগের মসীহ্কে বুঝানো হয়) প্রথম মসীহের তুলনায় শ্রেয়ঃ হইবেন। খৃষ্টানেরা একজন মসীহ্তেই বিশ্বাসী কিন্তু তাহারা বলে, প্রথমে যে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হইয়াছেন তিনিই তাহার দ্বিতীয় আগমনের সময় বড় শক্তি ও প্রতাপের সহিত আবির্ভূত হইবেন এবং পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মধ্যকার ঝগড়ার মীমাংসা করিবেন। তাহারা আরো বলে, তিনি এত প্রতাপের সহিত প্রকাশিত হইবেন যে, তাহার প্রথম আগমনের সহিত ইহার কোন তুলনা হইবে না। যাহা হউক এই উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করে যে, শেষ যুগের আগমনকারী মসীহ্ স্বীয় প্রতাপ ও শক্তিশালী নিদর্শনাবলীর দিক হইতে প্রথম মসীহের

বা তাঁহার প্রথম আগমনের তুলনায় শ্রেয়ঃ হইবেন। ইসলামও শেষ মসীহের নাম হাকাম (অর্থাৎ বিচারক— অনুবাদক) রাখিয়াছে এবং তাঁহাকে বিশ্বের সকল ধর্মের মীমাংসাকারী এবং কেবল স্বীয় নিঃশ্বাসে কাফেরদিগের হত্যাকারীরূপে সাব্যস্ত করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, খোদা তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন এবং তাঁহার মনোনিবেশ ও দোয়া বিদ্যুতের কাজ করিবে। তিনি যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যেন তিনি (অবিশ্বাসীদিগকে) ধ্বংস করিয়া দিবেন। মোটকথা, না আহ্‌লে কেতাব না আহ্‌লে ইসলাম (অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা— অনুবাদক) এই কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথম মসীহ্ আগমনকারী মসীহের তুলনায় শ্রেয়ঃ। ইহুদীরা তো দুই মসীহের কথা স্বীকার করিয়া শেষ মসীহ্‌কে অধিক শ্রেয়ঃ মনে করে এবং যাহারা নিজেদের ভ্রান্তির দরুন কেবল এক মসীহের কথা স্বীকার করে তাহারাও দ্বিতীয় আগমনকে অত্যন্ত প্রতাপপূর্ণ আগমন বলিয়া বিশ্বাস করে এবং প্রথম আগমনকে ইহার তুলনায় কোন ব্যাপারই মনে করে না। যেস্থলে খোদা ও তাঁহার রসূল এবং সকল নবী শেষ যুগের মসীহ্‌কে তাঁহার কীর্তি ও মহান কর্মের দরুন শ্রেয়ঃ সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেস্থলে এই কথা বলা শয়তানী কুপ্ররোচনা যে, তুমি যেন মসীহ্ ইবনে মরিয়মের তুলনায় নিজকে শ্রেয়ঃ সাব্যস্ত কর। বন্ধুগণ ! যেস্থলে আমি ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মারা গিয়াছেন এবং আগমনকারী মসীহ আমি, সেস্থলে যে ব্যক্তি প্রথম মসীহ্‌কে শ্রেয়ঃ মনে করে, প্রামাণ্য হাদীসাবলীও কোরআন দ্বারা তাহার প্রমাণ করা উচিত যে, আগমনকারী মসীহ্ কিছুই নহে, তাঁহাকে না নবী বলা যায় না হাকাম বলা যায়, যাহা কিছু আছে পূর্বের। খোদা স্বীয় ওয়াদানুসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন খোদার সহিত যুদ্ধ কর। হাঁ, আমি কেবল নবী নহি, বরং এক দিক হইত নবী এবং একদিক হইতে উম্মতীও যাহাতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্রকরণ শক্তি ও আশিস বিতরণের পূর্ণতা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন (২)

হুযুরে আলী শত শত বরং হাজার হাজার জায়গায় লিখিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ধর্মের জন্য তলোয়ার উঠান নাই, কিন্তু আব্দুল হাকিমকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে এই কথাটি আছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দীন ইসলামের প্রচারের জন্য যমীনে রক্তের নদী বহাইয়া দেন। ইহার কী অর্থ ?

উত্তর

আমি এখনো বলিতেছি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দীন ইসলামকে বলপূর্বক বিস্তৃত করেন নাই। যে তলোয়ার উঠানো হইয়াছিল তাহা ধমক দিয়া ইসলাম গ্রহণ করানোর জন্য ছিল না। বরং ইহাতে দুইটি বিষয় নিহিত ছিল : (১) একতো আত্মরক্ষার জন্য এই সকল যুদ্ধ করা হইয়াছিল। কেননা, কাফেরেরা যখন তলোয়ারের দ্বারা আক্রমণ করিয়া ইসলামকে বিনাশ করিতে চাহিল তখন নিজেদের হেফাযতের জন্য তলোয়ার উঠানো ছাড়া আর কী উপায় ছিল ? (২) দ্বিতীয়তঃ, এই সকল যুদ্ধের এক যুগ পূর্বে কোরআন শরীফে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, যে সকল লোক এই রসূলকে মানে না খোদা তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন। আল্লাহ্ চাহেন তো এই শাস্তি আকাশ হইতে আসিতে পারে, যমীন

হইতে আসিতে পারে, এবং চাহেন তো কাহারো কাহারো তলোয়ারের স্বাদ কাহারো কাহারো দ্বারা গ্রহণ করাইবেন। অনুরূপভাবে এই বিষয়ে আরো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাহা যথাসময়ে পূর্ণ হইয়াছে। এখন বুঝা উচিত, আমি আব্দুল হাকিম খানকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম উহাতে আমার এই উদ্দেশ্যই ছিল যে, যদি রসূলকে মানা অপ্রয়োজনীয় হয় তবে খোদাতা'লা কেন এই রসূলের জন্য এই আত্ম-মর্যাদাবোধ দেখাইলেন যে, তিনি কাফেরদের রক্তের নদী বহাইয়া দিলেন ? ইহা সত্য যে, ইসলামের জন্য বল প্রয়োগ করা হয় নাই। কিন্তু যেহেতু কোরআন শরীফে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, যাহারা এই রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে ও অস্বীকার করে তাহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে, সেহেতু তাহাদের শাস্তির জন্য এই উপলক্ষ্য দেখা দিল যে, স্বয়ং ঐ কাফেররা যুদ্ধের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিল। এমতাবস্থায় যাহারা তলোয়ার উঠাইল তাহাদিগকে তলোয়ারের দ্বারাই মারা হইল। যদি রসূলকে অস্বীকার করা খোদার দৃষ্টিতে মামুলী বিষয় হইত এবং অস্বীকার করা সত্ত্বেও নাজাত লাভ করা যাইত তবে এইরূপ শাস্তি অবতীর্ণ করার কী প্রয়োজন ছিল, যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় না ? আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

ان یک کاذبًا فعلیه کذبه وان یک صادقًا یصبکم بعض الذی یعدکم

(সূরা আল্ মোমেন, আয়াত ২৯)।

অর্থাৎ যদি এই রসূল মিথ্যাবাদী হয় তবে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি সত্যবাদী হয় তবে তোমাদের সম্পর্কে শাস্তির যে সকল ওয়াদা করা হইয়াছে ঐগুলির কোন কোনটি পূর্ণ হইবে। *

ইহা ভাবিবার বিষয় যে, যদি খোদার রসূলের উপর ঈমান আনা নিষ্প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইত তবে ঈমান না আনার দরুন শাস্তির ওয়াদা কেন দেওয়া হইয়াছে ? বলাবাহুল্য বলপূর্বক স্বীয় ধর্ম গ্রহণ করানো এবং তলোয়ারের সাহায্যে মুসলমান বানানো ইহা এক বিষয় ; কিন্তু ঔ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া, যে সত্য রসূলের নাফরমানী করে, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁহাকে কষ্ট দেয় – ইহা ভিন্ন বিষয়। মুসলমান না হওয়ার কারণে কাহাকেও শাস্তি দেওয়ার শর্ত নাই। বরং অস্বীকার করিয়া যাহারা মোকাবেলা করিয়াছিল তাহারা হত্যাযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু খোদাতা'লার তরফ হইতে তাহাদিগকে এই সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল যে, যদি তাহারা মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে তবে ঐ শাস্তি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌তা'লা আরো এক জায়গায় বলেন,

ان الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انتقام

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান)। অর্থাৎ যাহারা খোদাতা'লার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর শাস্তি এবং খোদা শক্তিশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী। এখন ইহা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতেও অস্বীকারকারীদের জন্য শাস্তির

---

* টীকা : "কোন কোন" শব্দটি এই জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সব কয়টি পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। কোন কোনটির পরিসমাপ্তি ক্ষমার দ্বারাও হইতে পারে।

ওয়াদা আছে। অতএব তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং খোদাতা'লা তাহাদের জন্য তলোয়ারের শাস্তি নির্ধারিত করেন। অতঃপর কুরআন শরীফের এক জায়গায় বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ
يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الجزو

পারা ৬ – সূরা আল্ মায়েদা)। অর্থাৎ তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে যাহারা খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য ছুটাছুটি করে। তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে, অথবা শূলিবিদ্ধ করা হইবে, অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটা হইবে, অথবা তাহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া কয়েদ করা হইবে। ইহারা ব্যতীত অন্য কাহারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য এই লাঞ্ছনা পৃথিবীতে রহিয়াছে এবং পরকালে তাহাদের জন্য বড় শাস্তি আছে। যদি খোদাতা'লার নিকট আমাদের রসূল করীমের আদেশ লংঘন এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা কোন ব্যাপারই না হইত তাহা হইলে এইরূপ অস্বীকারকারীদের যাহারা একেশ্বরবাদী ছিল, (যেমন ইহুদীরা) অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণের দরুন এইরূপ কঠোর শাস্তি অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার জন্য কেন খোদাতা'লার কেতাবে আদেশ লিখিত হইয়াছে এবং কেন এইরূপ কঠোর শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ? উভয় পক্ষেই একেশ্বরবাদী ছিল– এই পক্ষেও এবং ঐ পক্ষেও। কোন দলেই কোন মোশরেক ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহুদীদের উপর কোন দয়া করা হইল না এবং ঐ একেশ্বরবাদী লোকদিগকে কেবলমাত্র রসূলকে অস্বীকার ও তাঁহার মোকাবেলা করার দরুন মারাত্মকভাবে হত্যা করা হইল। এমনকি একবার[১] দশ হাজার ইহুদীকে একদিনেই হত্যা করা হইয়াছিল। অথচ তাহারা কেবল নিজেদের ধর্মের হেফাযতের জন্য অস্বীকার ও মোকাবেলা করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী পাকা একেশ্বরবাদী ছিল এবং খোদাকে একজনই জানিত।

হাঁ, এই কথা নিশ্চয়ই মনে রাখিবে যে, নিঃসন্দেহে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা মুসলমান হয় নাই বলিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হয় নাই ; বরং তাহারা খোদার রসূলের মোকাবেলা করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল। এইজন্য তাহারা খোদার নিকট শাস্তিযোগ্য হইয়া গিয়াছিল এবং পানির ন্যায় তাহাদের রক্ত যমীনে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। অতএব বলা বাহুল্য, যদি তওহীদ যথেষ্ট হইত তবে ইহুদীদের কোন অপরাধ ছিল না। তাহারাতো একেশ্বরবাদী ছিল। তাহারা কেবলমাত্র রসূলের অস্বীকার ও মোকাবেলা করার জন্য কেন খোদাতা'লার নিকট শাস্তিযোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল ?

১। বনুকুরায়যা নামক ইহুদী গোত্রের যে সকল যুবককে একদিনে হত্যা করা হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা আছে। কেহ কেহ চারশত, কেহ কেহ সাত শত, কেহ কেহ আটশত এবং কেহ কেহ নয়শত লিখিয়াছেন। ইহা সম্ভব যে, কোন কোন বর্ণনায় ইহার চাইতে অধিকও হইতে পারে। এইজন্য মনে হয় হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম এই স্থানে দশ শতকের অঙ্কে লিখিয়াছিলেন, যাহা কাতেব (লেখক) দশ হাজার বুঝিয়াছেন ! এ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে হাজারের যে উল্লেখ রহিয়াছে উহার অর্থ বহু সংখ্যক ইহুদী যাহারা বিভিন্ন যুদ্ধে ও বিভিন্ন সময়ে নিহত হইয়াছে। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞাত (ভ্রম সংশোধন)।

প্রশ্ন (৩)

জনাবে আলী, আব্দুল হাকিমকে আপনি যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে যে, প্রকৃতিগত ঈমান একটি অভিশপ্ত বস্তু। ইহার অর্থও বুঝি নাই।

উত্তর

আমার লেখার সার সংক্ষেপ ও উদ্দেশ্য এই যে, যে ঈমান খোদাতা'লার রসূলের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং কেবলমাত্র মানব-প্রকৃতি খোদাতা'লার সত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে (যেমন দার্শনিকদের ঈমান) উহার শেষ পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিসম্পাতই হইয়া থাকে। কেননা, এইরূপ ঈমান অন্ধকারমুক্ত নহে। এইজন্য এই সকল মানুষ শীঘ্রই নিজেদের ঈমান হইতে স্খলিত হইয়া নাস্তিকে পরিণত হয়। তাহারা প্রথমে প্রকৃতির বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়মের উপর জোর দেয়। কিন্তু যেহেতু তাহাদের সঙ্গে নবুওয়তরূপ প্রদীপের আলো থাকে না, সেহেতু তাহারা শীঘ্রই অন্ধকারে পতিত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া যায়। মোবারক ও নিরাপদ হইল ঐ ঈমান, যাহা খোদার রসূলের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কেননা, ঐ ঈমান কেবল এই সীমা পর্যন্ত থাকে না যে, কেবল খোদার সত্তার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে, বরং শত শত আসমানী নিদর্শন তাহাকে এই সীমা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয় যাহাতে সে অনুভব করে যে, খোদা প্রকৃতপক্ষেই আছেন। অতএব প্রকৃত ব্যাপার এই যে, খোদার উপর ঈমান দৃঢ় করার জন্য নবীগণের (আঃ) উপর ঈমান আনা পেরেকের দৃষ্টান্তের ন্যায়। খোদার উপর ঐ সময় পর্যন্ত ঈমান কায়েম থাকিতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলের উপর ঈমান থাকে। যখন রসূলের উপর ঈমান থাকে না তখন খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রেও কোন বিপদ দেখা দেয়। শুষ্ক তওহীদ মানুষকে শীঘ্রই বিপথগামিতায় নিপতিত করে। এইজন্য আমি বলিয়াছিলাম যে, প্রকৃতিগত ঈমান অভিশপ্ত। ইহার ভিত্তি কেবল প্রকৃতির বিধান এবং ইহার ভিত্তি কেবল প্রকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা রসূলের জ্যোতিতে অর্জিত নহে। অবশেষে ইহা অভিশপ্ত ধারণা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। মোটকথা খোদার রসূলকে বাদ দিয়া এবং রসূলের অলৌকিক নিদর্শনাবলী বাদ দিয়া যে ব্যক্তির ঈমান কেবল প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার দৃষ্টান্ত বালির দেয়ালের ন্যায়। সে আজো ধ্বংস হইয়াছে এবং কালও ধ্বংস হইবে। ঈমান প্রকৃতপক্ষে উহাই, যাহা খোদার রসূলকে সনাক্ত করার পর অর্জিত হয়। এই ঈমান বিনষ্ট হয় না এবং ইহার পরিণতি খারাপ হয় না। হাঁ, যে ব্যক্তি ভাষাভাষা-রূপে রসূলের অনুবর্তী হইয়াছে, তাঁহাকে সনাক্ত করে নাই, তাঁহার জ্যোতিঃ সম্পর্কে অবহিত নহে, অবশেষে সে অবশ্যই ধর্মত্যাগী হইবে, যেমন মোসায়লামা কায্যাব, আবদুল্লাহ্ বিন আবি সরহা এবং ওবায়েদ উল্লাহ্ বিন জাহ্শ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে এবং ইহুদা আসক্রিইউতি এবং আরো পাঁচশত ধর্মত্যাগী খৃষ্টান হযরত ঈসার যুগে এবং জম্মুনিবাসী চেরাগদীন দিন ও আব্দুল হাকিম খান আমার এই যুগে ধর্মত্যাগী হইয়াছে।

প্রশ্ন (৪)

ইযালা আওহাম প্রভৃতি পূর্বের পুস্তকসমূহে লেখা আছে—এইগুলিও কি কোন ভবিষ্যদ্বাণী যে, ভূমিকম্প আসিবে, মহামারির প্রাদুর্ভাব হইবে, যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত

হইবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে ? কিন্তু এখন কয়েকটি লেখায় দেখা যাইতেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকেই জনাবে আলী মাহাত্ম্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী আখ্যা দিয়েছেন। [১]

উত্তর

ইহা সঠিক নহে যে, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকেই মাহাত্ম্যপূর্ণ আখ্যা দিয়াছি। প্রত্যেক বস্তুর মাহাত্ম্য বা মাহাত্ম্যহীনতা ইহার ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা এবং ইহার বিশেষ অবস্থা বা সাধারণ অবস্থা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম যে দেশে ভূমিকম্প ও প্লেগের সংবাদ দিয়াছিলেন ঐ দেশ এমনই যে, ইহাতে প্রায়ই প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং কাশ্মীরের ন্যায় ইহাতে ভূমিকম্প আসিতে থাকে, দুর্ভিক্ষও দেখা দেয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাও বিরাজমান থাকে। হযরত মসীহের ভবিষ্যদ্বাণীতে না কোন অসাধারণ ভূমিকম্পের, না কোন অসাধারণ মহামারি বা প্লেগের উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না। [২]

কিন্তু যে দেশের জন্য আমি প্লেগের সংবাদ দিয়াছি এবং ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প সম্পর্কে অবহিত করিয়াছি উহা এই দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষে আযীমুশশ্বান ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা, যদি এই প্রেক্ষিতে দেশের শত বৎসরের ইতিহাস দেখা যায় তবুও প্রমাণিত হয় না যে, এই দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এইরূপ প্লেগ তো অনেক দূরের কথা। অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লোককে বিনাশ করিয়া দিয়াছে।

বস্তুতঃ প্লেগ সম্পর্কে আমার ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলি এই যে, দেশের কোন অংশ প্লেগ হইতে বাদ যাইবে না। ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা নামিয়া আসিবে এবং ঐ ধ্বংসলীলা দীর্ঘকাল পর্যন্ত থাকিবে। এই কথা কি কেহ প্রমাণ করিতে পারে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা প্লেগ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তদ্রূপ ধ্বংসলীলা পূর্বে এই দেশে সংঘটিত হইয়াছিল ? কখনো নহে। বাকী রহিল ভূমিকম্পের কথা। উহাও আমার পক্ষ হইতে কোন ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। বরং ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা ছিল যে, দেশের একটি অংশ ইহা দ্বারা ধ্বংস হইয়া যাইবে ; যেমন কাংড়া, ভাগচু সদর ও জলামুখী এই ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছিল। দুই হাজার বংসরে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না যে, ভূমিকম্পে কখনো এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে। বস্তুতঃ ইংরেজ গবেষকগণ এই সাক্ষ্যই দিয়াছেন। অতএব এমতাবস্থায় আমার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা একটি তাড়াহুড়ার কাজ মাত্র।

টীকা ঃ (১) হ্যাঁ, ইহা সম্ভব যে, আসল ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যে ক্ষেত্রে একটি ইঞ্জিল ২০টি ইঞ্জিলে পরিণত হইয়াছে সে ক্ষেত্রে কোন লেখায় বিকৃতি ঘটা এমন কি ব্যাপার, যাহা অযৌক্তিক হইতে পারে ? কিন্তু বর্তমান ইঞ্জিলসমূহের উপর আমার আপত্তি আছে এবং খোদা এই সকল ইঞ্জিলকে বিকৃত ও পরিবর্তিত সাব্যস্ত করিয়া আমাকে এই সকল আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ দান করিয়াছেন।

(২) ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বিভিন্ন বাইবেলে হযরত মসীহের যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাওয়া যায় ঐগুলি দুর্বল শব্দ দ্বারা গঠিত মামুলী ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী। ঐগুলিতে কোন ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ ভূমিকম্প বা ভীতিপ্রদ প্লেগের উল্লেখ নাই। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে এই দুইটি ঘটনার ব্যাপারে এইরূপ কথা আছে, যাহা ঘটনা দুইটিকে অসাধারণ সাব্যস্ত করে।

প্রশ্ন (৫)

জনাবে আলী বিভিন্নভাবে অনেক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার দরুন পৃথিবীতে শাস্তি অবতীর্ণ হয় না ; বরং ঔদ্ধত্য, দুষ্টামী ও নবীগণকে বিদ্রূপ করার দরুন শাস্তি অবতীর্ণ হয়। এখন সানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি স্থানে যে ভূমিকম্প আসিয়াছে জনাবে আলী নিজের সত্যায়নের ব্যাপারে উহাকে নিদর্শনরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারি না যে, এই সকল ভূমিকম্প আপনাকে অস্বীকার করার দরুন কীভাবে আসিয়াছে।

উত্তর

আমি কখনো বলি নাই যে, সানফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্য স্থানে যে ভূমিকম্প আসিয়াছে তাহা কেবলমাত্র আমাকে অস্বীকার করার দরুন আসিয়াছে এবং অন্য কোন কারণে নহে। হাঁ, আমি বলিতেছি যে, আমাকে অস্বীকার করায় এ সকল ভূমিকম্প আসার কারণ হইয়াছে। ব্যাপারটি এই যে, খোদাতা'লার সকল নবী এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্‌র বিধান সর্বদা এইভাবে কার্যকর— যখন জগদ্বাসী সব ধরনের পাপ করে এবং তাহাদের অনেক পাপ একত্রিত হইয়া যায় তখন ঐ যুগে খোদাতা'লার পক্ষ হইতে কোন প্রেরিত পুরুষ আগমন করেন। যখন জগতের কোন একটি অংশ তাঁহাকে অস্বীকার করে তখন তাঁহার আগমন ঐ সকল দুষ্ট লোকদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি কারণ হইয়া যায়, যাহারা পূর্বেই অপরাধী হইয়া গিয়াছে। যে-সকল লোক তাহাদের অতীত পাপের জন্য শাস্তি পায় তাহাদের জন্য এই বিষয়টি অবগত হওয়া আবশ্যক নহে যে, এই যুগে খোদার পক্ষ হইতে কোন নবী বা রসূল মৌজুদ আছেন কিনা, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

(সূরা বনী ইসরাঈল— আয়াত ১৬)। [অর্থ ঃ এবং আমরা (কোন জাতিকে) কখনো আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই— অনুবাদক]। অতএব ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে চাহি নাই যে, আমাকে অস্বীকার করা ঐ সকল ভূমিকম্পের কারণ হইতে পারে। আদিকাল হইতে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে সানফ্রান্সিস্কো ও অন্যান্য স্থানের যে-সকল অধিবাসী মরিয়া গিয়াছে, যদিও তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আসল কারণ ছিল তাহাদের অতীতের পাপ, তথাপি তাহাদের বিনাশকারী এই সকল ভূমিকম্প আমার সত্যতার একটি নিদর্শন ছিল। কেননা, আল্লাহ্‌র আদি বিধান অনুযায়ী দুষ্ট লোকদিগকে কোন রসূলের আগমনের সময় বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত এই কারণে যে, আমি বারাহীনে আহমদীয়া এবং আমার আরো অনেক পুস্তকে এই সংবাদ দিয়াছিলাম যে, আমার যুগে পৃথিবীতে অনেক অসাধারণ ভূমিকম্প আসিবে এবং অন্যান্য বিপদও আসিবে এবং তাহাতে পৃথিবীর বিরাট অংশ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পর পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপদাবলীর আগমন ধারা শুরু হইয়া যাওয়া আমার সত্যতার জন্য একটি নিদর্শন ? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার রসূলকে পৃথিবীর যে কোন অংশে অস্বীকার করা হউক না কেন এই অস্বীকারের সময় অন্যান্য অপরাধীদিগকেও পাকড়াও করা হয়, যাহারা অন্যান্য দেশের বাসিন্দা এবং যাহারা এই রসূল সম্পর্কে অবগতও নহে। উদাহরণস্বরূপ, নূহের যুগে এইরূপ হইয়াছিল। একটি জাতির অস্বীকারের ফলে পৃথিবীর

একটি বড় অংশে শাস্তি নামিয়া আসিয়াছিল ; বরং পশু-পাখীও এই শাস্তির আওতার বাহিরে ছিল না।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে জারী আছে যে, যখন কোন সত্যবাদীকে সীমাতিরিক্তভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় বা তাঁহাকে উত্যক্ত করা হয় তখন পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আসে। খোদাতা'লার সকল গ্রন্থে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে এবং কোরআন শরীফও এই কথাই বলে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত মূসাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার ফলে মিশর দেশে বিভিন্ন ধরনের বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছিল। বৃষ্টির ন্যায় উকুন বর্ষিত হইয়াছিল, ব্যাঙ বর্ষিত হইয়াছিল, রক্ত বর্ষিত হইয়াছিল এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। অথচ মিশর দেশের দূর-দুরান্তের অধিবাসীরা হযরত মূসা সম্পর্কে অবহিতও ছিল না এবং না ইহাতে তাহাদের কোন পাপ ছিল। কেবল ইহাই নহে। বরং সকল মিশরবাসীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা গিয়াছিল। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফেরাউন এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কেবল যাহারা অনবহিত ছিল তাহারাই প্রথমে মরিয়াছিল। হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের যুগে যাহারা হযরত ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল তাহাদের কোন ক্ষতিই সাধিত হয় নাই। তাহারা আরামে জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পরে যখন ঐ শতাব্দী শেষ হওয়ার পথে ছিল তখন রোমান সম্রাট টাইটাসের হাতে হাজার হাজার ইহুদী নিহত হইয়াছিল এবং প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কুরআন শরীফ হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই শাস্তি কেবল হযরত ঈসার দরুন দেওয়া হইয়াছিল।

এইভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে সাত বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুর্ভিক্ষে গরীবরাই মারা গিয়াছিল। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও দুঃখদানকারী বড় বড় সর্দারেরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শাস্তি হইতে রক্ষা পাইয়া ছিল। মুদ্দাকথা, আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে জারী আছে যে, যখন কেহ খোদার তরফ হইতে আগমন করে এবং তাঁহাকে অস্বীকার করা হয় তখন বিভিন্ন ধরনের বিপদ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ লোকেরা পাকড়াও হয়, যাহাদের এই অস্বীকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। অতএব ধীরে ধীরে কাফেরদের নেতাদিগকে পাকড়াও করা হয় এবং সর্বশেষে বড় পাপিষ্ঠদের পালা আসে। ইহার প্রতি আল্লাহ্‌তা'লা এই আয়াতে ইঙ্গিত করেন, انا نأتى الأرض ننقصها من اطرافها

(সূরা আর্ রা'দ—আয়াত ৪২)। অর্থাৎ আমি ধীরে ধীরে যমীনের দিকে আসিতে থাকি। আমার এই বর্ণনায় কোন কোন ঐ সকল নির্বোধের আপত্তির উত্তর আছে, যাহারা বলে কাফের ফতোয়াতো মৌলবীরা দিয়াছিল। কিন্তু প্লেগে মারা গেল গরীব লোকেরা এবং কাংড়া ও ভাগচুর পাহাড়ী এলাকার শত শত লোক ভূমিকম্পে বিনাশ হইয়া গেল। তাহাদের কী অপরাধ ছিল ? তাহারা কীভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল ? অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন খোদার কোন রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়— ঐ মিথ্যা প্রতিপন্ন কোন বিশেষ জাতি করুক বা পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশের লোকেরা করুন না কেন—তখন খোদাতা'লার আত্মাভিমান সাধারণ শাস্তি অবতীর্ণ করে এবং আকাশ হইতে সাধারণভাবে বিপদাবলী অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ সময় এইরূপ হয় যে, প্রকৃত অপরাধী, যে ফাসাদের গোড়া, তাকে পরবর্তী সময়ে পাকড়াও করা হয়। উদাহরণ-

স্বরূপ, হযরত মূসা ফেরাউনের সামনে কিছু ভয়ঙ্কর নিদর্শন দেখাইয়াছিলেন। ফেরাউনের কোন ক্ষতি হয় নাই। কেবল গরীবরা মারা গিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে খোদা ফেরাউনকে তাহার বাহিনীসহ ডুবাইয়া ছিলেন। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান, যাহা কোন ওয়াকেবহাল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না।

প্রশ্ন (৬)

হুযূরে আলী হাজার হাজার জায়গায় লিখিয়াছেন যে, কলেমা-বিশ্বাসীকে ও আহলে কেবলাকে কাফের বলা কোন মতেই ঠিক নহে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল মোমেন যাহারা আপনাকে কাফের আখ্যা দিয়া নিজেরা কাফের হইয়া যায় তাহারা ছাড়া কেবল আপনাকে না মানার দরুন কেহ কাফের হইতে পারে না। কিন্তু আব্দুল হাকিম খানকে আপনি লেখেন যে, যাহাদের নিকট আমার দাওয়াত পৌঁছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রহণ করে নাই তাহারা মুসলমান নহে। এই বর্ণনা পূর্বের লিখিত পুস্তকের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা আছে এবং যেমন তরিয়াকুল কুলুব ও অন্যান্য পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আমাকে না মানার দরুন কেহ কাফের হয় না। কিন্তু আপনি এখন লিখিতেছেন যে, আমাকে কেহ অস্বীকার করিলে সে কাফের হইবে।

উত্তর

ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, আপনি কাফের আখ্যাদানকারী ও অমান্যকারীকে দুই ধরনের মানুষ মনে করেন। অথচ খোদার নিকট তাহারা একই ধরনের মানুষ। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে এই কারণে মানে না যে, সে আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, খোদা সম্পর্কে যাহারা মিথ্যা বানাইয়া বলে তাহারা সব চাইতে বড় কাফের, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

فمن اظلم ممن افترىٰ على الله كذبًا او كذب بآياته

(সূরা আল্ আরাফ, আয়াত ৩৮) অর্থাৎ বড় কাফের দুইটিই আছে। প্রথমটি হইল, যে খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বলে * এবং দ্বিতীয়টি হইল, যে খোদার কালামকে অস্বীকার করে। অতএব যে ক্ষেত্রে একজন অস্বীকারকারীর দৃষ্টিতে আমি খোদার নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছি, সেক্ষেত্রে আমি কেবল কাফেরই নই, বরং বড় কাফের। যদি আমি মিথ্যাবাদী না হই তবে নিঃসন্দেহে ঐ কুফুরী তাহাদের উপর পড়িবে, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই উপরোক্ত আয়াতে বলেন। এতদ্ব্যতীত যে আমাকে মানে না সে খোদা ও রসূলকেও মানে না। কেননা, আমার সম্পর্কে খোদা ও রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়াছিলেন যে, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্য হইতেই মসীহ্ মাওউদ আসিবেন। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এই সংবাদও দিয়াছিলেন যে, আমি মে'রাজের রাত্রিতে মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মকে ঐ সকল নবীর মধ্যে দেখিয়া আসিয়াছি যাহারা এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

---

* টীকা ঃ এখানে যালেমের অর্থ কাফের। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলার মোকাবেলায় অস্বীকারকারী আল্লাহ্‌র কিতাবকে যালেম সাব্যস্ত করিয়াছে এবং নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি খোদাতা'লার কালামকে অস্বীকার করে সে কাফের। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। এইজন্য আমাকে কাফের বলার দরুন সে নিজেই কাফের হইয়া যায়।

ইয়াহিয়া শহীদের পাশে দ্বিতীয় আকাশে তাঁহাকে দেখিয়াছি। খোদাতা'লা কুরআন শরীফে সংবাদ দিয়াছেন যে, মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়ম মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। খোদা আমার সত্যতার সাক্ষ্যরূপে তিন লক্ষের অধিক আসমানী নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। রমযানে আকাশে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছে। এখন যে ব্যক্তি খোদা ও রসূলের কথা মানে না, কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সজ্ঞানে খোদাতা'লার নিদর্শনসমূহ রদ করে, এবং শত শত নিদর্শন সত্ত্বেও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, সে কীভাবে মোমেন হইতে পারে ? যদি সে মোমেন হয় তবে মিথ্যা বলার দরুন আমি কাফের সাব্যস্ত হই। কেননা, তাহাদের দৃষ্টিতে আমি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

قالت الاعراب امنّا قل لم تؤمنوا ولٰكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم

(সূরা আল্ হুজুরাত ঃ আয়াত ১৫)।

অর্থাৎ আরবের গ্রামবাসীরা বলে আমরা ঈমান আনিয়াছি। তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা ঈমান আন নাই। হ্যাঁ, এইরূপ বল যে, আমরা অনুবর্তিতা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি ; কিন্তু ঈমান এখনো তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই। অতএব যে স্থলে খোদা অনুবর্তিতাকারীদের নাম মোমেন রাখেন না, সে স্থলে ঐ সকল লোক কীভাবে খোদার নিকট মোমেন হইতে পারে যাহারা প্রকাশ্যে খোদার কালাম অস্বীকার করে এবং যমীনে ও আকাশে খোদাতা'লার হাজার হাজার নিদর্শন দেখিয়াও আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইতে বিরত হয় না ? তাহারা নিজেরাও এইকথা স্বীকার করে যে, যদি আমি খোদার নামে মিথ্যা কথা না বলি এবং মোমেন হই তবে এমতাবস্থায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দরুন তাহারা কাফের হইয়াছে এবং আমাকে কাফের আখ্যায়িত করিয়া নিজেদের কুফরীর উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছে। ইহা শরীয়তের একটি বিধান যে, যে মোমেনকে কাফের বলে সে পরিণামে কাফের হইয়া যায়। দুইশত মৌলবী আমাকে কাফের আখ্যা দিয়াছে এবং আমার উপর কুফরীর ফতোয়া লিখিয়াছে। তাহাদের ফতোয়া দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয় যে, যে মোমেনকে কাফের বলে সে-ও কাফের হইয়া যায় এবং কাফেরকে মোমেন আখ্যাদানকারীও কাফের হইয়া যায়। তাহা হইলে এই বিষয়টির সহজ প্রতিকার এই যে, যদি অন্যান্য লোকদের মধ্যে সত্যতার বীজ ও ঈমান থাকে এবং তাহারা মোনাফেক না হয় তবে তাহাদের এই সকল মৌলবীর প্রত্যেকের নাম উল্লেখপূর্বক এই বলিয়া একটি লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপানো উচিত যে, ইহারা সকলে কাফের। কেননা, ইহারা একজন মুসলমানকে কাফের বানাইয়াছে। তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে মুসলমান মনে করিব — অবশ্য যদি তাহাদের মধ্যে কপটতার কোন সন্দেহ না থাকে এবং তাহারা খোদার সুস্পষ্ট মো'জেযাসমূহের অস্বীকারকারী না হয়। নতুবা আল্লাহ্‌তা'লা ব লেন,

انّ المنافقين فى الدرك الاسفل من النار

(সূরা আন্-নেসা— আয়াত ১৪৬)। অর্থাৎ মোনাফেকদিগকে দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে। হাদীস শরীফে ইহাও আছে যে,

ما زنا زانٍ وهو مؤمن وما سرق سارق وهو مؤمن

* অর্থাৎ কোন ব্যভিচারী ব্যভিচারের অবস্থায় এবং কোন চোর চুরির অবস্থায় মোমেন হয় না। তাহা হইলে মোনাফেক মোনাফেকীর অবস্থায় কীভাবে মোমেন হইতে পারে ? যদি এই বিধান সত্য না হয় যে, কাহাকেও কাফের বলিলে মানুষ নিজেই কাফের হইয়া যায় তবে তোমাদের মৌলবীদের ফতোয়া আমাকে দেখাইয়া দাও আমি গ্রহণ করিয়া লইব। কিন্তু যদি কাফের হইয়া যায় তবে দুইশত-মৌলবীর কুফরী সম্পর্কে তাহাদের নামে নামে একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করিয়া দাও। ইহার পর তাহাদের ইসলামের সন্দেহ করা আমার জন্য হারাম হইবে। অবশ্য ইহার জন্য শর্ত এই যে, তাহাদের মধ্যে কোন মোনাফেকীর স্বভাব থাকা উচিত হইবে না। ❑

প্রশ্ন (৭)
দাওয়াত পৌঁছিয়া যাওয়া বলিতে কী বুঝায় ?

উত্তর

দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছে সে লোকদেরকে অবহিত করিবে যে, আমি খোদার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়াছি এবং তাহাদিগকে তাহাদের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিবে যে, অমুক অমুক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমরা ভ্রান্তির মধ্যে আছ অথবা অমুক অমুক আমলের ক্ষেত্রে তোমরা উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল-প্রমাণ দ্বারা নিজের সত্যতা প্রমাণ করিবে। আল্লাহ্‌র বিধান এইরূপ যে, তিনি প্রথমে স্বীয় নবীগণকে ও রসূলগণকে এতখানি অবকাশ দেন যে, তাঁহাদের নাম পৃথিবীর অনেক অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে মানুষ অবহিত হইয়া যায়। তাহাছাড়া আসমানী নিদর্শন এবং যুক্তিগত ও শাস্ত্রগত দলিল প্রমাণসহ তাঁহারা লোকদের উপর 'হুজ্জত' (দলিল-প্রমাণ সহ কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করা) কায়েম করেন। তাহাদিগকে পৃথিবীতে অসাধারণ খ্যাতি দান করা এবং উজ্জল নিদর্শনাবলীর সহিত হুজ্জত কায়েম করা খোদাতা'লার নিকট অসম্ভব কাজ নহে। যেমন তোমরা দেখিয়া থাক, যে মুহূর্তে আকাশের এক প্রান্তে বিদ্যুৎ চমকায় উহা তাৎক্ষণিকভাবে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি খোদার আদেশে খোদার রসূলগণকে খ্যাতি দান করা হয় এবং খোদার ফেরেশ্‌তাগণ যমীনে অবতীর্ণ হন এবং ভাগ্যবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে এই কথা প্রবিষ্ট করিয়া দেন যে, তোমরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহা সঠিক নহে। তখন এইরূপ লোক সঠিক পথের অন্বেষণে লাগিয়া যায়।

---

* টীকা ঃ সহী বোখারীতে এই অর্থের রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণিত আছে ঃ

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن

"কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না মোমেন হওয়া অবস্থায় এবং চুরিও করে না মোমেন হওয়া অবস্থায়"।

❑ টীকা ঃ আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, কাফেরকে মোমেন আখ্যা দিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। কেননা, যে-ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কাফের সে তাহার কুফরী অস্বীকার করে। আমি দেখিতেছি, যে-সকল লোক আমার উপর ঈমান আনে না তাহাদের সকলে এইরূপ ব্যক্তি যাহারা ঐ সকল লোককে মোমেন মনে করে যাহারা আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। অতএব আমি এখনো আহলে কেবলাকে কাফের বলি না। কিন্তু নিজেদের হাতেই নিজেদের দরুন যাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে আমি কীভাবে মোমেন বলিতে পারি ?

অন্যদিকে খোদাতা'লা এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যে, যুগ-ইমামের সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া যায়। বিশেষভাবে এই যুগতো এইরূপ যুগ যে, কয়েক দিনের মধ্যে বদনামীর সহিত একটি নামী ডাকাতের নামও পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তবে, খোদাতা'লার বান্দা, যাহার সহিত সর্বদা খোদা আছেন, তাহার নাম কি এই পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে না ? তিনি কি গুপ্ত থাকিবেন ? তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ার ব্যাপারে কি খোদা শক্তিমান নহেন ? * আমি দেখিতেছি খোদাতা'লার ফযল এইরূপে আমার সাথে আছে যে, আমার জন্য 'হুজ্জত' কায়েমের নিমিত্তে এবং স্বীয় নবী করীমের ধর্ম প্রচারের জন্য খোদাতা'লা ঐ সকল উপকরণ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা ইতোপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ আমার সময়ে ট্রেন, তার, ডাক ব্যবস্থা এবং স্থল ও জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থার দরুন বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এখন সকল দেশ যেন একই দেশ হইয়া গিয়াছে, বরং একই শহরে পরিণত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমণ করিতে চাহে তবে অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পুস্তক লেখা খুব সহজ সরল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যে সকল বিশাল গ্রন্থের কয়েক কপি এক শত বৎসরেও লেখা যাইত না, ইহাদের কয়েক লক্ষ কপি এখন দুই এক বৎসরে লেখা যায় এবং সকল দেশেই মুদ্রিত করা যায়। সব দিক হইতে তবলীগের জন্যও এত সহজ উপায় ও উপকরণের উদ্ভব হইয়াছে যে, আমাদের দেশে আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে ইহাদের নাম নিশানা ছিল না। আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বেকার সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অধিকাংশ লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ ছিল। কিন্তু এখন মাদ্রাসার আধিক্যের দরুন, যাহা গ্রামাঞ্চলেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, লোকদের জ্ঞানের যোগ্যতা এতখানি বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহারা ধর্মীয় পুস্তকাদি সহজে বুঝিতে পারে।

আমার পক্ষ হইতে তবলিগী কার্যক্রম এইভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে যে, আমি পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের অমৃতসর, লাহোর, জলন্ধর, সিয়ালকোট, দিল্লী, লুধিয়ানা ইত্যাদি শহরে বড় বড় সম্মেলনে নিজে গিয়া খোদাতা'লার পয়গাম পৌঁছাইয়াছি এবং হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য পেশ করিয়াছি। আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজীতে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে প্রায় ৭০টি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইসলামী দেশসমূহে প্রকাশ করিয়াছি। এই সকল পুস্তকের কপির সংখ্যা হইবে প্রায় এক লক্ষ।

---

* টীকা ঃ আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদাতা'লার এই ইলহাম আমার সম্পর্কে মজুদ আছে। ইহা ঐ যুগের ইলহাম যখন আমি গোপনে জীবন যাপন করিতেছিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া কেহ আমাকে চিনিত না। ঐ ইলহামটি এই যে,

انت منی بمنزلۃ توحیدی وتفریدی۔ فحان ان تعان وتعرف بین الناس

অর্থাৎ তুমি আমার তওহীদ ও একত্বের তুল্য। অতএব ঐ সময় আসিয়া গিয়াছে যে, তোমাকে সর্ব প্রকারের সাহায্য প্রদান করা হইবে। পৃথিবীতে তোমার নাম সম্মানের সহিত ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। নাম ছড়াইয়া দেওয়ার ওয়াদা তওহীদ ও একত্বের সহিত উল্লেখ করা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, প্রতাপ ও সম্মানের সহিত নাম ছড়াইয়া পড়ার প্রকৃত অধিকার এক ও অদ্বিতীয় খোদার। অতঃপর যাহার উপর খোদাতা'লার বিশেষ ফযল হয় সে কেবল আত্মবিলীনতার দরুন খোদাতা'লার তওহীদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া যায় এবং তাহার মধ্য হইতে দ্বৈততা তিরোহিত হইয়া থাকে। তখন খোদাতা'লা এইভাবে তাহার নাম, সম্মান, প্রতাপ ও মহিমার সহিত ছড়াইয়া দেন, যেমন তিনি নিজের নামকে ছড়াইয়া দেন। কেননা, তওহীদ ও একত্ব এই অধিকার সৃষ্টি করে যে, সে এইরূপ সম্মান লাভ করিবে।

এই উদ্দেশ্যে আমি কয়েক লক্ষ ইশ্‌তেহারও প্রকাশ করিয়াছি।[১] খোদাতা'লার ফযলে ও তাঁহার হেদায়াতে তিন লক্ষের অধিক লোক আমার হাতে আজ পর্যন্ত তাহাদের পাপসমূহ হইতে তওবা করিয়াছে। এইরূপ দ্রুত বেগে এই কার্যক্রম জারী আছে যে, প্রতিমাসে শত শত ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করিয়া আমার জামাতে প্রবেশ করিতেছে। আমার জামাত সম্পর্কে অন্য দেশের লোকেরা অনবহিত নহে। বরং আমেরিকা ও ইউরোপের দূর দূরান্তের দেশগুলিতে পর্যন্ত আমার দাওয়াত পৌছিয়া গিয়াছে। এমন কি আমরিকায় কয়েক ব্যক্তি আমার জামাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা নিজেরাই আমার নিদর্শনের প্রমাণ দেওয়ার জন্য অসাধারণ ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে ছাপিয়া দিয়াছে। ইউরোপের কোন কোন লোকও আমার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইসলামী দেশগুলিতেও আমার জামাতের লোক আছে। আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, তিন লক্ষের অধিক ব্যক্তি এই জামাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে এই জামাত সম্পর্কে লোকেরা অবহিত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সালেহ ও পুণ্যবান ব্যক্তি।[২]

প্রশ্ন (৮)

যদিও আমাদের ঈমান এই যে, নিছক শুষ্ক তওহীদ নাজাতের জননী হইতে পারে না এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা হইতে পৃথক হইয়া কোন আমল মানুষকে নাজাতপ্রাপ্ত বানাইতে পারে না তবুও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে আবেদন করিতেছি যে, আব্দুল হাকিম খান যে আয়াত লিখিয়াছে ইহার অর্থ কী। দৃষ্টান্তস্বরূপ সে এই আয়াত লিখিয়াছে,

ان الذین اٰمنوا والذین ھادوا والنصارٰی والصابئین من اٰمن باللہ والیوم الاٰخر وعمل صالحاً فلھم اجرھم عند ربھم

(সূরা আল্ বাকারা – আয়াত ৬৩)

---

(১) টীকা ঃ একবার ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে ১৬ হাজার ইশ্‌তেহার ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া আমি ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহা কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল ইশ্‌তেহার ইউরোপ ও আমেরিকার এইরূপ অঞ্চলে পৌছানো হইয়াছিল, যেখানে লোকেরা ইসলামের সৌন্দর্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত ছিল। ওয়েব নামক আমেরিকাবাসী এক ইংরেজ তখনো মুসলমান হয় নাই। তাহার নিকট এই ইশ্‌তেহার পৌছার পর সে মুসলমান হইয়া গেল এবং এখনো সে মুসলমান আছে।

(২) টীকা ঃ আফসোস! আমার জামাতের ঈমানদারী ও সত্যনিষ্ঠার উপর আপত্তি উত্থাপনকারীরা দেয়ানতদার ও সত্যনিষ্ঠ নহে। এই জামাতে কোন কোন লোক নিজেদের দৃঢ়চিত্ততার ঐ নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার দৃষ্টান্ত এই যুগে দেখিতে পাওয়া মুশ্‌কিল। উদাহরণস্বরূপ, মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেব শহীদ একজন খোদাভক্ত ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দৃঢ়চিত্ততার উপর ন্যায়পরায়ণতার সহিত দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং ভাবা উচিত পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কি ইহার চাইতে অধিক দৃঢ়চিত্ততার নমুনা দেখাইতে পারে ? উক্ত মৌলভী সাহেব আরবী ভাষায় একজন উচ্চ পর্যায়ের সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সারা জীবন হাদীস ও কুরআন শরীফের দরস দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইলহামও হইত। প্রায় ৫০ হাজার লোক তাঁহার অনুবর্তিতাকারী ও শিষ্য ছিল। তাঁহার জাগতিক সম্মানও ছিল অনেক। এমন কি কাবুল রেয়াসতের আমীরের নিকট তিনি একজন বুযর্গ ও

(অর্থ ঃ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে এবং খৃষ্টানগণ এবং সাবীগণ— (তাহাদের মধ্যে) যাহারা আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর (পূর্ণ) ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল (পুণ্য কর্ম) করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের প্রভুর নিকট (যথাযোগ্য) পুরস্কার— অনুবাদক)। সে এই আয়াতটিও লিখিয়াছে,

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه

(সূরা আল্-বাকারা— আয়াত ১১৩)

(অর্থ ঃ না, বরং যে-কেহ আল্লাহ্‌র সমীপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মশীল হয় সেই ক্ষেত্রে তাহার জন্য তাহার প্রভুর নিকট প্রতিদান রহিয়াছে— অনুবাদক)। অতঃপর সে এই আয়াতও লিখিয়াছে,

تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

(সূরা আলে ইমরান— আয়াত ৬৫)

(অর্থ ঃ তোমরা এমন এক কথায় আস যাহা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে সমান— আমরা যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি এবং তাঁহার সহিত

যুগনেতা হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। ইংরেজ সরকারের অধীনে কাবুলে তাঁহার জায়গীর ছিল। আমার সত্যতা স্বীকার করার দরুন তাঁহাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। আমাকে অস্বীকার করার জন্য তাঁহাকে অনেক বুঝানো হইয়াছিল। ইহাতে তিনি বলেন, আমি নির্বোধ নহি। আমি অন্তর্দৃষ্টির পথ ধরিয়া ঈমান আনিয়াছি। আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ; বরং প্রাণ বিসর্জন করিব। আমীর কয়েকবার তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, আপনি একজন বুযর্গ ব্যক্তি। কিন্তু লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে হৈ চৈ করিতেছে। সময়ের দাবী বুঝিয়া নিন। তিনি বলেন, আমি ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেই। আমি আমার ঈমানকে বিনষ্ট করিতে চাহি না। আমি জানি আমি যাহার হাতে বয়াত করিয়াছি তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি জগতের সকলের চাইতে উত্তম। আগমনকারী মসীহ্ তিনিই এবং ঈসা মরিয়া গিয়াছেন। তখন মৌলবীরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল যে, এই ব্যক্তি কাফের হইয়া গিয়াছে। তাহাকে কেন হত্যা করা হইবে না ? এতদ্‌সত্ত্বেও আমীর হত্যা করার ব্যাপারে বিলম্ব করিলেন। অবশেষে মৌলবীরা এই অজুহাত দাঁড় করাইল যে, ইহারা জেহাদ অস্বীকার করে এবং বলে, অন্য জাতির সহিত ধর্মের জন্য তলোয়ারের যুদ্ধ করা উচিত নহে। বস্তুতঃ মৌলবী সাহেব এই অভিযোগ অস্বীকার করিলেন না এবং বলিলেন, এই ওয়াদাই আছে যে, মসীহ্‌কে খোদা আকাশ হইতে সাহায্য করিবেন। এখন জেহাদ নিষিদ্ধ। ইহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইল এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনকে গ্রেফতার করিয়া কাবুল রাজ্যের এক দূরান্তের নিভৃত কোণে পৌঁছানো হইল এবং তাঁহার দলের লোকেরা এই সেলসেলায় প্রবেশ করিল। এখন লজ্জা-শরমের সহিত ভাবা উচিত, যে ব্যক্তি গুনী, বিখ্যাত ও জাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম্মানিত ছিল এবং সে আমার জন্য জীবন দিল, তাঁহার সহিত আবদুল হাকিমের তুলনা কীভাবে হইতে পারে। সম্পূর্ণরূপে আরবী জ্ঞানশূন্য এইরূপ ব্যক্তি যদি ধর্মত্যাগী হইয়া গেল তবে ধর্মের কি ক্ষতি সাধিত হইল ? অনুরূপভাবেই মৌলবী বলিয়া কথিত ইমাদউদ্দীন ধর্মত্যাগী হইয়া খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল। সেইবা ইসলামের কি ক্ষতি করিতে পারিয়াছে ? অনুরূপভাবে এই সময়ে ধর্মপালও ইসলাম ত্যাগ করিল। সেই বা কি ক্ষতি সাধন করিল ?

در کارخانهٔ عشق از کفر ناگزیر است * آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد

(অর্থ ঃ প্রেম সাধনার প্রেমিকের গৃহে "কুফরী" চলার পন্থা নাই। অগ্নি কাহাকে দহন করিবে, আবূ লাহাবই না থাকে যদি— অনুবাদক)।

কোন কিছুকেই আমরা শরীক না করি এবং যেন আমাদের মধ্যে কতক অপর কতককে আল্লাহ্ ব্যতীত প্রভুস্বরূপ গ্রহণ না করে। —অনুবাদক)।

উত্তর

বলা বাহুল্য কুরআন শরীফে এই সকল আয়াত বর্ণনা করার অর্থ এই নহে যে, রসূলগণের উপর ঈমান আনা ছাড়াও নাজাত পাওয়া যাইবে। বরং অর্থ এই যে, এক ও অদ্বিতীয় খোদা এবং পরকালের উপর ঈমান আনা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাইবে না।[১] আল্লাহ্‌র উপর কেবল তখনই সম্পূর্ণ ঈমান আনা হয় যখন তাঁহাদের রসূলগণের উপর ঈমান আনা হয়। ইহার কারণ এই যে তাঁহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিকাশস্থল এবং কোন বস্তুর অস্তিত্ব, তাঁহার গুণাবলীর অস্তিত্ব ছাড়া প্রমাণের মার্গে পৌঁছে না। এই জন্য আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর জ্ঞান ছাড়া তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকিয়া যায়। কেননা, উদারহণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্‌তা'লা কথা বলেন, তিনি গোপন বিষয়সমূহ জানেন, তিনি দয়া বা শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন— তাঁহার এই সকল গুণাবলী তাঁহার রসূলগণের মাধ্যম ছাড়া জানা যায় না। কীভাবে এইগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? যদি এই সকল গুণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত না হয় তবে খোদাতা'লার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। এমতাবস্থায় তাঁহার উপর ঈমান আনার কী অর্থ হইবে? যে ব্যক্তি খোদার উপর ঈমান আনিবে তাহার জন্য খোদার গুণাবলীর উপর ঈমান আনাও জরুরী এবং এই ঈমান তাহাকে নবীগণের উপর ঈমান আনিতে বাধ্য করিবে। কেননা, উদাহরণস্বরূপ খোদার বাক্যালাপ করা ও কথা বলা তাঁহার বাক্যালাপের প্রমাণ ছাড়া কীভাবে বুঝা যাইবে? কেবল নবীগণই প্রমাণসহ এই বাক্যালাপের উপস্থাপনকারী।

অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কুরআন শরীফে দুই প্রকারের আয়াত আছে। একটি হইল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট যেমন এই আয়াত

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله و
رسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين
ذلك سبيلا ٥ اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ٥

(সূরা আন্ নেসা— আয়াত ১৫১-৫২)। অর্থাৎ যে সকল লোক এইরূপ ঈমান আনিতে চাহে না যে, খোদার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহার রসূলগণের উপরও ঈমান আনিবে এবং যে খোদাকে তাঁহার রসূলগণের নিকট হইতে পৃথক করিতে চাহে

---

(১) টীকা ঃ কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌র রীতি এই যে, কোন কোন জায়গায় বিস্তারিতভাবে বলা হয় এবং কোন কোন জায়গায় সংক্ষেপে বলা হয় এবং পাঠকদের জন্য ইহা জরুরী যে, তাহারা সংক্ষিপ্ত আয়াতসমূহের এইরূপ অর্থ করিবে যাহাতে উহারা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আয়াতসমূহের বিরোধী না হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, খোদাতায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, শেরেক ক্ষমা করা হইবে না। কিন্তু কুরআন শরীফের এই আয়াত — ان الله يغفر الذنوب جميعا (সূরা আয্ যুমার আয়াত-৫৪)। (অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করে— অনুবাদক) উপরোক্ত আয়াতের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, যেখানে লেখা হইয়াছে যে, শেরেক ক্ষমা করা হইবে না। অতএব ইহা ধর্মদ্রোহিতার কাজ হইবে যদি এই আয়াতের অর্থ অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের বিরোধী অর্থ করা হয়।

এবং বলে যে, কাহারো কাহারো উপর আমরা ঈমান আনি এবং কাহারো কাহারো উপর ঈমান আনি না এবং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা রাখে, এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে কাফের এবং পাকা কাফের। আমরা কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। ইহা হইল অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াত। আমি ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও লিখিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রকারের আয়াত হইল দ্ব্যর্থবোধক। ইহাদের অর্থ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদিগকে এই সকল আয়াতের জ্ঞান দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল লোকের হৃদয়ে মোনাফেকীর ব্যাধি আছে তাহারা অদ্ব্যর্থবোধক ও সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের কোন পরোয়া না করিয়া দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের চিহ্ন এই যে, খোদাতা'লার কালামে এই সকল আয়াত বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান আছে এবং খোদাতা'লার কালাম ইহাদের দ্বারা ভরপুর। ইহাদের অর্থ খোলামেলা হইয়া থাকে। এইগুলি অমান্য করিলে অবশ্যই বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ব্যাপার দেখিয়া লও। যে সকল ব্যক্তি কেবল খোদাতা'লার উপর ঈমান আনে এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে না তাহাদিগকে খোদাতা'লার গুণাবলীর অস্বীকারকারী হইয়া পড়িতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের যুগে ব্রাহ্ম নামে একটি নূতন সম্প্রদায় আছে। তাহারা খোদাতা'লাকে মান্য করে বলিয়া দাবী করে। কিন্তু তাহারা নবীগণকে মান্য করে না। তাহারা খোদাতা'লার কালামের অস্বীকারকারী। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যদি খোদাতা'লা শুনেন তবে তিনি কথাও বলেন। অতএব যদি তাঁহার কথা বলা প্রমাণিত না হয় তবে শুনাও প্রমাণিত হয় না। এইভাবে এইরূপ ব্যক্তিরা খোদাতা'লার গুণাবলী অস্বীকার করিয়া নাস্তিকের ন্যায় হইয়া পড়ে। খোদাতা'লার গুণাবলী যেভাবে আদি সেভাবে অনাদিও বটে। এইগুলিকে পর্যবেক্ষণের আকারে কেবল নবীগণই (আলায়হেস সালাম) দেখাইয়া থাকেন। খোদাতা'লার গুণাবলী না থাকিলে তাঁহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই পর্যালোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌তা'লার উপর ঈমান আনার জন্য নবীগণের (আলায়হেস সালাম) উপর ঈমান আনা কতখানি জরুরী। নবীগণের উপর ঈমান না আনিয়া খোদার উপর ঈমান আনা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের ইহাও একটি চিহ্ন যে, উহাদের সাক্ষ্য কেবল বিপুল সংখ্যক আয়াতের দ্বারাই নহে বরং আমলীভাবেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ খোদার নবীগণের অবিরাম সাক্ষ্য উহাদের সম্পর্কে পাওয়া যায়। যেমন, যাহারা খোদাতা'লার কালাম কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য নবীগণের কেতাবসমূহ দেখিবে তাহারা জানিতে পারিবে যেভাবে খোদার উপর ঈমান আনার তাগিদ রহিয়াছে সেভাবেই তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আনারও তাগিদ রহিয়াছে। দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের চিহ্ন এই যে, উহাদের এইরূপ অর্থ করিলে যাহা অদ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের বিরোধী হয় অবশ্যই বিশৃংখলা দেখা দিবে এবং অন্যান্য বিপুল সংখ্যক আয়াতের সহিত উহাদের বিরোধ দেখা দিবে। খোদাতা'লার কালামে স্ববিরোধিতা সম্ভব নহে। এইজন্য স্বল্পসংখ্যক আয়াতকে বিপুল সংখ্যক আয়াতের অধীনস্থ করিতে হয়। আমি লিখিয়াছি যে, 'আল্লাহ্‌' শব্দের উপর চিন্তা-ভাবনা করিলে এই কুপ্ররোচনা দূর হইয়া যায়। কেননা, খোদাতা'লার কালামে তাঁহার নিজ বর্ণনায় 'আল্লাহ্‌' শব্দের এই ব্যাখ্যা আছে যে, আল্লাহ্‌ ঐ খোদা, যিনি কেতাবসমূহ

প্রেরণ করিয়াছেন, নবীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আঁ হযরত (সাঃ)-কেও প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যেন ঐ সকল মর্যাদা ও সম্মানের মার্গ পাইয়া যান যাহা রসূল করীমের (সাঃ) অনুবর্তীতায় লোকেরা লাভ করিবে। কেননা, রেসালতের জ্যোতির অনুবর্তিতাকারীরা যে মঞ্জিলে পৌছিতে পারে, ঐ মঞ্জিলে অন্ধরা পৌছিতে পারে না। ইহা খোদার অনুগ্রহ। যাহাকে চাহেন তাহার উপর এই অনুগ্রহ করেন। খোদাতা'লা 'আল্লাহ' নামকে নিজের সকল গুণ ও কর্মের কর্তা সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমতাবস্থায় শব্দটির অর্থ করার সময় কেন এই জরুরী বিষয়টিকে বিবেচনাধীন রাখা হইবে না ?

কুরআন শরীফের পূর্বে আরবের লোকেরা 'আল্লাহ্' শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহার করিত ইহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের এই বিষয়টির অনুসরণ করা উচিত যে, খোদাতা'লা কুরআন শরীফে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহ্' শব্দটিকে এই অর্থসহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নবী-রসূল ও কেতাবসমূহের প্রেরণকারী, যমীন ও আকাশের স্রষ্টা, অমুক অমুক গুণে গুণান্বিত এবং তিনি এক-অদ্বিতীয়। হাঁ, যাহাদের নিকট খোদাতা'লার কালাম পৌছে নাই এবং এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত তাহাদিগকে তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী জবাবদিহী করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কখনো সম্ভব নহে যে, তাহারা এই শ্রেণী ও পদ-মর্যাদা লাভ করিবে যাহা রসূলে করীমের (সাঃ) অনুবর্তিতার দ্বারা লোকেরা লাভ করিবে। কেননা, রেসালতের জ্যোতির অনুবর্তিতার দরুন অনুবর্তিতাকারীরা যে মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছিতে পারে কেবল অন্ধরা ঐ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। ইহা খোদার ফযল, যাহার উপর চাহেন করেন। *

অতঃপর এই যুলুমটির প্রতি লক্ষ্য কর যে, কুরআন শরীফের শত শত আয়াত উচ্চস্বরে বলিতেছে, কেবল তওহীদ নাজাতের কারণ হইতে পারে না,বরং এতদ্সঙ্গে রসূলে করীমের (সাঃ) উপর ঈমান আনার শর্ত আছে ; এতদ্সত্ত্বেও মিয়া আবদুল হাকিম খান এই সকল আয়াতের কোন পরোয়াই করে না এবং ইহুদীদের ন্যায় যে দুই একটি আয়াত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাদের বিপরীত অর্থ করিয়া বার বার উপস্থাপন করে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এই সকল আয়াতের যদি এই অর্থই হয় যাহা আবদুল হাকিম উপস্থাপন করে তাহা হইলে ইসলাম পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে সকল আদেশ যথা ঃ নামায, রোযা, ইত্যাদি শিখাইয়াছেন ইহাদের সব কিছুই অর্থহীন ও অযথা সাব্যস্ত হয়। কেননা, যদি ইহাই হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ধারণাপ্রসূত তওহীদ দ্বারা নাজাত লাভ করিতে পারিবে তবে নবীকে অস্বীকার করিলে কোন পাপই হইবে না এবং ধর্মত্যাগ করিলে কাহারো কোন ক্ষতি হইবে না। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে কুরআন শরীফে এমন কোন আয়াত নাই যাহা নবী করীমের অনুবর্তিতার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হইতে বলে। ধরিয়া লওয়া হউক যদি ঐ দুই তিনটি আয়াত এই শত শত আয়াতের বিরোধী হয় তবুও অল্প সংখ্যক আয়াতকে অধিক সংখ্যক আয়াতের অধীন

---

* টীকা ঃ যদি এই সংক্ষিপ্ত আয়াতের এই অর্থ করা হয় তবে কি কারণে এই অন্য সংক্ষিপ্ত আয়াত অর্থাৎ ان الله يغفر الذنوب جميعًا (সূরা আল যুমার— আয়াত ৫৪, অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল পাপ ক্ষমা করেন— অনুবাদক)-এর আলোকে বিশ্বাস রাখা যাইবে না যে, শেরেকও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে ?

করা উচিত ছিল। অধিক সংখ্যক আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ধর্মত্যাগের পোষাক পরিধান করা উচিত নহে। এস্থলে আল্লাহ্‌র কালামের আয়াতে কোন স্ববিরোধিতাই নাই, কেবল রহিয়াছে স্বীয় প্রজ্ঞার পার্থক্য এবং নিজ প্রকৃতির কালিমা। 'আল্লাহ্' শব্দটির ঐ অর্থ করা আমাদের উচিত, যাহা খোদাতা'লা নিজেই করিয়াছেন, নিজের পক্ষ হইতে ইহুদীদের ন্যায় অন্য অর্থ বানানো উচিত নহে।

এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লার কালাম এবং তাঁহার রসূলগণের আদি হইতে এই নিয়ম যে, প্রত্যেক উদ্ধত ও কঠোর অস্বীকারকারীকে এই ভঙ্গিতেও হেদায়াত করা হয় যে, তোমরা সঠিকভাবে ও নিষ্ঠার সহিত খোদার উপর ঈমান আন, তাঁহাকে ভালবাস এবং তাঁহাকে এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞান কর। তাহা হইলে তোমরা নাজাত লাভ করিবে। এই কালামের (কথার) অর্থ এই যে, যদি তাহারা পুরাপুরিভাবে খোদার উপর ঈমান আনে তবে খোদা তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক দান করিবেন। এই সকল লোক কুরআন শরীফ পড়ে না। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, খোদার উপর খাঁটি ঈমান আনা তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনার জন্য কারণ হইয়া যায় এবং এইরূপ লোকদের বক্ষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। এই জন্য আমারও রীতি ইহাই যে, যখন কোন আর্য বা ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান বা ইহুদী বা শিখ বা অন্য কোন ইসলাম অস্বীকারকারী কূটতর্ক করে এবং কোনভাবেই বিরত হয় না তখন আমি পরিশেষে বলিয়া দিই যে, তোমাদের এই তর্ক দ্বারা তোমরা কিছুতেই উপকৃত হইবে না। তোমরা পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত খোদার উপর ঈমান আন। ইহাতে তিনি তোমাদিগকে নাজাত দিবেন। কিন্তু আমার এই কথার অর্থ এই নহে যে, নবী করীমের (সাঃ) অনুবর্তিতা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাইতে পারে বরং এই কথার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ সততার সহিত খোদার উপর ঈমান আনিবে খোদা তাহাকে তওফীক দান করিবেন এবং স্বীয় রসূলের উপর ঈমান আনার জন্য তাহার বক্ষকে খুলিয়া দিবেন। অনুরূপভাবে আমি অভিজ্ঞতার আলোকে দেখিয়াছি যে, একটি নেকী (পুণ্য কাজ) অন্য নেকীর তওফীক দান করে এবং একটি নেক আমল অন্য নেক আমলের শক্তি দান করে। তাযকেরাতুল আউলিয়ায় এক অদ্ভুত কাহিনী লিখিত আছে যে, এক আল্লাহ্‌ওয়ালা বুযুর্গ বলেন ঃ একবার এইরূপ ব্যাপার হইল যে, কয়েকদিন ধরিয়া অনেক বৃষ্টিপাত হইল। বৃষ্টিপাত বন্ধ হওয়ার পর আমি কোন এক কাজে আমার বাড়ীর ছাদে উঠিলাম। আমার প্রতিবেশী ছিল এক বৃদ্ধ। সে অগ্নি উপাসক ছিল। সে ঐ সময় নিজ বাড়ীর ছাদে অনেক শস্যবীজ ছড়াইতে ছিল। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল যে, কয়েকদিন হইতে বৃষ্টির দরুন পাখীরা ক্ষুধার্ত। ইহাদের প্রতি আমার দয়া হইয়াছে। তাই আমি ইহাদের জন্য শস্য বীজ ছড়াইতেছি যাহাতে আমার পুণ্য হয়। আমি উত্তর দিলাম, হে বৃদ্ধ ! তোমার এই ধারণা ভুল। তুমি মোশরেক এবং মোশরেকদের কোন পুণ্য হয় না। কেননা, তুমি অগ্নি উপাসক। এই কথা বলিয়া আমি নীচে নামিয়া আসিলাম। কিছুদিন পর আমার হজ্জ করার সুযোগ ঘটিল এবং আমি মক্কা মোয়ায্‌যমায় পৌছিলাম। যখন আমি তওয়াফ করিতেছিলাম তখন আমার পিছন হইতে একজন তওয়াফকারী আমার নাম লইয়া ডাক দিল। যখন আমি পিছনের দিকে তাকাইলাম তখন ঐ বৃদ্ধকে দেখিলাম, যে মুসলমান হইয়া তওয়াফ করিতেছিল। সে আমাকে বলিল, পাখীদের জন্য আমি যে শস্য বীজ ছড়াইয়াছিলাম উহার জন্য কি আমি পুণ্য অর্জন করি নাই ? অতএব যে ক্ষেত্রে পাখীদের

জন্য শস্য বীজ ছড়ানোর কাজটি এক ব্যক্তিকে ইসলামের দিকে টানিয়া আনে সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি খাঁটি বাদশাহ্ সর্বশক্তিমান খোদার উপর ঈমান আনে সে কি ইসলাম হইতে বঞ্চিত থাকিবে ? কখনো নহে।

عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نکرد　　اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست

(অর্থ ঃ কে সেই প্রেমিক যে প্রেমময় বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না (তাহাকে চিনিতেও পারে না) ? হে খাজা ! ব্যথাই নাই, চিকিৎসক আছেই চিরবর্তমান— অনুবাদক)।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমতঃ নবী করীমের (সাঃ) অনুবর্তিতা ছাড়া পরিপূর্ণরূপে তওহীদ অর্জন করা যায় না। এখনই আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, নবুওয়তের ওহীর আয়না ছাড়া খোদাতা'লার গুণাবলী, যাহা তাঁহার সত্তা হইতে পৃথক হইতে পারে না, নিরীক্ষণ করা যায় না। এই সকল গুণকে নিরীক্ষণের রঙে প্রদর্শনকারী কেবল নবীই হইয়া থাকেন। অসম্ভব হইলেও ধরিয়া নেওয়া যাক, নবী ছাড়া খোদার গুণাবলী ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় অর্জন করা যায়। এইরূপ অবস্থায় ইহা শেরেকের পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা এই পঙ্কিল সম্পদকে গ্রহণ করিয়া ইসলামে প্রবেশ না করান। কেননা, রসূলের মাধ্যমে খোদাতা'লার নিকট হইতে মানুষ যাহা কিছু পায় তাহা এক আসমানী পানি। ইহাতে মানুষের গর্ব ও আত্মশ্লাঘার কোন স্থান নাই। কিন্তু মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টায় যাহা কিছু অর্জন করে ইহাতে নিশ্চয় শেরেকের কোন পঙ্কিলতা সৃষ্টি হইয়া যায়। অতএব এই প্রজ্ঞার দরুনই তওহীদ শিখানোর জন্য রসূল পাঠানো হইয়াছে এবং মানুষকে কেবল বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই যাহাতে খাঁটি তওহীদ থাকে এবং মানবীয় আত্মশ্লাঘার শেরেক ইহাতে মিশ্রিত না হইয়া যায়। এই কারণেই বিপথগামী দার্শনিকেরা খাঁটি তওহীদ লাভের সৌভাগ্য পায় নাই। কেননা, তাহারা অহংকার, গর্ব ও আত্মশ্লাঘার খাঁচায় বন্দী। খাঁটি তওহীদ অস্তিত্বের অস্বীকারের দাবী জানায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অন্তঃকরণে ইহা না বুঝে যে, আমার প্রচেষ্টার কোন স্থান নাই, বরং ইহা কেবল আল্লাহ্তা'লার পুরস্কার ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ অনস্তিত্ব লাভ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি সারা রাত্রি জাগিয়া এবং নিজেকে কষ্টে নিপতিত করিয়া নিজের জমিতে পানি সিঞ্চন করিতেছে এবং অন্য ব্যক্তি সারা রাত্রি শুইয়া রহিল এবং বৃষ্টি নামার দরুন তাহার জমি পানিতে ভরিয়া গেল। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি ইহারা দুইজনেই কি খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমান হইবে ? কখনো নহে। বরং ঐ ব্যক্তি অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে যাহার জমি তাহার পরিশ্রম ছাড়াই পানিতে ভরিয়া গেল। এইজন্য খোদার কালামে বার বার ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ঐ খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যিনি রসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তওহীদ শিখাইয়াছেন।

প্রশ্ন (৯)

যাহারা সৎ উদ্দেশ্যে আঁ হযরতের (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করিল বা করে, আঁ হযরতের (সাঃ) রেসালতের অস্বীকারকারী, কিন্তু তাহারা খোদার একত্বে বিশ্বাসী, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকে তাহাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করা উচিত ?

উত্তর

মানুষের সৎ উদ্দেশ্য সন্দেহমুক্ত হওয়ার পর প্রমাণিত হয়। অতএব যেক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে সন্দেহমুক্ততা লাভ করা যায় না, সেক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যের কী প্রমাণ হইল ? উদাহরণস্বরূপ, খৃষ্টানদের অবস্থা এই যে, তাহারা প্রকাশ্যে একজন মানুষকে খোদা বানাইতেছে আর মানুষটিও এইরূপ যে বিপদাবলীর লক্ষস্থলে পরিণত হয়। * আর্য সমাজীরা নিজেদের পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে না। কেননা, তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি স্রষ্টা নহেন যাহাতে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্রষ্টাকে সনাক্ত করা যায়। তাহাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী খোদাতা'লা অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেন না, না বৈদিক যুগে প্রদর্শন করিয়াছেন যাহাতে অলৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের নিকট এই প্রমাণও নাই যে, পরমেশ্বরের প্রতি অদৃশ্যের জ্ঞান, শুনা, বলা, মহিমা দেখানো এবং দয়ালু হওয়া, ইত্যাদি যে সকল গুণ আরোপ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল গুণ তাহার মধ্যে আছে। অতএব তাহাদের পরমেশ্বর কেবল কল্পিত পরমেশ্বর। খৃষ্টানদের অবস্থা ইহাই। তাহাদের খোদার ইলহামের উপরও মোহর লাগিয়া গিয়াছে। অতএব এইরূপ পরমেশ্বর বা খোদার উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে কীভাবে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায় ? যে ব্যক্তি স্বীয় খোদার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে না, সে কীভাবে পরিপূর্ণরূপে খোদাকে ভালবাসিতে পারে এবং কীভাবে শেরেকমুক্ত হইতে পারে ? খোদা স্বীয় রসূল নবী করীমের (সাঃ) 'হুজ্জত' (দলিল-প্রমাণের সাহায্যে সত্যতার প্রমাণ) পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি রাখেন নাই। তিনি এক সূর্যের ন্যায় আগমন করেন এবং সবদিক হইতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। অতএব, যে ব্যক্তি এই প্রকৃত সূর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় তাহার কল্যাণ নাই। আমি তাহাকে সৎ উদ্দেশ্যের অধিকারী বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী এবং কুষ্ঠ যাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে সে কি বলিতে পারে যে, আমি কুষ্ঠ রোগী নহি এবং আমার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই ? যদি সে এইরূপ বলে আমরা কি তাহাকে সৎ উদ্দেশ্যের অধিকারী বলিতে পারি ? এতদ্ব্যতীত যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, পৃথিবীতে এইরূপ ব্যক্তি আছে, যে সম্পূর্ণ সৎ উদ্দেশ্য এবং এইরূপ পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেরূপ প্রচেষ্টা সে পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করে, ইসলামের

---

* টীকা ঃ কোন বিবেক বা জ্যোতির্ময় হৃদয় কি এই কথা গ্রহণ করিতে পারে যে, একজন দুর্বল মানুষ যিনি অতীতের নবীগণের চাইতে এক কণাও বেশী কাজ দেখাইতে পারেন নাই, হীন ও নীচ ইহুদীদের হাতে মার খাইতে ছিলেন, তিনিই খোদা এবং তিনিই যমীন ও আকাশের স্রষ্টা এবং অপরাধীদের শাস্তিদাতা ? কোন বিবেক কি এই কথা গ্রহণ করিতে পারে যে, নিজের অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান খোদা অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন ? আমি বুঝিতে পারি না, ঈসার সহিত খোদা থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় পরিত্রাণের জন্য সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে থাকেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যেক্ষেত্রে তাঁহার মধ্যে তিন খোদাই ছিলেন সেক্ষেত্রে ঐ চতুর্থ খোদা কে ছিলেন যাহার দরবারে তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা রাত্রি দোয়া করেন ? তদুপরি ঐ দোয়া গৃহীতও হইল না। এইরূপ খোদার উপর কীরূপে ভরসা করা যাইতে পারে যাহার উপর নীচ ইহুদীরা জয়লাভ করিয়া এবং ক্রুশে না চড়ানো পর্যন্ত তাহার পশ্চাৎ ত্যাগ করিল না ? আর্যদেরতো যেন কোন খোদাই নাই, যদিও তিনি অনাদি বটে। এই শিক্ষা কি মানুষকে কোনভাবে সন্দেহমুক্ত করিতে পারে ? কিন্তু ইসলাম ঐ খোদা পেশ করিতেছে যাহার সম্পর্কে মানবীয় প্রকৃতি ও সকল নবী একমত যে, তিনি ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণকারীদের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করেন।

সত্যতা পর্যন্ত পৌছিতে পারে নাই তবে তাহার হিসাব খোদার নিকট আছে। কিন্তু আমি আমার সারা জীবনে এইরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখি নাই। * এইজন্য আমি এই বিষয়টিকে নিশ্চিতরূপে অসম্ভব বলিয়া জানি যে, কোন ব্যক্তি বিবেক ও ন্যায়-বিচারের দৃষ্টিকোণ হইতে অন্য ধর্মকে ইসলামের উপর প্রাধান্য দিতে পারে। নির্বোধ ও মুর্খ ব্যক্তিরা অবাধ্য আত্মার (নফ্সে আম্মারার) শিক্ষার দরুন একটি কথা শিখিয়া নেয় যে, কেবল তওহীদ যথেষ্ট এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নবীগণই তওহীদের জননী হইয়া থাকেন, যাঁহাদের দ্বারা তওহীদের জন্ম হইয়া থাকে। তাঁহাদের দ্বারাই খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। খোদাতা'লার চাইতে 'এতেমামে হুজ্জত' (পূর্ণ যুক্তি ও দলিলের সাহায্যে সত্যতার প্রমাণ) আর কে অধিক জানিতে পারে ? তিনি স্বীয় নবী করীমের (সাঃ) সত্যতা প্রমাণ করার জন্য পৃথিবী ও আকাশকে নিদর্শনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এখন এই যুগেও খোদা এই অধম সেবককে প্রেরণ করিয়া আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যায়নের জন্য হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। এইগুলি বৃষ্টিধারার ন্যায় পতিত হইতেছে। অতএব 'এতেমামে হুজ্জতে' আর কোন্ ঘাট্তি বাকী রহিল ? যে ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করার বুদ্ধি আছে সে কেন একমত হইবার কথা ভাবিতে পারে না ? যে রাত্রিতে দেখিতে পারে সে কেন প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিতে পায় না ? অথচ মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথের চাইতে সত্যায়নের পথ অনেক সহজ। হাঁ, যে ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য এবং যাহার মধ্যে মানবীয় শক্তির পরিমাণ কম তাহার বিচারের ভার খোদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তাহার সম্পর্কে আমি বলিতে পারি না। সে ঐ সকল মানুষের ন্যায় যাহারা বাল্যকালে ও শৈশবে মারা যায়। কিন্তু এক খল অস্বীকারকারী এই বাহানা পেশ করিতে পারে না যে, আমি সৎ উদ্দেশ্যে অস্বীকার করি। দেখা উচিত তওহীদ রেসালতের বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য তাহার ইন্দ্রিয় সক্ষম কি না। যদি জানা যায় যে, সে অনুধাবন করিতে পারে, কিন্তু দুষ্টামী করিয়া অস্বীকার করে, তবে কীভাবে সে অক্ষম থাকিতে পারে ? যদি কেহ সূর্যের আলো দেখিয়া বলে যে, ইহা দিন নয় বরং রাত, এরূপ অবস্থায় আমরা কি তাহাকে অক্ষম বলিতে পারি ? অনুরূপভাবে যে সকল লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে কূটতর্ক করে এবং ইসলামের যুক্তি-প্রমাণকে খন্ডন করিতে পারে না, আমরা ধারণা করিতে পারি কি যে, তাহারা অক্ষম ? ইসলাম তো একটি জীবন্ত ধর্ম। যে ব্যক্তি জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে সে কেন ইসলাম ত্যাগ করে এবং মৃত ধর্ম গ্রহণ করে ? **

খোদাতা'লা এই যুগেও ইসলামের সমর্থনে বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেন, যেমন এই ব্যাপারে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আমি দেখিতেছি যে, যদি সারা বিশ্বের জাতিসমূহ আমার মোকাবেলায় একত্রিত হইয়া যায় এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা হয় যে, খোদা কাহাকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন, কাহার দোয়া কবুল করেন, কাহাকে সাহায্য

---

* টীকা ঃ ইসলাম মানব-প্রকৃতি অনুযায়ী এইরূপ একটি ধর্ম যে, এক মুর্খ ও নির্বোধ হিন্দুও দুই মিনিটে ইহার সত্যতা বুঝিতে পারে। কেননা, অন্যান্য জাতি ইসলামের মোকাবেলায় যে সকল বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে ঐগুলি লজ্জাজনক ও এক দুঃখী ব্যক্তিকে হাসানোর মাধ্যমও।

** টীকা ঃ যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে একজন মানুষকে খোদা বানায় বা বিনা প্রমাণে খোদাকে স্রষ্টারূপে অস্বীকার করে, সে কী ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ বুঝিতে পারে না ?

করেন, এবং কাহার জন্য বড় বড় নিদর্শন দেখান তবে আমি খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, আমিই বিজয়ী থাকিব। কেহ কি আছে যে, এই পরীক্ষায় আমার মোকাবেলায় আসিবে ও হাজার হাজার নিদর্শন খোদা কেবল এইজন্য আমাকে দিয়াছেন যাহাতে শত্রুরা জানিতে পারে যে, ইসলাম ধর্ম সত্য। আমি নিজের জন্য কোন মর্যাদা চাহি না, বরং তাঁহার মর্যাদা চাই যাঁহার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি। কোন কোন নির্বোধ বলে, অমুক অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। তাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন দুই একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করিয়া বলে যে, ঐগুলি পূর্ণ হয় নাই, যেভাবে দুষ্ট লোকেরা পূর্বের নবীগণের সময়ে এইরূপই করিয়া আসিয়াছে। তাহারা সূর্যের উপর থু থু ফেলিতে চাহে। তাহারা নিজেদের মিথ্যা ও বানোয়াট দ্বারা নিজেদের কথায় রঙ চড়াইয়া লোকদেরকে ধোঁকা দেয়। তাহারা খোদাতা'লার সুন্নতের খবর রাখে না। তাহারা খোদাতা'লার কেতাবসমূহের জ্ঞান রাখে না, বা কাহারো কাহারো জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কেবল দুষ্টামীর দরুন এইরূপ বলে। ইহাদের নিকট ইউনুস নবীও যেন মিথ্যাবাদী ছিল, যাহার শর্তহীন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। আথম ও আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে আমার দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাহারা বার বার পেশ করে। এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী নিজেদের শর্ত অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, ঐগুলির সহিত শর্ত যুক্ত ছিল। শর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়। এই সকল লোক জানে না, শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। এই বিষয়ে সকল নবীর ঐকমত্য রহিয়াছে। আমি এই ব্যাপারে অধিক লিখিতে চাহি না। কেননা, ইহার বিস্তারিত আলোচনায় আমার পুস্তকসমূহ পরিপূর্ণ। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আথম তো মরিয়া গেল। আহমদ বেগও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিয়া গেল। এখন ইহারা তাহার জামাতার ব্যাপারে চিৎকার করিতেছে এবং শাস্তি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যে সুন্নত আছে তাহা ভুলিয়া যায়। যদি ইহাদের লজ্জা-শরম ও বিচারবোধ থাকে তবে দুইটি তালিকা তৈয়ার করিয়া একটি তালিকায় ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখুক যাহা তাহাদের জ্ঞানে পূর্ণ হয় নাই এবং অন্য তালিকায় আমি ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখিব যেগুলি কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাহা হইলে ইহারা অবহিত হইবে যে, তাহারা নেহায়েৎ একটি স্বচ্ছ সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা (পানি) পেশ করিতেছে; যাহা তাহাদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ নহে।
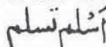
মোটকথা ইহা ভাবিয়া দেখার যোগ্য যে, কেবল দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীর উপর তাহারা এত মাতম ও আর্তনাদ করিতেছে, যে স্থলে হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক লক্ষ মানুষ এইগুলির সাক্ষী আছে। যদি ইহাদের খোদার ভয় থাকে তবে এইগুলি হইতে কেন উপকার গ্রহণ করে না ? এইভাবে ইহুদীরাও আজ পর্যন্ত লিখিয়া চলিয়াছে যে, হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বাণী, যেমন বারজন হাওয়ারীর বারটি সিংহাসনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐ যুগে তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি পূর্ণ হয় নাই। * সংক্ষেপে কথা এই যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু

---

* টীকা ঃ হযরত মূসার তওরাতে এই ছিল যে, তিনি বনী ইসরাঈলকে শাম (সিরিয়ায়) দেশে পৌছাইবেন যেখানে দুধ ও মধুর নদী বহিতেছে। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। হযরত মূসা পথে মারা গেলেন এবং বনী ইসরাঈলও পথে মারা গেল। তাহাদের সন্তানেরাই কেবল তথায় গেল। অনুরূপভাবে হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বারটি সিংহাসন তাঁহার হাওয়ারীরা পাইবে— এই ভবিষ্যদ্বাণীও ভুল প্রমাণিত হইল। তাহা হইলে মূসা ও ঈসার নবুওয়তকে অস্বীকার কর। সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী বলেন, قد يوعد ولا يوفى অর্থাৎ কখনো কখনো অঙ্গীকার করা হয়, কিন্তু উহা পূর্ণতা লাভ করে না। এমতাবস্থায় শাস্তি সম্পর্কিত শর্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সম্পর্কে এতখানি হৈ চৈ করা কতই অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে!

আলায়হে ওয়া সাল্লামের 'হুজ্জত' সারা বিশ্বের জন্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার জ্যোতিঃ সূর্যের চাইতে অধিক চমকাইতেছে। এমতাবস্থায় অস্বীকার ও সৎ উদ্দেশ্য কীভাবে একসঙ্গে মিলিত হইতে পারে ? যে ব্যক্তির দ্বারা এই মন্দ কর্ম প্রকাশ পায় যে, সে প্রকাশ্য সত্যকে রদ করে তাহার সম্পর্কে কীভাবে বলিতে পারি, সে সৎকর্ম সম্পাদন করে ? তের বৎসর হইতে এই আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে এবং হাজার হাজার কেরামত ও মো'যেজা প্রাপ্ত ব্যক্তি, নিজ নিজ যুগে 'হুজ্জত' পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আজ পর্যন্তও কি 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই ? অবশেষে অস্বীকারকারী কোন্ সীমা পর্যন্ত অপারগ হওয়ার যোগ্য থাকে ও হাজার হাজার মো'যেজা, অলৌকিক ঘটনা ও খোদার নিদর্শন দেখিয়া, শিক্ষাকে উত্তম জানিয়া এবং খাঁটি তওহীদ ইসলামে ❑ দেখিয়াও কি বলা উচিত যে, আমার আপত্তির নিরসন হয় নাই ? *

অবশেষে আমি এই পরিশিষ্টে আরো কতিপয় জরুরী বিষয় বর্ণনা করিয়া এই পুস্তক শেষ করিতেছি। প্রথমতঃ ডাঃ আবদুল হাকিম খান নিজ পুস্তক আল্ 'মসীহুদ্দাজ্জাল' প্রভৃতিতে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আরোপ করিয়াছে, যেন আমি নিজ পুস্তকে লিখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমার নামও জানে না এবং সে এমন দেশে বাস করে যেখানে আমার দাওয়াত পৌছে নাই এতদ্সত্ত্বেও আমার উপর ঈমান না আনিলে সে কাফের হইয়া যাইবে এবং তাহাকে দোযখে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। ইহা উক্ত ডাক্তারের সরাসরি মিথ্যারোপ। আমি কোন পুস্তকে বা কোন ইশ্‌তেহারে এইরূপ কথা লিখি নাই। তাহার উচিত আমার এইরূপ কোন পুস্তক পেশ করা যাহাতে ইহা লিখিত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কেবল চালাকী করিয়া সে আমার প্রতি এই মিথ্যারোপ করিয়াছে। ইহাতো এইরূপ একটি সুস্পষ্ট বিষয় যাহা কোন বিবেক গ্রহণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আমার নাম সম্পর্কেও সম্পূর্ণরূপে অনবহিত সে কীভাবে শাস্তি পাইতে পারে ? হাঁ, আমি এই কথা বলি যে, যেহেতু আমি

❑ টীকা ঃ আফসোস, আবদুল হাকিম খান আরো একটি ভ্রান্তিতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে বলে, কোন ব্যক্তির আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার ব্যাপারটি ইসলামের বিষয়-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে। অথচ সকল মুসলমান এই বিষযে একমত যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না আনিলে ইসলাম পূর্ণ হয় না। এইজন্য কুরআন শরীফ বলে, প্রত্যেক উম্মত হইতে তাহাদের নবীর মাধ্যমে এই ওয়াদা নেওয়া হইয়াছিল যে, যখন হযরত খাতামাল আম্বিয়া আবির্ভূত হইবেন তখন তাঁহার উপরে ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। এই বিষয়ে আরো একটি দলিল আছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া এই সময়ে খৃষ্টান বাদশাহ রোম সম্রাট, মিশরের অধিপতি মুকুকাস ও আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌কে যে সকল পত্র লিখিয়া ছিলেন ঐগুলিতে أَسْلِمْ تَسْلَمْ শব্দ ছিল। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ কর। ইহাতে তোমরা নিরাপদে থাকিবে। অথচ এই সকল খৃষ্টান বাদশাহ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাহারা ত্রিত্ত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইহা প্রমাণিত সত্য। ইহুদীরাও ত্রিত্ত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল না। এমতাবস্থায় ইহাদিগকে ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর কী অর্থ ছিল ? তাহারা তো পূর্ব হইতেই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

* টীকা ঃ ইউরোপবাসীরা কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাও লিখিয়াছে, হাদীসের বড় বড় পুস্তকগুলির অনুবাদ করিয়াছে এবং আরবী অভিধানের বড় বড় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে। বরং সত্য কথা এই যে, ইউরোপে যে পরিমাণ ইসলামের গ্রন্থালয় আছে সেই পরিমাণ ঐ সকল পুস্তক মুসলমানদের হাতে নাই। এমতাবস্থায় আমরা কীভাবে ইউরোপবাসী অবহিত নয় বলিতে পারি ?

প্রতিশ্রুত মসীহ এবং খোদা সাধারণভাবে আমার জন্য আকাশ হইতে নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, সেহেতু আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার ব্যাপারে যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়াছে এবং আমার দাবী সম্পর্কে যে খবর পাইয়াছে সে শাস্তিযোগ্য হইবে। কেননা, খোদার প্রেরিতগণের নিকট হইতে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফিরাইয়া নেওয়া এইরূপ বিষয় নহে যে, পাকড়াও হইবে না। এই পাপের ফরিয়াদী আমি নহি, বরং একজনই আছেন যাঁহার সাহায্যের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। যে ব্যক্তি আমাকে মানে না সে আমার নাফরমান নহে, বরং তাঁহার নাফরমান যিনি আমার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ইহাই। যে ব্যক্তির নিকট আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পৌছিয়াছে এবং তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কে সে অবহিত হইয়াছে এবং খোদাতা'লার নিকট আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের রেসালত সম্পর্কে তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে যদি কুফরীর মধ্যে মারা যায় তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামের যোগ্য হয়।

'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়া বিষয়টি কেবল খোদাতা'লা জানেন। হ্যাঁ, ইহা বিবেকের দাবী যে, যেহেতু মানুষ বিভিন্ন যোগ্যতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সেহেতু 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার বিষয়টিও একই পর্যায়ে হইবে না। অতএব যে সকল লোক তাহাদের জ্ঞানের যোগ্যতার দরুন খোদার দলিল ও নিদর্শনাবলী এবং ধর্মের সৌন্দর্যাবলীকে খুব সহজে বুঝিতে পারে ও সনাক্ত করিতে পারে তাহারা যদি খোদার রসূলকে অস্বীকার করে তবে তাহারা কুফরীর সব চাইতে বড় স্তরে গিয়া পৌছিবে। যে সকল লোকের এই পর্যায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি নাই, কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে তাহাদের জন্যও তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহারাও রসূলকে অস্বীকার করার দরুন শাস্তিযোগ্য হইবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অস্বীকারকারীদের তুলনায় ইহারা কম শাস্তি পাইবে। যাহা হউক, কাহারো কুফরী করা এবং তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে। ইহা তাঁহার কাজ, যিনি আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত)। আমি এতটুকু বলিতে পারি যে, খোদার দৃষ্টিতে যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়াছে এবং খোদার দৃষ্টিতে যে অস্বীকারকারী সাব্যস্ত হইয়াছে সে শাস্তি যোগ্য হইবে। হ্যাঁ, যেহেতু শরীয়ত প্রকাশ্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু আমি অস্বীকারকারীকে মোমেন বলিতে পারি না এবং না এই কথা বলিতে পারি যে, সে শাস্তি হইতে মুক্ত। অস্বীকারকারীকেই কাফের বলা হয়। কেননা, 'কাফের' শব্দটি মোমেন (বিশ্বাসী) শব্দের বিপরীত। কাফের দুই প্রকারের।

(প্রথম) একটি কুফরী এই যে, এক ব্যক্তি ইসলামকেই অস্বীকার করে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খোদার রসূলরূপে মানে না। (দ্বিতীয়) অন্যটি এই কুফরী যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, সে প্রতিশ্রুত মসীহকে মানে না এবং 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানে, অথচ যাঁহাকে মানার জন্য ও সত্যবাদীরূপে গ্রহণের ব্যাপারে খোদা ও রসূল তাকিদ করিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণের কেতাবেও

তাকিদ পাওয়া যায়। অতএব যেহেতু সে খোদা ও রসূলের ফরমানের (আদেশের) অস্বীকারকারী, সে কাফের। গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় একই প্রকার কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সনাক্ত করা সত্ত্বেও যে-ব্যক্তি খোদা ও রসূলের আদেশ মানে না সে কুরআন শরীফ ও হাদীসের প্রকাশ্য বর্ণনাসমূহ অনুযায়ী খোদা ও রসূলকেও মানে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খোদাতা'লার দৃষ্টিতে যাহার উপর প্রথম প্রকারের কুফরী বা দ্বিতীয় প্রকারের কুফরীর ব্যাপারে 'হুজ্জত' পূর্ণ হইয়াছে সে কেয়ামতের দিন শাস্তির যোগ্য হইবে। খোদার দৃষ্টিতে যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই এবং সে যদি অস্বীকারকারী হয় তবে যদিও শরীয়ত (যাহা প্রকাশ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত) তাহার নামও কাফেরই রাখিয়াছে এবং আমিও তাহাকে শরীয়ত অনুযায়ী কাফের নামেই আখ্যায়িত করি, তথাপি সে খোদার দৃষ্টিতে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (সূরা আল্ বাকারা—আয়াত ২৮৭) (অর্থ,— আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টকর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না— অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী শাস্তির যোগ্য হইবে না। হ্যাঁ, তাহার ব্যাপারে নাজাতের আদেশ দেওয়ার অধিকার আমার নাই। তাহার ব্যাপার খোদার হাতে। ইহাতে আমার অধিকার নাই। আমি এখনই বর্ণনা করিয়াছি যে, যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, উত্তম শিক্ষা, আসমানী নিদর্শনাদি সত্ত্বেও এখনো কাহার কাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই তাহা একমাত্র খোদাতা'লাই অবগত আছেন। দাবীর সহিত আমার এই কথা বলা উচিত হইবে না যে, অমুক ব্যক্তির উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই। আমি কাহারো অভ্যন্তরের খবর জানি না। সবদিক হইতে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার ও নিদর্শনাবলী দেখানোর মধ্যে খোদাতা'লার প্রত্যেক রসূলের এই ইচ্ছাই থাকে যে, তিনি স্বীয় 'হুজ্জত' লোকদের উপর পূর্ণ করেন এবং এই ব্যাপারে খোদাও তাঁহার সমর্থক থাকেন। এইজন্য যে-ব্যক্তি দাবী করে যে, তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই * তাহার অস্বীকারের দায়িত্ব তাহার নিজের উপর বর্তায় এবং ইহার প্রমাণের দায়িত্বভারও তাহার স্কন্ধেই বর্তায়। সে-ই এই ব্যাপারে জবাবদিহি করিবে যে, যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, উত্তম শিক্ষা, আসমানী নিদর্শনাবলী এবং সর্ব প্রকারের পথ-নির্দেশনা সত্ত্বেও কেন তাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই। এই বিতর্ক নেহায়েৎ অনর্থক ও অযথা যে, যাহার উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই সে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও অস্বীকারের অবস্থায় নাজাত পাইয়া যাইবে। বরং এইরূপ আলোচনার দ্বারা খোদাতা'লার অবমাননা করা হয়। কেননা, যে সর্বশক্তিমান খোদা স্বীয় রসূল প্রেরণ করিয়াছেন ইহা তাঁহার জন্য মর্যাদা হানীকর। তদুপরি ইহা তাঁহার ওয়াদা বিরোধী

---

* টীকা ঃ এ স্থলে ইহাওতো দেখা উচিত যে, এইরূপ ব্যক্তি যে ধর্মকে গ্রহণ করিতেছে সে ধর্ম ইসলামের তুলনায় কোন্ ধরনের তওহীদ ও খোদার মর্যাদা পেশ করে। অদ্ভুত ব্যাপার যে, এইরূপ লোক যাহাদের ধর্মে না খোদার মর্যাদা, না খোদার তওহীদ, না খোদাকে সনাক্ত করার কোন রাস্তা আছে, তাহারা কীভাবে বলিতে পারে আমাদের উপর ইসলাম ধর্মের 'হুজ্জত' পূর্ণ হয় নাই ? একজন খৃষ্টান যে কেবল একজন দুর্বল মানুষকে খোদা মানে, বা একজন আর্য যাহার নিকট খোদা স্রষ্টা নহেন, না তিনি তাজা নিদর্শনাবলীর দ্বারা নিজের প্রমাণ দিতে পারেন, সে কোন্ মুখে বলিতে পারে যে, ইসলামের তুলনায় আমার ধর্ম উত্তম ? সে কি নিজ ধর্মের সৌন্দর্য দেখানোর জন্য 'নিয়োগ' এর বিষয়টি উপস্থাপন করিবে, যাহাতে একজন স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্য লোক তাহার শয্যা-সঙ্গী হইতে পারে ?

কাজ হইয়া যায়। কেননা, তিনি এই ওয়াদাও করিয়াছেন যে, আমি স্বীয় 'হুজ্জত' পূর্ণ করিব কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ঐ সকল অস্বীকারকারীর উপর স্বীয় 'হুজ্জত' পূর্ণ করিতে পারিলেন না এবং তাহারা তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও নাজাত পাইয়া গেল। আমি খোদাতা'লার নিদর্শনাবলী দেখিতেছি, যাহা তিনি দীন-ইসলামের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় দলিল-প্রমাণাদি দেখিতেছি। আমি ইসলামে হাজার, হাজার সৌন্দর্য অবলোকন করিতেছি, যাহা অন্যান্য জাতির ধর্মে নাই। আমি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে উন্নতির দরজা কেবল ইসলামেই দেখিতেছি। আমি অন্যান্য ধর্মকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতেছি যে, তাহারা সৃষ্টির পূজায় নিমগ্ন আছে বা তাহারা খোদাতা'লাকে সর্বস্রষ্টা ও সর্ব বিষয়ের উৎস এবং সকল কল্যাণের একমাত্র উৎস বলিয়া মানে না। এমতাবস্থায় এই সকল লোকের উপর আমার আক্ষেপ হয়, যাহারা এই নিরর্থক কথা পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে যে, যে-সকল ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর 'হুজ্জত' পূর্ণ না হওয়ার দরুন তাহারা নাজাত পাইয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, ইচ্ছাকৃত না হইলেও সত্য ঘটনা না মানা ক্ষতিকর হয়। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসকগণ ইশ্‌তেহার দিলেন যে, সিফিলিসে আক্রান্ত স্ত্রী লোকের নিকট যাইও না এবং এক ব্যক্তি এইরূপ স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিল। এমতাবস্থায় তাহার কথা বলায় কোন্ লাভ হইবে যে, আমি চিকিৎসকগণের এই ইশ্‌তেহার সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না, আমার কেন সিফিলিস হইল ? বাবা নানক ঠিকই বলিয়াছেন ঃ

ع مندے کمیں نانکا جد کد مندا ہو

(অর্থ ঃ হে নানক, মন্দ কাজের ফল পরিণামে মন্দই হয় (গ্রন্থকার)।

হে নির্বোধেরা! যেখানে খোদা তাঁহার সুন্নত অনুযায়ী স্বীয় চিরস্থায়ী ধর্মের 'হুজ্জত'পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন সেখানে সন্দেহের অবকাশ ঘটানো এবং খোদার 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নিরর্থক কথা পেশ করার কি প্রয়োজন আছে ? যদি প্রকৃতপক্ষে খোদাতা'লার জ্ঞানে এমন কেহ থাকে যাহার উপর 'হুজ্জত' পুর্ণ হয় নাই তবে, তাহার সহিত খোদার বুঝাপড়া হইবে। আমাদের এই বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। হাঁ, নাবালক শিশু এবং পাগল বা এইরূপ কোন দেশের অধিবাসী যেখানে ইসলাম পৌঁছায় নাই— এইরূপ ব্যক্তি যাহারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত অবস্থায় মরিয়া যায়, তাহারা অপারগ।

এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল হামিদ খান নিজ শ্রেণীভুক্তদের অনুসরণ করিয়া আমার উপর এই অপবাদ লাগাইয়াছে যে, আমি মিথ্যা বলিয়া আসিতেছি, আমি দাজ্জাল, হারামখোর এবং আত্মসাৎকারী। সে তাহার পুস্তক "আল্ মসীহুদ্দাজ্জাল"-এ আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার দোষারোপ করিয়াছে। বস্তুতঃ সে আমার নাম উদর পূর্তিকারী, প্রবৃত্তির দাস, অহংকারী, দাজ্জাল, শয়তান, মূর্খ, উন্মাদ, মিথ্যাবাদী, অলস ও হারামখোর, ওয়াদাভঙ্গকারী ও আত্মসাৎকারী রাখিয়াছে। সে তাহার "আল্ মসীহুদ্দাজ্জাল" পুস্তকে আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল দোষারূপ করিয়াছে যাহা আজ পর্যন্ত ইহুদীরা হযরত ঈসার উপর আরোপ করিয়া আসিয়াছে। অতএব ইহা খুশীর

ব্যাপার যে, এই উম্মতের ইহুদীরাও আমার বিরুদ্ধে ঐ সকল দোষারোপই করিয়াছে। কিন্তু আমি এই সকল অপবাদ ও গালমন্দের উত্তর দিতে চাহি না। বরং আমি এইসব কিছুই খোদাতা'লার নিকট সোপর্দ করিতেছি। আবদুল হাকিম ও তাহার নিজ শ্রেণীভুক্তরা আমাকে যেইরূপ মনে করে আমি যদি তদ্রূপই হই তাহা হইলে খোদাতা'লার চাইতে অধিক আমার দুশমন আর কে হইবে ? যদি আমি খোদাতা'লার দৃষ্টিতে এইরূপ না হই তবে এই সকল কথার উত্তর খোদাতা'লার উপর ছাড়িয়া দেওয়াই আমি উত্তম পন্থা বলিয়া মনে করি। খোদার বিধান সর্বদা এইরূপ যে, যখন পৃথিবীতে কোন ফয়সালা হয় না তখন খোদার কোন রসূল সম্পর্কিত বিষয় তিনি নিজের হাতে নিয়া নেন এবং তিনি নিজেই ইহার ফয়সালা করেন। যদি বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কেহ চিন্তা করে তবে সে দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের অভিযোগের দ্বারাও আমার অলৌকিকতাই প্রমাণিত হয়। কেননা, যে স্থলে আমি এইরূপ এক যালেম ও খল-প্রকৃতির মানুষ যে একদিকে ২৫ বৎসর যাবৎ খোদাতা'লা সম্পর্কে মিথ্যা বলিয়া আসিতেছে এবং রাত্রে নিজের পক্ষ হইতে দুই চারটি কথা বানাইয়া লই ও সকালে বলি ইহা খোদার ইলহাম, অন্যদিকে খোদাতা'লার বান্দাদের উপর এই যুলুম করিতেছি যে, তাহাদের হাজার হাজার টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছি এবং হারামখোরী করিতেছি, মিথ্যা বলিতেছি, নিজ প্রবৃত্তির তাড়নায় তাহাদের ক্ষতি সাধন করিতেছি এবং নিজের মধ্যে সর্ব প্রকারের দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে, যে স্থলে শাস্তির পরিবর্তে খোদার দয়া আমার উপর অবতীর্ণ হইতেছে। আমার বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র করা হয় খোদা দুশমনদের ঐ সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন। এই সকল হাজার হাজার পাপ, মিথ্যা বানাইয়া বলা, যুলুম ও হারামখোরীর দরুন না আমার উপর বজ্রপাত হয়, না আমাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলা হইতেছে। বরং সকল দুশমনের তুলনায় আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেছি। বস্তুতঃ তাহাদের কয়েকটি আক্রমণ সত্ত্বেও আমাকে রক্ষা করা হইয়াছে। * হাজার হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কয়েক লক্ষ লোক আমার জামা'তভুক্ত হইয়াছে।

---

* টীকা ঃ ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাসের আদালতে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। আমাকে উহা হইতে রক্ষা করা হয় বরং রেহাই পাওয়ার খবর আমাকে পুর্বাহ্নেই দেওয়া হয়। আমার বিরুদ্ধে ডাক বিভাগের আইন ভাঙ্গার মোকদ্দমা চালানো হয়, যাহার শাস্তি ছিল ৬ মাসের কারাদণ্ড। ইহা হইতেও আমাকে রক্ষা করা হয় এবং সসম্মানে মুক্তি পাওয়ার খবর আমাকে পুর্বাহ্নেই দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে মিষ্টার ডুই আমার বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনার-এর আদালতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা চালায়। অবশেষে ইহা হইতেও খোদা আমাকে মুক্তি দান করেন এবং দুশমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এই মুক্তিদানের পুর্বাহ্নেই আমাকে খবর দেওয়া হয়। অতঃপর করমদীন নামের এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে সনসার চান্দ নামে ঝিলমের এক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে। ইহা হইতেও আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে মুক্তি দেন এবং খোদা পুর্বাহ্নেই আমাকে এই মুক্তিদানের খবর দেন। অতঃপর এই করমদীনই আমার নামে গুরুদাসপুরে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করে। ইহা হইতেও আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং এই মুক্তির খবর খোদা আমাকে পুর্বাহ্নেই দান করেন। অনুরূপভাবে আমার দুশমনেরা আমার উপর আটটি আক্রমণ চালায় এবং আটটিতেই তাহারা ব্যর্থ হয়। ইহাতে খোদার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণ হয়, যাহা আজ হইতে ২৫ বৎসর পুর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণী ينصرك الله فى مواطن (অর্থঃ আল্লাহ্ তোমাকে মোকাবেলার ময়দানে সাহায্য করিবেন-অনুবাদক) ইহা কি অলৌকিকতা নহে ?

অতএব ইহা যদি অলৌকিকতা না হয় তবে, অলৌকিকতা কাহাকে বলে ? অতএব ইহার দৃষ্টান্ত যদি বিরুদ্ধবাদীদের নিকট থাকে তবে তাহারা উহা পেশ করুন। নতুবা لعنت اللّٰہ علی الکاذبین (অর্থ ঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত— অনুবাদক) বলা ছাড়া আর কি বলিতে পারি। আমার ২৫ বৎসর যাবৎ মিথ্যা বানাইয়া বলার কোন দৃষ্টান্ত কি তাহাদের নিকট আছে, যে মিথ্যা বানাইয়া বলার এই দীর্ঘ সময় সত্ত্বেও খোদার সমর্থন ও সাহায্যের শত শত নিদর্শন লাভ করিয়াছে এবং যাহাকে দুশমনদের প্রত্যেকটি আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে ? فأتوا بها ان كنتم صادقين

(অর্থ ঃ অতএব উহা উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক— অনুবাদক)।

সার কথা এই যে, এখন আমার ও বিরুদ্ধবাদীদের ঝগড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। এখন এই মোকদ্দমা তিনি নিজেই ফয়সালা করিবেন, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমি সত্যবাদী হই তবে নিশ্চয় আকাশ আমার জন্য এক শক্তিশালী সাক্ষ্য দিবে, যদ্দ্বারা শরীর কাঁপিয়া উঠিবে। যদি আমি ২৫ বৎসরের অপরাধী হই, যে এই দীর্ঘকাল ব্যাপী খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলিয়াছে, তাহা হইলে আমি কীভাবে বাঁচিতে পারি ? এমতাবস্থায় যদি তোমরা সকলে আমার বন্ধুও হইয়া যাও তবুও আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব। কেননা, তদবস্থায় খোদার হাত আমার বিরুদ্ধে থাকিবে। হে লোকেরা! তোমাদের স্মরণ থাকা দরকার আমি মিথ্যাবাদী নহি, বরং অত্যাচারীত। আমি খোদার নামে মিথ্যা বলি না, বরং আমি সত্যবাদী। আমার উপর নির্যাতনের এক যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহা সেই কথা, যাহা আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে খোদা বলিয়াছেন। ইহা বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ খোদার এই ইলহাম— "**পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে জগদ্বাসী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন।**" ইহা ঐ সময়কার ইলহাম যখন আমার পক্ষ হইতে না কোন আহ্‌বান ছিল এবং না কেহ আমার অস্বীকারকারী ছিল। কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর রঙে এই কথা ছিল, যাহা বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা পুর্ণ করিল। অতএব তাহারা যাহা চাহিল তাহাই করিল। এখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ হওয়ার সময়। অর্থাৎ এই অংশ "কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন।"।

আফসোস, খোদাতা'লার যে সকল নিদর্শন খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ঐগুলি দ্বারা তাহারা উপকার লাভ করিতে চেষ্টিত হয় নাই। যে কয়েকটি নিদর্শন তাহারা বুঝিতে পারে নাই ঐগুলিকে তাহারা আপত্তির লক্ষস্থল বানাইয়া লইয়াছে। এই জন্য আমি জানি এই ফয়সালাতে বিলম্ব হইবে না। আকাশের নীচে ইহা বড় যুলুম হইয়াছে যে, খোদার এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সহিত তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই করিয়াছে এবং যাহা চাহিয়াছে তাহাই লিখিয়াছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আবদুল হাকিম খান তাহার 'যিক্‌রুল হাকীম" পুস্তিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় আমার সম্পর্কে এই কথা লেখে, "**আমি আপনার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখি না। আমার ঈমান এই যে, আপনি মসীহের সাদৃশ্য। আপনি মসীহ**। আপনি নবীগণের সাদৃশ্য।" অতঃপর এই পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৫ লাইন হইতে ২০ লাইন পর্যন্ত আমার সত্যায়নে তাহার এই বক্তব্য বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে, "আমার খালাতো ভাই মৌলবী মোহাম্মদ হাসান বেগ হুযুরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহার সম্পর্কে স্বপ্নে আমি অবগত হই যে, যদি সে মসীহুয্‌যামানের বিরুদ্ধাচরণে লাগিয়া থাকে তবে সে প্লেগে ধ্বংস হইয়া যাইবে। সে শহরের বাহিরে আলো-বাতাস খেলে এইরূপ একটি প্রশস্ত বাড়ীতে বাস করিত। এই

স্বপ্নের কথা আমি তাহার সহোদর ভাই, চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে শুনাইয়া দিয়াছিলাম। এক বৎসর পর সে প্লেগেই মারা যায়।" আবদুল হাকিম খানের পুস্তিকা "যিক্‌রুল হাকীম" এর ১২ পৃষ্ঠা দেখ। দেখ, এই ব্যক্তি আমার প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার সত্যায়নের ব্যাপারে একটি স্বপ্নও পেশ করে, যাহা সত্য প্রমাণিত হইল।

অতঃপর সে এই পুস্তিকার শেষাংশে এবং তাহা ছাড়া তাহার নিজ পুস্তক "মসীহুদ্দাজ্জাল"-এ আমার নাম দাজ্জাল এবং শয়তানও রাখে। সে আমাকে খেয়ানতকারী, হারামখোর এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আবদুল হাকিম খান তাহার এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় কয়েক দিনের ব্যবধানও রাখে নাই। একদিকে সে আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলিল ও নিজের স্বপ্ন দ্বারা আমাকে সত্যায়ন করিল। অন্যদিকে সে আমাকে যুগপৎ দাজ্জাল ও মিথ্যাবাদীও বলিয়া দিল। সে এইরূপ কেন করিল তাহাতে আমার কোন পরোয়া নাই। কিন্তু প্রত্যেকের ভাবা উচিত যে, এই ব্যক্তির অবস্থা একজন হুস-জ্ঞান-হারানো ব্যক্তির অবস্থার ন্যায়, যাহার কথায় সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা রহিয়াছে। একদিকে সে আমাকে সত্য মসীহ্ বলিয়া স্বীকার করে, বরং আমার সত্যায়নে একটি সত্য-স্বপ্ন পেশ করে, যাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে! অন্যদিকে সে আমাকে সব কাফেরদের মধ্যে নিকৃষ্টতম কাফের মনে করে। ইহার চাইতে অধিক কোন স্ববিরোধিতা আছে কি ? সে আমার প্রতি যে সকল দোষারোপ করে উহার সম্পর্কে তাহার ভাবা উচিত ছিল যে, যখন সে স্বপ্নের মাধ্যমে আমার সত্যতার সত্যায়ন করিল, বরং আমার সত্যায়নের জন্য খোদা হাসান বেগকে প্লেগে ধ্বংসও করিয়া দিলেন, * এমতাবস্থায় এক দাজ্জালের জন্য কি খোদা তাহাকে মারিল ? তাছাড়া খোদা কি ঐ দোষের কথা জানিতেন না, যাহা ২০ বৎসর পর সে জানিতে পারিল ? ** তাহার এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইবে না যে, সে শয়তানী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে এবং ইহাও একটি শয়তানী স্বপ্ন ছিল। কেননা, এই কথাতো আমি স্বীকার করিতে পারি যে, প্রাকৃতিক গড়নের দরুন সে শয়তানী স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে এবং তাহার উপর শয়তানী ইলহামও হইয়া থাকিবে। ❑ কিন্তু আমি স্বীকার করিতে পারি না যে, ইহা শয়তানী

---

* টীকা ঃ আব্দুল হাকিমের উচিত মোহাম্মদ হাসান বেগের কবরে যাইয়া কাঁদিয়া বলে, তুমি অস্বীকারের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলে এবং আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম। আমার পাপ ক্ষমা কর এবং খোদার নিকট হইতে জানিয়া আমাকে বল, এক মিথ্যাবাদী ও দাজ্জালের জন্য কেন তিনি আমাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

* * টীকা ঃ এই বিষয়টিও ভাবিয়া দেখার যোগ্য, যে ব্যক্তি ২০ বৎসর পর্যন্ত লেখায় ও বক্তৃতায় আমাকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদীদের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে, এখন ২০ বৎসর পরে এমন নতুন কোন্ কথা সে জানিতে পারিল ? যে দোষের কথা সে লিখিয়াছে তাহাতো উহাই, যাহার উত্তর সে নিজেই দিয়া আসিতেছিল।

❑ টীকা ঃ ইহাও আব্দুল হাকিমের হুস-জ্ঞান হারানোর লক্ষণ যে, যে স্বপ্নে তাহাকে মোহাম্মদ হাসান বেগের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী হাসান বেগ মরিয়াও গিয়াছিল, সে ইহাকে শয়তানী স্বপ্ন আখ্যা দেয়। মনে হয় বিরোধিতার উত্তেজনা এই ব্যক্তির বুদ্ধি-জ্ঞানকে বিনাশ করিয়া দিয়াছে। যে স্বপ্নকে বাস্তব ঘটনা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিল এবং যাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হওয়ার ব্যাপারে মোহর লাগাইয়া দিল উহা কীভাবে মিথ্যা হইতে পারে ? মিথ্যা ও প্রবৃত্তিগত স্বপ্নতো ঐগুলি, যাহা এখন ইহাদের বিপরীত হইতেছে এবং যাহাদের উপর সত্যের কোন মোহর নাই। কিন্তু এই স্বপ্নে শয়তানের এক বিন্দু হস্তক্ষেপ নাই। কেননা, ইহা একটি শাস্তি সম্পর্কিত ঘটনার সহিত পূর্ণ হইয়াছে। জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতাতো খোদার নাম, শয়তানের নাম নহে। হ্যাঁ, এই সত্য-স্বপ্ন দ্বারা মিয়া আবদুল হাকিমের কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা, হযরত ইউসুফের যুগে ফেরাউনও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া ছিল। কোন কোন সময় বড় বড় কাফেরাও সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিপুল অদৃশ্যের জ্ঞান এবং এক বিশেষ পুরস্কার দ্বারা খোদার গৃহীত বান্দাগণকে সনাক্ত করা হয়। কেবল দুই একটি স্বপ্ন দ্বারা তাহা করা যায় না।

স্বপ্ন। কেননা, কাহাকেও ধ্বংস করার জন্য শয়তানকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। হাঁ, এখন আমার বিরুদ্ধাচরণের অবস্থায় তাহার নিকট যে সকল স্বপ্ন ও ইলহাম হইতেছে ঐগুলি শয়তানী স্বপ্ন ও শয়তানী ইলহাম। কেননা, ঐগুলির সহিত কোন খোদায়ী শক্তির নমুনা নাই। তাহার চেষ্টা করা উচিত যাহাতে শয়তান তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত আরো একটি আলোচনার বিষয় এই যে, আবদুল হাকিম খান নিজ পুস্তক "মসীহুদ্দাজ্জাল' এ অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় জনসাধারণকে এই ধোঁকা দিতে চাহিল যেন আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ভুল। বস্তুতঃ যে ভবিষ্যদ্বাণী আবদুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ছিল, যে ভবিষ্যদ্বাণী আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে ছিল, যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তাহার কোন কোন বন্ধু সম্পর্কে ছিল, এইগুলি বর্ণনা করিয়া এই দাবী করা হয় যে, এইগুলি পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সম্পর্কে বার বার লিখিয়াছি যে, ঐগুলি আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে এবং তাছাড়া আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে শত শত বার বর্ণনা করিয়াছি যে, এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল। আবদুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা ছিল যে, যদি সে সত্যের দিকে না ঝুঁকে তবে সে পনর মাসে ধ্বংস হইবে। আমার কথায় এই শর্ত ছিল না যে, সে বাহ্যিকভাবে মুসলমানও হইয়া যাইবে। ঝুঁকিয়া যাওয়া এইরূপ একটি শব্দ, যাহা হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে। *

অতএব সে ঐ মজলিসেই, যেখানে ষাট/সত্তর জন লোক উপস্থিত ছিল, ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন প্রকাশ করিল। অর্থাৎ যখন আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া তাহাকে বলিলাম যে, তুমি তোমার পুস্তকে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দাজ্জাল বলিয়াছ এবং ইহার শাস্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল যে, পনর মাসের মধ্যে তোমার জীবনের অবসান হইবে, তখন তাহার রঙ হলুদ হইয়া গেল। সে তাহার জিহ্বা বাহির করিল, দুই হাতে কান ধরিল এবং উচ্চস্বরে বলিল, আমি কখনো আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম দাজ্জাল রাখি নাই। এই মজলিসে মুসলমানদের মধ্য হইতে অমৃতসরের একজন রইস উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার নাম ছিল ইউসুফ শাহ্। অনেক খৃষ্টান ও মুসলমান ছিল। খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষভাবে ডক্টর মার্টিন ক্লার্কও ছিল। এই ব্যক্তি পরে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিকে হলফের সহিত জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না। যদি প্রকৃতপক্ষে এই কথাগুলি আবদুল্লাহ্ আথমের মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে তবে ভাবিয়া দেখা উচিত এইগুলি কি ঔদ্ধত্য ও দুষ্টামির কথা ছিল, না কি বিনয়, মিনতি এবং প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। আমি তো এই ধরনের বিনয় ও মিনতি ভরা কথা আমার সারা জীবনে কোন খৃষ্টানের মুখ হইতে শুনি নাই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের পুস্তকসমূহ আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে গাল-মন্দে ভরা দেখিয়াছি। যে ক্ষেত্রে এক বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি ঠিক বিতর্কের

---

* টীকা ঃ যদি কাহারো সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, সে পনর মাসের মধ্যে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সে পনর মাসের স্থলে বিশ মাসে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং তাহার নাক ও সকল অংগ-প্রত্যংগ খসিয়া পড়ে, তবে এই কথা বলা কি সমীচীন হইবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই ? প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত।

সময় এইরূপ বিনয় ও মিনতির সহিত দাজ্জাল বলা অস্বীকার করিল, এবং পরে সে পনর মাস পর্যন্ত চুপ থাকিল, বরং কাঁদিতে থাকিল, সে ক্ষেত্রে কি খোদাতা'লার নিকট তাহার এই অধিকার ছিল না যে, খোদাতা'লা শর্ত অনুযায়ী তাহাকে ফায়দা দান করেন। * অতপর দীর্ঘকাল যাবৎ সে বাঁচিয়াও ছিল না। বরং সে কয়েক মাস পরে মরিয়া গেল। ইহার পর সে কোন ঔদ্ধত্য দেখায় নাই এবং যাহা কিছু তাহার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে সেইগুলি খৃষ্টানদের নিজেদের বানানো কথা। মোট কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বিষয় ছিল তাহার মৃত্যু। তদনুযায়ী সে আমার জীবদ্দশাতেই মরিয়া গেল। খোদা আমার আয়ু বাড়াইয়া দেন এবং তাহার জীবনের সমাপ্তি ঘটাইয়া দেন। সে মেয়াদের মধ্যে মরে নাই— এই কথার উপর জোর দেওয়া কতই না যুলুম ও বিদ্বেষপ্রসূত। হে নির্বোধ ! তুমি কি ইউনুসের কাহিনী সম্পর্কেও অবহিত নও, যাহার উল্লেখ কুরআন শরীফে মজুদ আছে ? ইউনুস (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্ত ছিল না। তবুও তওবা ও ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা তাঁহার জাতি বাঁচিয়া গল। অথচ তাহার জাতি সম্পর্কে খোদাতা'লার নিশ্চিত ওয়াদা ছিল যে, তাহারা নিশ্চয় চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা কি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল ? যদি চাহ তবে দুর্‌রে মনসুরে তাহাদের কাহিনী দেখিয়া লও। ইউনুস নবীর কেতাবও দেখিয়া লও। কেন সীমার অতিরিক্ত দুষ্টামি দেখাইতেছ ? একদিন কি মারা যাইবে না ? ঔদ্ধত্য ও অসততা ঈমানের সঙ্গে একত্রে থাকিতে পারে না।

আহমদ বেগের জামাতার ব্যাপারেও আমি বার বার লিখিয়াছি যে এই ভবিষ্যদ্বাণীও শর্তযুক্ত ছিল। শর্তের শব্দাবলী যাহা আমি পুর্বে বিজ্ঞাপনাদিতে প্রকাশ করিয়াছি তাহা ছিলঃ ايتها المرأة توبي توبي فان البلاء على عقبك ইহা ইলহামী কথা এবং ইহাতে সম্বোধিত ব্যক্তি ছিল এই মহিলার নানী। তাহার সম্পর্কে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী। একবার আমি এই ইলহাম মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেবের সন্তানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে পূর্বাহ্নেই হুশিয়ারপুরে শুনাইয়াছিলাম। সম্ভবতঃ তাহার নাম আবদুর রহীম ছিল বা আবদুল ওয়াহেদ ছিল। এই ইলহামী কথার অনুবাদ এই যে, হে নারী ! তওবা কর, তওবা কর। কেননা, তোমার মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ের উপর একটি বিপদ আসন্ন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যে মরিয়া গেল।** ঐ মহিলার মেয়ের উপর বিপদ

---

* টীকা ঃ এই বিষয়টি স্মরণযোগ্য যে, আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং লেখরাম সম্পর্কেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ আথম বিনয় ও মিনতি প্রদর্শন করিয়াছিল। এই জন্য তাহার মৃত্যু আসল মেয়াদের তুলনায় কয়েক মাস বিলম্বিত হইল। পক্ষান্তরে লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল এবং বাজারে ও জনসমাবেশে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গাল-মন্দ দিতে থাকে। এই জন্য আসল মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে পাকড়াও হইল। তাহাকে যখন মারা হইল তখন তাহার মেয়াদের এক বৎসর বাকী ছিল। আব্দুল্লাহ্ আথমের নিকট খোদাতা'লা স্বীয় শান্ত-সৌম্য রূপ প্রকাশ করেন এবং লেখরামের নিকট রুদ্র রূপ প্রকাশ করেন। তিনি শক্তিশালী। তিনি কমও করিতে পারেন এবং বেশীও করিতে পারেন।

** টীকা ঃ আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সকল লোক বার বার আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে বলে। তাহারা কখনো এই কথা মুখে আনে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পুর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। যদি ইহাদের মধ্যে কোন সততা থাকিত তবে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি অংশের মধ্যে একটি অংশ পূর্ণ হইয়াছে এবং দুইটি পায়ের মধ্যে একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্বেষও এক অদ্ভুত বিপদ যে, ন্যায়-বিচারের কথা মুখে আনিতে দেয় না।

আসিল। কেননা, সে আহমদ বেগের স্ত্রী ছিল। আহমদ বেগের মৃত্যুতে তাহার নিকট-আত্মীয়রা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এমনকি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিনয় ও আকুতি-মিনতির সহিত আমাকে চিঠিও লিখিল যে, দোয়া করুন। সুতরাং খোদা তাহাদের এই ভীতি ও আকুতি-মিনতির দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর পুর্ণতায় বিলম্ব করেন। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন ও তাহার বন্ধুদের সম্পর্কে খোদাতা'লার যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হইয়াছিল ঐগুলি সম্পর্কে কোন তারিখ নির্ধারিত ছিল না। আমার দোয়ায় আমার কথা ছিল, ইলহামী কথা ছিল না। কেবল আমার পক্ষ হইতে দোয়া ছিল যে, এই সময়ের মধ্যে এইরূপ হউক। খোদাওন্দতা'লা স্বীয় ওহীর অনুসরণকারী হইয়া থাকেন। তাঁহার জন্য ইহা আবশ্যকীয় নহে যে, কেহ নিজের পক্ষ হইতে যাহা আবেদন করে তাহা তিনি হুবহু পূর্ণ করিবেন। এইজন্য আরবীতে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত ছিল না যে, অমুক মাসে বা বৎসরে লাঞ্ছিত করা হইবে। ইহা তো জানা কথা, শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে খোদাতা'লা অধিকার রাখেন যে, কাহারো বিনয় ও আকুতি-মিনতির দরুন বা নিজের পক্ষ হইতে তাহা স্থগিত করেন। সকল আহ্‌লে সুন্নত বরং সকল নবী আলায়হেস সালাম ইহাতে একমত। কেননা, শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী খোদাতা'লার পক্ষ হইতে কাহারো জন্য একটি বিপদরূপে নির্ধারিত হয়, যাহা সদকা, দান-খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগকার-এর দ্বারা টলিয়া যাইতে পারে। তফাৎ কেবলমাত্র এই যে, খোদাতা'লা এই বিপদকে নিজ জ্ঞানের মধ্যে রাখেন এবং স্বীয় ওহীর মাধ্যমে নিজের কোন প্রেরিতের নিকট যদি প্রকাশ না করেন, তবে তো উহাকে কেবল নির্ধারিত বিপদ বলিয়া অভিহিত করা হয়, যাহা খোদাতা'লার ইচ্ছার মধ্যে গোপন থাকে। যদি তিনি স্বীয় ওহীর মাধ্যমে নিজের কোন রসূলকে এই বিপদ সম্পর্কে জানাইয়া দেন তবে উহা ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতি এই বিষয়ে একমত পোষণ করে যে, আসন্ন বিপদাবলী, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে প্রকাশ করা হউক, বা খোদাতা'লা কেবল নিজের ইচ্ছার মধ্যে গোপন রাখুন, তাহা সদকা, দান-খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা টলিয়া যাইতে পারে। সেই জন্যইতো লোকেরা বিপদের সময় সদকা ও খয়রাত দিয়া থাকে। নচেৎ অনর্থক কাজ কে করে ? সকল নবী এই ব্যাপারে একমত যে, সদকা খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা বিপদ রহিত হইয়া যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, কোন কোন সময় খোদাতা'লা আমার সম্পর্কে বা আমার সন্তান সম্পর্কে বা আমার কোন বন্ধু সম্পর্কে এক আসন্ন বিপদের খবর দেন এবং যখন ইহা দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা হয় তখন দ্বিতীয় ইলহাম হয় যে, আমি এই বিপদ দূর করিয়া দিয়াছি। অতএব যদি এইভাবে শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় হয় তবে আমি বহুবার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতে পারি। যদি আমার বিরুদ্ধবাদী ও অশুভ কামনাকারীদের এই ধরনের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শখ থাকে এবং তাহারা যদি চাহে তবে আমি এই ধরনের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে উহাদের রদ হওয়ার ব্যাপারে তাহাদিগকে অবহিত করিতে পারি। আমাদের ইসলামী তফসীরে ও বাইবেলেও লিখিত আছে যে, একজন বাদশাহ সম্পর্কে যুগ-নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহার আয়ু আর পনর দিন আছে। কিন্তু সেই বাদশাহ্ সারারাত কাঁদিতে থাকিল। তখন ঐ নবীর নিকট দ্বিতীয়বার ইলহাম

হইল যে, আমি পনর দিনকে পনর বৎসরে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছি। আমি এই কাহিনী যেভাবে লিখিয়াছি তদ্রূপে ইহা আমাদের কিতাবাদিতে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুস্তকাদিতেও লেখা আছে। এখন কি তোমরা এই কথা বলিবে যে, ঐ নবী যিনি বাদশাহের আয়ূ সম্পর্কে কেবল পনর দিন বলিয়াছিলেন এবং পনর দিন পর মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, তিনি কি নিজ ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছেন ? ইহা খোদাতা'লার দয়া যে, শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীতে রদ হওয়ার ব্যবস্থা জারী আছে। এমনকি যে-স্থলে কুরআন শরীফে কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলেও এ আয়াত মজুদ আছে,

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

(সূরা হূদ আয়াত ঃ ১০৮) অর্থাৎ কাফের সর্বদা দোযখে থাকিবে, যদি তোমার প্রভু চাহেন। কেননা, তিনি যাহা চাহেন উহা করার ব্যাপারে শক্তিমান। কিন্তু বেহেশ্‌তবাসীদের জন্য এইরূপ বলা হয় নাই। কেননা, ইহা অঙ্গীকার, শাস্তির সতর্কবাণী নহে। *

অবশেষে আমি অত্যন্ত জোরের সহিত, বড় দাবীর সহিত এবং খুব দূরদৃষ্টির সহিত বলিতেছি যে, ডক্টর আবদুল হাকিম খান ও তাহার সঙ্গী মৌলবীরা আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে আমি দেখাইতে পারি যে, দৃঢ়সংকল্পশালী নবীগণের মধ্যে এরূপ কোন নবী নাই যাহার কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই সকল আপত্তির ন্যায় কোন আপত্তি করা হয় নাই। আমি কেবল ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী পেশ করিব না। বরং আমি হযরত মূসা, হযরত মসীহ্ ও হযরত সৈয়দ্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীতে বা খোদার কালামে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমি জানিতে চাহি, এই সকল লোক কি এমতাবস্থায় এই সকল নবীকে পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকিবে ? তাহারা কি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে যে, এই প্রমাণ পেশ করার পর তাহারা আমাকে যেইরূপ গাল-মন্দ দিয়া থাকে তাহাদিগকেও কি তদ্রূপ গাল-মন্দ দিবে ? তাহারা আমাকে যেইরূপ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেও কি তদ্রূপ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে ? হে নির্বোধেরা ! হে দৃষ্টিহীনরা ! কেন নিজেদের পরিণাম খারাপ করিতেছ ? আহা, আক্ষেপ হয়, কেন তোমরা জানিয়া শুনিয়া আগুনে

---

* টীকা ঃ কুরআন শরীফে কাফের ও মোশরেকদের শাস্তির জন্য বারংবার চিরস্থায়ী জাহান্নামের উল্লেখ আছে এবং পর পর বলিয়াছে, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (সূরা আন্ নিসা – আয়াত ১৭) (অর্থ ঃ সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে – অনুবাদক)। এতদ্ব্যতীত কুরআন শরীফে জাহান্নামবাসীদের অনুকূলে إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ (সূরা হূদ – আয়াত ১০৮) (অর্থ ঃ যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন–অনুবাদক) ও মজুদ আছে। হাদীসেও আছে

يأتي على جهنم زمان ليس فيها احدٌ ونسيم الصبا تحرك ابوابها

অর্থাৎ জাহান্নামের উপর এইরূপ একটি সময় আসিবে যে, ইহাতে কেহই থাকিবে না এবং ভোরের সমীরণ ইহার কপাট নাড়াইবে। কোন কোন পুস্তকে ফার্সী ভাষায় এই হাদীস লিখিত আছে

این مُشتِ خاک را گر نہ بخشم چہ کنم۔

(অর্থ ঃ আমি ধূলার মুষ্টি, আমাকে যদি ক্ষমা না কর তবে করিবে কি ?) – অনুবাদক)।

পড়িতেছে ? কেন তোমরা ঈমান ও খোদাভীতি হইতে এতখানি দুরে চলিয়া গিয়াছ যে, তোমাদের হৃদয়ে এই ভীতিও নাই যে, এই সকল আপত্তি কোন্ কোন্ পাক-পবিত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ? আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

(সূরা আল্ মোমেন–আয়াত ২৯) অর্থাৎ যদি এই নবী মিথ্যাবাদী হয় তবে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেননা, খোদা মিথ্যাবাদীর কাজকে চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌছান না। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর বিষয়টি সন্দেহজনক হইয়া যাইবে। যদি এই রসূল সত্য হয় তবে তাহার কোন কোন শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং আয়াতের কোন কোন শব্দ সুস্পষ্টভাবে ইহা ইঙ্গিত করে যে, সত্য রসূলের সকল শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবরূপে প্রকাশিত হওয়া জরুরী নহে। হ্যাঁ, ইহাদের কোন কোনটি বাস্তবরূপে প্রকাশিত হওয়া জরুরী, যেমন এই আয়াতে বলা হইয়াছে يصبكم بعض الذى يعدكم এখন চক্ষু মেলিয়া দেখ আমার পক্ষ হইতে প্রকাশিত শাস্তির কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে লেখরাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি কত শক্তি ও প্রতাপের সহিত পূর্ণ হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, তাহার সাধারণ মৃত্যু হইবে না। বরং খোদার ক্রোধ কোন মাধ্যম দ্বারা তাহাকে নিপাত করিবে। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, ঈদ সংলগ্ন দিনে তাহার মৃত্যুর ঘটনা ঘটিবে। ইহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই ঘটনার পর দেশে প্লেগ দেখা দিবে। ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, ইহা কেবল ভবিষ্যদ্বাণী নহে, বরং এই ঘটনা আমার বদ্‌দোয়ার একটি ফলশ্রুতি হইবে। কেননা, তাহার অশ্লীল গাল-মন্দ চরম সীমায় পৌছিয়া গিয়াছিল। অতএব ঐ খোদা, যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্মানকে বরবাদ করিতে চাহেন না, তাঁহার ক্রোধ লেখরামের উপর অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিল।

আহমদ বেগ সংক্রান্ত (ভবিষ্যদ্বাণী) সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত যে, সে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য সচেষ্ট ছিল। সে দিনরাত আমার সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টা করিত। তাহার সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল তাহা কতই না সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল এবং সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হইয়া হুশিয়ারপুরের হাসপাতালে মরিয়া গেল। এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখা উচিত। তাহার মৃত্যুতে তাহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি হইল। এই সেই আহমদ বেগ যাহার জামাতা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধবাদীরা মাতম ও আর্তনাদ করিতেছে, সে কেন মরিতেছে না। তাহারা জানে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর ডান পা ছিল আহমদ বেগই। সে অকস্মাৎ অকাল মৃত্যু বরণ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল, ভবিষ্যদ্বাণী সত্য। ইহা ছাড়া ভবিষ্যদ্বাণীতে লেখা ছিল আহমদ বেগের মৃত্যুর সন্নিকট সময়ে তাহার আপনজনদের

মধ্যেও মৃত্যু ঘটিবে। ইহাও বাস্তবে ঘটিয়াছে। আহমদ বেগের এক ছেলে ও দুই বোন এই সময়েই মরিয়া যায়। এখন আমার বিরুদ্ধবাদীরা বলুন, يصبكم بعض الذى يعدكم (অর্থ ঃ উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপরে বর্তিবে – অনুবাদক) আয়াতের অংশটি সত্য প্রমাণিত হইয়াছে বা হয় নাই ? অতএব সেক্ষেত্রে আমার কোন কোন শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাহারা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে যে, এইগুলি পরিপূর্ণ সুস্পষ্টতার সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে ইসলামের অনুসারী হওয়ার দাবীদার সত্ত্বেও এই আলোচ্য আয়াত কেন ইহাদের দৃষ্টিতে থাকে না, অর্থাৎ يصبكم بعض الذى يعدكم আয়াতটি। ইহা কি গোপনীয়তার সহিত ধর্মত্যাগের জন্য প্রস্তুতি ? এই কথা বলা যে, ভবিষ্যদ্বাণীর পর আহমদ বেগের মেয়েকে বিবাহের জন্যে চেষ্টা করা হইয়াছে, লোভ দেখানো হইয়াছে এবং চিঠি লেখা হইয়াছে – ইহা অদ্ভুত আপত্তি। সত্য কথা এই যে, কঠোর বিদ্বেষের দরুন মানুষ অন্ধ হইয়া যায়। কোন মৌলবী এই বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত নহে, যদি খোদার ওহী ভবিষ্যদ্বাণীর রূপে কোন বিষয় প্রকাশ করে এবং সম্ভব যে, কোন ফেতনা ও অবৈধ পন্থা ছাড়া মানুষ ইহা পূর্ণ করিতে পারে তবে নিজের হাতে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করা কেবল বৈধই নহে, বরং ইহা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিজের কর্ম ইহার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ইহা ছাড়া হযরত উমর কর্তৃক এক সাহাবীকে কঙ্কণ পরানো ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ। ইসলামের উন্নতির জন্যও কুরআন শরীফে একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তবে কেন ইসলামের উন্নতির জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হইয়াছিল ? এমন কি নব দীক্ষিত লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এস্থলেতো যমীন প্রভৃতির জন্য আসল ঘোষণা স্বয়ং আহমদ বেগের পক্ষ হইতে ছিল।

এস্থলে চিন্তা করার অবকাশ আছে যে, একদিকে এই দুই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে যাহা আমার বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের অন্ধত্বের দরুন বার বার পেশ করিয়া থাকেন, যাহার অপবিত্র উচ্ছিষ্ট আবদুল হাকিমকেও খাইতে হইয়াছে। অন্যদিকে আমার সমর্থনে খোদাতা'লার নিদর্শনাবলীর এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহা সম্পর্কে এই সকল লোক অনবহিত নহে। কদাচ কোন মাস এইরূপ অতিবাহিত হয় না যে, কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় না। এই সকল নিদর্শনের প্রতি কেহ দৃষ্টিপাত করে না। কেহ দেখে না খোদা কী বলিতেছেন। একদিকে প্লেগের বাস্তব অবস্থা বলিতেছে যে, কেয়ামতের দিন নিকটবর্তী এবং অন্যদিকে অসাধারণ ভূমিকম্প, যাহা কখনো এই পর্যায়ে এই দেশে আসে নাই। ইহারা খবর দিতেছে খোদার কোপানল পৃথিবীতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। প্রতিনিয়ত এইরূপ নূতন নূতন বিপদ অবতীর্ণ হইতেছে যাহাতে মনে হয় পৃথিবীর রূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় খোদাতা'লা কোন বড় বিপদ দেখাইতে চাহেন। এমন প্রত্যেক বিপদ যাহা প্রকাশিত হইতেছে, উহাদের সংবাদ পূর্ব হইতেই আমাকে দেওয়া হইয়া থাকে এবং আমি সংবাদ পত্র বা সাময়িকী বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এইগুলি প্রকাশ করিয়া দেই। বস্তুতঃ আমি বার বার বলিতেছি, তওবা কর। পৃথিবীতে এইরূপ বিপদ আসন্ন যেরূপে আকস্মিকভাবে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূলি-ঝড় আসে এবং যেরূপে ফেরাউনের যুগে ঘটিয়াছিল। প্রথমে অল্প কিছু নিদর্শন দেখানো হইয়াছিল এবং অবশেষে ঐ নিদর্শন দেখানো হইল যাহা দেখিয়া ফেরাউনকে বলিতে হইল

آمَنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا إِسْرَآءِيْلَ

(সূরা ইউনুস – আয়াত ৯১) (অর্থঃ – আমি ঈমান আনিলাম, সেই অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই, যাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে – অনুবাদক)। খোদা চার মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটিতে নিদর্শনস্বরূপ একটি ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করিবেন এবং পৃথিবীতে বড় বড় ভূমিকম্প আসিবে। এমন কি ঐ ভূমিকম্প আসিবে, যাহা কেয়ামতের নমুনা হইবে। তখন প্রত্যেক জাতির মধ্যে মাতম পড়িয়া যাইবে। কেননা, তাহারা নিজেদের সময়কে সনাক্ত করে নাই। খোদার এই ইলহামের ইহাই অর্থ যে, **পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিল পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করিল না। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বড় বড় শক্তিশালী আক্রমণ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিবেন।** ইহা পঁচিশ বৎসর পুর্বের ইলহাম, যাহা বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে লেখা হইয়াছে এবং ইহা এই সময়ে পূর্ণ হইবে। যাহার শুনিবার মত কান আছে সে শুনুক। *

ইহাতো আমি ঐ তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছি, যাহা সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা ও তাদের নূতন চেলা আবদুল হাকিম খান বারবার আপত্তি উথাপন করে। এখন আমি তাহাদের আপত্তির উত্তরে ইহা দেখাইতে চাহি যে, আমার সাক্ষ্যের জন্য খোদাতা'লার আসমানী নিদর্শন কত বিপুল পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু আফসোস! যদি এইগুলির সব কয়টি লিখিতে হয় তবে হাজার খন্ডের পুস্তকেও উহাদের জায়গা হইবে না। এইজন্য আমি কেবল উহাদের মধ্য হইতে নমুনা স্বরূপ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টি নিদর্শন লিখিতেছি। ইহাদের মধ্যে কতিপয় পূর্বের নবীগণের ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা আমার অনুকুলে পূর্ণ হইয়াছে। কোন কোনটি খোদাতা'লার ঐ সকল নিদর্শন, যাহা আমার হস্তে প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু সময়ের দিক হইতে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী আমার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্বেকার সেহেতু লেখার সময়ও ঐগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া সমীচীন মনে করি। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী একই ধারায় ক্রমিক নম্বরে লেখা হইবে। এইগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রথম নিদর্শন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث لهٰذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

(বর্ণনাকারী – আবু দাউদ)

অর্থাৎ খোদা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এক ব্যক্তিকে প্রত্যাদিষ্ট করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে তাজা করিবেন। এখন এই শতাব্দীর

---

* টীকা ঃ খোদাতা'লা আমাকে কেবল এই খবরই দেন নাই যে, পাঞ্জাবে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপদ আসিবে। কেননা, আমি কেবল পাঞ্জাবের জন্য প্রত্যাদিষ্ট হই নাই। বরং যতদূর পর্যন্ত পৃথিবীতে জনবসতি আছে তাহাদের সকলের সংশোধনের জন্য আমি প্রত্যাদিষ্ট। অতএব আমি সত্য সত্যই বলিতেছি এই সকল বিপদ ও ভূমিকম্প কেবল পাঞ্জাবের জন্যই নির্দিষ্ট নহে। বরং সমগ্র পৃথিবী এই বিপদ হইতে অংশ গ্রহণ করিবে, যেমন আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের অনেক অংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্ত কোন দিন ইউরোপের জন্যও অবধারিত আছে। অতঃপর এই ভয়ঙ্কর দিন পাঞ্জাব, ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার প্রত্যেক অংশের জন্যও নির্ধারিত আছে। যে ব্যক্তি জীবিত থাকিবে সে দেখিয়া লইবে।

২৪ বৎসর অতিবাহিত হইতেছে। ইহা সম্ভব নহে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথায় ব্যতিক্রম ঘটে। যদি কেহ বলে যে, এই হাদীস সত্য তবে সে বার শতাব্দীর মোজাদ্দেদগণের নাম বলুক। ইহার উত্তর এই যে, এই হাদীস উম্মতের আলেমগণের মধ্যে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এখন যদি আমার দাবীর সময় এই হাদীসকে বানোয়াট সাব্যস্ত করা হয় তবে এই মৌলবী সাহেবদের নিকট ইহাও সত্য যে, কোন কোন নেতৃস্থানীয় হাদীস বিশারদ নিজ নিজ যুগে স্বয়ং মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন। কেহ কেহ অন্য কাহাকেও মোজাদ্দেদ বানানোর চেষ্টা করিয়াছে। অতএব যদি এই হাদীস সত্য না হয় তবে ইহারা সত্যবাদিতার সহিত কাজ করে নাই। আমার জন্য ইহা জরুরী নহে যে, সকল মোজাদ্দেদের নাম আমার মনে থাকিবে। ইহার সামগ্রিক জ্ঞানতো খোদাতা'লার আছে। তবে আমার আলেমুল গায়েব (অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত) হওয়ার দাবী নাই। তবে যতটুকু খোদাতা'লা জানান ততটুকু আমি জানি। ইহা ছাড়া এই উম্মতের একটি বড় অংশ পৃথিবীতে ছড়াইয়া আছে। খোদার প্রজ্ঞা কখনো কোন দেশে এবং কখনো অন্য কোন দেশে মোজাদ্দেদ সৃষ্টি করেন। সুতরাং খোদার কাজ সম্পর্কে কে সম্পূর্ণ জ্ঞান রাখিতে পারে এবং কে তাহার অদৃশ্য বিষয়াবলীকে পরিবেষ্টন করিতে পারে ? আচ্ছা, ইহাতো বল, হযরত আদম হইতে শুরু করিয়া আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিতে কত নবী আসিয়াছেন! তোমরা ইহা বলিয়া দাও তবে আমি মোজাদ্দেদ সম্পর্কেও বলিয়া দিব। বলা বাহুল্য, জ্ঞানের অভাবে কোন বস্তুর অনস্তিত্ব সাব্যস্ত হয় না। ইহাও আহলে সুন্নতের মধ্যে সর্ববাদীসম্মত বিষয় যে, এই উম্মতের শেষ মোজাদ্দেদ হইবেন মসীহ মাওউদ, যিনি শেষ যুগে আবির্ভূত হইবেন। এখন বিচার বিশ্লেষণের বিষয় এই যে, ইহা শেষ যুগ কী না। ইহুদী ও খৃষ্টান এই উভয় জাতি এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে যে, ইহা শেষ যুগ। যদি চাহ তবে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়া লও। মহামারী দেখা দিতেছে। ভূমিকম্প আসিতেছে। সর্ব প্রকারের অসাধারণ ধ্বংসলীলা শুরু হইয়াছে। তবুও কি ইহা শেষ যুগ নহে ? ইসলামের পুণ্যবান ব্যক্তিরাও এই যুগকে শেষ যুগ সাব্যস্ত করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীরও তেইশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। (বর্তমানে পঞ্চদশ শতাব্দীরও ১৫ বছর চলিতেছে-অনুবাদক)। অতএব এই শক্তিশালী দলিল প্রমাণ করে যে, এই সময়ই মসীহ মাওউদের আবির্ভাবের সময় এবং আমি-ই সেই ব্যক্তি, যে এই শতাব্দী শুরু হওয়ার পূর্বে দাবী করিয়াছে। আমিই সেই ব্যক্তি যাহার দাবীর পঁচিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে (এখন প্রায় ১০৭ বৎসর – অনুবাদক) এবং এখনো জীবিত আছি। আমিই ঐ এক ব্যক্তি, যে খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতিকে খোদার নিদর্শনের সহিত অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছি। সুতরাং যে পর্যন্ত আমার এই দাবীর বিপরীতে এই সকল গুণসহ অন্য কোন দাবীকারককে পেশ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই দাবী প্রমাণিত যে, ঐ মসীহ মাওউদ যিনি শেষ যুগের মোজাদ্দেদ, তিনি আমিই। যুগের মধ্যে খোদা ডঙ্কাসমূহ রাখিয়াছেন। একটা সময় এরূপ ছিল যখন খোদার সত্য মসীহকে ক্রুশ টুকরা করিল এবং তাঁহাকে আহত করিল। কিন্তু শেষ যুগে ইহা নির্ধারিত ছিল যে, মসীহ ক্রুশকে টুকরা টুকরা করিবেন। অর্থাৎ আসমানী নিদর্শন দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিবেন عوض معاوضہ گلہ ندارد (অর্থঃ-দান প্রতিদানে আক্ষেপ কিসের ? অনুবাদক)।

(২) দ্বিতীয় নিদর্শনঃ সহী দারকুতনীতে এই একটি হাদীস আছে যে, ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলিয়াছেন।

إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه

অর্থাৎ আমার মাহদীর জন্য দুইটি নিদর্শন রহিয়াছে। যখন হইতে খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে এই দুইটি নিদর্শন অন্য কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ও রসূলের সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ উহার প্রথম রাত্রিতে হইবে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ তারিখে এবং সূর্য গ্রহণ উহার দিনগুলির মধ্যে মধ্যম দিনে হইবে, অর্থাৎ একই রমযান মাসের ২৮ তারিখে।এইরূপ ঘটনা পৃথিবীর শুরু হইতে কোন রসূল বা নবীর যুগে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। কেবল প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে ইহা হওয়া নির্ধারিত । সকল ইংরেজী ও উর্দু পত্রিকা এবং সকল দক্ষ জ্যোতির্বিদরা এই বিষয়ের সাক্ষী যে, আমার যুগেই, যাহার প্রায় ১২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই নির্ধারিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছে। যেরূপে অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রুপে এই গ্রহণ রমযানে দুইবার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই দেশে ও দ্বিতীয়বার আমেরিকায় হইয়াছে এবং দুইবারই এই তারিখগুলিতে হইয়াছে, যাহার প্রতি হাদীস ইঙ্গিত করিতেছে। যেহেতু এই গ্রহণের সময় প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবীকারক আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেহ ছিল না এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ এই গ্রহণকে নিজের মাহদী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়া শত শত বিজ্ঞাপন এবং উর্দু, ফার্সী ও আরবী পুস্তক পৃথিবীতে প্রকাশ করে নাই, সেহেতু এই আসমানী নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত হইল। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের ১২ বৎসর পুর্বে খোদাতা'লা ইহা সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এইরূপ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পুর্বে এই সংবাদ বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।

বড়ই আক্ষেপ, আমার বিরুদ্ধবাদীরা কেবলমাত্র বিদ্বেষবশতঃ এই আপত্তি উত্থাপন করে। হাদীসের কথা এই যে, "চন্দ্র গ্রহণ প্রথম রাত্রিতে হইবে এবং সূর্য গ্রহণ মধ্যম দিনে হইবে ; কিন্তু এইরূপ হয় নাই।" অর্থাৎ তাহাদের ধারণা অনুযায়ী "চন্দ্রগ্রহণ হেলালের রাত্রিতে হওয়া উচিত ছিল, যাহা চান্দ্র মাসের প্রথম রাত্রি। সূর্য গ্রহণ চান্দ্র মাসের পনরতম দিনে হওয়া উচিত ছিল, যাহা মাসের মধ্যম দিন।" কিন্তু এই ধারণা কেবলমাত্র লোকদের না বুঝার ফল। কেননা, যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে চন্দ্র গ্রহণের জন্য খোদাতা'লার বিধান তিনটি রাতকে নির্ধারিত করিয়াছে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ। খোদাতা'লার বিধান অনুযায়ী চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রি ঐ চান্দ্র মাসের ত্রয়োদশ রাত্রি এবং খোদার বিধান অনুযায়ী সূর্য গ্রহণের জন্য তিন দিন নির্ধারিত আছে, অর্থাৎ চান্দ্র মাসের সাতাশ, আটাশ ও উনত্রিশতম দিন এবং সূর্যের তিন দিন গ্রহণের মধ্যে চান্দ্র মাসের দিক হইতে আটাশতম দিন মধ্যবর্তী দিন হয়। অতএব নির্দিষ্ট তারিখে হাদীসের বর্ণনানুযায়ী অবিকলভাবে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়।

অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ রমযানের ত্রয়োদশ রাত্রিতে হইয়াছে এবং সূয গ্রহণ একই রমযানের আটাশতম দিনে হইয়াছে।

আরবী বাকধারায় প্রথম রাত্রির চাঁদকে কখনো 'কমর' বলা হয় না। বরং তিনদিন পর্যন্ত উহাকে 'হেলাল' বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহাকে সাত দিন পর্যন্ত 'হেলাল' বলিয়া থাকে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি আমরা ধরিয়া লই চাঁদের প্রথম রাত্রির অর্থ ত্রয়োদশ রাত্রি এবং সূর্যের মধ্যম দিনের অর্থ আটাশতম দিন তবে ইহাতে অস্বাভাবিক কি ঘটনা ঘটিল ? রমযান মাসে কখনো কি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় নাই ? ইহার উত্তর এই যে, এই হাদীসের অর্থ এই নহে যে, রমযান মাসে কখনো এই দুইটি গ্রহণ একত্রিত হয় নাই। বরং উহার অর্থ এই যে, রেসালত বা নবুওয়তের কোন দাবীকারকের যুগে কখনো এই দুইটি গ্রহণ একত্রিত হয় নাই। হাদীসের বাহ্যিক শব্দসমূহও ইহার প্রমাণ বহন করিতেছে। যদি কাহারো এই দাবী থাকে যে, নবুওয়ত বা রেসালতের কোন দাবীকারকের যুগে এই দুইটি গ্রহণ রমযান মাসে কখনো কোন যুগে একত্রিত হইয়াছে তবে ইহার প্রমাণ দেওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য। বিশেষতঃ এই বিষয়টি কাহার জানা নাই যে, ইসলামী সাল অর্থাৎ তেরশত বৎসরে কয়েক ব্যক্তি কেবল মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবীও করিয়াছে, বরং যুদ্ধও করিয়াছে। কিন্তু কে প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহাদের যুগে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উভয়টি রমযান মাসে একত্রিত হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রমাণ পেশ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এই ঘটনা অস্বাভাবিক। কেননা, অস্বাভাবিক উহাকেই বলা হয় যে, উহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। কেবল হাদীসই নহে, বরং কুরআন শরীফও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে وخسف القمر وجمع الشمس والقمر আয়াত * (সূরা আল্ কিয়ামা – আয়াত (৯-১০) অর্থ ঃ এবং চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে – অনুবাদক) দেখিয়া লও।

তৃতীয়ত ঃ এই আপত্তি পেশ করা হইয়া থাকে যে, এই হাদীস 'মারফু' 'মুত্তাসিল' নহে। (এমন হাদীস যার সনদে কোন বর্ণনাকারী বাদ পড়ে নাই এবং বর্ণনাকারী সরাসরি হযরত নবী করীম (সাঃ) হইতে হাদীসটি শুনিয়াছে – সম্পাদক)। ইহা কেবল ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ)-এর কথা। ইহার উত্তর এই যে, আহলে বয়াতের ইমামগণের এই রীতিই ছিল যে, তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত মর্যাদার দরুন হাদীসের নাম ধরিয়া আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছানো জরুরী মনে করিতেন না। তাঁহাদের এই রীতি সুপরিচিত। বস্তুতঃ শিয়া মযহাবে শত শত এই ধরনের হাদীস মজুদ আছে। স্বয়ং ইমাম দারকুতনী ইহাকে হাদীসরূপে লিখিয়াছেন।

---

* টীকা ঃ খোদাতা'লা সংক্ষিপ্ত কথায় বলিয়া দিয়াছেন যে, শেষ যুগের চিহ্ন এই যে, একই মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ একত্রিত হইবে। এই আয়াতের পূর্বের অংশে বলা হইয়াছে এই সময় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারীর পলায়নের কোন জায়গা থাকিবে না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে হইবে। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যেহেতু ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ খোদার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হইবে সেহেতু মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারীদের উপর হুজ্জত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

এতদ্ব্যতীত এই হাদীস একটি অদৃশ্য বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত, যাহা তেরশত বৎসর পর প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সার সংক্ষেপ এই যে, যে সময় প্রতিশ্রুত মাহদী আবির্ভূত হইবেন তাঁহার যুগে রমযান মাসে এয়োদশ রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং এই মাসেই আটাশতম দিনে সূর্য গ্রহণ হইবে এবং এইরূপ ঘটনা প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগ ছাড়া অন্য কোন দাবীকারকের যুগে ঘটিবে না। বলাবাহুল্য, নবী ছাড়া এইরূপ সুস্পষ্ট অদৃশ্যের কথা বলা অন্য কাহারো কাজ নহে। আল্লাহ্তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(সূরা আল্ জিন্ন–আয়াত ২৬-২৭)। অর্থাৎ খোদা সম্মানিত রসূলগণ ছাড়া নিজ অদৃশ্য বিষয়ের খবর অন্য কাহাকেও অবহিত করেন না। অতএব যেক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিজ অর্থ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে ইহা একটি খোড়াঁ অজুহাত যে, হাদীস দুর্বল বা ইহা ইমাম মোহাম্মদ বাকেরের কথা। আসল কথা এই যে, এই সকল লোক নিশ্চয় চাহে না যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হউক, বা কুরআন শরীফের কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হউক। পৃথিবী শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথা অনুযায়ী এখন পর্যন্ত শেষ যুগ সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। এই হাদীসের চাইতে অধিক আর কোন্ হাদীস সত্য হইবে, যাহার শিরোভাগে মোহাদ্দেসগণের 'তানকিদ' (পর্যালোচনা)-এরও স্বীকারোক্তি নাই। বরং উহা নিজের সত্য হওয়া সম্পর্কে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, উহা সত্য হওয়ার উচ্চ মার্গে আছে। *খোদার নিদর্শনাবলীকে গ্রহণ না করা ভিন্ন কথা। নতুবা ইহা একটি আযীমুশ্বান নিদর্শন। আমার পূর্বে হাজার হাজার আলেম ও মোহাদ্দিস ইহা ঘটার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। তাহারা মিম্বরে চড়িয়া এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহাকে স্মরণ করাইতে থাকিতেন, বস্তুতঃ সর্বশেষে লখুকে নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ এই যুগেই এই গ্রহণের ব্যাপারেই নিজ পুস্তক আহ্ওয়ালুল আখেরাতে একটি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্রতিশ্রুত মাহদীর আগমনের সময় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা নিম্নরূপ ঃ

تیرھویں چند ستیھویں+ سورج گرہن ہوسی اُس سالے + اندر ماہ رمضانے لکھیا ہک روایت والے

(অর্থঃ একজন বর্ণনাকারী লিখিয়াছেন যে, ঐ সালের একই রমযানের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৭ তারিখে সূর্যগ্রহণ হইবে – অনুবাদক)।

ইহা ছাড়া অন্য একজন বুযুর্গ, যাহার কবিতা শত শত বৎসর যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে, তিনি লেখেন ঃ

---

* টীকা ঃ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور

(সূরা আল্ হাজ্জ আয়াত ৪৭) (অর্থঃ আসল কথা এই যে, বাহ্যিক চক্ষু অন্ধ হয় না, পরন্তু হৃদয় অন্ধ হয় যাহা বক্ষে আছে – অনুবাদক)।

+ কবিতায় সাতাশ (২৭) শব্দটি পান্ডুলিপি লেখকের ভুল অথবা স্বয়ং মৌলবী সাহেবের মানবীয় দুর্বলতার দরুন ভুল হইয়াছে। নতুবা এই কবিতা যে হাদীসের অনুবাদ উহাতে সাতাশের পরিবর্তে আটাশ তারিখ লেখা আছে।

در سنِ غاشی ہجری دو قراں خواہد بود ٭ از پئے مہدی و دجّال نشاں خواہد بود

অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন চন্দ্র ও সূর্যের একই মাসে গ্রহণ হইবে তখন উহা প্রতিশ্রুত মাহদী ও দজ্জালের প্রকাশ হওয়ার একটি নিদর্শন হইবে। এই পংক্তিতে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সঠিক সাল লিপিবদ্ধ আছে।

(৩) **তৃতীয় নিদর্শন** ঃ পুচ্ছবিশিষ্ট তারকার উদয় হওয়া। ইহার উদিত হওয়ার যুগ প্রতিশ্রুত মসীহের সময় নির্ধারিত ছিল এবং অনেক দিন পূর্বেই ইহা উদিত হইয়া গিয়াছে। ইহাকে দেখিয়াই খৃষ্টানদের কোন কোন ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, এখন মসীহের আগমনের সময় আসিয়া গিয়াছে।

(৪) **চতুর্থ নিদর্শন** ঃ এক নুতন বাহনের উদ্ভাবন, যাহা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের বিশেষ চিহ্ন, যেমন কুরআন শরীফে লিখিত আছে وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (সূরা আত্ তাকভীর – আয়াত ৫)। অর্থাৎ শেষ যুগ উহা যখন উটনীগুলি বেকার হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবেই মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে وليتركن القلاص فلا يسعى عليها অর্থাৎ এই যুগে উটনীসমূহ বেকার হইয়া যাইবে এবং কেহ উহাদের উপর চড়িয়া ভ্রমণ করিবে না। হজ্জের সময় মক্কা মোয়ায্যমা হইতে মদীনা মোনাব্বরার দিকে উটের উপর আরোহিত হইয়া সফর হইয়া থাকে। এখন ঐ সময় খুব নিকটবর্তী যে, এই সফরের জন্য রেল তৈয়ার হইয়া যাইবে। তখন এই সফর সম্পর্কে এই কথা সত্য হইবে যে,

ليتركن القلاص فلا يسعى عليها

(৫) **পঞ্চম নিদর্শন** ঃ হজ্জ বন্ধ হওয়া, যাহা সহী হাদীসে আসিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে হজ্জ করা কোন এক সময় পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং ১৮৯৯-১৯০০, প্রভৃতি সালে প্লেগের দরুন এই নিদর্শনও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

(৬) **ষষ্ঠ নিদর্শন** ঃ পুস্তক-পুস্তিকার বহুল প্রকাশ, যেমন وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (সূরা আত্ তাক্‌ভীর – আয়াত ১১) আয়াত হইতে জানা যায়। (এই আয়াতের অর্থঃ এবং যখন পুস্তক-পুস্তিকা (ব্যাপকভাবে) বিস্তৃত করা হইবে – অনুবাদক)। কেননা, ছাপাখানার মুদ্রণ যন্ত্রের দরুন এই যুগে যে পরিমাণে পুস্তক-পুস্তিকার প্রকাশনা বিস্তার লাভ করিয়াছে উহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

(৭) **সপ্তম নিদর্শন** ঃ বিপুল সংখ্যক খাল খনন করা, যেমন وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (সূরা আল্ ইনফিতার – আয়াত ৪) আয়াত হইতে জানা যায়। এই আয়াতের অর্থঃ এবং যখন সমুদ্রসমূহকে চিরিয়া প্রবাহিত করা হইবে এবং পরস্পরকে মিলাইয়া দেওয়া হইবে – অনুবাদক)। সুতরাং ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, এই যুগে এত বিপুল সংখ্যায় খাল খনন করা হইয়াছে যে, ইহাদের সংখ্যাধিক্যের দরুন নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

(৮) **অষ্টম নিদর্শন** ঃ মানবমন্ডলীর পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়িয়া যাওয়া এবং দেখা সাক্ষাতের উপায় সহজ হইয়া যাওয়া, যেমন وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (সূরা আত্ তাক্‌ভীর – আয়াত ৮) আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয়। (এই আয়াতের অর্থঃ এবং যখন (বিভিন্ন জাতির) লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে – অনুবাদক)। সুতরাং রেল ও তারের মাধ্যমে এই বিষয়টি এইরূপে বিস্তৃত হইয়াছে, যেন পৃথিবীর পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

(৯) **নবম নিদর্শন** ঃ ক্রমাগতভাবে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব ও ইহার কঠিন রূপ পরিগ্রহ করা, যেমন يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (সূরা আন্ নাযে'আত– আয়াত ৭-৮) আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয়। (এই আয়াতের অর্থ ঃ যেদিন কম্পনশীল পৃথিবী কম্পমান হইবে, (এবং) আর একটি পশ্চাদ্বর্তী (কম্পন) উহার অনুসরণ করিবে – অনুবাদক)। সুতরাং অসাধারণ ভূমিকম্প পৃথিবীতে আসিতেছে।

(১০) **দশম নিদর্শন** ঃ বিভিন্ন প্রকারের বিপদ দ্বারা এই যুগে বিপুল সংখ্যায় মানুষের ধ্বংস হইয়া যাওয়া, যেমন কুরআন শরীফের এই আয়াত

وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها

(সূরা বনী ইসরাঈল-আয়াত ঃ ৫৯) এর অর্থ – এরূপ কোন জনপদ নাই যাহাকে আমরা কেয়ামতের কিছুকাল পূর্বে ধ্বংস করিব না, বা এক সীমা পর্যন্ত ইহাদের উপর শাস্তি প্রদান করিব না। সুতরাং ইহাই ঐ যুগ। কেননা, প্লেগ, ভূমিকম্প, তুফান ও আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ এবং পারস্পরিক যুদ্ধে মানুষ ধ্বংস হইতেছে। এই যুগে মৃত্যুর ব্যাপক কারণসমূহ এইরূপে একত্রিত হইয়াছে এবং এইগুলি এত কঠোরভাবে প্রকাশিত হইতেছে যে, এই সামগ্রিক অবস্থার দৃষ্টান্ত পূর্বের কোন যুগে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(১১) **একাদশ নিদর্শন** ঃ দানিয়াল নবীর কেতাবে প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের যুগ উহাই লিখিত আছে, যে যুগে খোদা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আরো লিখিত আছে যে, "এই সময় অনেক লোককে পবিত্র করা হইবে, শুভ্র করা হইবে ও পরীক্ষা করা হইবে। কিন্তু দুষ্টরা দুষ্টামী করিতে থাকিবে এবং দুষ্টদের মধ্য হইতে কেহ বুঝিবে না। কিন্তু জ্ঞানীগণ বুঝিবেন। এই সময় হইতে স্থায়ী কোরবানী রহিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং অপসন্দনীয় বস্তু কায়েম করা হইবে, যাহা খারাপ করে। এক হাজার দুইশত নব্বই দিন (১২৯০) হইবে। * মোবারক সে, যে অপেক্ষা করে এবং এক হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ (১৩৩৫) দিন পর্যন্ত আসে" (দানিয়েল – ১২ঃ ১০–১২)। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত মসীহের সংবাদ আছে, শেষ যুগে যাঁহার আগমনের কথা ছিল।

---

* টীকা ঃ দানিয়াল নবীর কেতাবে দিনের অর্থ বৎসর। এস্থলে ঐ নবী হিজরী সালের দিকে ইঙ্গিত করেন, যাহা ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্যের প্রথম বৎসর।

অতএব, দানিয়াল নবী ইহার এই চিহ্ন দিয়াছেন যে, এই সময় হইতে ইহুদীরা নিজেদের সওখতনী কোরবানী * প্রথা ছাড়িয়া দিবে। এবং মন্দ চাল-চলনে মত্ত হইয়া যাইবে। এক হাজার দুইশত নব্বই সাল (১২৯০) হইবে যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ জাহের হইবেন। অতএব এই বিনীত বান্দার জাহের হওয়ার ইহাই সময় ছিল। কেননা, আমার প্রেরিত ও প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার কয়েক বৎসর পর আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়া মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এবং আমি ইহাকে খোদাতা'লার একটি নিদর্শন মনে করি যে, বারশত নব্বই (১২৯০) হিজরীতে খোদাতা'লার পক্ষ হইতে এই বিনীত বান্দা বাক্যালাপ ও সম্বোধনের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। অতঃপর সাত বৎসর পরে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক, যাহাতে আমার দাবী লিপিবদ্ধ আছে, প্রণীত হইয়া প্রকাশিত হইল। আমার পুস্তক বারাহীনে আহমদীয়ার প্রচ্ছদে এই পংক্তি লিখিত আছে ঃ

۱۲۹۷

از بس کہ یہ مغفرت کا دکھلاتی ہے راہ   تاریخ بھی یا غفور نکلی واہ واہ

(অর্থ ঃ যথেষ্ট, এই ক্ষমার পথ (আল্লাহ)-ই দেখাইয়াছেন। হে ক্ষমাশীল প্রভু ! তারিখ দেখাইয়াছ, বাহ্ বাহ্ – ইয়া গাফুর। (আরবী হরফে আবযাদ অনুযায়ী এর মান ১২৯৭-অনুবাদক)

অতএব দানিয়াল নবীর কেতাবে প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভূত হওয়ার জন্য বারশত নব্বই বৎসর লেখা আছে। বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আমার পক্ষ হইতে প্রত্যাদিষ্ট ও আল্লাহ্র মা'মুর হওয়ার যে ঘোষণা আছে তাহা এই তারিখ হইতে কেবল সাত বৎসর বেশী। ইহা সম্পর্কে আমি এখনই বর্ণনা করিয়াছি যে, আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপের ধারা সাত বৎসর পূর্বেকার, অর্থাৎ বারশত নব্বই (১২৯০) এর। তাছাড়া দানিয়াল এই প্রতিশ্রুত মসীহের আখেরী যুগ তেরশত পঁয়ত্রিশ (১৩৩৫) বৎসর লেখেন। ইহা খোদাতা'লার এই ইলহামের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত যাহা আমার বয়স সম্পর্কে বর্ণিত আছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কাল্পনিক নহে। কেননা, হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা প্রতিশ্রুত

---

* টীকা ঃ ইহুদীরা নিজেদের কেতাবের শিক্ষা অনুযায়ী সওখতনী কুরবানী পালন করিত। তাহারা হায়কলের সম্মুখে ছাগল যবাই করিয়া আগুনে পোড়াইত। ইহাতে শরীয়তের রহস্য এই যে, এইভাবেই মানুষকে খোদাতা'লার সম্মুখে স্বীয় প্রবৃত্তির কুরবানী দেওয়া উচিত এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও ঔদ্ধত্যকে পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় যুগে ইহুদীরা বাহ্যিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে এই কুরবানী পরিত্যাগ করিয়াছিল। বলাবাহুল্য, তাহারা অন্যান্য মন্দ কাজেও জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব ইহুদীরা যখন প্রকৃত সওখতনী কুরবানী পরিত্যাগ করিল, যাহার অর্থ খোদার পথে স্বীয় প্রবৃত্তি কুরবানী করা এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে পোড়াইয়া দেওয়া, তখন খোদাতা'লার ভয়ঙ্কর শাস্তি দৈহিক কুরবানী হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া দিল। অতএব ইহুদীদের সম্পূর্ণরূপে মন্দ চাল-চলনের ঐ যুগ ছিল যখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাদিষ্ট করা হইল। এই যুগেই ইহুদীদের সম্পূর্ণ মূল উৎপাটন করা হইল এবং ইসলামী কুরবানী, যাহা বয়তুল্লাহ্র হজ্জে খানা কা'বার সম্মুখে করা হইয়া থাকে, ইহা প্রকৃতপক্ষে এই কুরবানীরই স্থলাভিষিক্ত, যাহা ইহুদীরা বায়তুল মোকাদ্দসের সম্মুখে করিত। কেবল পার্থক্য এই যে, ইসলামে সওখতনী কুরবানী নাই। ইহুদীরা একটি অবাধ্য জাতি ছিল। তাহাদের জন্য প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে পোড়াইয়া দেওয়া জরুরী মনে করিয়া এই নিদর্শন বাহ্যিক কুরবানীতে রাখা হইয়াছিল। ইসলামের জন্য এই নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। নিজেকেই খোদার পথে কুরবানী দেওয়া যথেষ্ট।

মসীহ সম্পর্কে বাইবেলে আছে, তাহা ইহার সহিত কাকতালীয় হইয়া গিয়াছে। উহাও মসীহ মাওউদের এই যুগকেই সাব্যস্ত করে। বস্তুতঃ ইহাতে প্রতিশ্রুত মসীহের যুগের এই সকল লক্ষণ লিখিত আছে যে, এ যুগে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইবে, ভূমিকম্প হইবে, যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবে এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইবে। অতএব ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, যুগের লক্ষণাবলী প্রকাশ করিয়া দানিয়ালও ঐ যুগেরই সংবাদ দিতেছেন। ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী দানিয়ালের ভবিষ্যদ্বাণীকে শক্তি দান করে। কেননা, ঐ সকল বিষয় এই যুগে ঘটিয়া গিয়াছে এবং যুগপৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা বাইবেল হইতে প্রতিপাদিত হয়, তাহা ইহার সমর্থক। তাহা এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ আদমের জন্ম তারিখ হইতে ষষ্ঠ হাজারের শেষে জন্মগ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ আহলে কেতাবের আসল হিসাব চাঁদের হিসাবের প্রেক্ষিতে আমার জন্ম ষষ্ঠ হাজারের শেষে হইয়াছিল এবং ষষ্ঠ হাজারের শেষে প্রতিশ্রুত মসীহের জন্ম হওয়া আদি হইতেই খোদার ইচ্ছা ছিল। কেননা, প্রতিশ্রুত মসীহ খাতামুল খোলাফা এবং শেষের সহিত শুরুর সাদৃশ থাকা উচিত। যেহেতু হযরত আদমকেও ছয় দিনের শেষে সৃষ্টি করা হইয়াছিল, সেহেতু সাদৃশ্যের দিক হইতে আখেরী খলীফা, যিনি আখেরী আদম, তাঁহারও ছয় হাজারের শেষে সৃষ্টি হওয়া জরুরী ছিল। ইহার কারণ এই যে, খোদার সাত দিনের মধ্যে প্রতিটি দিন হাজার বৎসরের সমান, যেমন খোদা স্বয়ং বলেন, إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (সূরা আল্ হাজ্জ – আয়াত ৪৮) (অর্থ ঃ – নিশ্চয় কোন কোন দিন তোমার প্রতিপালকের নিকট এক হাজার বৎসরের সমান যাহা তোমরা গণনা কর – অনুবাদক)। সহী হাদীস হইতেও প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ষষ্ঠ হাজারে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই জন্যই সকল আহ্‌লে কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শনকারীগণ) প্রতিশ্রুত মসীহের যুগ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ষষ্ঠ হাজার বৎসরের সীমার বাহিরে যান নাই এবং বড় জোর তাঁহার আবির্ভাবের সময় হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী লিখিয়াছেন।* আহ্‌লে ইসলামের আহ্‌লে কাশ্‌ফগণ প্রতিশ্রুত মসীহকে, যিনি আখেরী খলীফা ও খাতামাল খোলাফা, কেবল এই দিক হইতেই আদমের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত সাব্যস্ত করেন না যে, আদম ষষ্ঠ দিনের শেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ ষষ্ঠ হাজারের শেষে জন্মগ্রহণ করিবেন, বরং এই ব্যাপারেও সাদৃশ্যযুক্ত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, আদমের ন্যায় তিনিও জুমুআর দিনে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারও যমজ জন্ম হইবে, অর্থাৎ যেরূপে আদম যমজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে আদম জন্ম যমজ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে হাওয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপই প্রতিশ্রুত মসীহও যমজ জন্মগ্রহণ করিবেন। অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সুফীগণের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমিও জুমুআর দিন ভোরে যমজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। কেবল এই পার্থক্য হইয়াছে

---

* টীকা ঃ খোদাতা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, সূরা আস্‌রের অক্ষরের মূল্যায়ন আদম হইতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা প্রকাশ করে। উল্লেখিত সূরার প্রেক্ষিতে যখন এই যুগ পর্যন্ত হিসাব করা হয় তখন জানা যাইবে যে, এখন সপ্তম হাজার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবের প্রেক্ষিতেই আমার জন্ম ষষ্ঠ হাজারে হইয়াছে। কেননা, আমার বয়স এখন প্রায় ৬৮ বৎসর।

যে, প্রথমে মেয়ে জন্ম হইয়াছিল, যাহার নাম ছিল জান্নাত। সে কয়েকদিন পরে জান্নাতে চলিয়া গেল এবং তাহার পরে আমার জন্ম হইল। শেখ মুহীউদ্দিন ইবনে আরবীও এই ভবিষ্যদ্বাণী নিজ কেতাব ফাসূস এ লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, তিনি চীন বংশোদ্ভূত হইবেন। + যাহা হউক, এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী একে অন্যকে শক্তি দান করে এবং পরস্পরকে সমর্থন করার দরুন এইগুলি বিশ্বাসের সীমা পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।

(১২) **দ্বাদশ নিদর্শন** ঃ হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের ভূমিকম্প ও প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন এখনই লেখা হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের * ঐ সময় জাহের হওয়া জরুরী।

(১৩) **ত্রয়োদশ নিদর্শন** ঃ ষষ্ঠ হাজার বৎসরের শেষে প্রতিশ্রুত মসীহের জাহের হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা বাইবেল হইতে প্রতিপাদিত হয়।

(১৪) **চতুর্দশ নিদর্শন** ঃ আমার সম্পর্কে নেয়ামতউল্লাহ ওলীর ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার কবিতা আমি নিজের পুস্তক নেশানে আসমানীতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

(১৫) **পঞ্চদশ নিদর্শন** ঃ আমার সম্পর্কে গোলাবশাহ্ জামালপুরীর ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা আমি এযালায়ে আওহাম পুস্তকে বিস্তারিতভাবে লিখিয়া দিয়াছি।

(১৬) **ষষ্ঠদশ নিদর্শন** ঃ আমার সম্পর্কে পীর সাহেবুল আলাম সিন্ধী, যাহার এক লক্ষ শিষ্য ছিল এবং যিনি নিজ পরিমন্ডলে বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন, তিনি আমার সম্বন্ধে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তিনি সত্যবাদী এবং আমার পক্ষ হইতে। এই স্বপ্ন আমি তোহ্ফায়ে গুলড়াবিয়া পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। এই জন্য বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন নাই।

+ টীকা ঃ ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার বংশে তুর্কী রক্ত মিশ্রিত থাকিবে। পরিচিতির দিক হইতে আমার বংশ মোঘল বংশ বলিয়া কথিত। তাই আমার বংশের ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য। কেননা, যদিও সত্য উহাই যাহা খোদা বলেন যে, এই বংশ পারস্য বংশোদ্ভূত, তথাপি ইহা নিশ্চিত ও প্রসিদ্ধ ও অনুভূত যে, আমাদের অধিকাংশ মা ও দাদী মোঘল বংশের এবং তাহারা চীন বংশোদ্ভূত, অর্থাৎ চীনের অধিবাসী (ভূপালের নবাব সিদ্দিক হাসান খাঁ সাহেবের রচিত হুজাজুল কেরামা দেখুন)।

* টীকা ঃ এক পাদরী সাহেব লেখেন যে, প্লেগ ও ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার জন্য কোন দলিল নহে। কেননা, ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এইরূপ ভূমিকম্প ও এইরূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব সদা সর্বদা পৃথিবীতে হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, এই ভূমিকম্প ও এই প্লেগ নিঃসন্দেহে পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষে অসাধারণ। শত শত বৎসর পর্যন্ত ইহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে এবং সংখ্যার দিক হইতে এই প্লেগ ও ভূমিকম্প অস্বাভাবিক। যদি পাদরী সাহেব ইহা অস্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি ইহার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করুন। এতদ্ব্যতীত যদি পূর্বে পৃথিবীতে প্লেগ হইয়া থাকে এবং ভূমিকম্প আসিয়া থাকে, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও হইয়া থাকে তবে ঐ সময় প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার কোন দাবীকারক ছিলেন না। অতএব যেক্ষেত্রে এইরূপ অস্বাভাবিক ভূমিকম্প ও প্লেগের পূর্বে মসীহ হওয়ার একজন দাবীকারক মজুদ হইয়া গেলেন এবং ইহার পর ইঞ্জিল অনুযায়ী এই সকল লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইল সেক্ষেত্রে কীভাবে ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে ? হাঁ, আকাশের তারকা পৃথিবীতে পড়ে নাই। সুতরাং ইহার উত্তর জ্যোতির্বিদগণের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, তারকা পতিত হইলে মানুষ ও জীব-জন্তু কি জীবিত থাকিতে পারে?

(১৭) **সপ্তদশ নিদর্শন** ঃ মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ সাহেব শহীদের ইলহাম যে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্। ইহার সহিত ক্রমাগত কয়েকটি স্বপ্নও ছিল, যাহা উক্ত মৌলবী সাহেবকে ঐ দৃঢ়চিত্ততা দান করিয়াছিল যে, পরিশেষে তিনি আমার সত্যায়নের জন্য কাবুলের মাটিতে কাবুলের আমীরের হুকুমে প্রাণ দেন। কয়েকবার আমীর তাঁহাকে আহ্বান জানান যে, যদি তুমি এ ব্যক্তির বয়াত ছাড়িয়া দাও তবে পূর্বের চাইতেও তোমাকে অধিক সম্মান করা হইবে। কিন্তু তিনি বলেন, আমি প্রাণকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না। পরিশেষে তিনি এই পথে প্রাণ দেন এবং বলেন, এই পথে খোদার সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ দেওয়া পসন্দ করি। তখন তাঁহাকে পাথর মারিয়া সঙ্গেসার (কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া পাথর মারিয়া হত্যা করা) করিয়া দেওয়া হয়। তিনি এইরূপ দৃঢ়-চিত্ততা দেখান যে, তাঁহার মুখ হইতে একটি উঃ শব্দও বাহির হয় নাই। চল্লিশ (৪০) দিন যাবৎ তাঁহার লাশ পাথরের নীচে পড়িয়া রহিল। অতঃপর আহমদ নূর নামক একজন শিষ্য তাঁহার লাশ দাফন করেন। তিনি বলেন, তাঁহার কবর হইতে এখনো মৃগনাভীর সুগন্ধ আসিতেছে। তাঁহার একটি চুল এখানে পৌছানো হইল। ইহা হইতে এখনো মৃগনাভীর সুগন্ধ আসিতেছে। ইহা আমার বাইতুত্ দোয়ার (দোয়ার গৃহ) এক কোণায় একটি কাঁচের পাত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। এখন প্রতীয়মান হয় যে, যদি এই কাজ কেবল এক মিথ্যাবাদীর ধোঁকা হইত তবে কেন আমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে এত দূরদূরান্ত এলাকা হইতে শহীদ মরহুমের উপর ইলহাম হইল এবং কেন তিনি ক্রমাগত স্বপ্ন দেখেন ? তিনিতো আমার নাম সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না। কেবল খোদা তাঁহাকে আমার সংবাদ দেন যে, পাঞ্জাবে প্রতিশ্রুত মসীহের জন্ম হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি পাঞ্জাবের খবরাখবর সম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। যখন তিনি জানিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে এক ব্যক্তি পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করেন তখন সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া তিনি আমার দিকে দৌড়াইয়া আসেন। তিনি প্রায় দুই মাস এখানে অবস্থান করেন। অতঃপর (দেশে) ফেরার পর দুষ্ট চরদের সংবাদের ভিত্তিতে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর যখন তাঁহাকে বলা হইল যে, নিজের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আস তখন তিনি বলেন, এখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করার আমার প্রয়োজন নাই। আমি তাহাদিগকে খোদার নিকট সোপর্দ করিতেছি। যখন তাঁহাকে আদেশ শুনানো হইল যে, এখন তোমাকে সঙ্গেসার করা হইবে তখন তিনি বলেন, আমি চল্লিশ (৪০) দিনের বেশী মৃত থাকিব না। ইহা এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, যাহা খোদার কেতাবসমূহে লিখিত আছে যে, মোমেনকে মৃত্যুর কয়েক দিন পরে বা নেহায়েৎ চল্লিশ দিন পরে জীবিত করা হয় এবং আকাশের দিকে উঠাইয়া নেওয়া হয়। ইহা ঐ বিতর্কই যাহা আজ পর্যন্ত আমার ও আমার বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের 'রাফা' (আত্মিকভাবে উন্নীত করন–অনুবাদক) সম্পর্কে চলিয়া আসিতেছে। আমি আল্লাহ্র কেতাব অনুযায়ী তাঁহার আধ্যাত্মিক 'রাফা' হওয়ায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এবং খোদার আদেশ قل سبحان ربّی هل كنت الّا بشرًا رسولًا (সূরা বনী ইসরাঈল-আয়াত ৯৪) (অর্থ ঃ তুমি বল, আমার প্রতিপালক পবিত্র। আমি কেবল একজন মানব-রসূল–অনুবাদক)-কে পদদলিত করিয়া দৈহিক 'রাফা' হওয়াতে বিশ্বাসী । আমাকে বলে যে, এই ব্যক্তি দজ্জাল।

কেননা, লেখা হইয়াছে যে, ত্রিশ (৩০) জন দজ্জাল আসিবে। তাহারা চিন্তা করে না, যদি ত্রিশ (৩০) জন দজ্জাল আসার কথাই ছিল তবে এই হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক দজ্জালের মোকাবেলায় ত্রিশ (৩০)জন মসীহেরও তো আসা উচিত ছিল। ইহা কী গযব যে,দজ্জালতো ত্রিশ (৩০) জন আসিয়া গেল; কিন্তু মসীহ একজনও আসিলেন না।এই উম্মত কীরূপ হতভাগ্য যে, ইহাদের ভাগ্যে কেবল দজ্জালই রহিয়া গেল এবং সত্য মসীহের মুখ দেখার এখনো সৌভাগ্য হইল না; অথচ ইসরাঈলী সেলসেলায় শত শত নবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মোট কথা, যে সেলসেলায় আবদুল লতীফ শহীদ-এর ন্যায় সত্যবাদী ও ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে খোদা সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি এই পথে প্রাণও কোরবানী করিয়া দিলেন এবং খোদার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া আমার সত্যায়ন করিলেন, এইরূপ সেলসেলার উপর আপত্তি উত্থাপন করা কি তাক্‌ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) অন্তর্ভুক্ত ? এক মিথ্যাবাদী মানুষের জন্য এক সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট পুণ্যবান জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ প্রেমের আবেগ কখনও হইতে পারে কি ?

کس بہر کسے سر ندہد جان نفشاند — عشق است کہ ایں کار بصد صدق کناند
عشق است کہ در آتش سوزاں بنشاند — عشق است کہ بر خاکِ مذلت غلطاند
بے عشق دلے پاک شود من نپذیرم — عشق است کزیں دام بیکدم برہاند.

(অর্থ ঃ কেহই কাহারো জন্য মাথা দিতে চাহে না, প্রাণ দিতেও বাধ্য হয় না। কেবল প্রেমই অসম্ভব নিষ্ঠার কারণে প্রেমিককে এইরূপ কাজে বাধ্য করে। প্রেমই প্রেমিককে জ্বলন্ত অগ্নিতে বসিতে বাধ্য করে। প্রেমিকই কর্দমাক্ত, নিকৃষ্ট মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতে বাধ্য হয়। প্রেমবিহীন আত্মা কখনো পবিত্র হইবে - আমি তাহা কল্পনাও করি না। প্রেমই প্রেমিককে দুনিয়ার যাবতীয় প্রতিবন্ধক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারে - অনুবাদক)। সাহেবযাদা মৌলবী আবদুল লতীফ শহীদ নিজের রক্ত দিয়া সত্যের সাক্ষ্য দিলেন। الاستقامت فوق الکرامت

(অর্থ ঃ দৃঢ়চিত্ততা কেরামত দেখানোর চাইতেও উৎকৃষ্ট -অনুবাদক)। কিন্তু আজিকার অধিকাংশ আলেমদের এই রীতি যে, দুই দুই টাকার বিনিময়ে তাহাদের ফতওয়া বদলাইয়া যায়। তাহারা খোদার ভয়ে নহে, বরং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু শহীদ আবদুল লতীফ মরহুম খোদার ঐ সত্যবাদী ও মুত্তাকী বান্দা ছিলেন, যিনি খোদার পথে না নিজের স্ত্রীর পরোয়া করিলেন, না সন্তান-সন্ততির পরোয়া করিলেন, না নিজের প্রিয় প্রাণের পরোয়া করিলেন। ইহারাই ন্যায়-নিষ্ঠ আলেম, যাহাদের কথা ও কর্ম অনুসরণের যোগ্য। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোদার পথে নিজের সত্যবাদিতার চাহিদা পূরণ করেন।

از بندگانِ نفس رہِ آں یگاں مپرس — ہر جا کہ گرد خاست سوارے دراں بجو
آں کس کہ ہست از پئے آں یار بے قرار — رو صحبتش گزیں و قرارے دراں بجو

بر آستان آنکہ زخود رفت بہر یار　　چوں خاک باش و مرضیٔ یارے دراں بجو
مرد آں بتلخ کامی و حرفت بدو رسند　　حرفت گزیں و فتح حصارے دراں بجو
بر مسند غرور نشستن طریق نیست　　ایں نفس دوں بسوز و نگارے دراں بجو

(অর্থ ঃ খোদার বান্দার চলার পথ কোন্ দিকে, কুপ্রবৃত্তির দাসগণকে কোনও জিজ্ঞসা করিও না। ঐ দেখ, ধূলা-বালি উড়িতেছে যেখানে, ঘোড় সওয়ারকে তালাশ কর সেখানে। প্রাণ-বন্ধুর সঙ্গ-লাভের জন্য যে ব্যক্তি একান্ত অস্থির, যাও, চল তাহার সাথে। তাহারই সাথী হইয়া আত্মার প্রশান্তি অর্জন কর। প্রাণ-বন্ধুর অন্বেষণে যে ব্যক্তি আপন সত্তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে চলিয়াছে, যাও, তবে তাঁহারই আস্তানায় আত্মার প্রশান্তি খোঁজ সেখানে। যে বীর পুরুষ জীবনের তিক্ততা ও কাঠিন্য অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছে অনেক দূর, যাও সেই কঠিন পথ ধরিয়া-তুমিও জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইবে। আত্মাভিমানীর অধিকার ক্ষুণ্ন করিয়া তাহার আসনে উপবিষ্ট হওয়ার উদ্যোগ বীর পুরুষের জন্য নীতিসঙ্গত নহে। খোদার বান্দা উর্ধ্বস্তরে খোদার পথে চলার রাস্তাই তালাশ করে – অনুবাদক)।

(১৮) **অষ্টাদশ নিদর্শন** ঃ খোদাতা'লার এই কথা ঃ

ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین

(সূরা আল্ হাক্কা–আয়াত ৪৫-৪৭), অর্থাৎ যদি এই নবী কোন মিথ্যা কথা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত তাহা হইলে নিশ্চয় আমরা তাহাকে ডান হাতে ধৃত করিয়া তাহার জীবন শিরা নামক শিরা কাটিয়া দিতাম। যদিও এই আয়াত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহা সাধারণভাবে সকল নবীর জন্য প্রযোজ্য। যেমন সমগ্র কুরআন শরীফেও বাকধারা আছে যে, বাহ্যতঃ অধিকাংশ আদেশ-নিষেধের সম্বোধিত সত্তা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইলেও এই সকল আদেশে অন্যরাও শরীক হইয়া থাকে, অথবা এই সকল আদেশ অন্যদের জন্যই হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতের

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

(সূরা বনী ইসরাঈল–আয়াত ২৪) কথা উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ নিজেদের পিতা-মাতার সহিত কটু কথা বলিও না এবং এইরূপ কথা বলিও না যাহাতে তাহাদের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি না থাকে। এই আয়াতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কালামের লক্ষ্যস্থল হইল উম্মত। কেননা, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পিতা ও মাতা তাঁহার শৈশবেই মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। এই আদেশের মধ্যে একটি রহস্যও আছে। তাহা এই যে, এই আয়াত দ্বারা একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যেক্ষেত্রে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি নিজ পিতা-মাতাকে সম্মান কর এবং

সকল কথা-বার্তায় তাহাদের সম্মানজনক পদ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ, সেক্ষেত্রে অন্যদেরকে নিজেদের পিতা-মাতার কতখানি সম্মান করা উচিত। এই বিষয়ের প্রতি অন্য একটি আয়াত ইঙ্গিত করিতেছে।

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانًا

(সূরা বনী ইসরাঈল – আয়াত ২৪)। অর্থাৎ তোমাদের প্রভু চাহেন যে, তোমরা কেবল তাহাদেরই ইবাদত কর এবং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। এই আয়াতে প্রতিমা পূজারীদিগকে, যাহারা প্রতিমা পূজা করে, বুঝানো হইয়াছে যে, প্রতিমা কোন বস্তুই নহে এবং তোমাদের উপর প্রতিমাদের কোন অনুগ্রহ নাই। ইহারা তোমাদিগকে জন্ম দেয় নাই এবং তোমাদের শৈশবে ইহারা তোমাদের অভিভাবকও ছিল না। যদি খোদা জায়েয রাখিতেন যে, তাঁহার সাথে অন্য কাহারো পূজা করা প্রয়োজন তবে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা পিতা-মাতার পূজা কর। কেননা, তাহারাও রূপকভাবে রব (প্রতিপালক)। প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি পশু-পাখীও নিজেদের সন্তানদেরকে উহাদের শৈশবে বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষা করে। অতএব খোদার রবুবীয়্যতের পর তাহাদেরও একটি রবুবীয়ত আছে এবং রবুবীয়তের এই আবেগ খোদাতা'লার পক্ষ হইতেই আসে।

এই প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পর আমি আসল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিতেছি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যদি সে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিত তাহা হইলে আমরা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম – এই কথার অর্থ এই নহে যে, খোদাতা'লা কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নিজের এই আত্মাভিমান প্রকাশ করেন যে, যদি তিনি মিথ্যা রচনা করিতেন তবে তাঁহাকে ধ্বংস করিয়া দিতেন, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে খোদার এই আত্মাভিমান নাই এবং খোদা সম্পর্কে অন্যরা যে যত মিথ্যা রচনা করুক না কেন ও মিথ্যা ইলহাম বানাইয়া খোদার প্রতি আরোপ করুক না কেন, তাহাদের উপর খোদার আত্মাভিমান ভড়কাইয়া উঠে না। এই ধারণা একদিকে যেমন অযৌক্তিক তেমনি অন্যদিকে খোদার সকল কেতাবের পরিপন্থীও। আজ পর্যন্ত তৌরাতেও এই কথা মজুদ আছে, যে ব্যক্তি খোদা সম্পর্কে মিথ্যা বানাইয়া বলিবে এবং নবুওয়তের মিথ্যা দাবী করিবে, তাহাকে ধ্বংস করা হইবে। এতদ্ব্যতীত শুরু হইতেই ইসলামের আলেমগণ لو تقول علينا (অর্থ ঃ যদি এই নবী কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত – অনুবাদক) আয়াতটি খৃষ্টান ও ইহুদীদের নিকট আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার জন্য দলিলরূপে পেশ করিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য, যে পর্যন্ত কোন কথা সর্বব্যাপী না হয় তাহা দলিলরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ইহা কি কোন দলিল হইতে পারে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যদি মিথ্যা রচনা করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে ধ্বংস করা হইত এবং তাঁহার সকল কর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইত; কিন্তু যদি অন্য কেহ মিথ্যা রচনা করে তবে খোদা অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চাইতেও অধিক অবকাশ দেন এবং তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করেন। ইহার নাম দলিল রাখা উচিত নহে। বরং ইহাতো একটি দাবী, যাহা নিজেই দলিলের মুখাপেক্ষী। আফসোস, আমার শত্রুতার জন্য এই লোকদের অবস্থা কোথায় গিয়া পৌছিয়াছে যে, ইহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার নিদর্শনাবলীর উপরও হামলা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা জানে যে, আমার এই ওহী ও ইলহামের কাল ২৫

(পঁচিশ) বৎসরের অধিক অতিবাহিত হইয়াছে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের যুগের চাইতেও অধিক। কেননা, উহা ছিল ২৩ (তেইশ) বৎসর এবং ইহা ৩০ (ত্রিশ) বৎসরের কাছাকাছি। এখনো জানি না খোদাতা'লার জ্ঞানে আমার দাবী-কালের সেলসেলা কবে পর্যন্ত জারী থাকিবে। এইজন্য মৌলবী বলিয়া কথিত এই সকল লোক এই কথা বলে যে, খোদা সম্পর্কে মিথ্যা রটনাকারী ও মিথ্যা ইলহামের দাবীদার মিথ্যা রচনার শুরু হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্তও জীবিত থাকিতে পারে এবং খোদা তাহাকে সাহায্য ও সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু তাহারা ইহার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করে না। হে দুঃসাহসী লোকেরা ! মিথ্যা বলা পায়খানা খাওয়ার সমান। খোদা আমার সহিত সহানুভূতি ও দয়ার আচরণ করিয়াছেন। এমন কি এই দীর্ঘ কালের * প্রতিটি দিন আমার জন্য উন্নতির দিন ছিল। আমাকে ধ্বংস করার জন্য রুজুকৃত প্রতিটি মোকদ্দমায় খোদা দুশমনদেরকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। যদি এই মেয়াদকালের এবং এই সাহায্য-সমর্থনের কোন দৃষ্টান্ত তোমাদের নিকট থাকে তবে তাহা পেশ কর নতুবা لو تقول علينا (অর্থ ঃ যদি এই নবী কোন মিথ্যা রচনা করিয়া আমাদের প্রতি আরোপ করিত – অনুবাদক) আয়াতের দরুন এই নিদর্শনও প্রমাণিত হইয়া গেল। তোমাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(১৯) **উনবিংশ নিদর্শন** ঃ এই যে, ভাওয়ালপুরের নবাবের পীর খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব আমার সত্যায়নের জন্য একটি স্বপ্ন দেখেন, যাহার ভিত্তিতে খোদাতা'লা তাঁহার হৃদয়ে আমার ভালবাসা প্রোথিত করিয়া দেন। ইহার ভিত্তিতেই উক্ত খাজা সাহেবের 'মলফুযাত' (রচনাবলী) 'ইশারাতে ফরিদীর' বিভিন্ন জায়গায় তিনি আমার সত্যায়ন করেন। চিন্তাশীলগণের এই রীতি যে, তাহারা বাহ্যিক ঝগড়ায় খুব কম পড়েন। খোদাতা'লার তরফ হইতে তাহারা স্বপ্ন, বা কাশ্‌ফ বা ইলহামের মাধ্যমে যাহা কিছু সংবাদ পাইতেন উহার উপর তাহারা ঈমান আনিতেন। অতএব যেহেতু খাজা গোলাম ফরিদ সাহেব পীর সাহেবুল আলাম এর ন্যায় অভ্যন্তরীণভাবে পবিত্র ছিলেন, সেহেতু খোদা তাঁহার নিকট আমার সত্যতার যথার্থতা উন্মোচন করেন। মৌলবী গোলাম দস্তগীরের ন্যায় কয়েক জন মৌলবী খাজা সাহেবের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য তাহার গ্রামে যায়। ইশারাতে খাজা সাহেব নিজেই এই ঘটনা বর্ণনা করেন। কয়েকজন গযনবীও উক্ত খাজা সাহেবকে চিঠি লেখেন। কিন্তু তিনি কাহারো পরোয়া করেন নাই এবং এই সকল কাঠ মোল্লাকে এইরূপ দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন যে, তাহারা নীরব হইয়া গেল। খোদাতা'লার ফযলে সত্যায়নকারী হওয়া অবস্থায় তাঁহার শেষ পরিণতি ঘটিল। বস্তুতঃ তিনি আমাকে যে সকল চিঠি লেখেন ঐগুলি হইতেও বুঝা যায়, খোদাতা'লা তাঁহার হৃদয়ে আমার ভালবাসা কতখানি প্রোথিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় ফযলে আমার সম্পর্কে কতখানি তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। খাজা সাহেব তাঁহার নিজ পুস্তক 'ইশারাতে ফরিদীতে' বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের অসংখ্য জবাব দেন। উদাহরণস্বরূপ, ইশরাতে ফরিদীর এক জায়গায় লেখেন, কোন এক

---

* টীকা ঃ ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদি আমার ইলহামের যুগকে এই তারিখ হইতে হিসাব করা হয় যখন বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম অংশ লেখা হইয়াছিল তবেতো ঐ বৎসর হইতে আমার ইলহামের যুগ ২৭ (সাতাশ) বৎসরের কাছাকাছি দাঁড়ায়। যদি বারাহীনে আহমদীয়ার চতুর্থ অংশ হইতে হিসাব করা হয় তবে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। যদি ঐ যুগ হিসাব করা হয় যখন প্রথম ইলহাম শুরু হইল তবে ৩০ (ত্রিশ) বৎসর হয়।

ব্যক্তি উক্ত খাজা সাহেবের খেদমতে নিবেদন করেন যে, আথম মেয়াদের পরে মরিল। তিনি আমার নাম লইয়া বলেন, আমি ইহার কি পরোয়া করি। আমি জানি আথম তাঁহার ফুৎকারেই মারা গিয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার মনোনিবেশ ও আধ্যাত্মিক উচ্চ শক্তিই আথমের পরিসমাপ্তি ঘটাইল। * কেহ আমার সম্পর্কে তাঁহাকে (খাজা গোলাম ফরিদ সাহেবকে) বলিলেন, আমরা তাহাকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া কীভাবে মানিয়া নিব ? কেননা, হাদীসে প্রতিশ্রুত মাহদীর যে সকল লক্ষণ লিপিবদ্ধ আছে উহাদের সবকয়টি তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না। খাজা সাহেব এই কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যে, ইহাতো বল, লোকেরা পূর্ব হইতে যে সকল নির্ধারিত নিদর্শন মনে করিয়া রাখিয়াছিল কোন নবী বা রসূলের মধ্যে উহাদের সব কয়টি কি পাওয়া গিয়াছে ? যদি এইরূপ ঘটিত তবে কেন কোন কোন লোক কাফের থাকিত এবং কোন কোন লোক ঈমান আনিত ? ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে যে সকল নিদর্শন কোন আগত নবী সম্পর্কে লিপিবদ্ধ থাকে ঐ সকল নিদর্শনের সবগুলিই শাব্দিক অর্থে কখনো পূর্ণ হয় না। কোন কোন স্থলে এইগুলি রূপক হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে নিজেদের বুঝাবুঝির মধ্যে পার্থক্য হইয়া যায় এবং কোন ক্ষেত্রে পুরাতন কথার কিছুটা পরিবর্তন হইয়া যায়। এই জন্য তাকওয়ার (খোদা-ভীতির) দাবী এই যে, যে সকল কথা পূর্ণ হইয়া যায় ঐগুলি হইতে উপকার গ্রহণ করা উচিত এবং সময় ও প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় আনা উচিত। যদি সকল নির্ধারিত নিদর্শনকে নিজেদের উপলব্ধি অনুযায়ী গ্রহণ করা জরুরী হইত তবে সকল নবী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইত। এবং ইহার পরিণাম বঞ্চনা ও বেঈমানী ছাড়া আর কিছুই হইত না। কেননা, এমন কোন নবী বিগত হন নাই, যাহার ক্ষেত্রে সকল নির্ধারিত নিদর্শন বাহ্যিকভাবে সত্য হইয়াছে। কোন না কোন ঘাটতি রহিয়া গিয়াছে। ইহুদীরা প্রথম মসীহ সম্পর্কে অর্থাৎ হযরত ঈসা সম্পর্কে বলিত যে, তিনি ঐ সময় আসিবেন যখন তাহার পূর্বে ইলিয়াস নবী দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিবেন। সুতরাং ইলিয়াস কি আসিয়া গিয়াছেন ? অনুরূপভাবেই এই বিষয়ের উপর ইহুদীদের জিদ ছিল যে, আগমনকারী খাতামাল আম্বিয়া বনী ইসরাঈল হইতে জাহের হইবেন। সুতরাং ঐ নবী কি ইসরাঈল হইতে জাহের হইয়াছেন ? ইহুদীদের ধারণা অনুযায়ী, যাহা সম্পর্কে তাহাদের সকল নবী ঐক্যমত ছিল, খাতামাল আম্বিয়া বনী ইসরাঈল হইতে আসেন নাই। সেক্ষেত্রে যদি প্রতিশ্রুত মাহদী ফাতেমী বা

টীকা ঃ আমি বারবার লিখিয়াছি যে, আথম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উহা নিজ বিষয়-বস্তু অনুযায়ী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যদি আথম ষাট-সত্তর জন লোকের সম্মুখে দাজ্জাল বলা হইতে বিরত না হইত তবে বলিতে পারিত যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু আথম যখন বিরত হইয়া গিয়াছিল তখন সে শর্তের সুবিধা পাইবে ইহাই জরুরী ছিল। বরং এতখানি বিরত হওয়া সত্ত্বেও যাহা সে নিজের মান-সম্মানের কোন পরোয়া না করিয়াই খৃষ্টানদের সমাবেশেই বিরত হইল, যদি আথম পনর মাসের মধ্যে মরিয়া যাইত তবে খোদাতা'লার ওয়াদার উপর আপত্তি উঠিত। তখন বলিতে পারিত যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এখন বিরত হওয়া সত্ত্বেও আপত্তি উত্থাপন করা ঐ সমস্ত লোকের কাজ, যাহাদের ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। হাঁ, আথম যখন পনর মাস অতিবাহিত হওয়ার পর নির্লজ্জ হইয়া গেল খোদাতা'লার দয়ার শোকরগুযার রহিল না তখন অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমার শেষ বিজ্ঞাপনের পনর মাসের মধ্যে মরিয়া গেল ! যাহা হউক তাহার মৃত্যু পনর মাস অতিক্রম করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, আথম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উহা নেহায়েত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অস্বীকার করা হঠকারিতা।

আব্বাসী বংশ হইতে জাহের না হন তবে ইহাতে অবাক হওয়ার কী আছে ? খোদার ভবিষ্যদ্বাণীতে কিছু কিছু বিষয় গুপ্ত থাকে এবং পরীক্ষাও নির্ধারিত থাকে। *

অতএব যেস্থলে ইহুদীরা নিজেদের ধারণার উপর জোর দেওয়ার দরুন ঈমান হইতে বঞ্চিত রহিল, সেক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য ইহা পরীক্ষার স্থল। কেননা, সহী হাদীসে আসিয়াছে যে, শেষ যুগে মুসলমানদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ইহুদী হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তাহারা ইহুদীদের রীতিনীতি গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে, যেমন লিখিত আছে যে, যদি কোন ইহুদী নিজের মায়ের সহিত ব্যভিচারও করিয়া থাকে তবে তাহারাও তাহা করিবে। অতএব কত ভীতির ব্যাপার যে, অধিকাংশ ইহুদী কেবল এই কারণে হযরত ঈসা (আঃ) ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গ্রহণ করে নাই যে, তাহারা এই কথাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করিল যতক্ষণ পর্যন্ত সকল লক্ষণ ও সকল নিদর্শন তাঁহাদের মধ্যে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণ হইতে না দেখে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করা না-জায়েয। অবশেষে তাহারা কুফরীর গর্তে পতিত হইল। তাহারা আজ পর্যন্ত এই কথার উপর জিদ ধরিয়া আছে যে, প্রথমে ইলিয়াসের আসা উচিত। অতঃপর মসীহের আসা উচিত এবং খাতামাল আম্বিয়া বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে হইবে। মোট কথা খাজা গোলাম ফরিদ সাহেবকে খোদাতা'লা এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দান করিয়াছিলেন যে, তিনি এক দৃষ্টিতেই সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করিয়া লইতেন। খোদা তাঁহাকে রহমতে সিক্ত করুন এবং নিজ সান্নিধ্যে স্থান দিন। আমীন।

(২০) **বিশতম নিদর্শন** ঃ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার নিকট খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ইলহাম হইয়াছিল যে, তুমি দূরবর্তী এক বংশকে দেখিবে। শত শত ব্যক্তি এই ইলহামের সাক্ষী আছে এবং কয়েকবার ইহা ছাপানো হইয়াছে। এখন এই ইলহাম অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি ঐ সন্তানকে দেখিয়াছি, যে ভবিষ্যদ্বাণীর সময় মজুদ ছিল না। অতঃপর আমি সন্তানের সন্তান দেখিয়াছি। আমি জানি না আরো কতদূর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব আছে।

২১ নং নিদর্শন ঃ আনুমানিক ত্রিশ (৩০) বৎসর পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁহার শেষ বয়সে অসুস্থ হন। খোদা তাঁহাকে রহমতে সিক্ত করুন। যেদিন তাঁহার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, ঐ দিন দ্বিপ্রহরে আমার নিকট ইলহাম হইল وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে এই কথা প্রথিত হইল যে, ইহা তাঁহার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। এই ইলহামের অর্থ এই যে, কসম আকাশের এবং কসম ঐ দুর্ঘটনার যাহা

---

* টীকা ঃ হাদীসসমূহ খুব গভীরভাবে পড়। ঐগুলিতে প্রতিশ্রুত মাহদী সম্পর্কে এত মতপার্থক্য আছে, যেন ঐগুলি পরস্পর বিরোধিতার এক সমাবেশ। কোন কোন হাদীসে লেখা আছে যে, মাহদী ফাতেমী হইবেন এবং কোন কোনটিতে লেখা আছে যে, তিনি আব্বাসী হইবেন। কোন কোনটিতে লেখা আছে رجل من أمتى অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু ইবনে মাজার হাদীস এই সকল রেওয়ায়াতকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছে। কেননা, এই হাদীসের কথাগুলি এইরূপ لا مهدى إلا عيسى অর্থাৎ ঈসাই মাহদী। তিনি ব্যতীত আর কোন মাহদী নাই। অন্যদিকে মাহদীর হাদীসসমূহের এই অবস্থা যে, ইহাদের কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নহে। কোনটিকেই সহী হাদীস বলা যায় না। অতএব যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহা কিছু প্রতিশ্রুত মীমাংসাকারী ফয়সালা করিয়াছেন উহাই সঠিক।

সূর্যাস্তের পর ঘটিবে। ইহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে স্বীয় বান্দার প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ ছিল। তখন আমি বুঝিয়া নিলাম যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সূর্যাস্তের পর মারা যাইবেন। আরো কয়েক ব্যক্তিকে আমি এই ইলহামের সংবাদ দিয়াছিলাম। আমি আল্লাহ্‌তা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে আমার প্রাণ এবং যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বলা এক শয়তান ও অভিশপ্ত লোকের কাজ, এইরূপই ঘটিল। ঐ দিন শ্রদ্ধেয় পিতার আসল ব্যাধি, যাহা ছিল যকৃতের ব্যথা, দূর হইয়া গিয়াছিল। কেবল সামান্য আমাশয় অবশিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় তিনি নিজ শক্তিতে কাহারো সাহায্য ছাড়াই পায়খানায় যাইতেন। যখন সূর্য অস্ত গেল তখন তিনি পায়খানা হইতে আসিয়া চারপাই এর উপর বসিলেন এবং বসা মাত্রই তাঁহার মৃত্যু যন্ত্রণায় ঘন শ্বাস শুরু হইল। এই ঘন শ্বাসের অবস্থায় তিনি আমাকে বলেন, দেখিয়াছ ইহা কী ? অতঃপর তিনি শুইয়া পড়েন। ইহার পূর্বে কখনো আমার ইহা দেখার সুযোগ হয় নাই যে, কোন ব্যক্তি ঘন শ্বাসের সময় কথা বলিতে পারে এবং ঘন শ্বাসের অবস্থায় সুস্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে। অতঃপর ঠিক সূর্যাস্তের পর তিনি এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। ইহা ঐ সকল ইলহামের পূর্বের ইলহাম এবং প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ; যাহা খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন। দ্বিপ্রহরে খোদা আমাকে এই সংবাদ দেন যে, এইরূপ ঘটিবে এবং সূর্যাস্তের পর এই সংবাদ পূর্ণ হইয়া গেল। ইহা আমার জন্য গৌরবের কারণ। এই কথা আমি বিস্মৃত হইব না যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার মৃত্যুর সময় খোদাতা'লা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং আমার পিতার মৃত্যুর কসম খান যেমন আকাশের কসম খান। যে সকল লোকের মধ্যে শয়তানী আত্মা উত্তেজিত তাহারা অবাক হইবে এইরূপ কীভাবে হইতে পারে যে, খোদা কোন ব্যক্তিকে এতখানি সম্মান দেন যে, তাহার পিতার মৃত্যুকে এক বড় বেদনাতুর ঘটনা সাব্যস্ত করিয়া তাহার কসম খাইবেন। কিন্তু আমি পুনরায় মহা প্রতাপান্বিত খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, এই ঘটনা সত্য এবং তিনি খোদাই ছিলেন, যিনি সহানুভূতিস্বরূপ আমাকে সংবাদ দেন এবং বলেন, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এবং ইহা অনুযায়ী ঘটনা ঘটিয়াছে فالحمد لله على ذالك (অর্থাৎ ঃ অতএব ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা – অনুবাদক)।

২২ নং নিদর্শন ঃ আমি এইমাত্র লিখিয়াছি যখন আমাকে এই সংবাদ দেওয়া হইল যে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সূর্যাস্তের পর মারা যাইবেন তখন মানবীয় দুর্বলতার দরুন এই সংবাদ শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। যেহেতু আমাদের আয়ের অধিকাংশ উৎস তাঁহারই জীবনের সহিত সম্পৃক্ত ছিল এবং তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে পেনশন পাইতে ছিলেন এবং তদুপরি একটি বড় অংকের টাকা পাইতেছিলেন, যাহা তাঁহার আয়ুষ্কালের সহিত শর্তযুক্ত ছিল, সেহেতু আমার হৃদয়ে এই ধারণা আসিল তাঁহার মৃত্যুর পর কি হইবে ? মনে ভীতি সঞ্চার হইল আমাদের জন্য অভাব ও কষ্টের দিন আসিবে। এই সকল ধারণা বিদ্যুতের ন্যায় এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। এমনই সময় তখনই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এই দ্বিতীয় ইলহাম হইল أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ অর্থাৎ খোদা কি নিজ বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন ? খোদার এই ইলহামের সাথে সাথে হৃদয় এইরূপ শক্তিশালী হইয়া গেল, যেরূপে একটি

কঠোর যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত কোন মলমের দ্বারা এক মুহূর্তে ভাল হইয়া যায়। প্রকতপক্ষে আমার জীবনে বার বার এই বিষয়টি পরীক্ষিত হইয়াছে যে, হৃদয়কে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য খোদার ওহীতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের শিকড় ঐ বিশ্বাস, যাহা খোদার ওহীর পর লাভ করা যায়। আফসোস ! এই সকল লোকের ইলহাম কীরূপ যে, ইলহামের দাবী সত্ত্বেও তাহারা ইহাও বলে, আমাদের এই ইলহাম ধারণাপ্রসূত। জানি না ইহা শয়তানী ইলহাম, বা রহমানী ইলহাম। এইরূপ ইলহামের ক্ষতি উহাদের লাভের চাইতে বেশী। কিন্তু আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমি এই সকল ইলহামের উপর ঐভাবেই ঈমান আনি যেভাবে কুরআন শরীফের উপর ও খোদার অন্যান্য কেতাবের উপর ঈমান আনি। যেভাবে আমি কুরআন শরীফকে নিশ্চিতভাবে খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি, ঠিক সেইভাবে এই কালামকেও বিশ্বাস করি যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। ইহাকে আমি খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি। কেননা, ইহার সহিত আমি খোদার জ্যোতিঃ ও চমক দেখিয়া থাকি এবং ইহার সহিত খোদার কুদরতের নমুনা পাইয়া থাকি। মোট কথা যখন আমার উপর এই ইলহাম হইল

اليس الله بكاف عبده তখন আমি ঐ মুহূতেই বুঝিয়াছি খোদা আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। তখন আমি মালাওয়ামল নামে এক হিন্দু ক্ষত্রিয়কে, যাহার বাড়ী কাদিয়ান এবং যে এখনো জীবিত আছে, ঐ ইলহাম লিখিয়া দিলাম। তাহাকে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনাইলাম। তাহাকে অমৃতসর পাঠাইলাম যেন হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ শরীফ কালানুরীর মাধ্যমে ইহাকে কোন আংটির মাথায় খোদাই করিয়া এবং মোহর বানাইয়া লইয়া আসে। আমি এই হিন্দুকে এই কাজের জন্য কেবল এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলাম যেন সে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী হইয়া থাকে এবং যেন মৌলবী মোহাম্মদ শরীফও সাক্ষী হইয়া যায়। বস্তুতঃ উক্ত মৌলবী সাহেবের মাধ্যমে ঐ আংটি মাত্র পাঁচ টাকা ব্যয়ে তৈয়ার হইয়া আমার নিকট পৌছিয়া গেল। ইহা এখন পর্যন্ত আমার নিকট মজুদ আছে, যাহার চিহ্ন এইরূপ اليس الله بكاف عبده ইহা ঐ যুগে ইলহাম হইয়াছিল যখন আমাদের আর্থিক অবস্থারও আরামের সকল উৎস আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কেবল একটি সাধারণ আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। ঐ সময় বাহিরের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তিও আমাকে চিনিত না। আমি এক অজ্ঞাত মানুষ ছিলাম। আমি কাদিয়ানের ন্যায় এক নিভৃত গ্রামে নিখোঁজ অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম। ইহার পর খোদা স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এক জগতকে আমার দিকে মনোনিবেশ করাইয়া দিলেন এবং এইরূপ ক্রমাগত বিজয়ের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য করিলেন, যাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নাই। নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমার এতটুকু আশাও ছিল না যে, মাসে দশ টাকাও আয় হইবে। কিন্তু খোদাতা'লা, যিনি দরিদ্রদিগকে ধূলা হইতে উঠান এবং অহংকারীদিগকে ধূলায় মিশাইয়া দেন, তিনি এইভাবে আমার হাত ধরিলেন যে, আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি এ যাবৎ প্রায় তিন লক্ষ টাকা আমার নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে *। সম্ভবতঃ ইহার চাইতে অধিক পৌছিয়াছে। এই আয়াত সম্পর্কে ইহা দ্বারা ধারণা করা উচিত যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কেবল লঙ্গরখানার জন্য গড়ে মাসে দেড়

---

* টীকা : যদিও মনি অর্ডারের মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা আসিয়াছে, কিন্তু ইহার চাইতেও অধিক টাকা নিষ্ঠাবান লোকেরা নিজেরা আসিয়া দিয়াছে এবং চিঠি-পত্রের ভিতর নোট পাঠাইয়াছে। কোন কোন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি নোট বা সোনা এইভাবেই পাঠাইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের নামও প্রকাশ করে নাই এবং আমি আজও জানি না তাহাদের নাম কি।

হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হইয়া যায়। খরচাদির অন্যান্য বিভাগ অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রভৃতি এবং পুস্তকাদির মুদ্রণ ইহা হইতে পৃথক। অতএব দেখা উচিত এই ভবিষ্যদ্বাণী অর্থাৎ أليس الله بكاف عبده কত সুস্পষ্টতা, শক্তি ও মর্যাদার সহিত পূর্ণ হইয়াছে। ইহা কি কোন মিথ্যা রচনাকারীর কাজ বা শয়তানী কুপ্ররোচনা ? কখনোই নহে। বরং ইহা ঐ খোদার কাজ, যাহার হাতে সম্মান ও লাঞ্ছনা এবং উত্থান ও পতন রহিয়াছে। যদি এই কথার উপর ভরসা না হয় তবে ২০ (বিশ) বৎসরের ডাকের সরকারী রেজিষ্টার দেখ। তাহা হইলে জানিতে পারিবে এই সময়ে আয়ের দরজা কতখানি খুলিয়া দেওয়া হয়। অথচ এই আয় কেবল ডাকের মাধ্যম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিল না। বরং হাজার হাজার টাকার আয় এইভাবেও হয় যে, লোকেরা স্বয়ং কাদিয়ানে আসিয়া টাকা দিয়া থাকে। তদুপরি এইরূপ আয়ও হয় যে, লোকেরা খামের মধ্যে নোট পাঠাইয়া থাকে।

২৩ নং নিদর্শন ঃ ডিপুটি আবদুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা অত্যন্ত সুস্পষ্টতার সহিত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা মূলতঃ দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। প্রথমটি হইল এই যে, সে পনর মাসের মধ্যে মরিয়া যাইবে। দ্বিতীয়টি হইল এই যে, যদি সে নিজের কথা হইতে বিরত হইয়া যায় যাহা সে ছাপিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে, নাউযুবিল্লাহ, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল ছিলেন, তবে পনর মাসের মধ্যে মরিবে না। * আমি পূর্বেই লিখিয়াছি, মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী এই ভিত্তিতে ছিল যে, আথম 'আন্দরুনা বাইবেল' নামে নিজের একটি পুস্তকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দাজ্জাল বলিয়াছিল। ইহা সত্য যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে আথমের মৃত্যুর জন্য পনর মাসের মেয়াদ ছিল। কিন্তু সাথে সাথেই এই শর্ত ছিল, যাহার কথাগুলি ছিল, "যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে।" কিন্তু আথম ঐ মজলিসেই প্রত্যাবর্তন করিল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত জিহ্বা বাহির করিয়া এবং দুই হাতে কান ধরিয়া দাজ্জাল বলার দরুন অনুতাপ করিল। এই ঘটনার সাক্ষী না একজন, না দুইজন ছিল বরং ষাট সত্তর জন লোক ইহার সাক্ষী ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছিল খৃষ্টান এবং প্রায় অর্দ্ধেক ছিল মুসলমান। আমি মনে করি তাহাদের মধ্য হইতে এখনো পঞ্চাশজন জীবিত আছেন, যাহাদের সম্মুখে আথম দাজ্জাল বলা হইতে বিরত হইল এবং

---

* টীকা ঃ এই বিষয়টি হাজার হাজার মানুষ জানে যে, যখন আথমকে ইলহামের শর্ত অনুযায়ী অবকাশ দেওয়া হইল তখন সে এই অবকাশের জন্য কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল না। বরং বিপদ টলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সে সত্য গোপন করিল এবং বলিল, আমি ভয় পাই নাই। সে কসম খাইতেও অস্বীকার করিল। অথচ খৃষ্ট ধর্মের সকল সম্মানিত ব্যক্তি কসম খাইয়া আসিতেছে। ইঞ্জিল হইতে প্রমাণিত হয় হযরত মসীহ নিজেই কসম খাইয়াছেন। পল কসম খাইয়াছেন। পিটার কসম খাইয়াছেন। যাহা হউক তাহার এই সত্য গোপনের পর খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন যে, এখন সে শীঘ্রই মারা যাইবে। তখন আমি ইহা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। অতএব ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে, যাহা আমি এই দ্বিতীয় ইলহামের প্রেক্ষিতে তাহার মৃত্যু সম্পর্কে ছাপিয়া প্রকাশ করিয়া ছিলাম, সে পনর মাসের মধ্যে মরিয়া গেল। অতএব যখন সে সত্যের পথ ছাড়িয়া দিল এবং সত্য গোপন করিল তখন খোদা আথমের জন্য ঐ পনর মাসই কায়েম রাখিলেন। এই ঘটনায় সকল বিরুদ্ধবাদীর গৃহে মাতম ও আহাজারী পড়িয়া গেল।

মৃত্যুর সময় পর্যন্ত এইরূপ শব্দ মুখে আনে নাই। এখন ভাবা উচিত, আথম ষাট সত্তর জন মানুষের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাবর্তন করা সত্ত্বেও সে প্রত্যাবর্তন করে নাই – এইরূপ বলা কীরূপ বজ্জাতী, বদমায়েশী ও বেঈমানীর কাজ। খোদার শাস্তির সকল কারণের ভিত্তিতো ছিল 'দজ্জাল' শব্দটি এবং ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ইহার ভিত্তিতেই। এই শব্দ হইতে বিরত হওয়াই শর্ত ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে মুসলমান হওয়ার কোন উল্লেখ ছিল না। অতএব যখন সে নেহায়েত বিনয়ের সহিত প্রত্যাবর্তন করিল তখন খোদাও দয়ার সহিত বিরত হইলেন। খোদার ইলহামের এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, আথম ইসলাম গ্রহণ না করিলে ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবে না। কেননা, ইসলামকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে সকল খৃষ্টান অংশীদার। খোদা ইসলামের জন্য কাহারো উপর জবরদস্তি করেন না। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক যে, অমুক ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে সে অমুক মেয়াদকালে মরিয়া যাইবে। পৃথিবী এইরূপ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ যাহারা ইসলামের অস্বীকারকারী। আমি বার বার লিখিয়াছি, কেবল ইসলামকে অস্বীকারের জন্য পৃথিবীতে কাহারো উপর শাস্তি আসিতে পারে না। বরং এই পাপের জন্য কেয়ামতের দিন কৈফিয়ত তলব করা হইবে। তাহা হইলে ইহাতে আথমের কোন্ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ইসলামকে অস্বীকার করার দরুন তাহার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করা হইল এবং অন্যদের জন্য করা হইল না ? বরং ভবিষ্যদ্বাণীর কারণ কেবল ইহাই ছিল যে, সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে 'দাজ্জাল' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিল। সে ষাট সত্তর জন লোকের সম্মুখে যে শব্দ হইতে বিরত হইল এবং এই মজলিসে অনেক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, অতঃপর যখন সে এই কথা হইতে বিরত হইয়া গেল, বরং ইহার পরে কাঁদিতে লাগিল, তখন সে খোদাতা'লার দরবারে দয়ার যোগ্য হইয়া গেল। কিন্তু দয়া কেবল এতটুকু হইল যে, তাহার মৃত্যু কয়েক মাসের জন্য বিলম্বিত হইল। কিন্তু সে আমার জীবদ্দশাতেই মরিয়া গেল। ঐ বিতর্ক একটি মোবাহালার (দোয়ার যুঁদ্ধের) আকারে ছিল। ইহার প্রেক্ষিতেই সে মরিয়া গিয়া মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইল। তাহা হইলে কি আজ পর্যন্ত ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই ? নিঃসন্দেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ হৃদয়ের উপর খোদার অভিসম্পাত যাহারা এইরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর আপত্তি উঠানো হইতে বিরত হয় না। যদি তাহারা চায় তবে আমি আথমের বিরত হওয়া সম্পর্কে প্রায় চল্লিশজন লোককে সাক্ষীরূপে পেশ করিতে পারি এবং এই কারণেই সে কসমও খায় নাই। অথচ সকল খৃষ্টান কসম খাইয়া আসিতেছে এবং হযরত মসীহ্ স্বয়ং কসম খাইয়াছেন। এই বিতর্ককে দীর্ঘ করার প্রয়োজন নাই। আথম এখন জীবিত নাই। এগার বৎসরের অধিক সময় গত হইয়াছে সে মরিয়া গিয়াছে।

২৪নং নিদর্শন ঃ ১৮৯৯ সালের ৩০শে জুন আমার নিকট এই ইলহাম হয় – প্রথমে অচেতন, তৎপর গভীর অচৈতন্য তৎপর মৃত্যু। সাথে সাথেই আমি উপলব্ধি করিলাম যে, এই ইলহাম একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু সম্পর্কে, যাহার মৃত্যুতে আমি দুঃখ পাইব। বস্তুতঃ আমার জামাতের অনেক লোককে এই ইলহাম শুনানো হইল এবং ইলহামটি ১৮৯৯ সালের ৩০শে জুন লিপিবদ্ধ করিয়া আল্ হাকাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। অবশেষে ১৮৯৯ সালের জুলাই মাসে আমার এক নেহায়েত নিষ্ঠাবান বন্ধু এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ বুড়ি খান এক আকস্মিক মৃত্যুতে কসুরে গত হইয়া যান। প্রথমে তিনি অচেতন রহিলেন। অতঃপর এক সময় গভীরভাবে বেহুশ (কমার অবস্থা – অনুবাদক) হইলেন। অতঃপর তিনি এই নশ্বর পৃথিবী হইতে গত হইলেন। তাহার মৃত্যু ও এই ইলহামের মধ্যে মাত্র বিশ-বাইশ দিনের ব্যবধান ছিল।

২৫নং নিদর্শন ঃ করমদীন ঝিলামীর ঐ ফৌজাদারী মোকদ্দমা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। সে আমার বিরুদ্ধে ঝিলামে এই মকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। খোদাতা'লার পক্ষ হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এইরূপ ছিল

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

এবং অন্যান্য ইলহামও ছিল, যাহাতে নির্দোষ প্রমাণিত ওয়াদা ছিল। বস্তুতঃ খোদাতা'লা এই মোকদ্দমা হইতে আমাকে নির্দোষ হিসেবে রেহাই দেন।

২৬নং নিদর্শন ঃ এই নিদর্শনটি করমদীন ঝিলামীর এই ফৌজদারী মোকদ্দমায় আমার রেহাই পাওয়া সম্পর্কে। এই মোকদ্দমা গুরুদাসপুরে চান্দুলাল ও আত্মারাম ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল যে, পরিশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ আমি রেহাই পাইলাম।

২৭নং নিদর্শন ঃ ইহা কমরদীন ঝিলামীর শাস্তি পাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার প্রেক্ষিতে অবশেষে সে শাস্তি পাইল। আমার পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানের ১২৯ পৃষ্ঠার ৮ম লাইন দেখ। এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী খুবই বিস্তারিতভাবে মোয়াহেবুর রহমানে লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তক মোয়াহেবুর রহমান ঐ সময় প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল যখন ভবিষ্যদ্বাণীর কোন পরিণাম জানা ছিল না। ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্যাবলী যাহা উল্লেখিত পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা এই যে ঃ

ومن اياتي ما انبأني العليم الحكيم في امر رجل لئيم۔ وبهتانه العظيم واوحى الي انه يريد ان يتخطف عرضك۔ ثم يجعل نفسه غرضك۔ واراني فيه رؤيا ثلث مرات۔ واراني ان العدو اعد لذالك ثلثة حماة لتوهين واعنات ورئيت كاني احضرت محاكمة كالماخوذين ورئيت ان اخر امري نجات بفضل رب العٰلمين۔ ولو بعد حين۔ وبُشّرتُ ان البلاء يرد على عدوي الكذاب المهين۔ فاشعت كلما رئيت واُلهمتُ قبل ظهوره في جريدة يسمى الحكم وفي جريدة اخرى يُسمّى البدر۔ ثم قعدت كالمنتظرين۔ وما مرّ على ما رئيت الّا سنة فاذا ظهر قدر الله على يد عدوّ مبين اسمه كرم الدين . . . . . .
وقد ظهر بعض انباءه تعالى من اجزاء هذه القضية فيظهر بقيتها كما وعد من غير الشك والشبهة

অনুবাদ ঃ আমার উল্লেখিত নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি ইহা, যাহা সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় খোদা এক লাঞ্ছিত ব্যক্তি সম্পর্কে ও তাহার ভয়ানক অপবাদ সম্পর্কে আমাকে

সংবাদ দেন এবং আমাকে স্বীয় ওহী দ্বারা জ্ঞাত করেন যে, এই ব্যক্তি আমার সম্মান নষ্ট করার জন্য আক্রমণ করিবে এবং অবশেষে নিজেই আমার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইবে। তিনটি স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন। স্বপ্নে আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যে, এই দুশমন নিজের সাফল্যের জন্য তিনজন সমর্থনকারীকে নিয়োগ করিবে যাহাতে যে কোনভাবেই লাঞ্ছিত করা যায় এবং দুঃখ দেওয়া যায়। স্বপ্নে আমাকে দেখানো হইল আমাকে যেন কোন আদালতে গ্রেফতারকৃতদের ন্যায় হাজির করা হইল। আমাকে দেখানো এই অবস্থার পরিণাম আমার মুক্তি, যদিও তাহা কিছুদিন পরে হইবে। আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হইল যে, এই লাঞ্ছিত মিথ্যাবাদী দুশমনের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে। সুতরাং এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামকে আমি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রকাশ করিয়া দিলাম এবং যে সকল সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলাম উহাদের একটির নাম আল্ হাকাম এবং অন্যটির নাম আল্ বদর। অতঃপর আমি অপেক্ষা করিতে থাকিলাম কবে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবে। সুতরাং যখন এক বৎসর গত হইল তখন এই নির্ধারিত বিষয় করমদীনের হাত দ্বারা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিল (অর্থাৎ সে অন্যায়ভাবে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল)। সুতরাং তাহার মোকদ্দমা দায়ের করার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশতো পূর্ণ হইয়া গেল। অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ তাহার মোকদ্দমা হইতে আমার মুক্তি পাওয়া এবং তাহারই শাস্তি পাওয়া – ইহাও যথাশীঘ্র পূর্ণ হইয়া যাইবে। বাক্যাবলীর এই অংশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই পুস্তক প্রকাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত না আমি করমদীনের মোকদ্দমা হইতে মুক্তি ও খালাস পাইয়াছিলাম এবং না সে শাস্তি পাইয়াছিল। বরং এই সকল কথা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে লিখিত হইয়াছিল।* ইহাই হইল এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনুবাদ, যাহা আরবীতে উপরে লেখা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আমার শাস্তির ব্যবস্থার জন্য করমদীন ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবে এবং কয়েকজন সমর্থনকারী তাহাকে সাহায্য করিবে। অবশেষে সে নিজেই শাস্তি পাইবে এবং অবশেষে খোদা আমাকে তাহার অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ দান করিবেন। সুতরাং এইরূপই ঘটিল। এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি অদৃশ্যের সহিত সম্পর্কিত। এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা কি কোন মানুষ বা শয়তানের কাজ, যাহা আমার সম্মান ও দুশমনের লাঞ্ছনার আদেশ দেয়?

২৮নং নিদর্শন ঃ ইহা আত্মারামের সন্তানের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। বস্তুতঃ তাহার দুই পুত্র ২০ (বিশ) দিনে মরিয়া গেল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী ঐ দলের লোকেরা, যাহারা গুরুদাসপুরে আমার সহিত মোকদ্দমায় হাজির ছিল।

২৯নং নিদর্শন ঃ ইহা গুরুদাসপুরের একষ্ট্রা এসিষ্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট লালা চান্দুলালের পদাবনতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। বস্তুতঃ সে গুরুদাসপুর হইতে বদলী হইয়া মুলতানের মুনসেফ পদে চলিয়া গেল।

---

* টীকা ঃ করমদীন সম্পর্কিত যে সকল মোকদ্দমা ঝিলাম ও গুরুদাসপুরের আদালতে ফয়সালা হইয়াছিল উহাদের তারিখ হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, করমদীনের শাস্তি পাওয়া এবং আমার মুক্তি পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এই সকল মোকদ্দমার ফয়সালার পূর্বেই আমার পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানে প্রকাশ করা হইয়াছিল। যাহাদের ইচ্ছা হয় তাহারা আদালতে যাইয়া এই সকল ফয়সালার তারিখ দেখিয়া লইতে পারেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে মৌলবী সানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মৌলবী মোহাম্মদ প্রভৃতি যাহারা আত্মারামের কাচারীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহারা সাক্ষী আছেন।

৩০নং নিদর্শন ঃ ডুই নামে এক ব্যক্তি আমেরিকার অধিবাসী ছিল। সে পয়গম্বরের দাবী করিয়াছিল। সে ইসলামের কঠোর দুশমন ছিল। তাহার ধারণা ছিল সে ইসলামের মূল উৎপাটন করিবে। সে হযরত ঈসাকে খোদা মানিত। আমার সহিত মোবাহালা (দোয়ার যুদ্ধ) করার জন্য আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্‌সঙ্গে ইহাও লিখিয়াছিলাম যে, যদি সে মোবাহালা না-ও করে, তবুও খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী আমেরিকার জন্য পত্র-পত্রিকাসমূহে ছাপাইয়া দেওয়া হইল এবং আমার নিজের ইংরেজী সাময়িকীতেও ছাপানো হইল। অবশেষে এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিণাম এই হইল যে, কয়েক লক্ষ টাকার জমিদারী তাহার হাত ছাড়া হইল এবং সে বড়ই লাঞ্ছনার শিকার হইল। অতঃপর সে পক্ষাঘাতে এইরূপে আক্রান্ত হইল যে, এক কদমও সে নিজে নিজে চলিতে পারে না। প্রত্যেক জায়গায় তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাইতে হয়। আমেরিকার ডাক্তারগণ রায় দিয়াছেন যে, এখন সে চিকিৎসার যোগ্য নহে এবং সম্ভবতঃ কয়েক মাসেই মরিয়া যাইবে।

৩১নং নিদর্শন ঃ ইহা ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের মোকদ্দমায় আমার নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সম্পর্কে ছিল। সে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমি রেহাই পাইয়া গেলাম।

৩২নং নিদর্শন ঃ ইহা ট্যাক্স সম্পর্কিত মোকদ্দমার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী। কোন কোন দুষ্ট লোক ইংরেজ সরকারের নিকট আমার সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছিল যে, আমার আয় হাজার হাজার টাকা এবং আমার উপর ট্যাক্স ধার্য করা উচিত। খোদাতা'লা আমাকে জানান যে, ইহাতে ঐ সকল লোক ব্যর্থ হইবে। বস্তুতঃ এইরূপই ঘটিল।

৩৩নং নিদর্শন ঃ আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার ডুই এর নিকট পুলিশ একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা সাজাইয়া ছিল। ইহার সম্পর্কে খোদাতা'লা আমাকে জানান যে, এইরূপ প্রচেষ্টাকারীরা ব্যর্থ মনোরথ হইবে। বস্তুতঃ এইরূপই ঘটিল। এ সম্পর্কে খোদাতা'লা আমাকে বলেন, يا انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابه অর্থাৎ আমি তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছি। অতএব পরিণাম এই হইল যে, দুশমন ধ্বংস হইয়া গেল এবং তাহাদের উপকরণও বিনষ্ট হইল। এখানে দুশমন দ্বারা একজন ডেপুটি ইনস্‌পেক্টরকে বুঝানো হইয়াছে, যে অন্যায়ভাবে শত্রুতাবশতঃ মোকদ্দমা সাজাইয়া ছিল। অবশেষে সে প্লেগে ধ্বংস হইল।

৩৪নং নিদর্শন এই যে, আমার একটি ছেলে মারা গিয়াছিল। তাহাদের রীতি অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদীরা এই ছেলের মৃত্যুতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। তখন খোদা আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, ইহার বিনিময়ে শীঘ্রই অন্য একটি ছেলের জন্ম হইবে। তাহার নাম হইবে মাহমুদ। একটি প্রাচীরে লিখিত তাহার নাম আমাকে দেখানো হইল। তখন আমি একটি সবুজ রঙের ইশ্‌তেহারে এই বিষয়টি হাজার হাজার সমর্থনকারী ও বিরুদ্ধবাদীর নিকট প্রকাশ করিলাম। তখনো ছেলের মৃত্যুর ৭০ (সত্তর) দিন পার হয় নাই, এমন সময় এই ছেলের জন্ম হইয়া গেল এবং তাহার নাম মাহমুদ আহমদ রাখা হইল।

৩৫নং নিদর্শন এই যে, প্রথম ছেলে মাহমুদ আহমদের জন্ম হওয়ার পর আমার গৃহে আরো একটি ছেলের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ খোদা আমাকে দেন। লোকদের নিকট

ইহার ইশ্‌তেহারও আমি প্রকাশ করিলাম। বস্তুতঃ দ্বিতীয় ছেলের জন্ম হইল এবং তাহার নাম বশীর আহমদ রাখা হইল।

৩৬নং নিদর্শন এই যে, বশীর আহমদের পর খোদা আমাকে আরো একটি ছেলের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেন। বস্তুতঃ ঐ সুসংবাদটিও ইশ্‌তেহারের মাধ্যমে লোকদের নিকট প্রকাশ করা হইল। ইহার পর তৃতীয় ছেলের জন্ম হইল এবং তাহার নাম শরীফ আহমদ রাখা হইল।

৩৭নং নিদর্শন এই যে, ইহার পর খোদাতা'লা গর্ভাবস্থায় একটি মেয়ের সুসংবাদ দেন এবং তাহার সম্পর্কে বলেন تُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَةِ অর্থাৎ অলংকারাদির মধ্যে লালিত-পালিত হইবে। অর্থাৎ না শৈশবে মারা যাইবে এবং না অভাব-অনটন দেখিবে। বস্তুতঃ ইহার পর মেয়ের জন্ম হইল। তাহার নাম মোবারকা বেগম রাখা হইল। তাহার জন্মের সাত দিন পর ঠিক আকিকার দিন এই সংবাদ আসিল যে, হুবহু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পণ্ডিত লেখরাম কাহারো হাতে মারা গেল। ইহাতে একই সময়ে দুইটি নিদর্শন পূর্ণ হইল।

৩৮নং নিদর্শন এই যে, মেয়ের পর আমাকে আরো একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ পুরাতন রীতি অনুযায়ী এই সুসংবাদটি প্রকাশ করা হইল। অতঃপর ছেলের জন্ম হইল। তাহার নাম মোবারক আহমদ রাখা হইল।

৩৯নং নিদর্শন এই যে, আমাকে খোদায়ী ওহীর মাধ্যমে জানানো হইল যে, আরো একটি মেয়ের জন্ম হইবে। কিন্তু সে মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঐ ওহী বহু লোককে জানানো হইল। ইহার পর ঐ মেয়ের জন্ম হইল এবং কয়েক মাস পরে সে মরিয়া গেল।

৪০নং নিদর্শন এই যে, এই মেয়ের পর আরো একটি মেয়ের সুসংবাদ দেওয়া হইল, যাহার ভাষা এই ছিল دخت کرام (অর্থঃ –সম্মানিত মেয়ে – অনুবাদক)। বস্তুতঃ এই ইলহামটি আল্ হাকাম এবং আল্–বদর পত্রিকায় এবং সম্ভবতঃ এই দুইটি পত্রিকার একটিতে প্রকাশ করা হইল। অতঃপর মেয়ের জন্ম হইল। তাহার নাম আমাতুল হাফিয রাখা হইল। সে এখনো জীবিত আছে।

৪১নং নিদর্শন এই যে, ২০ (বিশ) বা ২১ (একুশ) বৎসর পূর্বে আমি একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে লিখিয়াছিলাম, খোদা আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে চারিটি ছেলে দিবেন, যাহারা দীর্ঘায়ূ লাভ করিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি মোয়াহেবুর রহমানের ১৩৯ পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত আছে – অর্থাৎ এই লেখাটি

الحمد للہ الذی وھب لی علی الکبر اربعۃً من البنین وانجز وعدہ من الاحسان

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা ও স্তুতি, যিনি আমাকে বার্ধক্যে চারিটি ছেলে দিয়াছেন এবং স্বীয় ওয়াদা (আমি চারিটি ছেলে দিব) পূর্ণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই চারটি ছেলে হইল মাহমুদ আহমদ, বশীর আহমদ, শরীফ আহমদ ও মোবারক আহমদ। তাহারা জীবিত আছে।

৪২নং নিদর্শন এই যে, পৌত্রের রূপে খোদা আমাকে পঞ্চম ছেলের ওয়াদা করিয়াছিলেন, যেমন এই পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানের ১৩৯ পৃষ্ঠাতেই এইভাবে ভবিষ্যদ্বাণীটি লিখা আছে ঃ وبشرنی بخامس فی حین من الاحیان অর্থাৎ চার ছেলে ব্যতীত পৌত্ররূপে পঞ্চম ছেলের জন্ম হইবে। তাহার সম্পর্কে খোদা আমাকে সুসংবাদ দেন যে, এক সময় নিশ্চয় তাহার জন্ম হইবে। তাহার সম্পর্কে আরো একটি ইলহামও হইল। বহুদিন পূর্বে তাহা আল্ বদর ও আল্ হাকাম পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। তাহা এই যে, انا نبشرك بغلام نافلة لك نافلة من عندی

অর্থাৎ আমি তোমাকে আরো একটি ছেলের সুসংবাদ দিতেছি, যে তোমার পৌত্র হইবে, অর্থাৎ ছেলের ছেলে। এই পৌত্র আমার পক্ষ হইতে। বস্তুতঃ প্রায় তিন মাস পূর্বে আমার ছেলে মাহমুদ আহমদের ঘরে ছেলের জন্ম হয়। তাহার নাম নাসীর আহমদ রাখা হইয়াছে। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী সাড়ে চার বৎসর পর পূর্ণ হইল।

৪৩নং নিদর্শন এই যে, আমি আমার পুস্তক কিশ্তিয়ে নূহ পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, প্লেগের যুগে আমাদের টীকা নেওয়ার প্রয়োজন হইবে না। খোদা আমাকে ও আমার গৃহের সকলকে নিজেই রক্ষা করিবেন এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপত্তা আমাদের সাথেই থাকিবে। কিন্তু কোন কোন টীকা গ্রহণকারীর প্রাণের ক্ষতি হইবে। বস্তুতঃ এইরূপই হইল। কোন কোন লোক টীকায় এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইল যে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যাইতে থাকিল এবং কাহারো কাহারো অঙ্গহানি হইয়া গেল, সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল গুজরাত জেলার মালাকওয়ালের লোকেরা। তথায় একই দফায় ১৯ (উনিশ) ব্যক্তি টীকায় মরিয়া গেল।

৪৪নং নিদর্শন এই যে, মালীর কোটলার জমিদার সরদার নবাব মোহাম্মদ আলী খানের * ছেলে আবদুর রহীম খান এক ভয়ানক তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জীবন রক্ষার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না, যেন সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময় আমি তাহার জন্য দোয়া করিলাম। ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম তকদীর অলংঘণীয়। তখন আমি খোদার দরবারে নিবেদন করিলাম, হে খোদা ! আমি ইহার জন্য সুপারিশ করিতেছি ? ইহার উত্তরে খোদাতা'লা বলেন,

من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه

অর্থাৎ কাহার স্পর্ধা আছে খোদার অনুমতি ছাড়া কাহারো জন্য সুপারিশ করিতে পারে ? তখন আমি চুপ হইয়া গেলাম। ইহার পর সাথে সাথে ইলহাম হইল انك انت المجاز অর্থাৎ তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হইল। তখন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কাঁদিয়া কাটিয়া দোয়া করিতে আরম্ভ করিলাম। খোদাতা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করিলেন এবং ছেলেটি যেন কবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে এতখানি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, দীর্ঘদিন পর সে নিজের আসল চেহারায় ফিরিয়া আসিল। সে সুস্থ হইয়া গেল এবং এখনো জীবিত আছে।

---

* টীকা ঃ উক্ত নবাব সাহেব পাঁচ বৎসর পূর্বে নিজের জমিদারী হইতে হিজরত করিয়া কাদিয়ানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সাবেকীনদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৫নং **নিদর্শন** এই যে, আমার নিষ্ঠাবান বন্ধু মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার একটি মাত্র ছেলে ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে কোন কোন নির্বোধ দুশমন এই ধারণায় খুবই আনন্দ প্রকাশ করিল যে, মৌলবী সাহেব পুত্রহীন হইয়া রহিল। তখন আমি তাঁহার জন্য অনেক দোয়া করিলাম। দোয়ার পর খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমি এই সংবাদ পাইলাম যে, তোমার দোয়ায় একটি ছেলের জন্ম হইবে। সে যে কেবল দোয়ার ফলে জন্মগ্রহণ করিবে উহার নিদর্শন হিসাবে জানানো হইল যে, তাহার শরীরে অনেক ফোঁড়া বাহির হইবে। বস্তুতঃ ঐ ছেলের জন্ম হইল এবং তাহার নাম আবদুল হাই রাখা হইল। তাহার শরীরে অস্বাভাবিক ধরনের অনেক ফোঁড়া বাহির হইল, যাহার দাগ এখনো আছে। ফোঁড়ার এই নিদর্শন ছেলের জন্মের পূর্বেই ইশ্‌তেহারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হইয়াছিল।

৪৬নং **নিদর্শন** এই যে, এই যুগে যখন একটি স্থান ব্যতীত পাঞ্জাবের সকল জেলায় প্লেগের নাম-নিশানাও ছিল না তখন খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দেন যে, সমগ্র পাঞ্জাবে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িবে, সকল স্থান প্লেগে আক্রান্ত হইয়া পড়িবে, অনেক লোক মরিয়া যাইবে, হাজার হাজার লোক প্লেগের শিকার হইয়া পড়িবে, এবং বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়িবে। আমাকে দেখানো হইল যে, প্রত্যেক স্থানে এবং প্রত্যেক জেলায় প্লেগের কালো বৃক্ষ লাগানো হইয়াছে। বস্তুতঃ হাজার হাজার ইশ্‌তেহার ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এই দেশে প্রকাশ করিলাম। ইহার অল্প কিছু কাল পরে প্রত্যেক জেলায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল। বস্তুতঃ এ যাবৎ প্রায় তিন লক্ষ প্রাণ হানি হইয়াছে এবং হইতেছে। খোদাতা'লা বলেন, এখন এই দেশ হইতে প্লেগ কখনো দূর হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই সকল লোক নিজেদের পরিবর্তন আনয়ন না করে।

৪৭নং **নিদর্শন** এই যে, জম্মু এলাকার চেরাগদীন নামে এক ব্যক্তি আমার শিষ্য হইয়াছিল। পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া গেল এবং রসূল হওয়ার দাবী করিল। সে বলিল, আমি ঈসার রসূল। সে আমার নাম দাজ্জাল রাখিল। সে বলিল, হযরত ঈসা আমাকে লাঠি দিয়েছেন যাহাতে এই দাজ্জালকে এই লাঠি দ্বারা হত্যা করি। আমি তাহার সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী * করিলাম যে, সে আল্লাহ্‌র গযবের ব্যাধিতে অর্থাৎ প্লেগে ধ্বংস হইবে এবং খোদা তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিবেন। বস্তুতঃ সে ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে দুই পুত্রসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল।

৪৮নং **নিদর্শন** এই যে, আমি মির্যা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, সে তিন বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ সে তিন বৎসরের মধ্যেই মরিয়া গেল।

৪৯নং **নিদর্শন** এই যে, আমি ভূমিকম্প সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলাম যে, একটি ভয়ংকর ভূমিকম্প আগত প্রায়। ইহা পাঞ্জাবের কোন কোন অংশের জন্য একটি ভয়ংকর ধ্বংসের কারণ হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আল্ হাকাম ও আল্ বদর পত্রিকায় ছাপানো হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির এবারত এইরূপ ঃ – "ভূমিকম্পের আঘাত ! তোমার শহর, মহল্লা ও সম্মানকে হেফাযত করা হইবে।" বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিলে পূর্ণ হইল।

---

* টীকা ঃ "দাফেয়ুল বালায়ে ওয়া মেয়ারো আহ্‌লেল ইস্তেফায়ে" পুস্তকে দেখ।

৫০নং নিদর্শন এই যে, আমি অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, এই ভূমিকম্পের পর বসন্তের দিনে আরো একটি ভূমিকম্প আসিবে। এই ইলহাম প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি এবারত এই ছিল ঃ "আবার বসন্ত আসিল। খোদার কথা আবার পূর্ণ হইল।" বস্তুতঃ ১৯০৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে ঐ ভূমিকম্প আসিল এবং পাহাড়ী এলাকায় জান ও মালের অনেক ক্ষতি হইল !

৫১নং নিদর্শন এই যে, অতঃপর আমি আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, কিছুকাল যাবৎ ভূমিকম্প ক্রমাগত আসিতে থাকিবে। ইহাদের মধ্যে চারিটি ভূমিকম্প বড় হইবে এবং পঞ্চম ভূমিকম্পটি কেয়ামতের নমুনা হইবে। বস্তুতঃ ভূমিকম্প এখনো আসিতেছে এবং এইরূপ দুই মাস কমই অতিক্রান্ত হয় যখন কোন না কোন ভূমিকম্প আসিয়া না পড়ে। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখা উচিত ইহার পর ভয়ানক ভূমিকম্প আসিবে। বিশেষভাবে পঞ্চম ভূমিকম্পটি কেয়ামতের নমুনা হইবে। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, এ সকল সত্যতার জন্য নিদর্শন !

৫২নং নিদর্শন এই যে, পণ্ডিত দয়ানন্দ আর্যদের জন্য গুরুস্বরূপ ছিল। যখন তাহার দুষ্টামি সীমা অতিক্রম করিল তখন আমাকে দেখানো হইল যে, এখন তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে। বস্তুতঃ ঐ সালেই সে মারা গেল। এই ঘটনা ঘটার পূর্বেই আমি কাদিয়ানের অধিবাসী শরম্পত নামক এক ব্যক্তিকে ইহা জানাইয়া দিয়াছিলাম। সে এখনো জীবিত আছে।

৫৩নং নিদর্শন এই যে, বিশ্বম্বর দাস নামে এই শরম্পতের এক ভাই এর ফৌজদারী মোকদ্দমায় সম্ভবতঃ দেড় বৎসরের জন্য জেল হইয়াছিল। তখন শরম্পত অস্থির হইয়া আমার নিকট দোয়ার আবেদন করিল। বস্তুতঃ আমি তাহার জন্য দোয়া করিলাম। ইহার পর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি ঐ অফিসে গেলাম যেখানে কয়েদীদের নামের রেজিষ্টার ছিল। ঐ রেজিষ্টারে সকল কয়েদীর কয়েদের মেয়াদকাল লেখা ছিল। অতঃপর আমি ঐ রেজিষ্টার খুলিলাম যাহার মধ্যে বিশ্বম্বর দাসের কয়েদ সম্পর্কে লেখা ছিল যে, তাহার এত বৎসরের কয়েদ। আমি নিজের হাতে তাহার কয়েদের মেয়াদকালের অর্ধেক কাটিয়া দিলাম। যখন তাহার কয়েদের ব্যাপারে চীফ কোর্টে আপিল করা হইল তখন আমাকে দেখানো হইল যে, মোকদ্দমার পরিণাম এই হইবে যে, মোকদ্দমার নথিপত্র জেলায় ফিরিয়া আসিবে এবং বিশ্বম্বর দাসের কয়েদের মেয়াদকাল অর্ধেক হ্রাস করা হইবে। কিন্তু সে মুক্তি লাভ করিবে না। আমি এই সকল কথা তাহার ভাই লালা শরম্পতকে মোকদ্দমার ফলাফল প্রকাশের পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিলাম। ফলাফল তাহাই হইল যাহা আমি বলিয়াছিলাম।

৫৪নং নিদর্শন এই যে, মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ শহীদের নিহত হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

৫৫নং নিদর্শন মিঞা আবদুল্লাহ্ সানয়ুরীর একটি ব্যর্থতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সাক্ষী স্বয়ং মিঞা আবদুল্লাহ্ সানয়ুরী নিজেই।

৫৬নং নিদর্শন এই যে, আমি দিল্লীতে আমার বিবাহের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম। এই ইলহাম আমি অনেককে বলিয়াছিলাম। তাহারা আজো জীবিত আছেন। ইহার * সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ইলহামটি اذکر نعمتی رأیت خدیجتی আছে, যদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছিল সৈয়্যদ বংশে ঐ বিবাহ হইবে।

৫৭নং নিদর্শন ঃ মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, সে আমার বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া দেয়ার চেষ্টা করিবে এবং কাফের সাব্যস্ত করার জন্য ফতওয়া লিখিবে।

৫৮নং নিদর্শন ঃ দিল্লীবাসী মৌলবী নজির হোসেন সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, সে কুফরী ফতওয়া দিবে।

৫৯নং নিদর্শন ঃ এই যে, হুশিয়ারপুরের অধিবাসী শেখ মেহের আলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ স্বপ্নে দেখিলাম তাহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে এবং আমি উহা নিভাইয়া দিয়াছি। ইহা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, সে অবশেষে আমার দোয়ায় মুক্তি লাভ করিবে। চিঠি লিখিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমি শেখ মেহের আলীকে অবহিত করিলাম। ইহার পর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাহার উপর জেলের বিপদ নামিয়া আসিল। জেল হওয়ার পর ভবিষ্যদ্বাণীর অপর অংশ অনুযায়ী সে মুক্তি লাভ করিল।

৬০নং নিদর্শন ঃ এই যে, পরবর্তীতে শেখ মেহের আলী সম্পর্কে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, সে আরো একটি ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইবে। বস্তুতঃ ইহার পর সে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। ইহার পরের অবস্থা জানা নাই।

৬১নং নিদর্শন ঃ আমার ভ্রাতা মরহুম মির্যা গোলাম কাদের-এর মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। ইহাতে আমার এক পুত্রের পক্ষ হইতে অন্যের দিক হইতে বক্তব্যস্বরূপ আমার নিকট এই ইলহাম হইল اے عمی بازی خویش کردی و مرا افسوس بسیار دادی

(অর্থ ঃ হে চাচা ! বেশ খেলিয়াছ নিজের খেলা, খেলিয়াছ তো বেশ। কিন্তু আফসোস ! আমার বাড়াইয়া দিয়াছ অনেক – অনুবাদক)। এই ভবিষ্যদ্বাণীও শরমপত আর্যকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বলা হইয়াছিল। এই ইলহামের অর্থ এই ছিল যে, অসময়ে ও অকস্মাৎ আমার ভাই এর মৃত্যু হইবে, যাহা বেদনার কারণ হইবে। যখন এই ইলহাম হইল সেই দিন বা ইহার এক দিন পূর্বে উল্লেখিত শরমপতের গৃহে একটি ছেলের জন্ম হইল। সে তাহার নাম আমীন চাঁদ রাখিল। সে আমার নিকট আসিয়া বলিল, **আমার ঘরে ছেলের জন্ম হইয়াছে। তাহার নাম আমি আমীন চাঁদ রাখিয়াছি।** আমি বলিলাম, এখনই আমার নিকট ইলহাম হইয়াছে

اے عمی بازی خویش کردی و مرا افسوس بسیار دادی

এখন পর্যন্ত এই ইলহামের অর্থ আমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই। আমি ভয় করিতেছি এই ইলহামের লক্ষ্যস্থল তোমার ছেলে আমীন চাঁদই নয়তো ? কেননা, তুমি আমার

---

* টীকা ঃ হযরত খাদিজা রাজিয়াল্লাহু আনহা সৈয়্যদের নানী। অতএব এই ইলহামে একটিতো এই ইঙ্গিত ছিল যে, তোমার স্ত্রী জাতির সৈয়্যদ হইবেন। দ্বিতীয় এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তাঁহার সন্তান হইতে একটি বড় বংশের সৃষ্টি হইবে।

নিকট অনেক যাতায়াত কর। ইলহামে কখনো কখনো এইরূপ ঘটে যে, কোন সম্পর্কধারী ব্যক্তির ব্যাপারে ইলহাম হইয়া থাকে। সে এই কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া গেল এবং সে ঘরে গিয়াই নিজের ছেলের নাম বদলাইয়া ফেলিল, অর্থাৎ আমীন চাঁদের পরিবর্তে গোকুল চাঁদ রাখিল। সেই ছেলে এখনো জীবিত আছে। আজকাল সে কোন একটি জেলায় ভূমি বন্টন অধিদপ্তরে পেশকার হিসাবে নিয়োজিত আছে। ইহার পর আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যে, এই ইলহাম আমার ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। বস্তুতঃ আমার ভ্রাতা দুই তিন দিন পর অকস্মাৎ মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে আমার ঐ ছেলে বেদনাহত হইল। এই চক্করে পড়িয়া উল্লেখিত কঠোরবিদ্বেষীকারী আর্য শরমপত এই ব্যাপারে সাক্ষী হইয়া গেল। যদি বল ঐ সময়েই কেন খোদার ইলহামের অর্থ প্রকাশিত হইল না তবে ইহার উত্তরে বলিব যে, আজ পর্যন্ত কুরআনের মোকাতায়াত (সংক্ষিপ্ত)-এর অর্থ ব্যক্ত করা হয় নাই। কে জানে طٰهٰ এর কী অর্থ! এবং نٓ এর কী অর্থ! এবং كٓهٰيٰعٓصٓ এর কী অর্থ! سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ সূরা আল্ কমর ঃ আয়াত ৪৬ সম্পর্কে হাদীসে বলা হইয়াছে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, আজ পর্যন্ত আমি ইহার অর্থ জানি না। ইহা ছাড়াও তিনি বলেন, আমাকে এক থোকা বেহেশ্‌তি আঙ্গুর দিয়া বলা হইল, ইহা আবুজাহলের জন্য। যতদিন পর্যন্ত না তাহার পুত্র ইকরামা মুসলমান হইল ততদিন পর্যন্ত ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। আমাকে হিজরতের স্থান সম্পর্কে বলা হইল। কিন্তু আমি বুঝিতে পারি নাই যে, উহা মদীনা। মোট কথা আল্লাহ্‌র সুন্নত সম্পর্কে অনবহিত থাকার দরুনই হৃদয়ে এইরূপ আপত্তির উদ্ভব হয়।

৬২নং নিদর্শন ঃ তুরস্কের কনসালের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। উহার বিস্তারিত বিবরণ আমার পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে।

৬৩নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় আমার সম্পর্কে খোদাতা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, হত্যা, ইত্যাদির ষড়যন্ত্র হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত অনেক হামলা সত্ত্বেও খোদাতা'লা দুশমনদের অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

৬৪নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, আমার বিরুদ্ধে যে সকল মোকদ্দমা করা হইবে উহাদের সব কয়টিতে আমি বিজয়ী হইব। সুতরাং প্রতিটি মোকদ্দমাতে আমি বিজয় লাভ করিতে লাগিলাম।

৬৫নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, আমার নিকট এত লোক আসিবে যে, তাহাদের সাক্ষাতের আধিক্যে আমার ক্লান্ত হইয়া পড়ার উপক্রম হইবে। বস্তুতঃ কয়েক লক্ষ লোক আমার নিকট আসিয়াছে।

৬৬নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় 'আসহাবে সুফ্‌ফা' (মসজিদে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীগণের) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। বস্তুতঃ কয়েকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি নিজেদের জন্মভূমি হইতে হিজরত করিয়া আমার গৃহের কোন কোন অংশে

সপরিবারে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার ভাই মৌলবী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব।

৬৭নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, তোমাকে আরবী ভাষায় দক্ষতা ও বাগ্মিতা দান করা হইবে *। কেহই ইহার মোকাবেলা করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এই পর্যন্ত কেহ মোকাবেলা করিতে পারে নাই।

৬৮নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় ঝগড়ার সাক্ষীর নিদর্শন, যাহার পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় বিস্তারিতভাবে লেখা আছে।

৬৯নং নিদর্শন ঃ 'হামামাতুল বুশরা' পুস্তকটি প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে মুদ্রণ করা হইয়াছিল। ইহাতে লেখা হইয়াছিল যে, আমি প্লেগের বিস্তৃতির জন্য দোয়া করিয়াছি। অতএব ঐ দোয়া কবুল হইয়া দেশে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল।

৭০নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় আমাকে অস্বীকার করার দরুন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার জন্য খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন। অতএব পঁচিশ বৎসর পর পাঞ্জাবে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল।

৭১নং নিদর্শন ঃ সিররুল খোলাফা পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়াছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার জন্য আমি দোয়া করিয়াছিলাম। অর্থাৎ এইরূপ বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দোয়া করিয়াছিলাম, যাহাদের অদৃষ্টে হেদায়াত নাই। অতএব এই দোয়ার কয়েক বৎসর পর এই দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল এবং কোন কোন কঠোর বিরুদ্ধবাদী এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ঐ দোয়াটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ربِّ خذ من عادى الصلاح ومفسدًا ❊ ونزّل عليه الرجز حقًّا ودمّر

ربِّ فرّج كروبي يا كريمي ونجّني ❊ ومزّق خصيمي يا إلهي وعفّر

অনুবাদ (১) হে আমার খোদা ! যে-সকল ব্যক্তি পুণ্য রাস্তা ও পুণ্য কাজের দুশমন এবং ফাসাদ করে তাহাদিগকে পাকড়াও কর, তাহাদের উপর প্লেগের শাস্তি অবতীর্ণ কর এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। (২) আমার অস্থিরতা দূর কর এবং আমাকে দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দাও। হে আমার করীম! আমার দুশমনদিগকে টুকরা টুকরা কর এবং মাটিতে মিশাইয়া দাও। এ ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময় করা হইয়াছিল যখন এ দেশের কোন অংশে প্লেগের নাম নিশানাও ছিল না (আমার পুস্তক সির্‌রুল খোলাফা দেখুন)।

টীকা ঃ এই ব্যাপারে খোদাতা'লার পক্ষ হইতে এই ইলহাম হইয়াছিল أُفصحت من لدن رب كريم (অর্থঃ রব্বে করীমের তরফ হইতে যে কালামের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে – অনুবাদক)। আমি এ যাবৎ আরবীতে যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি, উহাদের কোন কোনটি গদ্যে এবং কোন কোনটি পদ্যে লিখিত। ইহাদের দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ পেশ করিতে পারে নাই। ইহাদের তালিকা এইরূপ ঃ – আঞ্জামে আথমের সঙ্গে সংযোজিত ৭৩ হইতে ২৮২ পৃষ্ঠা, আয়নায়ে কামালতে ইসলামের সাথে যুক্ত আত্ তবলীগ। কেরামাতুস্ সাদেকীন, হামামাতুল বুশরা, সীরাতুল আবদাল, নূরুল হকের প্রথম খণ্ড, নূরুল হকের দ্বিতীয় খণ্ড, তোহ্‌ফায়ে বাগদাদ, এযাজুল মসীহ্, ইত্‌মামে হুজ্জত ও হুজ্জাতউল্লাহ, সির্‌রুল খোলাফা, মোয়াহেবুর রহমান, এযাজে আহমদী, খোৎবায়ে ইলহামীয়া, আল্ হুদা, তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন-এর সাথে যুক্ত আলামাতুল মোকাররাবীন। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল পুস্তকও আছে, যেগুলি আরবীতে প্রণীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এইগুলি এইরূপ ঃ তারগীবুল মোমেনীন, লুজ্জাতুন নূর, নজমুল মাহদী।

এতদ্ব্যতীত এযাজে আহমদী পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল ঃ

اذا ما غضبنا غاضب الله صائلاً ؛ على معتد يؤذي وبالسوء يجهر

যখন আমি ক্রোধান্বিত হই খোদা ঐ ব্যক্তির উপর ক্রোধান্বিত হন।

যাহারা সীমা অতিক্রম করে এবং সুস্পষ্ট পাপের দিকে ধাবিত হয়।

ويأتي زمان كاسر كل ظالم ؛ وهل يهلكن اليوم الا المدمر

এবং ঐ যুগ আসিতেছে যখন প্রত্যেক যালেমকে ধ্বংস করা হইবে।

এবং সেই ধ্বংস হইবে যে নিজের পাপের দরুন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

واني لشر الناس ان لم يكن لهم ؛ جزاء اهانتهم صغار يصغر

এবং আমি সব মানুষের চাইতে মন্দ হইব।

যদি তাহাদের জন্য অবমাননার প্রতিদান অবমাননা না হয়।

قضى الله ان الطعن بالطعن بيننا ؛ فذالك طاعون اتاهم ليبصروا

খোদা এই ফয়সালা করিয়াছেন যে, খোঁচার প্রতিদান হইবে খোঁচা।

অতএব উহাই প্লেগ যাহা তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে।

ولما طغى الفسق المبيد بسيله ؛ تمنيت لو كان الوباء المتبر

এবং যখন ফাসেক ধ্বংসকারী সীমা অতিক্রম করিল।

তখন আমি আকাংখা করিলাম এখন ধ্বংসকারী প্লেগ আসা উচিত।

ইহার পর এই ইলহাম হইল – কতই না দুশমনের ঘর-বাড়ী তুমি নষ্ট করিয়া দিয়াছ। ইহা আল্ হাকাম ও আল্ বদরে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর উপরোল্লিখিত দোয়াসমূহ যাহা দুশমনদের কঠোর নির্যাতনের পর করা হইয়াছিল, তাহা খোদার দরবারে কবুল হইয়া ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের শাস্তি তাহাদের উপর আগুনের ন্যায় বর্ষিত হইল এবং কয়েক হাজার দুশমন যাহারা আমাকে অস্বীকার করিত এবং ঘৃণাভরে আমার নাম লইত তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। কিন্তু এখানে আমি কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকজন কঠোর বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ সকলের পূর্বে অমৃতসরের বাসিন্দা মৌলবী **রসূল বাবার** নাম উল্লেখযোগ্য। সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য পুস্তকাদি লিখিয়াছে, এবং আমার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছে এবং স্বল্পদিনের জীবনকে ভালবাসিয়া মিথ্যা বলিয়াছে। অবশেষে সে খোদার ওয়াদা অনুযায়ী প্লেগে ধ্বংস হইল। ইহার পর **মোহাম্মদ বখ্শ** নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ করিতে হয়। সে বাটালায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিল। সে শত্রুতায় ও নির্যাতনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সে-ও প্লেগে ধ্বংস হইল। তাহার পর জম্মুর অধিবাসী **চেরাগদীন** নামক এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হইল। সে রসূল হওয়ার দাবী করিত। সে আমার নাম দাজ্জাল রাখিয়াছিল। সে বলিত, হযরত আমাকে স্বপ্নে লাঠি দিয়াছেন যেন আমি ঈসার

লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে ধ্বংস করি। অতএব সে-ও আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে নিজের দুইপুত্রসহ প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে তাহার জন্যই দাফেউল বালা ওয়া মেয়ারু আহলিল ইসতিফায়ে (পুস্তকের নাম) তাহার জীবদ্দশাতেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। কোথায় গেল ঈসার সেই লাঠি যদ্বারা সে আমাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল ? কোথায় গেল তাহার ইলহাম إنى لمن المرسلين (অর্থঃ নিশ্চয় আমি রসূলগণের অন্তর্গত – অনুবাদক) ? আফসোস, অধিকাংশ লোক নফ্‌সের পবিত্রকরণের পূর্বেই নফসপ্রসূত চিন্তা ভাবনাকে ইলহাম সাব্যস্ত করে। এইজন্য পরিণামে লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহারা ছাড়াও আরও কিছু লোক আছে যাহারা নির্যাতন ও অবমাননার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহারা খোদা'তালার শাস্তিকে ভয় করিত না এবং দিন রাত হাসি-বিদ্রূপ করা ও গাল-মন্দ দেওয়াই তাহাদের কাজ ছিল। পরিণামে তাহারা প্লেগের শিকার হইয়া গেল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লাহের হইতে মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব আহমদী লেখেন যে, আমার এক চাচা ছিলেন। তাহার নাম নূর আহমদ। তিনি হাফেযাবাদ তহসীলের অন্তর্গত ভাড়ী চাট্টা মৌজার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলেন, মির্যা সাহেব নিজের মসীহ হওয়ার দাবীর পক্ষে কেন কোন নিদর্শন দেখান না ? আমি বলিলাম, তাঁহার নিদর্শনগুলির মধ্যে একটি নিদর্শন হইল প্লেগ, যাহা ভবিষ্যদ্বাণীর পর আসিয়াছে এবং দুনিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। আমার এই কথায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, প্লেগ আমাকে স্পর্শ করিবে না। বরং এই প্লেগ মির্যা সাহেবকেই ধ্বংস করার জন্য আসিয়াছে *। ইহার প্রভাব কখনো আমার উপর পড়িবে না, মির্যা সাহেবের উপরই পড়িবে। এই কথোপকথনের পর আলাপ শেষ হইয়া গেল। আমি যখন লাহোর পৌছিলাম উহার এক সপ্তাহ পরে আমি সংবাদ পাইলাম যে, চাচা নূর আহমদ প্লেগে মারা গিয়াছে। এই গ্রামের অনেক লোক এই কথোপকথনের সাক্ষী আছে। ইহা এইরূপ একটি ঘটনা, যাহা গোপন থাকিতে পারে না।

লাহোর হইতে মিঞা মেরাজ দীন সাহেব লেখেন যে, মৌলবী জয়নাল আবেদীন মৌলবী ফাযেল ও মুন্সী ফাযেল পরীক্ষায় পাশ করা একজন লোক ছিলেন। তিনি কেল্লাওয়ালে নিবাসী মৌলবী গোলাম রসূলের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতুল ইসলামের একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি হুযূরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সিয়ালকুটীর সহিত কাশ্মিরী বাজারে একটি দোকানে দাঁড়াইয়া মোবাহালা করিলেন। অতঃপর কয়েক দিন পরেই তিনি প্লেগে মারা গেলেন। কেবল তিনিই নহেন, তাহার স্ত্রী-ও প্লেগে মারা গেলেন। তাহার জামাতা একাউনটেন্ট জেনারেলের অফিসে একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনিও প্লেগে মারা গেলেন। অনুরূপভাবে তাহার গৃহের ১৭ (সতের) জন ব্যক্তি মোবাহালার পর প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল।

ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার, কেহ কি এই রহস্য বুঝিতে পারে যে, এই সকল লোকের ধারণায় আমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বানোয়াটকারী এবং দাজ্জাল সাব্যস্ত হইয়াছি ; কিন্তু মোবাহালার সময়ে ইহারাই মারা যায়। নাউযুবিল্লাহ্, খোদাও কি ভুল করিয়া থাকেন ?

---

* এই কথাগুলি খোদাতা'লার দৃষ্টিতে মোবাহালাস্বরূপ ছিল।

এইরূপ নেক লোকদের উপর কেন আল্লাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ হয় ? তাহারা মারাও যায়, লাঞ্ছিত হয় এবং অবমানিতও হয়। মিঞা মেরাজ দীন লেখেন, লাহোরে করীম বখ্শ নামে এক ঠিকাদার ছিল। সে হুযুরের বিরুদ্ধে কঠোর বেআদবী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত এবং অধিকাংশ সময় সে এইরূপ করিতেই থাকিত। আমি কয়েকবার তাহাকে বুঝাইয়াছি। কিন্তু সে বিরত হয় নাই। অবশেষে যৌবনেই সে মৃত্যুর শিকার হইল। সৈয়্যদ হামেদ শাহ্ সাহেব সিয়ালকোটি লেখেন, হাফেয সুলতান সিয়ালকোটি হুযুরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিল। এ সেই ব্যক্তি ছিল, যে স্থির করিয়াছিল সিয়ালকোটে তাঁহার বাহন অতিক্রম করার সময় সে তাঁহার উপর ছাই ফেলিবে। অবশেষে সে ঐ বৎসরই অর্থাৎ ১৯০৬ সালে ধ্বংস হইল। অনুরূপভাবে সিয়ালকোট শহরে এই কথা সকলে অবগত আছে যে, হাকিম মোহাম্মদ শফী বয়াত করার পর ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিল। সে মাদ্রাসাতুল কুরআনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। সে এবং তাঁহার গৃহের নয় অথবা দশজন ব্যক্তিও প্লেগে ধ্বংস হয়। সে তাঁহার [হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)]–ঘোর বিরোধী ছিল। এই হতভাগা স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিল না এবং সিয়ালকোটের লোহারা মহল্লার লোকদের সহিত জোট বাঁধিল, যাহারা আমার শত্রু ও ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী ছিল। অবশেষে সে-ও প্লেগের শিকার হইল এবং একের পর এক তাহার স্ত্রী, তাহার মাতা, তাহার ভ্রাতা সকলে প্লেগে মারা গেল। তাহার যে মাদ্রাসা লোকদের সাহায্যে চলিত তাহাও ধ্বংস হইয়া গেল।

অনুরূপভাবে মির্যা সরদার বেগ সিয়ালকোটীও ভয়ংকর প্লেগের শিকার হইয়া ধ্বংস হইল। সে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সব সময় হাসি-বিদ্রূপ করাই তাহার কাজ ছিল। সব কথাতেই তাহার টিটকারী ও ঔদ্ধত্য ছিল। একদিন সে ঔদ্ধত্যসহকারে আহমদীয়া জামা'তের এক ব্যক্তিকে বলিল, কেন তোমরা প্লেগ প্লেগ কর ? আমিতো কেবল তখনই বুঝিব যখন আমার প্লেগ হইবে। অতএব ইহার দুই দিন পর সে প্লেগে মরিয়া গেল।

৭২নং নিদর্শন ঃ কোন কোন কঠোর বিরুদ্ধবাদী, যাহারা মোবাহালা হিসাবে لعنت الله علی الکاذبین (অর্থ ঃ মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত – অনুবাদক) বলিয়াছিল, তাহারা খোদাতা'লার শাস্তিতে নিপতিত হইয়া মরিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী প্রথমে অন্ধ হইল এবং অতঃপর সর্প দংশনে মরিয়া গেল। কেহ কেহ পাগল হইয়া মরিয়া গেল। উদাহরণস্বরূপ, মৌলবী শাহ্ দীন লুধিয়ানভী, মৌলবী আবদুল আযীয, মৌলবী মোহাম্মদ এবং মৌলবী আবদুল্লাহ্ লুধিানবীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা প্রথম সারির বিরুদ্ধবাদী ছিল। তিন জনেই মরিয়া গেল। অনুরূপভাবে লখুকে নিবাসী আবদুর রহমান মহিউদ্দীন 'মিথ্যাবাদীর উপর খোদার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে' – ইলহামের পর মরিয়া গেল।

৭৩নং নিদর্শন ঃ অনুরূপভাবে মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী নিজের পক্ষ হইতে আমার সহিত মোবাহালা করিয়া এবং নিজের পুস্তকে দোয়া করিল যে, যে মিথ্যাবাদী খোদা তাহাকে ধ্বংস করুন। এই দোয়ার কয়েক দিন পরে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া গেল। যদি তাহারা বুঝিত তবে বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদের জন্য এইগুলি কত বড়ই না নিদর্শন ছিল !

৭৪নং নিদর্শন ঃ অনুরূপভাবে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন ভীওয়ালা আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিল। এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিতভাবে আমার পুস্তক মোয়াহেবুর রহমানে লিখিয়াছি।

৭৫নং নিদর্শন ঃ আমি আমার পুস্তক নূরুল হকের ৩৫ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছি যে, খোদা আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন রমযান মাসে যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হইয়াছে তাহা আগমনকারী শাস্তির এক পূর্বাহ্ন (সতর্কীকরণ)। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দেশে এইভাবে প্লেগ ছড়াইয়াছে যে, এ পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।

৭৬নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় আমার সম্পর্কে খাদাতা'লার এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে القيت عليك محبة مني ولتصنع على অর্থাৎ খোদাতা'লা বলেন, আমি তোমার ভালবাসা লোকদের হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দিব এবং আমি আমার চোখের সামনে তোমাকে লালন পালন করিব। ইহা ঐ সময়ের কথা যখন এক ব্যক্তিও আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিত না। অতঃপর দীর্ঘকাল পর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং খোদা হাজার হাজার এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করিলেন যাহাদের হৃদয়কে তিনি আমার ভালবাসায় পূর্ণ করিয়া দিলেন। কেহ কেহ আমার জন্য প্রাণ দিয়া দিল। কেহ কেহ আমার জন্য আর্থিক বিপর্যয় বরণ করিল। আমার জন্য কোন কোন ব্যক্তিকে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করা হইল এবং দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হইল। হাজার হাজার এইরূপ ব্যক্তি আছে যাহারা নিজেদের প্রয়োজনের উপর আমাকে অগ্রাধিকার দিয়া তাহাদের প্রিয় ধন-সম্পদ আমার নিকট পেশ করিতেছে *। আমি দেখিতেছি যে, তাহাদের হৃদয় আমার ভালবাসায় পরিপূর্ণ। এইরূপ অনেক ব্যক্তি আছে যদি আমি তাহাদিগকে তাহাদের সম্পূর্ণ কোরবানী করিয়া রিক্তহস্ত হইয়া যাওয়ার জন্য বলি বা আমার জন্য তাহাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বলি, তবে তাহারা প্রস্তুত আছে। যখন আমি স্বীয় জামা'তের অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে এই পর্যায়ের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিতে পাই তখন আমাকে অবলীলাক্রমে বলিতে হয়, হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অণু-পরমাণু তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন। তুমিই এই সকল হৃদয়কে এইরূপ বিপদাচ্ছন্ন যুগে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছ এবং তাহাদিগকে দৃঢ়চিত্ততা দান করিয়াছ। ইহা তোমার কুদরতের মহান নিদর্শন।

---

* টীকা ঃ আমি আমার লেখা এই পর্যন্ত পৌছিয়াছি এবং এই বাক্যটি লিখিয়াছি ঠিক এই সময়ে এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তির চিঠি আসিল, যে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু এই চিঠি ঠিক এই বাক্য লেখার সময় আসিয়াছে, সেহেতু ইহা সম্পর্কে লেখা সমীচীন। ইহা নিম্নরূপ ঃ – আমার বড়ই আকাংখা কেয়ামতের দিন হুযুরের ছত্র ছায়ায় বরকতপূর্ণ জামাতে শামেল হই, যেমনটি এখন আছি। আমীন। হুযুরে আলা, আল্লাহ্‌তা'লা উত্তম জানেন আপনার জন্য খাকসারের এত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে যে, আমার সকল ধন-সম্পদ ও প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমি হাজার প্রাণে আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আমার ভ্রাতা ও পিতা-মাতাও আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত। আপনার ভালবাসা ও আনুগত্যে খোদা আমার পরিসমাপ্তি করুন। আমীন। می پریدم سوئے کوئے تو مدام - من اگر میداشتم بال و پرے

(অর্থ ঃ এক্ষণি উড়িয়া যাইতাম তোমার পানে, তোমার দ্বারে এবং পড়িয়া থাকিতাম সদা ; পাইতাম যদি সবল পুচ্ছ পাখা – অনুবাদক)। খাকসার – সৈয়দ নাসের শাহ্‌, ওভারশিয়ার, মোকাম বারমুলা, কাশ্মীর, ১৫ই আগষ্ট, ১৯০৬ইং।

প্রকৃতপক্ষে এই নিষ্ঠাবান যুবক উচ্চ পর্যায়ের আন্তরিকতা রাখে এবং সে ভালবাসার আবেগে প্রায় দুই হাজার টাকা বা ইহার চাইতেও বেশী টাকা দিয়াছে। এই চিঠির সঙ্গেই টাকা পৌছিয়াছে।

৭৭নং **নিদর্শন** ঃ আমার ছেলে বশীর আহমদ চোখের পীড়ায় এইরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল যে, কোন ঔষধই কাজ করিতেছিল না এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। যখন রোগের কাঠিন্য চরম পর্যায়ে পৌছিয়া গেল তখন আমি দোয়া করিলাম। এই সময় ইলহাম হইল ابرّق طفلی بشیر। অর্থাৎ আমার ছেলে বশীর দেখিতে লাগিল। তখন ঐ দিনই বা পরের দিন সে সুস্থ হইয়া গেল। এই ঘটনাও প্রায় একশত মানুষ জানিয়া গেল।

৭৮নং **নিদর্শন** ঃ আমার গৃহ সংলগ্ন একটি গলিতে যখন আমি ছোট মসজিদ নির্মাণ করিলাম তখন আমার মনে হইল ইহার কোন তারিখ থাকা দরকার। তখন খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ইলহাম হইল مبارك ومبارك وكل امر مبارك يجعل فيه (অর্থ ঃ যাহা কিছু এখানে করা হইবে উহার সব কিছুই বরকতময় – অনুবাদক)। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহাতে আরবী অক্ষরের মূল্যমান অনুযায়ী মসজিদের তারিখ নির্ণিত হয়।

৭৯নং **নিদর্শন** ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় এই জামা'তের উন্নতি সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه অর্থাৎ প্রথমে একটি বীজ হইবে। ইহা নিজের অঙ্কুর নির্গত করিবে। অতঃপর ইহা মোটা হইবে। ইহা নিজের শাখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা একটি বড় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহা এই জামা'তের জন্মের পূর্বে এবং ইহার উন্নতি সম্পর্কে আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল। ইহা এইরূপ সময়ে করা হইয়াছিল যখন না কোন জামা'ত ছিল আর না আমার সঙ্গে কাহারো বয়াতের সম্পর্ক ছিল। বরং তাহাদের মধ্যে কেহ আমার নামের সঙ্গেও পরিচিত ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা এই জামাত সৃষ্টি করিয়া দিলেন, যার সংখ্যা এখন তিন লাখের উপরে। আমি একটি ছোটো বীজ ছিলাম যাহা খোদার হাতে বপিত হইয়াছে। অতঃপর আমি এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত গুপ্ত ছিলাম। অতঃপর আমার প্রকাশ ঘটিল এবং অনেক শাখা আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিল। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল খোদাতা'লার হাত দ্বারা পূর্ণ হইল।

৮০নং **নিদর্শন** ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে

يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكفرون

অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে খোদার জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে ইচ্ছা করিবে। কিন্তু অস্বীকারকারীরা বিদ্বেষ পোষণ করিলেও খোদা স্বীয় জ্যোতিকে পূর্ণ করিবেন। ইহা ঐ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী যখন কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না। বরং কেহ আমার নামের সহিত পরিচিত ছিল না। ইহার পর ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে সম্মানের সহিত আমি খ্যাতি লাভ করিলাম এবং হাজার হাজার ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করিল। তখন এইরূপ বিরোধিতা হইল যে, মক্কাবাসীদের নিকট ঘটনার বিপরীত

কথা বর্ণনা করিয়া মক্কা মোয়ায্যামা হইতে আমার জন্য কুফরীর ফত্ওয়া আনানো হইল। আমার বিরুদ্ধে কুফরীর ফত্ওয়া লইয়া পৃথিবীতে এক হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইল। হত্যার ফতওয়া দেওয়া হইল। শাসক গোষ্ঠিকে উস্কাইয়া দেওয়া হইল। সাধারণ লোকদিগকে আমার ও আমার জামাতের বিরুদ্ধে নারাজ করিয়া দেওয়া হইল। মোট কথা সব দিক হইতে আমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই সকল মৌলবী এবং তাহাদের সঙ্গীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ও বিফলমনোরথ হইল। আফসোস, বিরুদ্ধবাদীরা কতখানি অন্ধ। তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতাপকে দেখে না যে, এইগুলি কোন্ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী এবং কত মহিমা ও কুদরতের সহিত এইগুলি পূর্ণ হইয়াছে। এইগুলি কি খোদাতা'লা ছাড়া আর কাহারো কাজ হইতে পারে ? যদি (অন্য কাহারো কাজ) হয় তবে ইহার দৃষ্টান্ত পেশ কর। ইহারা চিন্তা করে না যে, ইহা যদি মানুষের কাজ হইত এবং খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইত তবে ইহারা নিজেদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইত না। কে ইহাদিগকে ব্যর্থ করিল ? ঐ খোদাই ব্যর্থ করিয়াছেন, যিনি আমার সাথে আছেন।

৮১নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ায় এইরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণীও আছে

يعصمك الله من عنده ولو لم يعصمك الناس

অর্থাৎ খোদা তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, যদিও লোকেরা চাহিবে না যে, তুমি বিপদ হইতে রক্ষা পাও। ইহা ঐ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমি অজ্ঞাতের এক কোণায় গুপ্ত ছিলাম এবং কেহ আমার সঙ্গে না বয়াতের সম্পর্ক রাখিত, না শত্রুতা রাখিত। ইহার পর যখন আমি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করিলাম তখন সকল মৌলবী ও তাহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আগুনের রূপ ধারণ করিল। ঐ সময়ে ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক নামক এক পাদ্রী আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা করিল। এই মোকদ্দমায় আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়া গেল যে, পাঞ্জাবের মৌলবীরা আমার রক্তের পিপাসু এবং তাহারা আমাকে একজন খৃষ্টান মনে করে, যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সালামের দুশমন এবং তাঁহাকে গালমন্দ করে, তাহার চাইতেও মন্দ মনে করে। কেননা, এই মোকদ্দমায় কোন কোন মৌলবী আমার বিরুদ্ধে আদালতে হাজির হইয়া পাদ্রীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল। কোন কোন মৌলবী এই দোয়ায় লাগিয়া গেল যাহাতে পাদ্রীরা জয়যুক্ত হয়। আমি নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে জানিয়াছি যে, তাহারা মসজিদে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতেছিল, হে খোদা এই পাদ্রীকে সাহায্য কর এবং তাহাকে জয়যুক্ত কর। কিন্তু সর্বজ্ঞানী খোদা তাহাদের কিছুই শুনিলেন না। না সাক্ষীরা নিজেদের সাক্ষ্যে কৃতকার্য হইল, না দোয়াকারীদের দোয়া কবুল হইল। ইহারাই হইল আলেম, যাহারা ধর্মের সহায়ক। ইহাই হইল জাতি, যাহাদের জন্য মানুষ জাতি জাতি বলিয়া চিৎকার দেয় ! এইসকল লোক আমাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তাহাদের সকল পরিকল্পনা জোরালো করিল এবং খোদা ও রসূলের এক দুশমনকে সাহায্য করিল। এইরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবতই হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে, যখন এই জাতির সকল মৌলবী এবং তাহাদের অনুসারীরা আমার প্রাণের দুশমন হইয়া গিয়াছিল তখন কে আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন ?

অথচ আট নয় জন সাক্ষী আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষ্য দিয়াছিল। ইহার উত্তর এই যে, তিনিই বাঁচাইয়া ছিলেন যিনি ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে এই ওয়াদা দিয়াছিলেন যে, তোমার জাতি তো তোমাকে রক্ষা করিবে না এবং তাহারা চেষ্টা করিবে যাহাতে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও। কিন্তু আমি তোমাকে রক্ষা করিব। যেমন তিনি পূর্বেই বলিয়াছিলেন, আজ হইতে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ায় ইহা লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহা হইল - فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا

অর্থাৎ খোদা ঐ অভিযোগ হইতে তাহাকে মুক্ত করিলেন, যাহা তাহার উপর লাগানো হইয়াছিল এবং সে খোদার নিকট মর্যাদাবান।

৮২নং নিদর্শন ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বার বার আমার পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে - اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ اِنَّهٗ اٰوَى الْقَرْيَةَ

অর্থাৎ খোদা এই প্লেগকে এই জাতি হইতে দূর করিবেন না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তাহাদের হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা স্বীয় ইচ্ছার পরিবর্তন করিবেন না। খোদা পরিণামে এই গ্রামকে স্বীয় নিরাপত্তায় নিয়া নিবেন। তিনি বলেন, لَوْلَا الْاِكْرَامُ لَهَلَكَ الْمَقَامُ অর্থাৎ যদি আমি তোমার ইজ্জতের খেয়াল না করিতাম তবে আমি এই সম্পূর্ণ গ্রামকেই ধ্বংস করিয়া দিতাম এবং তাহাদের মধ্যে একজনকেও রেহাই দেওয়া হইত না। খোদা আরো বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ

এবং খোদা এইরূপ নহেন যে, তাহাদের সকলকে আযাবে ধ্বংস করিয়া দিতেন। কেননা, তুমি তাহাদের মধ্যে বসবাস কর। স্মরণ রাখা প্রয়োজন খোদাতা'লার এই বাক্য اِنَّهٗ اٰوَى الْقَرْيَةَ এর অর্থ এই যে, কিছুটা শাস্তি দেওয়ার পর খোদাতা'লা এই গ্রামকে স্বীয় আশ্রয়ে নিয়া নিবেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহাতে কখনো প্লেগ আসিবে না। اٰوٰى শব্দটি আরবী ভাষায় ঐ আশ্রয় দানকে বলা হয় যখন কোন ব্যক্তি এক সীমা পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকার পর শান্তিতে চলিয়া আসে, যেমন, আল্লাহ্‌তালা বলেন, اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاٰوٰى (সূরা আয্ যোহাঃ আয়াত ৭) অর্থাৎ খোদা তোমাকে এতীম পাইলেন এবং এতীমীর দুর্দ্দশাগ্রস্থ দেখিয়া আশ্রয় দিলেন। খোদা আরো বলেন, اٰوَيْنَاهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ (সূরা আল্ মোমেনূন ঃ আয়াত ৫১) অর্থাৎ ইহুদীরা ঈসার ও তাঁহার মায়ের উপর যুলুম করার পর হযরত ঈসাকে ক্রুশে হত্যা করিতে চাহিল। আমরা তখন ঈসা ও তাঁহার মাকে আশ্রয় দিলাম এবং তাহাদের উভয়কে এইরূপ একটি পাহাড়ে পৌঁছাইয়া দিলাম, যাহা সকল পাহাড়ের চাইতে উচ্চ ছিল, অর্থাৎ কাশ্মীরের পাহাড়। উহাতে সুস্বাদু পানি ছিল এবং উহা আরাম-আয়াসের জায়গা ছিল। যেমন সূরা কাহ্‌ফে বলা হইয়াছে,

فَأْوٗا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ

(আয়াত ১৭) অর্থাৎ গুহার আশ্রয়ে চলিয়া আস। এইভাবে খোদা নিজ রহমত তোমাদের উপর বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ তোমরা যালেম বাদশাহের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবে। মোট কথা اوى শব্দটি সর্বদা এই উপলক্ষ্যে ব্যবহার করা হয় যখন এক ব্যক্তি কোন এক সীমা পর্যন্ত বিপদাপন্ন হওয়ার পর তাহাকে শান্তিতে প্রবেশ করানো হয়। কাদিয়ান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীটি ইহাই। বস্তুতঃ একবার কিছুটা মারাত্মকভাবে কাদিয়ানে প্লেগ দেখা দিল। ইহার পর প্লেগ কমিতে লাগিল। এমন কি এই বৎসর কাদিয়ানে এক ব্যক্তিও প্লেগে মারা যায় নাই। অথচ ইহার চারিপাশে শত শত ব্যক্তি প্লেগে মরিয়া গেল।

৮৩নং নিদর্শন ঃ একবার আমি আমার ঐ বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ছিলাম, যাহা ছোট মসজিদ সংলগ্ন। ইহার নাম খোদাতা'লা 'বায়তুল ফিকর' রাখিয়াছেন। আমার পাশে হামেদ আলী নামে আমার এক সেবক আমার পা দাবাইতে ছিল। এমন সময় আমার নিকট ইলহাম হইল ا تری فخذاً الیماً অর্থাৎ তুমি একটি বেদনাক্লিষ্ট উরুদেশ দেখিবে। আমি হামেদ আলীকে বলিলাম, এখন আমার নিকট এই ইলহাম হইয়াছে। সে আমাকে এই উত্তর দিল যে, আপনার হাতে একটি ছোট ফোঁড়া আছে। সম্ভবতঃ ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, কোথায় হাত আর কোথায় উরুদেশ ! তোমার এই ধারণা খামাকা ও অযৌক্তিক। তদুপরি ফোঁড়াতে কোন ব্যথাও নাই। ইহা ছাড়া ইলহামের এই অর্থ যে, তুমি দেখিবে। অর্থ এই নহে যে, তুমি এখন দেখিতেছ। ইহার পর বড় মসজিদে গিয়া নামায পড়ার জন্য আমরা দুইজনেই বৈঠকখানা হইতে নামিলাম। নীচে নামিয়া আমি দেখিলাম যে, ঘোড়ায় বসা দুই ব্যক্তি আমার দিকে আসিতেছে। দুই জনেই বিনা গদিতে দুইটি ঘোড়র উপর বসা ছিল। দুই জনেরই বয়স ২০ বৎসরের কম ছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া সেখানেই থামিয়া গেল। তাঁহাদের একজন বলিল, অন্য ঘোড়ায় বসা ব্যক্তি আমার ভাই। সে উরুদেশের ব্যথায় মারাত্মভাবে পীড়িত। সে ভয়ানক লাচার। আমরা এই জন্য আসিয়াছি যে, আপনি তাহার জন্য কোন ঔষধের পরামর্শ দিবেন। তখন আমি হামেদ আলীকে বলিলাম, আল্ হামদুলিল্লাহ্, আমার ইলহাম এত শীঘ্র পূর্ণ হইল যে, সিঁড়ি হইতে নামিতে যত সময় লাগিয়াছে ইহা পূর্ণ হইতে কেবল ততখানি সময় লাগিয়াছে। শেখ হামেদ আলী এখনো জীবিত আছে। সে মওজা "যা"র গোলাম নবী নামক স্থানের অধিবাসী। সে আজকাল আমার সহিত থাকে। কোন ব্যক্তি অন্যের জন্য নিজের ঈমান বিনষ্ট করিতে পারে না। বরং যদি মাঝখানে শিষ্যের সম্পর্ক হয় তবে ঈমান কোন মতেই বিনষ্ট করা যায় না। কোন ব্যক্তি যদি নিজের শিষ্যকে এই কথা বলে যে, আমি নিজের জন্য এক মিথ্যা কেরামতি বানাইয়াছি, তুমি আমার জন্য সাক্ষ্য দাও, তাহা হইলে সে নিজের মনে নিশ্চয় বলিবে যে, এই ব্যক্তিতো এক প্রতারক ও মন্দলোক। আমি খামাখা ইহার হাতে হাত দিয়াছি। অনুরূপভাবে এই পুস্তকে আমি যত ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছি আমার হাজার হাজার শিষ্য ঐগুলির সাক্ষী। এক অজ্ঞ বলিবে যে, শিষ্যের সাক্ষ্যের উপর কি ভরসা করা যায় ? আমি বলিতেছি যে, এইরূপ সাক্ষ্যের ন্যায় অন্য কোন সাক্ষ্য হইতেই পারে

না। কেননা, এই সম্পর্ক কেবল ধর্মের জন্য হইয়া থাকে। মানুষ তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যাহাকে সে নিজের বিবেচনায় পৃথিবীর সকলের চাইতে অধিক পবিত্র, খোদাভীরু ও সত্যপরায়ণ বলিয়া মনে করে। মুর্শীদের যদি এই অবস্থা হয় যে, সে শত শত মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী নিজের পক্ষ হইতে বানাইয়া লইয়া শিষ্যদের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া বলেন আমার জন্য মিথ্যা বল এবং যেভাবেই হউক মিথ্যা বলিয়া আমাকে ওলী বানাইয়া দাও তাহা হইলে তাহার শিষ্যরা কীভাবে তাহাকে নেক ব্যক্তি বলিতে পারে এবং কীভাবে মনে প্রাণে তাহার সেবা করিতে পারে ? তাহারা তো তাহাকে এক শয়তান বলিবে এবং তাহার উপর নারাজ হইয়া যাইবে। আমি এইরূপ শিষ্যকে অভিসম্পাত দেই, যে আমার প্রতি মিথ্যা কেরামতী আরোপ করে এবং এইরূপ মুর্শীদও অভিশপ্ত যে মিথ্যা কেরামতি বানায়।

৮৪নং নিদর্শন ঃ ১৯০৬ সালের ২৫শে আগষ্টে একবার আমার শরীরের নিম্ন অর্ধাংশ অবশ হইয়া গেল। এক কদম চলারও আমার শক্তি রহিল না। যেহেতু আমি ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তকাদি পুংখাণুপুংখরূপে পড়িয়াছিলাম, সেহেতু আমার মনে হইল ইহা পক্ষাঘাতের লক্ষণ। ইহার সাথে মারাত্মক ব্যথাও ছিল। মনে আশংকা ছিল।পাশ ফিরা মুশ্‌কিল ছিল। রাত্রে যখন আমি অনেক কষ্টের মধ্যে ছিলাম তখন আমার শত্রুদের নিন্দার কথা মনে হইল। এই ধারণা কেবল ধর্মের জন্য আসিল, অন্য কোন কারণে নয়। তখন আমি আল্লাহ্‌র দরগাহে দোয়া করিলাম যে, মৃত্যুতো একটি অনিবার্য বিষয়। কিন্তু তুমি জান এইরূপ মৃত্যু ও অসময়ের মৃত্যু হইলে শত্রুরা নিন্দা করিবে। তখন আমার কিছুটা তন্দ্রার মধ্যে ইলহাম হইল

إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْزِي الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ খোদা সব কিছুর উপর শক্তিমান এবং খোদা মোমেনদেরকে লাঞ্ছিত করেন না। অতএব ঐ খোদায়ে করীমের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে এবং যিনি এখনো দেখিতেছেন যে, আমি তাঁহার নামে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতেছি না কী সত্য কথা বলিতেছি, এই ইলহামের সাথে সাথেই সম্ভবতঃ আধ ঘন্টার মধ্যে আমার ঘুম আসিয়া গেল। অতঃপর যখন চোখ খুলিল তখন আমি দেখিলাম যে, রোগের নাম-নিশানাও নাই। সব মানুষ নিদ্রিত ছিল। আমি উঠিলাম এবং নিজের শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষা করিবার জন্য চলিতে শুরু করিলাম। তখন প্রতীয়মান হইল আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। তখন আমি আমার সর্বশক্তিমান খোদার মহান শক্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমাদের খোদা কত শক্তিমান। এবং আমরা কত ভাগ্যবান যে, তাঁহার কালাম কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসূলের অনুবর্তিতা করিয়াছি, এবং কত হতভাগ্য ঐ সকল লোক যাহারা এই ক্ষমতাধর খোদার উপর ঈমান আনে নাই।

৮৫নং নিদর্শন ঃ একবার আমি قولنج زحیری দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইলাম এবং (১৬) দিন ধরিয়া মল দ্বার দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। বর্ণনাতীত ব্যথা ছিল। এই সময় শেখ রহীম বখ্‌শ সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ

হোসেন সাহেব বাটালা হইতে আমাকে দেখার জন্য আসেন। তিনি আমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিলেন। আমি শুনিলাম তিনি কোন কোন লোককে বলিতে ছিলেন যে, আজকাল এই ব্যাধি মহামারীর ন্যায় বিস্তার লাভ করিতেছে। বাটালায় এখনই আমি এক ব্যক্তির জানাযা পড়িয়া আসিয়াছি। সে এই রোগেই মারা গিয়াছে। ঘটনাক্রমে মোহাম্মদ বকশ্ নামে কাদিয়ান নিবাসী এক নাপিত ঐ দিনই এই রোগেই আক্রান্ত হইল এবং অষ্টম দিনে মরিয়া গেল। যখন আমার অসুখের ষোল দিন অতিক্রান্ত হইল তখন নিরাশার লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। আমি আমার কোন কোন আত্মীয়-স্বজনকে আমার গৃহের প্রাচীরের পিছনে কাঁদিতে দেখিলাম এবং সুন্নত অনুযায়ী আমাকে তিনবার সূরা ইয়াসীন শুনানো হইল। আমার অসুখ যখন এই পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল তখন খোদাতা'লা আমার হৃদয়ে এই এল্‌কা (অনুপ্রেরণা) করিলেন যে, আর চিকিৎসা করিও না। তসবীহ ও দরূদের সাথে পানি মিশ্রিত নদীর বালি নিজের দেহে ঘর্ষণ কর। তখন শীঘ্রই নদী হইতে এইরূপ বালি আনানো হইল এবং আমি 'সুবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি সুব্‌হানাল্লাহেল আযীম'—এই কলেমার সহিত দরূদ শরীফের সাথে ঐ বালি দেহে ঘষিতে আরম্ভ করিলাম। যতবার ঐ বালি দেহে ঘষিতেছিলাম ততবার যেন আমার দেহ আগুন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছিল। ভোর পর্যন্ত আমার অসুখ দূর হইয়া গেল এবং ভোরে ইলহাম হইল -

وان کنتم فی ریب مما نزّلنا علیٰ عبدنا فأتوا بشفاءٍ من مثلہٖ۔

(অর্থ ঃ - এবং যদি তোমরা উহার সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ আরোগ্য উপস্থাপন কর - অনুবাদক)।

৮৬নং নিদর্শন ঃ একবার আমার দাঁতে সাংঘাতিক ব্যথা হইল। এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি ছিল না। কোন এক ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার চিকিৎসা আছে কিনা। সে বলিল, দাঁতের চিকিৎসা হইল দাঁত তুলিয়া ফেলা। কিন্তু দাঁত তুলিয়া ফেলিতে আমার ভয় হইল। এমতাবস্থায় ঐ সময়ে আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল এবং আমি অস্থির অবস্থায় মাটিতে বসিয়াছিলাম। পাশেই চারপাই পাতা ছিল। আমি অস্থির অবস্থায় ঐ চার পাই-এর পায়ের দিকের উপর নিজের মাথা রাখিলাম। সামান্য ঘুম আসিয়া পড়িল। যখন আমি জাগিলাম তখন ব্যথার নাম নিশানাও রহিল না এবং আমার মুখে এই ইলহাম জারী ছিল- اذا مرضت فهو يشفى অর্থাৎ যখন তুমি অসুস্থ হও তখন তিনি তোমাকে আরোগ্য দান করেন। فالحمد لله علىٰ ذالك (অর্থ ঃ-এর জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র - অনুবাদক)।

৮৭নং নিদর্শন ঃ আমার যে বিবাহ দিল্লীতে হইয়াছিল ইহা তাহার সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার নিকট এই ইলহাম হইয়াছিল অর্থাৎ ঐ খোদার প্রশংসা যিনি তোমাকে জামাতা হওয়ার দিক হইতে এবং বংশের দিক হইতে দুই দিকেই সম্মান দিলেন। অর্থাৎ তোমার বংশকেও সম্ভ্রান্ত বানানো হইয়াছে এবং তোমার স্ত্রী-ও সৈয়্যদ বংশ হইতে আসিবে। বিবাহের জন্য এই ইলহাম একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ইহাতে আমার চিন্তা হইল যে, বিবাহের ব্যয় আমি কীভাবে সামাল

দিব। কেননা, এখন আমার নিকট কিছুই নাই এবং এতদ্ব্যতীত কীভাবে আমি এই বোঝা সব সময়ের জন্য বহন করিতে পারিব। এমতাবস্থায় আমি আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করিলাম এই ব্যয় বহন করার শক্তি আমার নাই। তখন এই ইলহাম হইল ঃ

ہرچہ باید نوعروسی را ہمہ ساماں کنم ÷ وآنچہ درکار شما باشد عطائے آں کنم

অর্থাৎ বিবাহের জন্য তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে উহার যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা আমি করিব। যখনই তোমার যাহা কিছুরই প্রয়োজন হইবে সেইভাবেই তাহা আমি তোমাকে দিতে থাকিব। বস্তুতঃ এইরূপই ঘটিল। বিবাহের জন্য আমার যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন ছিল ঐ জরুরী খরচের জন্য লাহোরস্থ্ একাউনটেন্ট মুন্সী আবদুল হক সাহেব আমাকে পাঁচশত টাকা ধার দিলেন। কালানুরের হাকিম মোহাম্মদ শরীফ নামক অন্য এক ভদ্রলোক, যিনি অমৃতসরে ডাক্তারী করিতেন, তিনি আমাকে দুইশত বা তিনশত টাকা কর্জরূপে দিলেন। ঐ সময় একাউনটেন্ট মুন্সী আবদুল হক সাহেব আমাকে বলেন, ভারতবর্ষে বিবাহ্ করা দরজায় হাতি বাঁধার তুল্য। আমি তাহাকে উত্তর দিলাম যে, খোদা স্বয়ং এই ব্যয়ের ওয়াদা করিয়াছেন। অতঃপর বিবাহ করার পর হইতে বিজয়ের ধারা শুরু হইয়া গেল। আমার জন্য তখন সময় এইরূপ ছিল যখন শোচনীয় আর্থিক অবস্থার দরুন পাঁচ সাত জন ব্যক্তির খরচও আমার জন্য একটি বোঝা ছিল। এখন এই সময় আসিয়াছে যখন গড়ে প্রতিদিন পরিবার-পরিজন সহ ৩০০ (তিনশত) ব্যক্তি এবং কয়েকজন দরিদ্র ও দরবেশ এই লংগর খানায় অন্ন গ্রহণ করিতেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি কাদিয়ানের লালাশরমপত আর্যকে এবং মালাওয়ামল আর্যকেও পূর্বেই শুনানো হইয়াছিল। শেখ হামেদ আলী এবং আরো কয়েকজন চিনা পরিচিত ব্যক্তিকে ইহার সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল।

যদিও লাহোরের মুন্সী আবদুল হক একাউনটেন্ট বর্তমানে আমার বিরুদ্ধবাদীদের দলভুক্ত তবুও আমি আশা করি না যে, তিনি এই সত্য সাক্ষ্য গোপন করিবেন।

واللہ اعلم

(অর্থ ঃ আল্লাহ্ উত্তমরূপে জ্ঞাত – অনুবাদক)।

৮৮নং নিদর্শন ঃ যখন দিলীপ সিং সম্পর্কে বারবার পত্র-পত্রিকায় খবর দেওয়া হইয়াছিল যে সে পাঞ্জাবে আসিবে তখন আমাকে দেখানো হইল সে নিশ্চয় আসিবে না বরং তাহাকে বাধা দেওয়া হইবে। আমি প্রায় পাঁচশত ব্যক্তিকে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম এবং দুই পাতার একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছিলাম। বস্তুতঃ অবশেষে এইরূপই ঘটিল।

৮৯নং নিদর্শন ঃ আমি সৈয়্যাদ আহমদ খান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, শেষ বয়সে তাহার কিছু কষ্ট দেখা দিবে এবং তাহার আয়ু আর অল্প দিন আছে। এই বিষয়টি বিজ্ঞাপনে ছাপাইয়া দিয়াছিলাম। বস্তুতঃ ইহার পর এক দুষ্ট হিন্দুর সম্পদ আত্মসাতের কারণে শেষ বয়সে সৈয়্যাদ আহমদ খানকে অনেক দুঃখ-বেদনা পোহাইতে হইয়াছিল। ইহার পর তিনি অল্প দিনই জীবিত ছিলেন। এই দুঃখ-বেদনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়া গেল।

৯০নং নিদর্শন ঃ একবার আমার বিরুদ্ধে ডাক বিভাগের আইন অমান্যের মোকদ্দমা চালানো হয়। ইহার শাস্তি ছিল পাঁচশত টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের জেল। বাহ্যতঃ নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ ছিল না। এমতাবস্থায় খোদাতা'লা স্বপ্নে আমাকে জানান যে, এই মোকদ্দমার রফা দফা করিয়া দেওয়া হইবে। এই মোকদ্দমার সংবাদ দাতা ছিল রিলিয়া রাম নামক এক খৃষ্টান। সে অমৃতসরে উকিল ছিল। আমি স্বপ্নে ইহাও দেখিলাম যে, সে আমার দিকে একটি সাপ পাঠাইয়াছে। আমি ঐ সাপকে মাছের ন্যায় ভাজিয়া তাহার দিকে ফেরৎ পাঠাইয়াছি। যেহেতু সে উকিল ছিল, সেহেতু আমার মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত তাহার উপকারে আসিত এবং ভাজা মাছের ন্যায় কাজে লাগিত। বস্তুতঃ ঐ মোকদ্দমা প্রথম শুনানীতেই খারিজ হইয়া গেল।

৯১নং নিদর্শন ঃ আজ হইতে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়া সকল দেশে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ পাঞ্জাবের সকল অংশ, ভারতবর্ষ, আরব দেশসমূহ, পারশ্য, কাবুল, বোখারা, মোট কথা সকল মুসলিম দেশে ইহা পৌছানো হয়। ইহাতে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে- رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ অর্থাৎ খোদার ওহীতে আমার পক্ষ হইতে এই দোয়া ছিল, হে আমার খোদা ! আমি এখন একা। আমাকে একা রাখিও না। তোমার চাইতে উত্তম উত্তরাধিকারী কে আছে ? অর্থাৎ যদিও বর্তমানে আমার সন্তানও আছে, পিতাও আছেন এবং ভাইও আছে, তথাপি আধ্যাত্মিক দিক হইতে এখনো আমি একলা আছি। তোমার নিকট হইতে আমি এইরূপ লোক চাহিতেছি, যাহারা আধ্যাত্মিক দিক হইতে আমার উত্তরাধিকারী হইবে। এই দোয়া এই ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, খোদাতা'লা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপনকারীদের একটি জামাত আমাকে দান করিবেন, যাহারা আমার হাতে তওবা করিবে। অতএব খোদার শোকর যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পুর্ণ হইয়াছে। পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষের হাজার হাজার সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমার হাতে বয়াত করিয়াছে। তদ্রূপ কাবুলের আমীরের রাষ্ট্র হইতে অনেক লোক আমার হাতে বয়াত করিয়াছে। আমার জন্য এই কাজ যথেষ্ট যে, হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে তাহাদের বিভিন্ন ধরনের পাপ হইতে তওবা করিয়াছে। বয়াতের পর হাজার হাজার লোকের মধ্যে আমি এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়াছি যে, যতক্ষণ খোদার হাত কাহাকেও পবিত্র না করে সে কখনো এইরূপ হইতে পারে না। আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি বয়াতের পর আমার হাজার হাজার সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত শিষ্য এইরূপ পবিত্র পরিবর্তন অর্জন করিয়াছে যে, তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটি নিদর্শন হইয়া গিয়াছে। যদিও ইহা ঠিক যে, তাহাদের স্বভাবে পূর্ব হইতেই পুণ্য ও সৌভাগ্যের উপাদান নিহিত ছিল, তথাপি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বয়াত করে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত এইগুলি খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হয় নাই। মোট কথা খোদার সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে আমি একা ছিলাম এবং আমার সহিত কোন জামাত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কোন বিরোধী এ বিষয়টিকে গোপন করিতে পারিবে না যে, হাজার হাজার লোক আমার সাথে আছে। সুতরাং খোদার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এইরূপ হইয়া থাকে, যাহার সাথে খোদার সাহায্য ও সমর্থন থাকে। কে এই কথায় আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে পারে যে, খোদাতা'লা যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ

করিয়া প্রকাশ করা হয়, ঐ সময় আমি একা ও নিঃসঙ্গ বলিয়া খোদাতা'লাই বর্ণনা করিয়াছে এবং খোদা ছাড়া আমার সাথে আর কেহ ছিল না। আমি নিজের আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টিতেও তুচ্ছ ছিলাম। কেননা, তাহাদের পথ ও আমার পথ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও কাদিয়ানের সকল হিন্দু এই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইবে যে, আমি প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগে এক অজ্ঞাত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেছিলাম এবং ঐ সময়ে এইরূপ কোন লক্ষণ বিদ্যমান ছিল না যে, এইরূপ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মত্যাগের সম্পর্ক স্থাপনকারীরা আমার সাথে শামেল হইবেন। এখন বল, এই ভবিষ্যদ্বাণী কি অলৌকিক ব্যাপার নহে ? মানুষ কি ইহার নিয়ন্ত্রক ? যদি মানুষ ইহার নিয়ন্ত্রক হয়, তাহা হইলে বর্তমান যুগ বা পূর্বের যুগ হইতে ইহার কোন দৃষ্টান্ত পেশ কর।

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ۚ اعدّت للكفرين

(অর্থ ঃ কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার – এবং তোমরা এইরূপ করিতে পারিবে না – তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা কর যাহার ইন্ধন মানুষ এবং প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে – অনুবাদক)।

৯২নং নিদর্শন ঃ ইহা ঐ মোবাহালা, যাহা আবদুল হক গযনবীর সহিত অমৃতসরে করা হইয়াছিল। আজ এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। উহাও খোদাতা'লার একটি নিদর্শন। আবদুল হক মোবাহালার জন্য অনেক জিদ করিয়াছিল। তাহার সহিত মোবাহালা করিতে আমার দ্বিধা ছিল। কেননা, যে ব্যক্তির শিষ্যত্বের প্রতি সে নিজেকে আরোপ করিত সেই মরহুম মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেব গযনবী আমার ধারণায় একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যদি আমার যুগ পাইতেন আমি বিশ্বাস করি তিনি আমাকে আমার দাবীর সাথে সাথে গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। কিন্তু ঐ পুণ্যবান পুরুষ আমার দাবীর পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন। তাহার বিশ্বাসে যে সকল ভ্রান্তি ছিল তাহা শাস্তিযোগ্য নহে। কেননা, ইজ্‌তেহাদি ভুল ক্ষমা করা হয়। দাওয়াত দেওয়ার পর এবং 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার পর শাস্তি আরম্ভ হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তিনি মোত্তাকী ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া থাকিতেন। তিনি নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর একবার আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। আমি তাহাকে বলিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার হাতে একটি তলোয়ার। উহার বাঁট আমার হাতে এবং অগ্রভাগ আকাশে। আমি ডানে ও বামে ঐ তলোয়ার চালাইতেছি এবং প্রত্যেক আঘাতে হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদী মরিতেছে। ইহার তা'বীর (ব্যাখ্যা) কী ? তখন তিনি বলেন, ইহা 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়ার তলোয়ার। ইহা এইরূপ একটি হুজ্জত যাহা যমীন হইতে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিবে এবং কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারিবে না। এই যে দেখিলেন কখনো ডানে তলোয়ার চালাইতেছেন এবং কখনো বামে চালাইতেছেন – ইহার অর্থ উভয় ধরনের যুক্তি-প্রমাণ, অর্থাৎ যুক্তিগত ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং খোদাতা'লার তাজা নির্দশনাবলীর দলিল আপনাকে দেওয়া হইবে। অতএব এই দুই পদ্ধতিতে পৃথিবীতে 'হুজ্জত' পূর্ণ হইবে এবং

বিরুদ্ধবাদীরা এই সকল দলিলের সামনে পরিণামে নিরুত্তর হইয়া যাইবে, যেন তাহারা মরিয়া যাইবে। তিনি আরো বলেন, যখন আমি পৃথিবীতে ছিলাম তখন আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এইরূপ কোন মানুষের জন্ম হইবে। এই কথাগুলি তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। ولعنۃ اللہ علی الکاذبین(অর্থ ঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত – অনুবাদক)।

যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন একবার খীরবীতে এবং দ্বিতীয়বার অমৃতসরে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি ইলহাম-প্রাপ্ত ব্যক্তি। আমার একটি উদ্দেশ্য আছে। এই জন্য আপনি দোয়া করুন। কিন্তু আমি আপনাকে বলিব না কি আমার আকাঙ্খা। তিনি বলেন,

در پوشیدہ داشتن برکت است ومن انشاء اللہ دُعا خواہم کرد والہام
امر اختیاری نیست

(অর্থ ঃ গোপন রাখাতে মঙ্গল আছে। আমি ইনশাল্লাহ্ দোয়া করিতে থাকিব। ইলহাম ইচ্ছাকৃত প্রাপ্তির অধিকাভুক্ত নহে – অনুবাদক)। আমার বক্তব্য এই যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ধর্ম দিনের পর দিন অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। খোদা ইহার সাহায্যকারী হউন। ইহার পর আমি কাদিয়ান চলিয়া আসিলাম। ইহার কয়েকদিন পরে ডাকের মাধ্যমে আমি তাহার চিঠি পাইলাম। উহাতে এই লিখা ছিল –

"این عاجز برائے شما دُعا کردہ بود القا شد۔ وَانْصُرنا علی القوم الکافرین۔ فقیر را
کم اتفاق مے افتد کہ بدیں جلدی القا شود این از اخلاص شما مے بینم"

(অর্থ ঃ এই বিনীত লিখক তোমার জন্য দোয়া করিয়াছিল। ফকির-দরবেশের (ইলহামের) সুযোগ পাওয়া খুবই বিরল। তবুও দেখিতেছি তোমার সরলতার জন্যই এল্‌কা (ঐশী ইশারা) পাইলাম– অনুবাদক)।

মোট কথা আবদুল হকের অনেক জেদাজেদীর পর আমি তাহাকে লিখিলাম যে, আমি কোন কলেমায় বিশ্বাসী মুসলমানের সহিত মোবাহালা করিতে চাহি না। সে উত্তরে লিখিল যে, যেক্ষেত্রে আমি তোমার উপর কুফরীর ফতোয়া দিয়া দিয়াছি সেক্ষেত্রে তোমার নিকট আমি কাফের হইয়া গিয়াছি। তাহা হইলে মোবাহালায় আপত্তি কিসের ? মোট কথা তাহার কঠোর জেদাজেদীর পর আমি মোবাহালার জন্য অমৃতসরে আসিলাম। যেহেতু মৌলবী আবদুল্লাহ্ সাহেব মরহুমের জন্য আমার আন্তরিক ভালবাসা ছিল এবং এই পদমর্যাদার জন্য আমি তাহাকে আমার অগ্রদূত মনে করিতাম, অথবা যেরূপে ইয়াহিয়া ঈসার পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছে, সেহেতু আমার হৃদয় আবদুল হকের জন্য কোন বদদোয়া পসন্দ করে নাই। বরং আমার দৃষ্টিতে সে দয়া লাভের যোগ্য ছিল। কেননা, সে জানিত না কাহাকে সে মন্দ বলিতেছে। সে নিজের ধারণায় ইসলামের জন্য এক আত্মাভিমান দেখাইতেছিল এবং জানিত না যে, ইসলামের সমর্থনে খোদার অভিপ্রায় কি ?

যাহা হউক মোবাহালায় সে যাহা চাহিল তাহা বলিল। কিন্তু আমার দোয়ার লক্ষ্যস্থল ছিল আমারই আত্মা। আমি খোদার দরবারে এই সকাতর প্রার্থনাই করিতেছিলাম যে, যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে আমাকে মিথ্যাবাদীদের ন্যায় ধ্বংস করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু যদি আমি সত্যবাদী হই তবে খোদা আমাকে সাহায্য ও সমর্থন করুন। আজ হইতে এগার বৎসর পূর্বে এই মোবাহালা হইয়াছিল। ইহার পর খোদা আমাকে যত সাহায্য ও সমর্থন করিয়াছেন আমি এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে ঐগুলি বর্ণনা করিতে পারি না। ইহা কাহারো নিকট গোপন নহে যে, যখন মোবাহালা করা হইয়াছিল তখন আমার সহিত মাত্র কয়েকজন লোক ছিল, যাহাদিগকে আঙ্গুলে গোণা যাইত ; কিন্তু এখন তিন লক্ষেরও কিছু বেশী লোক আমার নিকট বয়াত করিয়াছেন। আর্থিক সংকট এত বেশী ছিল যে, মাসে, ২০ (বিশ) টাকাও আসিত না। ধার-কর্জ করিতে হইত। এখন আমার জামা'তের সকল শাখা হইতে মাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় হয়। ইহার পর খোদা বড় বড় শক্তিশালী নিদর্শন দেখাইলেন। যে-ই মোকাবেলা করিয়াছে পরিণামে সে-ই বিনাশ হইয়াছে। এই পুস্তকে কেবলমাত্র নমুনাস্বরূপ যে-সকল নিদর্শন লিপিবদ্ধ করা হইল সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে খোদা আমাকে যে কতভাবে সাহায্য করিয়াছেন। খোদায়ী সাহায্যের হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকটি এই পুস্তকে লেখা হইল। কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি লজ্জা ও বিচারবোধ থাকে তবে তাহার জন্য এই কয়েকটি নিদর্শনই আমার সত্যায়নের জন্য যথেষ্ট।

এই হুজ্জত উঠানো হয় যে, আথম নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে মারা যায় নাই এবং খৃষ্টানরা অনেক গালমন্দ দিয়াছে এবং অনেক ঔদ্ধত্য দেখাইয়াছে। বুঝা উচিত যে, খৃষ্টানরা কি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করিত না ? তাঁহাকে (সাঃ) হাসি-বিদ্রূপ করিত না ? আজ পর্যন্ত তাহারা কি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে অবমানিত করার জন্য হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ পুস্তক লেখে নাই ? চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত হাসি-বিদ্রূপ করে নাই ? এই সকল হতভাগ্য লোকের এই সকল কর্মের দ্বারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত কি সন্দেহযুক্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা ইহা দ্বারা তাঁহার কোন অবমাননা হইয়াছে ? আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

(সূরা ইয়াসীন – আয়াত ৩১) অর্থাৎ পরিতাপ বান্দাগণের জন্য ! তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই। দেখাতো উচিত ইহাই যে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার ক্ষেত্রে তাহারা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, না কি ইহা তাহাদের শয়তানী ও দুষ্টামি ছিল ? ইহা প্রমাণিত বিষয় যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আথম কয়েক দিন জীবিত রহিল। অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে পনর মাসের মধ্যে মরিয়া গেল। রুজু (বিরত হওয়া) করার দরুন তাহার মৃত্যুতে বিলম্ব হইয়াছিল। এই কথা জগদ্বাসী জানে যে, আথম প্রায় ৭০ (সত্তর) জন লোকের সম্মুখে দাজ্জাল বলা হইতে রুজু করিল। তদ্দরুন খোদা কয়েক মাস পর্যন্ত তাহার মৃত্যুতে বিলম্ব ঘটাইলেন।

অতঃপর অল্প কিছুদিন পর তাহাকে এই পৃথিবী হইতে উঠাইয়াও লইলেন। কেননা, দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহাও ছিল যে, যদিও বিলম্ব করা হইয়াছে তথাপি আথম পনর মাসের মধ্যে মারা যাইবে। বস্তুতঃ তাহার মৃত্যুর এগার বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু আমি এখনো জীবিত আছি। আথম কি প্রায় (সত্তর) জন ব্যক্তির সম্মুখে দাজ্জাল বলা হইতে রুজু করে নাই ? এমতাবস্থায় তাহাকে কিছুটা সময় দেওয়া কি উচিত ছিল না ? এই কথা মনে হইলে আমি বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়া যাই কেন এই সুস্পষ্ট ও অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করা হয়। অবশেষে বলিতে হয়, যে সকল হৃদয়ে পর্দা আছে তাহারা সকল কথাও বুঝে না। তাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়াও খৃষ্টানদিগকে সাহায্য করে এবং لعنت الله على الكاذبين (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত – অনুবাদক)-এর সতর্কবাণীকেও ভয় করে না। কোন মানুষ মিথ্যারোপের দ্বারা জয়যুক্ত হইতে পারে না। মিথ্যারোপকারীর পরিণতি লাঞ্ছনা ও অবমাননা। পরিণামে সত্য বিজয় হয়।

আবদুল হকের সহিত মোবাহালা করার পর আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন সংক্রান্ত যে পরিমাণ ইলহাম আমার নিকট হইয়াছে এবং ঐগুলি যে মর্যাদা ও পরাক্রমের সহিত পূর্ণ হইয়াছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনায় আমার ঐ সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ, যেইগুলি মোবাহালার পর লিখিত হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা দেখিয়া লউন। ঐগুলি বারংবার বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিতেছি, আমি মোবাহালা করিয়া কেবলমাত্র নিজের গৃহে আসিয়াছি তখনই খোদার সাহায্য ও সমর্থন সংক্রান্ত ইলহাম শুরু হইয়া গেল। * খোদা আমাকে অবিরাম সুসংবাদ দেন এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমি পৃথিবীতে তোমাকে এক বিরাট মর্যাদা দিব। তোমাকে একটি বড় জামা'ত দিব এবং তোমার জন্য বড় বড় নিদর্শন দেখাইব। তোমার জন্য সকল আশিসের দ্বার উন্মুক্ত করিব। বস্তুতঃ এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কয়েক লক্ষ মানুষ আমার জামা'তে প্রবেশ করে। তাহারা এই পথে নিজেদের জীবন কোরবানী করিতেছে। ঐ সময় হইতে আজ পর্যন্ত দুই লক্ষেরও বেশী টাকা আসিয়াছে। চারিদিক হইতে এইভাবে উপঢৌকন আসিয়াছে যে, যদি ঐগুলিকে জমা করা হইত তবে ঐগুলিতে কয়েকটি কক্ষ ভরিয়া যাইত। বিরুদ্ধবাদী লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইল এবং আমাকে বিনাশ করিতে চাহিল। কিন্তু সকলের মুখ কালো হইল। প্রত্যেক মোকদ্দমায় পরিশেষে আমার সম্মান রক্ষা হইল এবং তাহারা ব্যর্থ হইল। মোবাহালার পর আমার তিনটি ছেলেরও জন্ম হইল। খোদা সম্মানের সহিত এই জগতেই আমাকে খ্যাতি দিয়াছেন। হাজার হাজার সম্মানিত ব্যক্তি আমার জামা'তে প্রবেশ করিয়াছে। নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখ, যে সকল লোক এ বিষয়ে অবহিত ছিল যে, মোবাহালার পূর্বে আমার সম্মান কি ছিল, আমার জামা'তে কত লোক ছিল, আমার আয় কি পরিমাণ ছিল এবং আমার কয়টি সন্তান ছিল এবং ইহার পর কতখানি উন্নতি হইল, তাহারা যতই দুশমন হউক

* টীকা ঃ যদি কাহারো সন্দেহ হয় তবে তিনি মোবাহালার পর আমি যে-সকল ইলহাম প্রকাশ করিয়াছি ঐগুলি আমার গ্রন্থাদিতে ও পত্রিকায় দেখিয়া নিন।

তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে মোবাহালার পর খোদা আশিসের পর আশিসদানের মাধ্যমে আমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন। এখন আব্দুল হককে জিজ্ঞাসা করা উচিত মোবাহালার পর সে কোন্ আশিস লাভ করিয়াছে ? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, ইহা একটি খোলাখুলি মোযেজা। সম্ভবতঃ অচিরে অন্ধও ইহা দেখিতে পাইবে। কিন্তু আক্ষেপ ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা রাত্রিতে দেখে এবং দিনে অন্ধ হইয়া যায় ! মোবাহালার দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমার উপর আশিসের বারিধারা বর্ষিত হইতেছে। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ, আমি তোমার জন্য আকাশ হইতে বর্ষণ করিব এবং যমীন হইতে বাহির করিব। অতএব তিনি আমার সহিত তদ্রূপই আচরণ করিলেন। তিনি আমাকে এতসব পুরস্কার দিলেন এবং এতসব নিদর্শন দেখাইলেন, যাহা আমি গণনা করিতে পারি না। তিনি আমাকে এত সম্মান দিয়াছেন যে, কয়েক লক্ষ মানুষ আমার পায়ে পড়িতেছে।

৯৩নং নিদর্শন ঃ ইহা আমার উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। তাহা এই যে, পৈতৃক সম্পত্তির কোন কোন দখলবিহীন শরীক, যাহারা কাদিয়ানের মালিকানা সত্ত্বেও আমাদের শরীক ছিল, তাহারা গুরুদাসপুরের আদালতে 'প্রিয়েমশন' (অগ্র-ক্রয়)-এর দাবী করিল। তখন আমি দোয়া করিলাম তাহারা যেন নিজেদের মোকদ্দমায় ব্যর্থ হয়। ইহার জবাবে খোদাতা'লা বলেন كُلّ دُعاءك الاّ فى شركاءك অর্থাৎ আমি তোমার সকল দোয়া কবুল করিব, কিন্তু শরীকদের সম্পর্কে দোয়া কবুল করিব না। * তখন আমি বুঝিলাম এই আদালতেই বা পরিশেষে অন্য কোন আদালতে দাবীদাররা জয়ী হইবে। এই ইলহাম এত জোরে হইয়াছিল যে, আমি মনে করিলাম সম্ভবতঃ ইহা নিকটবর্তী মহল্লার লোকদের কাছে পৌঁছিয়াছে। আমি আল্লাহ্‌তা'লার এই ইচ্ছা সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া গৃহে গেলাম। আমার ভ্রাতা মির্যা গোলাম কাদের মরহুম ঐ সময় জীবিত ছিলেন। গৃহের সকল লোকের সম্মুখে আমি তাঁহাকে সকল অবস্থা বলিয়া দিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এখন আমি মোকদ্দমায় অনেক টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। যদি পূর্বেই বলিতে তবে আমি মোকদ্দমা করিতাম না। কিন্তু তাঁহার এই আপত্তি কেবল কথার কথা ছিল। নিজের সফলতা ও বিজয় সম্পর্কে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম আদালতেতো তিনি জয়ী হইলেন। কিন্তু চীফ কোর্টে দাবীদার কৃতকার্য হইয়া গেলেন এবং সকল আদালতের খরচ আমাদের উপর বর্তাইল। ইহা ছাড়া মোকদ্দমার তদবীরের জন্য যে টাকা ধার করিতে হইয়াছিল তাহাও দিতে হইল। এইভাবে কয়েক হাজার টাকার লোকসান হইল। ইহাতে আমার ভ্রাতা খুবই কষ্ট পাইলেন। কেননা, আমি তাহাকে কয়েকবার বলিয়াছিলাম শরীকেরা নিজেদের অংশ মির্যা আযম বেগ লাহোরীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে। আপনার অধিকার অর্ধেকের উপর। টাকা দিয়া নিন। কিন্তু

টীকা ঃ এই বাক্যটিই উর্দূতে ইলহাম হইয়াছিল। এই ইলহামের বাক্যে খোদা এই অধম বান্দাকে যেরূপে সম্মান দিয়াছেন, বলা বাহুল্য এইরূপ বাক্য ভালবাসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ বাক্য সকলের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

তিনি ইহা গ্রহণ করিলেন না এবং সময় হাত ছাড়া হইল। এই জন্য তিনি আক্ষেপ করিতে থাকেন কেন আমি খোদার ইলহাম অনুযায়ী কাজ করিলাম না। এই ঘটনা এত প্রসিদ্ধ যে, প্রায় পঞ্চাশ ব্যক্তি ইহা জানে। কেননা, এই ইলহাম অনেক লোককে শুনানো হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হিন্দুও আছে।

৯৪নং নিদর্শন ঃ একবার আমি লুধিয়ানা হইতে রেল গাড়ীতে কাদিয়ানের দিকে যাইতেছিলাম। আমার সহিত আমার খাদেম শেখ হামেদ আলী ও আরো কয়েক ব্যক্তিও ছিলেন। যখন কিছুটা পথ অতিক্রম করিলাম তখন কিছুটা তন্দ্রার মধ্যে আমার নিকট ইলহাম হইল, "অর্ধেক তোমার এবং অর্ধেক আমালিকের"। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এই কথা প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, ইহা উত্তরাধিকারের অংশ, যাহা কোন উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর মাধ্যমে আমি লাভ করিব। ইহা ছাড়া হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, আমালিকের অর্থ আমার চাচাতো ভাই। সে আমার বিরোধিতাও করিত এবং আকৃতিতে লম্বাও ছিল, যেন খোদা আমাকে মূসা এবং তাহাকে মূসার বিরোধী সাব্যস্ত করিলেন। যখন আমি কাদিয়ানে পৌছিলাম তখন জানিলাম আমাদের শরীকদের মধ্য হইতে ইমাম বিবি নামক এক মহিলা যকৃতজনিত দাস্তের দরুন অসুস্থ। বস্তুতঃ সে কয়েক দিন পর মরিয়া গেল। আমরা দুই পক্ষ ছাড়া তাহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এই জন্য তাহার জমির অর্ধেক আমার অংশে আসিল এবং অর্ধেক জমি আমার চাচাতো ভাইদের অংশে গেল। এইভাবে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল, যাহার পূর্ণ হওয়ার ও বর্ণনার ব্যাপারে একদল লোক সাক্ষী আছে। এতদ্ব্যতীত শেখ হামেদ আলীও ইহার সাক্ষী, যে এখনো জীবিত আছে।

৯৫নং নিদর্শন ঃ একবার আমাকে লুধিয়ানা হইতে পাটিয়ালা যাইতে হইল। আমার সঙ্গে ঐ শেখ হামেদ আলী ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল হুশিয়ারপুর জেলার ফতেহ খান নামে টাণ্ডা সংলগ্ন এক গ্রামের অধিবাসী। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল আম্বালা সেনা নিবাসের আবদুর রহীম নামের অন্য এক ব্যক্তি। আরও অনেক ব্যক্তি ছিল। তাহাদের নাম আমার স্মরণ নেই। যে সকালে আমাদের ট্রেনে চড়ার কথা ছিল সে-দিন ভোরে আমাকে ইলহামের মাধ্যমে জানানো হইয়াছিল যে, এই সফরে কিছু লোকসান হইবে এবং কিছু কষ্টও হইবে। আমি আমার সকল সফর সঙ্গীকে বলিলাম, নামায পড়িয়া দোয়া করিয়া লও। কেননা, আমার নিকট এই ইলহাম হইয়াছে। বস্তুতঃ সকলে দোয়া করিল। অতঃপর আমরা ট্রেনে চড়িয়া স্বাচ্ছন্দে পাটিয়ালা পৌছিয়া গেলাম। যখন আমরা ষ্টেশনে পৌছিলাম তখন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধি মোহাম্মদ হাসান ও তাহার সকল কর্ম কর্তা / কর্মচারী সহ, যাহারা সম্ভবতঃ আঠারটি গাড়ীতে আরোহিত ছিল, সম্বর্ধনার জন্য উপস্থিত দেখিলাম। যখন আরো সম্মুখে অগ্রসর হইলাম তখন সম্ভবতঃ প্রায় সাত হাজার সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ শহরবাসীকে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত দেখিলাম। এ পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় গেল। কোন ক্ষতি হইল না, বা কোন কষ্ট হইল না। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসার ইচ্ছা হইল তখন ঐ মন্ত্রী সাহেবই নিজের ভাই সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব সহ যিনি আজকাল সম্ভবতঃ কাউন্সিল সদস্য, আমাকে ট্রেনে উঠাইয়া দিতে ষ্টেশনে আমার সঙ্গে গেলেন। তাহাদের সহিত ঝিঝিরের অধিবাসী মরহুম নবাব আলী

মোহাম্মদ খান সাহেবও ছিলেন। যখন আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম তখনও ট্রেন ছাড়ার কিছুটা বিলম্ব ছিল। আমি সেখানেই আসরের নামায পড়ার ইচ্ছা করিলাম। এই জন্য আমি জুব্বা খুলিয়া ওযু করিতে চাহিলাম এবং মন্ত্রী সাহেবের এক কর্মচারীর হাতে জুব্বা দিলাম। অতঃপর জুব্বা পরিয়া নামায পড়িলাম। এই জুব্বায় পথ খরচের জন্য কিছু টাকা ছিল। এই টাকা হইতে ট্রেনের ভাড়াও দেওয়ার কথা। যখন টিকেট নেওয়ার সময় আসিল তখন টিকেট কিনার নিমিত্তে টাকার জন্য পকেটে হাত ঢুকাইয়া দেখি যে, যে রুমালে টাকা ছিল তাহা হারাইয়া গিয়াছে। মনে হয় জুব্বা খোলার সময় তাহা কোথাও পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের পরিবর্তে আমি খুশী হইলাম যে, ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর টিকেটের ব্যবস্থা করিয়া আমরা ট্রেনে উঠিয়া পড়িলাম। যখন আমরা দোরাহা ষ্টেশনে পৌছলাম তখন সম্ভবতঃ রাত্রি দশ ঘটিকা ছিল। সেখানে ট্রেন কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য থামিত। আমার এক সঙ্গী শেখ আবদুর রহীম এক ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিল, লুধিয়ানা কি আসিয়া গিয়াছে ? সে দুষ্টামী বশতঃ বা নিজের কোন স্বার্থে উত্তর দিল, হাঁ আসিয়া গিয়াছে। তখন আমরা নিজেদের সমস্ত মাল-পত্রসহ শীঘ্র নামিয়া পড়িলাম। এরই মধ্যে ট্রেন চলা শুরু করিল। নামার সঙ্গে সঙ্গেই এক জনহীন ষ্টেশন দেখিয়া বুঝা গেল যে, আমাদিগকে ধোঁকা দেওয়া হইয়াছে। উহা এইরূপ জনহীন ষ্টেশন ছিল যে, সেখানে বসার জন্য চারপাইও পাওয়া যাইত না এবং সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল না। এই ঘটনায় ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশও পূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে আমি এত আনন্দিত হইলাম যেন এখানে কেহ আমাদিগকে বড় ধরনের নিমন্ত্রণ দিয়াছে এবং যেন আমরা সব ধরনের সুস্বাদু খাদ্য পাইয়া গেলাম। ইহার পর ষ্টেশন মাষ্টার নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে, কেহ খামাখা দুষ্টামী করিয়া আপনাদিগকে কষ্ট দিয়াছে। তিনি বলেন, দুপুর রাতে একটি মালগাড়ী আসিবে। যদি জায়গা থাকে তবে আমি আপনাদিগকে ঐ গাড়ীতে বসাইয়া দিব। তখন তিনি এই বিষয়টি জানার জন্য টেলিগ্রাম করেন। উত্তর আসিল যে, জায়গা আছে। তখন আমরা দুপুর রাত্রিতে মাল গাড়ীতে উঠিয়া লুধিয়ানা পৌঁছিয়া গেলাম। এই সফরটি যেন এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্যই ছিল।

৯৬নং নিদর্শন ঃ একবার লুধিয়ানার ধনাঢ্য ব্যক্তি নবাব আলী মোহাম্মদ খান আমাকে চিঠি লেখেন যে, আমার আয়ের কোন কোন উৎস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐগুলি যাহাতে খুলিয়া যায় সেজন্য আপনি দোয়া করুন। যখন আমি দোয়া করিলাম তখন আমার নিকট ইলহাম হইল যে, উৎসগুলি খুলিয়া যাইবে। আমি তাহাকে চিঠির মাধ্যমে ইহা জানাইয়া দিলাম। অতঃপর মাত্র দুই চার দিন পর ঐ সকল আয়ের উৎস খুলিয়া গেল এবং তাঁহার গভীরভাবে বিশ্বাস হইয়া গেল। একবার তিনি তাঁহার কোন কোন গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার প্রতি একটি চিঠি ছাড়েন। যে মুহূর্তে তিনি ঐ চিঠি ডাকে দেন ঠিক ঐ মুহূর্তে আমার নিকট ইলহাম হইল যে, এই বিষয় সম্পর্কিত চিঠি তাঁহার তরফ হইতে আমার নিকট আসিবে। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট এই চিঠি লিখিলাম যে, আপনি এই বিষয়ে আমার নিকট চিঠি প্রেরণ করিবেন। পরের দিন ঐ চিঠি আসিয়া গেল। যখন তিনি আমার চিঠি পাইলেন তখন তিনি অবাকের সমুদ্রে ডুবিয়া গেলেন যে, কীভাবে অদৃশ্যের খবর পাওয়া গেল। কেননা, তাঁহার এই গোপন খবর কেহ জানিত না। তাঁহার বিশ্বাস এতখানি বাড়িয়া গেল যে, তিনি প্রেম ও

ভালবাসায় বিলীন হইয়া গেলেন। তিনি স্মৃতি চারণমূলক একটি ছোট পুস্তকে উক্ত দুইটি নিদর্শনই লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকটি তিনি সর্বদাই নিজের কাজে কাছে রাখিতেন। যখন আমি পাতিয়ালা গেলাম এবং উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যখন মন্ত্রী সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল তখন ঘটনা ও নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে কিছু কথা হইল। তখন মরহুম নবাব সাহেব একটি ছোট পুস্তক নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া মন্ত্রী সাহেবের সামনে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, আমার ঈমান ও ভালবাসার কারণ তো এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা এই পুস্তকে উল্লেখ আছে। যখন কিছু কাল পরে তাঁহার মৃত্যুর একদিন পূর্বে আমি তাঁহাকে দেখার জন্য লুধিয়ানায় তাঁহার বাড়ীতে গেলাম তখন তিনি অর্শ্ব রোগে খুব দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন এবং অনেক রক্ত পড়িতেছিল। এই অবস্থায় তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ঘরের ভিতরে গেলেন ও ঐ ছোট পুস্তকটিই লইয়া আসেন এবং বলেন, ইহা আমি প্রাণ প্রিয় বস্তু হিসাবে রাখিয়াছি এবং ইহা দেখিলে আমি সান্ত্বনা লাভ করি। তিনি আমাকে ঐ স্থান দেখান, যেখানে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী দুইটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি হইল বা অতিবাহিত হইল তখন তিনি মারা গেলেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। আমি বিশ্বাস করি এখনো তাঁহার গ্রন্থাগারে ঐ পুস্তকটি আছে।

৯৭নং নিদর্শন ঃ ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আল্ হাকাম ও আল্ বদর পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি হইল ঃ تخرج الصدور الى القبور

খোদাতা'লার তরফ হইতে আমাকে ইহার অর্থ বুঝানো হইয়াছিল যে, পাঞ্জাবের নেতৃ স্থানীয় মৌলবীগণ, যাহাদিগকে নিজ নিজ জায়গায় মুফতী মনে করা হইয়া থাকে এবং যাহারা অধীনস্থ মৌলবীদের গুরু ও নেতা, তাহারা এই ইলহামের পর কবরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ইহার পর সকল মৌলবীর নেতাদের নেতা মৌলবী নজির হোসেন দেহলবী এই পৃথিবী ত্যাগ করেন। তিনিই আমার সম্পর্কে সর্বাগ্রে ফতওয়া দানকারী ছিলেন। তিনি আমার সম্পর্কে কুফরীর ফতওয়া দিয়াছিলেন। তিনি মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর গুরু ছিলেন। তিনি মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর ফতওয়া চাওয়ার ভিত্তিতে আমার সম্পর্কে এই কথা লিখিয়াছিলেন যে, এইরূপ ব্যক্তি পথভ্রষ্ট, পথভ্রষ্টকারী এবং ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত এবং এইরূপ লোককে মুসলমানদের কবরে দাফন করা উচিত নহে। এই মৌলবী এই ফতওয়া দিয়া সারা পাঞ্জাবে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন। মানুষ এতখানি ভয় পাইয়াছিল যে, আমার সহিত করমর্দন করিতেও তাহারা বিরাগ হইয়া পড়িয়াছিল, হয়ত বা এতটুকু সম্পর্ক রাখার দরুনও তাহারা না পাছে কাফের হইয়া যায়। তারপর মৌলবী গোলাম দস্তগীর কাসুরী ঐ বুযুর্গ ছিলেন, যিনি আমার বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া দেওয়ার জন্য মক্কা মোয়ায্যমা হইতে কুফরীর ফতওয়া আনাইয়াছিলেন। তিনিও নিজের এক তরফা মোবাহালার পর মারা গেলেন। আফসোস, নিজেদের ফতওয়া ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য মক্কাবাসীরা তাহার এই মৃত্যুর খবর পান নাই। তারপর লুধিয়ানার মুফতী মৌলবী মোহাম্মদ, মৌলবী আবদুল্লাহ, মৌলবী আবদুল আযীয মোবাহালার কায়দায় কয়েকবার 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' (মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক –

অনুবাদক) বলিয়াছিল। তাহারাও এই ইলহামের পর ইহকাল ত্যাগ করিল। তারপর অমৃতসরের মুফতী মৌলবী রসূল বাবারও ভবলীলা সাঙ্গ হইল। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবের অনেক মৌলবী এবং ভারতের কোন কোন মৌলবী এই ইলহামের পর এই পৃথিবী ত্যাগ করেন। যদি এই সকল লোকের তালিকা লেখা হয় তবে উহাও একটি পুস্তকে পরিণত হইবে। যে পর্যন্ত লিখিলাম তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট। যদি কেহ ইহাতে পরিতৃপ্ত না হয় তবে আমি একটি দীর্ঘ তালিকা দিতে পারি।

৯৮নং নিদর্শন ঃ শেঠ আবদুর রহমান সাহেব মাদ্রাজের একজন ব্যবসায়ী। তিনি জামাতের প্রথম সারির নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি কাদিয়ানে আসিয়াছিলেন। তাহার ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু একটা গোলমাল ও পেরেসানী দেখা দিয়াছিল। তিনি দোয়ার জন্য আবেদন করেন। তখন এই ইলহাম হইল ঃ

قادر ہے وہ بارگہ ٹوٹا کام بناوے- بنا بنایا توڑ دے کوئی اُس کا بھید نہ پاوے

এই ইলহামী কথাগুলির এই অর্থ ছিল যে, খোদাতা'লা নষ্ট হইয়া যাওয়া কাজকে ঠিক করিয়া দিবেন। কিন্তু অতঃপর কিছুকাল পরে ঠিক হইয়া যাওয়া কাজকে নষ্ট করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ এই ইলহাম কাদিয়ানেই শেঠ সাহেবকে শুনানো হইল। অল্প কিছু দিন পরেই খোদাতা'লা তাহার ব্যবসায় উৎকর্ষ সৃষ্টি করেন এবং অদৃশ্য হইতে এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করা হইল যে, আর্থিক উন্নতি শুরু হইয়া গেল। কিন্তু কিছুকাল পরে ঐ ঠিক হইয়া যাওয়া কাজ নষ্ট হইয়া গেল।

৯৯নং নিদর্শন ঃ একবার ফজরের সময় ইলহাম হইল যে, আজ হাজী আরবাব মোহাম্মদ লস্কর খানের আত্মীয়ের টাকা আসিবে। বস্তুতঃ আমি কাদিয়ানের দুইজন আর্য শরমপত ও মালাওয়ামলকে ভোরে অর্থাৎ ডাক আসার বহু পূর্বেই এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বলিয়া দিলাম। কিন্তু ধর্মীয় বিদ্বেষের দরুন এই দুইজন আর্য জেদ ধরিয়া বসিল যে, "আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণী তখনই মানিব যখন আমাদের মধ্য হইতে কোন একজন ডাক ঘরে যাইবে"। ঘটনাক্রমে পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারও হিন্দুই ছিল। তখন আমি তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিলাম। যখন ডাক আসার সময় হইল তখন ঐ দুই জনের মধ্যে মালাওয়ামল আর্য্য ডাক লইবার জন্য গেল এবং সে একটি চিঠি আনিল। ইহাতে লেখা ছিল যে, সরুর খান মং . . . . . টাকা প্রেরণ করিয়াছে। এখন এই নূতন ঝগড়া দেখা দিল এই সরুর খান কে। সে কি মোহাম্মদ লস্কর খানের কোন আত্মীয় কি না ? প্রকৃত সত্য জানার জন্য এই বিষয়ে ফয়সালা চাওয়ার অধিকার আর্যদের ছিল। 'আসায়ে মূসা' এর গ্রন্থকার একাউনটেন্ট মুন্সী ইলাহী বখ্শ সাহেব, যিনি ঐ সময় মরদানস্থ হুতিয়ে ছিলেন এবং তখনও বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না, তাহাকে চিঠি লেখা হইল যে, এখানে বিতর্ক দেখা দিয়াছে এবং জানার বিষয় এই সরুর খান কি মোহাম্মদ লস্কর খানের কোন আত্মীয় কি না। কয়েক দিন পরে মরদানের হুতি হইতে মুন্সী ইলাহী বখ্শ সাহেবের উত্তর আসিল। উহাতে লেখা ছিল সরুর খান আরবাব লস্কর খানের পুত্র। তখন উভয় আর্য লা জবাব হইয়া পড়িল। এখন দেখ, ইহা এই প্রকারের অদৃশ্যের জ্ঞান যাহা বিবেক-বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না যে, খোদা ছাড়া অন্য কেহ ইহার নিয়ন্ত্রক

হইতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উভয় দিকে বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষ্য আছে। তাহাদের সম্পর্কে আমি বলিয়াছি যে, তাহাদিগকে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন চিঠি আনার জন্য পোষ্ট অফিসে গিয়াছিল। অন্যদিকে আছে একাউনটেন্ট মুন্সী ইলাহী বখ্‌শ সাহেব। তিনি আজকাল লাহোরে আছেন। তিনি আমার বিরোধিতায় নিজের পুস্তক 'আসায়ে মূসা' প্রকাশ করেন এবং আমার সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা তাহাই লেখেন। হাঁ, আমি এতখানি বলিতেছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যায়ণের জন্য এই উভয় দিকের সাক্ষীকে কেবল সাধারণভাবে নহে, বরং হলফের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করা উচিত। কেননা, মালাওয়ামল ও শরমপত ঐ বিদ্বেষভাবাপন্ন আর্য, যাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণে বিজ্ঞাপন দিয়াছে এবং মুন্সী ইলাহী বখ্‌শ সাহেব ঐ মুন্সী সাহেব, যিনি আমার বিরুদ্ধাচরণে "আসায়ে মূসা" রচনা করিয়া অনেককে ধোঁকা দিয়াছে। অতএব কসম ছাড়া উপায় নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি অন্যান্য অনেক লোকও জানে । লোকেরা ইহাও জানে যে, মুন্সী সাহেবকে চিঠি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার নিকট হইতে উপরোল্লিখিত উত্তর আসিয়াছিল। এই জন্য কোন মতেই ইহা সম্ভব নহে যে, ঐ দুইজন আর্য এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে। যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে এই বিষয়টিতো এখনো ফয়সালা হইতে পারে যে, সরুর খানের সহিত আরবার লস্কর খানের কোন সম্পর্ক আছে কি নাই।

১০০নং নিদর্শন ঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ার ঐ ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা উহার ২৪১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা এইরূপ ঃ

لا تيأس من روح الله ۔ الا ان روح الله قريب ۔ الا ان نصر الله قريب ۔ يأتيك من كل فج عميق ۔ يأتون من كل فج عميق ۔ ينصرك الله من عنده ۔ ينصرك رجال نوحي اليهم من السماء ۔ ولا تصعر لخلق الله ولا تسئم من الناس

অমৃতসরের সফীরে হিন্দ প্রেস হইতে ১৮৮১ ও ১৮৮২ সালে মুদ্রিত বারাহীনে আহমদীয়ার ২৪১ পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) খোদার আশিস হইতে হতাশ হইও না। এই কথা শুনিয়া রাখ যে, খোদার আশিস নিকটবর্তী। সাবধান হও। খোদার সাহায্য নিকটবর্তী। ঐ সাহায্য সকল পথ দিয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে। সকল পথ দিয়া লোকেরা তোমার নিকট আসিবে। তাহারা এত বিপুল সংখ্যায় আসিবে যে, যে সকল রাস্তা দিয়া তাহারা আসিবে ঐগুলিতে গভীর গর্ত হইয়া যাইবে। খোদা নিজের তরফ হইতে তোমাকে সাহায্য করিবেন। ঐ সকল লোক তোমাকে সাহায্য করিবে, যাহাদের হৃদয়ে আমি এল্‌কা (প্রেরণা) করিব। কিন্তু তোমার উচিত হইবে খোদার যে সকল বান্দা তোমার নিকট আসিবে তুমি তাহাদের সহিত মন্দ আচরণ করিবে না। তোমার আরো উচিত হইবে তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষাতে ক্লান্ত হইবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে যখন ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা এই যুগের ভবিষ্যদ্বাণী, যখন আমি নিভৃত কোণে গুপ্ত ছিলাম এবং যাহারা আজ আমার সাথে আছে তাহাদের কেহই আমাকে

জানিত না। আমি ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, যাহারা কোন সম্মান ও ঐশ্বর্যের দরুন পৃথিবীতে আলোচিত হয়। মোটকথা, আমার কিছুই ছিল না। আমি কেবল একজন সাধারণ মানুষ ছিলাম। আমি অজ্ঞাত ছিলাম। এক ব্যক্তিও আমার সহিত সম্পর্ক রাখিত না, কেবল মাত্র গুটি কয়েক জন ছাড়া যাহারা পূর্ব হইতেই আমার পরিবারের জানা শুনা ছিল। ইহা ঐ ঘটনা, যাহার সম্পর্কে কাদিয়ানবাসীদের মধ্যে কেহই ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দিতে পারে না। ইহার পর খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার জন্য নিজের বান্দাদিগকে আমার প্রতি মনোযোগী করিয়া দিলেন এবং দলে দলে লোক কাদিয়ানে আসিল এবং আসিতেছে। লোকেরা নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী এবং সব ধরনের উপঢৌকন এত বিপুল পরিমাণে দিয়াছে এবং দিতেছে, যাহা আমি হিসাব করিতে পারি না। মৌলবীদের পক্ষ হইতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। তাহারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাহাতে মানুষ আমার প্রতি মনোযোগী না হয়। এমনকি তাহারা মক্কা হইতেও ফতওয়া চাহিয়া আনিল। প্রায় দুইশত মৌলবী আমার উপর কুফরীর ফতওয়া দেয়। বরং হত্যার যোগ্য বলিয়াও তাহারা ফতওয়া ছাপাইয়া দেয়। কিন্তু তাহারা নিজেদের সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়। পরিণাম এই হইল যে, আমার জামাত পাঞ্জাবের সকল শহরে ও গ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও বীজ বপিত হইল। এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন ইংরেজও ইসলামে দীক্ষিত হইয়া এই জামা'তে প্রবেশ করিল। দলে দলে লোকেরা এত বিপুল সংখ্যায় কাদিয়ানে আসিল যে, এককা গাড়ীর (এক ঘোড়ার গাড়ী) সংখ্যাধিক্যে কাদিয়ানেও রাস্তার কয়েক জায়গা ভাঙ্গিয়া গেল। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি গভীরভাবে ভাবা উচিত এবং অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবা উচিত। যদি ইহা খোদার তরফ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী না হইত তবে বিরোধিতার যে তুফান উঠিয়াছিল এবং সারা পাঞ্জাবের ও ভারতবর্ষের লোক আমার প্রতি এতখানি বিরাগভাজন হইয়াছিল যে, তাহারা আমাকে পায়ের নীচে পিষিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। তদবস্থায় এই সকল লোক তাহাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সফল হইয়া যাইত এবং আমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহারা সকলেই ব্যর্থ হইল। আমি জানি তাহাদের এত হৈ চৈ এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য এত প্রচেষ্টা এবং আমার বিরোধিতায় যে ভয়ানক তুফান সৃষ্টি করা হয়–এইগুলি এই জন্য ছিল না যে, খোদা আমাকে বিনাশ করার সংকল্প করিয়াছিলেন। বরং এইগুলি এই জন্য সংঘটিত হইয়াছিল যাহাতে খোদাতা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে ঐ সকল লোকের মোকাবেলায় সর্বশক্তিমান খোদা, যিনি কাহারো নিকট পরাস্ত হন না, তিনি স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় শক্তির নিদর্শন প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ তিনি তদ্রূপই করিলেন। কে জানিত এবং কে ইহার সন্ধান রাখিত যে, যখন আমাকে একটি ছোট বীজের ন্যায় বপন করা হইল এবং অতঃপর হাজার হাজার পায়ের নীচে পিষা হইল, ঝড় উঠিল, তুফান আসিল এবং আমার এই ক্ষুদ্র বীজের উপর বিদ্রোহের বন্যা বহিয়া গেল, তদসত্ত্বেও আমি এই সকল আঘাত হইতে বাঁচিয়া যাইব ? অতএব ঐ বীজ খোদার ফযলে বিনষ্ট হইল না বরং উহা বৃদ্ধি পাইল, সতেজ হইল এবং আজ উহা একটি বড় বৃক্ষ, যাহার ছায়াতলে তিন লক্ষ মানুষ বিশ্রাম করিতেছে। ইহা খোদার কাজ, যাহা অনুধাবন করিতে মানবীয় শক্তি অক্ষম। তিনি কাহারো দ্বারা পরাস্ত হইতে পারেন না। হে লোকেরা ! কখনোতো খোদার নিকট লজ্জিত হও ! ইহার দৃষ্টান্ত কি কোন বানোয়াটকারীর জীবনের ঘটনাবলী হইতে

উপস্থাপন করিতে পার ? যদি এই কাজ মানুষের হইত তবে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করার এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য এত কষ্ট করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বরং আমাকে মারার জন্য খোদাই যথেষ্ট ছিলেন। যখন দেশে প্লেগ ছড়াইয়া পড়িল তখন কিছু লোক দাবীর সহিত বলিল যে, এই ব্যক্তি প্লেগে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু খোদার অদ্ভুত কুদরত যে, ঐ সকল লোক নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গেল। খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, আমি তোমাকে রক্ষা করিব এবং প্লেগ তোমার নিকটে আসিবে না। বরং আমাকে ইহাও বলা হইল যেন আমি লোকদিগকে ইহা বলি যে, আমাকে আগুনের (অর্থাৎ প্লেগের) ভয় দেখাইও না। আগুন আমার দাস বরং দাসেরও দাস। ইহা ছাড়া আমাকে বলা হয়, আমি তোমার এই গৃহের হেফাযত করিব এবং এই গৃহের চার দেয়ালের অভ্যন্তরে যাহারা বাস করে তাহারা প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে। বস্তুতঃ এইরূপই হইল। এই অঞ্চলের সকলে জানে প্লেগের আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম বিনাশ হইয়া গেল এবং আমাদের চারপাশে কেয়ামতের দৃশ্য ছিল। কিন্তু খোদা আমাদিগকে রক্ষা করিলেন।

১০১নং নিদর্শন ঃ যখন আমি ১৯০৪ সালে করম দীনের ফৌজদারী মামলার দরুন ঝিলামে যাইতেছিলাম তখন পথে আমার নিকট ইলহাম হইল اُرِيكَ بَرَكَاتٍ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ অর্থাৎ প্রত্যেক দিক হইতে তোমাকে কল্যাণ দেখাইব। আর এই ইলহাম তখনই জামা'তের সকলকে শুনাইয়া দেওয়া হইল। বরং ইহা আল্ হাকাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। এই ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে পূর্ণ হইল * যে, যখন আমি ঝিলামের নিকটে পৌঁছিলাম তখন প্রায় দশ হাজারের বেশী লোক আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিল। সকল রাস্তায় মানুষ ছিল। তাহারা এত বিনীত অবস্থায় ছিল যেন সিজদা করিতেছিল। তদুপরি জিলা কোর্টের চারিদিকে লোকের এত ভীড় ছিল যে, প্রশাসকগণ অবাক হইয়া গেলেন। ১১০০ (এগার শত) মানুষ বয়াত করিল এবং প্রায় ২০০ (দুইশত) মহিলা বয়াত করিয়া এই জামা'তে প্রবেশ করিল। করম দীনের যে মোকদ্দমা আমার বিরুদ্ধে ছিল তাহা খারিজ করিয়া দেওয়া হইল। অনেক লোক ভালবাসা ও ভক্তিতে বিনয়ের সহিত নজরানা দিল এবং উপঢৌকন পেশ করিল। এইভাবে আমি চারিদিক হইতে কল্যাণে ভরপুর হইয়া কাদিয়ানে ফিরিয়া আসিলাম এবং খোদাতা'লা খুব সুস্পষ্টভাবে ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন।

১০২নং নিদর্শন ঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ একটি ভষ্যিদ্বাণী

سُبْحَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى زَادَ مَجْدَكَ يَنْقَطِعُ اٰبَاءُكَ وَيُبْدَءُ مِنْكَ

বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৯০ পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) –

* টীকা ঃ রাস্তায় লাহোরের পর গুজরাওয়ালা, উজিরাবাদ ও গুজরাতের ষ্টেশনে এত লোক সাক্ষাতের জন্য আসিল যে, ষ্টেশনগুলিতে ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখা মুস্কিল হইয়া গেল। প্লাটফরমের টিকেট শেষ হইয়া যাওয়ায় লোকেরা বিনা টিকেটে প্লাটফরমে চলিয়া আসিল। কোন কোন সাক্ষাতে ভীড়ের চাপে ট্রেন দীর্ঘ সময় থামাইয়া রাখা হইল। নিতান্ত বিনয়ের সহিত রেল কর্মচারীরা দর্শনার্থীদিগকে গাড়ী হইতে পৃথক করিল। কোন কোন স্থানে কিছু দূর পর্যন্ত লোকেরা গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরিয়া সাথে চলিয়া গেল। ভয় ছিল কোন মানুষ না মরিয়া যায়। বিরুদ্ধবাদী পত্রিকাগুলিও এই ঘটনাকে অতি আগ্রহভরে প্রকাশ করিয়া দিল।

"খোদা সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র এবং অনেক কল্যাণের মালিক। তিনি তোমার সম্মান বৃদ্ধি করিবেন। তুমি বাপ-দাদার নামে আর পরিচিত হইবে না। * খোদা এই বংশের মর্যাদার ভিত্তি তোমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" ইহা ঐ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমার প্রতি কোন প্রকারের মর্যাদা আরোপিত হইত না এবং আমি এইরূপ অজ্ঞাত ছিলাম যেন আমি পৃথিবীতে ছিলাম না। যে যুগে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল তখন হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এখন দেখা উচিত এই ভবিষ্যদ্বাণী কত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে হাজার হাজার মানুষ আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত। ইহার পূর্বে কে জানিত যে, আমার মর্যাদা পৃথিবীতে এতখানি বিস্তৃত হইবে। অতএব আক্ষেপ তাহাদের সম্পর্কে যাহারা খোদার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বংশধরের আধিক্যের যে ওয়াদা ছিল উহার ভিত্তিও স্থাপিত করা হইল। কেননা, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর আমার গৃহে চার জন পুত্র সন্তান-একজন পৌত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান-এর জন্ম হয়। তাহারা ঐ সময় মজুদ ছিল না।

১০৩নং নিদর্শন ঃ একবার প্লেগের ব্যাপকতার দিনগুলিতে যখন কাদিয়ানেও প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল তখন মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম, এ, ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে, ইহা প্লেগ। তিনি মৃত্যুপথ যাত্রীর ন্যায় ওসীয়্যত করেন এবং মুফতী মোহাম্মদ সাদেককে সব কিছু বুঝাইয়া দেন। তিনি আমার গৃহের এক অংশে থাকিতেন, যে গৃহ সম্পর্কে খোদাতা'লার ইলহাম এই যে ঃ إِنِّي أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ

(অর্থ ঃ - এই গৃহে বসবাসকারীদিগকে আমি রক্ষা করিব – অনুবাদক)। তখন আমি তাহাকে দেখার জন্য গেলাম। তাহাকে অস্থির ও ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, যদি আপনার প্লেগ হইয়া থাকে তবে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমার ইলহামের দাবী ভুল। ইহা বলিয়া আমি তাহার নাড়িতে হাত রাখিলাম। সর্বশক্তিমান খোদার এই অদ্ভুত নমুনা দেখিলাম যে, হাত রাখার সাথে সাথে তাহার শরীর এত ঠান্ডা দেখিলাম যে, জ্বরের চিহ্ন মাত্রও ছিল না।

১০৪নং নিদর্শন ঃ একবার আমার ছোট ছেলে মোবারক আহমদ অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে মুর্ছার পর মুর্ছা যাইতে লাগিল। আমি তাহার পার্শ্ববর্তী গৃহে দোয়ায় নিমগ্ন ছিলাম। কয়েকজন মহিলা তাহার পাশে বসিয়াছিল। একবার একজন মহিলা চিৎকার করিয়া বলিল, এখন ক্ষান্ত হও। কেননা, ছেলের মৃত্যু হইয়াছে। তখন আমি তাহার পাশে আসিলাম এবং তাহার শরীরে হাত রাখিলাম। আমি খোদাতা'লার দিকে মনোনিবেশ করিলাম। দুই তিন মিনিট পরে ছেলে নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করিল। তাহার নাড়ীর চলাচলও অনুভব করিলাম এবং ছেলে জীবিত হইয়া গেল। তখন আমার মনে

---

* টীকা ঃ এই ইলহামে এই ইঙ্গিত ছিল যে, পৈতৃক আয়ের সকল উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে এবং খোদাতা'লা নূতন কল্যাণ দান করিবেন। বস্তুতঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতার আয়ের উৎসের কিছুটা সরকার বাজেয়াপ্ত করিল এবং কিছুটা অংশীদাররা পাইয়া গেল এবং আমরা শূন্যহস্ত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর খোদা নিজের পক্ষ হইতে সব কিছু যোগান দিলেন।

হইল ঈসা আলায়হেস সালামের মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারটিও এই ধরনেরই ছিল। অতঃপর নির্বোধেরা ইহার উপর রং চড়াইয়া দিল।

১০৫নং নিদর্শন ঃ একবার আমার ভাই মরহুম মির্যা গোলাম কাদের সাহেব সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইল যে, তাহার জীবনের আর অল্প কয়দিন বাকী আছে, যাহা বড় জোর পনর দিন। অতঃপর তিনি একবার ভয়ঙ্কর অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমন কি তিনি অস্থি-চর্ম সার হইয়া গেলেন। তিনি এতখানি শুকাইয়া গেলেন যে, চারপাই এর উপর বসা অবস্থায় মনে হইত না যে, কেহ উহার উপর বসা আছে, না কী চারপাই খালি। পায়খানা ও পেশাব উপরেই করিয়া ফেলিতেন। তিনি বেহুশ অবস্থায়ই থাকিতেন। আমার পিতা মরহুম মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেব বড় দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, এখন অবস্থা হতাশা ও নিরাশাজনক। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। আমার মাঝে সেই সময় যৌবনের শক্তি ছিল এবং আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনারও শক্তি ছিল। আমার প্রকৃতি এইরূপ ছিল যে, আমি সব বিষয়ে খোদাকে শক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। প্রকৃতপক্ষে কে তাঁহার শক্তির সীমা খুঁজিয়া পায় ? যে সকল বিষয় তাঁহার ওয়াদার পরিপন্থী, বা তাঁহার মর্যাদার খেলাপ এবং তাঁহার তওহীদের বিপরীত – সেগুলি ব্যতীত তাঁহার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। এই জন্য এই অবস্থায়ও আমি তাহার জন্য দোয়া করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মনে মনে স্থির করিয়া লইলাম যে, এই দোয়ায় আমি তিনটি বিষয়ে নিজের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চাহি ঃ

১। প্রথমটি এই যে, আমি দেখিতে চাহি খোদার দরবারে আমার দোয়া কবুল হওয়ার মত যোগ্যতা আমার আছে কিনা।

২। দ্বিতীয়টি এই যে, যে সকল স্বপ্ন ও ইলহাম ভীতিপ্রদ আকারে আসে উহারা কি বিলম্বিতও হইতে পারে ?

৩। তৃতীয়টি এই যে, রোগ যে পর্যায়ে গেলে কেবল অস্থি-চর্ম বাকী থাকে সে পর্যায়েও কি দোয়ার সাহায্যে তাহা ভালো হইয়া যাইতে পারে কিনা ?

মোটকথা, এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া আমি দোয়া করিতে আরম্ভ করিলাম। সুতরাং কসম ঐ সত্তার যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে, দোয়ার সাথে সাথেই পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গেল। ইতোমধ্যে অন্য একটি স্বপ্নে আমি দেখিলাম যেন তিনি নিজ দালানে নিজের পায়ে ভর করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, অন্য কেহ তাহার পার্শ্ব পরিবর্তন করিত। যখন দোয়া করিতে করিতে পনর দিন পার হইয়া গেল তখন তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যের বাহ্যিক চিহ্নাবলী সৃষ্টি হইয়া গেল। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, আমার মন চাহে আমি কিছুটা হাঁটি। বস্তুতঃ তিনি কিছু একটার সাহায্যে উঠিলেন এবং লাঠির সাহায্যে চলিতে শুরু করিলেন। অতঃপর লাঠিও ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। ইহার পর তিনি পনর বৎসর জীবিত থাকেন। অতঃপর মৃত্যু বরণ করেন। ইহাতে মনে হয় খোদা তাহার জীবনের পনর দিনকে পনর বৎসরে পরিবর্তন করিয়া দিলেন। ইনিই আমাদের খোদা, যিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী পরিবর্তনেরও শক্তি রাখেন। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে, তিনি শক্তিশালী নহেন।

১০৬নং নিদর্শন ঃ একবার রূপকভাবে খোদাতা'লার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি নিজ হাতে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছিলাম। উহাদের অর্থ এই ছিল যে, এইরূপ ঘটনা ঘটা উচিত। তখন আমি ঐ কাগজ দস্তখত করানোর জন্য খোদাতা'লার সামনে উপস্থাপন করিলাম। আল্লাহ্তা'লা নিঃসঙ্কোচে উহাতে লাল কালি দ্বারা দস্তখত করেন। তিনি দস্তখত করার সময় কলম ঝাড়া দিলেন, যেভাবে কলমে বেশী কালি আসিলে ঝাড়া দেওয়া হয় (ঐ যুগে সাধারণতঃ দোয়াতের কালিতে নিবের কলম চুবাইয়া লেখা হইত এবং নিবে মাঝে মাঝে বেশী কালি আসিয়া পড়িত – অনুবাদক)। অতঃপর তিনি দস্তখত করেন। এই ধারণায় ঐ সময় আমার উপর কম্পনের অবস্থা বিরাজমান ছিল যে, আমার উপর খোদাতা'লার কতখানি দয়া ও আশিস আছে যে, আমি যাহা কিছু চাহিয়াছি তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্তা'লা উহাতে দস্তখত করিয়া দিলেন। ঐ সময়ই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ঐ সময় মিয়া আবদুল্লাহ সান্নূরী মসজিদের হুজরায় আমার পা টিপিয়া দিতেছিলেন। তাহার সামনে অদৃশ্য হইতে লাল কালির ফোঁটা আমার জামায় এবং তাহার টুপিতেও পড়িল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, লাল কালির ফোঁটা পড়ার ও কলম ঝাড়ার সময় একই ছিল। এক সেকেণ্ডেরও পার্থক্য ছিল না। অন্য লোক এই রহস্য বুঝিবে না এবং সন্দেহও করিবে। কেননা, ইহাকে কেবলমাত্র একটি স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু যাহার আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান আছে সে ইহাতে সন্দেহ করিতে পারে না। এইভাবে খোদা অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব সৃষ্টি করিতে পারেন। মোটকথা, আমি এই সম্পূর্ণ ঘটনা মিয়া আব্দুল্লাহ্কে শুনাইলাম এবং ঐ সময় আমার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতেছিল। এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী আবদুল্লাহ্ গভীরভাবে প্রভাবিত হইল। সে আমার জামাটি 'তবারক' হিসাবে নিজের কাছে রাখিয়া দিল। ইহা আজও তাহার নিকট মজুদ আছে।

১০৭নং নিদর্শন ঃ কয়েকবার ভূমিকম্পের পূর্বে আমার পক্ষ হইতে পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হয় যে, পৃথিবীতে বড় বড় ভূমিকম্প আসিবে এমনকি যমীন উলট-পালট হইয়া যাইবে। অতএব আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সানফ্রান্সিসকো, ফরমোজা প্রভৃতি দেশে যে-সকল ভূমিকম্প আসিয়াছে তাহা সম্পর্কে সকলে অবগত আছে। কিন্তু সম্প্রতি ১৬ই আগষ্ট, ১৯০৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির একটি প্রদেশে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আসিয়াছে। উহা পূর্বের ভূমিকম্পগুলি হইতে কম তীব্র ছিল না। ইহাতে পনরটি ছোট বড় শহর ও গ্রাম-গঞ্জ বরবাদ হইয়া গেল। হাজার হাজার জীবন নাশ হইয়া গেল এবং দশ লক্ষ মানুষ এখনো গৃহহীন। সম্ভবতঃ নির্বোধ লোকেরা বলিবে, ইহা কীভাবে নিদর্শন হইতে পারে ? এই ভূমিক তো পাঞ্জাবে আসে নাই। কিন্তু তাহারা জানে না যে, খোদা কেবল পাঞ্জাবের খোদা নহেন। তিনি সারা বিশ্বের খোদা। তিনি কেবল পাঞ্জাবের জন্য এই খবর দেন নাই, বরং সারা বি র জন্য দিয়াছেন। খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে অন্যায়ভাবে পাশ কাটানো, খোদার কালামকে গভীরভাবে না পড়া এবং কোন না কোনভাবে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাচার দ্বারা সত্যকে গোপন করা যায় না।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। অতএব নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেরূপে আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, তদ্রূপেই ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন

অঞ্চলে আসিবে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটি কেয়ামতের সদৃশ্য হইবে। এতলোক মরিবে যে, রক্তের নদী বহিবে। এই মৃত্যু হইতে পশু-পাখীও নিষ্কৃতি পাইবে না। পৃথিবীতে এত ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা নামিয়া আসিবে যে, যখন হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এইরূপ ধ্বংসলীলা কখনো আসে নাই। অধিকাংশ অঞ্চল এইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, যেন ঐগুলিতে কখনো জনবসতি ছিল না। ইহার সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে এইগুলি অস্বাভাবিক মনে হইবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের পুস্তকের কোন পৃষ্ঠায় এইগুলির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। তখন মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইবে যে, ইহা কি হইতে যাইতেছে। অনেকে মুক্তি পাইবে এবং অনেকে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ঐ দিন নিকটে। বরং আমি দেখিতেছি ঐ দিন দ্বার প্রান্তে। জগদ্বাসী এক কেয়ামতের দৃশ্য দেখিবে। কেবল ভূমিকম্পই নহে, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে। কিছু আকাশ হইতে, কিছু যমীন হইতে। ইহা এই জন্য যে, মানবজাতি তাহাদের খোদার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সমস্ত হৃদয়, সমস্ত উদ্যম ও সকল ধ্যান-ধারণাসহ তাহারা পৃথিবীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যদি আমি না আসিতাম তবে এই সকল বিপদ আসিতে কিছুটা বিলম্ব হইত। কিন্তু আমার আগমনের সাথে সাথে খোদার অভিসম্পাতের ঐ গুপ্ত ইচ্ছা, যাহা দীর্ঘকাল গুপ্ত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া গেল, যেমন খোদা বলিয়াছেনঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا۔
(সূরা বনী ইসরাঈল - আয়াত ১৬) (অর্থ ঃ - এবং আমরা কোন জাতিকে কখনো আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই - অনুবাদক)। তওবাকারী ঈমান পাইবে এবং যাহারা বিপদের পূর্বেই ভীত হয় তাহাদের উপর দয়া করা হইবে। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এই সকল ভূমিকম্প হইতে নিরাপদ থাকিবে অথবা তোমরা নিজেদের চেষ্টায় তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে ? কখনো নহে। ঐ দিন মানবীয় প্রচেষ্টায় পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এই ধারণা করিও না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসিয়াছে এবং তোমাদের দেশ উহা হইতে রক্ষা পাইবে। আমিতো দেখিতেছি যে, তোমরা উহা হইতে বেশী বিপদের মুখ দেখিবে।

হে উপরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া ! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে বিধ্বস্ত দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাইতেছি। সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করণা প্রদর্শিত হইবে। যে-ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট ; তাঁহাকে যে ভয় করে না সে জীবিত নহে, মৃত।

১০৮নং নিদর্শন ঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহা হইল اردت ان استخلف فخلقت آدم অর্থাৎ আমি খলীফা বানাইতে মনস্থ করিলাম। অতএব আমি আদমকে খলীফা বানাইলাম। এই ইলহামটি ২৫ (পঁচিশ) বৎসর যাবৎ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। এস্থানে বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদাতা'লা আমার নাম 'আদম' রাখেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, ফেরেশ্‌তারা যেভাবে আদমের ছিদ্রান্বেষণ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে খোদা ঐ আদমকেই খলীফা বানাইলেন এবং সকলকে তাঁহার সম্মুখে মাথা নত করিতে হইল, তদ্রূপে খোদা বলেন, এস্থলেও এইরূপই হইবে। বস্তুতঃ আমার বিরুদ্ধবাদী আলেমরা এবং তাহাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ছিদ্রান্বেষণে কম করে নাই এবং আমাকে বিনাশ করার জন্য কোন ফঁন্দি ও কৌশল গ্রহণে ফাঁক রাখে নাই। কিন্তু পরিণামে খোদা আমাকে জয়ী করেন। মিথ্যাকে স্বীয় পায়ের নীচে পিষিয়া না ফেলা পর্যন্ত খোদা ক্ষান্ত হইবেন না।

১০৯নং নিদর্শন ঃ এই নিদর্শনটি বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। নিদর্শনটি হইল ঃ

وكذالك مننّا على يوسف لنصرف عنه السّوء والفحشآء ولتنذر قومًا ما انذر اٰبآءهم فهم غافلون

বারাহীনে আহমদীয়ায় ৫৫৫পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) এবং এইভাবে আমরা আমাদের নিদর্শনাবলীসহ এই ইউসুফের উপর দয়া করিয়াছি যাহাতে তাহার প্রতি যে সকল অপরাধ ও দোষ আরোপ করা হইবে ঐগুলি হইতে তাহাকে রক্ষা করি এবং যাহাতে তুমি এই সকল নিদর্শনের মাহাত্ম্যের দরুন এতখানি যোগ্য হইবে যে, উদাসীনদিগকে ভয় দেখাইবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোকের উপদেশই হৃদয়কে প্রভাবিত করে, যাহাদিগকে খোদা নিজের তরফ হইতে মর্যাদা ও কৃতিত্ব দান করেন। এই জায়গায় খোদাতা'লা আমার নাম ইউসুফ রাখিয়াছেন। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার অর্থ এই যে, যেভাবে ইউসুফের ভাইয়েরা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন ইউসুফকে অনেক দুঃখ দিয়াছিল এবং তাহাকে বিনাশ করার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করে নাই, খোদা বলেন, এস্থলেও এইরূপই হইবে এবং ইঙ্গিত করেন যে, এই সকল লোকও, যাহারা জাতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, তাহারাও আমাকে বিনাশ করার জন্য বড় বড় ষড়যন্ত্র করিবে। কিন্তু পরিশেষে তাহারা ব্যর্থ হইবে এবং খোদা তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া দিবেন যে, যে-ব্যক্তিকে তোমরা লাঞ্ছিত করিতে চাহিয়াছিলে আমি তাহাকে সম্মানের মুকুট পরাইলাম। তখন অনেকের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম, যেমন তিনি অন্য একটি ইলহামে বলেন ঃ

يخرّون على الاذقان سجّدًا ربّنا اغفر لنا انّا كنّا خاطئين ـ تاالله لقد اٰثرك الله علينا و ان كنّا لخاطئين ـ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين

অর্থাৎ ঐ সকল লোক নিজেদের চিবুকের উপর সেজদা করতঃ এবং এই কথা বলিতে বলিতে অবনত হইবে, হে আমাদের খোদা ! আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমরা ভ্রমে ছিলাম এবং তোমাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, খোদার কসম, খোদা আমাদের সকলের মধ্য হইতে তোমাকে নির্বাচন করিয়াছেন এবং আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম। তখন খোদা বিনয়াবনত লোকদিগকে বলিবে, আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নাই। কেননা, তোমরা ঈমান আনিয়াছ। খোদা তোমাদিগকে তোমাদের পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা, তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

মোটকথা, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে অদৃশ্যের দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি এই যে, ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে কঠোর বিরুদ্ধবাদীর জন্ম হইবে এবং তাহাদের মধ্যে হিংসার আগুন এইভাবে ভড়কাইয়া উঠিবে যেভাবে ইউসুফের ভাইদের মধ্যে ভড়কাইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাহারা ভয়ানক দুশমন হইয়া যাইবে এবং আমাকে ধ্বংস ও বিনাশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে। জাতির মধ্যে বিরুদ্ধবাদীর জন্ম হইবে এবং তাহারা বড় বড় অনিষ্টের চেষ্টা করিবে – ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা, এই সংবাদ বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ২৫ (পঁচিশ) বৎসর সময় অতিক্রম করিয়াছে। ঐ সময় জাতির মধ্যে আমার কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না। কেননা, তখন তো বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশিত হয় নাই। তবে বিরুদ্ধাচরণের কি কারণ ছিল। অতএব কোন যুগে এইরূপ প্রাণঘাতী শত্রুর জন্ম হইয়া যাইবে, যাহারা পূর্বে ইসলামী বন্ধনের দরুন ভাই এর ন্যায় ছিল – নিঃসন্দেহে ইহা একটি অদৃশ্যের সংবাদ, যাহা খোদা ঘটনার পূর্বেই প্রকাশ করেন এবং বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দ্বিতীয় অদৃশ্যের বিষয়টি এই যে, এই বিরুদ্ধাচরণের এই পরিণতি বলা হইয়াছে যে, অবশেষে ঐ সকল দুশমন লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে ইউসুফের ভাইদের ন্যায় ফিরিয়া আসিবে, ঐ সময় খোদা এই অধমকে ইউসুফের ন্যায় সম্মানের মুকুট পরাইবেন। এবং ঐ প্রতাপ ও সম্মান দান করিবেন, যাহা কেহ আশা করে নাই। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকাংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা, এইরূপ দুশমনের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা আমার মূলোৎপাটন চাহে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোক নিজেদের অসদিচ্ছায় ইউসুফের ভাইদের চাইতেও মন্দ। অতএব খোদা কয়েক লক্ষ মানুষকে আমার অধীন করিয়া এবং আমাকে সম্মান ও প্রতাপ দান করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। ঐ সময় আসিতেছে যখন খোদাতা'লা আমার সম্মান ইহার চাইতেও অধিক প্রকাশ করিবেন এবং বড় বড় বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয় তাহারা বলিতে বাধ্য হইবে, "হে আমাদের প্রভু ! আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, নিশ্চয় আমরা ভ্রমে ছিলাম"। তাহাদিগকে আরো বলিতে হইবে, খোদার কসম, খোদা আমাদের সকলের মধ্য হইতে তোমাকে নির্বাচন করিয়াছেন।

১১০নং নিদর্শন ঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী –

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ

বারাহীনে আহমদীয়ার ৫৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(অনুবাদ) আমরা তোমাকে একটি বড় জামাত দান করিব। প্রথমতঃ একটি প্রথম দল, যাহারা বিপদ আসার পূর্বেই ঈমান আনিবে। দ্বিতীয় দল তাদের হইবে যারা শাস্তির

নিদর্শন দেখার পর ঈমান আনিবে। আমি কয়েকবার লিখিয়াছি যে, বারাহীনে আহমদীয়ায় যত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, ঐগুলি ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং এইগুলি ঐযুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমার সহিত একজন মানুষও ছিল না। যদি এই বর্ণনা ভুল হয় তবে আমার সকল দাবী মিথ্যা। অতএব বলা বাহুল্য যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীও বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বের যুগে এইরূপ একটি যুগের সংবাদ দিতেছে যখন হাজার হাজার ব্যক্তি আমার হাতে দীক্ষিত হইবে। অতএব এইযুগে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান খোদারই আছে। কিন্তু এখন আমার বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে অদৃশ্যের বিশেষ জ্ঞান খোদার নাই। দেখুন, ইহারা আর কতদূর অগ্রসর হয়।

১১১নং নিদর্শন ঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ভবিষ্যদ্বাণীটি হইল – "আমি আমার চমক দেখাইব। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাইব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে। পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন"। এই ভবিষ্যদ্বাণী ২৫ (পঁচিশ) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ইহা ঐ যুগের ভবিষ্যদ্বাণী যখন আমি কিছুই ছিলাম না। এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, বাহিরের ও ভিতরের কঠোর বিরুদ্ধাচরণের দরুন এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন কোন বাহ্যিক আশা থাকিবে না। কিন্তু খোদা নিজের চমকপ্রদ নিদর্শনাবলীর দ্বারা জগদ্বাসীকে এই দিকে টানিয়া আনিবেন এবং আমার সত্যায়নের জন্য পরাক্রমশালী আক্রমণ প্রদর্শন করিবেন। বস্তুতঃ এ সকল আক্রমণের মধ্যে একটি হইল প্লেগ। ইহার সম্পর্কে দীর্ঘকাল পূর্বে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল আক্রমণের মধ্যে ভূমিকম্প অন্তর্ভুক্ত। ইহা পৃথিবীতে আসিতেছে। জানি না আর কি কি আক্রমণ হইবে। ইহাতে কি সন্দেহ আছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা অনুযায়ী খোদা কেবল স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। অন্যথা এত শক্তিশালী বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও এত শীঘ্র কয়েক লক্ষ মানুষ আমার শিষ্য হওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বিরুদ্ধবাদীরা অনেক চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু খোদাতা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের কিছুই করার সাধ্য হয় নাই।

১১২নং নিদর্শন ঃ গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত বাটালা তহসীলে আমাদের একটি মোকদ্দমা ছিল। ইহা ছিল আমাদের কয়েকজন উত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে। আমাকে স্বপ্নে বলা হইল যে, এই মোকদ্দমায় ডিক্রী হইবে। আমি কয়েক ব্যক্তির নিকট ঐ স্বপ্ন বর্ণনা করিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিল। সে আমার নিকট আসা-যাওয়া করিত। তাহার নাম শরমপত। সে জীবিত আছে। তাহার নিকটও আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করিয়াছিলাম যে, এই মোকদ্দমায় আমরা জয়ী হইব। ইহার পর এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, যেদিন এই মোকদ্দমার রায় শুনানোর কথা ছিল ঐ দিন আমাদের পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইল না এবং দ্বিতীয় পক্ষের সম্ভবতঃ ১৫ (পনর) হইতে ১৬ (ষোল) ব্যক্তি উপস্থিত হইল। আসরের সময় তাহারা সকলে ফিরিয়া আসিয়া বাজারে বর্ণনা করিল যে, মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। তখন ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিল এবং বিদ্রূপাত্মকভাবে বলিল, দেখুন সাহেব, আপনাদের মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, কে বর্ণনা করিয়াছে। সে উত্তর দিল সব বিবাদী ফিরিয়া

আসিয়াছে এবং বাজারে বলাবলি করিতেছে। ইহা শুনামাত্রই আমি বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। কেননা, সংবাদদাতারা পনর ব্যক্তির কম ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমান এবং কেহ কেহ হিন্দু ছিল। তখন আমার কত দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা হইল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঐ হিন্দু তো হৃষ্টচিত্তে বাজারের দিকে চলিয়া গেল, যেন ইসলামের উপর আক্রমণ করার তাহার একটি সুযোগ ঘটিল। কিন্তু আমার যে অবস্থা হইল বর্ণনা করা শক্তির বাহিরে। আসরের সময় ছিল। আমি মসজিদের এক কোণায় বসিয়া পড়িলাম। এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় ভয়ঙ্কর অস্থির ছিল যে, এখন এই হিন্দু সদা সর্বদা এই কথা বলিতে থাকিবে যে, কত দাবীর সহিত ডিক্রী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল এখন তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। এই সময় অদৃশ্য হইতে একটি আওয়াজ গুঞ্জরিত হইয়া আসিল। ঐ আওয়াজ এত উচ্চ ছিল যে, আমি মনে করিলাম বাহির হইতে কোন ব্যক্তি আওয়াজ দিয়াছে। আওয়াজের এই শব্দ ছিল "ডিক্রী হইয়া গিয়াছে। মুসলমান আছো।" অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না ? তখন আমি উঠিয়া মসজিদের চতুর্দিকে দেখিলাম। কিন্তু কোন মানুষ দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার বিশ্বাস হইয়া গেল ইহা ফেরেশ্‌তার আওয়াজ। আমি তখনই ঐ হিন্দুকে ডাকিলাম এবং ফেরেশ্‌তার আওয়াজ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিলাম। কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইল না। প্রত্যুষে আমি নিজেই বাটালা তহসীলে গেলাম। হাফেয হেদায়াত আলী নামে এক ব্যক্তি তহসীলদার ছিল। সে তখনো তহসীলে আসে নাই। তাহার পেশকার মথুরা দাস নামে এক হিন্দু উপস্থিত ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের মোকদ্দমা কি খারিজ হইয়া গিয়াছে ? সে বলিল, না বরং ডিক্রী হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, বিবাদী পক্ষ কাদিয়ানে গিয়া গুজব রটাইয়া দিয়াছে যে, মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, 'একদিক হইতে তাহারাও সত্য বলিয়াছে। ঘটনা হইল এই যে, যখন তহসীলদার রায় লিখিতেছিলেন তখন আমি একটি জরুরী প্রয়োজনে তাহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। তহসীলদার নূতন ছিলেন। তিনি মোকদ্দমার অগ্রপশ্চাৎ জানিতেন না। বিবাদী পক্ষ তাহার নিকট একটি রায় পেশ করিল, যাহাতে উত্তরাধিকারী বিপক্ষ দলকে মালিকের বিনা অনুমতিতে নিজ নিজ জমি হইতে গাছ কাটার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। তহসীলদার এই রায় দেখিয়া মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম তখন তহসীলদার ঐ রায় আমাকে দিয়া বলেন, ইহা নথিভুক্ত কর। যখন উহা আমি পড়িলাম তখন আমি তহসীলদারকে বলিলাম, ইহাতো আপনি বড় ভুল করিয়াছেন। কেননা, যে রায়ের ভিত্তিতে আপনি এই আদেশ লিখিয়াছেন উহা তো আপিল বিভাগ হইতে বাতিল হইয়া গিয়াছে। বিবাদী পক্ষ ছল চাতুরীর দ্বারা আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমি তখনই আপিল বিভাগের রায়, যাহা নথিভুক্ত ছিল, তাহা তাহাকে দেখাইয়া দিলাম। তহসীলদার তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্বের রায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ডিক্রী করিয়া দিলেন।' ইহা এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহার সাক্ষী একদল হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমান। ঐ শরমপত ইহার সাক্ষী, যে অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই সংবাদ লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিল যে, মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গিয়াছে।

فالحمد لله على ذالك অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। খোদার কাজ অদ্ভুত কুদরত দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সকল গুরুত্ব ইহাতে নিহিত আছে যে, আমাদের পক্ষ হইতে কেউ উপস্থিত হয় নাই এবং তহসীলদার বিবাদী পক্ষকে ভুল রায় শুনাইয়া দিলেন। প্রকৃতপক্ষে এইসব কিছু খোদা করিয়াছেন।

যদি এইরূপ না হইত তবে ভবিষ্যদ্বাণীতে কখনো এই বিশেষ মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সৃষ্টি হইত না।

১১৩নং নিদর্শন ঃ ইহা বারাহীনে আহমদীয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী -

شاتان تذبحان۔ وکل من علیھا فان۔

অর্থাৎ দুইটি ছাগকে যবাই করা হইবে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে পরিশেষে তাহারা সকলেই মরিবে। ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে, যাহা আজ হইতে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইহার অর্থ বুঝি নাই ; বরং নিজের চিন্তা দ্বারা অন্যান্য জায়গায় ইহার প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু যখন মরহুম মৌলবী সাহেবযাদা আবদুল লতীফ এবং তার পুণ্যবান ছাত্র শেখ আবদুর রহমানকে কাবুলের আমীরের ইঙ্গিতে অন্যায় যুলুমের মাধ্যমে হত্যা করা হইল তখন ইহা দিবালোকের ন্যায় আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এই দুইজন বুযুর্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইয়া গেল। কেননা, شاة(অর্থ ঃ ছাগ-অনুবাদক) শব্দটি নবীগণের কেতাবে কেবল নেক্ মানুষদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। আমার সারা জামাতে এ যাবৎ এই দুইজন বুযুর্গ ছাড়া কেহ শহীদ হয় নাই। যে সকল লোক আমার জামাতের বাহিরে এবং ধর্ম ও ন্যায়নিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত তাহাদের সম্পর্কে شاة শব্দটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহা সম্পর্কে আরও একটি যুক্তি এই যে, এই ইলহামের সহিত এই বাক্যটিও রহিয়াছে لاتھنوا ولا تحزنوا অর্থাৎ তুমি দুর্বল হইয়া পড়িও না এবং দুঃখিত হইও না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা এইরূপ মৃত্যুর ব্যাপার হইবে যাহা আমার দুঃখ ও শোকের কারণ হইবে। বলা বাহুল্য, দুশমনের মৃত্যুতে কোন দুঃখ হয় না। যখন সাহেবযাদা মৌলবী আবদুল লতীফ শহীদ এইস্থানে কাদিয়ানেই ছিলেন ঐ সময়ও তাহার সম্পর্কে এই ইলহাম হইয়াছিল - قتل خیبۃ وزید ھیبۃ অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতে নিরাশ হওয়া অবস্থায় তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহার মরিয়া যাওয়া খুবই ভয়াবহ হইবে।

১১৪নং নিদর্শন ঃ প্লেগ বিস্তৃত হইয়া পড়া সম্পর্কে আমার নিকট ইলহাম হইল

الامراض تشاع والنفوس تضاع

অর্থাৎ ব্যাধি বিস্তৃত করা হইবে এবং প্রাণের লোকসান হইবে। যাহার ইচ্ছা হয় দেখিয়া লউক যে, আমি এই ইলহাম প্লেগের বিস্তৃতির পূর্বেই আল্ হাকাম ও আল্ বদর পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছিলাম। ইহার পর পাঞ্জাবে প্লেগের এত প্রাদুর্ভাব হইল যে, হাজার হাজার গৃহ মৃত্যুর দরুন বিরান হইয়া গেল।

১১৫নং নিদর্শন ঃ প্লেগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সিরাজুম মুনীরা পুস্তকে লিপিবদ্ধ- ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী [یا مسیح الخلق عدوانا] অর্থাৎ, হে ঐ মসীহ, যাহাকে সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তুমি আমাদের প্লেগের সংবাদ গ্রহণ কর। ইহার পর ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইল এবং হাজার হাজার খোদার বান্দা প্লেগে ভীত হইয়া আমার দিকে

দৌড়াইল, যেন তাহাদের মুখে এই বাক্যই ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে আমার পুস্তক সিরাজুম্ মুনীরে লিপিবদ্ধ আছে তেমনিভাবে শত শত ব্যক্তিকে ঘটনার পূর্বে ইহা সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল।

১১৬নং নিদর্শন ঃ একবার ভোরে আমার মুখে খোদার ওহী জারী হইল عبداللہ خان ڈیرہ اسمٰعیل خان (অর্থ ঃ ডেরা ইসমাইল খানের আবদুল্লাহ্ খান – অনুবাদক)। আমার হৃদয়ে ভাবোদ্রেক করা হইল যে, এই নামের এক ব্যক্তি আজ কিছু টাকা পাঠাইবে। আমি কয়েকজন হিন্দু, যাহারা ওহীর ধারা জারী থাকার ব্যাপারে অস্বীকারকারী এবং অনেক কিছুই বেদে সমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাসী, তাহাদের নিকট খোদার এই ইলহাম সম্পর্কে বলিলাম। আমি বলিলাম, যদি আজ এই টাকা না আসে তবে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই। ইহাদের মধ্যে একজন হিন্দুর নাম ছিল বসন দাস। সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। সে আজ কাল এক স্থানের আমীন। সে বলিয়া উঠিল, আমি এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিব এবং আমি পোষ্ট অফিসে যাইব। ঐ সময়ে কাদিয়ানে দুপুরের পর দুইটায় ডাক আসিত। সে তখনই পোষ্ট অফিসে গেল এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জবাব আনিল সে, প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ্ খান নামক এক ব্যক্তি ডেরা ইসমাঈল খানে একষ্ট্রা এ্যাসিষ্টেন্ট। তিনি কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। ঐ হিন্দু নেহায়েৎ অবাক ও বিস্মিত হইয়া বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিল যে, এই ব্যাপারটি আপনাকে কে বলিয়াছে। তাহার চেহারায় অবাক ও হতভম্ব হওয়ার চিহ্নাবলী সুস্পষ্ট ছিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, এই ব্যাপারটি তিনিই আমাকে বলিয়াছেন যিনি গুপ্ত রহস্য জানেন। তিনিই খোদা, আমরা যাঁহার উপাসনা করি। যেহেতু হিন্দুরা ঐ জীবিত খোদা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত, যিনি সর্বদা স্বীয় কুদরত ও ইসলামের সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করিতে থাকেন সেহেতু সাধারণভাবে হিন্দুদের রীতি এই যে, প্রথমে তাহারা খোদাতা'লার অদ্ভুত নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিয়া থাকে এবং যখন তাহারা এইরূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করে যাহার হাতে অদৃশ্যের গোপন ব্যাপার প্রকাশিত হয়, তখন তাহারা বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। লালা শরমপত-এর অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল। আমি পূর্বেই লিখিয়াছি তাহার ভাই বিশ্বম্বর দাসের ও খোশহাল নামক এক ব্যক্তির কোন অপরাধে জেল হইয়া গিয়াছিল। শরমপত পরীক্ষাচ্ছলে না কোন বিশ্বাসের দরুন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এই মোকদ্দমার ফলাফল কী হইবে। সে আমার নিকট দোয়ারও আবেদন করিয়াছিল। তখন আমি তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিলাম। অবশেষে ঐ খোদা, যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি রাত্রিতে এই গোপন বিষয়টি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, মোকদ্দমার ফলাফল এই হইবে যে, বিশ্বম্বর দাসের জেলের মেয়াদ অর্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইবে, যেমন আমি দিব্য-দর্শনে দেখিয়াছিলাম যে, তাহার জেলের অর্ধেক মেয়াদ স্বয়ং আমি নিজের কলম দ্বারা কাটিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমার নিকট প্রকাশ করা হইল যে, খোশ হালকে জেলের পূর্ণ মেয়াদ ভুগিতে হইবে। মেয়াদের একদিনও কাটা

হইবে না। বিশ্বম্বর দাসের জেলের মেয়াদ অর্ধেক কমাইয়া দেওয়ার ব্যাপারটি কেবল দোয়ার ফলেই ঘটিবে। কিন্তু দুইজনের কেহই খালাশ পাইবে না এবং মামলার নথি নিশ্চয় জেলায় ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ফলাফল তাহাই হইবে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আমার স্মরণ আছে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল তখন শরমপত অবাক হইয়া গেল এবং আমাদের খোদার কুদরত তাহাকে অত্যন্ত হতভম্ব করিয়া দিল। সে আমার নিকট চিরকুট লিখিল যে, আপনার পুণ্যের দরুন এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল। আফসোস, এত কিছু সত্ত্বেও সে ইসলামের জ্যোতিঃ হইতে কোন উপকার গ্রহণ করিল না। আজকাল সে আর্য। হেদায়াত তো দূরের কথা, আমি এই সকল লোকের নিকট হইতে এতখানিও আশা করি না যে, ইহারা সত্য সাক্ষ্য দিতে পারে। যদিও ইহারা বৃথা বাগাড়ম্বর করে যে, সত্যের সমর্থন করা উচিত। কিন্তু ইহারা এই কথার উপর আমল করে না। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি যদি হল্‌ফ করিয়া শরমপতকে সাক্ষ্য দিতে হয় এবং মিথ্যা বলিলে তাহার সন্তানের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে – হল্‌ফে যদি এইরূপ অঙ্গীকার করানো হয় তবে সে নিশ্চয় সত্য বলিয়া দিবে। সে আমার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী। ইহা সম্ভব যে, সে পিছ ছাড়ানোর জন্য বলিয়া বসিবে, আমার স্মরণ নাই। কিন্তু হল্‌ফ এইরূপ একটি বিষয় যে, ইহাতে তাহার স্মরণ হইয়া যাইবে। ইহার পরেও যদি সে মিথ্যা বলে তবে নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ আমার খোদা তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইহাও একটি নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হইবে। সে সুস্পষ্টভাবে ৯টি (নয়টি) নিদর্শনের সাক্ষী।

আমি সর্বশক্তিমান খোদার শোকর করি যে, আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী কেবল মুসলমানই নহে, বরং পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহারা সকলেই আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী فالحمد لله على ذالك۔ (অর্থ ঃ - অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র – অনুবাদক)।

১১৭নং নিদর্শন ঃ একবার মালাওয়ামাল নামক এক আর্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং হতাশার লক্ষণাবলী প্রকাশ পাইতে থাকিল। সে স্বপ্নে দেখিল যে, একটি বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করিয়াছে। সে একদিন নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হইয়া আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি তাঁহার জন্য দোয়া করিলাম। তখন উত্তর আসিল يا نار كوني بردًا وسلامًا অর্থাৎ আমি আগুনকে বলিলাম, শীতল ও শান্ত হইয়া যাও। বস্তুতঃ ইহার পর সে এক সপ্তাহে সুস্থ হইয়া হইয়া গেল। সে এখনও জীবিত আছে। বারাহীনে আহমদীয়ার ২২৭ পৃষ্ঠা দেখ। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহার সাক্ষ্যের জন্যও হলফের প্রয়োজন হইবে।

১১৮নং নিদর্শন ঃ একবার আমি যখন গুরুদাসপুরে এক ফৌজদারী মোকদ্দমার দরুন (যাহা করমদীন ঝিলামী আমার বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছিল) উপস্থিত ছিলাম তখন আমার নিকট ইলহাম হইল

يسئلونك عن شانك ۔ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

অর্থাৎ তোমার মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার মর্যাদা কী এবং কী তোমার মাহাত্ম্য। বল, তিনি খোদা, যিনি আমাকে মর্যাদা ও মাহাত্ম্য দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের আনন্দ ও স্ফুর্তির মধ্যে ছাড়িয়া দাও। অতএব আমি এই ইলহাম আমার সহিত গুরুদাসপুরে যাহারা আমার সঙ্গী ছিল তাহাদের সকলকে শুনাইয়া দিলাম। তাহারা সংখ্যায় ৪০ (চল্লিশ) জনের কম হইবে না। তাহাদের মধ্যে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ এবং খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব বি, এ-ও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর যখন আমি কোর্টে গেলাম তখন বিবাদী পক্ষের উকিল আমাকে এই প্রশ্নই করিল, আপনার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য কী এইরূপ যেরূপে 'তরিয়াকুল কুলুব' * পুস্তকে লিখিত আছে ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, খোদার ফযলে ইহাই আমার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। তিনিই আমাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। কাজেই ঐ ইলহাম, যাহা খোদার তরফ হইতে প্রত্যূষে হইয়াছিল, তাহা প্রায় আসরের সময় পূর্ণ হইয়া গেল। ইহা আমার জামাতের সকলের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হইল।

১১৯নং নিদর্শন ঃ আমার চাচাতো ভাইদের মধ্যে একজন কট্টর বিরুদ্ধবাদী ছিল। তাহার নাম ইমাম উদ্দীন। ১৯০০ সালে এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, সে আমার ঘরের সম্মুখে একটি দেওয়াল উঠাইয়া দিয়া গোলযোগ বাধাইয়া দিল। সে দেওয়ালটি এইভাবে খাড়া করিল যে, মসজিদে আসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল এবং যে সকল মেহমান আমার বৈঠক খানায় আমার নিকট আসিত বা মসজিদে আসিত তাহাদেরও আসা বন্ধ হইয়া গেল। ইহাতে আমার ও আমার জামাতের লোকদের খুবই অসুবিধার সৃষ্টি হইল। আমরা যেন অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলাম। অগত্যা দেওয়ানী আদালতে জেলা জজ্ মুন্সী খোদা বখ্শ সাহেবের কোর্টে নালিশ করা হইল। নালিশ হওয়ার পর জানা গেল যে, এই মোকদ্দমায় জয়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। ইহাতে এই সমস্যা আছে যে, যে জমিতে দেয়াল উঠানো হইয়াছে উহার সম্পর্কে পূর্ববর্তী সময়ের কোন নথি হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিবাদী অর্থাৎ ইমাম উদ্দীন আদি হইতেই দখলদার। এই জমি প্রকৃতপক্ষে অন্য একজন অংশীদারের ছিল। তাহার নাম ছিল গোলাম জিলানী। ইহা তাহার দখল হইতে হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছিল। তখন সে ইমাম উদ্দীনকে এই জমির দখলদার মনে করিয়া গুরুদাসপুরে দেওয়ানী আদালতে গোপনে নালিশ করিয়াছিল। কিন্তু বিরুদ্ধ সাক্ষীর ফলে দখলের ঐ নালিশ খারিজ হইয়া গিয়াছিল। তখন হইতে এই জমি ইমাম উদ্দীনের দখলে চলিয়া আসিতেছে। এই জমির মালিক ইমাম উদ্দীন–এই দাবীতে সে ইহার উপর দেওয়াল উঠাইয়া দিয়াছে। মোট কথা, নালিশের পর একটি পুরাতন নথির ভিত্তিতে আমাদের জন্য এইরূপ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, যদ্দরুন সুস্পষ্টভাবে মনে হইতেছিল যে, আমাদের দাবী খারিজ করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা, আমি বর্ণনা করিয়াছি, একটি পুরাতন নথি হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছিল

---

* টীকা ঃ ইহা ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হইবে তোহ্ফায়ে গুলড়াবীয়া। কেননা, হযরত আকদসকে তোহফায়ে গুলড়াবীয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমাদের নিকট মোকদ্দমার নথি হাকিম ফযল দীন বনাম মৌলবী আবুল ফযল মোহাম্মদ করম উদ্দীন দবীর পিতা অজানা, ঠিকানা – গ্রাম ভী, তহসীল চকোয়াল, জিলা ঝিলাম এর সত্যায়িত কপি মজুদ আছে। ইহাতে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে ঃ "তোহফায়ে গুলড়াবীয়া আমার লেখা। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯০২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। পীর মেহের আলীর মোকাবেলায় লেখা হইয়াছে। এই পুস্তক সরফে চিশতিয়ায়ী-এর জবাবে লেখা হয় নাই। প্রশ্ন– এই ৪৮ হইতে ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যার সম্পর্কে লেখা হইয়াছে তাহা কি আপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ? উত্তর – খোদার আশিস ও দয়ায় আমার ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য (সংশোধনকারী)।"

যে, এই জমির দখলদার ইমাম উদ্দীন। এই ভীষণ সমস্যা দেখিয়া আমাদের উকিল খাজা কামাল উদ্দীন আমাদিগকে এই পরামর্শও দিয়াছিলেন যে, এই মোকদ্দমা আপোষ রফা করিয়া ফেলাই উত্তম হইবে। অর্থাৎ ইমাম উদ্দীনকে কিছু টাকা-কড়ি দিয়া রাজী করানো হউক। অতএব আমি বাধ্য হইয়া এই পরামর্শ পসন্দ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু সে এইরূপ মানুষ ছিল না যে, ইহাতে রাজী হইবে। আমার প্রতি বরং ইসলামের প্রতি তাহার এক ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। সে জানিয়া গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানোর দরজা নিশ্চিতরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বাড়িয়া গেল। অবশেষে আমি এই ব্যাপারটি খোদাতা'লার উপর ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আমরা ও আমাদের উকিল ভাবনা-চিন্তা করিয়া দেখিলাম সাফল্য লাভের কোন রাস্তাই নাই। কেননা, পুরাতন নথিপত্র হইতে ইমাম উদ্দীনের দখলই প্রমাণিত হইতেছিল। ইমাম উদ্দীনের অসদুদ্দেশ্য এত বেশী ছিল যে, আমার ঘরের সম্মুখে যে আঙ্গিণা ছিল, যেখানে আসিয়া আমার জামাতের ঘোড়ার গাড়ী থামিত সেখানে সে হর-হামেশা বাধা সৃষ্টি করিত এবং গালমন্দ করিত। ইহাতেই সে ক্ষান্ত হইল না। বরং সে ঐ সংকল্পও করিয়াছিল যে, আমাদের মোকদ্দমা খারিজ হওয়ার পর সে আমার ঘরের দরজার সম্মুখে একটি লম্বা দেওয়াল উঠাইয়া দিবে যাহাতে আমরা কয়েদীদের ন্যায় অবরুদ্ধ হইয়া পড়ি এবং ঘর হইতে বাহিরে না যাইতে পারি আর না বাহির হইতে পারি।

এই দিনগুলি বড় দুশ্চিন্তার দিন ছিল। এমনকি ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (সূরা আত্ তাওবা আয়াত – ১১৮) (অর্থ ঃ এমন কি ভূপৃষ্ঠ উহার বিশালতা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের জন্য তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছিল – অনুবাদক) আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া আমার কষ্ট হইতে লাগিল। এই জন্য আমি খোদার দরবারে দোয়া করিলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য চাহিলাম। তখন দোয়ার পর নিম্নোক্ত ইলহাম হইল। এই ইলহাম পৃথক পৃথক সময়ে নহে বরং একেবারেই এবং একই সময়ে হইল। আমার স্মরণ আছে ঐ সময়ে কাশ্মীরস্থ বারমুলায় নিযুক্ত সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেবের ভাই সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব লাহোরী আমার পা দাবাইতেছিল এবং দেয়ালের মোকদ্দমা সম্পর্কে ইলহামের এই ধারা দ্বিপ্রহরে শুরু হইল। আমি সৈয়্যদ সাহেবকে বলিলাম, এই ইলহাম দেয়ালের মোকদ্দমা সম্পর্কে। যেভাবে এই ইলহাম হইতে থাকে আপনি লিখিতে থাকুন। বস্তুতঃ তিনি কলম, দোয়াত ও কাগজ নিয়া নিলেন। অতএব আল্লাহ্‌র সুন্নত অনুযায়ী প্রত্যেক বার তন্দ্রার অবস্থা সৃষ্টি হইয়া খোদার ওহীর এক একটি বাক্য মুখে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। * যখন একটি বাক্য শেষ হইয়া যাইত ও লিপিবদ্ধ করা হইত তখন আবার তন্দ্রা আসিয়া পড়িত এবং খোদার ওহীর অন্য বাক্য মুখে জারী হইয়া যাইত। এমনকি খোদার সম্পূর্ণ ওহী নাযেল হইয়া সৈয়্যদ ফযল শাহ্ সাহেব লাহোরীর কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া গেল। ইহাতে বোঝান হইল যে, ইহা এই দেয়াল সম্পর্কে যাহা ইমাম উদ্দীন খাড়া করিয়াছে এবং যাহার সম্পর্কে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা আছে। ইহাও বুঝানো হইল যে, অবশেষে আমরা এই মোকদ্দমায় জয়ী হইব। বস্তুতঃ আমি আমার জামা'তের বিপুল সংখ্যক লোককে খোদার এই ওহী শুনাইয়া দিলাম এবং ইহার অর্থ ও নাযেলের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিলাম। ইহা আল্ হাকাম

---

* টীকা ঃ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ইলহামে "ফযল" শব্দ দ্বারা সুসংবাদ শুরু হয় এবং নাযেলকৃত বরকতপূর্ণ এই ওহী যাহার হাত দ্বারা লেখানো হইল তাহার নামও ফযল।

পত্রিকায় ছাপিয়া দিলাম। সকলকে বলিয়া দিলাম যে, যদিও মোকদ্দমার অবস্থা এখন বিপজ্জনক ও হতাশাপূর্ণ, কিন্তু পরিণামে খোদাতা'লা এইরূপ কিছু উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন যদ্দারা আমরা জয়যুক্ত হইব। কেননা, খোদার ওহীর সংক্ষিপ্ত বিষয়-বস্তু ইহাই ছিল। এখন আমি অনুবাদসহ খোদার ওহী নীচে লিখিতেছি। তাহা এই যে ঃ

**

الرحٰی۔ تدور و ینزل القضاءُ۔ ان فضل اللہ لاٰتٍ ولیس لاحدٍ ان یردّ ما اتیٰ۔ قل ای وربی انہ لحق لا یتبدل ولا یخفٰی۔ و ینزل ما تعجب منہ۔ وحی من ربّ السمٰوات العلٰی۔ ان ربی لا یضل ولا ینسٰی۔ ظفر مبین۔ وانّما یؤخرھم الٰی اجل مسمّٰی۔ انت معی و انا معک۔ قل اللہ ثم ذرہ فی غیّہٖ یتمطّٰی۔ انہ معک وانہ یعلم السرّ وما اخفٰی۔ لا الٰہ الّا ھو یعلم کل شیءٍ و یرٰی۔ انّ اللہ مع الذین اتقوا والذین ھم یحسنون الحسنٰی۔ انا ارسلنا احمد الٰی قومہٖ فاعرضوا وقالوا کذّاب اشر۔ وجعلوا یشھدون علیہ و یسیلون الیہ کماءٍ منھمر۔ ان حبّی قریب۔ انہ قریب مستتر۔

(অনুবাদ) – "যাতা ঘুরিবে এবং অমোঘ বিধান অবতীর্ণ হইবে। অর্থাৎ মোকদ্দমার অবস্থার পরিবর্তন হইবে, যেভাবে যাতা যখন ঘুরিতে থাকে তখন যাতার সম্মুখের অংশ ঘুরার দরুন পর্দার অন্তরালে আসিয়া যায় এবং যে অংশ পর্দার অন্তরালে থাকে তাহা সম্মুখে আসিয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, বিচারকের দৃষ্টির সম্মুখে বর্তমানে মোকদ্দমা যে অবস্থায় আছে তাহা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এই অবস্থা কায়েম থাকিবে না এবং অন্য একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা আমাদের জন্য লাভজনক হইবে। যেভাবে যাতাকে ঘুরাইলে উহার মুখের সম্মুখের অংশ পিছনে চলিয়া যায় এবং পিছনের অংশ মুখের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তদ্রূপেই যে সকল বিষয় গুপ্ত ও পর্দার অন্তরালে আছে উহা মুখের সম্মুখে আসিয়া পড়িবে ও উন্মোচিত হইয়া যাইবে এবং যে সকল বিষয় উন্মোচিত আছে উহারা গুপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার পর বলা হইয়াছে, ইহা খোদার ফযল। ইহার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। ইহা নিশ্চয় আসিবে। ইহাকে রদ করার সাধ্য কাহারো নাই। অর্থাৎ আকাশে ইহা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মোকদ্দমার বর্তমান হতাশাজনক অবস্থা অকস্মাৎ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইবে এবং অন্য একটি অবস্থা প্রকাশিত হইয়া যাইবে, যাহা আমাদের সাফল্যের জন্য লাভজনক হইবে। ইহার রহস্য কেহ জানে না।

** টীকা ঃ খোদার ওহী নাযেলের সময়ের তন্দ্রাও একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহা দেহের প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয় না। বরং যতটুকু প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, প্রতিটি প্রয়োজন ও দোয়ার পরে কেবল খোদার তরফ হইতে তন্দ্রার ভাব সৃষ্টি হইয়া যায়। ইহাতে জড় উপকরণের কোন ভূমিকাই থাকে না। অতএব ইহা দ্বারা আর্য সমাজীদের ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। কেননা, তাহারা মানব জীবনের এবং সকল কারণের ধারা জড় উপকরণের মধ্যে সীমিত করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহারা অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আসার ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। তাহাদের নিকট প্রত্যেক বস্তুর প্রকাশের জন্য জড় উপকরণের উপস্থিতি জরুরী। অতএব ইহাতে এই কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাহারা খোদার ওহীতেও অবিশ্বাসী।

অতঃপর বলা হইয়াছে, বল, আমার খোদার কসম ইহাই সত্য। এই বিষয়ে না কোন পার্থক্য হইবে, না এই বিষয়টি গুপ্ত রহিবে। অন্য একটি ব্যাপার সৃষ্টি হইয়া যাইবে, যাহা তোমাকে অবাক করিয়া দিবে। ইহা ঐ খোদার ওহী, যিনি সুউচ্চ আকাশের খোদা। আমার প্রভু এই صراط مستقیم (অর্থ ঃ সরল-সুদৃঢ় পথ–অনুবাদক) কে পরিত্যাগ করেন না। তিনি স্বীয় সম্মানিত বান্দাদের সহিত এই আচরণই করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ঐ সকল বান্দাকে ভুলেন না, যাহারা সাহায্য লাভের যোগ্য। অতএব এই মোকদ্দমায় তুমি সুস্পষ্টভাবে জয়যুক্ত হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ঐ সময় পর্যন্ত মুলতবী থাকিবে, যাহা খোদা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি আমার সাথে আছ এবং আমি তোমার সাথে আছি। তুমি বল, সকল বিষয় আমার খোদার অধিকারভুক্ত। অতঃপর এই বিরুদ্ধবাদীকে তাহার অজ্ঞতা, দম্ভ ও অহংকারের উপর ছাড়িয়া দাও। (খোদার ওহীর এই বাক্যটি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একটি বাক্য)। কেননা, আমাদের নালিশের পর যখন অধিকাংশ আইনজ্ঞ বুঝিয়া গিয়াছিলেন যে, এই দাবী ভিত্তিহীন, ইহা নিশ্চয় খারিজ হইয়া যাইবে এবং বিবাদী ইমাম উদ্দীন সব দিক হইতে এই খবর পাইয়া গিয়াছিল যে, আইনের দৃষ্টিতে আমাদের সাফল্যের রাস্তা বন্ধ তখন এই কারণে তাহার অহংকার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। সে দাবীর সহিত বলিত এই মোকদ্দমা শীঘ্রই খারিজ হইয়া যাইবে বরং ইহাই মনে কর যে, খারিজ হইয়া গিয়াছে। দুষ্ট লোকেরা তাহাকে সঙ্গ দিল। বস্তুতঃ এই কথা সকল গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছিল যে, এই মোকদ্দমাকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এইরূপ বুঝিল যেন তাহাদের পক্ষে মোকদ্দমার রায় হইয়া গিয়াছে। অতএব এই জায়গায় খোদাতালা বলেন, কেন এতখানি দম্ভ ও অহংকার দেখাইতেছ? প্রত্যেক বিষয় খোদাতা'লার অধিকারভুক্ত। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্ব শক্তিমান। তিনি যাহা চাহেন করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, ঐ সর্বশক্তিমান খোদা তোমার সঙ্গে আছেন। তিনি গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। বরং যেগুলি নেহায়েত গুপ্ত বিষয়, যেগুলি মানুষের ধ্যান-ধারণার উর্ধ্বে, সেগুলিও তিনি জানেন। খোদার ওহীর এই বাক্যের মর্ম এই যে, এস্থলেও একটি গুপ্ত বিষয় আছে, যাহা এখন পর্যন্ত না তুমি জান, না তোমার উকিল জানে, না ঐ বিচারক জানে যাহার আদালতে এই মোকদ্দমা আছে। অতঃপর তিনি বলেন, ঐ খোদাই প্রকৃত উপাস্য। তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই। মানুষের উচিত নহে অন্য কাহারো উপর ভরসা করা, যেন সে তাহার উপাস্য। কেবলমাত্র খোদাই আছেন, যিনি নিজের মধ্যে এই গুণ ধারণ করেন। তিনিই সব বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। তিনিই সব কিছু দেখিতেছেন। সেই খোদা ঐ সকল লোকের সঙ্গে থাকেন যাহারা তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা) অবলম্বন করে এবং তাঁহাকে ভয় করে, যাহারা কোন পুণ্য-কাজ করার সময় ঐ পুণ্য কাজের সকল শর্ত পূরণ করে, যাহারা না ভাসাভাসা না ত্রুটিপূর্ণ পুণ্য কাজ করে, বরং উহার গভীর হইতে গভীরতর শাখা-প্রশাখার প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং পূর্ণ সৌন্দর্যের সাথে উহা সম্পাদন করে। অতঃপর ইহাদিগকেই খোদা সাহায্য করেন। কেননা, ইহারা তাঁহার পসন্দনীয় রাস্তার সেবক হইয়া থাকে এবং ঐ রাস্তায় চলে ও চালায়। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আহমদকে অর্থাৎ এই অধমকে তাহার জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু জাতি তাহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহারা বলিল, এই ব্যক্তি তো মিথ্যাবাদী। সে

দুনিয়ার লালসায় পড়িয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন ফন্দিতে অর্থ উপার্জন করিতে চাহে। তাহাকে গ্রেফতার করাইয়া দেওয়ার জন্য তাহারা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে। করাল বন্যার ন্যায়, যাহা উপর হইতে নীচের দিকে আসে, তদ্রূপে তাহারা প্রচণ্ড আক্রমণে তাহার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সে বলে, আমার প্রিয় আমার অতি নিকটে আছেন। তিনি নিকটে তো আছেন ; কিন্তু তিনি বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টির অন্তরালে আছেন।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়ে করা হইয়াছিল যখন বিরুদ্ধবাদী দাবীর সহিত বলিত যে, নিঃসন্দেহে মোকদ্দমা খারিজ হইয়া যাইবে এবং আমার সম্পর্কে বলিত যে, আমি তাহার গৃহের সকল দরজার সম্মুখে দেয়াল উঠাইয়া এইরূপ কষ্ট দিব যেন সে জেলখানায় আবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এখনই আমি লিখিয়াছি যে, খোদা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে খবর দিয়াছেন যে, আমি এইরূপে একটি বিষয় উন্মোচন করিব যদ্বারা যে পরাজিত সে জয়ী হইবে এবং যে জয়ী সে পরাজিত হইয়া যাইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী এত ব্যাপকভাবে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, আমার জামাতের কিছু লোক ইহা মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শত শত লোক ইহা সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিল এবং তাহারা অবাক হইত ইহা কীভাবে হইবে। মোট কথা, কেহ ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বরং রায় ঘোষণার কয়েক মাস পূর্বেই সাধারণভাবে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং আল্ হাকাম পত্রিকায় ছাপা হইয়া দূর দূরান্তের দেশসমূহের লোকদের নিকট ইহার খবর পৌছিয়া গিয়াছিল। অতঃপর রায়ের দিন আসিল। ঐ দিন আমাদের বিরুদ্ধবাদী অত্যন্ত আনন্দিত ছিল যে, আজ মোকদ্দমা খারিজের আদেশ শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলিত যে, আজ হইতে আমাদের জন্য সকল প্রকারের কষ্ট দেওয়ার সুযোগ আসিয়া যাইবে। উহাই ছিল ঐ দিন যেদিন ভবিষ্যদ্বাণীর এই বর্ণনার অর্থ খুলিয়া যাওয়ার কথা যে, ঐ একটি বিষয় গুপ্ত আছে যদ্বারা মোকদ্দমা পাল্টাইয়া যাইবে এবং অবশেষে উহা উন্মোচন করা হইবে। অতএব এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, ঐ দিন আমাদের উকিল খাজা কামাল উদ্দিনের মনে হইল পুরাতন নথির সূচীপত্র দেখা উচিত, অর্থাৎ সূচী দেখা উচিত যেখানে জরুরী আদেশসমূহের সার-সংক্ষেপ থাকে। যখন উহা দেখা হইল তখন উহা হইতে ঐ কথা বাহির হইয়া পড়িল, যাহা বাহির হওয়ার আশা ছিল না। অর্থাৎ বিচারকের সত্যায়িত এই আদেশ বাহির হইল যে, এই জমির দখলদার না কেবল ইমাম উদ্দীন, বরং মির্যা গোলাম মোর্তজা অর্থাৎ আমার শ্রদ্ধেয় পিতাও ইহার দখলদার। ইহা দেখার পর আমার উকিল বুঝিয়া ফেলিলেন আমরা মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া গিয়াছি। বিচারকের নিকট ইহা বর্ণনা করা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ নথিপত্র চাহিয়া পাঠাইলেন। যেহেতু দেখামাত্রই তাহার নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, তাই তিনি নির্দ্বিধায় ইমাম উদ্দীনের উপর মামলার ব্যয়সহ জমির ডিক্রী করিয়া দিলেন। যদি ঐ কাগজ উপস্থাপিত না হইত তবে মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়া ছাড়া উক্ত বিচারক আর কি করিতে পারিতেন এবং অমঙ্গলকামী দুশমনের হাতে আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইত। ইহা খোদার কাজ। তিনি যাহা চাহেন তাহাই করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নহে, বরং দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা, ইহাতে একটি তো জয়ের ওয়াদা এবং দ্বিতীয়টি একটি গুপ্ত বিষয় উন্মোচনের ওয়াদা, যাহা সকলের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। আমি এস্থলে অত্যন্ত আনন্দ ও খোদার শোকরগুজারির সহিত

বলিতেছি যে, খোদার অমোঘ বিধান এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষী আলোচ্য মোকদ্দমার বিচারককেও বানাইয়া দিয়াছেন। যদিও ডিষ্ট্রিকট জজ শেখ খোদা বখ্শ আমার প্রতি ধর্মীয় বিরোধিতা পোষণ করেন তথাপি তিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, কয়েকটি শুনানী সত্ত্বেও আমাদের উকিল এই শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ পেশ করেন নাই। মোকদ্দমার শেষ পর্যায়ে কেবল খোদাতালার ফযলে এই গ্রন্থি খুলিয়া গেল। বস্তুতঃ যে কেহ শেখ খোদা বখ্শের রায় দেখিবে সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে যে, দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমাদের উকিল কেবল শুনা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজ করিতেছিলেন যাহা আদালতের একটি রায়ের মোকাবেলায় হেয় ছিল। কেননা, বিবাদী ইমাম উদ্দীন যে নথি নিজের একক দখল প্রমাণ করার জন্য পেশ করিয়াছিল উহাতে কেবল ইমাম উদ্দীনের নাম ছিল, আমার শ্রদ্ধেয় পিতার নাম ছিল না। ইহাতে রহস্য এই ছিল যে, জমির আসল মালিক গোলাম জিলানী ইমাম উদ্দীনের বিরুদ্ধেই নালিশ করিয়াছিল এবং তাহার আরযীতে বিবাদী হিসাবে কেবল ইমাম উদ্দীনের নামই লেখা হইয়াছিল। অতঃপর সংবাদ পাওয়ার পর আমার শ্রদ্ধেয় পিতা নিজের মোক্তারের মাধ্যমে বিবাদী হিসাবে নিজের নামও লেখাইয়া দিয়া ছিলেন। ইহার অর্থ এই ছিল যে, আমরা উভয়েই এই জমির দখলদার। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ কাগজ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কেবল ইমাম উদ্দীনের নামই দাবীকারকের দাবীর আরযীতে অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল। ইহাতে মনে করা হইত যে, জমির দখলদার কেবল ইমাম উদ্দীনই।

অতএব ইহাই ছিল গুপ্ত রহস্য, যাহা আমরা জানিতাম না। যখন খোদাতা'লা চাহিলেন তখন নথিপত্রের মাধ্যমে ঐ গুপ্ত সত্য উন্মোচিত হইয়া গেল এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে যেইভাবে আছে সেইভাবে একদম যাতা ঘুরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, যাতা ঘুরার দরুন উহার যে অংশ চক্ষুর অন্তরালে থাকে তাহা চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া যায় এবং যাহা সম্মুখে থাকে তাহা অন্তরালে চলিয়া যায়। অতএব এই মোকদ্দমার এই অবস্থাই হইল। অর্থাৎ ইহার পুর্বে যে কারণ বিচারকের দৃষ্টির সম্মুখে ছিল, অর্থাৎ দাবীকারক গোলাম জিলানী নিজের দাবীর আরযীতে কেবল ইমাম উদ্দীনের দখলদার হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছে, প্রস্তাবনা পাওয়ার পর একেবারেই এই কারণ বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং যাতার গুপ্ত দিকের ন্যায় নূতন কারণ দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া গেল। যে গুপ্ত বিষয়ের জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণীতে খোদাতা'লা ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, অবশেষে তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন, তাহা প্রকাশিত হইয়া গেল। ব্যাপারটি এই যে, গোলাম জিলানীর নালিশের মোকদ্দমা কয়েক যুগ পূর্বের ছিল। ইতিমধ্যে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। ঐ মোকদ্দমা ছিল আমার শ্রদ্ধেয় পিতার সময়কার। ইহার সম্পর্কে আমি কিছুই জানিতাম না। যেহেতু দাবীকারকের দাবীর আরযীতে কেবল ইমাম উদ্দীনের নাম বিবাদী হিসাবে লেখানো হয়েছিল এবং অবশিষ্ট কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও আমার বড় ভাই-এর মৃত্যুর ৩০ (ত্রিশ) বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য এই গোপন ব্যাপারগুলির আমি কিছুই জানিতাম না।

এখন ভাবা উচিত ইহা কত বড় আযীমুশ্বান ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা খোদার সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া গেল। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে সে ইসলামের কোন ভালো চাহে বলিয়া আমি মনে করি না। আফসোস, এই সকল লোক খোদাতালার সাহায্যেরও কদর করে না। এক ঐ যুগ ছিল যখন পাদ্রীরা কেবল নিজেদের শত্রুতার দরুন এই বাজে প্রচারণা করিত যে, কোরআন শরীফে কোন

ভবিষ্যদ্বাণী নাই। ইসলামের আলেমগণ উত্তরতো দিতেছিলেন। কিন্তু সত্য কথাতো এই যে, ভবিষ্যদ্বাণী ও অসাধারণ ব্যপারে অস্বীকারকারীর উত্তর দেওয়া ঐ ব্যক্তির কাজ যে ভবিষ্যদ্বাণী দেখাইতেও পারে। নতুবা কেবল কথা দ্বারা এই ঝগড়ার মীমাংসা হয় না। অতএব যখন পাদ্রীদের মিথ্যাচার চরম পর্যায়ে পৌছিয়া গেল তখন খোদা মুহাম্মদী 'হুজ্জত' (অর্থ ঃ দলিল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা – অনুবাদক) পূর্ণ করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেন। এখন পাদ্রীরা কোথায় যে, তারা আমাকে মোকাবেলা করিতে আসিবে ? আমি অসময়ে আসি নাই। আমি ঐ সময়ে আসিয়াছি যখন ইসলাম খৃষ্টানদের দ্বারা পদদলিত হইতেছিল। হে দৃষ্টি-শক্তিহীন অন্ধরা ! সত্যের বিরুদ্ধবাদী হওয়া তোমাদিগকে কে শিখাইয়াছে ? ধর্ম বিনাশ হইয়া গিয়াছে। বাহিরের আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বে'দাত ধর্মের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যখম করিয়া দিয়াছে। শতাব্দীর ২৩ (তেইশ) বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। কয়েক লক্ষ মুসলমান ধর্মত্যাগী হইয়া খোদা ও রসূলের দুশমন হইয়া গেল। তোমরা বল এই সময় খোদার তরফ হইতে কেহ আসে নাই, কিন্তু দাজ্জাল আসিয়াছে। আচ্ছা, এখন কোন পাদ্রীকে আমার সম্মুখে আন, যে এই কথা বলে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন নাই। স্মরণ রাখ, ঐ যুগ আমার পূর্বেই অতিক্রম করিয়াছে। এখন ঐ যুগ আসিয়াছে যখন খোদা ইহা প্রকাশ করিতে চাহেন যে, ঐ রসূল মুহাম্মদ আরাবী (সাঃ) যাঁহাকে গাল-মন্দ করা হইয়াছে, যাঁহার নামের অসম্মান করা হইয়াছে, যাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার জন্য এই যুগে হতভাগ্য পাদ্রীরা কয়েক লক্ষ পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তিনিই সত্যবাদী ও সত্যবাদীদের নেতা। তাঁহাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সীমার অধিক অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু অবশেষে ঐ রসূলকে মর্যাদার মুকুট পরানো হইয়াছে। তাঁহার গোলাম* ও সেবকদের মধ্যে একজন আমি, যাহার সহিত খোদা বাক্যালাপ করেন ও যাহাকে সম্বোধন করেন এবং যাহার নিকট খোদার অদৃশ্যের ও নিদর্শনের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হে নির্বোধেরা ! তোমরা কাফের বল বা অন্য কিছু বল, ঐ ব্যক্তি তোমাদের কাফের বলার কোন পরোয়া করে না। সে খোদার নির্দেশ অনুযায়ী ধর্মের সেবায় লিপ্ত আছে এবং নিজের উপর খোদার দয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় দেখিতেছে। ঐ খোদা যিনি মরিয়মের পুত্রের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই আমার হৃদয়েও অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু স্বীয় জ্যোতিতে তাহার চাইতে অধিক। সে-ও মানুষ ছিল। আমিও মানুষ। যেভাবে সূর্যের কিরণ দেওয়ালে পড়ে, কিন্তু দেওয়াল বলিতে পারে না যে, আমি সূর্য, তদ্রূপে আমরা দুই জনেই এই জ্যোতির দরুন কোন ব্যক্তিগত মর্যাদা দাবী করিতে পারি না। কেননা, ঐ প্রকৃত সূর্য বলিতে পারে যে, আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া দেখ্ তোর কোন্ মর্যাদা আছে ? অনুরূপভাবে এক সময় ঈসাতো এই কথা বলেন, আমি খোদার পুত্র এবং অন্য সময় খৃষ্টানদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি শয়তানের পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকেন। যদি তাঁহার মধ্যে প্রকৃত জ্যোতিঃ থাকিত তবে তাঁহাকে এই পরীক্ষায় পড়িতে হইত না। শয়তান কি খোদাকেও পরীক্ষা করিতে পারে ? অতএব যেহেতু ঈসা মানুষ ছিলেন সেজন্য তিনি

---

* টীকা ঃ ইহার সম্পর্কে একটি ইলহামী পংক্তি আছে, যাহা নিম্নরূপ ঃ

برتر گمان و وہم سے احمدؐ کی شان ہے ۔ جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے

(অর্থ ঃ আহমদের (সাঃ) মর্যাদা তোমাদের ধারণার অতীত, যাঁহার গোলামকে দেখ সে হইতেছে যুগের মসীহ – অনুবাদক)।

মানবীয় পরীক্ষার সম্মুখীন হন। ঈসার দোয়াতেও কোন ক্ষমতা ছিল না, কেবল ছিল আল্লাহর দরবারে মানুষের ন্যায় বিনয় ও আকুতি মিনতি। এই কারণেই তিনি বাগানে যে দোয়া করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এত কাঁদেন যে, চোখের পানিতে তাঁহার কাপড় ভরিয়া গেল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও খৃষ্টানরা বলে ঐ দোয়া গৃহীত হয় নাই। কিন্তু আমি বলি ঐ দোয়া গৃহীত হইয়া গিয়াছিল এবং খোদা তাঁহাকে ক্রুশ হইতে বাঁচাইয়া দেন। তিনি কেবল ইউনুসের ন্যায় কবরে প্রবেশ করেন এবং ইউনুসের ন্যায় জীবন্তই প্রবেশ করেন ও জীবন্তই বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার ক্রন্দন ও তাঁহার বিগত হওয়া মৃত্যুর স্থলাভিষিক্ত ছিল। এইরূপ দোয়া গৃহীত হয় যেরূপ দোয়া মরিয়মের পুত্র বাগানে করেন। *

اس درگاہ بلند میں آساں نہیں دُعا ۔ جو مانگے سو مر رہے ہے مرے سو منگن جا

(অর্থ ঃ - **এই সুউচ্চ দরবারে দোয়া এত সহজ নহে। যে চায় সে যেন মরিয়া গিয়াই দোয়া প্রার্থী হয়** - অনুবাদক)।

১২০নং নিদর্শন ঃ লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম সম্পর্কে খোদা আমার জন্য একটি নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেহেতু এই নিদর্শনের প্রথম সাক্ষী বদর পত্রিকার সম্পাদক মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, তাই তাহার নিজের হাতেরই লেখা চিঠি সাক্ষ্য হিসাবে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। চিঠিই এইরূপ -

বিসমিল্লাহের রহমানির রহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল করীম

হযরত আকদস মুরশেদানা ওয়া মাহ্‌দীনা মসীহে মাওউদ ওয়া মাহদীয়ে মা'হুদ ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবে আলী, আমি যাহা কিছু জানি আপনার খেদমতে নিবেদন করিতেছি। তাহা এই যে, যখন 'উম্মেহাতুল মোমেনীন' পুস্তকটি খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম এর সদস্য সরকারের নিকট এই পুস্তকের বিষয়-বস্তুর স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিল যে, এই পুস্তকের প্রকাশনা বন্ধ করা হউক এবং এইরূপ নোংরা পুস্তকের প্রণেতাকে অভিযুক্ত করিয়া সতর্ক করা হউক। ঐ সময়ে এই অধম লাহোরে একাউনটেন্ট জেনারেল-এর অফিসে কর্মচারী ছিলাম এবং কোন এক ছুটি উপলক্ষ্যে দুই চার দিনের জন্য কাদিয়ানে আসিয়াছিলাম। যখন হুযুরের খেদমতে তাহাদের স্মারক লিপির সম্পর্কে বলা হইল তখন

---

* টীকা ঃ আমার মনে হয় হযরত ঈসাকে যে ক্রুশে দেওয়া হইবে সে ব্যাপারে তিনি কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। এই জন্য তাঁহার হৃদয়ে এই ভীতির সঞ্চার হইল যে, যদি আমাকে ক্রুশে দেওয়া হয় তবে দুষ্ট ইহুদীরা আমার বিরুদ্ধে অভিশপ্ত হওয়ার অপবাদ আরোপ করিবে। অতএব এই কারণেই তিনি হৃদয় নিংড়াইয়া দোয়া করেন এবং ঐ দোয়া গৃহীত হইয়া গেল। খোদা এই তকদীরকে এইভাবে পরিবর্তন করিয়া দেন যে, তাঁহাকে দৃশ্যতঃ ক্রুশে চড়ানো হইল। তাঁহাকে কবরেও প্রবেশ করানো হইল। কিন্তু তিনি ইউনুসের ন্যায় জীবন্তই প্রবেশ করেন এবং জীবন্তই বাহির হইয়া আসেন। নবী বাহাদুর হইয়া থাকেন। নিকৃষ্ট ইহুদীদের ভয়ে তিনি ভীত ছিলেন না।

আমার খুব স্মরণ আছে যে, অনেক লোকের সঙ্গে হুযুর বাগানের দিকে ভ্রমণে যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম, এ-ও ছিলেন। তখন হুযুর বলেন, আঞ্জুমান ইহা ঠিক কাজ করে নাই। আমি স্মারক লিপির কঠোর বিরোধী। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধে হুযুর লিখিতভাবে একটি স্মারক লিপি সরকারের খেদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হুযুর এই স্মারকলিপি ১৮৯৮ সালের ৪ঠা মে তারিখে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে আঞ্জুমানওয়ালারা অনেক হৈ চৈ করিল এবং পত্র-পত্রিকায় হুযুরের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিল। এই দিনগুলিতে যখন হুযূর বাহিরে ভ্রমণের জন্য গেলেন তখন হুযুর বলিয়াছিলেন, লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতুল ইসলামের এই কাজ সম্পর্কে আমার নিকট ইলহাম হইয়াছে যে,

ستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الی اللہ

ইহার অনুবাদ ও ভাবার্থ সম্পর্কে হুযুর বলেন, শীঘ্রই আঞ্জুমানওয়ালারা আমার কথা স্মরণ করিবে যে, এই পন্থা অবলম্বনের মধ্যে ব্যর্থতা আছে। পক্ষান্তরে আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, (অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ খন্ডন করা এবং উহাদের উত্তর দেওয়া) সেই পন্থা আমি খোদাতা'লার উপর সোপর্দ করিতেছি, অর্থাৎ খোদা আমার কাজকে সংরক্ষণ করিবেন। কিন্তু আঞ্জুমানওয়ালারা 'উম্মেহাতুল মোমেনীন'-এর প্রণেতাকে শাস্তি প্রদানের যে সংকল্প করিয়াছে ইহাতে তাহারা কখনো কৃতকার্য হইবে না। পরে তাহারা স্মরণ করিবে, যে পন্থা পূর্বে বলা হইয়াছিল তাহা প্রকৃতপক্ষেই সঠিক ছিল। এই ইলহাম শুনার দুই একদিন পরে যখন আমি লাহোরে ফিরিয়া গেলাম তখন লাহোরের গুমটি বাজারস্থ মসজিদে সাধারণভাবেই একটি সভা করা হইল। ঐ সভায় এই অধম নিজের কাদিয়ান সফরের রিপোর্ট শুনাইতেছিলাম। বস্তুতঃ হুযুরের এই ইলহাম ও উহার ব্যাখ্যা এক বিরাট জনগোষ্ঠীকে সেখানে শুনানো হইল। প্রায় শুনাইয়াই ফেলিয়াছিলাম এমন সময়ে এক ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, লেফটেনেন্ট গভর্নর-এর পক্ষ হইতে আঞ্জুমানের নিকট উত্তর আসিয়াছে। তাহাদের স্মারক লিপি নামঞ্জুর হইয়াছে এবং 'উম্মেহাতুল মোমেনীন' পুস্তকের প্রণেতা কোন দন্ডবিধির আওতায় আসিতে পারে না। তখন ঐ সংবাদ শুনায় সভায় উপস্থিত সকলের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হইল এবং সকলে খোদাতা'লার আশ্চর্যজনক কাজের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিল। (গ্রন্থকার) হুযুরের পরম বিনীত অধম দাস, মোহাম্মদ সাদেক।

১২১নং নিদর্শন ঃ ১৯০২ সালের ৪ঠা এপ্রিলের দিনগুলিতে যখন ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছিল তখন যেহেতু খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, এই ভুমিকম্পই শেষ ভূমিকম্প নহে, আরও ভূমিকম্প আসিবে, তাই আমি সাবধানতামূলক সপরিবারে এবং নিজের জামা'তের অধিকাংশ লোককে লইয়া বাগানে চলিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে একটি বড় ময়দানে দুইটি তাবু খাটাইয়া আমরা বাস করিতেছিলাম। এই সময় আমার স্ত্রী ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জ্বর কখনো ছাড়িতেছিল না এবং ইহার সাথে কাশিও ছিল। আমার একনিষ্ঠ বন্ধু মৌলভী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন, কিন্তু কোন উপকার হইতেছিল না। অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছিল যে, তাঁহার উঠা-বসা বন্ধ হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মহিলারা তাঁহাকে চারপাইতে বসাইয়া তাবুতে লইয়া যাইত এবং প্রাতঃকালে

চারপাইতে বসাইয়া বাগানে লইয়া আসিত। তাঁহার শরীর দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছিল। অবশেষে আমি মনোযোগের সঙ্গে দোয়া করিলাম। ইলহাম হইল انّ معی ربّی سیہدین অর্থাৎ আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন। শীঘ্রই তিনি আমাকে বলিয়া দিবেন রোগ কী এবং ইহার চিকিৎসা কী। এই ইলহামের কয়েক মিনিট পরে আমার হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, এই রোগ যকৃতের এবং আমার হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দেওয়া হইল যে, 'শেফাউল আসকাম' পুস্তকের ব্যবস্থাপত্র ইহার জন্য উপকারী হইবে। অতএব ঐ ব্যবস্থাপত্র তৈরী করা হইল এবং উহা ছিল বড়ি। যখন তিন চারটি খাওয়া হইল তখন একদিন প্রাতঃকালে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আবদুর রহমান নামক এক ব্যক্তি আমাদের ঘরে আসিয়াছে এবং সে দাঁড়াইয়া বলিল, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। খোদার এই অদ্ভুত লীলা যে, একদিকে এই স্বপ্ন দেখিলাম এবং অন্যদিকে যখন আমি শিরা দেখিলাম তখন জ্বরের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর এই ইলহাম হইল ঃ

تو در منزل ما چو بار بار آئی۔ خدا ابر رحمت بباریدیا

অর্থ ঃ তুমি আমার দরবারে বার বার আসিয়াছ তাই খোদা তোমার উপর করুণা বর্ষণ করিয়াছেন।

একদল লোক এই ভবিষ্যদ্বাণীরও সাক্ষী আছে। যাহার মন চাহে সে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারে।

১২২নং নিদর্শন ঃ আজ হইতে প্রায় ৩০ (তিরিশ) বৎসর পূর্বে একবার আমি স্বপ্নে দোকান সদৃশ একটি উচ্চ মাচান দেখিলাম। সম্ভবতঃ উহার উপর ছাদও ছিল। একটি খুব সুন্দর বালক উহার উপর বসিয়া আছে। তাহার বয়স ছিল প্রায় সাত বৎসর। আমার মনে হইল (এই বালকটি) একজন ফেরেশ্‌তা। সে আমাকে ডাকিল না কি আমি নিজেই গেলাম তাহা মনে নাই। কিন্তু যখন আমি তাহার মাচানের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম তখন সে আমার হাতে একটি রুটি দিয়া বলিল, এই রুটি নাও। ইহা তোমার জন্য ও তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য। রুটিটি ছিল খুবই স্বচ্ছ। উহা চমকাইতেছিল। উহা এত বড় ছিল যেন চারটি রুটির সমান ছিল। সুতরাং ১০ (দশ) বৎসর পরে এই স্বপ্নের প্রকাশ ঘটিল। যদি কেহ সরল অন্তঃকরণে কাদিয়ানে আসিয়া অবস্থান করে তবে সে বুঝিবে ঐ রুটিই, যাহা ফেরেশ্‌তা দিয়াছিল, তাহা দুই বেলা আমরা অদৃশ্য হইতে পাইয়া থাকি। কয়েকটি পরিবার দুই বেলা এখান হইতে রুটি খাইয়া থাকে। কয়েকজন অন্ধ, খোঁড়া ও মিসকিন দুই বেলা এই লঙ্গরখানা হইতে রুটি লইয়া যায়। চারিদিক হইতে মেহমান আসে। রুটি ভক্ষণকারীদের গড় সংখ্যা প্রতিদিন দুইশত, কখনো তিনশত এবং কখনো ইহার অধিক হইয়া থাকে। তাহারা দুইবেলা এই লঙ্গরখানা হইতে রুটি খাইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যয় এই মেহমানদারী হইতে পৃথক। অনেক মিতব্যয়িতার পরও গড়ে প্রতিমাসে ১৫০০ (পনরশত) টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু খরচ আছে, যাহা এই ব্যয় হইতে পৃথক। খোদার এই মো'জেযা আমি ২০ (বিশ) বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, অদৃশ্য হইতে আমরা এই রুটি পাইয়া থাকি। জানা থাকে না কাল কোথা হইতে আসিবে। কিন্তু আসিয়া থাকে। হযরত ঈসার হাওয়ারীদের তো এই দোয়া ছিল যে, হে খোদা ! আমাদেরকে প্রতি দিনের রুটি

দাও। কিন্তু করুণাময় খোদা দোয়া ব্যতীতই আমাদিগকে প্রতি দিনের রুটি দিতেছেন। ফেরেশ্‌তা যেভাবে বলিয়াছিল যে, এই রুটি তোমার জন্য এবং তোমার সঙ্গেকার দরবেশদের জন্য, ঠিক তদ্রূপেই করুণাময় খোদা আমাকে ও আমার সঙ্গেকার দরবেশদিগকে প্রতিদিন নিজের পক্ষ হইতে এই নিমন্ত্রণ জানাইয়া থাকেন। অতএব তাঁহার প্রতিদিনের নূতন নিমন্ত্রণ আমাদের জন্য এক নূতন নিদর্শন হইয়া থাকে।

১২৩নং নিদর্শন ঃ একবার এক হিন্দু ভদ্রলোক কাদিয়ানে আমার নিকট আসেন। তাহার নাম স্মরণ হইতেছে না। * তিনি বলেন, আমি একটি ধর্মীয় সম্মেলন ** করিতে চাহিতেছি। এই সম্মেলনে পাঠ করার জন্য আপনিও নিজ ধর্মের সৌন্দর্যাবলী সম্পর্কে কোন একটা প্রবন্ধ লিখুন। আমি আপত্তি করিলাম। তিনি খুব জোর দিয়া বলেন, আপনি নিশ্চয় লিখিবেন। যেহেতু আমি জানি আমি নিজের ব্যক্তিগত শক্তিতে কিছুই করিতে পারি না, বরং আমার মধ্যে কোন শক্তি নাই, খোদা না বলাইলে আমি বলিতে পারি না, তিনি না দেখাইলে আমি কিছু দেখিতে পারি না, সেই জন্য আমি খোদার দরবারে দোয়া করিলাম তিনি যেন আমার মধ্যে এরূপ প্রবন্ধ লেখার এল্‌কা (ভাবোদ্রেক) করেন যাহা এই সম্মেলনের সকল বক্তৃতার উপর প্রাধান্য লাভ করে। আমি দোয়ার পর দেখিলাম যে, আমার মধ্যে একটি শক্তি ফুঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এই স্বর্গীয় শক্তির একটি ক্রিয়া নিজের মধ্যে অনুভব করিলাম। আমার যে সকল বন্ধু ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন তাহারা জানেন আমি প্রবন্ধের কোন পাণ্ডুলিপি লিখি নাই। যাহা কিছু আমি লিখিলাম তাহা ছিল কেবল দ্রুত লিখন। আমি এত দ্রুত লিখিতেছিলাম যে, নকলকারীর জন্য উহার নকল এত দ্রুত গতিতে লেখা মুশ্‌কিল হইয়া গেল। যখন আমি প্রবন্ধ শেষ করিলাম তখন খোদাতা'লার তরফ হইতে এই ইলহাম হইল **তোমার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হইবে**। সংক্ষেপে কথা এই যে, যখন ঐ প্রবন্ধ এই সম্মেলনে পাঠ করা হইল তখন ইহা পাঠ করার সময় শ্রোতাগণ মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং চতুর্দিক হইতে প্রশংসাসূচক আওয়াজ উঠিতেছিল। এমনকি এক হিন্দু ভদ্রলোক যিনি এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন, তাহার মুখ হইতেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাহির হইয়া পড়িল যে, এই প্রবন্ধ *** সকল প্রবন্ধের উপর শ্রেষ্ঠ। লাহোর হইতে সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহাও সাক্ষ্যরূপে লেখে যে, এই প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ। সম্ভবতঃ ২০টি (বিশটি) আরো এইরূপ উর্দূ পত্র-পত্রিকা এই সাক্ষ্যই দিয়াছে। পক্ষপাতপূর্ণ কিছু লোক ছাড়া এই সম্মেলনে সকলের মুখে এই কথাই ছিল যে, এই প্রবন্ধটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজ অবধি এইরূপ শত শত লোক মজুদ আছে, যাহারা এই সাক্ষ্যই দিতেছে। মোট কথা, প্রত্যেক দলের সাক্ষ্য এবং ইংরেজী পত্র-পত্রিকাসমূহের সাক্ষ্য দ্বারা আমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সদৃশ ছিল, যাহা মূসা নবীকে যাদুকরদের সঙ্গে করিতে

---

* টীকা ঃ স্মরণ হইয়াছে। তাহার নাম ছিল স্বামী সৌগন চন্দ্র।

** টীকা ঃ এই সম্মেলনের নাম সর্বধর্ম মহা সম্মেলন নামে প্রচার করা হইয়াছিল।

*** টীকা ঃ প্রচারিত ইশ্‌তেহার অনুযায়ী প্রবন্ধটি যেহেতু পাঁচটি প্রশ্নের সকল দিক সম্পর্কে ছিল, তাই ইহা পাঠ করার জন্য নির্দ্ধারিত সময় যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং উপস্থিত শ্রোতাগণ সভাপতির নিকট উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া নিবেদন করার দরুন প্রবন্ধটি পাঠ করার জন্য আরো একদিন বাড়াইয়া দেওয়া হইল। প্রবন্ধটি সাধারণভাবে গৃহীত হওয়ার ইহাও নিদর্শন।

হইয়াছিল। কেননা, এই সম্মেলনে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা শুনাইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ ছিল খৃষ্টান, কেহ সনাতন ধর্মের হিন্দু, কেহ আর্য সমাজের হিন্দু, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ শিখ এবং কেহ আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমান ছিল। সকলেই নিজ নিজ লাঠির কল্পিত সাপ বানাইয়াছিল। কিন্তু খোদা যখন আমার হাত দ্বারা ইসলামের সত্যতার লাঠি এক পবিত্র ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা রূপে তাহাদের মোকাবেলায় ছাড়িলেন তখন উহা অজগর হইয়া সকলকে গিলিয়া ফেলিল। আজ পর্যন্ত জাতির মধ্যে আমার এই বক্তৃতা প্রশংসার সহিত চর্চা করা হয়, যাহা আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। فالحمد لله علیٰ ذالک (অর্থ ঃ অতএব সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র – অনুবাদক)।

১২৪নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়া প্রণয়নের যুগে যখন আমার প্রতি মানুষের কোন মনোযোগ ছিল না, জগতে আমার পরিচিতিও ছিল না, তখন অর্থের খুব প্রয়োজন দেখা দিল। ইহার জন্য আমি দোয়া করিলাম। তখন এই ইলহাম হইল ঃ

دس دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں الا ان نصر اللہ قریب
فی شائل مقیاس۔ دن ول یو گو ٹو امرت سر

ইলহামের ইংরেজী অংশটি হইল – Then you will go to Amritsar – অনুবাদক) অর্থাৎ, ১০ (দশ) দিন পরে টাকা নিশ্চয় আসিবে। ইহার পূর্বে কিছুই আসিবে না। খোদার সাহায্য নিকটবর্তী। যেভাবে জন্ম দেয়ার জন্য উষ্ট্রি যখন লেজ উঠায় তখন উহার আগত শাবক নিকটবর্তী হয়, ঠিক তদ্রূপে খোদার সাহায্যও নিকটবর্তী। অতঃপর ইংরেজী বাক্যে এই কথা বলা হইয়াছে যে, দশ দিন পরে যখন টাকা আসিবে তখন তুমি অমৃতসরেও যাইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমি তিন জন আর্য্যমতাবলম্বী হিন্দুকে অর্থাৎ শরমপত, মালাওয়ামল ও বিসন দাসকে শুনাইয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম, স্মরণ রাখ, এই টাকা ডাকের মাধ্যমে আসিবে এবং ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত ডাকের মাধ্যমে কিছুই আসিবে না। এই তিন জন হিন্দু ব্যতীত অনেক মুসলমানকে নির্ধারিত সময়ের পুর্বে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া দেওয়া হইল এবং খুব প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। কেননা, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি দিক খুবই অদ্ভুত ছিল। একটি হইল এই যে, নিশ্চিতভাবে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত কিছুই আসিবে না, এবং একাদশ দিনে বিনা ব্যতিক্রমে নিশ্চিতভাবে টাকা আসিবে। দ্বিতীয় দিকটি অদ্ভুত ছিল যে, টাকা আসার সাথে সাথেই এইরূপ কিছু ঘটনা ঘটিবে যে, তোমাকে অমৃতসর যাইতে হইবে। অতএব খোদার কুদরতের এই অদ্ভুত নমুনা প্রকাশিত হইল যে, ইলহামের দিন হইতে ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত এক পয়সাও আসিল না। উপরোল্লিখিত আর্যরা প্রত্যহ পোষ্ট অফিসে যাইয়া খোঁজ-খবর লইতে থাকে। ঐ সময়ে পোষ্ট অফিসের সাব পোষ্ট-মাষ্টার হিন্দু ছিল। যখন একাদশ দিন উদিত হইল, তাহারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই ব্যাপারে আশাবাদী ছিল যে এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে। তখন তাহাদের কেহ কেহ পোষ্ট অফিসে গেল এবং বিষন্ন চেহারা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিল, আজ মোহাম্মদ আফযাল খান নামক

রাওয়ালপিণ্ডির এক সেটেলমেন্ট সুপারিনটেনডেন্ট এক শত দশ টাকা পাঠাইয়াছে। অনুরূপভাবে অন্য এক ব্যক্তি বিশ টাকা। ইহা দ্বারা ঐ কাজ সমাধা হইয়া গেল, যাহার জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। ঐ দিনেই যখন এই টাকা আসিল তখন অমৃতসরের নিম্ন আদালত হইতে একটি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমার নামে সমন আসিয়া পড়িল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একদল লোক সাক্ষী আছে। এইভাবেও ইহার সত্যায়ন করা যাইতে পারে যে, কাদিয়ানের পোষ্ট অফিসের রেজিষ্টার দেখা হউক। যে দিন এই একশত ত্রিশ টাকা আসিয়াছে ঐ দিন হইতে দশ দিন পূর্বের তারিখগুলিতে রেজিষ্টারে এক পয়সার মনি অর্ডারও আমার নামে দেখিতে পাইবে না। অন্যদিকে যদি ঐ তারিখে অমৃতসরের নিম্ন আদালতের দপ্তরে অনুসন্ধান কর তবে উহাতে রজব আলী নামক এক পাদ্রীর মোকদ্দমার নথিতে আমার বক্তব্য দেখিতে পাইবে। ইহা ১৮৮৪ সালের নিদর্শন। এই ঠিকানা দ্বারা পোষ্ট অফিসের রেজিষ্টার দেখা যাইতে পারে এবং এই ঠিকানা দ্বারাই অমৃতসরের নিম্ন আদালতে আমার বক্তব্য দেখা যাইতে পারে। যদি হিন্দু সাক্ষীরা অস্বীকার করে তবে হলফ করিতে বলিলে তাহারা সত্য বর্ণনা দিতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণী বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৬৯ পৃষ্ঠা ও ৪৭০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে এবং এই সকল আর্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিবেকবান ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারেন যদি এই সকল লোক এই ভবিষ্যদ্বাণীর চাক্ষুষ সাক্ষী না হইয়া থাকে তবে কঠোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এতকাল যাবৎ তাহাদের চুপচাপ থাকা বিবেক স্বীকার করিতে পারে না। বারবার আমার পুস্তকাদিতে ও ইশ্‌তেহারসমূহে আমি তাহাদের নাম সাক্ষীরূপে লিখিয়া চলিয়াছি – এ কথা জানা সত্ত্বেও তাহারা কেন এত দীর্ঘকাল ১৮৮৪ সাল হইতে বর্তমানে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চুপ রহিয়াছে ? তাহাদের উচিত ছিল এই সকল সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা দেওয়া, যাহা তাহাদের সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বারাহীনে আহমদীয়ায় ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তিন জন হিন্দুর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম ব্যক্তি লালা শরমপত ক্ষত্রীয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি লালা মালাওয়ামল ক্ষত্রীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি বিসন দাস ব্রাহ্মণ। বারাহীনে আহমদীয়ার প্রত্যেক লেখায় আর্য বলিতে ইহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে। কোন কোন স্থানে অন্য লোকও আছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি ইংরোজী বাক্য আছে। উহাও আমার জন্য নিদর্শনস্বরূপ। কেননা, আমি ইংরেজী একেবারেই জানি না। অতএব খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে উর্দূ, আরবী ও ইংরেজীতে বর্ণনা করিয়া সব দিক হইতে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা একটি বড় নিদর্শন, তবে তাহাদের জন্য যাহাদের চোখে গোঁড়ামির আবরণ নাই।

১২৫নং নিদর্শন ঃ বলা বাহুল্য, ভীতিপ্রদ ও আযীমুশ্বান নিদর্শনসমূহের মধ্যে পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর নিদর্শন অন্যতম। ইহার বুনিয়াদি ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস আমার পুস্তক বারাকাতুদ্‌ দোয়া, কেরামাতুস সাদেকীন ও আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম। এই পুস্তকসমূহে ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, লেখরাম নিহত হওয়ার মাধ্যমে ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহার নিহত হওয়ার দিনটি হইবে ঈদের পরের দিন, অর্থাৎ শনিবার। ইহা এইজন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে যাহাতে ঘটনাটি ঈদের দিনে ঘটে, যাহা জুমুআর দিন ছিল। এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, যেদিন মুসলমানদের ঘরে দুইটি ঈদ হইবে উহার পরের দিন আর্যদের

ঘরে ২টি (দুইটি) হাহাকার সংঘটিত হইবে। * এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল আমার পুস্তকসমূহেই লিপিবদ্ধ হয় নাই, বরং লেখরাম স্বয়ং নিজের পুস্তকে নকল করিয়া স্বজাতির মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রচার করিয়া দিয়াছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মোকাবেলায় সে নিজের পুস্তকে আমার সম্পর্কে এই কথা লিখিয়াছে যে, আমার পরমেশ্বর আমাকে এই ইলহাম করিয়াছে যে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ এই অধম) তিন বৎসরের মধ্যে কলেরায় মারা যাইবে। কেননা, সে মিথ্যাবাদী। ** লেখরামের এই তিন বৎসরের ইলহাম এইরূপই ছিল যেরূপে আবদুল হাকিম খান এখন আমার মৃত্যু সম্পর্কে তিন বৎসরের ইলহাম প্রকাশ করিয়াছে। মোটকথা আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী লেখরামের মোকাবেলায় ছিল এবং মোবাহালাস্বরূপ। এখন পর্যন্ত লেখরামের ঐ সকল পুস্তক মজুদ আছে এবং আর্যদের মধ্যে বহুল প্রচারিত যাহার মধ্যে লেখরাম নিজের পরমেশ্বরের প্রতি আরোপ করিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছেন। অনুরূপভাবে আমার ভবিষ্যদ্বাণী যাহার মধ্যে লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে ছয় বৎসর ধার্য করা হইয়াছিল, তাহাও লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ হিজরী ১৩১১ সালের সফর মাসে মুদ্রিত কেরামাতুস সাদেকীন পুস্তকে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা আরবী পুস্তক। ইহার অনুবাদ এই যে, লেখরাম সম্পর্কে খোদা আমার দোয়া কবুল করিয়া আমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, সে ছয় বৎসরের মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহার অপরাধ এই যে, সে খোদার নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করিত এবং খারাপ ভাষায় তাঁহার অবমাননা করিত। এই পুস্তক লেখরামের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষে বহুল-ভাবে প্রচার করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৮৯৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারীতে একটি ইশ্‌তেহারে, যাহা আমার পুস্তক আয়নায়ে কামালাতে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, লেখরামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সুস্পষ্টভাবে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, লেখরামকে সামেরী কর্তৃক নির্মিত গোবৎসের ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে এই ইঙ্গিত ছিল যে, যেরূপে সামেরীর গোবৎসকে শনিবার দিন টুকরা টুকরা করা হইয়াছিল লেখরামের অবস্থা তদ্রূপই হইবে। ইহা তাহার হত্যার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। বস্তুতঃ লেখরামকে শনিবার দিন হত্যা করা হয়। ঐ সময়ে শনিবারের পূর্বে শুক্রবার দিন মুসলমানদের ঈদ হইয়াছিল। অনুরূপভাবেই সামেরীর গোবৎসকেও শনিবার দিন টুকরা টুকরা করা হইয়াছিল এবং উহা ছিল ইহুদীদের ঈদের দিন। সামেরীর গোবৎসকে টুকরা টুকরা করার পর জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে লেখরামকে টুকরা টুকরা করিবার পর জ্বালানো হইয়াছে। কেননা, হত্যাকারী প্রথমে তাহার নাড়িভুঁড়ি টুকরা টুকরা করিল। অতঃপর ডাক্তার তাহার

---

* টীকা ঃ লেখরামকে শনিবারে হত্যা করা হইয়াছিল এবং শুক্রবার ঈদুল ফিতর ছিল। শুক্রবার স্বয়ং ইসলামে ঈদের দিন। ইহা যেন এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, লেখরাম নিহত হওয়ার পূর্বের দিন মুসলমানদের দুইটি ঈদ হইবে এবং এই দুইটি ঈদের পরের দিন আর্যদের ঘরে দুইটি হাহাকার হইবে। একটি হইল এই যে, তাহাদের নেতা মারা গেল। দ্বিতীয়টি হইল এই যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ায় তাহাদের ধর্মের অসারতা প্রমাণিত হইল।

** টীকা ঃ তাকযীবে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ৩০৭ পৃষ্ঠা ও ৩১১ পৃষ্ঠা এবং কুল্লিয়াতে আরীয়া মুসাফের পুস্তকের ৫০১ পৃষ্ঠা দেখ। ইহাতে এই কথাও লেখা আছে যে, তিন বৎসরের মধ্যে আপনার পরিসমাপ্তি হইবে এবং আপনার বংশধরদের মধ্যেও কেহ বাকী থাকিবে না। (লেখক)।

জখমকে আরো অস্ত্রপচার দ্বারা বাড়াইল এবং অবশেষে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর সামেরীর গোবৎসের ন্যায় তাহার হাড়গুলি নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। খোদাতা'লা সামেরীর গোবৎসের সহিত এই জন্য তাহাকে সাদৃশ্যপূর্ণ করিয়াছেন যে, ঐ গোবৎস সম্পূর্ণরূপে প্রাণহীন ছিল এবং এই যুগের ঐ সকল খেলনার ন্যায় ছিল, যাহাদের কল টিপলে শব্দ বাহির হয়। অনুরূপভাবে এই গোবৎস হইতে একটি শব্দ বাহির হইত। সুতরাং খোদাতা'লা বলেন, প্রকৃতপক্ষে লেখরাম প্রাণহীন ছিল। তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন আসে নাই। তাহার শব্দ কেবল সামেরীর গোবৎসের ন্যায় ছিল। প্রকৃতজ্ঞান, সঠিক প্রজ্ঞা এবং খোদাতা'লার সহিত প্রকৃত সম্পর্ক ও প্রকৃত ভালবাসা তাহার অদৃষ্টে ছিল না। ইহা আর্যদের অপরাধ ছিল যে, ঐ প্রাণহীনকে, যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাণ ছিল না, কেবল মৃত ছিল, তাহাকে তাহারা ঐ আসনে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে যাহার উপর কোন জীবিত ব্যক্তির দাঁড়ানো উচিত ছিল। এই জন্য সামেরীর গোবৎসের ন্যায় তাহার পরিণতি হইল।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময় কোন কোন পত্র-পত্রিকাও আমার উপর আক্রমণ করিল। সুতরাং ১৮৯৩ সালের ২৫শে মার্চে মিরাট হইতে প্রকাশিত 'আনিসে হিন্দ' পত্রিকার সম্পাদকও একটি আক্রমণ করিল। তাহা ছিল এই যে, যদি লেখরামের সামান্য মাথা ব্যথা হয় বা জ্বর আসে তবে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি ইহার উত্তরে বারাকাতুদ্ দোয়ায় লিখিয়াছি যে, যদি এইরূপ কোন কোন মামুলী ব্যাপার হয় তবে আমি শাস্তিযোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইব। কিন্তু যদি ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ এইভাবে হয় যাহাতে খোদার শাস্তির নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুঝিবে ইহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে। এই উত্তর বারাকাতুদ্ দোয়ার প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ইচ্ছা হয় তো দেখিয়া নাও।

কোন্ কোন্ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রমাণিত হয় যে, তাহাকে হত্যা করা হইবে ? অতএব বলা বাহুল্য, ঐগুলি তিনটি। প্রথমতঃ একটি ভব্যিষদ্বাণী বারাকাতুদ্‌দোয়া পুস্তকে লেখরামের জীবদ্দশাতেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। উহা তাহার নিহত হওয়ার সুস্পষ্ট সংবাদ দেয়। তাহা এই যে, عجل جسد له خوار - له نصب و عذاب۔

অর্থাৎ লেখরাম সামেরীর গোবৎস, যাহা প্রাণহীন। ইহার মধ্যে কেবল একটি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই। এই জন্য তাহাকে ঐ শাস্তি দেওয়া হইবে, যাহা সামেরীর গোবৎসকে দেওয়া হইয়াছিল এবং সকলেই জানে সামেরীর গোবৎসকে টুকরা টুকরা করা হইয়াছিল। অতঃপর উহাকে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টভাবে লেখরামের নিহত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। কেননা, তাহার জন্য ঐ শাস্তি নির্ধারিত করা হইয়াছে, যাহা সামেরীর গোবৎসের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা লেখরামের নিহত হওয়ার সংবাদ দেয়, তাহা একটি কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন)। ইহা বারাকাতুদ্ দোয়া পুস্তকের টীকায় লিপিবদ্ধ আছে। টীকার লেখাটি এই যে, ১৮৯৩ সালের ২রা এপ্রিলে আমি বিশাল দেহধারী এক শক্তিধর ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার চেহারা হইতে যেন রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। সে যেন মানুষ নহে, বরং সে কঠোর প্রকৃতির ফেরেশ্‌তা। সে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার ভয়াবহতা আমার হৃদয়ে দেদীপ্যমান ছিল। আমি তাহাকে দেখিতেছিলাম যে,

সে এক খুনী ব্যক্তির বেশে আছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, লেখরাম কোথায়? সে আরো এক ব্যক্তির নাম লইল এবং বলিল সে কোথায় ? * তখন আমি বুঝিয়া গেলাম এই ব্যক্তিকে লেখরাম ও অন্য ব্যক্তির জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে মুদ্রিত বারাকাতুদ্ দোয়ার টাইটেল পৃষ্ঠা দেখ। ইহার পর ১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চে লেখরাম নিহত হওয়ার মাধ্যমে বিনাশ হইয়া গেল। তাহার মৃত্যুর আনুমানিক পাঁচ বৎসর পূর্বে এই কাশ্‌ফটি (দিব্য-দর্শনটি) বারাকাতুদ্ দোয়া পুস্তকে ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লেখরামের মরিয়া যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী কেবল মাত্র ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। বরং তাহার বিনাশ হওয়ার জন্য আমি দোয়া করিয়াছিলাম। এবং খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমি উত্তর পাইয়াছিলাম যে, তাহাকে ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে ধ্বংস করা হইবে। যদি সে অকথ্য ভাষায় সীমাতিরিক্ত গালমন্দ না করিত এবং প্রকাশ্যভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালি না দিত তবে সে ছয় বৎসর পূর্ণ করিয়া মরিত। কিন্তু তাহার অকথ্য ভাষা ঐ মেয়াদও পূর্ণ হইতে দিল না। এক বৎসর বাকী থাকিতেই সে মৃত্যুর থাবায় গ্রেফতার হইয়া পড়িল। তাহার বিপরীতে ডেপুটি আবদুল্লাহ্ আথম নরম পন্থা অবলম্বন করিল। এমন কি যখন আমি এই বিতর্কের জন্য ডাক্তার মার্টিন ক্লার্কের বাসায় যাইতাম তখন আমাকে দেখিয়া সে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াইয়া যাইত। মন্দ-স্বভাববিশিষ্ট খৃষ্টানেরা তাহাকে নিষেধ করিত। কিন্তু সে এই সম্মান দেখানো হইতে বিরত হইত না। কেবল ইহাই নহে। বরং সে প্রকাশ্য মাহফিলে দাজ্জাল বলা হইতেও বিরত হইল। সে খৃষ্টানদের কোন ধারই ধারিল না। এই জন্য খোদা তাহাকে নির্ধারিত সময়ের অধিক অবকাশ দিয়াছিলেন। লেখরাম ছিল ঐ ব্যক্তি, যে নিজের ঔদ্ধত্যের দরুন আসল মেয়াদও পূর্ণ করিতে পারিল না। কিন্তু আবদুল্লাহ্ আথম ছিল ঐ ব্যক্তি, যে নিজের শিষ্টাচার ও বিনয়ের দরুন আসল মেয়াদ ছাড়াও আরো পনর মাস জীবিত রহিল। যাহা হউক সে পনর মাসের মধ্যে মরিয়া গেল। খোদা তাহাকে অবকাশও দিয়া দিলেন এবং নিজের কথাও পরিত্যাগ করিলেন না। অর্থাৎ অবশ্যই তাহার মৃত্যুর জন্য পনর মাস কায়েম রহিল।

আমি সৈয়্যদ আহমদ খানকে সম্বোধন করিয়া নিজের পুস্তক বারাকাতুদ্ দোয়ায় লিখিয়াছিলাম যে, লেখরামের মৃত্যুর জন্য আমি দোয়া করিলাম এবং ঐ দোয়া কবুল হইয়া গেল। আপনি দোয়ার কবুলিয়তে অবিশ্বাসী। অতএব আপনার জন্য দোয়া কবুল হওয়ার এই নমুনা যথেষ্ট। কিন্তু আমার এই লেখা লইয়া হাসি-বিদ্রূপ করা হইয়াছে। কেননা, লেখরাম তখনও জীবিত ও সব দিক হইতে সুস্থ ছিল এবং ইসলামের অবমাননায় ভয়ঙ্করভাবে তৎপর ছিল। আমি সৈয়্যদ আহমদ খানকে এই উদ্দেশ্যে কবিতায় সম্বোধন করিয়াছি যেন লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণী মুখস্ত করিয়া ফেলে। এই কবিতাটি আমার বারাকাতুদ্দোয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ঐ সময়ে প্রকাশ করা হয় যখন লেখরাম জীবিত ছিল।

---

* টীকা ঃ এখনো আমি জানি না ঐ অন্য ব্যক্তিটি কে ? এই খুনী ফেরেশ্‌তা তাহার নাম তো লইয়াছিল। কিন্তু আমার স্মরণ নাই। হায়, যদি আমার স্মরণ থাকিত তবে আমি তাহাকে সাবধান করিয়া দিতাম। যদি সম্ভব হইত তবে আমি তাহাকে সদুপদেশ দিয়া তওবার দিকে অনুপ্রাণিত করিতাম। কিন্তু অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হইতে মনে হয় ঐ ব্যক্তিও লেখরাম সদৃশ বা এইরূপ যে, তাহার প্রতিচ্ছবি এবং অবমাননা ও গালমন্দ করার ক্ষেত্রে তাহার সদৃশ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সৈয়্যদ আহমদ খান সাহেব, সি এস আই-এর প্রতি কবিতায় একটি চিঠি,
যিনি দোয়ার কবুলিয়্যতের অস্বীকারকারী ছিলেন।

روئے دلبر از طلبگاران نمی دارد حجاب
می درخشد در خور و می تابد اندر ماہتاب

لیکن آں روئے حسیں از غافلاں ماند نہاں
عاشقے باید کہ بردارند از بہرش نقاب

دامن پاکش ز نخوت ہا نمی آید بدست
ہیچ راہے نیست غیر از عجز و درد و اضطراب

بس خطرناک است راہِ کوچۂ یارِ قدیم
جاں سلامت بایدت از خود روی ہا سر بتاب

تا کلامش عقل و فہمِ ناسزایاں کم رسد
ہر کہ از خود گم شود او یابد آں راہِ صواب

مشکلِ قرآں نہ از ابنائے دنیا حل شود
ذوق آں میداند آں مستے کہ نوشد آں شراب

ایکہ آگاہی ندادندت ز انوارِ دروں
در حقِ ما ہر چہ گوئی نیستی جائے عتاب

از سرِ وعظ و نصیحت ایں سخنہا گفتہ ایم
تا مگر زیں مرہمے بہ گردد آں زخمِ خراب

از دعا کن چارۂ آزارِ انکارِ دعا
چوں علاجِ مے ز مے وقتِ خمار و التہاب

ایکہ گوئی گر دعاہا را اثر بودے کجاست
سوئے من بشتاب بنمایم ترا چوں آفتاب

ہاں مکن انکار زیں اسرارِ قدرتہائے حق
قصہ کوتہ کن ببیں از ما دعائے مستجاب

(یعنی دعائے موت لیکھرام)

লেখরামের মৃত্যু সম্বন্ধীয় উপরোক্ত ফার্সী কবিতায় দোয়ার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

প্রেয়সীর মুখ-ভাতি আবরিত নয়,
সত্যিকার প্রেমিকের ধারে,
ইহা সূর্য, ইহা শশীকলা,
সমুজ্জ্বল আলোর ঝংকারে।

অনবহিতের কাছে সে সুন্দর মুখ,
সত্যই তো লুক্কায়িত থাকে,
প্রাণভরা ভালবাসা নিয়ে এসে দেখ,
ঘোমটা খানা খুলে যাবে ফাঁকে।

পবিত্র আঁচল তাঁর অহংকারী জন,
নাহি পারে পরশ
করিতে, দুঃখ বেদনার পথে, বিনয় ব্যতীত
তাঁর কাছে যাওয়া নাহি যায় অন্য পথে।

বিপদ কন্টকে ঘেরা কিনার ঘেঁষিয়া,
চির প্রিয় ইঙ্গিতের কাছে যেতে হয়,
জীবনের নিরাপত্তা চাও যদি তুমি,
আমিত্ব ও অহংকার কর তবে লয়।

উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পায় নাক নৈকট্য তাঁহার,
অশোধিত যুক্তি কভু কাজে নাহি আসে,
যে জন এ পথে করে নিজেকে বিলয়,
সেই জন ঠিক পথ পায় অনায়াসে।

কুরআন বুঝিতে চাহ ? দুনিয়ার ভোগী হয়ে
হয় না যে এ কাজ সাধন,
এই শরবতের স্বাদ, তাহাদেরই তরে,
আগেই পেয়েছে যারা কিছু আস্বাদন।
আর তুমি ! যদি তুমি নাহি জান কিছু
অন্তরের অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান কভু
আমার বিরুদ্ধে তুমি যা বল না কেন,
হব নাক আমি তাতে অসন্তুষ্ট তবু।

সদিচ্ছায় সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে,
যা বলার আমি বলিয়াছি,
বিষদুষ্ট যখমটা সারাবার তরে,
এ মলমে দিয়াছি প্রলেপ।
'দোয়াতে' বিশ্বাস নাই ? ইহার এলাজ,
আরো বেশী, বেশী করে দোয়া কর তবে,
মদের কুফল দূর করিবে নিশ্চয়
নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকো যবে।
যদি বল, কোথাও কি রয়েছে প্রমাণ,
দোয়া যেথা কার্যকরী হয় ?
তাহলে আমার কাছে দৌড়াইয়া আস,
মধ্যাহ্ন সূর্যের মত দেখাব তা, না রবে সংশয়।

সাবধান ! অবিশ্বাস করিও না কভু,
আল্লাহ্‌র প্রতাপের রহস্য নিচয়ে,
ক্ষান্ত হয়ে দেখ তুমি, গৃহীত দোয়ার
এ নমুনা রবে যাহা চিরঞ্জীব হয়ে।

(বারাকাতুদ্‌দোয়া পুস্তকের বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃত – অনুবাদক)

আসল মোতাবেক ইহা পূর্ণ অনুলিপি। ইহাতে এই ব্যাখ্যাও লিখিত আছে যে, এই দোয়া লেখরামের মৃত্যুর জন্য করা হইয়াছিল। কেরামাতুস্‌ সাদেকীন গ্রন্থে একটি পংক্তি লেখা হইয়াছে যে, লেখরামের মৃত্যু ঈদের নিকটবর্তী দিনে হইবে। বস্তুতঃ ঈদ জুমু'আর দিনে হইয়াছে। লেখরাম শনিবার দিন মারা গিয়াছে। ঐ কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

وَبَشَّرَنِي رَبِّيْ وَقَالَ مُبَشِّرًا   سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيْدِ وَالْعِيْدُ اَقْرَبُ

অর্থাৎ আমাকে লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে খোদা সুসংবাদ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তুমি এই ঘটনাকে ঈদের দিনে চিনিয়া লইবে এবং ঈদ উহার নিকটবর্তী দিনে হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন কোন আর্যসমাজীদের পত্র-পত্রিকায় যেমন 'সমাচার' পত্রিকায় ছাপানো হইয়াছে যে, লেখরামের মৃত্যু ঈদের দিনের নিকটবর্তী দিনে সংঘটিত হইবে।

বলাবাহুল্য, লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী 'হাক্কুল একীন' (নিশ্চিৎবিশ্বাস) পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানিতে চাহে তাহার উচিত সে যেন প্রথমে আমার গ্রন্থ আয়নায়ে কামালতে ইসলাম-এ লিপিবদ্ধ বিজ্ঞাপন পড়ে এবং তৎপর আমার গ্রন্থ বারাকাতুদ্‌দোয়ার ঐ লেখা মনোযোগের সহিত পড়ে যেখানে আমি সৈয়্যদ আহমদ খানকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি শুনিয়া রাখুন আমি লেখরামের মৃত্যুর জন্য দোয়া করিয়াছিলাম। অতএব তুমি নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ যে, সে মেয়াদের মধ্যেই মরিয়া যাইবে। সত্যান্বেষীর উচিত ইহার পর সে যেন আয়নায়ে কামালতে ইসলাম গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে আমার ঐ নোট পড়ে যাহাতে আমি আর্যদের সম্বোধান করিয়া লিখিয়াছি যে, লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে আমার দোয়া কবুল হইয়া গিয়াছে। এখন যদি তোমাদের ধর্ম সত্য হয় তবে তোমাদের পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও দোয়া কর সে যেন এই নিশ্চিৎ মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যায়। অনুরূপভাবেই সত্যান্বেষীর উচিত সে যেন বারাকাতুদ্‌দোয়ার শেষে আমার ঐ কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) পড়ে যেখানে আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি একজন ফেরেশ্‌তাকে দেখিয়াছি যাহার চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, লেখরাম কোথায় * এবং আরো একজনের নাম ধরিয়া বলিল সে কোথায় ? এতদ্ব্যতীত সত্যান্বেষীর উচিত সে যেন কেরামাতুস সাদেকীন গ্রন্থের ঐ পংক্তিটি পড়ে যেখানে লেখা আছে যে, লেখরাম ঈদের নিকটবর্তী দিনে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সত্যান্বেষীর আরো উচিত সে যেন আয়নায়ে কামালতে ইসলামের ইলহাম পড়ে যেখানে লেখরাম সম্পর্কে লেখা আছে

عجل جسد له خوار۔ لهٗ نصب وعذاب۔ یعنی له کمثله نصب وعذاب

---

* খুনী ফেরেশ্‌তার এই কথার ইঙ্গিত ইহাই ছিল যে লেখরামকে হত্যা করা হইবে।

অনুবাদ ঃ এই গোবৎস প্রাণহীন, যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাণ নাই। ইহার মধ্যে কেবল আওয়াজ আর আওয়াজই আছে। অতএব তাহাকে সামেরীর গোবৎসের ন্যায় টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, له نصب و عذاب লেখাটির ব্যাখ্যা আল্লাহ্ যাহা বুঝাইয়াছেন তদনুযায়ী তাহা এই যে له كمثلٍ نصب

وعذاب অতএব এইরূপই ঘটিল। আমি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি লেখরামের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তিনটি ইলহাম আছে। প্রথমতঃ যে খুনী ফেরেশ্‌তা আমার নিকট আসিল সে জিজ্ঞাসা করিল, লেখরাম কোথায় ? দ্বিতীয়তঃ এই ইলহাম

عجل جسدٌ لهٗ خوارٌ له نصبٌ و عذاب

অর্থাৎ লেখরাম সামেরীর গোবৎস এবং সামেরীর গোবৎসের ন্যায় তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেয়া হইবে। তৃতীয়তঃ ঐ পংক্তি যাহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ইলহাম হইল এবং নির্ধারিত সময়ের পুর্বেই অর্থাৎ লেখরামের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইল। ঐ পংক্তিটি নিম্নরূপ ঃ

الا اے دشمنِ نادان و بیراہ بترس از تیغ بُرّانِ محمدؐ

অর্থাৎ হে লেখরাম, তুমি কেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালি দাও? তুমি কেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঐ তলোয়ারকে ভয় কর না যাহা তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে ? এখন আমি ঐ সম্পূর্ণ কবিতা এই জায়গায় লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে উল্লেখিত ইলহামী কবিতা আছে এবং উহার নীচে লেখরাম পেশোয়ারীর শবদেহের ঐ ছবি ছাপিয়া দিব যাহা আর্য সাহেবগণ নিজেরাই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ হতভাগ্য লেখরামের অবস্থার উপর আমার নেহায়েৎ আফসোস হয় যে, কয়েকদিন ইসলামের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় কথা বলিয়া অবশেষে সে অকাল মৃত্যু বরণ করিল। সে প্রায় দুই মাস পর্যন্ত কাদিয়ানেও আমার নিকট রহিয়াছিল। পূর্বে তাহার এইরূপ স্বভাব ছিল না। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তাহার স্বভাবকে নষ্ট করিয়া দিল। সে বড় খুশীর সহিত এই কথা মানিয়া লইয়াছিল যে, যদি আমি বুঝিতে পারি ইসলাম এইরূপ একটি ধর্ম যে, ইহাতে খোদাতা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং অদৃশ্যের বিষয়াদি জাহের হয় তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইব। কিন্তু কাদিয়ানের কোন কোন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহার মন খারাপ করিয়া দিল। ঐ নির্বোধ হিন্দুরা আমার সম্পর্কেও তাহাকে অনেক মিথ্যা কথা শুনাইল যেন সে আমার সংশ্রবকে ঘৃণা করে। অতএব এই খারাপ সঙ্গীদের দরুন সে দিন দিন মন্দ অবস্থায় পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু যতদূর আমার ধারণা হয় শুরুতে তাহার এইরূপ মন্দ অবস্থা ছিল না। তাহার কেবল ধর্মীয় আবেগ ছিল, যাহা প্রত্যেক ধর্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে যে, সে নিজ ধর্মের অনুসরণে সত্যপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সহিত বিতর্ক করে। তাহার নিহত হওয়ার এক বৎসর পূর্বে সে একবার লাহোর ষ্টেশনে একটি ছোট মসজিদে আমার সহিত দেখা করিল। আমি ওযু করিতেছিলাম। সে নমস্কার করিয়া কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল। অতঃপর সে চলিয়া গেল। আফসোস, ঐ সময়ে

নামাযের দরুন আমি তাহার সহিত কথা বলিতে পারি নাই। আমার বড় দুঃখ হয় কাদিয়ানের হিন্দুরা তাহাকে আমার কথা শুনার সুযোগ দেয় নাই এবং কোন কোন মিথ্যারোপের মাধ্যমে তাহাকে উস্কানী দিত। আমি নিশ্চিতরূপে জানি এই খুন তাহাদের স্কন্ধে বর্তাইবে। এত আবেগ থাকা সত্ত্বেও তাহার স্বভাবে এক সরলতাও ছিল। কেননা, দুষ্ট লোকদের কথায় বিনা অনুসন্ধানেই সে প্রভাবান্বিত হইয়া যাইত। এই কারণেই খোদাতা'লা তাহাকে একটি গোবৎসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহা হউক আমি তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করা যাইবে ? খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ইহা নির্ধারিত ছিল। ইহা পূর্ণ হওয়া জরুরী ছিল। নিম্নে আমি যে কবিতা লিখিব উহার নীচে পণ্ডিত লেখরামের ঐ শবদেহের ছবি দেখাইব যাহা আর্যগণ ছাপাইয়াছেন। ইহা ঐ সময়ের ছবি যখন নিহত হওয়ার পর তাহাকে খাটিয়ায় রাখা হইয়াছিল এবং অনেক লোক তাহার সাথে ছিল। এই ছবি আমি অত্র গ্রন্থে এই জন্য প্রকাশ করিয়াছি, কেহ যেন সম্ভব হইলে ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ধর্মীয় বিতর্কে ঐ পন্থা অবলম্বন না করে যাহা খোদার অপসন্দ। এই বিষয়ে খোদাতা'লা অবগত আছেন যে, কাহারো প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই। যদিও আমি লেখরামের ব্যাপারে খুশী যে, খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অন্যদিক হইতে আমি দুঃখিত যে, সে নিতান্ত যৌবনে মারা গেল। যদি সে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিত তবে আমি তাহার জন্য দোয়া করিতাম যাহাতে এই বিপদ টলিয়া যাইত। এই বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার নিমিত্তে তাহার জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী ছিল না। কেবলমাত্র গালিগালাজ ও কটূক্তি হইতে নিজের মুখকে থামানোই তাহার জন্য জরুরী ছিল। তাহার পক্ষ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যুলুম ছিল যে, সে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ব্যাপক জানাশুনা ছাড়াই মিথ্যাবাদী ও রটনাকারী বলিত এবং অন্যান্য সকল নবী আলায়হেস্ সালামকে গালিগালাজ করিত। এই সম্মানিত নবী এরূপ সময়ে আসেন যখন সারা আরব, পারশ্য, সিরিয়া, রোম এবং ইউরোপের সকল দেশ বস্তুপূজায় নিমগ্ন ছিল। পণ্ডিত দয়ানন্দ-এর স্বীকৃতি অনুযায়ী ঐ যুগে সমস্ত আর্যাবর্ত মূর্তিপূজায় আচ্ছন্ন ছিল এবং পৃথিবীর কোন অংশে খোদার তওহীদ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই নবীই আবির্ভূত হইয়া তওহীদকে নূতনভাবে কায়েম করেন এবং পৃথিবীতে খোদার প্রতাপ ও মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি হাজার হাজার নিদর্শন ও মো'যেজা দ্বারা নিজের সত্যতা প্রকাশ করেন। এখন পর্যন্ত তাঁহার মো'যেজাসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। অতএব ইহা কি শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির পদ্ধতি ছিল যে, এইরূপ আযীমুশ্বান নবী, যিনি খোদার প্রতাপকে পৃথিবীতে প্রকাশকারী, মূর্তিপূজার বিনাশকারী এবং নূতনভাবে তওহীদের প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন, তাঁহাকে অকথ্য গালিগালাজ দ্বারা স্মরণ করা হইবে ? এবং কখনো তাহা বন্ধ করা হইবে না ? তাঁহাকে বাজারে গালিগালাজ করা হইবে ? জনসভায় তাঁহাকে গালিগালাজ করা হইবে ? প্রত্যেক অলি-গলিতে তাঁহাকে গালি গালাজ করা হইবে ? খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি খুবই দয়ালু ও মহান। কিন্তু অবশেষে তিনি ঔদ্ধত্য ও নির্লজ্জকে পাকড়াও করেন। পরকালের ব্যাপারটি এখনও গুপ্ত। কিন্তু এইরূপ ধর্মকে নিশ্চয় খোদার তরফ হইতে আগত বলিতে হইবে, যাহা জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শন দেখায়। মানুষ প্রত্যেক উত্তম শিক্ষার নকল বাহির করিতে পারে : কিন্তু সে খোদার নিদর্শনাবলীর নকল বাহির করিতে পারে না। অতএব এই মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে আজ

ভূপৃষ্ঠে জীবন্ত ধর্ম কেবল ইসলাম। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি বলিতে পারি না হিন্দুদের নেতা ও অবতার মিথ্যাবাদী ও প্রতারক ছিলেন এবং না আমি তাহাদিগকে গালমন্দ করি (নাউযুবিল্লাহ্)। বরং খোদাতা'লা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, এমন কোন জনবসতি ও দেশ নাই যেখানে তিনি কোন নবী প্রেরণ করেন নাই, যেমন তিনি নিজেই বলেন, وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (সূরা ফাতের আয়াত -২৫) অর্থাৎ এমন কোন উম্মত নাই যেখানে খোদার কোন নবী আসেন নাই। কিন্তু আমি এই ধর্ম-বিশ্বাস বুঝিতে পারি না যে, খোদার এত সুবিস্তৃত দেশ ও মহাদেশসমূহ থাকা সত্ত্বেও যাহারা সকলে তাঁহার হেদায়াতের মুখাপেক্ষী এবং সকলে তাহার বান্দা, খোদাতা'লা আদি হইতে কেবল আর্যাবর্তের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন এবং অন্যান্য জাতিসমূহ তাঁহার প্রত্যক্ষ হোদায়াত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। আমরা খোদার বিদ্যমান বিধানকেও ইহার পরিপন্থী দেখিতে পাই। তিনি . . . . অন্যান্য দেশে আজও স্বীয় ওহী ও ইলহাম দ্বারা নিজ অস্তিত্বের সংবাদ দেন। নিজ বান্দাদের ব্যাপারে খোদার তরফ হইতে এই পক্ষপাতিত্ব তাঁহার সত্তার প্রতি আরোপ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহার দিকে মনে প্রাণে মনোনিবেশ করে তিনিও তাহার দিকে দয়ার সহিত মনোনিবেশ করেন। হিন্দু হউক, আরবের লোক হউক, তিনি কাহাকেও বিনষ্ট করিতে চাহেন না। তাঁহার দয়া সার্বজনীন। কোন বিশেষ দেশে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। আমরা দেখিতে পাই জাগতিকভাবেও খোদাতা'লার দান প্রত্যেক স্থানে রহিয়াছে। সব দেশেই পানি রহিয়াছে, যেমনটি আর্য্যাবর্তে রহিয়াছে। সব দেশেই শাক-শব্জি রহিয়াছে, যেমনটি আর্যাবর্তেও রহিয়াছে। সব দেশেই ঐ সকল নেয়ামত রহিয়াছে, যেমনটি আর্যাবর্তেও রহিয়াছে, এমতাবস্থায় যে স্থলে খোদা জাগতিকভাবে স্বীয় আশিস বিতরণে কোন জাতি ও দেশের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই, সে স্থলে কেহ কি ভাবিতে পারে যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি পার্থক্য করিয়াছেন ? কালো হউক, ফর্সা হউক, ভারতের অধিবাসী হউক, বা আরবের অধিবাসী – সকলেই তাঁহার বান্দা। অতএব এই অসীম গুণসম্পন্ন খোদা কোন সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা সঙ্কীর্ণতা বা নির্বুদ্ধিতা।

এখন আমি নিম্নে ঐ কবিতা লিখিতেছি, যেখানে লেখরামের নিহত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী আছে। পূর্বেও আমি লিখিয়াছি যে, এই কবিতা তাহার মারা যাওয়ার পাঁচ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত হইয়া সমগ্র পাঞ্জাবে ও ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি নিম্নরূপ। ইহার শেষে লেখরামের শবদেহের ছবি দেওয়া হইয়াছে।

اشعار

عجب نورے است در جان محمد — عجب لعلیست در کان محمد

ز ظلمتہا دلے آنگہ شود صاف — کہ گردد از محبان محمد

عجب دارم دلِ آں ناکساں را — کہ رُو تابند از خوانِ محمدؐ

ندانم هیچ نفسے در دو عالم — کہ دارد شوکت و شانِ محمدؐ

خدا زاں سینہ بیزار است صد بار — کہ هست از کینہ دارانِ محمدؐ

خدا خود سوزد آں کرمِ دنی را — کہ باشد از عدوّانِ محمدؐ

اگر خواهی نجات از مستیٔ نفس — بیا در ذیلِ مستانِ محمدؐ

اگر خواهی کہ حق گوید ثنایت — بشو از دل ثنا خوانِ محمدؐ

اگر خواهی دلیلے عاشقش باش — محمدؐ هست بُرهانِ محمدؐ

سرے دارم فدائے خاکِ احمدؐ — دلم هر وقت قُربانِ محمدؐ

بگیسوئے رسول اللہ کہ هستم — نثارِ رُوئے تابانِ محمدؐ

دریں رہ گر کُشندم ور بسوزند — نتابم رُو ز ایوانِ محمدؐ

بسے سهل است از دنیا بریدن — بیادِ حُسن و احسانِ محمدؐ

فدا شد در رهش هر ذرّهٔ من — کہ دیدم حُسنِ پنهانِ محمدؐ

دگر اُستاد را نامے ندانم — کہ خواندم در دبستانِ محمدؐ

بدیگر دلبرے کارے ندارم — کہ هستم کُشتهٔ آنِ محمدؐ

مرا آں گوشهٔ چشمے بباید — نخواهم جز گلستانِ محمدؐ

دلِ زارم بہ پهلویم مجوئید — کہ بستیمش بدامانِ محمدؐ

من آں خوش مرغ از مرغانِ قدسم — کہ دارد جا بہ بُستانِ محمدؐ

تو جانِ ما منوّر کردی از عشق — فدایت جانم اے جانِ محمدؐ
دریغا گر دہم صد جاں دریں راہ — نباشد نیز شایانِ محمدؐ
چہ ہیبت ہا بدادند ایں جواں را — کہ ناید کس بہ میدانِ محمدؐ
رہِ مولیٰ کہ گم کردند مردم — بجو در آل و اعوانِ محمدؐ
الا اے دشمنِ نادان و بے راہ — بترس از تیغِ بُرّانِ محمدؐ
الا اے منکر از شانِ محمدؐ — ہم از نورِ نمایانِ محمدؐ
کرامت گرچہ بے نام و نشان است — بیا بنگر ز غلمانِ محمدؐ

পণ্ডিত লেখরামে আসন্ন মৃত্যু -
অত্যুজ্জ্বল জীবন আমার - তাঁহার প্রেমের আলোক প্রভায়।
প্রাণ-আমার নিমজ্জিত প্রেমিক প্রাণের প্রাণে প্রাণে মুহাম্মদের (সাঃ)
এই "রাহেতে" কোরবান যদি হতাম শত শতবার
তবুও প্রিয় পাত্র কিনা সঠিক যোগ্য মুহাম্মদের (সাঃ)
হায়-রে ভীরু নওজোয়ান আসবে না তো মুকাবিলায় ময়দানে
বুক ফুলিয়ে সাহস করে - কে করিবে মুকাবিলায় মুহাম্মদের (সাঃ)
হায়রে না-দান দীনের দুশমন কী অসহায় পথ-হারায়ে!
ভয়-করিস ঐ নিষ্কোশিত তরবারি - মুহাম্মদের (সাঃ)
প্রভুর পথে চলার উপায় ভুলিয়ে গেছে বদ-মানুষ
করবে কিনা অনুসন্ধান শরণ নিতে মুহাম্মদের (সাঃ)
সাবধান হে অস্বীকারকারী ভূবন-মোহন জ্যোতিঃ প্রাণ!
হের এস আমারই কাছে নূরের জ্যোতিঃ মুহাম্মদের (সাঃ)
কেরামত অলৌকিক কাণ্ড ভুলে গেছে মানব-কূল
এস হের দোয়ার ইতি - এক গোলামের মুহাম্মদের (সাঃ)

---

* টীকা ঃ লেখরাম বার বার আমাকে লিখিয়াছিল যে, আমি অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাই এবং নিজের পুস্তকাদিতেও বার বার লিখিয়াছিল যে, আমাকে অলৌকিক ঘটনা দেখাও। কিন্তু খোদাতা'লা, যিনি বিচারক, তিনি প্রত্যেককে তাহার অবস্থা অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া থাকেন। অতএব যেহেতু লেখরামের জিহ্বা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজের ব্যাপারে ছুরির ন্যায় চলিত এবং নিজের জিহ্বা দ্বারা সে হাজার হাজার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল, সে জন্য খোদা ছুরিরই নিদর্শন দেখাইলেন এবং তাহার জঘন্য জিহ্বা একটি মূর্ত ছুরি হইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তাহার নাড়ি-ভুঁড়িকে টুকরা টুকরা করিয়া দিল। ইহাই খোদার শাস্তিমূলক নিদর্শন। যে শুনিতে পারে সে শুনুক। জীবদ্দশায় সে ইহাও বলিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ হইতে কোন নক্ষত্র পতিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমি গ্রহণ করিব না। অতএব যেহেতু সে নিজেকে আর্যসমাজীদের নক্ষত্র মনে করিত এবং আর্য সমাজীরাও তাহাকে নক্ষত্ররূপে বর্ণনা করিত সে জন্য ঐ নক্ষত্র পতিত হইল। তাহার পতিত হওয়াটা আর্যদের জন্য অত্যন্ত নিদারুণ হইল। ইহাতে প্রতি গৃহে শোক ও মাতম নামিয়া আসিল।

অন্তিম শয্যায় পণ্ডিত লেখরাম

১২৬নং নিদর্শন ঃ লুধিয়ানায় মীর আব্বাস আলী নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি আমার বয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিনি তাহার নিষ্ঠায় এতখানি উন্নতি করিলেন যে, তাহার তখনকার অবস্থা অনুযায়ী একবার ইলহাম হইল – اصلها ثابت وفرعها فى السماء (অর্থ ঃ – সেই বৃক্ষের মূল সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উহার শাখাগুলি আকাশে সুবিস্তৃত–অনুবাদক)। এই ইলহামের কেবলমাত্র এই অর্থ ছিল যে, ঐ যুগে তিনি দৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন। ঐ যুগে তিনি এতখানি নিষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন যে, আমার সম্পর্কে আলোচনা ব্যতীত তাহার অন্য কোন কাজ ছিল না। আমার প্রত্যেক চিঠিকে তবারক মনে করিয়া তিনি নিজ হাতে উহার নকল করিতেন। তিনি লোকদিগকে বুঝাইতেন ও সৎ পরামর্শ দিতেন। যদি দস্তরখানে রুটির একটি শুকনো টুকরাও পড়িয়া থাকিত তবে তবারক মনে করিয়া তিনি উহা খাইয়া ফেলিতেন। লুধিয়ানা হইতে সকলের পূর্বে তিনিই কাদিয়ানে আসিয়াছিলেন। একবার খোদাতা'লার তরফ হইতে আমাকে দেখান হইল যে, আব্বাস আলী হোঁচট খাইবে এবং বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে। তিনি ঐ চিঠিও আমার মলফুযাতে লিপিবদ্ধ করিয়া নেন। ইহার পর তাহার সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি আমাকে বলেন, আমার সম্পর্কে যে কাশ্ফ (দিব্য-দর্শন) হইয়াছে উহাতে আমি খুবই অবাক হইয়াছি। কেননা, আমিতো আপনার জন্য মরিতে প্রস্তুত। আমি উত্তর দিলাম, আপনার জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত আছে তাহা পূর্ণ হইবে। ইহার পর ঐ যুগ আসিল যখন আমি মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করিলাম তখন ঐ দাবী তাহার অপসন্দ হইল। প্রথমে তাহার হৃদয়ে তোলপাড় দেখা দিল। ইহার পর লুধিয়ানায় মৌলবী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের সহিত আমার মোবাহাসা

(ধর্মীয় বিতর্ক) হইয়াছিল। এই মোবাহাসার সময় কিছুদিনের জন্য বিরুদ্ধবাদীর সহিত তাহার মেলামেশার সুযোগ হইল। ঠিক এই সময়ে অদৃষ্টের লিখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং তিনি প্রকাশ্যে বিগড়াইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি এইরূপে বিগড়াইলেন যে, তাহার হৃদয়ে যে বিশ্বাস ছিল এবং মুখে যে জ্যোতিঃ ছিল তাহা চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়ার অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া গেল। মুরতাদ হওয়ার পর একদিন লুধিয়ানায় পীর ইফতেখার আহমদ সাহেবের গৃহে তাহার সহিত আমার দেখা হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার ও আপনার মধ্যে এইরূপ মোকাবেলা হইতে পারে যে, আমাদের উভয়কে একটি কামরায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। ১০ (দশ) দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখা হউক। অতঃপর যে মিথ্যাবাদী সে মরিয়া যাইবে। আমি বলিলাম, মীর সাহেব, এইরূপ শরীয়ত বিরোধী পরীক্ষার কি প্রয়োজন ? কোন নবী খোদাকে পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু আমাকে ও আপনাকে খোদা দেখিতেছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি নিজেই মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীর সম্মুখে বিনাশ করিবেন। খোদার নিদর্শন তো বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হইতেছে। যদি আপনি সত্যান্বেষী হন তবে আমার সহিত কাদিয়ান চলুন। তিনি উত্তর দিলেন, আমার স্ত্রী অসুস্থ। আমি যাইতে পারি না। সম্ভবতঃ তিনি এই উত্তর দিলেন, আমার স্ত্রী কোন জায়গায় গিয়াছেন। আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমি বলিলাম,বাস, খোদার ফয়সালার অপেক্ষা করুন। অতঃপর ঐ বৎসরই তিনি মারা গেলেন। কোন কামরায় বন্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন হইল না। অতএব ইহা ভীত হইবার বিষয় যে, অবশেষে আব্বাস আলীর কি পরিণতি হইল। এতখানি উন্নতি করার পর সে এক মুহূর্তে অধঃপতনের গহ্বরে পড়িয়া গেল। তাহার অবস্থা হইতে এই অভিজ্ঞতা হইল যে, যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সন্তুষ্টির ইলহামও হয় তবে কোন কোন সময় এই সন্তুষ্টিও বিশেষ সময় পর্যন্ত হইয়া থাকে, * অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ সন্তুষ্টির কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ খোদাতা'লা কুরআন শরীফে কাফেরদের উপর বহু স্থানে গযব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যখন কেহ মোমেন হইয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ গযব রহমতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে কখনো কখনো রহমত গযবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই কারণেই হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, এক ব্যক্তি বেহেশ্তীদের আমল করিতে থাকে। এমন কি তাহার ও বেহেশ্তের মধ্যে এক বিঘত দূরত্ব বাকী আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাযা ও কদরে (আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে) সে জাহান্নামী হইয়া যায়। অবশেষে তাহার দ্বারা এইরূপ কোন আমল বা আকিদা (বিশ্বাস) সংঘটিত হইয়া যায় যে, তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি বেহেশ্তী হয়। কিন্তু সে জাহান্নামীদের আমল করে। এমন কি তাহার ও জাহান্নামের মধ্যে কেবল এক বিঘতের দূরত্ব বাকী থাকে। কিন্তু অবশেষে তাহার তকদীর (অদৃষ্ট) প্রাধান্য লাভ করে। অতঃপর সে পবিত্র আমল করিতে শুরু করে এবং ইহার উপর তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ

---

* টীকা ঃ এই জন্যই সর্বদা নামাযে খোদাতা'লা এই দোয়া শিখাইয়াছেন (এবং ফরয করিয়া দিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া নামায হইতে পারে না) যে, غير المغضوب عليهم অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, আমরা منعم عليه (পুরস্কার প্রাপ্ত) হওয়ার পর مغضوب عليه (গযবপ্রাপ্ত) হইয়া যাই। অতএব সর্বদা খোদাতা'লার উপর নির্ভরশীলহীনতাকে ভয় করিতে থাকা উচিত।

করানো হয়। কোন বিরুদ্ধবাদী ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ মীর আব্বাস আলীর ঐ পুস্তক, যাহাতে তিনি নিজের হাতে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছেন (যাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে)। উহা এখনো মজুদ আছে। তাহার মৃত্যুর পর আমি একবার তাহাকে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি কালো কাপড় পরিহিত, যাহা আপাদমস্তক কালো। তিনি আমার নিকট হইতে প্রায় একশত কদম দূরে দাঁড়ানো ছিলেন এবং আমার নিকট হইতে সাহায্যস্বরূপ কিছু চাহেন। আমি উত্তর দিলাম যে, এখন সময় চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার ও তোমার মধ্যে অনেক দূরত্ব। তুমি আমার নিকট পর্যন্ত পৌছিতে পার না।

১২৭নং নিদর্শন ঃ সহজরাম নামক এক ব্যক্তি অমৃতসরের কমিশনার অফিসে সেরেস্তাদার ছিল। পূর্বে সে সিয়ালকোট জিলায় ডেপুটি কমিশনারের অফিসে সেরেস্তাদার ছিল। সে সর্বদা আমার সহিত ধর্মীয় বিতর্ক করিত। ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রকৃতিগতভাবে তাহার মধ্যে এক বিদ্বেষ ছিল। ঘটনাক্রমে আমার এক বড় ভাই ছিল। তিনি তহসীলদারীর পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তখনো তিনি কাদিয়ানে নিজ গৃহেই ছিলেন এবং চাকুরী প্রার্থী ছিলেন। একদিন আমি নিজ গৃহে আসরের সময় কুরআন শরীফ পড়িতেছিলাম। যখন আমি কুরআন শরীফের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উল্টাইতে চাহিলাম তখন ঐ অবস্থাতেই আমার চক্ষু কাশ্‌ফী রঙ ধারণ করিল এবং আমি দেখিলাম যে, সহজরাম কালো কাপড় পরিহিত এবং সে আবেদনকারীদের ন্যায় দাঁত বাহির করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যেন আমাকে বলিল, আমার উপর দয়া করাইয়া দাও। আমি তাহাকে বলিলাম, এখন দয়ার সময় নাই। সঙ্গে সঙ্গেই খোদাতা'লা আমার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক করেন যে, এই মুহূর্তেই এই ব্যক্তি মারা গিয়াছে এবং ইহা হঠাৎ ঘটিয়াছে। ইহার পরে আমি নীচে নামিলাম। আমার ভাই এর নিকট ছয় সাত জন লোক বসা ছিল এবং তাহারা চাকুরী সম্পর্কে কথাবার্তা বলিতেছিল। আমি বলিলাম, যদি পণ্ডিত সহজরাম মারা যায় তবে ঐ পদও উত্তম। আমার কথা শুনিয়া তাহারা সকলে অট্টহাসিতে ফাটিয়া পড়িল এবং বলিল, কেন সুস্থ সবল মানুষকে মারিয়া ফেলিতেছ ? দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন সংবাদ আসিয়া পড়িল যে, ঐ মুহূর্তেই সহজরাম অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছে।

১২৮নং নিদর্শন ঃ ১৯০৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশ (তৎকালীন অবিভক্ত বাংলা – অনুবাদক) সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল, যাহার কথাগুলি এইরূপ ছিল – "পূর্বে বাংলার সম্পর্কে যাহা কিছু আদেশ জারী করা হইয়াছিল এখন তাহাদের মনোরঞ্জন করা হইবে।" উহার ব্যাখ্যা এই যে, সকলে অবগত আছে যে, সরকার বাংলাদেশ বিভক্তিকরণের ব্যাপারে আদেশ জারি করিয়াছিল। এই আদেশ বাঙালীদের এতখানি মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল, যেন তাহাদের গৃহে শোকের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। তাহারা বাংলার বিভক্তিকরণকে বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্যর্থ হইল। বরং ইহার বিপরীতে ফল এই দাঁড়াইল যে, সরকারের কর্মকর্তারা তাহাদের আন্দোলনকে পসন্দ করিল না। কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে তাহাদের সম্পর্কে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এখানে উহাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ারও আমার প্রয়োজন নাই। বিশেষভাবে লেফটেনেন্ট গভর্নর ফুলারকে তাহারা নিজেদের

জন্য মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা মনে করিল। কিন্তু এইরূপ ঘটিল যে, ঐ সময়ে যখন বাঙালীরা নিজেদের কর্মকর্তাদের হাতে কষ্ট পাইতেছিল এবং স্যার ফুলারের ব্যবস্থাপনায় তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল তখন আমার নিকট উপরোল্লিখিত ইলহাম হইল। অর্থাৎ "পূর্বে বাংলা সম্পর্কে যাহা কিছু আদেশ জারী করা হইয়াছিল এখন তাহাদের মনোরঞ্জন করা হইবে।" বস্তুতঃ আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী ঐ সময়েই প্রকাশ করি। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে পূর্ণ হইল যে, বাংলার লেফটেনেন্ট গভর্ণর ফুলার সাহেব, যাহার হাতে বাঙালীরা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এমন আহাযারী করিয়াছিল যে, তাহাদের হাহাকার আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল, তিনি হঠাৎ দায়িত্ব হইতে ইস্তফা দিলেন। যে কারণে তিনি ইস্তফা দিলেন সে সম্পর্কিত কাগজপত্র প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু বাংলা পত্র-পত্রিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ফুলার সাহেবের পদত্যাগে বাংগালীরা অত্যন্ত খুশীর অভিব্যক্তি করিয়াছিল। ইহার সব চাইতে বড় সাক্ষ্য হইতেছে এই যে, ফুলারের অপসারণের দরুন বাঙালীরা নিজেদের মনোরঞ্জন অনুভবন করে। ফুলারের পদত্যাগ করাতে তাহাদের আনন্দের সমাবেশ এবং বিপুল আনন্দের স্লোগান এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে যে, ফুলারের অপসারণের দরুন প্রকৃতপক্ষেই তাহাদের মনোরঞ্জন হইয়াছে। বরং সম্পূর্ণরূপে মনোরঞ্জন হইয়া গিয়াছে। ফুলারের অপসারণকে তাহারা নিজেদের জন্য সরকারের বড় এহসান মনে করিল। অতএব যে উদ্দেশ্যে সরকার ফুলারের পদত্যাগের কারণ গোপন করে ঐ উদ্দেশ্য বাংলাগীদের সীমাহীন খুশীর দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ায় ইহার চাইতে আর কি বড় প্রমাণ হইতে পারে যে, সরকারের এই পদক্ষেপের দরুন বাংগালীরা তাহাদের মনোরঞ্জন নিজেরাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং যার পর নাই সরকারের শোকর করিয়াছে। আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কেবল আমাদের সাময়িকী রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সেই প্রকাশিত হয় নাই, বরং পাঞ্জাবের অনেক পত্র-পত্রিকাও ইহা প্রকাশ করিয়াছিল। এমন কি বাংলার কোন কোন নামী-দামী পত্রিকাও এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছিল।

এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার আরো একটি প্রমাণ এই যে, বাংগালীদের সব চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত অমৃতবাজার পত্রিকার একটি লেখার একটি অংশ লাহোরের সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২২শে আগষ্টের সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ঐ অংশটি হইল – "আশা করা যায় যে, তাহার অর্থাৎ ফুলারের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি (নতুন লেফটেনেন্ট গভর্নর) বিশেষ মনোরঞ্জনের পলিসি গ্রহণ করিবেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ইহা হুবহু আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী হইবে।"

উপরোক্ত পত্রিকার এই কথা হইতেও প্রতীয়মান হয়, উহা এই ব্যাপারে নিজের আশ্বস্তি প্রকাশ করিয়াছে যে, বাংগালীদের মনোরঞ্জন করা নিশ্চয় লেফটেনেন্ট গভর্নরের কর্তব্য হইবে। অতএব উল্লেখিত পত্রিকাও ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার একটি সাক্ষী।

অবশেষে আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আরো একটি শক্তিশালী প্রমাণ লিখিতেছি। তাহা এই যে, একজন ইংরেজ অফিসার, যিনি ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর সরকারের একটি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি লাহোরের সিভিল এণ্ড মিলিটারী

গেজেট পত্রিকায় ১৯০৬ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে এক দীর্ঘ চিঠিতে লেখেন, স্যার ফুলারের পদত্যাগ হুবহু বাংগালী বাবুদের ইচ্ছা মোতাবেক হইয়াছে। আরো লেখেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহার অর্থাৎ ফুলারের স্থলাভিষিক্তকে এই নির্দেশ (সরকারের পর্যায় হইতে) দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি আন্দোলনকারী বাবুদের সহিত মনারঞ্জনের পন্থা অবলম্বনের জন্য এই নির্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

এখন দেখ, কত সুস্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। খোদা নিজের তরতাজা নিদর্শন দেখাইয়া যাইতেছেন। আহা ! ইহারা কতখানি গাফেল হৃদয়ের লোক, এরপরও গ্রহণ করে না। আমি এই অবিরাম নিদর্শনাদির দ্বারা এইরূপ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছি যেরূপে সমুদ্র পানিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু আফসোস, এই স্বচ্ছ ও শীতল পানি হইতে আমার বিরুদ্ধবাদীদের অদৃষ্টে এক ফোটাও জুটিল না। এই দুর্ভাগ্যের কোন ধারণা করা যায় না।

এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আমার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহারা আমার নিদর্শনাবলীর সাক্ষী নহে। যদি এই সকল নিদর্শনের সাক্ষী দশ কোটিও বলা হয় তবে কিছু অতিরঞ্জন করা হইবে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের অবস্থা দেখিয়া কান্না আসে। ইহারা কোন ফায়দা গ্রহণ করিল না। যে সকল নিদর্শন তাহাদিগকে দেখানো হইয়াছে যদি এইগুলি হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর সময়ে ইহুদীদিগকে দেখানো হইত তবে তাহারা ضربت عليهم الذلّة (অর্থঃ – লাঞ্ছনার মার পড়িল)-এর প্রতীক হইত না। যদি লূতের জাতি এই সকল নিদর্শন দেখিত তবে তাহারা এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে মাটির নীচে চাপা পড়িত না। কিন্তু আফসোস ঐ সকল হৃদয়ের জন্য, যাহারা পাথরের চাইতেও অধিক শক্ত প্রমাণিত হইল। তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকার যে কোন অন্ধকারের চাইতে বেশী বাড়িয়া গিয়াছে।

সত্য কথা এই যে, এই যুগ যেভাবে প্রত্যেক জাগতিক উপাদানে উন্নতি করিয়াছে, ঠিক তদ্রূপেই কুফরী ও বেঈমানীতেও বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কুফরী চাহে না যে, তাহাদের উপর কোন সাধারণ আযাব অবতীর্ণ হউক, বরং তাহারা চাহে তাহাদের উপর যেন ঐ আযাব অবতীর্ণ হয়, যাহা পৃথিবীর আদি হইতে আজ পর্যন্ত কখনো অবতীর্ণ হয় নাই। যাহা হউক আমি খোদার হাজার হাজার শোকর করি, বিরুদ্ধবাদীরা যে জ্যোতিঃ গ্রহণ করে নাই এবং অন্ধ রহিল, ঐ জ্যোতিই আমার দূরদৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হইল।

شَرِبْنَا مِنْ عُيُوْنِ اللّٰهِ مَاءً ۞ بِوَحْیٍ مُشْرِقٍ حَتّٰی رَوِيْنَا

رَأَيْنَا مِنْ جَلَالِ اللّٰهِ شَمْسًا ۞ فَآمَنَّا وَصَدَّقْنَا يَقِيْنًا

تَجَلَّتْ مِنْهُ آیٌ فِیْ قَطِيْعٍ ۞ وَأُخْرٰی فِیْ عَشَائِرِ كَافِرِيْنَا

বঙ্গানুবাদ ঃ

যাহা ওহীর জ্যোতির পানি ; এমন কি আমি সিঞ্চিত হইয়া গিয়াছি।
আমি খোদার ঝরণা হইতে এক (প্রকার) পানি পান করিয়াছি।
অতএব আমি ঈমান আনিয়াছি এবং বিশ্বাসের সহিত সত্যায়ন করিয়াছি।
আমি খোদার মর্যদার এক সূর্য দেখিয়াছি।
এবং দ্বিতীয় প্রকারের নিদর্শন কাফেরদের দলে প্রকাশিত হইয়াছে।
ইহার এক প্রকারের নিদর্শন তো আমার জামাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৯নং নিদর্শন ঃ মৌলবী রসূল বাবা অমৃতসরী, যে আমার মোকাবেলায় কেবল খামাখা ও আজেবাজে ভিত্তির উপর 'হায়াতুল মসীহ' পুস্তক লিখিয়াছিল, তাহার এই বক্তব্য ছিল যে, যদি এই প্লেগ মসীহ মাওউদের সত্যতার নিদর্শন হয় তবে আমার কেন প্লেগ হয় না ? অবশেষে সে প্লেগে পাকড়াও হইল এবং ঠিক প্লেগের দিনগুলিতে জুমুআর দিনে আমার নিকট ইলহাম হইল یموت قبل یومی ھذا। অর্থাৎ আগামী জুমুআর পূর্বেই মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ সে আগামী জুমুআর পূর্বে ১৯০২ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে ভোর সাড়ে ৫টায় এই নশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় লইল। আমার এই ইলহাম তাহার মৃত্যুর পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ইহা আল্ হাকামেও প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া সাথে সাথেই আমার নিকট এই ইলহাম হইল ঃ

سلام علیک یا ابراھیم سلام علی امرک صرت فائزا

অর্থাৎ হে ইব্রাহীম, তোমার উপর সালাম! তুমি বিজয়ী হইয়াছ।

১৩০নং নিদর্শন ঃ আমি আমার গ্রন্থ আঞ্জামে আথম-এ অনেক বিরুদ্ধবাদী মৌলবীর নাম লইয়া মোবাহালার প্রতি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং উক্ত গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এই কথা লিখিয়াছিলাম, যদি তাহাদের মধ্যে কেহ মোবাহালা করে তবে আমি দোয়া করিব যে, তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কেহ উন্মাদ হইয়া যাইবে, কাহারো মৃত্যু সর্প দংশনে হইবে, কেহ অসময়ে মারা যাইবে, কেহ বেইজ্জত হইবে এবং কাহারো অর্থ-সম্পদে ক্ষতি হইবে। ইহা ছাড়া যদি সকল বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মোবাহালার জন্য ময়দানে না আসিয়া পিছনে গালিগালাজ করিতে থাকে এবং মিথ্যাবাদী বলিতে থাকে তবে তাহাদেরও ঐ একই অবস্থা হইবে। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী কেবল لعنة اللہ علی الکاذبین (অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিস্পাত বর্ষিত হউক–অনুবাদক) বলে নাই ; বরং এক বিজ্ঞাপনে আমাকে শয়তান নামে আখ্যায়িত করিয়াছে। অবশেষে ইহার ফল এই হইল যে, সকল মোকাবেলারত মৌলবীদের মধ্য হইতে যাহারা সংখ্যায় ৫২ (বায়ান্ন) ছিল, আজ পর্যন্ত তাহাদের কেবল মাত্র ২০ (বিশ) জন জীবিত আছে এবং তাহারাও কোন না কোন বিপদে নিপতিত আছে। অবশিষ্ট সকলে মরিয়া গিয়াছে। মৌলবী রশিদ আহমদ অন্ধ হইল এবং ইহার পরে মোবাহালার দোয়া অনুযায়ী সে সর্প দংশনে মরিয়া গেল। মৌলবী শাহ দীন উম্মাদ হইয়া মরিয়া গেল। মৌলবী গোলাম দস্তগীর স্বয়ং নিজের মোবাহালায় মরিয়া গেল। যাহারা জীবিত আছে যদিও তাহারা

এখনও সুন্নতসম্মত পদ্ধতিতে মোবাহালা করে নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহই উপরোল্লিখিত বিপদাবলী হইতে মুক্ত নহে।

১৩১নং নিদর্শন ঃ পাঠকগণ এই গ্রন্থে পড়িয়া থাকিবেন যে, একবার আমি শরমপত ক্ষত্রিয়ের ভাই বিশ্বম্বর দাস সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম যে, তাহার বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল উহা হইতে সে বেকসুর খালাস তো হইবে না, তবে তাহার কয়েদের মেয়াদ অর্ধেক হইয়া যাইবে। ইহার পর এইরূপ ঘটিল যে, যখন বিশ্বম্বর দাস অর্ধেক কয়েদ ভুগিয়া মুক্তি পাইয়া গেল, যেমন পূর্ব হইতে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল, তখন তাহার উত্তরাধিকারীরা ঘটনার বিপরীত ইহা রটাইয়া দিল যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রিবেলা ছিল। আমি আমার বড় মসজিদে নামায পড়িতে গিয়াছিলাম। এমন সময় কাদিয়ান গ্রামের আলী মোহাম্মদ মোল্লা নামক এক ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া এই বর্ণনা দিল যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে এবং বাজারে তাহাকে মোবারকবাদ দেওয়া হইতেছে। এই খবর শুনা মাত্রই আমার যন্ত্রণা দেখা দিল এবং হৃদয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি হইল যে, বিদ্বেষী হিন্দুরা এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিবে যে, তুমি তো বলিয়াছিলে বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস পাইবে না। এখন দেখ সে তো বেকসুর খালাস পাইয়া গেল। এই দুঃখে আমার এক এক রাকাত নামায এক এক বৎসরের সমান হইয়া গেল। যখন আমি নামাযে কোন রাকাতের পর সেজদায় গেলাম তখন আমার অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল। এমতাবস্থায় সেজদাতেই উচ্চস্বরে খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন لا تخف. انك انت الاعلى অর্থাৎ কোন ভয় করিও না। তুমিই বিজয়ী।

অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হইবে আমি সেই অপেক্ষায় রহিলাম। কিন্তু কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। আমি বার বার এই শরমপতকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহা কি সত্য যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে ? তখন সে এই উত্তরই দিয়াছিল যে, সে প্রকৃতপক্ষেই বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে। আমার মিথ্যা বলার কী প্রয়োজন ছিল ? গ্রামে আমি যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম সে ইহাই বলিতেছিল যে, আমিও শুনিয়াছি সে বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে। এইভাবে প্রায় ছয় মাস বা কিছু কম বেশী সময় অতিবাহিত হইল। দুষ্ট লোকেরা তাহাদের পূর্ব-অভ্যাস অনুযায়ী হাসি-ঠাট্টা করিতে থাকিল। কিন্তু শরমপত কোন হাসি-ঠাট্টা করে নাই। ইহাতে আমার বিশ্বাস হইল যে, এখন সে আমার সহিত ভদ্র আচরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পরও আমি তাহার সম্মুখে লজ্জিত হইতাম যে, এত জোরের সহিত আমি তাহার ভাই-এর বেকসুর খালাস না হওয়ার সংবাদ দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন এই অবস্থা হইল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও আমার খোদার উপর আমার পূর্ণাঙ্গীণ বিশ্বাস ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, খোদা কোন না কোন কুদরতের দৃশ্য দেখাইবেন। ইহা সম্ভব যে, বেকসুর খালাস হওয়ার পর সে পুনরায় ধৃত হইয়া যাইবে। কিন্তু আমি জানিতাম না যে, বেকসুর খালাস হওয়ার এই সংবাদটি একটি বানোয়াট সংবাদ। ইহার পর এইরূপ ঘটিল যে, সকাল বেলা প্রায় আটটার সময় বাটালার তহসীলদার হাফেয হেদায়াত আলী, যাহার সম্পর্কে পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কাদিয়ান সফরে আসেন। কাদিয়ান বাটালা তহসীলের

অধীন। তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেন। তিনি তখনো ঘোড়া হইতে নামেন নাই। কয়েকজন হিন্দু তাহাদের রীতি অনুযায়ী তাহাকে সালাম করার জন্য আসিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে বিশ্বম্বর দাসও ছিল। তখন তহসীলদার বিশ্বম্বর দাসকে দেখিয়া কহিল, বিশ্বম্বর দাস আমরা ইহাতে খুশী হইয়াছি যে, তুমি কয়েদ হইতে মুক্তি পাইয়াছ। কিন্তু আফসোস, তুমি বেকসুর খালাস হও নাই। আমি এই কথা শুনা মাত্রই শোকরে সেজদাবনত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ শরমপতকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কেন এতদিন যাবৎ আমার নিকট মিথ্যা বলিতেছিলে যে, বিশ্বম্বর দাস বেকসুর খালাস হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে কেন অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলে। সে উত্তর দিল যে, বাধ্যবাধকতার দরুন আমাকে এই মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। তাহা এই যে, আমাদের সমাজে বিবাহ সাদীর সময়ে সামান্য সামান্য ব্যাপারে সমালোচনা হইয়া থাকে এবং কোন অসদাচরণ প্রমাণিত হইলে মেয়ে পাওয়া মুশ্‌কিল হইয়া পড়ে। সুতরাং এই বাধ্যবাধকতার দরুন আমি ঘটনার বিপরীত কথা বলিতেছিলাম এবং ঘটনার বিপরীত কথা প্রচার করি।

১৩২নং নিদর্শন ঃ আমি পূর্বেই লিখিয়াছি যে, ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভূমিকম্পের সময় আমি নিজের সকল পরিবার-পরিজনসহ বাগানে চলিয়া গিয়াছিলাম এবং আমাদের জমির একটি মাঠে আমরা শোয়ার জন্য পসন্দ করিলাম, যেখানে পাঁচ হাজার লোকের থাকার জায়গা ছিল। ইহাতে আমরা ২টি (দুইটি) তাবু খাটাইলাম এবং ইহার চতুর্দিকে ক্যানভাস দিয়া পর্দা করিয়া নিলাম। কিন্তু ইহার পরেও চোরের ভয় ছিল। কেননা, জঙ্গল ছিল। ইহার নিকটেই কোন কোন গ্রামে নামী চোর থাকিত, যাহারা কয়েকবার শাস্তি পাইয়াছে। একবার আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি পাহারার জন্য ঘুরাফেরা করিতেছি। কয়েক কদম যাওয়ার পর এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইল। সে বলিল, সামনে ফেরেশ্‌তাদের পাহারা আছে। অর্থাৎ তোমার পাহারার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদের বাসস্থানের চতুর্দিকে ফেরেশ্‌তারা পাহারা দিতেছে। ইহার পর ইলহাম হইল امن است در مقام محبت سرائے ما (অর্থঃ – আমার সরাইখানার মহব্বতের স্থানে শান্তি নিহিত রহিয়াছে – অনুবাদক)। ইহার কয়েকদিন পরে এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, পার্শ্ববর্তী কোন একটি গ্রামের বাসিন্দা চুরির মতলবে আমাদের বাগানে আসিল। সে একজন নামী চোর ছিল। তাহার নাম ছিল বিসন সিংহ। যখন সে এই উদ্দেশ্যে বাগানে ঢুকিল তখন ছিল রাত্রির শেষভাগ। কিন্তু সুযোগ না পাওয়ায় সে একটি পিঁয়াজ ক্ষেতে বসিয়া গেল এবং অনেক পিঁয়াজ উঠাইল। সে পিঁয়াজের এক স্তুপ বানাইয়া ফেলিল। কেহ একজন তাহাকে দেখিয়া ফেলায় সে সেখান হইতে দৌড়াইল। সে এত বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিল যে, তাহাকে দশ ব্যক্তিও পাকড়াও করিতে পারিত না যদি খোদার ভবিষ্যদ্বাণী তাহাকে পূর্বেই না পাকড়াও করিত। দৌড়ানোর সময় তাহার পা একটি গর্তে গিয়া পড়িল। ইহার পরও সে শামলাইয়া উঠিল। কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ হইতে লোক পৌছিয়া গেল। এইভাবে সরদার বিসন সিংহ তাহার কঠোর চেষ্টা সত্ত্বেও পাকড়াও হইল। আদালতে যাওয়া মাত্রই সে শাস্তিপ্রাপ্ত হইল। ইহার পর আমাদের বাসগৃহ যাহা বাগানে ছিল এবং যেখানে আমরা দিনের বেলায় থাকিতাম, তথা

হইতে একটি বড় সাপ বাহির হইল। উহা একটি বিষধর ও লম্বা সাপ ছিল। ইহাও ঐ চোরের ন্যায় শাস্তি পাইল। এইভাবে ফেরেশ্‌তাদের হেফাযতের প্রমাণ আমরা হাতে নাতে পাইয়া গেলাম। *

১৩৩নং নিদর্শন ঃ আমি ইংরেজীতে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এতদ্‌সত্ত্বেও খোদাতা'লা কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী অযাচিত দানস্বরূপ ইংরেজীতে আমার নিকট প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ বারাহীনে আহমদীয়ার ৪৮০, ৪৮১, ৪৮৩, ৪৮৪ ও ৫২২ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইহা ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণীটি নিম্নরূপ ঃ

I love you, I am with you. Yes, I arn happy. Life of pain. I shall help you, I can, what I will do, We can, what we will do. God is coming by His army. He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord. God Maker of Earth and Heaven.

آئی لَوْ یُو۔ آئی ایم وِد یُو۔ یس آئی ایم ہیپی۔ لائف آف پین۔ آئی شیل
ہیلپ یُو۔ آئی کین واٹ آئی وِل ڈُو۔ وی کین واٹ وی وِل ڈُو۔ گوڈ از
کمنگ بائی ہز آرمی۔ ہی اِز وِدْ یُو ٹُو کِل اینمی۔ دی ڈیز شیل کم وین گوڈ
شیل ہیلپ یُو۔ گلوری بی ٹو دِی لارڈ۔ گوڈ میکر آف اَرتھ اینڈ ہیون۔ **

** (ইংরেজী ভবিষ্যদ্বাণীটির বঙ্গানুবাদ) ঃ আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার সঙ্গে আছি। হাঁ, আমি সন্তুষ্ট। জীবন কষ্টের (অর্থাৎ তোমার বর্তমান কষ্টের জীবন)। আমি তোমাকে সাহায্য করিব। আমি যাহা চাহিব তাহা করিব। আমরা যাহা চাহিব তাহা করিব। খোদা তোমার দিকে এক সেনা বাহিনীসহ আসিতেছেন। তিনি দুশমনদিগকে বিনাশ করার জন্য তোমার সঙ্গে আছেন। ঐ দিন আসিতেছে যখন খোদা তোমাকে সাহায্য করিবেন। খোদা আকাশ ও পৃথিবীর মহিমান্বিত স্রষ্টা।

ইহা ঐ ভবিষ্যদ্বাণী যাহা এক-অদ্বিতীয় খোদা ইংরেজী ভাষায় করিয়াছেন। অথচ আমি ইংরেজী জানা লোক নহি এবং এই ভাষা সম্পূর্ণরূপে আমার অপরিচিত। কিন্তু খোদা চাহিলেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ ওয়াদাসমূহ এই দেশের সকল খ্যাতনামা ভাষায় প্রকাশিত হউক। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণীতে খোদাতা'লা এই কথা ব্যক্ত করেন

---

* টীকা ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ, এবং জা'মাতের ঐ সকল লোক, যাহারা বাগানে আমার সঙ্গে ছিল।

** টীকা ঃ যেহেতু এই ইলহামটি ভিন্ন ভাষায় করা হইয়াছে এবং খোদার ইলহামে একটি দ্রুততা থাকে, এইজন্য ইহা সম্ভব যে, কোন কোন শব্দের উচ্চারণে কিছু পার্থক্য হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থলে খোদাতা'লা মানুষের বাগ্‌ধারার অধীন থাকেন না বা অন্য কোন যুগের পরিত্যক্ত বাগ্‌ধারাকে গ্রহণ করেন। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তিনি কোন কোন স্থলে মানুষের গ্রামার অর্থাৎ ব্যাকরণের অধীনে চলেন না। ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত কুরআন শরীফে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এই আয়াতে إِنْ هٰذَانِ لَسَاحِرَانِ (সূরা ত্বহা ঃ ৬৪) (অর্থ ঃ এই দুইজন অবশ্য যাদুকর – অনুবাদক)। মানুষের ব্যাকরণ অনুযায়ী إن هٰذَيْنِ হওয়া উচিত।

যে, তোমার বর্তমানের দুঃখ-কষ্টের অবস্থা আমি দূর করিয়া দিব এবং আমি তোমাকে সাহায্য করিব। এক সৈন্যবাহিনীসহ তোমার নিকট আসিব এবং দুশমনকে বিনাশ করিব। এই ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক অংশই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং খোদাতা'লা সকল পুরষ্কারের দুয়ার আমার জন্য খুলিয়া দিয়াছেন। হাজার হাজার মানুষ মনে প্রাণে আমার বয়াত গ্রহণ করিয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সময় কে জানিত যে, কোন সময়ে এত সাহায্য আসিবে। অতএব, ইহা একটি অদ্ভূত ভবিষ্যদ্বাণী। ইহার শব্দগুলিও একটি নিদর্শন। অর্থাৎ ইংরেজী ভাষণ এবং ইহার অর্থও নিদর্শন। কেননা, ইহাতে ভবিষ্যতের সংবাদ আছে।

১৩৪নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫২৩ পৃষ্ঠায় এই নিদর্শনটির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। নিদর্শনটির সার সংক্ষেপ এই যে, একবার আমার নিকট ইলহাম হইল, বিশ ও এক টাকা আসিবে। বস্তুতঃ এই ইলহামটিও ঐ সকল আর্যকে অবহিত করা হইয়াছিল, যাহাদের সম্পর্কে কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ইলহামে ইহা বুঝানো হইয়াছিল যে, ঐ টাকা আজই আসিবে। বস্তুতঃ ঐ দিন উজির সিংহ নামে এক রোগী আসিয়া আমাকে এক টাকা দিল। তখন আমার মনে হইল বাকী ২০ (বিশ) টাকা সম্ভবতঃ ডাকের মাধ্যমে আসিবে। বস্তুতঃ পোষ্ট অফিসে আমার একজন বিশ্বাসী লোককে পাঠাইলাম। সে সংবাদ আনিল যে, পোষ্ট মাষ্টার বলিয়াছে তাহার নিকট আজ ডেরাগাজী খান হইতে মাত্র পাঁচ টাকা আসিয়াছে। ইহার সহিত একটি কার্ডও আছে। এই সংবাদ শুনিয়া খুব অস্থির হইলাম। কেননা, আমি আর্যদিগকে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম যে, আজ ২১ (একুশ) টাকা আসিবে। কিন্তু তাহারা জানিয়াছিল যে, এই টাকা আসিয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টারের নিকট হইতে এই সংবাদ শুনিয়া আমি এত অস্থির হইয়াছিলাম, যাহা প্রকাশ করা যায় না। কেননা, ডেরাগাজীখান হইতে মাত্র পাঁচ টাকা আসিয়াছে– এই সংবাদে অধিক টাকা আসার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়িলাম। লক্ষণাবলী হইতে আমি বুঝিয়াছিলাম, যে সকল আর্যকে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা খুব উৎফুল্ল হইবে যে, আজ আমরা মিথ্যাবাদী বলার সুযোগ পাইলাম। আমি খুব অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমার নিকট বিশ ও এক টাকা আসার ব্যাপারে ইলহাম হইল। আমি আর্যদিগকে এই ইলহাম শুনাইলাম। ইহা আরো বেশী হাসি-বিদ্রূপের কারণ হইল। কেননা, সাব পোষ্ট মাষ্টারের ন্যায় একজন সরকারী কর্মচারী প্রকাশ্যেও বলিয়া দিয়াছিল যে, কেবল পাঁচ টাকাই আসিয়াছে। ইহার পর ঘটনাক্রমে ঐ আর্যদের মধ্য হইতে এক আর্য পোষ্ট অফিসে গেল। সে জিজ্ঞাসা করায় অথবা পোষ্টমাষ্টার নিজের পক্ষ হইতেই বলিল, প্রকৃতপক্ষে ২০ (বিশ) টাকা আসিয়াছে এবং পূর্বে এমনি এমনিই আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল যে, পাঁচ টাকা আসিয়াছে। ইহার সহিত একাউন্টেন মুন্সী ইলাহী বখ্শ সাহেবের একটি কার্ডও ছিল। এই টাকা ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ইং তারিখে পৌঁছিয়াছিল, যে দিন এই ইলহাম হইল। সুতরাং এই মোবারক দিনকে স্মরণ রাখার জন্য, তাছাড়া আর্যদিগকে সাক্ষী বানানোর জন্য এক টাকার শিরণী বিতরণ করা হইল। এই শিরণী এক আর্যকে দিয়া আনানো হইল। এই শিরণী আর্যদিগকে এবং

অন্যদেরকেও দেওয়া হইল, যাহাতে এমনি না হউক, (অন্ততঃপক্ষে) শিরণী খাইয়া তাহারা এই নিদর্শনকে স্মরণ রাখিবে।

১৩৫নং নিদর্শন ঃ প্রায় ২০ (বিশ) বৎসর যাবৎ আমি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। একবার এই রোগের দরুন আমার চোখের দৃষ্টির ব্যাপারে খুব আশঙ্কা দেখা দিল। কেননা, এইরূপ রোগে চোখ দিয়া পানি পড়ার খুব ভয় থাকে। তখন খোদাতা'লা স্বীয় আশিস ও দয়ায় আমাকে তাঁহার এই ওহীর দ্বারা সান্ত্বনা ও স্বস্তি দান করেন। ওহীটি হইল এই – نزلت الرحمة على ثلث العين وعلى الأخريين

অর্থাৎ তিনটি অঙ্গের উপর রহমত নাযেল করা হইয়াছে। একটি হইল চক্ষু এবং আরো দুইটি অঙ্গ। এই দুইটি অংগের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি যে, পনর বিশ বৎসর বয়সে আমার যেরূপ দৃষ্টিশক্তি ছিল আজ প্রায় ৭০ (সত্তর) বৎসর বয়সেও আমার দৃষ্টি-শক্তি তদ্রূপই আছে। অতএব ইহাই ঐ রহমত, যাহার ওয়াদা খোদাতা'লার ওহীতে দেওয়া হইয়াছিল।

১৩৬নং নিদর্শন ঃ মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং মাথা ঘোরানোর দরুন আমি খুব কমজোর হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমনকি আমার এই আশংকা হইল যে, এখন আমার অবস্থা প্রণয়ন ও প্রকাশনার যোগ্য নহে। কমজোরী এত বেশী ছিল, যেন দেহে প্রাণ ছিল না। এই অবস্থায় আমার নিকট ইলহাম হইল تُرَدُّ اليك انوار الشباب অর্থাৎ যৌবনের জ্যোতিঃ তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কয়েক দিনেই আমি অনুভব করিলাম আমার হারানো শক্তি আবার ফিরিয়া আসিতেছে। অল্প কিছুদিন পরে আমার মধ্যে এতখানি শক্তি আসিল যে, আমি প্রতি দিন পুস্তকের দুইটি নূতন খন্ড নিজের হাতে লিখিতে পারি। কেবল লেখাই নহে বরং নতুন লেখার জন্য যে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন তাহাও আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আসিয়া পড়িল। হাঁ, দুইটি ব্যাধি আমার নিত্য সঙ্গী হইয়া রহিল। একটি দেহের উপরের অংশে তীব্র শির পীড়া, দ্বিতীয়টি দেহের নীচের অংশে প্রস্রাবের আধিক্য আছে। দুইটি ব্যাধিই ঐ যুগ হইতে আছে, যে যুগ হইতে আমি নিজেকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মা'মুর বলিয়া প্রকাশ করি। আমি এই দুইটি ব্যাধির জন্য দোয়াও করিয়াছি। কিন্তু নেতিবাচক জবাব পাইয়াছি। আমার হৃদয়ে এল্‌কা (ভাবোদ্রেক) করা হইয়াছে, আদি হইতে প্রতিশ্রুত মসীহের জন্য এই নিদর্শন নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, তিনি দুইটি হলুদ চাদর পরিধান করিয়া দুইজন ফেরেশ্‌তার কাঁধে হাত রাখিয়া অবতীর্ণ হইবেন। অতএব ইহাই ঐ দুইটি হলুদ চাদর, যাহা আমার দৈহিক অবস্থার সহিত শামেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাক্রমে নবীগণ (আলাহেস্ সালাম) হলুদ চাদরের তা'বীর করিয়াছেন ব্যাধি এবং দুইটি হলুদ চাদর দুইটি ব্যাধি, যাহা দেহের দুই অংশ ব্যাপিয়া আছে। আমার নিকটও খোদার পক্ষ হইতে ইহাই জানানো হইয়াছে যে, দুইটি চাদরের অর্থ দুইটি ব্যাধি। খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াই জরুরী ছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রতিশ্রুত মসীহের বিশেষ লক্ষণাবলী সম্পর্কে লেখা হইয়াছে – (১) যিনি দুইটি হলুদ চাদর পরিধান করিয়া অবতীর্ণ হইবেন, (২) দুইজন ফেরেশ্‌তার কাঁধে হাত রাখিয়া অবতীর্ণ হইবেন, (৩) কাফের তাঁহার নিঃশ্বাসে মরিবে,

(৪) তাঁহার অবস্থা এমন দেখাইবে যেন তিনি গোসল করিয়া গোসলখানা হইতে বাহির হইয়াছেন এবং পানির ফোটা তাঁহার মাথা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে দেখা যাইবে, (৫) তিনি দাজ্জালের মোকাবেলায় খানা কা'বা প্রদক্ষিণ করিবেন, (৬) তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, (৭) তিনি শূকর বধ করিবেন, (৮) তিনি বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তান হইবে, (৯) তিনিই দাজ্জালের হত্যাকারী হইবেন, (১০) প্রতিশ্রুত মসীহকে কতল করা হইবে না, বরং তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন এবং তাঁহাকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কবরে সমাহিত করা করা হইবে।

وتلك عشرة كاملة -

(অর্থঃ – এই হইতেছে পূর্ণ দশটি লক্ষণ – অনুবাদক)

অতএব দুইটি হলুদ চাদর সম্পর্কে আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, ঐ দুইটি হইল ব্যাধি। আবহমান কাল হইতে নিত্য সঙ্গী হিসাবে এই দুইটি প্রতিশ্রুত মসীহের দৈহিক চিহ্নরূপে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার অসাধারণ স্বাস্থ্যও একটি নিদর্শন হয়।

দুইজন ফেরেশ্‌তার অর্থ তাঁহার জন্য দুই প্রকারের অদৃশ্য সাহায্য, যাহার উপর তাঁহার 'হুজ্জত' পূর্ণ হওয়া নির্ভরশীল ঃ (১) একটি হইল বুদ্ধি-বিবেক সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র দেওয়া জ্ঞানের সহিত হুজ্জত পূর্ণ হওয়া, যাহা তাঁহার অর্জন ও উপার্জন ছাড়াই তাঁহাকে দেওয়া হইবে, (২) দ্বিতীয়টি হইল নিদর্শনাদির সহিত হুজ্জত পূর্ণ হওয়া, যাহা মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই খোদার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইবে। দুইজন ফেরেশ্‌তার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া তাঁহার নামিয়া আসা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাঁহার উন্নতির জন্য অদৃশ্য হইতে উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করা হইবে এবং উহাদের সাহায্যে কাজ চলিবে। আমি ইতোপূর্বে একটি স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছি যে, আমি দেখিলাম আমার হাতে একটি তলোয়ার দেওয়া হইয়াছে। উহার হাতল আমার হাতে এবং উহার অগ্রভাগ আকাশে। উহাকে আমি উভয় দিকে চালাইতেছি। প্রত্যেক দিকে চালানোর দরুন শত শত লোক নিহত হইয়া যাইতেছে। স্বপ্নেই ইহার তা'বীর এক নেক বান্দা এইরূপে বর্ণনা করেন যে, ইহা হুজ্জত পূর্ণ হওয়ার তলোয়ার এবং ডান দিকের অর্থ ঐ হুজ্জত পূর্ণ হওয়া, যাহা নিদর্শনাদির মাধ্যমে হইবে এবং বাম দিকের অর্থ ঐ হুজ্জত পূর্ণ হওয়া, যাহা জ্ঞান ও লিখিত দলিল-প্রমাণাদির মাধ্যমে হইবে। এই উভয় প্রকারের হুজ্জতের পূর্ণতা মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়াই প্রকাশিত হইবে।

কাফেরদিগকে নিজের নিঃশ্বাসে মারিয়া ফেলার অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহের সত্তার দরুন অর্থাৎ তাঁহার মনোনিবেশের দরুন কাফের ধ্বংস হইবে। প্রতিশ্রুত মসীহকে এইরূপ দেখা যে, তিনি যেন গোসলখানা হইতে গোসল করিয়া বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহার মাথা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় গোসলের পানির ফোটা ঝরিয়া পড়িতেছে – এই দিব্য-দর্শনের অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহের বারংবারের তওবা ও অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা খোদার সহিত তাঁহার যে সম্পর্ক আছে উহাকে তাজা করিতে থাকিবে, যেন তিনি সর্বদা গোসল করিতেছেন এবং ঐ পবিত্র গোসলের পবিত্র ফোটা মুক্তার ন্যায় তাহার মাথা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, ইহাতে

মানুষের প্রকৃতি- বিরুদ্ধ কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। কখনো নহে, কক্ষণও নহে। ইতিপূর্বে মানুষেরা কি ঈসা ইবনে মরিয়মের অস্বাভাবিক ব্যাপারের পরিণতি দেখিয়া লয় নাই, যাহা কোটি কোটি মানুষকে জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন বানাইয়া দিয়াছে ? মানবীয় স্বভাবের বিরুদ্ধে ঈসা আকাশ হইতে নামিয়া আসুক, ফেরেশ্তাও সাথে থাকুক, নিজ মুখের ফুৎকার দ্বারা লোকদিগকে ধ্বংস করুক এবং মুক্তার ন্যায় পানির ফোটা তাঁহার শরীর হইতে ঝরিয়া পড়ুক – এখনও কি এইগুলি দেখার শখ বাকী আছে ? মোট কথা, প্রতিশ্রুত মসীহের শরীর হইতে মুক্তার ন্যায় ফোটা ঝরিয়া পড়ার যে অর্থ আমি করিয়াছি তাহা সঠিক। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে সোনার কঙ্কণ দেখিয়াছেন। ইহার অর্থ কি কঙ্কণই ছিল ? অনুরূপভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লাম গাভী যবাই হইতে দেখিয়াছেন। তবে কি ইহার অর্থ গাভীই ছিল ? কখনো নহে। বরং ইহার অন্য অর্থ ছিল। অতএব অনুরূপভাবে প্রতিশ্রুত মসীহ্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লামের এইভাবে দেখা যেন তিনি গোসল করিয়া আসিতেছেন এবং গোসলের পানির ফোটা মুক্তার ন্যায় তাঁহার মাথা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে – ইহার এই অর্থ যে, তিনি অনেক তওবাকারী এবং মনোনিবেশকারী হইবেন এবং সর্বদা খোদাতা'লার সহিত তাঁহার সম্পর্ক তরতাজা থাকিবে যেন তিনি সর্বদা গোসল করিতেছেন এবং পবিত্র মনোনিবেশের পবিত্র ফোটা মুক্তা দানার ন্যায় তাঁহার মাথা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। অন্য একটি হাদীসেও খোদাতা'লার দিকে মনোনিবেশ করার সহিত গোসলের সাদৃশ্য দেওয়া হইয়াছে যেমন নামাযের সৌন্দর্য সম্পর্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কাহারো গৃহের দরজার সম্মুখে নদী থাকে এবং সে পাঁচবার নদীতে গোসল করে, তবে কি তাহার দেহে ময়লা থাকিতে পারে ? সাহাবাগণ আরয করিলেন যে, না। তখন তিনি বলেন, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পাঁচবার নামায পড়ে (যাহা হইল পরিপূর্ণ তওবা, ইস্তেগফার,দোয়া, অনুনয়-বিনয়, আবদার, তাহমীদ ও তসবীহ্) তাহার মধ্যেও পাপের ময়লা থাকিতে পারে না যেন সে পাঁচবার গোসল করে। এই হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহের গোসলেরও অর্থ ইহাই। নতুবা দৈহিক গোসলের এমন কিইবা বিশেষ সৌন্দর্য আছে ? এইভাবে তো হিন্দুও প্রত্যহ ভোরে গোসল করে এবং গোসলের ফোটাও ঝরিয়া পড়ে। আফসোস, দৈহিক ধারণায় বশবর্তী লোকেরা আধ্যাত্মিক বিষয়কে দৈহিক বিষয়ের দিকেই টানিয়া লইয়া যায়। তাহারা ইহুদীদের ন্যায় রহস্যাবলী ও প্রকৃত-তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত।

প্রতিশ্রুত মসীহ দাজ্জালের মোকাবেলায় খানা কা'বা প্রদক্ষিণ করিবেন, অর্থাৎ দাজ্জালও খানা কা'বা প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ও করিবেন ইহার অর্থ সুস্পষ্ট। ইহা দ্বারা বাহ্যিক প্রদক্ষিণ বুঝায় না। নতুবা মানিতে হইবে যে, দাজ্জাল খানা কা'বায় প্রবেশ করিবে বা মুসলমান হইয়া যাইবে এই উভয় কথাই হাদীসের মূল বক্তব্যের বিরোধী। অতএব এই হাদীস ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যে ব্যাখ্যা খোদা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই যে, শেষ যুগে একটি দলের উদ্ভব হইবে, যাহাদের নাম

দাজ্জাল। তাহারা ইসলামের কঠোর দুশমন হইবে এবং ইসলামকে বিনাশ করিবার জন্য উহার কেন্দ্র খানা কা'বার চতুর্দিকে চোরের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিবে, যাহাতে ইসলামের ইমারত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেওয়া যায়। তাহাদের মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ও ইসলামের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করিবেন, যাহার রূপক আকার হইল খানা কা'বা। এই চোরকে পাকড়াও করাই হইল প্রতিশ্রুত মসীহের এই প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্য। এই চোরই হইল দাজ্জাল। এই চোরের অন্যায় হস্তক্ষেপ হইতে ইসলামের কেন্দ্রকে রক্ষা করাই প্রতিশ্রুত মসীহের উদ্দেশ্য। সকলের জানা আছে যে, রাত্রি বেলায় চোরও গৃহ প্রদক্ষিণ করে এবং চৌকিদারও প্রদক্ষিণ করে। চোরের প্রদক্ষিণের লক্ষ্য হইল ঘরে সিঁদ কাটা ও ঘরের লোকদের ক্ষতি করা এবং চৌকিদারের প্রদক্ষিণের লক্ষ্য হইল চোরকে পাকড়াও করা এবং তাহাকে কঠোর শাস্তির কারাগারে ঢুকাইয়া দেওয়া যাহাতে তাহার অন্যায় কর্ম হইতে মানুষ শান্তি লাভ করে। অতএব এই হাদীসে এই মোকাবেলার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, শেষ যুগে যে চোরকে দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে সে ইসলামের ইমারতকে বিধ্বস্ত করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে * এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ও ইসলামের সেবায় নিজের শ্লোগান আকাশ পর্যন্ত পৌছাইবেন। সকল ফেরেশ্তা তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবে যাহাতে এই শেষ সংগ্রামে তাঁহার বিজয় হয়। তিনি না ক্লান্ত হইবেন, না শ্রান্ত হইবেন, এবং না তিনি আলস্য করিবেন। ঐ চোরকে পাকড়াও করার জন্য তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন। যখন তাঁহার সকরুণ দোয়া চূড়ান্ত সীমায় পৌছিয়া যাইবে তখন খোদা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিবেন যে, ইসলামের জন্য তিনি কতখানি বিগলিত হইয়াছেন। তখন যে কাজ পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ – অনুবাদক) করিতে পারে নাই তাহা আকাশ (আকাশের ফেরেশ্তারা – অনুবাদক) করিবে এবং যে বিজয় মানুষের হাতে হইতে পারে নাই তাহা ফেরেশ্তাদের হাত দ্বারা সম্পন্ন করা হইবে।

এই মসীহের শেষ দিনগুলিতে ভয়ঙ্কর বিপদাবলী অবতীর্ণ হইবে, ভীষণ ভূমিকম্প হইবে এবং গোটা পৃথিবী হইতে শান্তি চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই সকল বিপদ কেবল এই মসীহের দোয়ার ফলে অবতীর্ণ হইবে। এই সকল নিদর্শনের পর তাঁহার বিজয়

---

* টীকা : খোদাতা'লা সূরা ফাতেহায় আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে তাহারা শেষ যুগের পথভ্রষ্ট পাদরী, যাহারা হযরত ঈসার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছে। কেননা, তিনি উক্ত সূরায় এই দোয়াই শিখাইয়াছেন, আমরা খোদার নিকট চাই আমরা যেন এইরূপ ইহুদী না হইয়া যাই যাহাদের উপর হযরত ঈসার নাফরমানী ও শত্রুতার দরুন ক্রোধ নাযেল হইয়াছিল এবং না এইরূপ খৃষ্টান হইয়া যাই যাহারা হযরত ঈসার শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে খোদা বানাইয়া দিয়াছিল এবং এইরূপ একটি মিথ্যা অবলম্বন করিয়াছিল, যাহা সকল মিথ্যার চাইতে বড় মিথ্যা এবং ইহার সমর্থনে সীমাতিরিক্ত প্রতারণা ও চাতুর্য প্রয়োগ করিয়াছে। এই জন্য আকাশে তাহাদের নাম দাজ্জাল রাখা হইয়াছে। যদি অন্য কোন দাজ্জাল হইত তবে এই আয়াতে তাহার নিকট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করা জরুরী ছিল। অর্থাৎ সূরা ফাতেহার وَلَا الضَّالِّيْنَ এর পরিবর্তে وَلَا الدَّجَّالِ হওয়া উচিত ছিল। ঘটনা প্রবাহ এই অর্থই প্রকাশ করিয়াছে। কেননা, যে শেষ ফেতনা সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছিল, যুগ সেই ফেতনাই পেশ করিয়াছে, যাহা ত্রিত্ববাদের ফেতনা।

হইবে। ঐ ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কেই রূপকের বেশে লেখা হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাহাদের কাঁধে চড়িয়া অবতীর্ণ হইবেন। আজ কে ধারণা করিতে পারে যে, এই দাজ্জালী ফেতনা, যাহা শেষ যুগের বিভ্রান্ত পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রকে বুঝায়, তাহা মানবীয় প্রচেষ্টায় দূর হইতে পারে ? কখনো নহে। বরং আকাশের খোদা স্বয়ং এই ফেতনা দূর করিবেন। তিনি বিদ্যুতের ন্যায় পতিত হইবেন, তুফানের ন্যায় আসিবেন এবং ভয়ঙ্কর ধূলি-ঝড়ের ন্যায় পৃথিবীকে নাড়াইয়া দিবেন। কেননা, তাঁহার ক্রোধের সময় আসিয়া গিয়াছে। তিনি পরমুখাপেক্ষী নহেন। প্রাকৃতিক পাথরের আগুন মানুষের আঘাতের মুখাপেক্ষী। আহা ! কী কঠিন কাজ। আহা ! কী কঠিন কাজ। আমাদিগকে একটি কোরবানী দিতে হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঐ কোরবানী সম্পাদন করিব ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রুশ ভঙ্গ হইবে না। এইরূপ কোরবানী যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নবী সম্পাদন করিয়াছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার বিজয় হয় নাই। এই কোরবানীর প্রতিই এই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে ঃ واستفتحوا وخاب كلّ جبّارٍ عنيد (সূরা ইব্‌রাহীম – আয়াত ১৬)। অর্থাৎ নবীগণ নিজদিগকে মোজাহেদার (সাধনা) আগুনে নিক্ষেপ করিয়া বিজয় চাহিলেন। তারপর কী হইল ? প্রত্যেক উদ্ধত যালেম বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গেল। ইহার প্রতিই নিম্নোক্ত কবিতায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে –

تا دلِ مردِ خدا نامد بدرد   ہیچ قومے را خدا رُسوا نکرد

ক্রুশভঙ্গের অর্থ ক্রুশের কাঠ বা সোনা রূপার ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে বুঝা এক মারাত্মক ভুল। এই ধরনের ক্রুশ তো ইসলামী যুদ্ধসমূহে সর্বদাই ভাঙ্গা হইয়াছে। বরং ইহার অর্থ এই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ক্রুশীয় মতবাদকে খন্ডন করিবেন এবং ইহার পর পৃথিবীতে ক্রুশীয় মতবাদ লালিত হইবে না। ক্রুশীয় মতবাদ এইরূপে খণ্ডিত হইবে যে, ইহার পর কেয়ামত পর্যন্ত ইহার চিহ্ন থাকিবে না। মানুষের হাত ইহা ভাঙ্গিবে না। বরং সকল কুদরতের মালিক ঐ খোদা, যিনি এই ফেতনাকে যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেভাবেই তিনি ইহাকে বিনাশ করিবেন। তাঁহার চক্ষু সকলকে দেখিতেছে এবং প্রত্যেক সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আছে। তিনি অন্যকে এই সম্মান দিবেন না। কিন্তু তাঁহার হাতে বানানো মসীহ্ এই মর্যাদা লাভ করিবেন। যাহাকে খোদা সম্মান দেন, তাহাকে কেহ লাঞ্ছিত করিতে পারে না। ঐ মসীহ্‌কে একটি বড় কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাজেই ঐ কাজ তাঁহার হাত দ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহার অগ্রগতি ক্রুশের বিলুপ্তির কারণ হইবে। ক্রুশীয় মতবাদের আয়ু তাঁহার আগমনে পূর্ণ হইয়া যাইবে। লোকদের ধারণা আপনা আপনি ক্রুশীয় মতবাদ হইতে বিমুখ হইয়া পড়িতে থাকিবে। যেমনটি আজকাল ইউরোপে হইতেছে এবং যেমনটি প্রতীয়মান হইতেছে যে, আজকাল খৃষ্ট ধর্মের কাজ কেবল বেতনভোগী পাদ্রীরা চালাইতেছে। বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিতেছেন। অতএব ইহা এক বাতাস, ক্রুশীয় মতবাদের প্রতিকূলে ইউরোপে চলিতে শুরু করিয়াছে। এই বাতাসের বেগ প্রত্যহ তীব্রতর হইয়া পড়িতেছে। ইহাই প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের প্রভাব। কেননা, ঐ দুই ফেরেশ্‌তাই

প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে অবতরণকারী ছিলেন। তাঁহারা ক্রুশীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন এবং পৃথিবী অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আসিতেছে। দাজ্জালী যাদু প্রকাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ার সময় নিকটবর্তী। কেননা, ইহার আয়ু পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শূকর বধের ভবিষ্যদ্বাণী এক নোংরা ও অশ্লীল ভাষী দুশমনকে পরাভূত করার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে এবং ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, এইরূপ দুশমন প্রতিশ্রুত মসীহের দোয়ায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রতিশ্রুত মসীহের সন্তান হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, খোদা তাঁহার ঔরষে এইরূপ এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিবেন, যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে ও ইসলামের সাহায্য করিবে যেমন আমার কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি দাজ্জালকে বধ করিবেন – এই ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এই যে, তাঁহার আগমনে দাজ্জালী ফেৎনা পতনোন্মুখ হইয়া যাইবে এবং আপনা আপনি হ্রাস পাইতে শুরু করিবে ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হৃদয় তওহীদের (একত্ববাদের) দিকে ঘুরিয়া যাইবে। প্রকাশ থাকে যে, দাজ্জাল ঐ দলকে বলা হয় যাহারা মিথ্যার সমর্থক এবং ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার দ্বারা কাজ করিবে। দ্বিতীয়টি হইল এই যে, দাজ্জাল শয়তানের নাম, যে প্রতিটি মিথ্যা ও বিপর্যয়ের পিতা। অতএব বধ করার অর্থ এই যে, এই শয়তানী ফেতনার এইভাবে মূলোৎপাটন হইবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত কখনো আর ইহার বিকাশ ঘটিবে না, এই শেষ সংগ্রামের শয়তানকে বধ করা হইবে।

প্রতিশ্রুত মসীহের মৃত্যুর পর তাঁহাকে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কবরে সমাহিত করা হইবে –এই ভবিষ্যদ্বাণীর এই অর্থ করা যে, নাউযুবিল্লাহ, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কবর খনন করা হইবে। ইহা বাহ্যিক ধারণা পোষণকারী লোকদের ভ্রান্তি, যাহা অসৌজন্যতা ও বেয়াদবীতে পরিপূর্ণ। বরং ইহার অর্থ এই যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নৈকট্যের দিক হইতে প্রতিশ্রুত মসীহের মর্যাদা এতখানি হইবে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নৈকট্যের মর্যাদা লাভ করিবেন এবং তাঁহার আত্মা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আত্মার সহিত মিলিত হইবে, যেন তাঁহারা উভয়ে একই কবরে আছেন। প্রকৃত অর্থ ইহাই। যাহার ইচ্ছা সে অন্য অর্থ করুক। আধ্যাত্মিক লোকেরা জানে যে, মত্যুর পর দৈহিক নৈকট্য কোন তাৎপর্য বহন করে না। বরং যাহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আধ্যাত্মিক নৈকট্যে থাকেন তাহাদের আত্মাকে তাঁহার আত্মার নিকটবর্তী করা হয়, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ (সূরা আল্ ফজর ঃ আয়াত ৩০-৩১)।

(অর্থ ঃ সুতরাং তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ কর, এবং প্রবেশ কর তুমি আমার জান্নাতে – অনুবাদক)

তাঁহাকে হত্যা করা হইবে না – এই ভবিষ্যদ্বাণী এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, খাতামাল খোলাফার নিহত হওয়া ইসলামের অবমাননার কারণ হইবে।

এই কারণেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে নিহত হওয়া হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।

১৩৭নং নিদর্শন ঃ এই আযীমুশ্বান নিদর্শনটি লেখরামের মোবাহালা সম্পর্কিত। উল্লেখ থাকে যে, আমি সুরমায়ে চাশমে আরিয়ার পরিশিষ্টে কোন কোন আর্য ভদ্রলোককে মোবাহালার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলাম এবং লিখিয়াছিলাম যে, বেদের প্রতি যে শিক্ষা আরোপ করা হয় তাহা সঠিক নহে এবং আর্য সুধীবৃন্দ কুরআন শরীফের প্রতি যে মিথ্যারোপ করেন ঐ মিথ্যারোপে তাহারা মিথ্যাবাদী। যদি তাহাদের এই দাবী হয় যে, বেদের প্রতি যে শিক্ষা আরোপ করা হইয়া থাকে তাহা সত্য এবং / অথবা নাউযুবিল্লাহ্ কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নহে তবে তাহারা আমার সহিত মোবাহালা করুন এবং লেখা হইয়াছিল যে, সর্বপ্রথমে মোবাহালা করিবেন লালা মুরলী ধর সাহেব, * যাহার সহিত হুশিয়ারপুরে বিতর্ক হইয়াছিল। ইহার পর মোবাহালার জন্য আমার সম্বোধিত ব্যক্তি লাহোরের আর্য সমাজের সেক্রেটারী লালা জীবনদাস। অতঃপর আর্যদের মধ্য হইতে অন্য কোন সুধীকে সম্বোধন করা যাইতেছে, যাহাকে সম্মানিত ও জ্ঞানী বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

আমার এই লেখা পন্ডিত লেখরাম তাহার পুস্তক খব্‌তে আহমদীয়ায় ১৮৮৮ সালে প্রকাশ করিয়াছে। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে এই তারিখ লিপিবদ্ধ আছে। সে আমার সহিত মোবাহালা করিল। বস্তুতঃ সে মোবাহালার জন্য তাহার পুস্তক খব্‌তে আহমদীয়ার ৩৪৪ পৃষ্ঠায় ভূমিকারূপে নিম্নরূপ বক্তব্য লেখে ঃ –

যেহেতু আমাদের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মাষ্টার মুরলী ধর সাহেবের ও মুন্সী জীবন দাস সাহেবের সরকারী কাজের চাপের দরুন সময়ের অভাব, তাই এই কারণে এবং তাহাদের নির্দেশে এই অধম এই দায়িত্বও নিজ স্কন্ধে লইলাম। অতএব কোন জ্ঞানী ব্যক্তির এই প্রবাদ "মিথ্যাবাদীকে তাহার ঘরে তুলিয়া দিয়া আস" গ্রহণপূর্বক আমি মির্যা সাহেবের এই শেষ আবেদনও (অর্থাৎ মোবাহালাকে) মঞ্জুর করিতেছি এবং মোবাহালাকে এখানে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

মোবাহালার বিষয়-বস্তু

আমি বিনীত লেখরাম, পিতা পণ্ডিত তারা সিং শরমা সাহেব, 'তাকযিবে বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রণেতা, এই সত্য স্বীকৃতি জানাইতেছি এবং সুস্থ শরীরে ও সজ্ঞানে বলিতেছি যে, আমি সুরমা চশমায়ে আরিয়া গ্রন্থ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া নিয়াছি। একবার নহে, বরং কয়েকবার ইহার দলিল-প্রমাণাদি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছি, বরং উহার খন্ডন সত্য ধর্ম অনুযায়ী এ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। মির্যা সাহেবের

---

* টীকা ঃ বলা বাহুল্য, মোবাহালার দুই চারটি লাইন লেখার জন্য কোন অবসরের প্রয়োজন ছিল না। মোবাহালার সার কথাতে কেবল এই বাক্যই ছিল যে, নিজের ও দ্বিতীয় পক্ষের নাম লইয়া খোদাতা'লার নিকট এই দোয়া করিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং মাষ্টার মুরলী ধর ও মুন্সী জীবন দাসের অবসর কি এত কম ছিল যে, এই দুইটি লাইনও তাহারা লিখিতে পারিল না ? বরং আসল সত্য এই যে, তাহারা দুইজনেই সত্যের মোকাবেলায় ভীত হইয়াছিল। কিন্তু লেখরাম নিজের দুর্ভাগ্যের দরুন বদ রাগী ও অন্ধ ছিল। সে নিজের স্বভাবজাত ঔদ্ধত্য এর দরুন তাহাদের বিপদ নিজের ঘাড়ে নিয়া নিল। অবশেষে মোবাহালার পর ১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চ সোমবার দিন সে এই পৃথিবী হইতে বিদায় নিল।

...াদি আমার হৃদয়ে কোন প্রভাবই বিস্তার করে নাই এবং না এই সকল দলিল-প্রমাণে সত্যপরায়ণতা আছে। আমি আমার জগতপিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষী জানিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, পবিত্র চতুর্বেদ হেদায়াত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার উপর আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আমার আত্মা ও সকল আত্মা কখনো সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না, না কখনো বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং না কখনো হইবে।

আমার আত্মাকে কেহ অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনে নাই (অর্থাৎ আমার আত্মার কেহ স্রষ্টা নাই, বরং ইহা আদি হইতে নিজে নিজেই আছে), বরং সদা সর্বদা পরমাত্মার আদি ক্ষমতার মধ্যে আছে এবং থাকিবে। * অনুরূপভাবে আমার দৈহিক উপাদান অর্থাৎ

---

* টীকা ঃ ইহা কীরূপ বাজে কথা যে, পরমাত্মা সর্বদা আদি ক্ষমতায় ছিল এবং থাকিবে। বলা বাহুল্য, আর্য সমাজীদের কথা অনুযায়ী যেক্ষেত্রে আত্মাসমূহ তাহাদের সকল শক্তি ও কুদরতসহ আদি হইতে নিজে নিজেই আছে, সেক্ষেত্রে পরমেশ্বরের সহিত তাহাদের কীইবা সম্পর্ক আছে। এই সকল শক্তিকে পরমেশ্বর না বাড়াইতে পারে, না কমাইতে পারে, না কোন প্রকারে ঐগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। আর্যদের কথা অনুযায়ী ঐ সকল আত্মা নিজ নিজ সত্তায় নিজেই পরমেশ্বর। তাহাদের উপর পরমেশ্বরের এক কণাও এহসান বা অনুগ্রহ নাই। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আত্মাসমূহ পরমাত্মার আদি ক্ষমতায় আছে এবং থাকিবে – লেখরাম ও তাহার অন্যান্য স্বধর্মীদের এই কথা কেবল নিজেদের ভ্রান্তধর্মকে ঢাকিয়া রাখার জন্য বলা হইয়া থাকে। কেননা, মানুষের বিবেক ইহাকে সর্বদা বেহুদা বিশ্বাস বলিয়া মনে করে। যদি খোদা আত্মাসমূহের ও তাহাদের শক্তিসমূহের এবং পৃথিবীর অণু-পরমাণুসমূহের ও উহাদের শক্তিসমূহের স্রষ্টা না হইয়া থাকেন তবে তিনি তাহাদের খোদাই হইতে পারেন না। এই কথা বলা যে, যদিও আমরা আত্মাসমূহকে তাহাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খোদার বান্দা ও তাঁহার সৃষ্টি বলিতে পারি না, কারণ, তিনি তাহাদিগকে তৈরী করেন নাই, কিন্তু যখন পরমেশ্বর আত্মাসমূহকে দেহে স্থাপন করে তখন তাঁহার এইটুকু কাজের জন্য তিনি তাহাদের পরমেশ্বর হইয়া যান, এই ধারণাও ভ্রান্ত। কেননা, যে পরমেশ্বর আত্মাসমূহকে এবং পরমাণুসমূহকে তাহাদের সকল শক্তিসহ সৃষ্টি করেন নাই, সেক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না যে, তাহাদিগকে জোড়া লাগাইবার ব্যাপারে তিনি শক্তিমান। কেবল কোনটির সহিত কোনটির জোড়া লাগাইলেই তাঁহার পরমেশ্বর হওয়ার অধিকার বর্তায় না। বরং এইরূপ অবস্থায় তিনি ঐ রুটি প্রস্তুতকারীর ন্যায় হইয়া থাকেন, যে বাজার হইতে আটা আনিল, কোন লাকড়ী বিক্রেতার নিকট হইতে লাকড়ী আনিল, প্রতিবেশীর নিকট হইতে আগুন আনিল, অতঃপর রুটি পাক করিল। এমতাবস্থায় পরমেশ্বরের সত্তার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। কেননা, যদি আত্মাসমূহ তাহাদের সকল শক্তিসহ আদি হইতে নিজে নিজেই থাকিয়া থাকে তবে এই কথার কি প্রমাণ আছে যে, আত্মাসমূহের ও পরমাণু সমূহের যোগ-বিয়োগও আদি হইতে নিজে নিজেই নাই ? নাস্তিকদের ধারণাও এইরূপ। এইজন্য আর্য সমাজীরা তাহাদের পরমেশ্বরের সত্তা সম্পর্কে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিতে পারে না, না তাহাদের নিকট কোন যুক্তি-প্রমাণ আছে। ইহাই হইল বেদের জ্ঞানের সার কথা, যাহার উপর গর্ব করা হইয়া থাকে। ইহা সকলের জানা আছে যে, খোদাতা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে দুই ধরনের যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ এই অবস্থায় দলিল প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় যখন তাঁহার সত্তাকে সকল কল্যাণের উৎসরূপে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহাকে সকল অস্তিত্বের স্রষ্টারূপে স্বীকার করা হয়। এই অবস্থায় পৃথিবীর অণু-পরমাণুর দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হউক বা আত্মাসমূহের উপর, বা দৈহিক গঠনের উপর দৃষ্টিপাত করা হউক, নিশ্চিতরূপে মানিতে হইবে যে, এই সকল সৃষ্ট-বস্তুর একজন স্রষ্টা আছেন।

খোদাতা'লাকে সনাক্ত করার দ্বিতীয় উপায় তাঁহার তরতাজা নিদর্শন, যাহা নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আর্য সমাজীরা এইগুলিকেও অস্বীকার করে। এইজন্য তাহাদের নিকট নিজেদের পরমেশ্বরের সত্তার কোন যুক্তি-প্রমাণ নাই।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আর্যরা কথায় কথায় তাহাদের পরমেশ্বরকে পিতা পিতা বলিয়া ডাকিয়া থাকে, যেমনটি এখনই লেখরাম তাহার মোবাহালার বিষয়-বস্তুতে লিখিয়াছেন। কিন্তু জানিনা তিনি কি ধরনের পিতা। তিনি কি এই ধরনের পিতা, যেমন এক পোষ্যপুত্র এক অজানা ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলিয়া থাকে, বা এইরূপ পিতা, যাহাকে 'নিয়োগ' এর মাধ্যমে কাল্পনিকভাবে পিতা বানানো হয় ? এই

প্রকৃতি বা পরামাণুও আদি পরমাত্মার ক্ষমতার কব্জায় মজুদ-আছে এবং কখনো বিলীন হইবে না এবং সমগ্র জগতের সৃজনকর্তা একজনই, অন্য কেহ নহে, তথাপি আমি পরমেশ্বরের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর মালিক বা স্রষ্টা নহি, না আমি সর্বব্যাপী এবং না আমি অন্তর্যামী, বরং আমি এই মহা শক্তিমানের এক নগণ্য সেবক। কিন্তু আমি তাঁহার জ্ঞানে ও শক্তিতে আদি হইতে আছি, কখনো বিলীন হই নাই, না কোথাও কোন বিলীনতার স্থান আছে। বরং কোন বস্তুই বিলীন হয় না। অনুরূপভাবে বেদের এই ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাকেও আমি স্বীকার করি যে, মুক্তি অর্থাৎ নাজাত কর্মানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লাভ করা যায় (অর্থাৎ চিরস্থায়ী নাজাত নাই বরং ইহা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকে)। ইহার পর পরমাত্মার ন্যায়-নীতি অনুযায়ী মানুষকে দেহ ধারণ করিতে হয়। সীমাবদ্ধ কর্মের জন্য সীমাহীন ফল নাই (কর্মতো সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বস্ত উপাসকের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ নহে। তাহা ছাড়া কর্মের সীমাবদ্ধতা তাহার ইচ্ছানুযায়ী নহে)। আমি বেদের এই সকল শিক্ষাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি ও মানি .... এবং আমি ইহাও মানি যে, পরমেশ্বর পাপসমূহ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেন না। (অদ্ভুত পরেমশ্বর ?)। আমি কোন শাফায়াত বা সুপারিশের উপর ভরসা করি না (অর্থাৎ কাহারো পক্ষে কাহারো দোয়া কবুল হয় না)। আমি খোদাকে রাশি অর্থাৎ ঘুষখোর বা যালেম মনে করি না (শব্দটি হইল 'মুরতাশি' যাহার অর্থ ঘুষ গ্রহণকারী।

ব্যবস্থায় এক আর্য স্ত্রীলোক নিজের সতীত্বকে ধূলায় মিশাইয়া অন্য পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এইভাবে ঐ স্ত্রী লোকের স্বামী শিশুর পিতা হইয়া যায়। 'নিয়োগ' প্রথার মাধ্যমে এই শিশু লাভ করা হয়। অতএব এইভাবেই যদি পরমেশ্বর আর্যদের পিতা হয় তবে আমার কথা বলার কোন অবকাশ নাই। কিন্তু যদি এই ধরনের পিতা হয় যে, আত্মাসমূহ এবং পৃথিবীর অণুপরমাণুসমূহ তাহাদের সকল শক্তিসমেত তাঁহার হাত হইতে নির্গত হয় এবং তাঁহার দ্বারাই অস্তিত্বে আসে, তবে ইহা আর্যদের নীতি-পরিপন্থী। যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা কেন তাহাদের নীতির পরিপন্থী, তবে বলা বাহুল্য যে, আর্যদের নীতি মোতাবেক সকল আত্মা পরমেশ্বরের আদি অংশীদার, যাহারা তাঁহার দ্বারা অস্তিত্বে আসে নাই। তাহা হইলে আমরা পরমেশ্বরকে কীভাবে তাহাদের পিতা বলিতে পারি ? তাহারা তো নিজে নিজেই আসে, যেমন পরমেশ্বর নিজে নিজেই আছেন। কিন্তু এই নীতি ভ্রান্ত। তত্ত্বজ্ঞানের চক্ষু দ্বারা যাহারা দেখেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পিতার মধ্যে যেরূপ শক্তি, প্রকৃতি ও স্বভাব থাকে সেরূপ (বৈশিষ্ট্যসমূহ) পুত্রদের মধ্যেও পাওয়া যায়। অতএব অনুরূপভাবে যেহেতু আত্মাসমূহ খোদাতা'লার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, সেহেতু তাহারা প্রতিচ্ছায়ারূপে ঐ সকল গুণ লাভ করে যাহা খোদার মধ্যে মজুদ আছে। খোদার বান্দারা যে পরিমাণে তাঁহার ভালবাসার মাধ্যমে গুণাবলী ও পবিত্রতায় উন্নতি করিতে থাকে সে পরিমাণে ঐ সকল গুণ ও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকে। এমনকি প্রতিচ্ছায়ারূপে এইরূপ লোকদের মধ্যে খোদার জ্যোতির বিকাশ আরম্ভ হইয়া যায়। সুস্পষ্টভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, মানব-প্রকৃতির মধ্যে খোদার পবিত্রস্বভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, যাহা নফ্‌সের পবিত্রকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, খোদা দয়ালু। তদ্রূপেই মানুষও নফ্‌সের পবিত্রকরণের পর দয়া গুণ হইতে অংশ লাভ করে। খোদা মহান দাতা। তদ্রূপেই মানুষও নফসের পবিত্রকরণের পর মহান দাতার দয়া গুণ হইতে অংশ লাভ করে। তদ্রূপেই খোদা সাত্তার যিনি দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখেন। খোদা করুণাময়। খোদা ক্ষমাশীল। মানুষও নফসের পবিত্র-করণের পর এই সকল গুণ হইতে অংশ লাভ করিয়া থাকে। অতএব কে এই সকল অতিরিক্ত গুণ মানুষের আত্মায়-রাখিয়া দিয়াছেন ? যদি খোদা রাখিয়া থাকেন তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি আত্মাসমূহের স্রষ্টা। যদি কেহ বলে এইগুলি নিজে নিজেই আছে তবে ইহার উত্তরে এই কথা বলাই যথেষ্ট হইবে যে, لعنة الله على الكاذبين (অর্থ – মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক – অনুবাদক)।

শব্দটি 'রাশি' নহে। লেখরামের বিদ্যার দৌড় এতটুকু যে, সে 'মুরতাশি' এর স্থলে 'রাশি' লেখে)। আমি বেদের আলোকে এক ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাস রাখি যে, চারিটি বেদ নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ইহাদের মধ্যে এক বিন্দু-বিসর্গও ভ্রান্ত বা মিথ্যা বা কোন গল্প-কাহিনী নাই। এইগুলিকে সর্বদা প্রত্যেক নূতন যুগে পরমাত্মা জগতের সাধারণ হেদায়াতের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টির সূচনায় যখন মানব সৃষ্টি শুরু হয়, তখন পরমাত্মা বেদসমূহের শ্রী অগ্নি, শ্রী বায়ুশ্রী, আদত ও শ্রী আংরা জীব চারজন ঋষির আত্মায় ইলহাম করেন। কিন্তু জিবরায়েল বা ডাক পিয়নের মাধ্যমে করেন নাই ; বরং স্বয়ং নিজেই করিয়াছেন। * কেননা, তিনি আকাশে বা আরশে নাই ; বরং তিনি সর্বব্যাপী। আমি ইহাও মানি যে, বেদই সকলের চাইতে অধিক পরিপূর্ণ ও পবিত্র জ্ঞানের পুস্তক। আর্যাবর্ত হইতেই সমগ্র জগদ্বাসী শিষ্টাচার শিখিয়াছে। আর্যরাই সকলের প্রথম শিক্ষক। মুসলমানদের কথা অনুযায়ী আর্যাবর্তের বাহিরে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঁচ ছয় হাজার বৎসর ধরিয়া আগমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল, কুরআন, প্রভৃতি কেতাব আনিয়াছেন। আমি এই সকল কেতাব অধ্যয়নের ও বুঝার পর সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, এইগুলির সকল ধর্মীয় শিক্ষা বানোয়াট ও জাল এবং এইগুলিকে প্রকৃত ইলহামের বদনামকারী লেখা বলিয়া মনে করি। এইগুলির সত্যতার প্রমাণ লোভ-লালসা বা নির্বুদ্ধিতা বা তলোয়ার ছাড়া কিছুই নাই। যেভাবে আমি ন্যায়-পরায়ণতার পরিপন্থী কথাকে ভ্রান্ত বলিয়া জানি, তদ্রূপেই কুরআন এবং উহার নীতিসমূহ ও উহার শিক্ষাসমূহ, যাহা যাহা বেদের বিরোধী, তাহাদিগকে আমি ভ্রান্ত ও মিথ্যা মনে করি (লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন)। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ মির্যা গোলাম আহমদ কুরআনকে খোদার বাক্য বলিয়া জানে এবং উহার সব শিক্ষাকে সত্য ও সঠিক মনে করে। যেভাবে আমি কুরআন ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া উহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া জানি,

---

* টীকা : শারিরীক ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, মানুষ বাতাসের সাহায্যে শুনে ও সূর্যের সাহায্যে দেখে। তাহা হইলে শারিরীক ব্যবস্থাপনায় এই দুইজন ডাক পিয়নকে কেন নিযুক্ত করা হইয়াছে ? অথচ খোদার শারিরীক ও আধ্যাত্মিক বিধান পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আফসোস, জ্ঞান সর্বত্র বিশ্ব প্রতিকৃতির পরিপন্থী বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। কে বলে খোদা সর্বত্র নাই ? বরং তিনি সব স্থানেই আছেন এবং আরশেরও অধিকারী। নির্বোধ ব্যক্তি এই তত্ত্বজ্ঞানের গুঢ় রহস্য বুঝে না। এই বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, যদিও এই বিশ্বে সব কিছু খোদাতা'লার আদেশে হয় তবুও তিনি তাঁহার অমোঘ বিধান কার্যকর করার জন্য মাধ্যম রাখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি বিষ যাহা মানুষকে বিনাশ করে এবং একটি প্রতিষেধক যাহা উপকারে আসে, ইহাদের ব্যাপারে আমরা কি ধারণা করিতে পারি যে, এইগুলি নিজে নিজেই মানুষের দেহে ক্রিয়া করে ? কখনো নহে। বরং ইহারা খোদার আদেশে প্রতিকূল বা অনুকূল ক্রিয়া করে। অতএব এইগুলিও এক ধরনের ফেরেশ্‌তা। বরং বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু যদ্বারা নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে ইহারা সকলেই খোদার ফেরেশ্‌তা। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা প্রতিটি অণু-পরমাণুকে খোদাতা'লার ফেরেশ্‌তা বলিয়া মানি, ততক্ষণ পর্যন্ত তওহীদ পূর্ণ হয় না। কেননা, পৃথিবীতে যত ক্রিয়াশীল বস্তু আছে, যদি আমরা ঐগুলিকে খোদার ফেরেশ্‌তা বলিয়া স্বীকার না করি তবে আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে যে, মানুষের শরীরের ও সমগ্র বিশ্বের নানাবিধ পরিবর্তন খোদাতা'লার জ্ঞান, ইচ্ছা ও মর্জ্জি ছাড়া আপনা আপনিই সংঘটিত হইতেছে। এমতাবস্থায় খোদাকে কেবল নিষ্ক্রিয় ও অজ্ঞ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। অতএব ফেরেশ্‌তাদের উপর ঈমান আনার রহস্য এই যে, তাহারা ছাড়া তওহীদ কায়েম থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটি বস্তুকে এবং প্রত্যেকটি ক্রিয়াকে খোদাতা'লার ইচ্ছায় মানিতে হয়। ফেরেশ্‌তার ধারণা তো ইহাই যে, তাহারা ঐ সকল বস্তু যাহারা খোদার আদেশে কাজ করিতেছে। অতএব যেক্ষেত্রে এই বিধান নিশ্চিত ও স্বীকৃত সেক্ষেত্রে জিব্রায়েল ও মিকায়েলকে কীভাবে অস্বীকার করা যায় ?

তদ্রূপেই সংস্কৃত ও নাগরীতে অজ্ঞ ঐ নিরক্ষর না পড়িয়া বা না দেখিয়া বেদসমূহকে ভ্রান্ত মনে করে। * হে পরমেশ্বর ! আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে ন্যায় ফয়সালা কর। কেননা, মিথ্যাবাদী কখনো সত্যাবাদীর ন্যায় তোমার দরবারে সম্মান পাইতে পারে না।

লেখক

আপনার বিনীত বান্দা লেখরাম শরমা

সভাসদ, আর্য সমাজ, পেশোয়ার

বর্তমানে ফিরোজপুর পাঞ্জাব, সম্পাদক, আর্য গেজেট

মোবাহা'লার দোয়ার পর, যাহা পণ্ডিত লেখরাম তাহার পুস্তক খবতে আহমদীয়ার ৩৪৪ হইতে ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে, খোদা যাহা কিছু আকাশ হইতে ফয়সালা করিয়াছেন এবং যেভাবে তাহার মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনার প্রকাশ ঘটে ও সত্যবাদী সম্মান লাভ করে – এই সব কিছুই ১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চ রোজ সোমবার চার ঘটিকার পর বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে।

দেখ ইহাই খোদার ফয়সালা, যে ফয়সালা লেখরাম তাহার পরমেশ্বরের নিকট হইতে চাহিয়াছিল যাহাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হইয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে একটি নিদর্শন নহে, বরং দুইটি নিদর্শন আছে। প্রথমটি এই যে, লেখরাম নিহত হওয়ার ব্যাপারটি নিজেই একটি আযীমুশ্বান ভবিষ্যদ্বাণী, যাহাতে তাহার নিহত হওয়ার দিন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, মৃত্যুর ধরন বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সময়সীমা ও (ঘটনার) সময়ও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ হাজারো প্রচেষ্টা ও সন্ধান করা সত্ত্বেও হত্যাকারীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। যেন সে আকাশে উঠিয়া গিয়াছে, অথবা মাটির তলায় চলিয়া গিয়াছে। যদি হত্যাকারী ধৃত হইত ও ফাঁসির শাস্তি পাইত তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীটির এই মর্যাদা থাকিত না। বরং যে কেহ ইহা বলিতে পারিত যে, যেভাবে লেখরাম মারা গিয়াছে ঐরূপে হত্যাকারীও মারা গিয়াছে। কিন্তু হত্যাকারী এমনইভাবে নিখোঁজ হইলো যে, ইহা বলা কঠিন সে মানুষ ছিল না ফিরিশ্‌তা, যে আকাশে চলিয়া গিয়াছে।

---

* টীকা ঃ যদি আমি বেদ না পড়িয়া থাকি, তবে ইহাতো সুখের কথা যে, লেখরাম চারটি বেদই মুখস্ত করিয়াছে। এখানেও 'লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' বলা ছাড়া আর কী বলিতে পারি ? বিতর্ক নীতির উপর হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে আর্য সমাজীরা নিজেদের হাতে বেদের নীতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে, সেক্ষেত্রে ঐগুলির উপর প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির বিতর্ক করার অধিকার রহিয়াছে। ইহা সরাসরি ভ্রান্ত কথা যে, আমি বেদ পড়ি নাই। বেদের ঐ অনুবাদ যাহা এই দেশে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি উহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি। পণ্ডিত দয়ানন্দের বেদ ভাষাও আমি পড়িয়াছি। প্রায় ২৫ (পঁচিশ) বৎসর ধরিয়া আর্যদের সহিত আমার সরাসরি বিতর্ক হইতেছে। এমতাবস্থায় এই কথা বলা কত বড় মিথ্যা যে, আমি বেদ সম্পর্কে কিছুই জানি না। যদি আর্যদের পণ্ডিত এখনও লেখরামকে বেদের বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করে তবে আমার ঐ সার্টিফিকেট দেখার সখ আছে। প্রকৃত পক্ষে লেখরামের মর্যাদা ইহার চাইতে এক তিলও বেশী নহে, যাহা খোদা তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, عجل جسد له خوار۔منہ

(অর্থ ঃ – সে একটি গোবৎসওলা দেহসর্বস্ব ব্যক্তি, যাহার মধ্য হইতে অর্থহীন শব্দ নির্গত হয়।)

১৩৮নং নিদর্শন ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার বান্দাদের গ্রহণযোগ্যতা বুঝার জন্য দোয়া কবুল হওয়াও এক বড় নিদর্শন হইয়া থাকে। বরং দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শনের ন্যায় অন্য কোন নিদর্শনই নাই। কেননা, দোয়া কবুল হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদার দরবারে এক বান্দার কদর ও সম্মান আছে, যদিও প্রত্যেক সময়ে দোয়া কবুল হইয়া যাওয়া আবশ্যকীয় ব্যাপার নহে। কখনো কখনো মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত খোদা নিজের ইচ্ছাও বহাল রাখেন। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহই নাই, খোদার গৃহীত বান্দাগণের জন্য ইহাও একটি নিদর্শন যে, অন্যান্যদের তুলনায় তাহাদের দোয়া বেশী বেশী কবুল হয় এবং অন্য কেহ দোয়ার কবুলিয়্যতের মর্যাদায় তাহাদের মোকাবেলা করিতে পারে না। আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতে পারি, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হইয়াছে। যদি আমি সবগুলি লিখি তবে একটি বড় পুস্তক হইয়া যাইবে। এই ব্যাপারে পূর্বেও আমি কিছুটা লিখিয়াছি এবং এখানেও কয়েকটি দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে লিখিতেছি। বস্তুতঃ তন্মধ্যে দোয়া কবুল হওয়ার একটি নিদর্শন এই রহিয়াছে যে, সৈয়্যদ নাসের শাহ্ নামে আমার এক নিষ্ঠবান শিষ্য আছে যিনি এখন কাশ্মিরস্থ বারমূলার ওভারশিয়ার। তিনি নিজ অফিসারদের হাতে উৎপীড়িত ছিলেন। তাহারা উন্নতির প্রতিবন্ধক ছিলেন। বরং তাহার চাকুরী সঙ্কটের মধ্যে ছিল। নিত্য দিনের এই কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য একবার তিনি ইস্তফা দিতে দৃঢ় সংকল্প করেন। আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি চাকরীতে এতখানি অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহাকে ইস্তফার জন্য অনুমতি দিতে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বারবার আমার নিকট নিবেদন করেন। তিনি আমাকে জানান যে, আমার জীবন বিপদাপন্ন এবং জোর দিয়া বলেন, আমার জন্য চাকুরীর উন্নতির পথ বন্ধ ; বরং এমন না হয় যে, কোন যালেমের হাতে সাধ্যাতীত কষ্ট পাইয়া যাই। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, কিছু দিন ধৈর্য ধর। আমি তোমার জন্য দোয়া করিব। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সমস্যা দেখা দেয় তবে তোমার ইচ্ছা। ইহার পর আমি খোদার দরবারে তাহার জন্য দোয়া করিলাম এবং তাহার সফলতা চাহিলাম। ইহার ফল এই হইল যে, যেস্থলে প্রথমে চাকুরীই বিপদাপন্ন ছিল, সেস্থলে অপ্রত্যাশিতভাবে চাকুরীতে তাহার উন্নতি হইয়া গেল। বস্তুতঃ আমি নীচে সৈয়্যদ নাসের শাহ্ সাহেবের চিঠি লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা হইতে জানা যায় দোয়া তাহার অবস্থার উপর কীভাবে ক্রিয়া করিল। চিঠিটি এইরূপ ঃ

বাহুযূর আকদস হযরত পীর ও মোরশেদ দামাযিল্লুকুম

(অর্থ ঃ হুযুর আকদস হযরত পীর ও মুরশেদ আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন)

আস্‌সালামুআলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এরপর অধম খাকসার সৈয়্যদ নাসের শাহ নিবেদন করিতেছি যে, হুযুরে ওয়ালার দোয়া এই ফল দেখাইল যে, হুযুরের দোয়ার বরকতে আমার পদোন্নতি হইয়াছে এবং বেতন বাড়িয়াছে। হুযুরে ওয়ালার ঐ কথাগুলি অধমের সুস্পষ্টরূপে স্মরণ আছে।

খাকসার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিবেদন করিয়াছিলাম যে, এখন চাকুরী ছাড়িয়া দিব। কিন্তু হুযুর সুন্দরভাবে দয়ার সহিত বলিয়াছিলেন যে, ঘাবড়ানো উচিত নহে। আমি দোয়া করিব। খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি ঐ সকল দুশমনকে তোমার বন্ধু বানাইয়া দিবেন। অতএব জনাবে আলা ! আলহামদুলিল্লাহ্, হুযুরে আলা যে সকল কথা বলিয়াছিলেন ঘটনা ঠিক তদ্রূপেই ঘটিয়াছে। ঐ সকল দুশমনেরাই পরে আমার জন্য বন্ধু ও সুপারিশকারীতে পরিণত হইল। হুযুরের দোয়ায় খোদা তাহাদের হৃদয় আমার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। হুযুরেওয়ালার বরকতে আরো একটি বড় অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে। উক্ত সদস্যদের পক্ষ হইতে আমার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠানো হইয়াছিল যে, নাসের শাহ্ কলেজ পাশ নহে, না তাহার নিকট পরীক্ষার সার্টিফিকেট আছে। এই জন্য সে কি করিয়া পদোন্নতির যোগ্য হইতে পারে ? এক দিকে এই আপত্তি ছিল এবং অন্য দিকে হুযুরেওয়ালার চিঠি পাইলাম যে, আমি যতখানি সম্ভব অনেক দোয়া করিয়াছি। অতএব জনাবে আলী, ঐ দিনই আমার সম্পর্কে কাগজপত্রাদি কাউন্সিলে পেশ হইল এবং সাহেব বাহাদুর আমার জন্য অনেক জোর দিয়া বলিলেন। ইহার চাইতেও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ঐ বিরুদ্ধবাদীরাই আমার জন্য সুপারিশকারী ছিল। তাহারা আন্তরিক বন্ধুত্বের সহিত হিতাকাঙ্খীরূপে আমার পদোন্নতি চাহিয়াছিল। ফল এই হইল যে, কোন ওজর-আপত্তি ছাড়াই আমার পদোন্নতির জন্য রেজুলেশন পাশ হইয়া গেল। ফাল্ হামদুলিল্লাহে আলা যালেকা। জনাবেষূ পঞ্চাশ টাকা পরশুর ডাকে হুযুরেওয়ালার খেদমতে এই খাকসার প্রেরণ করিয়াছে। কবুল করিবেন এবং দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্তা'লা যুগের বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং পরিণাম শুভ করেন। আমীন।

বিনীত বান্দা,
সৈয়্যদ নাসের শাহ্, ওভারশিয়ার
বারমুলা, কাশ্মীর

১৩৯নং নিদর্শন ঃ একবার মিস্ত্রী নিজাম উদ্দীন নামে আমার জামাতের এক ব্যক্তি তাহার নিবাসস্থল শিয়ালকোট হইতে আমাকে চিঠি লেখেন যে, আমার বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে এবং মুক্তির কোন উপায় দেখিতেছি না, মারাত্মক ভীতির মধ্যে আছি। দুশমন চাহিতেছে যেন আমি ইহাতে ফাঁসিয়া যাই। তাহারা খুব আনন্দ স্ফূর্তি করিতেছে। বাহ্যিক উপকরণাদি হইতে নিরাশ হইয়া আমি এই চিঠি লিখিতেছি। আমি নিয়ৎ করিয়াছি, যদি এই মোকদ্দমা হইতে মুক্তি পাই তবে আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতঃ আপনার সমীপে পঞ্চাশ টাকা (নজরানা) প্রেরণ করিব।

তাহার ঐ চিঠি কয়েক ব্যক্তিকে দেখানো হইল। আমি তাহার জন্য অনেক দোয়া করিলাম ও তাহাকে জানাইয়া দিলাম। কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পঞ্চাশ টাকা সহ পুনরায় তাহার চিঠি আসিল। সে লিখিল যে, খোদা আমাকে ঐ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর কয়েক সপ্তাহ পরে আরো একটি চিঠি আসিল। ইহাতে লেখা হইয়াছিল যে, সরকারী উকিল ঐ মোকদ্দমা আবার উঠাইয়াছেন। তাহার উঠানোর ভিত্তি হইল যে, সিদ্ধান্তে ভুল আছে। এডভোকেটের কথা গ্রহণ করিয়া ডেপুটি কমিশনার সাহেব সিদ্ধান্তটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া এবং সুপারিশ লিখিয়া কমিশনার বাহাদুর সাহেবের খেদমতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই জন্য এই আক্রমণ পূর্বের চাইতে অধিক বিপজ্জনক ও খুব উদ্বেগজনক। আমি এই অস্থিরতার অবস্থায় নিজ দায়িত্বে এই নজরানা ধার্য করিয়াছি যে, যদি এইবার আমি এই আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া যাই তবে শোকরিয়া হিসাবে পুনরায় পঞ্চাশ টাকা আদায় করিব। আমার জন্য অনেক দোয়া করিবেন। দুইটি চিঠির সার কথা এই। ইহার পর দোয়া করিলাম।

ইহার পর সম্ভবতঃ দুই এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছিল। আবার মিস্ত্রী নিজাম উদ্দীনের চিঠি আসিল, যাহা হুবহু নীচে লেখা হইল ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম

মসীহানা ওয়া মাহদীনা হযরত হুজ্জতউল্লাহ্ আলাল আরযে।

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু। আল্লাহ্‌তা'লা হুযুরের খাতিরে পুনরায় অধমের উপর দয়া করিয়াছেন। লাহোরের কমিশনার সাহেব বিরোধী পক্ষের আপিল না-মঞ্জুর করিয়া কেইস ফেরত পাঠাইয়াছেন। ফালহামদুলিল্লাহ্ ওয়াল মান্নাতু। খাকসার দুই সপ্তাহের মধ্যে হুযুরের পদচুম্বনের জন্য যে পঞ্চাশ টাকার নজরানা পূর্বেই ঠিক করিয়াছিলাম তাহা লইয়া হুযুরের খেদমতে উপস্থিত হইব।

হুযুরের অধম দাস
খাকসার নিজাম উদ্দীন মিস্ত্রী
শিয়ালকোট শহর, নিকটবর্তী পোষ্ট অফিস

১৪০নং নিদর্শন ঃ রাওয়ালপিণ্ডির হাকিম শাহ্ নওয়াজ খানের ভাই সরদার খান আমাকে লেখে যে, একটি মোকদ্দমায় আদালতে একটি বিরোধী পক্ষসহ তাহার ভাই শাহ্ নওয়াজ খানের নিকট হইতে জামানত লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে হযরত সাহেবের দ্বারা অর্থাৎ আমার দ্বারা আপিলের পর দোয়া করানো হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষই আপিল করিয়াছিল। বস্তুতঃ দোয়ার বরকতে শাহ্ নওয়াজের আপিল মঞ্জুর হইল এবং বিপক্ষের আপিল খারিজ হইয়া গেল। আইন বিশারদগণ বলিতেছিলেন যে, আপিল করা নিরর্থক। কেননা, উভয় পক্ষেরই জামানত আছে। ইহা দোয়ার ফল ছিল যে, দুশমনের জামানত বহাল রহিল এবং শাহ্ নওয়াজকে জামানত হইতে মুক্ত করা হইল।

১৪১নং নিদর্শন ঃ ঝং জেলার অন্তর্গত শোরকোট তহসিল পোষ্ট অফিস ডব কালাঁ গ্রাম বিরিয়াম কামলানায় এমদাদী মাদ্রাসার শিক্ষক মিয়া নূর আহমদ ক্রমাগতভাবে আমার নিকট চিঠি লিখিতেছিলেন যে, তাহার প্রিয় বন্ধু কাশেম, রুস্তম, লাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে পাঠান কামলানা একটি মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে,

মোকদ্দমা বিপজ্জনক হইয়া গিয়াছে, দোয়া করুন। অতএব যখন তিনি প্রত্যেক চিঠিতে বিনয়ের সহিত বারবার দোয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন তখন এই ব্যাপারে আমার মনোসংযোগ হইয়া গেল। কেননা, আমি সত্য সত্যই তাহার অবস্থা কৃপাযোগ্য বলিয়া মনে করিলাম। এইজন্য আমি অনেক দোয়া করিলাম। অবশেষে দোয়া মঞ্জুর হইল। বস্তুতঃ ১৯০৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরে ঐ মিয়া নূর আহমদের মোকদ্দমায় বিজয় সম্পর্কিত চিঠি আমার নিকট পৌছিল। নীম্নে চিঠিটি লিপিবদ্ধ করা হইল ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম

হযরত মোরশেদানা ওয়া মাওলানা জনাব মসীহ্ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালাম। আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আদাবান্তে দাসের নিবেদন এই যে, পাঠান কামলানা আমার গরীব বন্ধু কাশেম, রুস্তম ও লাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল ঐ মোকদ্দমায় আমরা খোদার ফযলে আপনার দোয়ার বরকতে ৩১শে আগষ্ট, ১৯০৬ সালে জয়ী হইয়াছি। আপনাকে মোবারকবাদ জানাই। সুবহানাল্লাহ্ ! খোদায়ে পাক তাঁহার প্রিয় ইমামের দোয়া কবুল করিয়াছেন ও সম্মানিত করিয়াছেন। আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি এই 'আহ্‌কামেল হাকেমীন' (অর্থ ঃ সকল বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক – অনুবাদক)-এর আশিসসমূহের শোকর আদায় করিতে পারি না ।

লেখক বান্দা নূর আহমদ, শিক্ষক, এমদাদীয়া মাদ্রাসা, গ্রাম – বিরিয়াম কামলানা, পোষ্ট অফিস ডবকালাঁ তহসিল – শোরকোট, জিলা – ঝং।

১৪২নং নিদর্শন ঃ শেঠ আবদুর রহমান আমার একনিষ্ঠ বন্ধু ও নেহায়েৎ মোখলেস ব্যক্তি। তিনি মাদ্রাজের একজন ব্যবসায়ী। তাহার নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে, তিনি কারবঙ্কলে অর্থাৎ ক্যান্সারে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ আছেন। ইহা একটি মারাত্মক ফোঁড়া। যেহেতু উক্ত শেঠ সাহেব একজন প্রথম সারির মোখলেস, সেজন্য তাহার অসুস্থতার দরুন আমি খুব চিন্তিত ও বিড়ম্বিত হইলাম। সকাল প্রায় নয়টা বাজে। আমি চিন্তিত ও বিমর্ষ হইয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ায় আমার মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদার তরফ হইতে ওহী হইল যে, (অর্থ ঃ জীবনের লক্ষণ – অনুবাদক)। ইহার পর মাদ্রাজ হইতে আরো একটি টেলিগ্রাম আসিল যে, অবস্থা ভাল, কোন ভয় নাই। কিন্তু আবার একটি চিঠি আসিল। ইহা তাহার ভাই মরহুম সালেহ মোহাম্মদ-এর হাতে লেখা ছিল। চিঠিটির সারমর্ম এই ছিল যে, ইহার পূর্বে শেঠ সাহেবের ডায়াবেটিস (বহুমূত্র)-এর সমস্যাও ছিল। যেহেতু ডায়াবেটিস রোগীর কারবঙ্কল ভাল হওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই আবার আমি চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। চিন্তা চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌছিয়া গেল। এই চিন্তা এই জন্য হইল যে, আমি শেঠ আব্দুর রহ্‌মানকে খুবই মোখলেস (নিষ্ঠাবান) বলিয়া জানিতাম। তিনি কাজের মাধ্যমে তাহার নিষ্ঠার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ দিয়াছিলেন। তিনি কেবল তাহার আন্তরিক নিষ্ঠার দরুন আমাদের লঙ্গরখানার জন্য কয়েক হাজার টাকা দ্বারা সাহায্য করিতেছিলেন। ইহাতে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সর্বদা সততা ও নিষ্ঠার তাগিদে মাসিক বিরাট

অঙ্কের টাকা আমাদের লঙ্গরখানার জন্য পাঠাইতেন। তিনি এতখানি ভালবাসাপূর্ণ বিশ্বাস রাখিতেন, যেন তিনি ভালবাসা ও নিষ্ঠায় বিভোর ছিলেন। তাহার অধিকার ছিল যে, তাহার জন্য অনেক দোয়া করি। অবশেষে তাহার জন্য হৃদয়ে প্রচন্ড আবেগের সৃষ্টি হইল। এই আবেগ ছিল অসাধারণ। তাহার জন্য আমি দিন রাত্রি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দোয়ায় লাগিয়া রহিলাম। তখন খোদাতা'লাও অসাধারণ ফল দেখাইলেন এবং এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইতে শেঠ আব্দুর রহমান সাহেবকে মুক্তি দান করিলেন, যেন তাহাকে নতুনভাবে জীবিত করিলেন। বস্তুতঃ তিনি তাহার চিঠিতে লেখেন যে, খোদাতা'লা আপনার দোয়ায় এক বড় মোজেযা দেখাইয়াছেন। অন্যথা জীবনের কোন আশাই ছিল না। অপারেশনের পর জখম শুকাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইহার পাশেই একটি নতুন ফোঁড়া দেখা দিয়াছিল। ইহার দরুন আবার ভীতি ও হৃদকম্পন দেখা দিয়াছিল। পরে জানা গেল যে, ইহা কারবঙ্কল নহে। অবশেষে কয়েক মাস পরেই তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেলেন। আমি নিশ্চিতরূপে জানি ইহাকেই মৃতের জীবিত হওয়া বুঝায়। কারবঙ্কলে এবং ইহার সহিত ডায়াবেটিস এবং বার্ধক্য – এই ভীতিপ্রদ অবস্থাকে ডাক্তারগণ ভাল করিয়াই জানেন যে, ইহা ভাল হওয়া কতখানি অসম্ভব। আমাদের খোদা বড় দয়ালু ও মেহেরবান। তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে একটি জীবন দানের গুণও রহিয়াছে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯০৫ সালের ১২ই অক্টোবরে আমার এক নিষ্ঠাবান বন্ধু অর্থাৎ মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম এই ব্যাধি কারবঙ্কল অর্থাৎ ক্যান্সারের দরুন মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্যও আমি অনেক দোয়া করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার জন্য একটি ইলহামও আশ্বাসপ্রদ ছিল না ; বরং বার বার এই ইলহাম হইতে লাগিল کفن میں لپیٹا گیا۔ ۴۷ برس کی عمر (অর্থ ঃ কাফনে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৪৭ বৎসরের আয়ু)। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। ان المنایا لا تطیش سہامہا অর্থাৎ মৃত্যুর তীর ব্যর্থ হয় না। ইহার পরও যখন দোয়া করা হইল তখন ইলহাম হইল - یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تؤثرون الحیوۃ الدنیا অর্থাৎ হে লোকেরা ! তোমরা ঐ খোদার উপসনা কর যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহাকেই নিজেদের কাজের নির্বাহক বলিয়া জানিবে এবং তাঁহার উপর ভরসা করিবে। তোমরা কি পৃথিবীর জীবন গ্রহণ করিতেছ ? ইহাতে এই ইঙ্গিত ছিল, তাহার অস্তিত্বকে এইরূপ জরুরী মনে করা যে, তাহার মৃত্যুতে খুব ক্ষতি হইবে – ইহা একটি শেরেক এবং তাহার জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত জোর দেওয়া এক প্রকারের উপাসনা। ইহার পর আমি চুপ হইয়া গেলাম এবং বুঝিলাম তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। বস্তুতঃ তিনি ১৯০৫ সালের ১১ই অক্টোবর, বুধবার সময় এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেন। তাহার জন্য দোয়া করার সময় আমার হৃদয়ে যে বেদনা সৃষ্টি হইয়াছিল খোদা উহাকে অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি অন্য একটি সফলতা দ্বারা এই ব্যর্থতার প্রতিকার করিতে চাহিলেন। এই জন্য এই নিদর্শনের জন্য শেঠ আবদুর রহমানকে নির্বাচন করেন। যদিও খোদা আব্দুল করীমকে আমাদের নিকট হইতে লইয়া গেলেন, তবুও আব্দুর রহমানকে দ্বিতীয়বার আমাদিগকে দিয়া দিলেন। ঐ ব্যাধিতেই তিনি আক্রান্ত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি এই বান্দার দোয়ায় আরোগ্য লাভ করেন। ফালহামদুলিল্লাহ্ 'আলা যালেক। আমার শত শত বারের অভিজ্ঞতা আছে খোদা এইরূপ

দয়ালু ও দাতা যে, যখন তিনি নিজ প্রজ্ঞায় একটি দোয়া না-মঞ্জুর করেন তখন উহার পরিবর্তে অন্য কোন দোয়া মঞ্জুর করিয়া দেন, যাহা উহার সদৃশ হইয়া থাকে। যেমন তিনি বলেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ـ

(সূরা আল্ বাকারা ঃ আয়াত ১০৭)

(অর্থ ঃ আমরা (যদি) কোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলাইয়া দেই, তবে আমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি অবগত নহ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান ? – অনুবাদক)।

১৪৩নং নিদর্শন ঃ ইহার পরে খোদাতা'লা আমাকে আরো একটি খুশীর নিদর্শন দান করেন। তাহা এই যে, আমি এই দিনগুলিতে একবার দোয়া করিয়াছিলাম খোদাতা'লা যেন আমাকে কোন তাজা নিদর্শন দেখান। তখন আমার নিকট ইলহাম হইল যে, আজ কাল কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ খুব শীঘ্র কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। ইহা ১৯০৬ সালের ৩০শে আগষ্টের বদর পত্রিকায় ছাপানো হয়। বস্তুতঃ ঐ নিদর্শন এইভাবে প্রকাশিত হইল যে, আমি কয়েকবার এইরূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখি যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল আমার শ্বশুর মীর নাসের নওয়াব-এর পরিবারের উপর কোন বিপদ আসিবে। বস্তুতঃ একবার আমি ঘরে ছাগলের একটি রান টাঙ্গানো অবস্থায় দেখিলাম, যাহা কাহারো মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিল। অন্য একবার আমি দেখিলাম এসিষ্টেন্ট সার্জন ডাক্তার আব্দুল হাকিম খান ঐ চিলাকোঠার পাশে বাহিরের দিকে চৌকাঠের সাথে লাগিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে আমি থাকি। তখন কোন ব্যক্তি আমাকে বলিল, আব্দুল হাকিম খানকে ইসহাকের মাতা ঘরের ভিতরে ডাকিয়াছে (ইসহাকের মাতা মীর নাসের নওয়াব সাহেবের স্ত্রী। ইসহাক তাহার ছেলে)। তাহারা সকলে আমার গৃহে বসবাস করে। তখন এই কথা শুনিয়া আমি উত্তর দিলাম, আব্দুল হাকিম খানকে কখনো আমার গৃহে আসিতে দিব না। ইহাতে আমাদের অসম্মান হইবে। তখন সে চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল ; ভিতরে প্রবেশ করিল না।

স্মরণ রাখিতে হইবে, তা'বীরের পুস্তকে তা'বীর বিশারদগণ লেখেন যে, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যদি কাহারো গৃহে দুশমন প্রবেশ করে তবে ঐ গৃহে কোন বিপদ বা মৃত্যু আসে। যেহেতু আজকাল আব্দুল হাকিম খান আমার প্রাণের দুশমন এবং রাত দিন আমার পতনের অপেক্ষায় আছে, সে জন্য খোদাতা'লা স্বপ্নে তাহাকে দেখাইয়াছেন যেন সে আমার গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে এবং ইসহাকের মাতা অর্থাৎ মীর নাসের সাহেবের স্ত্রী তাহাকে ডাকিতেছে। তা'বীর এই লেখা হইয়াছে যে, এইরূপ ব্যক্তি কেবল নিজের ধর্মীয় দুর্বলতার দরুন, যাহা খোদাতা'লা জানেন, বিপদকে নিজের গৃহে ডাকে। অর্থাৎ তাহার বর্তমান অবস্থা চাহিতেছে যে, তাহার উপর কোন বিপদ অবতীর্ণ হউক। বলাবাহুল্য, মানুষ পাপ ও গুণাহ্ হইতে মুক্ত নহে। বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া মানব-প্রকৃতি স্খলন হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে না এবং ঐ স্খলন চাহে যে, কোন ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হউক। ইহাতে সমগ্র বিশ্ব অংশীদার। অতএব এই স্বপ্নের এই অর্থই ছিল যে, তাহার স্খলন দুশমনকে গৃহে ডাকিতে চাহিল, কিন্তু সুপারিশ ইহাকে

বাধা দিল। আমি স্বপ্নে আব্দুল হাকিম খানকে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হইতে বিরত করিলাম। অর্থাৎ খোদাতা'লার যে ফযল আমার সহিত রহিয়াছে তাহা দুশমনকে কুৎসার সুযোগ হইতে বিরত রাখিল। মোট কথা, যখন ইলহামের মাধ্যমে আমি নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করিলাম যে, মীর সাহেবের স্ত্রীর উপর কোন বিপদ আসন্ন তখন দোয়ায় লাগিয়া গেলাম। ঘটনাক্রমে নিজের পুত্র ইসহাক ও নিজ গৃহের লোকদিগকে লইয়া তাহার লাহোর যাওয়ার কথা ছিল। আমি তাহাকে এই স্বপ্ন শুনাইয়া দিলাম এবং লাহোর যাওয়া হইতে বিরত করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আপনার অনুমতি ছাড়া কখনো যাইব না। পরের দিন ভোরে মীর সাহেবের পুত্র ইসহাকের প্রবল জ্বর দেখা দিল। সকলে খুব ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার উভয় রানের ফাঁকে গুটি বাহির হইল এবং সকলে বিশ্বাস করিল ইহা প্লেগ। কেননা, এই জেলার কোন কোন মৌজায় প্লেগ দেখা দিয়াছে। তখন বুঝা গেল উপরোল্লিখিত স্বপ্নগুলির তা'বীর ইহাই ছিল। ইহাতে আমার মনে ভয়ানক চিন্তা দেখা দিল। আমি মীর সাহেবের গৃহের লোকদেরকে বলিয়া দিলাম, আমিতো দোয়া করিতেছি ; আপনি (মীর সাহেবের স্ত্রী) বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফার করুন। কেননা, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি আপনি দুশমনকে নিজ গৃহে ডাকিয়াছেন। ইহা কোন স্খলনের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। যদিও আমি জানিতাম মৃত্যু আদি হইতে এক প্রাকৃতিক বিধান, তথাপি আমার মনে হইল যদি, খোদা না করুন, আমার গৃহে কেহ প্লেগে মারা যায় তবে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে একটি কেয়ামত সদৃশ হৈ চৈ শুরু হইয়া যাইবে। অতঃপর আমি হাজার হাজার নিদর্শন পেশ করিলেও এই আপত্তির মোকাবেলায় ঐগুলির কোন ফলই হইবে না। কেননা, আমি শত শত বার লিখিয়াছি, প্রকাশ করিয়াছি এবং হাজার হাজার লোককে বলিয়াছি যে, আমার গৃহের সকল লোক প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। মোট কথা, ঐ সময় আমার হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। আমি তৎক্ষণাৎ দোয়ায় রত হইয়া গেলাম। দোয়ার পর অদ্ভুত কুদরতের দৃশ্য দেখিলাম যে, দুই তিন ঘন্টায় অস্বাভাবিকভাবে ইসহাকের জ্বর নামিয়া গেল এবং গুটির চিহ্নই রহিল না। সে উঠিয়া বসিল। শুধু তাহাই নহে। বরং সে চলিতে, ফিরিতে, খেলিতে ও দৌড়াইতে শুরু করিয়া দিল, যেন কখনো তাহার কোন অসুখই হয় নাই। ইহাই হইল মৃতকে জীবিত করা। আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি হযরত ঈসার মৃতকে জীবিত করার মধ্যে ইহার চাইতে এক বিন্দু বেশী কিছু ছিল না। এখন লোকেরা চাহিলে ইহার উপর যে কোন মো'জেযা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু সত্য ইহাই ছিল। যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে মরিয়া যায় এবং এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যায় এবং মালেকুল মওউত যাহার রূহ কবয করিয়া নেয় সে কখনো ফিরিয়া আসে না। দেখ, আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

فيمسك التى قضى عليها الموت

(সূরা আল্ যুমার–আয়াত ৪৩–অর্থ ঃ অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাহাদের রূহকে ধরিয়া রাখেন – অনুবাদক)।

১৪৪নং নিদর্শন ঃ খাস্ আলীগড়ের বাসিন্দা মৌলবী ইসমাঈল ঐ ব্যক্তি ছিল, যে সকলের পূর্বে শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হইল। আমি আমার পুস্তক ফতেহ্ ইসলামে

লিখিয়াছি যে, সে লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে এই কথা প্রচার করিল এই ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে এবং তাহার নিকট জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি মজুদ আছে। আমি তাহার সম্পর্কে لعنة الله على الكاذبين (অর্থ ঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক – অনুবাদক) বলিয়াছিলাম এবং তাহার জন্য খোদাতা'লার শাস্তি চাহিয়াছিলাম। আমি 'ফতেহ্ ইসলাম' পুস্তক লেখার সময় তাহার জীবদ্দশাতেই এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং ইহা লিখিয়াছিলাম ঃ

تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

(সূরা আলে ইমরান – আয়াত ৬২, অর্থ ঃ আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত যাচ্না করি – অনুবাদক)। বস্তুতঃ এই মোবাহালার প্রায় এক বৎসর পর সে একবার কোন আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া গেল। সে আমার মোকাবেলায় এবং আমার বিরুদ্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে লিখিয়াছিল যে, جاء الحق وزهق الباطل (অর্থ ঃ সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে – অনুবাদক)। অতএব খোদা লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন সত্য কোন্‌টি, যাহা কায়েম রহিল এবং মিথ্যা কোন্‌টি ছিল, যাহা পলায়ন করিল। প্রায় ১৬ (ষোল বৎসর) হইয়া গেল সে এই মোবাহালার পর মরিয়া গেল। *

১৪৫নং নিদর্শন ** ঃ মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী তাহার পুস্তক 'ফতেহ্ রহ্মানী'-তে মোবাহালার আকারে আমার বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করিয়াছিল। এই পুস্তকটি ১৩১৫ হিজরীতে আমার বিরুদ্ধে লুধিয়ানার মাতবা (মুদ্রণালয়) আহমদীয়ায় ছাপিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠায় তাহার এই বদ্‌দোয়া ছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ يا ذا الجلال والاكرام يا مالك المُلك

(অর্থ ঃ হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী, হে রাজত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ – অনুবাদক) ! তুমি যেভাবে এক হক্কানী আলেম মর্‌হুম' বেহারুল আনোয়ার এর প্রণেতা (কানাল্লাহ্ লাহু – আল্লাহ্তা'লা তাঁর সাথী হোন)-এর দোয়ায় ও মিনতিতে, যে সরল অন্তঃকরণে তোমার শক্তিশালী ধর্মের সাহায্যে যথাসাধ্য সচেষ্ট, তুমি মির্যা কাদিয়ানী ও তাহার হাওয়ারীদিগকে যথার্থ তওবার তওফীক দান কর। যদি ইহা তাহাদের তকদীরে না থাকে তবে তাহাদের জন্য এই কুরআনী আয়াত প্রযোজ্য কর –

---

* টীকা ঃ মৌলবী ইসমাঈল তাহার এক পুস্তকে আমার মৃত্যুর জন্য বদ্‌দোয়া করিয়াছিল। এই বদ্ দোয়ার পর সে শীঘ্র মরিয়া গেল এবং তাহার বদ্ দোয়া তাহার উপরই পড়িল।

** টীকা ঃ বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পুনরায় লেখা হইল।

فرقانی کابنا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین انک علی کل شئ قدیر و بالاجابۃ جدیر

অর্থাৎ যে সকল লোক যালেম তাহারা শিকড়সহ কাটা যাইবে। খোদার জন্য প্রশংসা। তুমি সব কিছুর উপর শক্তিশালী এবং তুমি দোয়া কবুলকারী। অতঃপর উপরোক্ত পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত মৌলবী আমার সম্পর্কে লেখে تبّالہٗ ولاتباعہٖ অর্থাৎ সে ও তাহার অনুসারীরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব খোদাতা'লার ফযলে আমি এখনো জীবিত আছি এবং আমার অনুসারীদের সংখ্যা ঐ যুগের তুলনায় এখন শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগের বেশী। বলা বাহুল্য মৌলবী গোলাম দস্তগীর আমার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার ফয়সালা فقطع دابر القوم الذین ظلموا আয়াতের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল। এস্থলে ইহার অর্থ এই যে, যে যালেম হইবে তাহার শিকড় কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই বিষয়টি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট গোপন নহে যে, উল্লেখিত আয়াতের বিষয়-বস্তু সকলের জানা আছে। ঐ ব্যক্তির উপর উহার ক্রিয়া হয়, যে যালেম। অতএব ইহা নিশ্চিত ছিল যে, যালেম উহার ক্রিয়ায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং গোলাম দস্তগীর যেহেতু খোদাতা'লার দৃষ্টিতে যালেম ছিল, সেজন্য নিজের এই পুস্তকের প্রচার দেখিয়া যাওয়ারও সময় সে পাইল না ; তৎপূর্বেই সে মরিয়া গেল। সকলে জানে এই দোয়ার কয়েক দিন পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

কোন কোন অজ্ঞ মৌলবী লেখে যে, গোলাম দস্তগীর মোবাহালা করে নাই, কেবল যালেমের বিরুদ্ধে বদ্দোয়া করিয়াছিল। কিন্তু আমি বলি, যেস্থলে সে আমার মৃত্যুর ব্যাপারে খোদার নিকট ফয়সালা * চাহিয়াছিল এবং আমাকে যালেম আখ্যায়িত করিয়াছিল, সেস্থলে ঐ বদ্দোয়া তাহার উপর কেন পড়িয়া গেল এবং খোদা এইরূপ নাজুক সময়ে যখন লোকেরা ঐশী মীমাংসার অপেক্ষায় ছিল তখন গোলাম দস্তগীরকেই কেন ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং যখন সে তাহার দোয়ায় আমার বিনাশপ্রাপ্তি চাহিতেছিল যাহাতে জগদ্বাসীর নিকট ইহা প্রমাণিত হইয়া যায় যে, যেভাবে মুহাম্মদ তাহেরের বদদোয়ায় মিথ্যা মাহদী ও মিথ্যা মসীহ্ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেভাবে আমার বদ্দোয়ায় এই ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই দোয়ার কেন উল্টা ফল ফলিল ? ইহাতো সত্য যে, মুহাম্মদ তাহেরের বদদোয়ায় মিথ্যা মাহদী ও মিথ্যা মসীহ্ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ মুহাম্মদ তাহেরেরই অনুকরণে গোলাম দস্তগীর আমার বিরুদ্ধে বদ্দোয়া করিয়াছিল। এমতাবস্থায় ভাবিয়া দেখা উচিত মুহাম্মদ তাহেরের

---

* টীকা ঃ গোলাম দস্তগীর আমার সম্পর্কে এই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল তাহার বদ্দোয়ায় আমি যেন মরিয়া যাই এবং ইহাতে যেন এই কথা প্রমাণিত হয় আমি মিথ্যাবাদী, মিথ্যা রটনাকরী এবং মোহাম্মদ তাহেরের ন্যায় গোলাম দস্তগীরের কেরামতি প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে আমার খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, انّی مھین من اراد اھانتک অর্থাৎ যে তোমার অবমাননা চাহে আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব। অবশেষে খোদার ফয়সালায় গোলাম দস্তগীর ধ্বংস হইয়া গেল এবং আমি আল্লাহ্তা'লার ফযলে এখনো জীবিত আছি। ইহা একটি মহান নিদর্শন।

বদদোয়ায় কী ফল হইল এবং গোলাম দস্তগীরের দোয়ার কী ফল হইল। যদি বল গোলাম দস্তগীর ঘটনাক্রমে মরিয়া গেল, তবে এই কথাও বল যে, ঐ মিথ্যা মাহদীও ঘটনাক্রমে মরিয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে মুহাম্মদ তাহেরের কোন কেরামতি ছিল না। لعنة الله على الكاذبين (অর্থ ঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক – অনুবাদক)।

এখন গোলাম দস্তগীরের মৃত্যুর প্রায় এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যে যালেম ছিল খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং তাহার বিনাশ করিয়া দিয়াছেন। এখন বিচার করিয়া বল কাহার শিকড় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কাহার উপর এই বদ্‌দোয়া কার্যকরী হইল। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ (সূরা আত্‌ তাওবা – আয়াত ৯৮) অর্থাৎ হে নবী ! এই মন্দ স্বভাবের দুশমনেরা তোমার জন্য নানা ধরনের বিপদ কামনা করেন। তাহাদের উপরই বিপদ আপতিত হইবে। অতএব এই আয়াতে করীমা অনুযায়ী ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যে, যে ব্যক্তি সত্যবাদীর উপর কোন বদ্‌দোয়া করে ঐ বদ্‌দোয়াই তাহার উপর পড়ে। আল্লাহ্‌র এই বিধান কোরআন ও হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয়। অতএব এখন বল, গোলাম দস্তগীর এই বদ্‌দোয়ার পর মরিয়া গিয়াছে, না কী মরে নাই। অতএব বল ইহার মধ্যে কী রহস্য আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের বদ্‌দোয়ায় এক মিথ্যা মসীহ্‌ মরিয়া গেল এবং আমার উপর বদ্‌দোয়াকারী নিজেই মরিয়া গেল। খোদা আমার আয়ু বাড়াইয়া দিলেন। ১১ (এগার) বৎসর হইতে এখন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি এই গোলাম দস্তগীরকে এক মাসেরও অবকাশ দেওয়া হইল না।

১৪৬নং নিদর্শন ঃ নবাব মুহাম্মদ হায়াত খান যিনি জুডিসিয়াল জজ ছিলেন। তিনি কোন ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তখন তিনি আমার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন এবং আমি দোয়া করিলাম। তখন খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি মুক্ত হইয়া যাইবেন। এই খবর তাহাকে এবং আরো অনেক লোককে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শুনাইয়া দেওয়া হইল। ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। অবশেষে তিনি খোদাতা'লার ফযলে মুক্ত হইয়া গেলেন।

১৪৭নং নিদর্শন ঃ একবার ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে অভাবের সময় লংগরখানার খরচের জন্য আয়ে খুবই টানাটানি দেখা দিল। কেননা, মেহমানদের আগমন ছিল বিপুল সংখ্যায়। কিন্তু ইহার তুলনায় অর্থ সমাগম ছিল কম। এই জন্য দোয়া করা হইল। ১৯০৫ সালের মার্চে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি, যাহাকে ফেরেশ্‌তা মনে হইতেছিল, সে আমার সম্মুখে আসিল এবং সে আমার আঁচলে অনেক টাকা ঢালিয়া দিল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, কোন নাম নাই। আমি বলিলাম, নামতো একটা কিছু হইবে। সে বলিল, আমার নাম 'টিচি, টিচি'। পাঞ্জাবী ভাষায় ইহার অর্থ নির্ধারিত সময়, অর্থাৎ ঠিক প্রয়োজনের সময় আগমনকারী। তখন আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ইহার পর খোদাতা'লার পক্ষ হইতে কি ডাকযোগে না কি সরাসরি লোকদের হাত দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা হইল, যাহার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না।

কয়েক হাজার টাকা আসিয়া গেল। বস্তুতঃ যে কোন লোক ইহার সত্যায়নের জন্য যদি ১৯০৫ সালের ৫ই মার্চ হইতে বৎসরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত কেবল পোষ্ট অফিসের রেজিষ্টারই দেখে তবে সে জানিতে পারিবে কত টাকা আসিয়াছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে আমার সহিত খোদাতা'লার আচরণ এইরূপ যে, প্রায়শঃ নগদ টাকা আসার সময় হইলে বা উপঢৌকনরূপে দ্রব্য-সামগ্রী আসার সময় হইলে উহার খবর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দিয়া থাকেন। এই ধরনের নিদর্শন পঞ্চাশ হাজারের কিছু বেশী হইবে।

১৪৮নং নিদর্শন ঃ একবার ঘটনাক্রমে আমি নেয়ামতউল্লা ওলীর ঐ কাসীদা দেখিতেছিলাম যেখানে তিনি আমার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে সংবাদ দেন এবং সেখানে আমার নামও লেখা আছে। তিনি বলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ঐ মসীহ্ মাওউদ জাহের হইবেন। তিনি আমার সম্পর্কে এই কবিতা লেখেন ঃ

مہدئ وقت وعیسیٰ دوراں   ہردو را شہسوار می بینم

অর্থাৎ ঐ আগমনকারী ব্যক্তি মাহদীও হইবেন এবং ঈসাও হইবেন। তিনি উভয় নামের প্রতীক হইবেন এবং উভয় নামের দাবী করিবেন। অতএব যখন আমি এই কবিতা পড়িতেছিলাম ঠিক পড়ার সময়েই আমার নিকট এই ইলহাম হইল ঃ

از پئے آں محمد احسن را   تارکِ روزگار می بینم

অর্থাৎ আমি দেখি যে, মৌলবী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহ্সান আমরোহী এই উদ্দেশ্যেই তাহার ভুপাল রাজ্যের চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন যাহাতে খোদার মসীহ্ মাওউদের নিকট হাজির হইতে পারেন এবং তাঁহার সমর্থনে খেদমত করিতে পারেন। ইহা ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী যাহা পরে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। কেননা, উক্ত মৌলবী সাহেব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আমার দাবীর সমর্থনে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং লোকদের সহিত বহস করেন। তিনি এখনো এই কাজেই লিপ্ত আছেন। খোদা তাহার কাজে বরকত দিন এবং তাহাকে এই কাজের পুরস্কার দিন। আমীন।

১৪৯নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১২ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে ঃ بخرام کہ وقتِ تو نزدیک رسید و پائے محمدیان برمنارِ بلند تر محکم اُفتاد

ঐ যুগ ২৫ (পঁচিশ) বৎসরেরও বেশী অতিক্রম করিয়াছে যখন মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদার এই ভবিষ্যদ্বাণী বারাহীনে আহমদীয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই ছিল যে, তোমার বিজয়ের দিন সমাগত, যাহা মুহাম্মদী ধর্মের মহিমা ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করিবে। সকলে জানেন যে, এই যুগে আমি এক নিভৃত কোণে লুক্কায়িত ও গোপনে ছিলাম। আমার সাথে একজন মানুষও ছিল না, না কাহারো এই ধারণা ছিল যে, আমি এই মর্যাদা লাভ করিব। বরং আমি নিজেই ভবিষ্যতের এই শান-শওকত সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিলাম। সত্য তো এই যে, আমি কিছুই ছিলাম না। পরবর্তীতে

খোদা কেবল নিজের ফযলে, না আমার কোন গুণের দরুন, আমাকে নির্বাচন করেন। আমি গোপন ছিলাম, তিনি আমাকে প্রকাশ করেন এবং এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করেন, যেভাবে বিদ্যুৎ এক দিক হইতে অন্য দিকে নিজের চমক প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি জ্ঞানহীন ছিলাম, তিনি নিজের তরফ হইতে আমাকে জ্ঞান দান করেন। আমার কোন আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, তিনি আমাকে কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। আমি একলা ছিলাম, তিনি কয়েক লক্ষ মানুষকে আমার অনুবর্তী করিয়া দেন। তিনি আমার জন্য পৃথিবী ও আকাশ হইতে নিদর্শন প্রকাশ করেন। আমি জানি না তিনি আমার জন্য কেন এইরূপ করিলেন। কেননা, আমি নিজের মধ্যে কোন সৌন্দর্য দেখি না। আমি শেখ সাদী রহমতুল্লাহ্ আলায়হের কবিতার এই পংক্তি খোদার দরবারে পাঠ করা আমার অবস্থার সহিত মানানসই মনে করি ঃ

پسندید گانے بجائے رسند   زما کہترانت چہ آمد پسند

(অর্থ ঃ আহা, আমার প্রভু আমার প্রতি কত দয়াবান, আমার অতি তুচ্ছ কাজেও আমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন – অনুবাদক)। আমার খোদা সবদিক হইতে আমাকে সাহায্য করিলেন। যে কোন ব্যক্তি আমার দুশমনীর জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে তিনি তাহাকে নীচু করিয়া দিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে আদালতে টানিয়া নিয়াছে, ঐ সকল মকদ্দমায় আমার মাওলা আমাকে বিজয়ী করিয়াছেন। যে কোন ব্যক্তি আমার উপর বদ্‌দোয়া করিয়াছে আমার প্রভু ঐ সকল বদদোয়া তাহার দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, হতভাগ্য লেখরাম তাহার মিথ্যা আনন্দের উপর ভরসা করিয়া আমার সম্পর্কে লিখিয়াছিল যে, সে তিন বৎসরের মধ্যে তাহার সকল সন্তান-সন্ততিসহ মরিয়া যাইবে। অবশেষে পরিণামে এই হইল যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সে নিজেই নিঃসন্তান হইয়া মরিয়া গেল এবং পৃথিবীতে তাহারা কোন বংশধর রহিল না। অনুরূপভাবে আবদুল হক গযনবী উঠিল। সে মোবাহালা করিয়া তাহার বদ্‌দোয়া দ্বারা আমার বিনাশ চাহিল। সুতরাং সব দিক হইতে আমার যত উন্নতি হইল তাহার মোবাহালার পর তাহা হইল। কয়েক লক্ষ লোক আমার অনুবর্তী হইয়া গেল। কয়েক লক্ষ টাকা আসিল। প্রায় সমগ্র বিশ্বে মর্যাদার সঙ্গে আমার প্রচার হইয়া গেল। এমন কি অন্যান্য দেশের লোক আমার জামাতে প্রবেশ করিল। ইহার পর আমার কয়েকটি ছেলের জন্ম হইল। কিন্তু আবদুল হক নির্বংশ রহিল। তাহাকে মৃত হিসাবে ধরা যায়। * খোদাতা'লার তরফ হইতে এক বিন্দু পরিমাণ আশিসও সে লাভ করে নাই এবং না পরে সে কোন সম্মান পাইল। সে إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (অর্থ ঃ - নিশ্চয় তোমার শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে – অনুবাদক)-এর প্রতীক হইয়া গেল। অতঃপর মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী উঠিল এবং মোহাম্মদ তাহেরের ন্যায় আমার উপর বদ্‌দোয়া করিয়া জাতির মধ্যে তাহার নাম কুড়াইবার শখ হইল ; অর্থাৎ

---

* টীকা ঃ আব্দুল হক গযনবীকে মোবাহালার পর আমি আমার পুস্তক আনোয়ারুল ইসলামে বার বার সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছি যে, যদি তুমি নিজের দোয়ায় মোবাহালার ফল হইতে বাঁচিতে পার তবে চেষ্টা কর যাহাতে তোমার ঘরে কোন ছেলের জন্ম হয় এবং তুমি নিঃসন্তান না থাক। ইহাকে মোবাহালার ফল মনে করা হইবে। অতএব এতখানি তাগিদ দেওয়ার পর নিশ্চয় সে মোবাহালার পর দোয়া করিয়া থাকিবে। পরিণামে সে নিঃসন্তান রহিল। অতএব ইহার চাইতে বেশী আর কী নিদর্শন হইবে।

যেভাবে মোহাম্মদ তাহের এক মিথ্যা মসীহ্ ও মিথ্যা মাহ্দীর উপর বদ্দোয়া করিয়াছিল এবং সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, সেভাবে (মৌলবী গোলাম দস্তগীর) তাহার বদ্দোয়া দ্বারা আমাকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই বদ্দোয়ার পর সে নিজেই এত তাড়াতাড়ি ধ্বংস হইয়া গেল যে, ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা কী রহস্য যে, মোহাম্মদ তাহের তাহার যুগের মিথ্যা মসীহের উপর বদ্দোয়া করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং গোলাম দস্তগীর তাহার যুগের মসীহের উপর বদ্দোয়া করিয়া নিজেই ধ্বংস হইয়া গেল! এই ব্যাপারে কোন মৌলবী জবাব দেয় না। ইহাতো খোদার অভ্যন্তরীণ সাহায্য। বাহ্যিকভাবে খোদাতা'লা আমাকে ঐ প্রতাপ দান করিয়াছেন যে, কোন পাদরী আমার মোকাবেলা করিতে পারে না। ঐ এক যুগও ছিল যখন তাহারা হাটে বাজারে চিৎকার করিয়া বলিত যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কোন মো'যেজা ছিল না এবং কুরআন শরীফে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই। তারপর খোদাতা'লা তাহাদের উপর এইরূপ প্রতাপ বিস্তার করেন যে, তাহারা এই দিকে আর মুখ বাড়ায় না, যেন তাহারা সকলে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে। আমি ঐ সত্তার শপথ করিতেছি, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে, যদি কোন পাদরী এই মোকাবেলার জন্য আমার দিকে মুখ বাড়ায় তবে খোদা তাহাকে ভয়ঙ্করভাবে লাঞ্ছিত করিবেন এবং ঐ আযাবে নিক্ষিপ্ত করিবেন, যাহা দৃষ্টান্তহীন হইবে এবং যাহা কিছু আমি দেখাই তাহার শক্তি হইবে না যে, সে তাহার কল্পিত খোদার শক্তি দ্বারা তাহা দেখাইতে পারে। আমার জন্য খোদা আকাশ হইতেও নিদর্শন বর্ষিত করিবেন এবং জমীন হইতেও। আমি সত্য বলিতেছি যে, এই বরকত অন্য জাতিসমূহকে দেওয়া হয় নাই। অতএব পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এমন কোন পাদরী আছে কি, যে আমার মোকাবেলায় খোদায়ী নিদর্শন দেখাইতে পারে ? আমি ময়দান জিতিয়া লইয়াছি। আমার মোকাবিলা করার দুঃসাহস কাহারো নাই। অতএব ইহা ঐ কথাই যাহা খোদাতা'লা আজ হইতে ২৫ (পঁচিশ) বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলেন,

بخرام کہ وقتِ تو نزدیک رسید و پائے محمدیان برمنار بلند تر محکم افتاد۔ بخدا کہ ہم محمدی

آج بلند مینار پر ہیں اور ہر ایک شخص ہمارے پیروں کے نیچے ہے

(অর্থ ঃ আনন্দিত হও, আনন্দিত হও, আসিয়াছে আসিয়াছে সুসময় অতি সন্নিকটে। উচ্চ হইতে উচ্চতর মীনারের উপরে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুচরগণের পড়িবে প্রবল পদক্ষেপ – অনুবাদক)। প্রত্যেক ব্যক্তি আমার আজ্ঞানুবর্তী।

১৫০নং নিদর্শন ঃ আমার পুস্তক নূরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠায়, যাহা প্লেগ দেখা দেওয়ার পূর্বেই দেশে প্রচার করা হইয়াছিল, যাহাতে প্লেগ সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে ঃ

اعلم ان اللّٰہ نفث فی روعی ان ھٰذا الخسوف والکسوف فی رمضان اٰیتان

مخوفتان لقوم اتبعوا الشیطان ولئن ابوا فان العذاب قد حان

নূরুল হক পুস্তকের ৩৫ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা দেখ। (অনুবাদ) খোদা নিজের ইলহামের মাধ্যমে আমার হৃদয়ে এই কথা জাগাইয়া দিলেন যে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ একটি

আযাবের সূচনা। অর্থাৎ প্লেগ নিকটবর্তী। এখন খোদার খাতিরে আমার ঐ পুস্তক অর্থাৎ নূরুল হক দ্বিতীয় খণ্ড মনোযোগসহকারে পড় এবং দেখ প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কত পূর্বে উহাতে প্লেগ সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। মানুষের কী শক্তি আছে যে, সে নিজের তরফ হইতে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করে ? খোদাতা'লা বলেন,

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(সূরা আল্ জিন্ন ঃ আয়াত ২৭-২৮)

অর্থাৎ অদৃশ্যের এইরূপ দরজা কাহারো জন্য খোলা যেন সে অদৃশ্যকে জয় করিয়াছে এবং অদৃশ্য তাহার কব্জায় আছে, অদৃশ্যের জ্ঞানের উপর এইরূপ নিয়ন্ত্রণ খোদার সম্মানিত রসূলগণকে ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হয় না যে, গুণগত দিক হইতে এবং কি সংখ্যাগত দিক হইতে অদৃশ্যের দরজা তাহার জন্য খুলিয়া দিবেন। হ্যাঁ, কদাচিৎ সাধারণ লোকেরা কোন সত্য-স্বপ্ন দেখিতে পারে বা সত্য-ইলহাম লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহাও অন্ধকারমুক্ত হয় না। কিন্তু অদৃশ্যের দরজা তাহাদের জন্য খোলা হয় না। এই অযাচিত দান কেবল খোদার সম্মানিত রসূলগণের জন্য নির্ধারিত হইয়া থাকে।

১৫১নং নিদর্শন ঃ বারাহীনে আহমদীয়া আমার প্রথম প্রণয়ন। যখন আমি এই পুস্তকটি প্রণয়ন করি তখন এই সমস্যা দেখা দিল যে, ইহা ছাপানোর জন্য আমার নিকট কোন টাকা ছিল না। আমি ছিলাম নিভৃত কোণের একজন মানুষ। কাহারো সহিত আমার পরিচয় ছিল না। এমতাবস্থায় আমি খোদাতা'লার দরবারে দোয়া করিলাম। তখন এই ইলহাম হইল – هزّ اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

বারাহীনে আহমদীয়ার ২২৬ পৃষ্ঠায় দেখ। (অনুবাদ) খেজুর গাছের কাণ্ড ঝাঁকাও। গাছ হইতে তোমার জন্য তরতাজা খেজুর পড়িবে। বস্তুতঃ আমি এই আদেশ পালনের জন্য সর্বপ্রথমে পাতিয়ালা রাজ্যের মন্ত্রী খলীফা সৈয়্যদ মোহাম্মদ হোসেন সাহেবকে চিঠি লিখিলাম। অতএব খোদা যেভাবে ওয়াদা করিলেন সেভাবে তিনি তাহাকে আমার দিকে ঝুঁকাইয়া দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আড়াইশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দফায় আড়াইশত টাকা দিলেন। আরো কিছু লোক টাকা দিয়া সাহায্য করিলেন। এইভাবে নিরাশা সত্ত্বেও ঐ পুস্তক ছাপা হইল এবং ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। এই ঘটনা এইরূপ ছিল যে, কেবল দুই একজন মানুষ ইহার সাক্ষী নহে ; বরং বিপুল সংখ্যক লোক ইহার সাক্ষী। ইহাতে হিন্দুও আছে। এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখার যোগ্য। খোদার এই ওহী هزّ اليك بجذع النخلة হযরত মরিয়মকে* কুরআন শরীফে সম্বোধন করা হইয়াছে, যখন ছেলের জন্ম হওয়ার দরুন তিনি খুব দুর্বল হইয়া গিয়াছিলেন এবং খাদ্যের জন্য খোদাতা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলেন।

টীকা ঃ এই মূল পুস্তকের উপরে লিখিয়াছি যে, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে প্রথমে খোদা আমার নাম মরিয়ম রাখেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি এই মরিয়মে সত্যের রূহ্ ফুকিয়া দেওয়ার পর তাহার নাম ঈসা রাখিয়া দিলাম, যেন মরিয়মী অবস্থা হইতে ঈসার জন্ম হইয়া গেল। এইভাবে আমি খোদার কালামে ইবনে মরিয়মরূপে অভিহিত হইলাম। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফেও একটি ইঙ্গিত আছে এবং তাহা আমার জন্য ভবিষ্যদ্বাণীরূপে আছে। অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা কুরআন শরীফে এই উম্মতের কোন কোন

এইভাবেই বারাহীনে আহমদীয়া আমার জন্য সন্তানস্বরূপ ছিল, যাহার জন্ম হইল। এই কথা সকলে জানে যে, প্রণয়ন সম্পর্কে ইহা একটি সাধারণ প্রবাদ যে, ইহাকে মুদ্রণ-প্রমাদ বলা হয়, অর্থাৎ সহজাত সন্তান। বারাহীনে আহমদীয়াকে আমার সন্তান সাব্যস্ত করা হইল। উহার জন্মের সময় আর্থিক অবস্থার দিক হইতে আমিও দুর্বল ছিলাম, যেমনিভাবে মরিয়ম দুর্বল ছিলেন। আমি নিজের দিক হইতে এই সন্তানের প্রতিপালনের জন্য, অর্থাৎ ইহার মুদ্রণের জন্য, খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলাম না। তখন

মরিয়মের ন্যায় আমার প্রতিও এই নির্দেশ হইল هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক পুস্তক মুদ্রণের অর্থ জোগাড় হইয়া গেল এবং ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। এই অর্থের আগমন সম্পূর্ণরূপে আশা বহির্ভূত ছিল। কেননা, আমি অজ্ঞাত ছিলাম এবং ইহা আমার প্রথম প্রণয়ন ছিল। এই বিষয়টিও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, খোদাতা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় আমাকে ঈসা নামে অভিহিত করার পূর্বে আমার নাম মরিয়ম রাখেন। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমার নাম খোদার নিকট ইহাই রহিল। অতঃপর খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে মরিয়ম! আমি তোমার মধ্যে সত্যের রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছি, যেন এই মরিয়ম সত্যের রূহ্ দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে। অতঃপর খোদা বারাহীনে আহমদীয়ার শেষভাগে আমার নাম ঈসা রাখিয়া দিয়াছেন, যেন ঐ সত্যের রূহ যাহা মরিয়মের মধ্যে ফুঁকিয়া দেয়া হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত হইয়া ঈসা নামে অভিহিত হইয়া গেল। অতএব এইভাবে আমি খোদার কালামে ইব্‌নে মরিয়ম অভিহিত হই। খোদার এই ওহীর অর্থ ইহাই যে,

---

ব্যক্তিকে মরিয়মের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ঐ মরিয়ম ঈসাকে গর্ভে ধারণ করিল। এখন সুস্পষ্ট যে, এই উম্মতে আমি ছাড়া আর কেহ এই কথা দাবী করে নাই যে, খোদা আমার নাম মরিয়ম রাখিয়াছেন, অতঃপর এই মরিয়মের মধ্যে ঈসার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছেন। খোদার কালাম মিথ্যা নহে। নিশ্চিতভাবে এই উম্মতের কোন ব্যক্তি ইহার প্রতীক হইবে। খুব ভাবিয়া দেখ এবং পৃথিবীতে খুঁজিয়া দেখ আমি ছাড়া পৃথিবীতে কুরআন শরীফের এই আয়াতের অন্য কেহ্ প্রতীক নাই। অতএব এই ভবিষ্যদ্বাণী সূরা তাহরীমে (আয়াত ১৩) আমার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। আয়াতটি এই যে, وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا দেখ সূরা তাহরীমের ১৩নং আয়াত। (অনুবাদ) এবং ইমরানের কন্যা মরিয়ম হইল এই উম্মতের ব্যক্তিগণের মধ্যে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। সে নিজের সতীত্ব রক্ষা করিল। তখন আমরা তাহার পেটে নিজেদের কুদরতে রূহ্ ফুকিয়া দিলাম, অর্থাৎ ঈসার রূহ্ ফুকিয়া দিলাম। এখন প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতের কারণে এই উম্মতের মরিয়মের সহিত প্রথম মরিয়মের তখনই সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয় যখন তাহার মধ্যেও ঈসার রূহ্ ফুকিয়া দেওয়া হয়, যেমন খোদা স্বয়ং এই আয়াতে রূহ্ ফুঁকার উল্লেখ করিয়াছেন। নিশ্চয় খোদার কথা পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব এই উম্মতের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি। আমার নামই খোদা বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রথমে মরিয়ম রাখেন এবং ইহার পরে আমারই সম্পর্কে এই কথা বলেন, আমরা এই মরিয়মের মধ্যে নিজেদের তরফ হইতে রূহ্ ফুকিয়া দিলাম। রূহ্ ফুকার পরে আমাকেই তিনি ঈসা আখ্যায়িত করেন। অতএব এই আয়াতের আমিই প্রতীক। আমি ব্যতীত ১৩০০ (তেরশত) বৎসরের মধ্যে কেহ এই দাবী করে নাই যে, প্রথমে খোদা তাহার নাম মরিয়ম রাখেন এবং মরিয়মের মধ্যে নিজের তরফ হইতে রূহ্ ফুঁকিয়া দিলেন, যদ্দরুন সে ঈসায় পরিণত হইল। খোদাকে ভয় কর। এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখ, যে যুগে খোদা বারাহীনে আহমদীয়ায় এই কথা বলেন ঐ সময়ে আমি তো এই সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্বয়ং অনবহিত ছিলাম, যেমন আমি বারাহীনে আহমদীয়ায় নিজের বিশ্বাসও প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, ঈসা আকাশ হইতে আগমন করিবেন। আমার এই বিশ্বাস এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আমার পক্ষ হইতে কোন কিছু মিথ্যা বানাইয়া বলা হয় নাই। খোদা আমাকে বুঝাইয়া দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই।

الحمد للہ الذی جعلك المسيح ابن مريم۔

(অর্থ ঃ – সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাকে মসীহ ইব্‌নে মরিয়ম বানাইয়াছেন – অনুবাদক)।

آنکہ گوید ابن مریم چوں شدی
ہست او غافل ز رازِ ایزدی

آں خدائے قادر و ربّ العباد
در براہیں نام من مریم نہاد

مدّتے بودم برنگِ مریمی
دست نادادہ بہ پیرانِ زمی

ہمچو بکرے یافتم نشو و نما
از رفیق راہِ حق۔ ناآشنا

بعد ازاں آں قادر و ربّ مجید
رُوح عیسٰی اندراں مریم دمید

پس بہ نفخش رنگ دیگر شد عیاں
زاد زاں مریم مسیح ایں زماں

زیں سبب شد ابن مریم نام من
زانکہ مریم بود اوّل گام من

بعد ازاں از نفخ حق عیسٰی شدم
شد ز جائے مریمی برتر قدم

ایں ہمہ گفت است ربّ العالمین
گر نمی دانی براہین را ببیں

حکمتِ حق رازہا دارد بسے
نکتۂ مستور کم فہمد کسے

فہم را فیضانِ حق باید نخست
کار بے فیضان نمی آید درست

گر نداری فیضِ رحماں را پناہ
ظلمتے در ہر قدم داری براہ

فیضِ حق را با تضرّع کن تلاش
ہاں مَرو چوں توسنے آہستہ باش

اے پئے تکفیر ما بستہ کمر
خانہ ات ویراں تُو در فکرِ دگر

صد ہزاراں کفر در جانت نہاں
رو چہ نالی بہرِ کفرِ دیگراں

خیز و اوّل خویشتن را کُن درست
نکتہ چیں را چشم می باید نخست

لعنتی گر لعنتے بر ما کند
او نہ بر ما خویش را رُسوا کند

لعنتِ اہلِ جفا آساں بود
لعنت آں باشد کہ از رحماں بود

(উপরের ফার্সী কবিতাটির বঙ্গানুবাদ)

"যে ব্যক্তি বলে তুমি ইবনে মরিয়ম হইয়া গেলে কেমন করিয়া, সেই ব্যক্তি খোদাতা'লার সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেই সর্বশক্তিমান 'রব্বুল এবাদ' খোদাতা'লা 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে আমার নাম রাখিয়াছেন মরিয়ম। এক দীর্ঘকাল যাবত আমি মরিয়ম রঙেই রঙিন ছিলাম। যাহা হউক তৎকালীন পীর সাহেব তাতে কোনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। সেই কালে আমি এক কুমারীর মতই লালিত পালিত হইয়াছি এবং তৎকালীন কোন কামেল আরেফের সাথেও আমার জানা শোনা হয় নাই। তারপর সর্বশক্তিমান 'রব্বুল মজীদ' সৃষ্টি-কর্তা সেই মরিয়মের ভিতর ঈসার রূহ্ ফুকিয়া দিয়াছেন। এই গর্ভ ফুঁকিবার আরো কিছুকাল পর পুনরায় সম্পূর্ণ অন্য রকম রঙ প্রকাশিত হয়। সেই মরিয়ম হইতে এই যুগের মসীহ্ পয়দা হয়। এই কারণেই আমার নাম ইবনে মরিয়ম হইয়া গেল। মরিয়ম নাম হওয়া যেন এক পর্যায়ে আমার প্রথম পদক্ষেপ ছিল। আরো কিছুকাল পরে 'খোদায়ী নফ্খ'-এর (ফুৎকার) পদ্ধতিতে আমিই ঈসা হইয়া গেলাম অর্থাৎ মরিয়মী মাকাম হইতে এক কদম উন্নীত হইলাম। এইসব বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ঘটনাবলী রব্বুল আলামীনের হুকুমে মাত্র ঘটিয়াছে। যদি তোমার এই সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকে তাহা হইলে বারাহীনে আহমদীয়া একবার খুলিয়া দেখ। সৃষ্টি-কর্তার সৃষ্টি-ক্রিয়ার হেকমতে বহু প্রকার রহস্য নিহিত থাকে। এই সকল সূক্ষ্মতম রহস্যাবলী অতি সাধারণ মানুষের সহজে বোধগম্য হয় না। সঠিকভাবে অনুধাবন করিবার জন্য খোদাতা'লার অত্যধিক অনুগ্রহ লাভের দরকার আছে, তাহা না হইলে কোন মহৎ কাজে সফলতা লাভ করা যায় না। যদি রহমান খোদার বিশেষ অনুগ্রহ লাভের দ্বারে আশ্রয় না নিতে তবে তোমার চলার পথে পদে পদে অন্ধকার আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। গিরিয়াজারী (কান্নাকাটি) ছাড়া খোদার বিশেষ অনুগ্রহ লাভের আশা করা বৃথা। বেলাগাম অশ্বারোহীর ন্যায় পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিও না। ধীরে চল, ধীরে চল, ধীরে চলিয়া মতলব হাসিল কর। হে প্রতিশ্রুত ব্যক্তি ! যখন আমারই উদ্দেশ্যে কোমর বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছ, তখন নিজের ঘর রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখ।

যেহেতু নিজস্ব বাসগৃহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার মুখে, অন্য কোনও দিকে মনোনিবেশ করা সম্পূর্ণ অনুচিত। লক্ষ লক্ষ কুফরী যখন তোমার নিজস্ব ঘর-সংসারে লুক্কায়িত তখন অপরাপরের কুফরীর জন্য কী কান্নাকাটি কর ! উঠ, উঠ, প্রথমে নিজেদের সংশোধন কর; অপরের দোষারোপ করার পূর্বে নিজের চক্ষু দুরস্ত কর। লা'নতগ্রস্ত লোক যখন আমার উপর লা'নত নিক্ষেপ করিতে আসে, তখন ঐ লা'নত আমার উপর পড়ে না, সে নিজেই লা'নতি হইয়া বরবাদ হইবে। অজ্ঞ-বোকা লোকের লা'নত ক্ষেপণ সহজেই সহনীয়। সত্য সত্য লা'নত তো তাহাই যাহা, রহমান খোদার তরফ হইতে আসে।"

১৫২নং নিদর্শন ঃ খোদাতা'লা সাধারণভাবে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, اِنِّی مُہِیْنٌ مَنْ اَرَادَ اِہَانَتَکَ অর্থাৎ আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব, যে তোমাকে অবমানিত করিতে ইচ্ছা করিবে। দুশমন শত শত বার এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে বিস্তারিতভাবে লেখার অবকাশ নাই। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক এইরূপ, যাহারা আমার সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছে যে, এই

ব্যক্তি বানোয়াট কথা বলে। সে প্লেগে বিনাশ হইবে। খোদার কুদরত এই যে, তাহারা নিজেরাই প্লেগে বিনাশ হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ লোক এই ইলহাম পেশ করিত যে, খোদা আমাদিগকে বলিয়াছেন এই ব্যক্তি শীঘ্র মরিয়া যাইবে। খোদার মহিমা এই যে, তাহাদের এইরূপ ইলহামের পর তাহারা নিজেরাই খুব তাড়াতাড়ি মরিয়া গেল। খুব তাড়াতাড়ি বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য কেহ কেহ আমার উপর বদ্‌দোয়া করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজেরাই খুব তাড়াতাড়ি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গেল। লখোকের অধিবাসী মৌলবী মুহীউদ্দিনের ইলহাম জনগণের স্মরণ থাকিবে। তিনি আমাকে কাফের আখ্যা দিলেন, আমাকে ফেরাউনের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করিলেন, এবং আমার উপর আযাব অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে ইলহাম প্রচার করিলেন। অবশেষে তিনি নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি এই পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছেন। অনুরূপভাবে মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরীও আমাকে গালাগালি করার ক্ষেত্রে সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মক্কা হইতে আমার বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া আনাইয়াছিলেন। তিনিও উঠিতে বসিতে আমার উপর বদ্‌দোয়া করিতেন এবং لعنت اللہ علی الکاذبین (অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক – অনুবাদক) তাহার জপ ছিল। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। বরং আমি একটু পূর্বেই লিখিয়াছি যে, মজমাউল বেহারের লেখক শেখ মোহাম্মদ তাহেরের ন্যায় তাহারও আমার উপর বদ্‌দোয়া করার শখ্‌ হইল যেন তাহারও কেরামতি প্রমাণিত হয়। কেননা, মজমাউল বেহারের লেখকের যুগে কোন কোন অপবিত্র স্বভাবের লোক কেবল বানোয়াটের ভিত্তিতে মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করিয়াছিল। যেহেতু তাহারা অসত্যের উপর ছিল, তাই খোদাতা'লা মোহাম্মদ তাহেরের দোয়া মঞ্জুর করিয়া তাহাদিগকে মোহাম্মদ তাহেরের জীবদ্দশাতেই বিনাশ করিয়া দিলেন। অতএব এই কাহিনী পড়িয়া গোলাম দস্তগীরেরও শখ হইল, চল, আমিও এই মিথ্যা মসীহ্‌ ও মিথ্যা মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে দোয়া করি, যেন তাহার মৃত্যু দ্বারা আমার কেরামতিও প্রমাণিত হয়। কিন্তু শেখ সাদীর এই কবিতা তাহার স্মরণ রহিল না –

ہر بیشہ گماں مبر کہ خالی است ٭ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد

(অর্থ ঃ মনে করিও না কখনো যে ক্ষুদ্রাকার ঝোপ-জঙ্গল সম্পুর্ণ খালি পড়িয়া রহিয়াছে। সাবধান, সেইখানেও কোন ঘুমন্ত নেকড়ে বাঘ শুইয়া থাকিতে পারে – অনুবাদক)। যদি আমি মিথ্যাবাদী হইতাম তবে নিঃসন্দেহে এইরূপ দোয়ার দ্বারা, যাহা মনোনিবেশের সহিত ও কাতরচিত্তে করা হইয়াছিল, নিশ্চয় আমি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যাইতাম এবং মিয়া গোলাম দস্তগীরকে দ্বিতীয় মোহাম্মদ তাহের মনে করা হইত। কিন্তু যেহেতু আমি সত্যবাদী ছিলাম, তাই গোলাম দস্তগীর খোদাতা'লার ওহী انی مہین من اراد اہانتک এর শিকার হইয়া গেল এবং আমার জন্য যে স্থায়ী লাঞ্ছনা সে চাহিয়াছিল তাহা তাহার উপরই পড়িয়া গেল।

যদি কোন মৌলবী খোদাকে ভয় করে তবে এই একটি দৃষ্টান্তই তাহার গাফিলতির পর্দা দূর করিতে পারে। এই কথা ভাবিয়া দেখা প্রত্যেক সত্যান্বেষীর উচিত, ইহাতে কী রহস্য আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের দোয়ায় মিথ্যা মসীহ্‌ ও মিথ্যা মাহ্‌দী তো ধ্বংস হইয়া গেল এবং যখন মিঞা গোলাম দস্তগীর তাহার অনুকরণে, বরং সাদৃশ্য দেখানোর

জন্য তাহার পুস্তক ফতেহ্ রহমানীতে ইহার উল্লেখ করিয়াও আমার উপর বদ্‌দোয়া করিল এবং বদ্‌দোয়া করার সময় তাহার ঐ পুস্তকেই আমার সম্পর্কে এই কথা লিখিল تبًّا له ولا تباعه যাহার অর্থ এই যে, আমি এবং আমার অনুসরণকারীরা সকলে ধ্বংস হইয়া যাইব, তখন সে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজেই ধ্বংস হইয়া গেল এবং মৃত্যু কামনা করিয়া আমার জন্য যে লাঞ্ছনা চাহিতেছিল, লাঞ্ছনার ঐ দাগ চিরকালের জন্য তাহারই নসীব হইয়া গেল। কোন সুধী কি আমাকে জানাইবেন ইহা কি দৈবাৎ ঘটনা, না কি খোদাতা'লার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে ? আমি খোদাতা'লার ফযলে এখনো জীবিত আছি। কিন্তু গোলাম দস্তগীরের মৃত্যুর এগার বৎসরের অধিক সময় পার হইয়া গিয়াছে। এখন আপনাদের কী ধারণা ? মোহাম্মদ তাহেরের যুগের মিথ্যা মসীহ্ ও মিথ্যা মাহ্দীকে খোদাতা'লার খারাপ লাগিত এবং খোদা তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিতেন ? কিন্তু গোলাম দস্তগীরের যুগে যে মিথ্যা মসীহের জন্ম হইল তাহাকে খোদাতা'লা ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিলেন এবং তাহাকে সম্মান দান করিয়া গোলাম দস্তগীরকে তাহার সামনে ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং গোলাম দস্তগীরের বদ্‌দোয়াকে তাহারই মুখে মারিয়া তাহাকেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করাইয়া দিলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত লাঞ্ছনার এই দাগ তাহার উপর রাখিলেন। যদি আমি গোলাম দস্তগীরের বদ্‌দোয়ায় মরিয়া যাইতাম এবং গোলাম দস্তগীর এখন পর্যন্ত জীবিত থাকিত তবে কি আমার দুশমনেরা, বরং দীনে ইসলামের দুশমনেরা পৃথিবীতে হাজার হাজার বিজ্ঞাপন ছাড়িয়া কেয়ামত সদৃশ হৈ চৈ সৃষ্টি করিত না এবং ঢাক-ঢোল পিটাইয়া আমার মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারটি প্রচার করিত না ? তবে এখন কেন জাতির বুযুর্গগণ নীরব আছেন ? ইহাই কি এই সকল লোকের তাকওয়া (খোদা-ভীতি) ? এই কথা বলা যে, ইহা মোবাহালা নহে, ধরুন ইহা মোবাহালা নহে, কিন্তু মোহাম্মদ তাহেরের অনুকরণে বদ্‌দোয়া তো বটে, যাহার মোকাবেলায় আমার এই ইলহাম রহিয়াছে انّی مهین من اراد اهانتك (অর্থ ঃ তোমাকে যে অপদস্থ করার ইচ্ছা করে আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব - অনুবাদক)। অতএব এ কী হইল যে, এই বদ্‌দোয়ায় আমার কোন ক্ষতি হইল না। কিন্তু খোদাতা'লার ইলহাম انّی مهین من اراد اهانتك সুস্পষ্ট ফল দেখাইয়া দিল। (অর্থ ঃ তাহাদের উপর যামানার দৈব বিপদ পতিত হউক - অনুবাদক)

عليهم دائرة السوء غلام আয়াতের দরুন এই বদ্‌দোয়াই গোলাম দস্তগীরের উপর নাযেল করিয়া দেওয়া হইল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মোহাম্মদ তাহের হইতে চাহিয়াছিল খোদা তাহাকে দ্বিতীয় মিথ্যা মসীহ্ বানাইয়া দিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর আমার উপর বরকতের পর বরকত নাযেল করিলেন। কয়েক লক্ষ মানুষ আমার শীষ্য হইয়া গেল। তাহার মৃত্যুর পর আমার তিনটি পুত্র সন্তানের জন্ম হইল। আমার নিকট কয়েক লক্ষ টাকা আসিল। প্রায় সমগ্র পৃথিবীতে খোদা আমাকে সম্মানের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ আমার বিরুদ্ধবাদীরা এখন এই কথা বলিবে যে, মোহাম্মদ তাহেরের বদ্‌দোয়ায় যে মিথ্যা মসীহ্ ও মিথ্যা মাহ্দী মরিয়া গিয়াছিল তাহা একটি দৈবাৎ মৃত্যু ছিল, উহাতে মোহাম্মদ তাহেরের দোয়ার কোন ক্রিয়া ছিল না। অতএব এইরূপ কথার আমি কতখানি উত্তর দিতে পারি ? তাহারা ইচ্ছা করিলে নাস্তিক হইয়া

যাইতে পারে এবং বলিতে পারে যে, গোলাম দস্তগীরের মৃত্যুও দৈবাৎ ঘটনা ছিল। বাহ্যিক লক্ষণাবলী তো এইরূপই মনে হয়।

کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال   دل میں اُٹھتا ہے میرے سو سو اُبال
اِس قدر کین و تعصّب بڑھ گیا   جس سے کچھ ایماں جو تھا وہ سڑ گیا
کیا یہی تقوے یہی اسلام تھا   جس کے باعث سے تمہارا نام تھا

হে লোকেরা ! কেন তোমাদের সত্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই ? হিংসা-বিদ্বেষ এতখানি বাড়িয়া গিয়াছে যে, ইহাই কি তাকওয়া ? ইহাই কি ছিল ইসলাম ?

আমার হৃদয়ে শত শত তরঙ্গ উঠিতেছে। সামান্য ঈমান যাহা ছিল তাহাও পচিয়া গিয়াছে। ঐ তাকওয়া ও ইলহামের দরুন তোমাদের নাম ছিল।

মোট কথা খোদার এই ইলহাম انی مهین من اراد اهانتك শত শত স্থানে বড় জোরের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে কী রহস্য আছে যে, ঐ শক্তিশালী খোদা আমাকে এতখানি সাহায্য করেন। এই রহস্যই আছে যে, তিনি চাহেন না তাঁহার প্রেমিক বিনষ্ট হউক।

چہ شیریں منظری اے دِلستانم   چہ شیریں خصلتی اے جانِ جانم
چو دیدم رُوئے تو دل در تو بستم   نماند غیر تو اندر جہانم
تواں برداشتن دست از دو عالم   مگر ہجرت بسوزد استخوانم
بآتش تن بآسانی تواں داد   ز ہجرت جاں رود با صد فغانم

ফার্সী কবিতাটির বঙ্গানুবাদ ঃ "হে আমার প্রাণ-প্রিয়, কী সুন্দর আনন-কানন তোমার। আরো কত স্বভাব-সুন্দর তুমি, হে আমার প্রাণের প্রিয়। যেইমাত্র তোমার মুখমন্ডল দেখিতে পাইলাম তখন তখনই তোমার সাথে বেঁধে নিলাম প্রাণ আমার। তুমি ব্যতীত এই দুই জাহানে অন্য কেহ নাই আমার। যদিও এই জাহানে সবার সাথে পৃথক হইয়া থাকা আমার পক্ষে সহজ, তবুও তোমার নৈকট্য হইতে তফাৎ থাকার অর্থ হইবে আমার দেহের হাড়গুলি ভস্মীভূত হইয়া যাওয়া। সেই অগ্নিতে প্রাণ আমার অতি সহজে নিক্ষেপ করিতে পারি। কিন্তু তোমার সান্নিধ্য হইতে দূরে পতিত হইলে প্রাণ আমার ভীষণ চিৎকারে বাহির হইতে থাকিবে।"

১৫৩নং নিদর্শন ঃ ভী'র অধিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ হাসান আমার পুস্তক 'এজাযুল মসীহ' * এর টিকায় لعنت اللہ علی الکاذبین (অর্থঃ মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক – অনুবাদক) লিখিয়া সে নিজেকে মোবাহালার জালে

---

* টীকা ঃ 'এজাযে আহমদী' এর পরিবর্তে 'এজাযে মসীহ্' করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা, মৌলবী মোহাম্মদ হাসান 'এজাযে মসীহ্' এর টীকায় لعنت اللہ علی الکاذبین লিখিয়াছিল (সংশোধনকারী)।

জড়াইয়া ফেলিল। বস্তুতঃ এই লেখার এক বৎসরও অতিক্রম করে নাই সে বড় কষ্টের সহিত এই পৃথিবী হইতে বিদায় নিল। তাহার অকাল মৃত্যু হইল। তাহারই হাতের লেখা মোবাহালা আমার নিকট মজুদ আছে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারে।

১৫৪নং নিদর্শন ঃ গোলড়াবীর পীর মেহের আলী শাহ্ তাহার পুস্তক 'সাইফ চিশতিয়ায়ী' তে আমাকে চোর বলিয়াছিল। অর্থাৎ তাহার ধারণায় আমি অন্যদের পুস্তকাদি হইতে চুরি করিয়া লিখিয়াছি। এই মিথ্যারোপের জন্য খোদা তাহাকে এই শাস্তি দিলেন যে. করম উদ্দীনের মোকদ্দমায় আদালতে সে নিজেই ভী'র অধিবাসী মোহাম্মদ হাসানের নোটের চোর প্রমাণিত হইল। বস্তুতঃ আদালতে এই ব্যাপারে হলফের সহিত সাক্ষ্য প্রদান করা হইল। অতএব তাহার সম্পর্কেও إنّي مهين من أراد إهانتك ইলহাম পূর্ণ হইয়া খোদাতা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হইল।

১৫৫নং নিদর্শন ঃ খোদাতা'লার ইহাও একটি নিদর্শন ছিল যে, তিনি ১৮৮২ সালের পর বারাহীনে আহমদীয়ার অবশিষ্টাংশ ২৩ (তেইশ) বৎসর কাল পর্যন্ত ছাপানো হইতে আমাকে বিরত করেন যাহাতে তাঁহার এই কালাম পূর্ণ হয় যে, বারাহীনে আহমদীয়া একটি নিদর্শনে পরিণত হইবে। কেননা, ইহাতে এইরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যাহা তখনো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। ইহাতে আমার সম্পর্কে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ছিল যাহা তখনো পূর্ণ হয় নাই। ঐ পুস্তকের সকল নিদর্শন ও ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া জরুরী ছিল যাহাতে বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকটির নাম সার্থক হইয়া যায়। যদি এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রকাশনা শেষ হইয়া যাইত তবে উহা একটি ক্রুটিপূর্ণ পুস্তক হইত। খোদার সকল কাজ প্রজ্ঞা ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য তিনি চাহিলেন যে, বারাহীনে আহমদীয়ায় যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হইয়াছে ঐগুলি পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বারাহীনে আহমদীয়ার অবশিষ্টাংশের ছাপা ও প্রকাশনা বন্ধ থাকুক। কেননা, এই পুস্তকের নাম 'বারাহীনে আহমদীয়া' অর্থাৎ আহমদের যুক্তি-তর্ক ও দলিল প্রমাণাদি। ইসলামের যুক্তি-তর্ক ও দলিল প্রমাণাদি প্রকাশ করার জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। যুক্তি-তর্ক রচিত হইয়াছে। যুক্তি-তর্ক ও দলিল প্রমাণাদির মধ্যে সব চাইতে বড় হইল আসমানী নিদর্শন। ইহাতে মানবীয় শক্তির কোন দখলই নাই। অতএব ইহাতে এতখানি আসমানী নিদর্শন লেখা জরুরী ছিল যাহাতে শত্রুর বিরুদ্ধে 'হুজ্জত' (দলিল ও যুক্তির দ্বারা কোন সত্য প্রমাণ করা) পূর্ণ হওয়া যথেষ্ট হয়, যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল যে, ইহাতে তিনশত নিদর্শন লেখা হইবে। অতএব খোদা চাহিলেন যে, এইগুলি পূর্ণ হউক, যদিও বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের অজ্ঞতার দরুন হৈ চৈ করিতে থাকে এবং আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যারোপ করে যে, আমি অসদুদ্দেশ্যে মূল্য বাবদ দেওয়া লোকদের টাকা হজম করার জন্য বারাহীনে আহমদীয়ার ছাপা ভবিষ্যতে চিরতরে বন্ধ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু বারাহীনে আহমদীয়া মুদ্রণে বিলম্বের মধ্যে এই রহস্যই ছিল, যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যাহারা ধর্ম ও ন্যায়-নীতির ধার ধারে না তাহারা ছাড়া কোন বিবেকবান ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবে না।

وَسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون

(সূরা আশ্ শো'আরা-আয়াত ২২৮) (অর্থ ঃ -এবং যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহারা অচিরেই জানিয়া লইবে যে, কোন্ প্রত্যাবর্তনের স্থানে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে – অনুবাদক)। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملةً واحدةً كذالك لنثبت به فؤادك

(সূরা আল্ ফুরকান – আয়াত ৩৩) অর্থাৎ কাফেররা বলে, কেন কুরআন একবারেই নাযেল করা হইল না। এইভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায়) এইজন্য (নাযেল করিয়াছি) যেন সময়ে সময়ে আমরা তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করিতে থাকি এবং তাজা তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যাহা সময়ের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা যেন নিজ সময়েই প্রকাশিত হয়। কেননা, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ব্যাপার বুঝা মুস্কিল হইয়া যায়। এই কারণেই খোদা কুরআন শরীফকে তেইশ বৎসর কালব্যাপী নাযেল করেন যেন ঐ সময় পর্যন্ত প্রতিশ্রুত নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া যায়। অতএব আমি বিশ্বাস রাখি যে, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের বিলম্বের তেইশ বৎসর শেষ না হইতেই ইহার পঞ্চম খণ্ড দেশে প্রকাশিত হইয়া যাইবে। খোদাতা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় তেইশ বৎসরের প্রতি ইঙ্গিতও করিয়াছেন। কেননা, ঐ খোদা বলেন –

يا احمد بارك الله فيك - الرحمٰن علم القرآن - لتنذر قومًا ما انذر
اٰباءهم ولتستبين سبيل المجرمين - قل انّى امرت وانا اوّل المؤمنين

হে আহমদ ! (ইহা প্রতিচ্ছায়ারূপে এই অধমের নাম), খোদা তোমার মধ্যে বরকত রাখিয়াছেন। ঐ রহমান খোদা তোমাকে কুরআন শিখাইয়াছেন। অর্থাৎ এই যুগের লোকদের মধ্য হইতে কাহারো নিকট তোমাকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেন নাই। খোদা তোমার শিক্ষক। খোদা তোমাকে এইজন্য কুরআন শিখাইয়াছেন যে, তুমি ঐ সকল লোককে সাবধান করিবে যাহাদের বাপ-দাদাদিগকে সাবধান করা হয় নাই এবং যেন খোদার হুজ্জত পূর্ণ হইয়া যায় এবং অপরাধীদের পথ খুলিয়া যায়। ইহাদিগকে বলিয়া দাও, আমি খোদার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট এবং সকলের পূর্বে ইহার উপর ঈমান আনয়নকারী। যেহেতু ইহার পূর্বে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট কুরআনের শিক্ষা তেইশ বৎসরে শেষ হয়, সেইজন্য এখনো সাদৃশ্য দেখানোর জন্য কুরআনের শিক্ষার মেয়াদ তেইশ বৎসরই নির্ধারণ করা জরুরী ছিল, যেন ঐ সকল নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া যায় যাহাদের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল। রূমী সাহেবও এই ব্যাপারে বলেন, مدّتے ایں مثنوی تاخیر شد سالہا بایست تا خوں شیر شد

(অর্থ ঃ (মৌলানা রূমীর "মসনভী" এক বিশেষ ধরনের সুললিত ফার্সী কাব্য)। এই বিখ্যাত কাব্য সঠিকভাবে ছন্দবদ্ধ করিতে বহুকাল কাটিয়া যায়। ঠিক সেইরূপে এক সাধক বহু বৎসর সাধনা করিয়া রক্ত দুগ্ধে পরিণত না করা পর্যন্ত তাহার সেই মহৎ কাজে কৃতকার্য হইতে পারে না – অনুবাদক।)

১৫৬নং নিদর্শন ঃ ইহার পূর্বে এই নিদর্শনটি আমি আমার পুস্তক তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন এর শেষে লিখিয়াছি। তাহা এই যে, ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে আমি মনস্থ করিয়াছিলাম যে, সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ ও শেখ আব্দুর রহমান সাহেব,

যাহাদিগকে নিতান্ত যুলুমের সহিত হত্যা করা হইয়াছে, তাহাদের শাহাদত সম্পর্কে একটি পুস্তক লিখিব। ইহার নাম তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন রাখিব বলিয়া ঠিক করিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার কিডনীর ব্যথা শুরু হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা ছিল ১৯০৩ সালের ১৬ই অক্টোবরে একটি ফৌজদারী মামলার জন্য আমার গুরুদাসপুর যাওয়া জরুরী ছিল। এই মামলাটি এক বিরুদ্ধবাদীর পক্ষ হইতে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছিল। তখন আমি আল্লাহ্র দরবারে এই বলিয়া দোয়া করিলাম, হে এলাহী! আমি শহীদ মরহুম আব্দুল লতীফের জন্য পুস্তক লিখিতে চাই, কিন্তু কিডনীর ব্যথা শুরু হইয়া গিয়াছে। আমাকে আরোগ্য দান কর। ইহার পূর্বে একবার আমার কিডনীর ব্যথা ১০ (দশ) দিন স্থায়ী ছিল। ইহার দরুন আমি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছিয়া গিয়াছিলাম। এইবারও একই ভীতি আমাকে ছাইয়া ফেলিল। আমি আমার গৃহের লোকদিগকে বলিলাম, আমি দোয়া করিতেছি, তোমরা আমীন বল। তখন আমি আরোগ্যের জন্য এই ভয়ঙ্কর ব্যথার অবস্থায় দোয়া করিলাম এবং তাহারা আমীন বলিল। অতএব আমি খোদাতা'লার কসম খাইয়া বলিতেছি, যাঁহার কসম সকল সাক্ষ্যের চাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য, তখনো আমি দোয়া শেষ করি নাই, এমতাবস্থায় আমার তন্দ্রা আসিল এবং ইলহাম হইল سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيم (অর্থ ঃ – প্রতিপালক দয়াময় প্রভুর পক্ষ থেকে অভিভাষণ – অনুবাদক)। আমি তখনই এই ইলহাম আমার গৃহের লোকদিগকে এবং যাহারা উপস্থিত ছিল তাহাদের সকলকে শুনাইয়া দিলাম। সর্বজ্ঞানী খোদা জানেন ভোর ছয়টা বাজার পূর্বেই আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেলাম এবং ঐ দিনই আমি অর্ধেক পুস্তক লিখিয়া ফেলিলাম। فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন এর শেষাংশ দেখ।

১৫৭নং নিদর্শন ঃ সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ এর শাহাদতও আমার সত্যতার এক নিদর্শন। কেননা, যখন হইতে খোদা পৃথিবীর পত্তন করেন তখন হইতে কখনো এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই যে, কোন ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া একজন মিথ্যাবাদী প্রতারকের জন্য নিজের প্রাণ দিয়াছে, নিজের স্ত্রীকে বৈধব্যের বিপদে ফেলিয়া দিয়াছে, নিজের সন্তানদের এতীম হওয়া পসন্দ করিয়াছে এবং নিজের জন্য সঙ্গেসারের মৃত্যু কবুল করিয়াছে। এমনিতে তো শত শত মানুষকে যুলুমের মাধ্যমে হত্যা করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমি এখানে সাহেবযাদা মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতকে একটি আযীমুশ্বান নিদর্শন সাব্যস্ত করিতেছি। তাহা এই জন্য নহে যে, তাঁহাকে যুলুমের মাধ্যমে হত্যা করা হইয়াছে এবং শহীদ করা হইয়াছে, বরং এই জন্য যে, শহীদ হওয়ার সময় তিনি ঐ দৃঢ়চিত্ততা দেখাইয়াছেন যাহার চাইতে অধিক কোন কেরামতি হইতে পারে না। তাঁহাকে আমীর বিভিন্ন সময়ে তিনবার নম্রভাবে বুঝাইল, যে ব্যক্তি কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করিতেছে তাহার বয়াত পরিত্যাগ করুন তাহা হইলে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বরং পূর্বের চেয়েও আপনার সম্মান বাড়িয়া যাইবে নতুবা আপনাকে সঙ্গেসার করা হইবে। তিনি প্রত্যেক বার এই উত্তরই দিলেন যে, আমি আলেম এবং যুগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আমি দূরদৃষ্টির আলোকে বয়াত করিয়াছি। আমি ইহাকে সমগ্র পৃথিবীর চাইতেও উত্তম মনে করি। কয়েক দিন তাঁহাকে আটক রাখা হইল এবং ভয়ংকর কষ্ট দেওয়া হইল। তাহাকে মাথা হইতে পা পর্যন্ত ভারী শিকল পরানো হইল। তাঁহাকে বারবার বুঝানো হইল এবং বয়াত পরিত্যাগ করিলে সম্মান বৃদ্ধির ওয়াদা দেওয়া হইল। কেননা, কাবুল রাজ্যের সহিত তাহার পুরাতন সম্পর্ক ছিল।

এই রাজ্যে খেদমত করার দরুন তাঁহার অধিকার ছিল। কিন্তু তিনি বার বার বলেন, আমি পাগল নই। আমি সত্য পাইয়া গিয়াছি। আমি উত্তমরূপে দেখিয়া নিয়াছি যে, আগমনকারী মসীহ ইনিই যাঁহার হাতে আমি বয়াত করিয়াছি। তখন হতাশ হইয়া তাঁহার নাকে দড়ি পরাইয়া শিকলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে সঙ্গেসারের মাঠে লইয়া যাওয়া হইল। সঙ্গেসার করার পূর্বে আমীর পুনরায় তাহাকে বুঝাইলেন যে, এখনো সময় আছে। আপনি বয়াত পরিত্যাগ করুন এবং অস্বীকার করুন। উত্তরে তিনি বলেন, ইহা কখনো হইবে না। এখন আমার সময় নিকটবর্তী। আমি দুনিয়ার জীবনকে ধর্মের উপর কখনো প্রাধান্য দিব না। কথিত আছে, তাঁহার এই দৃঢ়-চিত্ততা দেখিয়া শত শত লোকের চেহারায় শিহরণ খেলিয়া গেল। তাহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ইহা কীরূপ শক্ত ঈমান, এইরূপ ব্যাপার আমরা কখনো দেখি নাই। অনেকে বলিল, যে ব্যক্তির নিকট বয়াত করা হইয়াছে যদি তিনি খোদার তরফ হইতে না হইতেন তবে সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ এই দৃঢ়চিত্ততা কখনো দেখাইতে পারিতেন না। অতঃপর এই মযলুমকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া শহীদ করিয়া দেওয়া হইল। তিনি উহ্ পর্যন্ত করিলেন না। ৪০ (চল্লিশ) দিন তাঁহার লাশ পাথরের নীচে পড়িয়া রহিল। তাঁহার শেষ কথা এই ছিল যে, আমি ৬ (ছয়) দিনের বেশী মৃত থাকিব না। তখন আমীর তাঁহার সঙ্গেসারের স্থানে পাহারা বসাইয়া দিলেন যে, সম্ভবতঃ ইহাও ধোঁকা হইবে। তাঁহার (সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের) এই কথা বলার এই অর্থ ছিল যে, ছয় দিন পরে তাঁহার আত্মাকে একটি নুতন দেহসহ আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হইবে।

এখন ঈমান ও ন্যায় বিচারের সহিত ভাবিয়া দেখা উচিত, যে সম্প্রদায়ের সকল ভিত্তি প্রতারণা, ধোঁকা, মিথ্যা ও বানায়োটের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সম্প্রদায়ের মানুষ কি এইরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও বীরত্ব দেখাইতে পারে যে, এই পথে পাথর দ্বারা পিষিয়া যাওয়া কবুল করিবে ? নিজের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর কোনই পরোয়া করিবে না ? এইরূপ পৌরুষের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে ? বয়াত পরিত্যাগের শর্তে বারবার রেহাই এর ওয়াদা দেওয়া হইবে, কিন্তু তিনি এই পথ বিসর্জ্জন করিবেন না ? অনুরূপভাবে শেখ আব্দুর রহমানকেও কাবুলে যবাই করিয়া দেওয়া হইল। তিনি বিরত হইলেন না। তিনি এই কথাও বলিলেন না যে, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বয়াত পরিত্যাগ করিতেছি। ইহাই সত্য ধর্ম ও সত্য ইমামের নিদর্শন যে, যখন কেহ তাহার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করিয়া ফেলে এবং ঈমানের মধুরতা মনে প্রাণে ঠাঁই হইয়া যায় তখন এইরূপ লোক এই পথে মৃত্যুকে ভয় করে না। হ্যাঁ, যাহারা ভাসা ভাসা ঈমান রাখে এবং যাহাদের শিরা-উপশিরায় ঈমান প্রবেশ করে না তাহারা ইহুদা আসক্রিউতি-এর ন্যায় সামান্য লালসায় মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইতে পারে। প্রত্যেক নবীর যুগে এইরূপ অপবিত্র মুরতাদের নমুনাও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব খোদার শোকর, নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের একটি বড় জামাত আমার সঙ্গে আছে। তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আমার জন্য এক একটি নিদর্শন। ইহা আমার খোদার ফযল।

رَبِّ اَنْتَ جَنَّتِیْ وَرَحْمَتُكَ جُنَّتِیْ وَاٰیَاتُكَ غِذَائِیْ وَفَضْلُكَ رِدَائِیْ

(অর্থ ঃ হে আমার রব, তুমিই আমার বেহেশ্‌ত, তোমার রহমত আমার ঢাল, তোমার নিদর্শনাবলী আমার খাদ্য, তোমার ফযল আমার আবরণ - অনুবাদক)।

লেখকের পক্ষ হইতে স্বরচিত আরবী কবিতা

قَصِيدَة مِنَ المؤلف

إِنّي مِنَ الرَّحْمٰن عبد مُكَرَّم	سمّ معاداتی وسلمی أَسْلَم
انّی انا البُستان بُستان الهُدیٰ	انّی صدوق مصلح متردم
من فرّ منی فرّ من ربّ الوریٰ	انّی انا النهج السلیم الاقوم
روحی لتقدیس العلیّ حمامة	او عندلیب غارد مترنم
ما جئتکم فی غیر وقت عابثا	قد جئتکم والوقت لیل مظلم
یا ایّها الناس اترکوا اهواءکم	توبوا وانّ الله ربّ ارحم
ربٌّ کریم غافر لمن اتقیٰ	طوبیٰ لمن بعد المعاصی یندم
یا ایّها النّاس اذکروا آجالکم	ان المنایا لا تُردّ وتهجم
یا لائِمی ان المکارم کلّها	فی الصدق فاسلك نهج صدقٍ تُکرَم
السعی للتوهین امرٌ باطل	اِنَّ المقرب لا یهان ویکرم
جاءتك آیاتی فانت تُکذِّبُ	شاهدتَ سلطانی فانت تحکّم
هل جاءك الابراء من ربّ الوریٰ	ام هل رئیت العیش لا یتصرم
ان کنت ازمعت النّضال فانّنا	نأتی کما یاتی لصیدٍ ضیغم
لا نتقی حرب العدا ونضالهم	والقلب عند الحرب لا یتجمجم
انظر الیٰ عبد الحکیم وغیّه	یَعْوِی کَسَرْ حانٍ ولا یتکلّم
کبرٌ یُسعّر نفسه بضرامه	ما مدّ هٰذا الکبر الا الدرهم

الفخر بالمال الكثير جهالة — غيم قليل الماء لا يتلوّم
جهد المخالف باطل فی امرنا — سیف من الرحمٰن لا يتثلّم
فی وجهنا نور المهيمن لائحٌ — ان كان فيكم ناظر متوسّم
ما قُلتَ یا عبد الحكيم بجنبنا — الّا كخذف عند سیف یصرم
وَاللهِ لا یخزی عزیز جنا بہ — وَالله لا تُعطی العلاء وتُرجم
هٰذا من الرحمٰن نَبَأٌ محكم — فاسمع و یأتی وقته المنحتّم
والله يُنقض كلّ خيط مكائد — لَيْن سحيل او شديد مبرم
كفّر وما التكفير منك ببدعة — رسم تقادم عهده المتقدّم
قد كُفِّرت من قبل صحب نبيّنا — قالوا اللئام مُكفرةٌ وهم هُمُ
تب من كلام قلت واحفد تائبًا — والعفو خلقی ایّها المتوهم
ان كنت تتمنی الوغا فتحارِبُ — بارز فانّی حاضر متخيّم
نطقی كسیف قاطع يردی العدا — قولی كعالية القنا او لهذم
كم من قلوب قد شققت غلافها — كم من صدور قد كلمتُ واكلم
حاربتُ كلّ مُكذّبٍ وبِاٰخرٍ — للحرب دائرةٌ عليك فتعلم
لی فيك من ربٍّ قدير اٰيةٌ — ان كنت لا تدری فانا نعلم
قد قلتَ دجال وقلتَ قد افترٰی — تهذی وفی صف الوغٰی تتجشّم
والحكم حكم الله یا عبد الهوٰی — يبدیك يومًا ما تسرّ ونكتم

الحق درع عاصم فيصونني فاحذر فاني فارس مستلئم

আরবী কবিতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"আমি রহমান এর পক্ষ হইতে এক বান্দা, যাহাকে সম্মান দেওয়া হইয়াছে। আমার দুশমনী বিষতুল্য। আমার সহিত সন্ধি করিয়া শান্তি লাভ করিবে। আমি ঐ বাগান, যাহা হেদায়তের বাগান। আমি সত্যবাদী ও সংস্কারক এবং সংস্কার করিতে আসিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে সে খোদার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। আমি শান্তির পথ ও সরল পথ। আমার আত্মা খোদার পবিত্রতা ঘোষণায় কবুতরতুল্য। অথবা একটি বুলবুলতুল্য, যাহা মধুর স্বরে ডাকিতেছে। আমি অসময়ে তোমাদের নিকট আমোদ-প্রমোদের জন্য আসি নাই, আমি ঐ সময়ে আসিয়াছি যখন যুগ রাত্রির ন্যায় ছিল। হে লোকেরা, নিজেদের লোভ-লালসা পরিত্যাগ কর। তওবা কর। খোদা ক্ষমাকারী ও দয়ালু। তিনি দয়ালু প্রভু। যে ভীত হয় তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কতই না সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে পাপের পর অনুতাপ করে। হে লোকেরা ! নিজেদের মৃত্যুকে স্মরণ কর। মৃত্যু যখন আসে সে ফিরিয়া যায় না, হঠাৎ করিয়া ধরিয়া ফেলে। হে আমার নিন্দাকারীরা ! সকল সম্মান সত্যের মধ্যে আছে। অতএব সত্যকে গ্রহণ কর। শান্তিতে থাকিবে। লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করা খামাখা। যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত, খোদা তাহাকে লাঞ্ছিত করেন না। আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছে। তাই তুমি অস্বীকার করিতেছ। আমার যুক্তি-তর্ক ও দলিল-প্রমাণাদি তুমি পর্যবেক্ষণ করিয়াছ। তারপর তুমি ঠাট দেখাইতেছ। মুক্তি পাওয়ার খবর কি খোদাতা'লার নিকট হইতে তোমার কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে ? না কি তুমি দেখিয়া নিয়াছ যে, তোমার জীবন কখনো ছিন্ন হইবে না ? যদি তুমি যুদ্ধের জন্য সংকল্প করিয়া থাক, তবে আমি এইভাবে আসিব যেভাবে শিকারের জন্য বাঘ আসে। আমি দুশমনদের যুদ্ধকে ও তাহাদের তীরন্দাযকে ভয় করি না। যুদ্ধের সময় আমার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। ডাক্তার আব্দুল হাকিম খানের ও তাহার অজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য কর। সে তো কথা বলিতেছে না, যেন নেকড়ের ন্যায় চীৎকার করিতেছে। অহংকার ইহার ইন্ধনসহ তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে। এই অহংকার ধন-সম্পদের দরুন সৃষ্টি হইয়াছে। অধিক সম্পদের দরুন অহংকার করা অজ্ঞতা। ইহা ঐ মেঘমালা যাহাতে পানি কম থাকে এবং তিষ্ঠিতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আমার ক্ষেত্রে অকার্যকর। ইহা ঐ তলোয়ার যাহাতে ত্রুটি দেখা দিবে না। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ দেখার লোক থাকে, তবে দেখিবে যে, আমার মুখমন্ডল খোদার জ্যোতিতে উজ্জল।

"হে আব্দুল হাকিম ! তুমি আমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছ ঐগুলি একটি ঢেলার ন্যায়। তুমি এই ঢেলা ছাড়িয়াছ একটি তলোয়ারের বিরুদ্ধে যাহা কাটে। খোদার কসম, খোদার প্রিয় ব্যক্তি কখনো লাঞ্ছিত হইবে না। খোদার কসম, তুমি বিজয়ী হইবে না। তোমাকে রদ করা হইবে। ইহা খোদার তরফ হইতে পাকা ও নিশ্চত খবর। অতএব শুনিয়া রাখ তাঁহার নির্ধারিত সময় আসিতেছে। খোদার কসম, প্রত্যেক ষড়যন্ত্রের সুতা ছিঁড়িয়া ফেলা হইবে, তাহা সাধারণ ষড়যন্ত্রই হউক বা ভয়ংকর ষড়যন্ত্রই

হউক না কেন। তুমি আমাকে কাফের বল তোমার এই কাফের বলাটা কোন নতুন ব্যাপার নহে। ইহা একটি পুরাতন রীতি, যাহা আদি হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পূর্বে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাগণকে কাফের ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহারা বলিত, ইহারা নীচ ও কাফের। কিন্তু তাঁহাদের মর্যাদা যাহা আছে তাহাই। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ তাহা হইতে তওবা কর এবং আমার দিকে দৌড়াও। হে ভ্রান্তিতে নিপতিত ব্যক্তি ! ক্ষমা করিয়া দেওয়া আমার স্বভাব। যদি তুমি যুদ্ধ করিতে চাহ, আমি যুদ্ধ করিব। তাবু খাটাইয়া বাহিরে ময়দানে আসিয়া আমি উপস্থিত হইয়াছি। আমার রসনা কর্তনকারী তলোয়ারের ন্যায়, যাহা দুশমনদিগকে বিনাশ করে। আমার কথা বর্শার অগ্রভাগের ন্যায়। বহু হৃদয়কে আমি বিদীর্ণ করিয়াছি। বহু বক্ষকে আমি ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছি এবং করিতেছি। আমি প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। এখন শেষ পর্যায়ে তুমি যুদ্ধের চক্করে আসিয়াছ। অতএব শীঘ্রই মজা বুঝিবে। আমার খোদার তরফ হইতে তোমার মধ্যে একটি নিদর্শন আছে। যদি তুমি না জানিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি জানাইয়া দিতেছি। তুমি বলিয়াছ, এই ব্যক্তি দাজ্জাল এবং খোদাতা'লার নামে মিথ্যা কথা বানাইয়া বলে। তুমি বাজে প্রচারণা করিতেছ এবং যুদ্ধে কষ্ট করিতেছ। হে লোভ লালসার শিকারে পরিণত বান্দা ! ইহা খোদার হুকুম যাহা কিছু গোপন করিতেছ, একদিন তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন। সত্য একটি নির্ভেজাল কর্ম, যাহা আমাকে রক্ষা করিবে। অতএব ভয় কর, আমি একটি পশ্চাদ্ধাবনকারী আরোহী।"

১৫৮নং নিদর্শন ঃ বলা বাহুল্য, মৌলবী সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের শাহাদতের পর কাবুলে যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহাও আমার জন্য খোদার তরফ হইতে একটি নিদর্শন। কেননা, মযলুম শহীদ মরহুমের হত্যার মাধ্যমে আমাকে ভয়ানক অবমানিত করা হইয়াছে। এই জন্য খোদার ক্রোধ কাবুলে গযবের তলোয়ার চালাইলেন। এই মযলুম শহীদকে নিহত করার পর কাবুলে ভয়ঙ্কর কলেরার প্রাদুর্ভাব হইল। যে সকল লোক শহীদ মযলুমকে নিহত করার পরামর্শ দানে অংশীদার ছিল তাহাদের অধিকাংশ কলেরার শিকার হইয়া গেল। স্বয়ং কাবুলের আমীরের গৃহে কোন কোন মৃত্যুর দরুন মাতম দেখা দিল। কয়েক হাজার মানুষ যাহারা এই হত্যাকাণ্ডে আনন্দিত হইয়াছিল তাহারা মৃত্যুর শিকার হইয়া গেল। কলেরার মহামারীর এইরূপ ভয়ঙ্কর তুফান আসিল যে, বলা হয় কাবুলে এইরূপ কলেরা অতীতকালে খুব কমই দেখা গিয়াছে। اِنِّیْ مُهِيْنٌ مَنْ اَرَادَ اِهَانَتَكَ ইলহাম এস্থলেও পূর্ণ হইল।

بنگر کہ خونِ ناحق پروانہ شمع را   چنداں اماں نہ داد کہ شب را سحر کنند

(অর্থ ঃ হে মানব, আল্লাহ্‌র এক প্রিয় বান্দার অহেতুক খুন ! কী হৃদয় বিদারক দৃশ্য! ঐ হের, আসিয়া গেল আল্লাহ্‌র গযবের পরওয়ানা। রাত না পোহাইতেই শুরু হইল গ্রামে, গঞ্জে রাজ পরিবারে ভয়ঙ্কর মড়কের হানা। অফুরন্ত মৃত্যুর লীলা ! কে শুধায় কাহারে ! শোনা যায় শুধু গগন-বিদারী কান্নার রোল। আল্লাহ্‌র এক বেকসুর বান্দার খুনের প্রতিফল – অনুবাদক)।

১৫৯নং নিদর্শন ঃ আমার পুস্তক আঞ্জামে আথম এর ৫৮ (আটান্ন) পৃষ্ঠায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী এই ছিল, যাহা মৌলবী আবদুল হক গযনবীর মোকাবেলায় লেখা

হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মকথা এইরূপ যে, আবদুল হকের মোবাহালার পর খোদাতা'লা আমাকে সব ধরনের উন্নতি দান করেন। আমার জামাতের লোক সংখ্যা হাজার হাজার পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন। আমার জ্ঞানে লক্ষ লক্ষ লোককে ঝুঁকাইয়া দিল। ইলহাম অনুযায়ী মোবাহালার পর আমাকে আরো একটি ছেলে দান করা হইল। ইহার জন্মের দরুন আমার তিন ছেলে হইয়া গেল। অতঃপর চতুর্থ ছেলের ব্যাপারে আমার নিকট অনবরত ইলহাম হইতে লাগিল। আমি আবদুল হককে নিশ্চিত করিতেছি যে, এই ইলহাম পূর্ণ হওয়া না শুনা পর্যন্ত সে মরিবে না। যদি সে নিজেকে কিছু মনে করিয়া থাকে তবে দোয়ার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অকার্যকর করিয়া দেওয়া তাহার উচিত। আঞ্জামে আথম পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠায় এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যাহা চতুর্থ ছেলের ব্যাপারে করা হইয়াছে। অতঃপর এই ভবিষ্যদ্বাণীর আড়াই বৎসর পরে আবদুল হকের জীবদ্দশাতেই চতুর্থ ছেলের জন্ম হইয়া গেল। তাহার নাম মোবারক আহমদ রাখা হইয়াছে। সে এখনো খোদাতা'লার ফযলে জীবিত মজুদ আছে। যদি মৌলবী আবদুল হক এই ছেলের জন্মের কথা না শুনিয়া থাকেন, তবে এখন আমি তাহাকে শুনাইয়া দিতেছি। ইহা কত আযীমুশ্বান নিদর্শন যে, দুই দিক হইতে ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ছেলের জন্ম হওয়া পর্যন্ত আবদুল হকও জীবিত রহিল এবং ছেলেরও জন্ম হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত এই ব্যাপারে আব্দুল হকের কোন বদ্‌দোয়া মঞ্জুর হইল না। সে তাহার বদ্‌দোয়া দ্বারা এই প্রতিশ্রুত ছেলের জন্ম হওয়া বন্ধ করিতে পারিল না। বরং এই ছেলে ছাড়া আরো তিনটি ছেলের জন্ম হইল। অন্যদিকে আব্দুল হকের অবস্থা এই হইল যে, মোবাহালার পর আব্দুল হকের গৃহে বার বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একটি ছেলেরও জন্ম হয় নাই। বলাবাহুল্য, মোবাহালার পর নির্বংশ হইয়া যাওয়া এবং বার বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও একটি ছেলের জন্ম না হওয়া এবং সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্তান থাকা আল্লাহ্‌র ক্রোধ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহা মৃত্যুতুল্য ব্যাপার, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে – অনুবাদক)। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বদ্‌যবানের সাথেই আব্দুল হকের গৃহে কোন ছেলের জন্ম হইল না, বরং সে নিঃসন্তান রহিল এবং এই বরকত হইতে সে সম্পূর্ণরূপে দুর্ভাগ্য রহিল। তাহার ভাইও মরিয়া গেল। মোবাহালার পর ছেলের জন্ম হওয়ার পরিবর্তে তাহার ভাইও ইহলোক ত্যাগ করিল। *

এস্থলে ন্যায় বিচারকগণ একটি বিষয় লক্ষ্য করুন এবং খোদাতা'লাকে ভয় করিয়া চিন্তা করুন। এই অদৃশ্যের জ্ঞান কি কোন মানুষের শক্তির মধ্যে নিহিত আছে যে, নিজেই মিথ্যা বানাইয়া বলে যে, নিশ্চয় আমার গৃহে চতুর্থ ছেলের জন্ম হইবে এবং নিশ্চয় অমুক ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তৎপর এইরূপই ঘটিবে ? পৃথিবীতে কি এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত মজুদ আছে যে, কোন কোন মিথ্যাবাদীকে খোদা

টীকা ঃ * আমি আমার পুস্তক আনোয়ারুল ইসলামে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে এই কথাও আবদুল হকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, সে সন্তান লাভে বেনসীব থাকিবে। সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা করিয়া আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীকে রদ করিয়া দেওয়া এবং মোবাহালার ক্রিয়াকে অকার্যকার করিয়া দেওয়া তাহার উচিত। বস্তুতঃ সে এখানো নিঃসন্তান এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ ইং পর্যন্ত তের বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও মোবাহালার দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে সন্তান হইতে বঞ্চিত।

এইরূপে সাহায্য করিলেন যে, উভয় দিক হইতে তাঁহাকে সত্যবাদী করিয়া দেখাইয়া দিলেন ? অর্থাৎ চতুর্থ ছেলেও দিয়া দিলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাহার দুশমনকে জীবিত থাকিতে দিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, মোবাহালার শত শত বরকতের মধ্যে আমাকে এই একটি বরকত দেওয়া হইয়াছে যে, মোবাহালার পর খোদা আমাকে তিনটি ছেলে দান করেন, অর্থাৎ শরীফ আহমদ, মোবারক আহমদ ও নাসীর আহমদ। এখন যদি আমি আবদুল হকের নিঃসন্তান হওয়ার ব্যাপারে ভুল করিয়া থাকি তবে সে বলুক মোবাহালার পর তাহার গৃহে কয়টি ছেলের জন্ম হইয়াছে এবং কোথায়। নতুবা পূর্বের কোন ছেলেকেই দেখাইয়া দিক। * যদি ইহা অভিসম্পাতের ফল না হয়, তবে ইহা কী ? বার বার আমি লিখিয়াছি যে, মোবাহালার পর আবদুল হক প্রত্যেক বরকত হইতে বঞ্চিত রহিল। অনুরূপভাবে তাহার মোকাবেলায় আমার উপর ঐ ফযল হইল যে, জাগতিক ও ধর্মীয় কোন বরকত নাই যাহা আমি পাই নাই। সন্তানে বরকত হইল। দুইটির পরিবর্তে পাঁচটি সন্তান হইয়া গেল। ধন-সম্পদের বরকত হইল। কয়েক লক্ষ টাকা আসিল। মান সম্মানে বরকত হইল। কয়েক লক্ষ মানুষ আমার বয়াত করিল। খোদার সমর্থনে বরকত হইল। শত শত নিদর্শন আমার জন্য প্রকাশিত হইল।

১৬০নং নিদর্শন ঃ এখন লখোকের অধিবাসী মৌলবী আবদুর রহমান মুহীউদ্দিনের নিজের হাতের লেখা একটি চিঠি আমার হাতে আছে। এই মাত্র এই চিঠিটি আমার বন্ধু ফাযেল ও বিজ্ঞ মৌলবী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব আমাকে দিয়াছেন। আমি ইহাকে আমার খোদাতা'লার একটি নিদর্শন মনে করিতেছি। এই জন্য উক্ত মৌলবী সাহেবের দস্তখতকৃত আসল চিঠিটির নকল নিম্নে লিখিতেছি। এই চিঠিটি কীভাবে আমার জন্য নিদর্শন তাহা পরে প্রকাশ করিব। চিঠিটি এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - حامدًا ومصليًا

অতঃপর সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আবদুর রহমান মুহীউদ্দীনের নিবেদন এই যে, সে এই দোয়া করিয়াছে, 'হে সূক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞাত খোদা আমাকে জানাও মির্যার অবস্থা কী – স্বপ্নে এই ইলহাম হইল ঃ

** ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ وان شانئك هو الابتر

(অর্থ ঃ নিশ্চয় ফেরাউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্যবাহিনী ভ্রান্ত পথে। নিশ্চয় তোমার শত্রুই অপুত্রক থাকিবে – অনুবাদক)। মির্যা সাহেবের পক্ষ হইতে উত্তর আসিল যে, এই ইলহাম একাধিক অর্থবোধক। ইহাতে আমার নাম নাই এবং বড় জোরের ❑

---

* টীকা ঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক, যাহা আনোয়ারুল ইসলামে ছাপা হইয়াছে, আব্দুল হকের গৃহে আজ পর্যন্ত কোন ছেলের জন্ম হয় নাই। কেননা, আনোয়ারুল ইসলামে আমি সুস্পষ্টভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি যে, আব্দুল হক হাজার চেষ্টা ও দোয়া করিলেও সে পুত্র সন্তান হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব তাহাই ঘটিয়া গেল।

❑ টীকা ঃ "জোরের" শব্দের আগে "সহিত" শব্দটি থাকা উচিত ছিল যাহা লেখক লিখে নাই, তাই (সহিত শব্দটি) লেখা হয় নাই। (লেখক)

* * টীকা ঃ বহুলোক নিজেদের স্বপ্ন না বুঝার দরুনও ধ্বংস হইয়া যায়। মৌলবী আবদুর রহমান মুহীউদ্দীন সাহেবের এই দোয়া এই ভিত্তির উপর ছিল যে, মির্যাকে মৌলবী নজির হোসেন দেহলবী এবং তাহার শিষ্য মৌলবী আবূ সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী ও তাহার দলবল কাফের সাব্যস্ত করিয়াছে। সে কি যথার্থই কাফের ? খোদার নিকট তাহার অবস্থা কী ? তখন ইহার জবাবে (যদি আমরা মুহীউদ্দীনের ইলহামকে সত্য মনে করিয়া নেই) খোদা বলেন, فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين

দাবী করিল আমার নামে ইলহাম হইলে তাহা ক্ষমা করা হইবে না। উল্লেখিত ইলহাম দুইটি সফর মাসে হইয়াছিল। যখন মির্যার জবাব আসিয়া গেল তখন সফর মাসের পরে স্বপ্নে এই ইলহাম হইল **মির্যা সাহেব ফেরাউন**। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। এখন মির্যার দাবীও ভ্রান্ত হইয়া গেল এবং মির্যা সাহেবের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। যখন আমার নিকট প্রথম ইলহাম হইয়াছিল তখন জাগ্রত হওয়া মাত্রই আমার হৃদয়ে এই ব্যাখ্যার উদ্রেক হইল যে, ফেরাউন মির্যা সাহেব এবং হামান নূরুদ্দীন। সমগ্র মুসলিম জাহানের কল্যাণের জন্য এই সংবাদ অবহিত করা আমার জন্য জরুরী ছিল।

ہُن توں بھی حق کہن دے اُتے لک نہیں بھراوا * اہلِ نفاق بلائیں بریاں لوکاں دیں بھلاوا

(অর্থ ঃ – লোকেরা যতই হৈ চৈ করুক, মোনাফেকরা যতই খারাপ বলুক, আর লোকেরা যতই নিন্দা করুক না কেন, এখন তুমি সত্য কথা বলিয়া দাও – অনুবাদক)।

বিনীত দাস

লখোকের অধিবাসী আবদুর রহমান মুহীউদ্দীনের স্বলিখিতি

২১শে রবিউল আউয়াল, ১৩১২ হিজরী

ইহাই হইল মৌলবী আবদুর রহমান মহীউদ্দীনের চিঠি। চিঠিটি নকলের পর তাহা মোকাররম মৌলবী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত মৌলবী সাহেব ইহা হেফাযতের সহিত রাখিবেন। যাহার ইচ্ছা সে দেখিয়া লউক। এই ইলহামে

(অর্থ ঃ নিশ্চয় ফেরাউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্য বাহিনী ভ্রান্ত পথে - অনুবাদক)। অতএব আমি এই ইলহামের এই অর্থই করিব যে, এই ইলহাম খোদাতা'লা কুফরীর ফতওয়ার নায়ক দুই মৌলবীকে ফেরাউন ও হামান সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ঐ দুইজন মৌলবী ও তাহাদের অনুসারীরা কুফরীর ফতওয়ায় ভ্রান্ত ছিল এবং সর্বপ্রথম কুফরীর ফতওয়াদানকারীকে রূপকভাবে ফেরাউন সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং যে ফতওয়া লিখিয়াছিল তাহাকে হামান সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট হাজার হাজার মৌলবী প্রভৃতি যাহারা পাঞ্জাবে ও ভারতবর্ষে তাহাদের এই কুফরীর ফতওয়ায় অনুসারী হইয়াছে, তাহাদিগকে ইহাদের সৈন্য বাহিনী সাব্যস্ত করিয়াছেন। যদি মৌলবী মহীউদ্দীন দুর্ভাগা না হইত, তবে এই অর্থ খুবই সুস্পষ্ট ছিল। কেননা, ফেরাউন ও হামানের রীতি এই সকল লোকেই গ্রহণ করিয়াছিল, যাহারা বিনা অনুসন্ধানে আমাকে বিনাশ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া গেল এবং আমার বিরুদ্ধে একটি তুফান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এই ব্যাপারে আরো একটি প্রমাণ এই যে, বারাহীনে আজ হইতে ২৬ (ছাব্বিশ) বৎসর পূর্বে এই দুইজনকে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ফেরাউন ও হামান বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় এই লেখাটি আছে ঃ

وَاِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذِیْ کَفَّرَ* اَوْقِدْ لِیْ یَا هَامَانُ لَعَلِّیْٓ اَطَّلِعُ عَلٰٓی اِلٰهِ مُوْسٰی
وَاِنِّیْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْکَاذِبِیْنَ. تَبَّتْ یَدَآ اَبِیْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ط مَا کَانَ لَهٗٓ اَنْ یَّدْخُلَ

---

* টীকা ঃ স্মরণ রাখিতে হইবে খোদার এই ওহীতে উভয় উচ্চারণ আছে। کَفَرَ (কাফারা) ও আছে এবং کَفَّرَ (কাফ্ফারা) ও আছে। যদি کفر এর উচ্চারণের আলোকে অর্থ করা হয় তবে এই অর্থ হইবে যে, প্রথম জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া থাকিবে এবং বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার পরে সে বিপদগামী ও অস্বীকারকারী হইয়া যাইবে। এই অর্থ মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সম্পর্কে খুব প্রযোজ্য। তিনি বারাহীনে আহমদীয়ার পর্যালোচনায় আমার সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, নিজের মা বাপকেও আমার নিকট উৎসর্গ করেন।

তিনি নিজের ধারণায় আমাকে ফেরাউন সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি নিজেই এই চিঠিতে ইহার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু অবাক হইতে হয় খোদা! কত শিষ্টাচারের সহিত আমাকে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি আমাকে মির্যা বলেন নাই, বরং মির্যা সাহেব বলিয়াছেন। এই সকল লোকের খোদাতা'লার নিকট হইতে শিষ্টাচার শিখা উচিত। দ্বিতীয় অবাক কাণ্ড এই যে, আমার তরফ হইতে এই নিবেদন ছিল যে, ইলহামে আমার নাম প্রকাশ করা হউক। এতদসত্ত্বেও আমার নাম লইতে খোদাতা'লা লজ্জা পাইয়া গেলেন। লজ্জার

فیها الّا خائفا ۔ وما اصابك فمن الله الفتنة ههنا فاصبر کما صبر اولوا العزم الا انّها فتنة من الله ۔ لیحبّ حبّا جمّا ۔ حبًّا من الله العزیز الاکرم عطاءً غیر مجذوذ

বারাহীনে আহমদীয়ার ৫১০ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় দেখ। অনুবাদ ঃ স্মরণ কর ঐ যুগকে যখন এক ফেরাউন তোমাকে কাফের সাব্যস্ত করিবে এবং তাহার বন্ধু হামানকে বলিবে, তুমি কুফরীর আগুন জ্বালাইয়া দাও ; অর্থাৎ এইরূপ তীক্ষ্ণ ফতোয়া লেখ যাহাতে মানুষ ঐ ফতোয়া দেখিয়া ঐ ব্যক্তির প্রাণের দুশমন হইয়া যায় এবং তাহাকে কাফের মনে করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে আমি দেখিব যে, এই মূসার খোদা তাহাকে কোন সাহায্য করে কিনা। আমি তো তাহাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি। আবূ লাহাবের উভয় হস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যদ্দারা সে ফতোয়া লিখিয়াছিল। সে নিজেই ধ্বংস হইয়াছে। এই ব্যাপারে তাহার নাক গলানো উচিত ছিল না। তুমি যে কষ্ট পাইবে তাহা খোদার তরফ হইতে। এই ফতোয়ার দরুন তোমার উপর ফেতনা নামিয়া আসিবে। অতএব ধৈর্য ধর, যেভাবে দৃঢ় সংকল্প নবীগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। স্মরণ রাখ, এই কুফরীর ফেতনা খোদার তরফ হইতে প্রকাশিত হইবে, যাহাতে তিনি তোমাকে অত্যধিক ভালবাসিবেন। ইহা ঐ দয়াময়ের ভালবাসা, যিনি পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান। ইহা ঐ দান, যাহা কখনো ফিরাইয়া নেওয়া হইবে না।

এখন এ স্থলে চক্ষু খুলিয়া দেখিয়া লও যে, খোদা এ স্থলে আমাকে মূসা সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসাকারী ও মুফতীকে ফেরাউন এবং হামান সাব্যস্ত করিয়াছেন। মৌলবী মুহীউদ্দীন এই ইলহাম ১৩১২ হিজরীতে প্রকাশ করিয়াছে। তাহার চিঠির তারিখ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। অতএব বিখ্যাত প্রবাদ الفضل للمتقدم (অর্থ ঃ যে আগে আছে সম্মান তারই - অনুবাদক) অনুযায়ী এই ইলহামই অধিক নির্ভরযোগ্য। ইহার সমর্থনে আমার পুস্তক এজালাতুল আওহাম এর ৮৫৫ পৃষ্ঠায় খোদার আরো একটি ওহী আছে। তাহা এই যে,

نرید ان ننزل علیك اسرارًا من السماء ونمزّق الاعداء کل ممزّق ونری فرعون وهامان وجنودهما ما کانوا یحذرون

অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, তোমার উপর আসমানী নিদর্শন অবতীর্ণ করিব। ইহার দ্বারা আমি দুশমনদিগকে পিষিয়া ফেলিব। ফেরাউন, হামান ও তাহাদের দল বলকে আমি আমার ঐ অলৌকিক কুদরত দেখাইব, যাহার প্রকাশে তাহারা ভয় করিত। এখন দেখ এই জায়গাতেও খোদাতা'লা প্রথম কুফরীর ফতোয়াদানকারীর নাম ফেরাউন ও হামান রাখিয়াছেন। এই পুস্তক ১৮৯১ সালে ছাপা হয়। অতএব এই ইলহামও মুহীউদ্দীনের ইলহামের চাইতে চার বৎসর পূর্বেকার। কেননা, তাহার চিঠি, যাহাতে এই ইলহাম আছে, তাহা ১৩১২ হিজরীতে লেখা হয় এবং ইহা ১৮৯১ সালে লেখা হয়। অতএব যে প্রথমে আছে সে মূসার গুণাধিকার সম্পন্ন। মৌলবী মুহীউদ্দীন সাহেবের চিঠি ব্যাখ্যাসহ মজুদ আছে যে, তিনি আমাকে ফেরাউন সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং হাকিম নূরুদ্দীন সাহেবকে হামান সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি মূসার গুণাধিকারসম্পন্ন সাজিয়াছেন, কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় যেন ফেরাউন ও হামান তো এখনো জীবিত। কিন্তু মূসা এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। ইলহামী সাদৃশ্য পূর্ণ করার জন্য আমাকে বিনাশ করিয়া তাহার মরা উচিত ছিল। কিন্তু ইহা কি হইল, তিনি নিজেই বিনাশ হইয়া গেলেন। কেহ কি হইার উত্তর দিতে পারেন ? (লেখক)

আধিক্য আমার নাম মুখে আনিতে তাঁহাকে বাধা দিল। আমার নাম কি মির্যা সাহেব? পৃথিবীতে কি আর কাহাকেও মির্যা সাহেব নামে ডাকা হয় না? তৃতীয় অবাক কাণ্ড এই যে, আমি তো ইলহামের আলোকে ফেরাউন সাব্যস্ত হইয়াছি এবং মুহীউদ্দীন সাহেব মূসার স্থলাভিসিক্ত হইয়াছেন। অতএব মূসার জীবদ্দশাতেই আমার মরিয়া যাওয়া উচিত ছিল, না কি মূসারই বিনাশ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল? মুহীউদ্দীন সাহেবের বদদোয়ার ধারা জারী ছিল এবং আমার ধ্বংসের জন্য তিনি কয়েকটি ইলহামও দেখিয়া লইয়াছিলেন। তাহা হইলে ইহা কী হইল, ঐ সকল ইলহাম তাহার উপরই পড়িয়া গেল এবং আমার স্থলে তিনি মরিয়া গেলেন? ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নহে যে, যাহাকে তিনি ফেরাউন সাব্যস্ত করিয়াছিলেন সে তো এখনো জীবিত আছে? সে কথা বলিতেছে, বরং উন্নতির পর উন্নতি করিতেছে। কিন্তু তিনি যিনি নিজেকে মূসার সদৃশ মনে করিতেন তিনি কয়েক বৎসর হইল এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখন পৃথিবীতে তাহার নাম নিশানাও নাই। ইহা কীরূপ মূসা ছিল যে, ফেরাউনের সামনেই এই পৃথিবী ছাড়িয়া গেল? অতঃপর মুহীউদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় ইলহাম এই ছিল ঃ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر অর্থাৎ তোমার কুৎসাকারীকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে এবং সে নিঃসন্তান থাকিবে এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মরিবে। তাহার ধারণায় এই ইলহামে আমার বিনাশ ও ধ্বংশ এবং নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। * অতএব আলহামদুলিল্লাহ্, আমি এখনো জীবিত আছি, কিন্তু মিয়া মুহীউদ্দীন সাহেব প্রায় দশ বৎসর হইল মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। অপরপক্ষে তাহার এই ইলহামের পর আমার আরো তিনটি ছেলে হইল। যদি এই ইলহামের পর মুহীউদ্দীন সাহেবের গৃহেও কোন ছেলে হইয়া থাকে, যে জীবিত আছে, তবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি আমি তাহার স্ত্রীকে একশত টাকা নগদ দিব। অন্যথা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার এই ইলহাম তাহার জন্যই প্রযোজ্য হইল। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে এই কথা শুনিয়াছি যে, এই ইলহামের পর তাহার কোন ছেলে হয় নাই, বরং তাহার একটি যুবক ছেলে মরিয়া গেল। তাহার কেবল একটি ছেলে জীবিত আছে। মোট কথা তাহার এই ইলহামও যাহা মোবাহালার রঙে ছিল, তাহারই উপর বর্তিল। ঘটনাবলী ইহার যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছে তাহা ইহাই যে, যে প্রথমে ধ্বংস হইবে সে-ই ফেরাউন এবং যে মূসার স্থলাভিষিক্ত তাহার সম্পর্কে দ্বিতীয় ইলহামটি এই যে, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر যাহার অর্থ দুশমন তাহার জীবদ্দশাতেই নিঃসন্তান অবস্থায় মরিবে এবং সকল প্রকার নেয়ামত ও বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিবে ও সম্পূর্ণরূপে তাহার মূলোৎপাটন করা হইবে। যদি এই দুইটি ইলহাম মৌলবী আবদুর রহমান মুহীউদ্দিন সাহেব মুদ্রিত না করিতেন,যদি তাহার চিঠির প্রারম্ভেই আমার সম্পর্কে

---

* টীকা ঃ মোবাহালার ফল কেবল ইহাই নহে যে, মৌলবী মুহীউদ্দীন সাহেবের এই দোয়া اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر এর পর তিনি নিজেই মরিয়া গেলেন এবং তাহার আঠার বৎসর বয়সের একটি ছেলে মরিয়া গেল, বরং আমি কোন কোন মহিলাকে তাহার গৃহে পাঠাইয়া খবর লইয়াছি যে, তাহার স্ত্রী স্বয়ং নিজ মুখে বলেন, এই বদ্‌দোয়ার পর তাহার ঘরের অবস্থা উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। মৌলবী মুহীউদ্দীন অচিরেই মক্কা ও মদীনার পথে মৃত্যু বরণ করিল। তাহার পরিবার এতখানি অভাব-অনটন ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়া গেল যে, তাহারা এখন কেবল ভিক্ষাবৃত্তির উপর দিনাতিপাত করিতেছে। কোন কোন গ্রাম হইতে ভিক্ষা হিসাবে আটা আনে এবং ইহার সাহায্যে পেট ভরায়। যেদিন আটা আসে না, ঐ দিন অভুক্ত থাকিতে হয়। তাহার স্ত্রী বলিত যে, এখন আমাদের উপর রাত্রি নামিয়া আসিয়াছে।

তাহার এই ইচ্ছা না থাকিত যে, আমাকে মুসলিম জাহানের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত করা হইবে এবং সকলে আমাকে ফেরাউন মনে করিবে এবং আমার মৃত্যুর পর আমাকে বানোয়াট ও মিথ্যাবাদী বলিয়া আমার উপর সর্বদা অভিসম্পাত দিতে থাকিবে, তবে খোদাতা'লা তাহাকে এত শীঘ্র ধ্বংস করিতেন না। কিন্তু তিনি জগদ্বাসীকে তাহার ইলহামের মাধ্যমে এই প্ররোচনা দিলেন যেন তাহারা আমাকে কাফের, মোনাফেক ও অভিশপ্ত মনে করে। তদুপরি আমি তাহার জীবদ্দশাতে আমার সকল সন্তানাদিসহ মরিয়া যাইব। আমার সকল কাজ কারবার বিগড়াইয়া যাইবে এবং তিনি ওলীআল্লাহ্ ও অলৌকিক পুরুষ প্রমাণিত হইবেন। বলাবাহুল্য, খোদাতা'লা একজন সত্যবাদীর জন্য এইরূপ লাঞ্ছনার ব্যবস্থা রাখেন না এবং তিনি চাহেন না যে, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাক। কেননা, তদবস্থায় তিনি স্বয়ং নিজের সম্প্রদায়ের দুশমন হইবেন। তাই খোদাতা'লা এই সিদ্ধান্তই পসন্দ করিলেন যে, তাহাকেই ধ্বংস ও বিনাশ করিয়া দিলেন। এই দোয়ার পর তাহার গৃহে কোন ছেলের জন্ম হয় নাই। বরং পূর্বের একটি ছেলেও মরিয়া গেল। হাজার হাজার লোক এই কথা জানে যে, খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমি এই ইলহাম প্রকাশ করিয়াছি যে, اني مهين من اراد اهانتك অতএব ইহাতে কি কোন সন্দেহ আছে যে, আমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য আব্দুর রহমান মুহীউদ্দীন সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছে। আমাকে ফেরাউন বানাইয়াছে। আমার মূলোৎপাটনের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে। আমার সন্তানের মৃত্যুর খবর দিয়াছে যে, সকলেই মরিয়া যাইবে। অতএব যদি আমি তাহার পূর্বেই মরিয়া যাইতাম তবে কি ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিত যে, তাহার সকল বন্ধু আমার মৃত্যুকে তাহার কেরামতী বানাইত ? যদি আমার সন্তানও মরিয়া যাইত তবে তাহার দুইটি কেরামতী ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু খোদাতা'লা তাহার এই ইলহামের পর আমাকে আরো তিনটি ছেলে দান করেন এবং তাঁহার ওয়াদা اني مهين من اراد اهانتك অনুযায়ী তিনি মুহীউদ্দীনকে আমার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস করিয়া তাহার লাঞ্ছনা প্রকাশ করিয়া দিলেন। কেবল ইহাই নহে বরং তাহার ان شانئك هو الابتر ইলহামের পর খোদা আমাকে কেবল তিন পুত্রই দেন নাই, বরং তাহার স্ত্রীকে নিঃসন্তান রাখিলেন। এইভাবে তিনি আমার ইজ্জতের প্রমাণ পৃথিবীতে প্রকাশ করিলেন। নিজের বিশ্বস্ত বান্দাদের জন্য খোদাতা'লার চাইতে অধিক কে আর আত্মাভিমানী হইতে পারে ? তিনি আমার জন্য আত্মাভিমান দেখাইলেন। আফসোস, আব্দুর রহমান মুহীউদ্দীন মৌলবী ও মুলহেম (ইলহামপ্রাপ্ত) বলিয়া কথিত হওয়া সত্ত্বেও খোদাতা'লাকে কোন ভয় করিল না এবং এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও لا تقف ما ليس لك به علم (অর্থ ঃ–যে বিষয়ে তুমি জান না সে বিষয়ে তুমি হঠকারিতা দেখাইও না – অনুবাদক) সে ভয় করিল না। এই জন্য খোদাতা'লার ওয়াদা اني مهين من اراد اهانتك তাহাকে পাকড়াও করিল।

অতএব আমার জন্য ইহা একটি বড় নিদর্শন যে, যে ব্যক্তি আমাকে ধ্বংস করার জন্য একটি ইলহাম পেশ করিত সে নিজেই ধ্বংস ও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গেল। যেহেতু আব্দুর রহমান মুহীউদ্দীন আলেম খান্দানের লোক ছিল, হাজার হাজার লোকের উপর তাহার প্রভাব ছিল, তাহা ছাড়া সে পীরযাদা ও ইলহামেরও দাবীদার ছিল,এবং ঐ অঞ্চলে

একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল ও মানুষের লক্ষ্যস্থল ছিল, এইজন্য খোদাতা'লা চাহিলেন না যে, তাহার কথায় মানুষ ধ্বংস হউক। অতএব ইহাই রহস্য যে, তাহার ইলহামের পর, যাহার আলোকে সে আমার ধ্বংস ও বিনাশের অপেক্ষায় ছিল, খোদা তাহাকেই ধ্বংস করিলেন এবং আমার উপর শত শত বরকত নাযেল করিলেন। এতদ্ব্যতীত إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ইলহামের পর তাহার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাহার ইলহামের পর আমাকে আরো তিনটি পুত্র দিলেন। কোথায় গেল তাহার ان شانئك هو الابتر ইলহাম ? কে ইহাতে সন্দেহ করিতে পারে যে, যদি তাহার এই ইলহাম পূর্ণ হইয়া যাইত এবং সে জীবিত থাকিত এবং আমি ধ্বংস হইয়া যাইতাম এবং তাহার সন্তান হইত ও আমি নিঃসন্তান থাকিতাম, তবে সে লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট কেরামতওয়ালা ব্যক্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিত। তাহা ছাড়া পূর্ব হইতেই তাহার পীরযাদার খান্দান তো ছিলই। অতএব এই কেরামতীর দরুন লখোকের নিবাসীর নাম স্বার্থক হইয়া যাইত এবং লাখ লাখ মানুষ লখোকের নিবাসীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত। তাই খোদা পাঞ্জাবী প্রবাদ "লাখ শূন্যের কোঠায়" অনুযায়ী তাহাকে শূন্যে পরিণত করিলেন। তাহার হজ্জও স্বার্থক হইল না। সে মক্কা ও মদীনার পথে মৃত্যু বরণ করিল। কেননা, খানা কা'বা যালেমকে রক্ষা করিতে পারে না।

আমার সহিত খোদাতা'লার রীতি এই যে, যে ব্যক্তি আমাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়, অবশেষে তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন, অথবা তাহার মোকাবেলায় অন্য কোনভাবে আমার জন্য নিদর্শন প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুইটির মধ্যে নিশ্চিতরূপে একটি করিয়া থাকেন, অথবা দুই দিক হইতেই নিজের কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। যেহেতু আব্দুর রহমান মুহীউদ্দীন আমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য সমগ্র পাঞ্জাবের মসুলমানদের নিকট একটি সাধারণ সার্কুলার জারী করিল এবং বলিল এই ব্যক্তি বানোয়াট, মিথ্যাবাদী, মোনাফেক, কাফের ও ফেরাউন, কেবল এতটুকুই নহে, বরং ইহার সহিত এই ইলহামও জুড়িয়া দিল যে, খোদা তাহাকে বিনাশ করিবেন, ধ্বংস করিবেন, তাহার সন্তানও মরিয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ বাঁচিয়া থাকিবে না, এই জন্য সে নিজের সীমা লংঘনের দরুন খোদার ইলহাম انى مهين من اراد اهانتك অনুযায়ী লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য হইয়া গেল। অতএব ইহার চাইতে অধিক কি লাঞ্ছনা হইতে পারে যে, সে আমার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হইয়া গেল। যদি আমি তাহার ইলহাম অনুযায়ী ফেরাউন হইতাম, তবে তাহার সম্মুখেই আমার ধ্বংস হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। তাহার ধ্বংস হইয়া যাওয়া উচিত ছিল না। ইহা ছাড়া তাহার ইলহামে কথা ছিল যে, আমি নিঃসন্তান থাকিব। তাহার মৃত্যুর পর খোদা আমাকে আরো তিনটি ছেলে দিলেন। অতএব ইহাও তাহার জন্য লাঞ্ছনার ব্যাপার যে, তাহার ইলহামের বিপরীত ঘটনা ঘটিল।

আমি লিখিয়াছি যে, যখন কোন ব্যক্তি আমাকে লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করে তখন খোদাতা'লা অন্য কোনভাবে আমার জন্য নিদর্শন প্রদর্শন করেন। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, যখন আথম শর্তযুক্ত মেয়াদের পর মরিল তখন নির্বোধেরা হৈ চৈ শুরু করিয়া দিল যে, সে মেয়াদের মধ্যে মরে নাই ; অথচ সে ইলহামের শর্ত পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কেননা, সে ষাট বা সত্তর জন ব্যক্তির সম্মুখে দাজ্জাল বলা হইতে বিরত থাকার জন্য রুজু

করিয়াছিল এবং শর্ত পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যাহাদের স্বভাব পবিত্র ছিল না তাহারা আপত্তি উত্থাপন করা হইতে বিরত থাকিল না। তখন খোদাতা'লা আমার সাহায্য ও সমর্থনের জন্য লেখরামকে মারিয়া ফেলার নিদর্শন দেখাইলেন।

অনুরূপভাবে যখন আমার প্রথম সন্তান মৃত্যু বরণ করিল তখন নির্বোধ মৌলবীরা, তাহাদের বন্ধু-বান্ধবরা, খৃষ্টানরা ও হিন্দুরা তাহার মৃত্যুতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিল। বারবার তাহাদিগকে বলা হইল যে, ১৮৮৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীতে ইহাও একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কোন কোন ছেলের মৃত্যু হইবে। অতএব অল্প বয়সে কোন কোন ছেলের মৃত্যু বরণ করা নিশ্চিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ সকল লোক আপত্তি উত্থাপন করা হইতে বিরত হইল না। তখন খোদাতা'লা আমাকে অন্য একটি ছেলের সুসংবাদ দিলেন। বস্তুতঃ আমার সবুজ ইশ্‌তেহারের সপ্তম পৃষ্ঠায় ঐ ছেলেটির জন্ম হওয়ার ব্যাপারে এই সুসংবাদ আছে ঃ "দ্বিতীয় বশীর দেওয়া হইবে। তাহার অন্য নাম মাহমুদ। যদিও সে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই, তথাপি সে খোদাতা'লার ওয়াদা অনুযায়ী মেয়াদের মধ্যে নিশ্চয় জন্ম গ্রহণ করিবে। যমীন আসমান টলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়াদা টলা সম্ভব নহে।" এ সকল কথা সবুজ ইশ্‌তেহারের সপ্তম পৃষ্ঠায় লেখা আছে। তদনুযায়ী ১৮৮৯ সালের জানুয়ারীতে ছেলের জন্ম হইল। তাহার নাম মাহমুদ রাখা হইল। খোদার ফযলে সে এখনো জীবিত মজুদ আছে। তাহার বয়স এখন ১৭ সতেরো বৎসর।

১৬১নং নিদর্শন ঃ যখন লেখরামকে হত্যা করা হইল তখন আমার সম্পর্কে আর্যদের সন্দেহের উদ্রেক হইল যে, আমার কোন শীষ্য (তাহাকে) হত্যা করিয়াছে। বস্তুতঃ আমার খানাতল্লাশীও হইল। নিজেদের শত্রুতার দরুন কোন কোন মৌলবী তাহাদের পত্র-পত্রিকায় এই কথা প্রকাশ করিল যে, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাহাকে লেখরামের নিহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ঐ সময় খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার নিকট এই ইলহাম হইল

سلامت بر تو اے مردِ سلامت

(অর্থ ঃ হে শান্তির দূত ! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক - অনুবাদক) এবং ঐ ইশ্‌তেহার, যাহাতে এই ইলহাম ছিল, তাহা ছাপানো হইল। তখন বিরুদ্ধ-বাদীদের কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খোদাতা'লা দুশমনদের অপবাদ হইতে এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও পরিকল্পনা হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য। আমার জামাতের অনেক লোক ইহার সাক্ষী।

১৬২নং নিদর্শন ঃ যখন আমার বিরুদ্ধে ডক্টর মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ হইতে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করা হইল তখন এইরূপ মোকদ্দমা দায়ের করা হইবে বলিয়া খোদা এই গুপ্ত বিপদ সম্পর্কে পূর্বেই আমাকে অবহিত করেন। অন্যদিকে খোদা আমাকে ইহাও অবহিত করেন যে, অবশেষে আমি মুক্ত হইব। এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যখন ঐ বিপদ প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দিল এবং সাক্ষীরা সাক্ষ্য প্রদান করিল এবং মোকদ্দমার পরিস্থিতি বিপজ্জনক হইয়া উঠিল তখন আমার নিকট ইলহাম হইল; "বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে

বিভেদ এবং এক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অবমাননা"। অতএব খোদাতা'লার ফযলে এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল। আবদুল হামীদ এই খুনের সংবাদদাতা ছিল। সে আমার সম্পর্কে এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল যে, আমি তাহাকে খুন করার জন্য পাঠাইয়াছি। অবশেষে সে অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীর নিকট হইতে পৃথক হইয়া সত্য সত্য অবস্থা বর্ণনা করিয়া দিল, যদ্দরুন আমাকে রেহাই করিয়া দেওয়া হইল। অন্যদিকে বাদী পক্ষের একজন সম্মানিত সাক্ষীকে আদালতে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইল। এইভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। এ স্থলে শোকর করিতে হয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ও রেহাই এর ভবিষ্যদ্বাণীর তিনশতের অধিক সাক্ষী আছে।

১৬৩নং নিদর্শন ঃ নেবরাস পুস্তকের গ্রন্থকার এক মৌলবী সাহেব তাহার জামাররুদ (পুস্তক)-এর টীকা লিখিতে গিয়া আমার বিরুদ্ধে এই বদ্‌দোয়া করেন ঃ كسّرهم الله تعالىٰ অর্থাৎ এই ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহমদ এবং তাহার পরিবার-পরিজনকে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হউক। তখনো টীকা লেখা শেষ হয় নাই, এমন সময় ঐ মৌলবী নূর আহমদ ও তাহার সাহায্যকারী ভাই নূর মুহাম্মদ যাহারা মৌলবী খোদা ইয়ার এর দুইপুত্র ছিল মরিয়া গেল। পক্ষান্তরে খোদা আমাকে আরো তিনটি ছেলে দিলেন।

১৬৪নং নিদর্শন ঃ শিয়া সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নিজেকে শেখ নজফী নামে প্রচার করিত। সে একবার লাহোরে আসিয়া আমার বিরুদ্ধে হৈ চৈ শুরু করিয়া দিল এবং নিদর্শন চাহিল। আমি বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে ১৮৯৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এই ওয়াদা দিলাম যে, ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে খোদাতা'লা আমার কোন নিদর্শন দেখাইবেন। তখনো চল্লিশ দিন পূর্ণ হয় নাই। এমন সময় ১৮৯৭ সালের ৬ই মার্চ লেখরাম পেশোয়ারীর নিহত হওয়ার নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া গেল। তখন শেখ নজফী এইভাবে হারাইয়া গেল যে, সে কোথায় চলিয়া গেল তাহার চিহ্ন পাওয়া গেল না। আমার ১৮৯৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞাপন দেখ।

১৬৫নং নিদর্শন ঃ ১৯০০ সালের ১১ই এপ্রিল ঈদুল আযহার দিন ভোরে আমার নিকট ইলহাম হইল – আজ তুমি আরবীতে খোৎবা দিবে। তোমাকে শক্তি দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই ইলহাম হইল ঃ كلام أفصحت من لدن ربّ كريم অর্থাৎ এই বক্তৃতায় খোদার তরফ হইতে তোমাকে বাগ্মিতা দান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তখনই এই ইলহাম সম্পর্কে ভ্রাতা মরহুম মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব, ভ্রাতা হাকিম মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব, শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব, মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম, এ, মাষ্টার আব্দুর রহমান সাহেব, মাষ্টার শের আলী সাহেব, বি, এ, হাফেয আবদুল আলী সাহেব এবং আরো অনেক বন্ধুকে জানাইয়া দেওয়া হইল। তখন আমি ঈদের নামাযের পর আরবী ভাষায় খোৎবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। খোদাতা'লা জানেন যে, অদৃশ্য হইতে আমাকে এক শক্তি দেওয়া হইল এবং ঐ বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী খোৎবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছিল। আমি ধারণা করিতে পারি না এইরূপ বক্তৃতা যাহার ব্যাপ্তি কয়েক খণ্ডে ছিল, তাহা পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত এবং খোদার বিশেষ ইলহাম ছাড়া এইরূপ

বাগ্মিতা ও ওজস্বীতার সহিত কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে দিতে পারে। সে সময়ে এই আরবী বক্তৃতা, যাহার নাম খোৎবায়ে ইলহামীয়া রাখা হইয়াছে, লোকদিগকে শুনানো হইল। তখন উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা সম্ভবতঃ ২০০ (দুইশত)-এর কাছাকাছি হইয়া গেল। সুব্‌হানাল্লাহ্ ! ঐ সময় একটি অদৃশ্য ঝরণা ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। আমি জানি না আমি বলিতেছিলাম না কি আমার মুখে কোন ফেরেশ্‌তা কথা বলিতেছিল। কেননা, আমি জানিতাম এই বক্তৃতায় আমার কোন দখল ছিল না। তৈরী বাক্যসমূহ আমার মুখ হইতে আপনা আপনি বাহির হইতেছিল এবং প্রতিটি বাক্যই আমার জন্য নিদর্শন ছিল। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বক্তৃতাই মুদ্রিত অবস্থায় মজুদ আছে। ইহার নাম খোৎবায়ে ইলহামীয়া। এই পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝা যাইবে যে, চিন্তা-ভাবনা ব্যতীত দাঁড়াইয়া এত বড় বক্তৃতা আরবী ভাষায় উপস্থিতভাবে দেওয়া কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ? ইহা একটি জ্ঞান সংক্রান্ত মো'জেযা, যাহা খোদা দেখাইয়াছেন। কাহারো পক্ষে ইহার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সম্ভব নহে।

১৬৬নং নিদর্শন ঃ দীর্ঘকাল হইতে আমার দুইটি ব্যাধি ছিল। প্রথম হইল তীব্র মাথা ব্যথা যদ্দরুন আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়া যাইতাম এবং ইহার সহিত ভয়ানক উপসর্গ দেখা দিত। আমার এই অসুখ প্রায় ২৫ (পঁচিশ) বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। ইহার সহিত মাথা ঘুরানোও যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। চিকিৎসকগণ লিখিয়াছেন যে, এই রোগ দুইটি শেষ পরিণতিতে মৃগীতে রূপান্তরিত হয়। বস্তুতঃ আমার বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের প্রায় দুইমাস পর্যন্ত এই রোগেই আক্রান্ত হইয়া অবশেষে মৃগী রোগাগ্রস্ত হইয়া গেলেন। ইহাতেই তিনি মৃত্যু বরণ করিলেন। এই রোগগুলি হইতে যেন খোদাতা'লা আমাকে রক্ষা করেন, সেইজন্য আমি দোয়া করিতে থাকিলাম। একবার কাশ্‌ফের জগতে আমাকে দেখানো হইল যে, চারপাই এর আকারে একটি কালো বর্ণের বিপদ আমার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল। উহার উচ্চতা ভেড়ার সমান ছিল। উহার দেহে বড় বড় লোম ছিল। উহার বড় বড় থাবা ছিল। তখন আমার হৃদয়ে উদ্রেক করা হইল যে, ইহাই মৃগী। তখন আমি উহার বুকের উপর জোরে আমার ডান হাত মারিলাম এবং বলিলাম, দূর হ, আমার মধ্যে তোর কোন অংশ নাই। খোদাতা'লা জানেন ইহার পর ঐ বিপজ্জনক ব্যাধিসমূহ দূর হইতে লাগিল। এবং তীব্র বেদনা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাইতে লাগিল। কেবল মাথা ঘুরানো কখনো কখনো দেখা দিত, যাহাতে দুইটি হলুদ চাদরের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। দ্বিতীয় রোগ ডায়াবেটিস্ প্রায় ২০ (বিশ) বৎসর যাবৎ আমার সহিত যুক্ত আছে। পূর্বেও এই নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখনো প্রতিদিন প্রায় বিশবার আমার প্রস্রাব হয়। পরীক্ষায় আমার প্রস্রাবে চিনি পাওয়া গিয়াছে। একদিন আমার মনে হইল ডাক্তারদের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় ডায়বেটিসের পরিণতি চোখ দিয়া পানি পড়া এবং বা কার্বঙ্কল অর্থাৎ ক্যান্সারের ফোড়া বাহির হওয়া, যাহা ভয়ানক হইয়া থাকে। তখনই পানি পড়া সম্পর্কে আমার নিকট ইলহাম হইল ঃ نزلت الرحمة على ثلث العين وعلى الاخريين

অর্থাৎ চক্ষু এবং দেহের আরো দুইটি অংগের উপর মোট তিনটি অংগের উপর রহমত অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতঃপর আমার মনে যখন কার্বঙ্কলের কথা উদয় হইল তখন ইলহাম হইল السلام عليكم (অর্থঃ - তোমার উপর শান্তি—অনুবাদক)। অতএব

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে আমি এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত আছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

১৬৭নং নিদর্শন ঃ প্রায় তের বৎসর অতিক্রম করিয়াছে যখন আমার নিকট সা'দুল্লাহ্ নও মুসলিম লুধিয়ানুবী সম্পর্কে ইলহাম হইয়াছিল إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমার যে শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকিবে - অনুবাদক)। দুই হাজার টাকা পুরস্কার সংক্রান্ত আনোয়ারুল ইসলামে লিপিবদ্ধ ইশ্তেহারের ১২ পৃষ্ঠা দেখ। ঐ সময় সা'দুল্লাহ্র পনর বা ষোল বৎসর বয়সের একটি পুত্র মজুদ ছিল। এই ওহীর পর তের বৎসর অতিক্রম করা সত্ত্বেও তাহার গৃহে একটি সন্তানও হয় নাই। উল্লেখিত ইলহামের দরুন তাহার প্রথম ছেলেরও বংশ ধারা অব্যাহত রাখার শক্তি রহিল না। অতএব নিঃসন্তান থাকার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রমাণ সুস্পষ্ট এবং নির্বংশ হওয়ার লক্ষণাবলী মজুদ আছে *।

১৬৮নং নিদর্শন ঃ খোদাতা'লা আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হইবে এবং গৃহসমূহে নদী প্রবাহিত হইবে এবং ইহার পর মারাত্মক ভূমিকম্প আসিবে। বস্তুতঃ এই বৃষ্টিপাতের পূর্বেই খোদার ঐ ওহী বদর, আল্ হাকাম পত্রিকায় ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ তদ্রূপই ঘটিল। বৃষ্টিপাতের আধিক্যে কয়েকটি গ্রাম বিরান হইয়া গেল। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। উহার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ মারাত্মক ভূমিকম্পের অপেক্ষা করিতে হইবে। অতএব অপেক্ষা করাই শ্রেয় ঃ।

১৬৯নং নিদর্শন ঃ যখন আমরা বসন্ত মৌসুমে ১৯০৫ সালে বাগানে ছিলাম তখন আমার নিকট আমার জামাতের লোক, যাহারা বাগানে ছিল, তাহাদের কোন একজন সম্পর্কে এই ইলহাম হইয়াছিল যে, খোদার ইচ্ছাই ছিল না তাহাকে সুস্থ করেন। কিন্তু ফযল দ্বারা খোদা স্বীয় ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। এই ইলহামের পর এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, সৈয়্যদ মাহ্দী হোসেন সাহেব যিনি আমাদের বাগানে ছিলেন এবং আমার জামাতভুক্ত, তাহার স্ত্রী মারাত্মক অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি পুর্বেও জ্বরে এবং ফোলা রোগে যাহা মুখে এবং উভয় পায়ে ও সমস্ত শরীরে ছিল, অসুস্থ ছিলেন এবং খুব দুর্বল ছিলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। বাগানে তাহার গর্ভপাত হইল। ইহাতে তাহার অবস্থা খুব নাজুক হইয়া পড়িল এবং নিরাশার লক্ষণাবলী দেখা দিল। আমি তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিলাম। অবশেষে খোদাতা'লার ফযলে সে দ্বিতীয়বার জীবন লাভ করিল।

---

* টীকা ঃ সা'দুল্লাহ্র প্রথম ছেলে اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَر ইলহামের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এখন তাহার বয়স প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বৎসর। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এখনো তাহার বিবাহ হইল না এবং না তাহার বিবাহের কোন চিন্তা আছে ? ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভিতরে কোন রহস্য আছে। সা'দুল্লাহ্র উচিত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সে নিজের গৃহে সন্তানের জন্ম দিয়া দেখাইয়া দিক, অথবা প্রথম সন্তানের বিবাহ দিয়া তাহার মাধ্যমে সন্তান লাভ করাইয়া তাহার পুরুষত্ব প্রমাণ করুক। স্মরণ রাখিতে হইবে, এই দুইটির মধ্যে সে কখনো একটিও করিতে পারিবে না। কেননা, খোদার কালাম তাহার নাম 'আবতার' (নিঃসন্তান) রাখিয়াছে। ইহা সম্ভব নহে যে, খোদার কালাম ব্যর্থ হইবে। নিশ্চিতরূপে সে নিঃসন্তান অবস্থাতেই মরিবে। লক্ষণাবলী তাহাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

এই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন ভ্রাতা হাকিম মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব, মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ, মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এবং মাহ্‌দী হাসান সাহেব নিজে ও ঐ সকল বন্ধু যাহারা আমার সহিত বাগানে ছিলেন। দোয়ার পর দ্বিতীয় দিন সৈয়্যদ মাহদী হাসানের স্ত্রীর মুখে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই ইলহাম জারী হইল, "তুমি সুস্থ হইতে না ; কিন্তু হযরত সাহেবের দোয়ার দরুন তুমি এখন সুস্থ হইয়া যাইবে।"

১৭০নং নিদর্শন ঃ ইহা আল্ বদরের দ্বিতীয় খন্ডের ২৪তম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আমি এইমাত্র লিখিয়াছি যে, ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই ইহা আল্ বদর পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরবর্তীতে তদ্রূপেই ঘটনা প্রকাশিত হইল। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

রাত্রি বেলায়, যাহা ১৯০৩ সালের ২৮শে জুন দিবাগত রাত্রি ছিল, অর্থাৎ ঐ রাত্রি যাহার পর সোমবার ছিল এবং ১৯০৩ সালের ২৯শে জুন ছিল, আমার হৃদয়ে প্রবল বেগে এই চিন্তার উদ্রেক হইল যে, এই মোকদ্দমার পরিণতি কি হইবে যাহা করম দীনের পক্ষ হইতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আছে বা আমার জামাতের লোকদের পক্ষ হইতে করম দীনের বিরুদ্ধে রুজুকৃত আছে। সুতরাং এই প্রবল চিন্তার সময় আমার মনোযোগ খোদার ওহীর দিকে ফিরানো হইল এবং খোদার এই কালাম আমার উপর অবতীর্ণ হইল যাহা অর্থসহ আল্ বদর পত্রিকায় সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল। খোদার কালামটি এই যে ঃ

إِنَّ اللهَ مَعَ الذين اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ محسنون- فيه اٰيات للسَّائِلِين

ইহার এই অর্থ বুঝানো হইল যে, এই দুইটি পক্ষের মধ্যে খোদা তাহাদের সহিত থাকিবেন এবং তাহাদিগকে বিজয় ও সাহায্য দান করিবেন যাহারা পুণ্যবান, অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, যুলুম করে না, অপবাদ লাগায় না এবং প্রতারণা, ধোঁকা ও আত্মসাৎ এর মাধ্যমে অযথা খোদার বান্দাদেরকে কষ্ট দেয় না, এবং যারা খোদাকে ভয় করিয়া তাঁহার বান্দাদের সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সহিত সদাচরণ করে, যাহারা মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণকামী, যাহাদের মধ্যে পশুত্ব, যুলুম ও পাপের প্রবণতা নাই, বরং সাধারণভাবে সকলের সহিত সদাচরণের জন্য প্রস্তুত, অতএব পরিণামে তাহাদের অনুকূলে ফয়সালা হইবে। তখন কোন্ পক্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রশ্ন যাহারা করে তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন, বরং কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে।

والسلام على من اتبع الهدى (অর্থ ঃ যে হেদায়াত অনুসরণ করে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক-অনুবাদক) আল্ বদর পত্রিকার দ্বিতীয় খন্ডের ২৪তম সংখ্যা দেখ।

ইহার পর করম দীনের পক্ষ হইতে যে সকল মোকদ্দমা দায়েরকৃত ছিল ঐগুলি খারেজ হইয়া সে শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া গেল। খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপে পূর্ণ হইল যে, খোদাতালা'র নির্ধারিত লক্ষণাদি যাহা এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বিজয় লাভকারীদের জন্য রহিয়াছে, ঐগুলি আমরা লাভ করিলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার।

১৭১নং নিদর্শন ঃ আজিকার ডাকে (১৯০৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর, রোজ বৃহস্পতিবার) ঝিলাম জিলার অন্তর্গত দোল মিয়াল মৌজা হইতে আমার নিকট একটি চিঠি পৌছিল। এই চিঠিতে একটি বড় নিদর্শনের উল্লেখ আছে। এই চিঠির লেখক

হাকীম করমদাদ সাহেব। তিনি ঝিলাম জিলায় একজন সম্মানিত জমিদার। তিনি পিণ্ডিদাদন খান তহসীলের অন্তর্গত দোল মিয়াল মৌজায় থাকেন। তিনি এই চিঠির সহিত মির্যা নামক এক ফকিরের একটি অঙ্গীকার নামা মোবাহালাস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। এই অঙ্গীকার নামায় আমার মরিয়া যাওয়া সম্পর্কে তাহার একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইহাতে গ্রামের মাতব্বর ও অন্যান্য অনেক লোকের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ আছে। অতএব প্রথমে হাকীম করমদাদ সাহেবের চিঠি লিপিবদ্ধ করা হইতেছে এবং পরে উক্ত ফকিরের চিঠি লিপিবদ্ধ করা হইবে, যিনি নিজেকে নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী রসূলিহিল কারীম এক বুযর্গ ওলীআল্লাহ্ সাব্যস্ত করেন। শেষে উল্লেখ করা হইবে ফকির সাহেবের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হইল। যেহেতু এই ঘটনা দোল মিয়াল মৌজার সকল বাসিন্দা জানেন, তাই প্রত্যেকের অধিকার আছে যদি এই ঘটনা তাহার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস না হয় তবে দোল মিয়ালে যাইয়া খোদাতা'লার কসম দিয়া তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। বহুল প্রচারিত এই ঘটনাকে গোপন করার শক্তি কাহারো নাই। এখন আমি নিম্নে হাকীম করমদাদ সাহেবের চিঠি লিপিবদ্ধ করিতেছি এবং পরে ফকির মির্যার অঙ্গীকার নামা ও এই ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ ফলাফল লিপিবদ্ধ করিব। আমি সর্বশক্তিমান ও করুণাময় খোদার শোকর আদায় করিতেছি, যিনি সকল ময়দানে আমাকে বিজয় দান করিয়া থাকেন।

হাকিম করিমদাদ সাহেবের চিঠি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রসূলিহিল কারীম

বাহুযূর জনাব মসীহ্ মাওউদ ওয়া মাহদী মাহুদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আলায়হেস সালাতুস্ সালাম। আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্তা'লা হুযূরের সত্যবাদিতার দুইটি বড় নিদর্শন আমাদের গ্রামে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা এই গ্রামের শিশুরাও জানে। ইহাদের মধ্যে প্রথম নিদর্শনটি এই যে, এই স্থানে মির্যা নামক এক ব্যক্তি নিজেকে ইলহাম ও কাশ্‌ফ লাভকারী মনে করিত। সে ১৩২১ হিজরীর, ৭ই রমযানে একদিন ভোর বেলায় তাহার মসজিদের পনর বিশ জন সঙ্গী সাথী লইয়া হাফেয শাহ্বাজ সাহেব আহমদীর গৃহে আসিল এবং বলিতে লাগিল যে, আমি তোমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করিতে আসিয়াছি এবং এই সকল লোক আমার সাক্ষী। এই অধম লেখক বলিল, ফকীর সাহেব, আপনি কোন্ বিষয় মোকাবেলা করিতে চাহিতেছেন ? ফকীর সাহেব ঃ তুমি কি মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্রূপে মান ? লেখক ঃ হ্যাঁ। ফকীর সাহেব ঃ ঐ ব্যক্তি এই দাবীতে মিথ্যাবাদী। লেখক ঃ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী মনে করার পিছনে আপনার নিকট কী দলিল আছে। ফকীর সাহেব ঃ দলিল এই যে, আমি ইলহামলাভকারী ব্যক্তি এবং বারবার আমার সহিত জনাব রসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমাকে বলা হইয়াছে, তুমি মাহ্দী আখেরুজ্জামানের প্রথম সারির একজন শিষ্য। যেহেতু মির্যা সাহেবের দাবীর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমি এখনো তাহার বিরুদ্ধবাদী, তাই আমি আমার ইলহামের ভিত্তিতে এই ব্যক্তিকে

মিথ্যাবাদী মনে করি। এতদ্ব্যতীত আমাকে মাহ্‌দীর আবির্ভাবের যুগের একটি নিদর্শনও দেখানো হইয়াছে যে, পূর্বদিক হইতে একটি জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল, যাহা পশ্চিমে গিয়া ছড়াইয়া পড়িল। এই জ্যোতিও আমি এই পর্যন্ত দেখি নাই। সুতরাং আমি মির্যা সাহেবকে কি করিয়া মানিব ? লেখক ঃ ফকীর সাহেবের এই ইলহামী ও কাশ্‌ফী দৃশ্য হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর সত্যায়ন ও সমর্থনকারী। তাহা হইলে আপনি তাহাকে কেন মিথ্যাবাদী মনে করেন ? কেননা, আপনার ইলহাম হইতে প্রমাণিত হয় যে, মাহ্‌দীর আবির্ভাব হইবে পাঞ্জাবে। নতুবা আপনি কীভাবে প্রথম সারির নিষ্ঠাবান শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন ? যদি আরবে মাহ্‌দীর আবির্ভাব মানিয়া নেওয়া হয় তবে এমতাবস্থায় আপনার নম্বর অনেক পিছনে থাকিয়া যায়, অথবা আপনি মাহ্‌দীর চর্চ্চা শুনিয়া পশ্চিমে যাইবেন, অথবা আপনার ইলহামী আকর্ষণ মাহ্‌দীকে পাঞ্জাবে লইয়া আসিবেন। যে কোন অবস্থাতেই আপনি প্রথম সারি লাভ করিতে পারিবেন না। আপনি যে জ্যোতিঃ দেখিয়াছেন ইহার অর্থ এই যে, কাদিয়ান পূর্ব দিকে এবং জনাব মির্যা সাহেবের শিক্ষায় পাশ্চাত্যের দেশসমুহে ইসলামের তওহীদের জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িতেছে। অতএব আপনার মির্যা সাহেবের নিষ্ঠাবান শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ফকীর সাহেব ঃ আমি অন্তর্ভূক্ত হইব না। কেননা, আজ রাত্রিতে আমি দেখিয়াছি যে, আমি আরশের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি। আমাকে বলা হইয়াছে এই রমযানের ২৭ তারিখের মধ্যে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উপর একটি ভয়ঙ্কর বিপদ অবতীর্ণ হইবে। আমি বুঝি না এই বিপদের অর্থ কি মৃত্যু না কী অন্য কোন লাঞ্ছনা যদ্দরুন সব কিছু উল্টা-পাল্টা হইয়া তাহার নাম-নিশানা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং সারা জগতের লোক এই অবস্থা দেখিবে। যদি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে আমি সকল প্রকারের শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী বদর বা আল্ হাকাম পত্রিকায় ছাপাইয়া দাও এবং আমার নিকট হইতে অঙ্গীকারনামা লিখাইয়া নাও। যদি তুমি এইরূপ না কর তবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনিতেছে যে, তোমরা এক মিথ্যাবাদী ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বলার দরুন লেখক এই ইলহাম লাভকারীর নিকট হইতে অঙ্গীকারনামা লিখাইয়া নিয়াছি। ঐ অঙ্গীকারনামা নিম্নরূপ ঃ

ফকীর মির্যার অঙ্গীকারনামা, যাহাতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রসূলিহিল কারীম

আমি মির্যা * পিতা ফয়েয বক্‌শ, জাতিতে আওয়ান, সাকিন দোল মিয়াল, এলাকা কহো, তহসিল পিণ্ড দাদন খান, জিলা ঝিলামের অধিবাসী। আমি এই অঙ্গীকারনামা নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে লিখিয়া দিতেছি যে, আমি বার বার জনাব রসূলুল্লাহ্

---

* ইহা ফকীর মির্যা কর্তৃক দস্তখতকৃত আসল অঙ্গীকারনামা, যাহাতে নির্ভরযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য মোহর ও টিপসহি লাগানো আছে। এই চিঠি হাকিম করমদাদ সাহেব আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহা এখানে হেফাযতের সহিত রাখা হইয়াছে, যাহাতে যে কোন সন্দেহ পোষণকারীকে ইহা দেখানো যাইতে পারে।

সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সহিত স্বপ্নে সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং স্বয়ং আরশে মোয়াল্লা পর্যন্ত গিয়াছি। আমার নিকট ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী তাহার দাবীতে মিথ্যাবাদী। ইলহামের মাধ্যমে আমাকে জানানো হইয়াছে যে, মির্যা গোলাম সাহেবের সম্প্রদায় ১৩২১ হিজরীর ২৭শে রমযান মোবারক পর্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ভয়ংকর রকমের লাঞ্ছনা নামিয়া আসিবে। সমগ্র বিশ্ববাসী ইহা দেখিবে। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়, অর্থাৎ যদি মির্যার এই সম্প্রদায় এবং তাহার উত্থান ১৩২১ হিজরীর ২৭শে রমযান পর্যন্ত কায়েম থাকে, বা উন্নতি লাভ করে, তবে আমি সব ধরনের শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের অধিকার থাকিবে যে, তাহারা আমাকে সঙ্গেসারের মাধ্যমে হত্যা করিতে পারিবে, বা আমার জন্য অন্য কোন শাস্তি নির্ধারিত করিতে পারিবে। ইহা কখনো আমি অস্বীকার করিব না। আমার শাস্তির ব্যাপারে কোন প্রকারের 'হুজ্জত' পেশ করিয়া আমার শাস্তিদাতাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কোন অধিকার আমার উত্তরাধিকারীদের থাকিবে না। অতএব আমি অঙ্গীকারনামারূপে এই কয়েকটি লাইন লিখিয়া দিতেছি, যাহাতে প্রমাণ থাকে এবং ভবিষ্যতে আমার অস্বীকার করার কোন উপায় না থাকে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় হইয়া যায় ও খোদার সৃষ্ট বান্দারা এই ঘটনা হইতে একটি শিক্ষা গ্রহণ করে। বিশেষভাবে আমার শহরবাসীদের জন্য ইহা একটি কল্যাণকর ও শিক্ষণীয় দৃশ্য হইবে। অতএব এক মাসের মধ্যে এই ফয়সালা প্রকাশিত হইয়া যাইবে। তারিখঃ ৭ই রমযানুল মোবারক, ১৩২১ হিজরী।

সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা ঃ

১। ফকীর মির্যা, পিতা – মালেক ফয়েয বক্‌শ, সাকিন দোল মিয়াল, টিপসহি চিহ্নিত।

২। মালেক শের, পিতা–কুতুব, সাকিন–দোল মিয়াল, করিম বকশের হস্তে লিখিত।

৩। মালেক ফতেহ্ মোহাম্মদ, সাকিন– দোল মিয়াল, স্বহস্তে লিখিত।

৪। হাফেয শাহবাজ, স্বহস্তে লিখিত, সাকিন – দোল মিয়াল।

৫। হাবিলদার মোহাম্মদ খান, সাকিন – দোল মিয়াল।

৬। মালেক মোহাম্মদ বক্‌শ, পিতা – জালাল, সাকিন – দোল মিয়াল।

৭। মালেক সমুন্দর খান, পিতা – মোহাম্মদ খান, সাকিন – দোল মিয়াল।

৮। মালেক দোস্ত মোহাম্মদ, পিতা – শাকুর, সাকিন – দোল মিয়াল।

৯। মালেক আযম, সাকিন – দোল মিয়াল।

১০। মালেক সখী দিত্তা, পিতা – মালেক লাল, সাকিন – দোল মিয়াল।

১১। মালেক খোদা বক্‌শ, পিতা – ইমাম, সাকিন – দোল মিয়াল।

১২। মালেক মোহাম্মদ আলী, পিতা – বাহাউ বক্‌শ, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৩। মালেক ঘিইবা, পিতা – বখ্‌তাওর, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৪। মালেক আল্লাহ্ দিত্তা, পিতা – ওমর, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৫। মালেক আব্দুল্লাহ, পিতা – সাহুলী, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৬। মালেক গোলাম মোহাম্মদ, পিতা – দওলা, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৭। মালেক নুর মোহাম্মদ, পিতা – দরাব, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৮। মালেক মদু, পিতা – মাজুল্লাহ্, সাকিন – দোল মিয়াল।

১৯। মালেক গোলাম মোহাম্মদ, পিতা – সুবেদার আহমদ জান, সাকিন দোল মিয়াল।

২০। মালেক বাহাদুর, পিতা – করম, সাকিন – দোল মিয়াল।

২১। রাজা নম্বরদার, – দোল মিয়াল।

২২। বাহাওলা নম্বরদার, দোল মিয়াল, দোল মিয়ালের বাসিন্দা অন্যান্য ব্যক্তি

২৩। করমদাদ আহমদী, দোল মিয়াল, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন।

সকল সাক্ষীর সম্মুখেই সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালা হইয়া গিয়াছে

মিথ্যা ইলহামের দাবীকারীকে আল্লাহ্তা'লা পৃথিবী হইতে খুব তাড়াতাড়ি উঠাইয়া নিয়া থাকেন। ইহা এইরূপ একটি খোদায়ী বিধান, যাহার কখনো পরিবর্তন হয় না। এই অঙ্গীকার দাতা মিথ্যা কাশ্ফের ভিত্তিতে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্ সালামকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা দিয়া তাঁহার বিনাশ ও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। সে রযমানের ৭ তারিখে অঙ্গীকারনামা লিখিয়াছিল। ঠিক এক বৎসর পর এই রমযানেরই ৭ তারিখ ১৩২২ হিজরীতে সে প্লেগের শাস্তিতে বিনাশ হইয়া গেল। ইহার পূর্বে তাহার স্ত্রী-ও মরিয়া গেল এবং তাহার গৃহের বংশ ধারাও বরবাদ হইয়া গেল। এইজন্য এই ঘটনা হইতে আমাদের গ্রামবাসীর শিক্ষা গ্রহণ করা ও হযরত আকদসের সত্যতার উপর ঈমান আনা উচিত।

তারিখ ঃ ৭ই রমযান, ১৩২২ হিজরী

এই অধম লেখক এই অঙ্গীকারনামা ছাপাইবার লক্ষ্যে দারুল আমানে আল্-বদরের সম্পাদক মরহুম বাবু মোহাম্মদ আফযাল সাহেবের খেদমতে পাঠাইয়া ছিলাম। আমরা এইরূপ লেখা আমাদের পত্রিকায় ছাপাই না – এই কথা লিখিয়া তিনি ইহা ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। এই এলাকার চতুর্দ্দিকেও এই ভবিষ্যদ্বাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। লোকেরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, দেখা উচিত এখন কে জিতে – মির্যা কাদিয়ানী না কি মির্যা দোল মিয়ালী। বরং বিরুদ্ধবাদীরা নামাযের পর তাহাদের ফকীর মির্যার সাফল্যের জন্য দোয়া চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন এক হিন্দু সার্জেন্ট ফকীর সাহেবকে সিরাজুল আখবার পড়িয়া শুনাইতেছিল যে, হাকিম ফযল দীন ভয়ংকর পীড়িত। তাহাকে চারপাইতে উঠাইয়া গুরুদাসপুরের আদালতে আনা হইয়াছে। এই খবর শুনিয়া ইলহামলাভকারী সাহেব খুশী হইয়া বলিতে লাগিল যে, এখন মির্যা কাদিয়ানীর ধ্বংসের সময় আসিয়া গিয়াছে এবং ইহার লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বেচারা কি জানিত যে, এইদিকে তাহার নিজেরই ধ্বংসের প্রস্তুতি চলিতেছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এলাকায় প্লেগের সৈন্য বাহিনী তাবু গাড়িয়া ফেলিল। ইলহামলাভকারী ব্যক্তির নিজের ইলহামের উপর এতখানি গর্ব ছিল যে, সে বিশ্বাস করিত তাহার বদৌলতে

তাহার গোটা মহল্লা প্লেগ হইতে রক্ষা পাইয়া যাইবে। যখন দ্বিতীয় রযমান আসিল তখন তাহার মহল্লায় প্লেগ শুরু হইয়া গেল। ঐ সময় তাহার গৃহে চার ব্যক্তি মজুদ ছিল–ইলহামলাভকারী নিজে, তাহার স্ত্রী, তাহার কন্যা ও ছেলের স্ত্রী। প্রথমে ইলহামলাভকারীর স্ত্রী প্লেগে মৃত্যু বরণ করিল। অতঃপর ফকীর সাহেব নিজেও ১৩২২ হিজরীর ৫ বা ৬ই রমযানের সন্ধ্যায় ভয়ংকর প্লেগে আক্রান্ত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল। তাহার ফুলে যাওয়া ও শ্বাস-কষ্টের দরুন এইরূপ মনে হইতেছিল যেন চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। অবশেষে যেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল তার ঠিক এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২২ হিজরীর ৭ই রমযানে সে মারা গেল। যে দুইটি মেয়েকে সে পশ্চাতে ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহারাও কয়েক দিন পরে মারাত্মকভাবে পীড়িত হইয়া গেল। লেখককে চিকিৎসার জন্য ডাকাইয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমি তাহাদের অবস্থা দেখিযা ভয় পাইয়া গেলাম। যাহারা চিকিৎসা করাইতেছিল আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এই ঘরে খোদার গযব নাযেল হইতেছে। তোমরা তোমাদের ভাগ্নীকে ঘরে লইয়া যাও। তাহাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হইল এবং রোগিনী কয়েক দিন পরে সুস্থ হইয়া গেল। ইলহাম লাভকারীর মেয়ে ঐ ঘরেই দ্বিতীয় দিনে পিতার সহিত গিয়া মিলিত হইল। ২৭শে রমযানের পরিবর্তে, ৭ই রমযানে হযরত মির্যা সাহেব কাদিয়ানীর বংশ ধারার পরিবর্তে মির্যা দোল মিয়ালীর গৃহের বংশধারা বিনাশ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় নিদর্শনটি এই যে, সুবেদার গোলাম মোহাম্মদ খানের ছেলে আতা মোহাম্মদকে একটি পাগলা কুকুরে কামড়াইল এবং এই ছেলে ঐ কুকুরের বিষে পীড়িত হইয়া মরিয়া গেল। ঐ পাগলা কুকুরটি লেখকের ছেলে আব্দুল মজীদকেও কামড়াইয়া ছিল। এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, এখানকার লোকেরা এক সৈয়্যদ সাহেবকে লইয়া আসিল। সে কংকণ পরাইয়া প্লেগ বন্ধ করিবে। এই অধম এই কংকণ পরানোর ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করি নাই। দ্বিতীয় দিন ভোরে অধমের ছেলে আব্দুল মজীদ পীড়িত হইয়া গেল। সামান্য শব্দে এত জোরে তাহার খিচুনীর ব্যথা হইতেছিল যে, ফুসফুসের খিচুনীতে শ্বাস-কষ্ট হইয়া তাহার চেহারা নীল হইয়া যাইত। এরূপ মনে হইতেছিল যে, তাহার নিঃশ্বাস এখনই বাহির হইয়া যাইবে। যেহেতু সকলে সুবেদার সাহেবের ছেলের অবস্থা দেখিয়াছিল, তাই প্রত্যেকে এই কথাই বলিত, এই ছেলে মুহূর্তের মেহমান। এই অধম লেখকও চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে আব্দুল মজীদকে মৃত ধারণা করিয়া লইল। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীরা কথা শুনাইতে লাগিল যে, দেখ বুযুর্গদের উপদেশ না শুনা এবং কংকণে অংশগ্রহণ না করার এই ফল হইল। মোট কথা, এই বেদনা আমার হৃদয়কে পানি করিয়া দিল। তখন আমি সেজদায় পড়িয়া দোয়া করিতে লাগিলাম, হে অসহায় ও অধমদের সাহায্যকারী এবং পাপীদের উপর দয়াবর্ষণকারী করুণাময় খোদা ! তুমি জান আজ আমার বিরুদ্ধবাদীরা কেবল এই কারণে আনন্দিত হইতেছে যে, আমি তোমার প্রেরিত ও রসূল জনাব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী মা'হুদ বলিয়া মান্য করি। অতএব হে আমার খোদা ! তুমি এই ছেলেকে সুস্থ করিয়া দাও, যেন এই মৃত জীবিত হইয়া মসীহ্ ও মাহ্দীর সত্যতা সম্পর্কে একটি নিদর্শন হয়। এই দোয়ার পর ঐ সকল ভীতিপ্রদ লক্ষণাবলী হ্রাস পাইতে লাগিল। এমন কি কয়েক দিন পর সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেল। আলহামদুলিল্লাহ্।

এই নিদর্শনটি আমাদের গ্রামের সকল লোক দেখিয়াছে। বিরুদ্ধবাদী হইতে ঘোর বিরুদ্ধবাদীও ইহা অস্বীকার করিতে পারে না যে, এই রোগে যে সকল লক্ষণাবলী দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের সবগুলিই প্রকৃতপক্ষে আমার প্রিয় সন্তান আব্দুল মজীদের মধ্যে মজুদ ছিল। পাগলা কুকুরের কামড় এবং সুবেদার সাহেবের ছেলের এই কুকুরের বিষে সকল লক্ষণসহ মরিয়া যাওয়া – এইসব কিছু আমাদের গ্রামের লোকেরা নিজেদের চোখে দেখিয়া লইয়াছে। কিন্তু জিদ ও একগুঁয়েমীর বিনাশ হইক। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত হয় না। হে খোদার প্রিয় রসূল ! আমার ন্যায় পাপীর উপর আল্লাহ্‌তা'লা বড় দয়া করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র স্বীয় ফযলে এই অধমকে মৃতের জীবিত হওয়ার মো'জেযা নিজের ঘরেই দেখাইয়া দিয়াছেন। দোয়া করুন আল্লাহ্‌তালা যেন আমাদিগকে এবং আমাদের অন্যান্য ভাইদেরকে আপনার আনুগত্যে মৃত্যু দেন এবং হাশর নশরে যেন আমরা আপনার সঙ্গে থাকি। আমীন।

লেখক আপনার খাদেম
করমদাদ
দোল মিয়ালের অধিবাসী
জিলা - ঝিলাম

১৭২নং নিদর্শন ঃ একবার কাশ্‌ফী জগতে আমাকে দেখানো হইল যে, আমার নামে কোন সরকারী সমন আসিয়াছে এবং কোন এক কাচারীতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হইয়াছে। আমি ঐ কাচারীতে গেলাম। বিচারক একজন ইংরেজ। আইন অনুযায়ী এজাহারের পূর্বে হল্‌ফ লইতে হয়। কিন্তু তিনি হল্‌ফ ছাড়াই আমার এজাহার লেখা শুরু করেন এবং হলফ ছাড়াই পূর্ণ এজাহার লেখা হইল। ইহার পর আমার কাশ্‌ফী অবস্থা যাইতে লাগিল। এই কাশ্‌ফ আমি আমার নিকটবর্তী অনেক বন্ধু-বান্ধবকে তখনই শুনাইয়া দিলাম। বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে ছিলেন খাজা কামালউদ্দীন, বিএ, উকিল, ভ্রাতা মৌলবী হাকিম নূরুদ্দীন সাহেব, মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব ও মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব, এম এ। অতঃপর ঐ দিনেই, বা দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে একটি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মুলতানের ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট হইতে আমার নামে সমন আসিয়া পড়িল। যখন আমি সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনার সাহেবের কাচারীতে উপস্থিত হইলাম, তখন ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমার এজাহার লেখা শুরু করেন ; কিন্তু তিনি হল্‌ফ লইতে ভুলিয়া গেলেন। যখন সম্পূর্ণ এজাহার লেখা হইল তখন তাহার হল্‌ফের কথা স্মরণ হইল। এই দ্বিতীয় অংশের সাক্ষী ছিলেন ব্যবসায়ী শেখ্ রহমতুল্লাহ্ সাহেব, ভূপালের নবাব সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মৌলবী রহীম বক্‌শ সাহেব, এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তি।

১৭৩নং নিদর্শন ঃ জম্মুর চেরাগদীন যখন আমার বয়াত হইতে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া বিরুদ্ধবাদীদের সহিত গিয়া মিলিত হইল তখন সে কেবল গালি-গালাজ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না ; বরং সে ওহী–ইলহাম পাওয়ার দাবীও করিল এবং সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে প্রচার করিল যে, খোদাতা'লার ওহীর মাধ্যমে আমার

নিকট ইলহাম হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ এই অধম আমি দাজ্জাল। তখন আমি আমার পুস্তক দাফেউল বালা ও মাইয়ারে আহ্লীলা ইস্তেফায়ে ২৩ পৃষ্ঠার টীকায় চেরাগদীন সম্পর্কে আমার নিকট যে ইলহাম হইল তাহা ছাপিয়া দিলাম। ঐ ইলহাম এই যে – انی اذیب من یریب এবং উর্দুতে তাহার সম্পর্কে এই ইলহাম হইল, "আমি ধ্বংস করিয়া দিব, আমি বিনাশ করিব, আমি গযব নাযেল করিব, যদি সে অর্থাৎ চেরাগ দীন সন্দেহ করে এবং তাহার উপর অর্থাৎ আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার উপর ঈমান না আনে এবং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সে (চেরাগদীন) মা'মুর হওয়ার দাবী হইতে তওবা না করে।" এই ভবিষ্যদ্বাণী চেরাগদীনের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল। ইহা দাফেউল বালার প্রকাশনার তারিখ হইতে প্রতীয়মান হয়। আমার মনে নাই আমি পূর্বেও এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছি কী না। যদি পূর্বে লিখিয়া আসিয়া থাকি তবে এই নিদর্শনটি এই পুস্তকে উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে এই নিদর্শনটি পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীটির ব্যাখ্যার জন্য পুনরায় লেখার প্রয়োজন ছিল। যাহা হউক, এই ভবিষ্যদ্বাণীর তিন বৎসর পরে চেরাগদীন মরিয়া গেল। আল্লাহ্‌র গযবের ব্যাধিতে অর্থাৎ প্লেগে তাহার মৃত্যু হইল। এই কারণেই প্লেগের পুস্তকেও অর্থাৎ দাফেউল বালায় এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। স্বয়ং চেরাগদীনের নিজের মোবাহালা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সমপর্যায়ের নিদর্শন। এই জন্য আমি ঐ নিদর্শনটি পৃথকভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণীটির সাথেই নিম্নে লিখিতেছি। তাহা এই যে ঃ

১৭৪নং নিদর্শন ঃ এই নিদর্শনটি চেরাগদীনের মোবাহালার নিদর্শন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, চেরাগ দীনের নিকট আমার সম্পর্কে বার বার এই শয়তানী ইলহাম হইল যে, এই ব্যক্তি দাজ্জাল এবং তাহার নিজের সম্পর্কে এই ইলহাম হইল, সে এই দাজ্জালকে বিনাশ করার জন্য খোদাতা'লার তরফ হইতে আসিয়াছে ও হযরত ঈসা তাহাকে নিজের লাঠি দিয়াছেন যাহাতে ঐ লাঠি দ্বারা এই দাজ্জালকে সে হত্যা করে, তখন তাহার অহংকার খুব বাড়িয়া গেল ; সে একটি পুস্তক রচনা করিল এবং উহার নাম রাখিল মীনারাতুল মসীহ্। ইহাতে সে বারবার এই কথার উপর জোর দিল যে, আমি প্রকৃতপক্ষেই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। যখন মীনারাতুল মসীহ্ প্রণয়নের এক বৎসর অতিক্রম করিল তখন সে আমাকে দাজ্জাল প্রমাণ করার জন্য আরো একটি পুস্তক রচনা করিল এবং বার বার লোকদিগকে স্মরণ করাইল যে, এই ব্যক্তিই ঐ দাজ্জাল যাহার আসার সংবাদ হাদীসে আছে। যেহেতু তাহার জন্য আল্লাহ্‌র গযবের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছিল,. এই জন্য সে এই দ্বিতীয় পুস্তকে মোবাহালার দোয়া লিখিল এবং খোদার দরবারে দোয়া করিয়া আমার মৃত্যু চাহিল। সে আমাকে একটি ফেৎনা সাব্যস্ত করিয়া খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিল যে, তুমি এই ফেৎনাকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া নাও। খোদাতা'লার ইহা এক অদ্ভুত কুদরত ও শিক্ষণীয় ব্যাপার যে, যখন সে মোবাহালার প্রবন্ধটি নকলকারীর নিকট হস্তান্তর করিল তখন উহার কপিসমূহ প্রেসের প্লেটে না উঠাইতেই তাহার দুইটি ছেলেই (তাহার দুইটিই মাত্র ছেলে ছিল) প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া গেল। অবশেষে ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে ছেলেদের মৃত্যুর দুই দিন পরে সে নিজেই প্লেগে আক্রান্ত হইয়া এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং লোকদের নিকট প্রমাণ করিয়া গেল সত্যবাদী কে এবং মিথ্যাবাদী কে। ঐ সময়ে যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মুখ হইতে শুনা গিয়াছে যে, সে তাহার মৃত্যুর

নিকটবর্তী সময়ে বলিত, "এখন খোদাও আমার দুশমন হইয়া গিয়াছে।" যেহেতু তাহার মোবাহালা সম্বলিত ঐ পুস্তক মুদ্রিত হইয়া গেল, তাই আমি ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা খোদাতা'লাকে ভয় করে ঐ মোবাহালার দোয়া নিম্নে লিখিতেছি। ইহা কেবল ঐ উদ্দেশ্যে লিখিতেছি যে, যদি এই নিদর্শন দ্বারা একটি মানুষও হেদায়াত লাভ করে তবুও ইনশাআল্লাহ্ আমার সওয়াব হইবে। যেহেতু চেরাগদীনের মোবাহালার আসল পাণ্ডুলিপিটি তাহার নিজের কলমে লেখা হইয়াছে, সেজন্য এই মোবাহালার দোয়া বড় অক্ষরে লেখার জন্য নকলকারীকে তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। তাই যদিও আমি তাহার অন্যান্য ব্যাপারে বিরোধী, তথাপি আমি তাহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া মোবাহালার দোয়া বড় অক্ষরে কলমে লিখাইয়া দিতেছি, যেমন তাহার ঐ ওসীয়্যত মৃত্যুর মাত্র একদিন পূর্বে করা হইয়াছে। অতএব তাহার ওসীয়্যত মানিতে আমার ক্ষতি কী ? ঐ মোবাহালার দোয়া নিম্নরূপ ঃ

দোয়া

হে আমার খোদা, হে আমার খোদা ! আমি সরল অন্তঃকরণে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আকাশ ও পৃথিবীর এবং নিখিল বিশ্ব চরাচরের একা তুমিই স্রষ্টা, মালিক ও জীবিকাদাতা। আকাশ ও পৃথিবীর এবং নিখিল বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর তোমারই কর্তৃত্ব জারী ও বলবৎ আছে। তুমি সকলের শুরু ও শেষ এবং বাহির ও ভিতর জান। তুমি সকলের ডাক শুন এবং তাহাদের প্রয়োজন মিটাও। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমার আদেশ ছাড়া একটি অণূ-পরমাণুও নড়িতে পারে না। নবীগণ ও ওলীগণ, বাদশাহ্ ও ফকির, ফেরেশ্‌তা ও শয়তান, বরং সকল সত্তা তোমারই সৃষ্টি এবং তোমারই মুখাপেক্ষী। তাহারা তোমার দয়ার প্রত্যাশী ও তোমার গযবের ভয়ে কম্পমান। একা তুমিই এই সমগ্র পার্থিব ও স্বর্গীয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, আধ্যাত্মিক ও জড় সৃষ্টির স্রষ্টা, মালিক ও উপাস্য। তুমি ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর এবং ইহাদের ছাড়া আরও যা কিছু আছে উহাদের মধ্যে উপাসনার ও ভরসার বা ভালবাসার যোগ্য অন্য কোন উপাস্য নাই। লোকেরা যত উপাস্য সাব্যস্ত করিয়াছে – উহারা প্রতিমাই হউক বা আত্মা বা ফেরেশ্‌তা বা শয়তান বা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বা পার্থিব বস্তুই হউক – সব মিথ্যা। উহারা সকলে তোমারই সৃষ্ট এবং তোমারই মুখাপেক্ষী। উহাদের মধ্যে একটিও উপাসনার, ভরসার এবং ভালবাসার যোগ্য নহে। বরং আকাশ ও পৃথিবীর এবং ইহাদের ছাড়া আরও যা কিছু আছে উহাদের মধ্যে উপাসনার, ভরসার ও ভালবাসার যোগ্য তুমিই এক খোদা। তুমি আদি, অনাদি ও জীবন্ত খোদা। তোমার না কোন পিতা আছে. না কোন পুত্র এবং না কোন স্ত্রী আছে। তোমার না কোন সাথী, না কোন পরামর্শদাতা এবং না কোন সাহায্যকারী আছে। বরং তুমি একাই

সকলের স্রষ্টা ও মালিক ও সার্বভৌম খোদা। তুমি সকল সৌন্দর্যের উৎস ও সকল ত্রুটি হইতে পবিত্র। এইজন্য সকল গুণাবলী, পবিত্রতা, প্রস্তুতি ও প্রশংসার যোগ্য তুমিই এক-অদ্বিতীয় খোদা। আমাদের এই জড় ও আধ্যাত্মিক বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দান তোমারই তরফ হইতে এবং আমরা তোমার জন্যই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাধারণভাবে তোমার সকল পয়গম্বর ও সকল আসমানী কেতাব এবং বিশেষভাবে তোমার খাঁটি ও প্রিয় বন্ধু খাতামান্নাবীঈন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও তোমার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদ ও প্রশংসনীয় ফুরকানে হামীদ ধ্রুব সত্য। নাজাত ইসলামে সীমাবদ্ধ। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, কেয়ামত, পুরস্কার, শাস্তি, হিসাব-নিকাশ ও নিক্তি, দোযখ ও বেহেশ্‌ত, 'লেকা' (সাক্ষাৎ) প্রভৃতি সব সত্য ও সঠিক। আমরা সকলে মৃত্যুর পর জীবিত হইয়া উঠিব এবং আমাদের কর্মফল অনুযায়ী আমাদিগকে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হইবে।

এখন হে আমার খোদা, আমি তোমার পবিত্র ও মহান দরবারে একান্ত সকাতরে সবিনয় নিবেদন করিতেছি যে, তুমি জান আমিই ঐ ব্যক্তি যাহাকে তুমি কোন যোগ্যতা ছাড়াই কেবল তোমার ফযল ও করুণায় তোমার অনুগ্রহ ও ইচ্ছা অনুযায়ী, যাহা আদি হইতেই নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তোমার পবিত্র ও সত্য ধর্ম ইসলামের খেদমত ও সাহায্যের জন্য জগদ্বাসীর মধ্য হইতে নির্বাচিত করিয়াছ। এবং এই কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়াছ। তুমিই আমার হাত দ্বারা ঐ আধ্যাত্মিক মিনার তৈয়ার করাইয়াছ, যাহার উপর ইবনে মরিয়মের অবতরণ হওয়া নিদৃষ্ট ছিল। এবং তুমিই আমাকে ঈসার অবতরণের আহবান জানাইতে এবং যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা খৃষ্টানদের নিকট ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করার খেদমতের দায়িত্ব দিয়াছ। তুমিই আমাকে তোমার দয়ার ভান্ডার হইতে ঐ জ্ঞান দান করিয়াছ, যদ্বারা খৃষ্টান ও মুসলমানদের বা কুরআন ও বাইবেলের মধ্যকার পারস্পরিক মত বিরোধ দূর হইয়া ঐক্য ও সমঝোতার সৃষ্টি হইতে পারে। হ্যাঁ, ইব্‌নে মরিয়মের ঐ অবতরণের একটি আধ্যাত্মিক রহস্য ছিল, যাহা সুদীর্ঘকাল হইতে জগদ্বাসীর নিকট গুপ্ত ছিল। উহা এই যুগে প্রকাশের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারাই তুমি এখন তোমার সৃষ্ট জগদ্বাসীর নিকট যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করিবে এবং ইসলামকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দিবে। অতএব হে আমার খোদা,তুমি জান এবং দেখিতেছ যে, আমি তোমারই নির্দেশ মোতাবেক তোমার এই আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছি

এবং তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী ইব্‌নে মরিয়মের এই গোপন রহস্য জগদ্বাসীর নিকট প্রকাশ করিয়া যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করিতেছি। কিন্তু হে আমার খোদা ! তুমি নিজেই জান এবং দেখিতেছ যে, পৃথিবীতে এক ব্যক্তি নবুওয়ত ও মসীহিয়্যতের দাবীদার মজুদ আছে। সে বলে, আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইবনে মরিয়মের অবতরণের প্রতিফলনও আমারই সত্তা। সে বলে, আমার জন্য আকাশ ও পৃথিবী হইতে নিদর্শন প্রকাশিত হইতেছে ; বরং প্লেগ ও ভূমিকম্পও আমারই সমর্থনে আবির্ভূত হইয়াছে যাহাতে উহারা আমার বিরুদ্ধবাদীদিগকে বিনাশ ও ধ্বংস করিয়া দেয়। * সে বলে, আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত এবং নাজাত আমার সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে বলে, যে আমাকে চিনে না সে কাফের ও মরদুদ (প্রত্যাখাত),তাহার সকল ভাল কর্ম অস্বীকৃত, সে পৃথিবীতে শাস্তিপ্রাপ্ত ও পরকালে অভিশপ্ত হইবে। সে বলে, এবারের বসন্ত ঋতুতে বা অন্য কোন বসন্ত ঋতুতে একটি ভয়ংকর ভূমিকম্প আবির্ভূত হইবে, যাহাতে পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি হইবে এবং জগদ্বাসী মাহ্‌দীর সেলসেলায় প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইবে। হে আমার খোদা, এইজন্য জগদ্বাসীর হৃদয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছে; সত্য প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, তোমার সৃষ্ট মানুষেরা মিথ্যার উপাসনায় নিমগ্ন; তোমার ধর্মে গোলমাল দেখা দিতেছে, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অবমাননা করা হইতেছে ; তাঁহার নবুওয়ত ও রেসালতের পদবী ছিনাইয়া নেওয়া হইয়াছে ; ইসলামকে বাতিল ও নিষ্ক্রিয় সাব্যস্ত করা হইয়াছে, এবং একটি নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ মির্যা কাদিয়ানীর নুবওয়ত ও রেসালতের উপর ঈমান না আনা ব্যতীত কোন মুসলমান সে যতই নিষ্ঠাবান, মুত্তাকী ও ঈমানদার হোক না কেন – সে মুসলমান থাকিতে পারে না এবং ধর্মের জন্য তাহার সকল প্রচেষ্টা অর্থহীন ও বেকার। এবং ❑ হে আমার খোদা, তদ্রূপেই পবিত্র নবী মসীহ্‌ ইব্‌নে মরিয়ম আলায়হেস সালামের পদবীও ছিনাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং তাহার মর্যাদারও অবমাননা করা হইতেছে। বলা হইতেছে যে, ঐ কলেমাতুল্লাহ্‌ ও রূহুল কুদুস পাপী ছিল এবং আমি তাহার চাইতে

---

* টীকা ঃ চেরাগদীনের মুখ হইতে আমার সম্পর্কে এই অদ্ভুত কথা বাহির হইয়াছে যে, খোদা আমার বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্লেগ ও ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস করিবেন। অতএব চেরাগদীন তাহার এই কথা অনুযায়ী প্লেগে ধ্বংস হইয়া গেল। ইহাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকিবে না যদি ভবিষ্যতে কোন বিরুদ্ধবাদী ভূমিকম্পেও ধ্বংস হইয়া যায় – লেখক।

❑ টীকা ঃ আসল অনুযায়ী নকল।

উত্তম। অতএব হে আমার খোদা, এখন তুমি আকাশ হইতে দৃষ্টি দাও, তোমার দীন ইসলামকে ও তোমার পবিত্র ব্যক্তিগণের সম্মান কর, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য তোমার খেদমতের হাত প্রকাশ কর, এই ফেতনাকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া নাও, * জগদ্বাসীর মনোযোগ সত্যের দিকে ফিরাও, তাহাদিগকে অনুসরণের তওফীক দান কর, নবুওয়তের দাবীকারকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পলিসিসমূহ অনুসন্ধান করার জন্য তাহাদের দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ম কর, জগদ্বাসীকে সকল পার্থিব ও আসমানী বিপদাবলী অর্থাৎ প্লেগ, ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে রক্ষা কর, এবং তাহাদিগকে সর্বতোভাবে শান্তি ও স্বস্তি দান কর। কেননা, তুমি সর্বশক্তিমান, ক্ষমাকারী ও দয়ালু এবং বান্দাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা তোমারই কাজ। আমরা দুর্বল মানুষ, ভুলত্রুটির শিকার। আমরা সদা সর্বদাই পাপ করিতেছি এবং তোমারই ক্ষমার আশা করি। হে আমার খোদা, অতঃপর আমি ইহাও প্রার্থনা করিতেছি এবং আমার আত্মা তোমার মহান ও পবিত্র দরগাহে প্রার্থনা করিতেছে এবং আমার চক্ষু তোমার সাহায্যের অপেক্ষায় তোমারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে যে, তুমি এই সেলসেলার সত্যভা, যাহা তোমারই আদেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার পবিত্র দীন ইসলামের সাহায্য ও তোমার নবীগণের সত্যতা প্রকাশ করার জন্য জারী করা হইয়াছে, তাহা জগদ্বাসীর নিকট প্রকাশ কর। তাহাদের দৃষ্টি সমুজ্জ্বল কর। তাহাদিগকে সত্য অনুসরণের তওফীক দান কর যাহাতে তোমার প্রতাপ প্রকাশিত হয়। তোমার সার্বভৌমত্ব যেমন আকাশে প্রতিষ্ঠিত আছে, তেমনি পৃথিবীতেও উহা প্রতিষ্ঠিত কর। কেননা, হে আমার খোদা, তুমি জান ও দেখ যে আমি এক অধম ও দুর্বল মানুষ, তোমার সাহায্য ছাড়া কিছু বলিতে পারি না। হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করা ও সত্য চিনিতে ইহাদের অন্তর দৃষ্টিকে খুলিয়া দেওয়া তোমারই কাজ। এইজন্য যদি তোমার সাহায্য আমার সাথে না থাকে, তবে মিথ্যাবাদীদের ন্যায় আমি অকৃতকার্য থাকিয়া যাইব।

অতএব হে আমার খোদা, তুমি এই সেলসেলার সাহায্যার্থে তোমার কুদরতের হাত প্রকাশ কর, যে উদ্দেশ্যে ইহা জারী করা হইয়াছে তাহা সফল কর, সত্যকে সাধারণভাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট এবং বিশেষভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট প্রকাশ কর, এবং তাহাদিগকে ইহার অনুবর্তিতা করার তওফীক দান কর। কেননা, তুমি সর্বশক্তিমান এবং আকাশ ও পৃথিবীর অণু-পরমাণুর উপর তোমার সার্বভৌমত্ব কার্যকর

---

* টীকা ঃ অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করিতেছে, তাহাকে ধ্বংস কর।

আছে। ইহা কি সম্ভব যে, তোমার আদেশ ব্যতীত একটি অণু-পরমাণু ক্রিয়াশীল হইতে পারে ? অতএব তুমি যাহা চাহ্ তাহাই কর। তোমার নিকট কোন ব্যাপারই অপ্রাকৃত ও অসম্ভব নহে। তোমার ওয়াদা সত্য। তোমার ইচ্ছা অপরিবর্তনীয়। তোমার দয়া চিরন্তন। তোমার কুদরত পূর্ণাঙ্গ। তোমারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবী কায়েম আছে। তুমিই রাত্রির অন্ধকারের পর ভোরের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করিয়া দাও এবং সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে টানিয়া আন। তুমিই পৃথিবীতে বিপ্লব সাধন কর। তুমিই কাউকে কাউকে রাজ সিংহাসনে এবং কাউকে কাউকে ছাইভস্মের উপর বসাইয়া দাও। তুমিই সত্য মিথ্যার মধ্যে ফয়সালা করিতে পার। তুমিই এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর, সত্য প্রকাশ কর, তোমার সৃষ্টি মানুষকে গোমরাহীর মৃত্যু হইতে রক্ষা কর, এবং তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আমীন। সুম্মা আমীন।"

ইহাই চেরাগদীনের মোবাহালার ভাষা, যাহাতে সে আমাকে তাহার বিপক্ষ সাব্যস্ত করিয়া এবং আমাকে দাজ্জাল ঘোষণা করিয়া খোদাতা'লার ফয়সালা চাহিতেছে। সে আমাকে একটি ফেৎনা ঘোষণা করিয়া আমাকে উঠাইয়া নেওয়ার জন্য আবেদন করিতেছে এবং আমার বিনাশ চাহিতেছে। সে দোয়া করিতেছে যে, হে খোদা, তোমার কুদরতের হাত প্রকাশ কর। অতএব আলহামদুলিল্লাহ্। এই মোবাহালার একদিন পরে খোদাতা'লা তাঁহার কুদরতের হাত দেখাইয়া দিলেন। এই মোবাহালার কপি প্রেসের প্লেটে উঠানোর পূর্বেই ১৯০৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলে এই যালেমকে তাহার দুই পুত্র সহ খোদা প্লেগ দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইহা হইল খোদার কাজ। ইহা ইহল খোদার অলৌকিক কাজ। ইহা ইহল খোদার কুদরতের হাত।

فاعتبروا یا اولی الابصار (অর্থ ঃ হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, শিক্ষা গ্রহণ কর – অনুবাদক)।

১৭৫নং নিদর্শন ঃ একবার 'বেরাদরে হিন্দ' পত্রিকার সম্পাদক শিবনারায়ণ অগ্নি হোত্রী সাহেবের একটি চিঠি লাহোর হইতে আসার কথা ছিল। ইহাতে সে লিখিয়াছিল যে, আমি বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় খণ্ডের খন্ডন করিব যাহার ইলহাম আছে। ঘটনাক্রমে ঐ চিঠি পৌছার পূর্বেই ঐ দিনেই, বরং ঐ মুহূর্তেই যখন সে লাহোরে তাহার চিঠি লিখিতে ছিল, খোদাতা'লা আমাকে কাশ্ফের মাধ্যমে ঐ চিঠি সম্পর্কে অবগত করাইলেন এবং কাশ্ফের মধ্যেই ঐ চিঠি আমার সম্মুখে আসিয়া গেল এবং আমি উহা পড়িলাম। ঐ সময় ঐ সকল আর্য, যাহাদের কথা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদিগকে এই চিঠির বিষয়-বস্তু সম্পর্কে ঐ দিনই চিঠি আসার পূর্বেই জানাইয়া দিলাম। পরের দিন তাহাদের মধ্য হইতে এক আর্য চিঠি আনার জন্য পোষ্ট অফিসে গেল। তাহার সম্মুখেই ডাকের থলি হইতে ঐ চিঠি বাহির করা হইল। যখন ঐ চিঠি পড়া হইল তখন দেখা গেল যে, চিঠিতে হুবহু ঐ বিষয়-বস্তুই ছিল যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখন ঐ সকল আর্য অত্যন্ত অবাক ও হতবাক হইয়া গেল। তাহারা আজও জীবিত আছে। হলফ্ করাইলে তাহারা সত্য কথা বর্ণনা করিতে পারে।

১৭৬নং নিদর্শন ঃ যখন আমি প্রাঞ্জল ভাষায় 'ইজাযুল মসীহ' গ্রন্থটি লিখিলাম তখন খোদাতা'লার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া এই ঘোষণা প্রকাশ করিলাম যে, এইরূপ প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের দৃষ্টান্ত কোন মৌলবী পেশ করিতে পারিবে না। তখন পীর মেহের আলী নামক এক ব্যক্তি (সাকিন গোলড়াঁ) এই গাল-গল্প প্রচার করিল যে, সে এইরূপই একটি গ্রন্থ লিখিয়া দেখাইবে। ঐ সময় খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমার নিকট ইলহাম হইল منعه مانع من السماء অর্থাৎ একজন নিষেধকারী আকাশ হইতে তাহাকে দৃষ্টান্ত পেশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। তখন সে সম্পূর্ণরূপে নির্বাক ও লাজওয়াব হইয়া গেল। যদিও সে সাধারণ মানুষের ন্যায় উর্দুতে বকাবকি করিতে থাকিল তথাপি আরবী গ্রন্থের দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত লিখিতে পারে নাই।

১৭৭নং নিদর্শন ঃ আমার গৃহ সংলগ্ন দুইটি গৃহ ছিল। ঐগুলি আমার দখলে ছিল না। কিন্তু সংকীর্ণ গৃহের দরুন আমার প্রশস্ত গৃহের প্রয়োজন ছিল। একবার আমাকে কাশ্‌ফে দেখানো হইল যে, এই জমির উপর একটি বড় মঞ্চ আছে। আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইল যে, এই জায়গায় একটি লম্বা দালান উঠিবে। আমাকে আরো দেখানো হইল যে, এই জমির পূর্বাংশ আমার ইমারত নির্মাণের জন্য দোয়া করিয়াছে এবং পশ্চিমাংশের দূরের ও নিকটের জমি 'আমীন' বলিয়াছে। বস্তুতঃ আমার জামাতের শত শত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ এই কাশ্‌ফ শুনাইয়া দেওয়া হইল এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হইল। ইহার পর এইরূপ ঘটনা ঘটিল যে, ঐ দুইটি গৃহ ক্রয় ও উত্তরাধিকারের মাধ্যমে আমার অংশে আসিয়া গেল এবং উহাদের কোন কোন অংশে মেহমানদের জন্য ঘর বানানো হইল। অথচ ঐগুলি আমার দখলে আসা অসম্ভব ছিল এবং কেহ ধারণা করিতে পারিতেছিল না যে, এইরূপ ঘটনা ঘটিবে। আল্ হাকাম পত্রিকার ৭ম খণ্ডের * ৪৬ ও ৪৭ নম্বর এবং আল্ হাকামের ৮ম খণ্ডের ৩ নম্বর দেখ।

১৭৮নং নিদর্শন ঃ একবার পাটিয়ালা রাজ্যের মন্ত্রী খলীফা সৈয়্যদ মোহাম্মদ হাসান সাহেব তাহার কোন অস্থিরতা ও মুশ্‌কিলের সময় তাহার জন্য দোয়া করিতে আমার নিকট চিঠি লিখিলেন। যেহেতু তিনি কয়েকবার আমার সেলসেলার খেদমত করিয়াছিলেন, সেজন্য তাহার জন্য দোয়া করা হইল। তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইলহাম হইল ঃ

چل رہی ہے نسیم رحمت کی جو دُعا کیجئے قبول ہے آج

(অর্থ ঃ রহমতের মৃদু হাওয়া বহিতেছে। যে দোয়াই করিবে তাহা আজ কবুল হইবে)। এই দোয়ার পর খোদাতা'লা স্বীয় ফযলে তাহার ঐ মুশ্‌কিল দূর করিয়া দিলেন এবং তিনি শোকরগুযারীর চিঠি লিখিলেন। এই ঘটনার সাক্ষী ঐ চিঠিই, যাহা আমার কোন এক ব্যাগে মজুদ আছে। ইহার আরো কয়েকজন ব্যক্তি সাক্ষী আছে। বরং ঐ সময় শত শত মানুষের মধ্যে আমার এই ইলহাম জানাজানি হইয়া গিয়াছিল। ঝাযযারের জমিদার নবাব আলী মোহাম্মদ খান মরহুমও তাহার স্মৃতি হইতে এই ঘটনা লিখিয়া লইয়াছিলেন।

---

* টীকা ঃ মূল পুস্তকে খণ্ডের নম্বর লিপিবদ্ধ ছিল না। এখন লিপিবদ্ধ করা হইল। প্রকাশক।

১৭৯নং নিদর্শন ঃ গুরুদাসপুরে দায়েরকৃত মামলায় করমদীনের মোকদ্দমায় সে এই কথার উপর জোর দিতেছিল যে, 'লয়ীম' শব্দটির অর্থ হারামজাদা এবং 'কায্‌যাব' (অর্থ মিথ্যাবাদী–অনুবাদক) এর অর্থ যে সর্বদা মিথ্যা বলে। এই অর্থই প্রথম আদালত গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ সময় আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে আমার নিকট ইলহাম হইল معنیٰ دیگر نہ پسندیم ما (অর্থ ঃ – অন্য অর্থ আমাদের পসন্দ নয় – অনুবাদক)। ইহা হইতে বুঝিলাম যে, অন্য আদালতে এই অর্থ টিকিবে না। বস্তুতঃ এইরূপই হইল। আপীলের আদলতে ডিভিশনাল জজ সাহেব এই সকল খোঁড়া যুক্তি রদ করিয়া দিলেন। তিনি এই কথা লিখিলেন। 'কায্‌যাব' ও 'লয়ীম' শব্দ দুইটি কমরদীনের জন্য প্রযোজ্য। বরং সে ইহার চাইতেও কঠোর শব্দের যোগ্য। অতএব ডিভিশনাল জজ সাহেব কমরদীনের জন্য ঐ কৃত্রিমতাপূর্ণ অর্থ পসন্দ করিলেন না, যাহা প্রথম আদালতে পসন্দ করা হইয়াছিল। আল্‌ হাকাম পত্রিকার ৮ম খণ্ডের * ৭ নম্বর, ১৯০৪ সালের ২৪শে মে সংখ্যা দেখ, যাহাতে এই ইলহাম মজুদ আছে।

১৮০নং নিদর্শন ঃ একবার ১৯০২ সালে আমার নিকট ইলহাম হইল ঃ

يريدون ان يطفؤا نورك ويتخطفوا عرضك واني معك ومع اهلك

অর্থাৎ দুশমনেরা তোমার জ্যোতিকে নিভাইয়া দিতে ও তোমার সম্মান হানি করিতে সংকল্প করিবে। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকিব এবং তাহাদের সঙ্গে থাকিব যাহারা তোমার সঙ্গে থাকে। ঐ সময় আমি দেখিলাম আমি একটি গলিতে আছি, যাহা সম্মুখে বন্ধ। গলিটি এতই সংকীর্ণ যে, এক ব্যক্তি মুশ্‌কিলে ইহা অতিক্রম করিতে পারে। আমি বন্ধ গলির শেষ অংশে ছিলাম, পরে আর কোন পথ ছিল না। আমি প্রাচীরের সঙ্গে দাঁড়াইলাম। যখন আমি ফিরিয়া যাওয়ার জন্য যে রাস্তা ছিল উহার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলাম তখন দেখিলাম যে, সেখানে তিনটি ভয়াবহ আকৃতি বিশিষ্ট ষাঁড় দাঁড়াইয়া আছে। উহারা ছিল ঘাতক এবং যাওয়ার পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি আমার দিকে হামলা করিতে দৌড়াইল। উহাকে আমি হাত দ্বারা হটাইয়া দিলাম। ইহার পর দ্বিতীয়টি হামলা করিল। উহাকেও আমি হাত দ্বারা হটাইয়া দিলাম। অতঃপর তৃতীয়টি এত ভয়ঙ্কররূপে উত্তেজনার সহিত আসিল যে, উহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল এখন আর নিস্তার নাই। কিন্তু যখন উহা আমার নিকটে আসিল তখন উহা প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং আমি উহার পাশ ঘেঁষিয়া চলিয়া গেলাম। এই সময় আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে কয়েকটি কথা আমার হৃদয়ে এল্‌কা হইল। ঐগুলি পড়িতে পড়িতে আমি দৌড়াইতে ছিলাম। কথাগুলি হইল ;

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

(অর্থ ঃ হে আমার প্রভু, সকল বস্তু-নিচয় তোমার সেবক। হে আমার প্রভু, আমকে হেফাযত কর এবং আমাকে সাহায্য কর ও আমার উপর করুণা কর – অনুবাদক)। এই ঘটনা দেখার সাথে সাথেই আমাকে বুঝানো হইল যে, কোন দুশমন আমার বিরুদ্ধে

* টীকা ঃ মূলপুস্তকে খন্ডের নম্বর লিপিবদ্ধ ছিল না, এখন লিপিবদ্ধ করা হইল। প্রকাশক।

মোকদ্দমা দায়ের করিবে এবং তাহার তিনজন উকিল থাকিবে। এই মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বেই এই ইলহাম ও কাশ্‌ফ ১৯০২ সালের আল্ হাকাম অর্থাৎ ২৪ নম্বর আল্ হাকামে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা হইল। ইহার পর কমরদীন ঝিলামে আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিল এবং আমাকে তলব করা হইল। ঐ মোকদ্দমা ছিল ভয়ানক এক ফৌজদারী মোকদ্দমা। কাশ্‌ফী অবস্থায় যেভাবে দেখানো হইল সেভাবেই তাহার তিনজন উকিল ছিল। অবশেষে খোদার ওয়াদা অনুযায়ী তাহার ঐ মোকদ্দমা খারিজ হইল। ১৯০২ সলের আল্ হাকাম পত্রিকার ২৪ নম্বর, ৬ষ্ঠ খন্ড * দেখ।

১৮১□নং নিদর্শন ঃ খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দেন যে, তোমার গৃহে একটি মেয়ের জন্ম হইবে ও মরিয়া যাইবে। তাহার নাম 'গসেক' রাখা হয়। অর্থাৎ অস্তগামী। ইহার এই কথার প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, সে শিশুকালেই মরিয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মেয়ের জন্ম হইল এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শিশুকালেই সে মরিয়া গেল। আল্ হাকাম পত্রিকার ৪ নম্বর, ৭ম খণ্ড দেখ।

১৮২নং নিদর্শন ঃ মৌলবী মোহাম্মদ ফযল সাহেব আহমদী, রাওয়ালপিণ্ডি জিলার গুজার খান তহসিলের অন্তর্গত চুঙ্গা গ্রাম হইতে লেখেন যে, আমি রাওয়ালপিণ্ডি জিলার গুজার খান তহসিলের অন্তর্গত চুঙ্গা গ্রামে ১৯০৪ সালের মে মাসে একদিন যখন কয়েকজন লোকের সহিত যাহাদের মধ্যে কোন কোন আহমদী ও কয়েকজন অ-আহমদীও অন্তর্ভুক্ত ছিল, জুমু'আর নামায পড়িয়া মসজিদে বসিয়াছিলাম, তখন চুঙ্গা গ্রামের মাতব্বর ফযলদাদ খান নামক এক ব্যক্তি অন্য কোন একজন লোকের উস্‌কানিতে মসজিদে আসিয়া আমাকে ও অন্যান্য আহমদীদিগকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। ফযলদাদ খান আমার একজন প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের মধ্যে অন্যতম। সে বলিল, তোমরা মসজিদে নামায পড়িয়া মসজিদকে অপবিত্র করিয়া দিয়াছ। অতঃপর সে আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যকার বিতর্কিত ছোট খাটো মসলা-মাসায়েল তুলিয়া আমার সহিত বিবাদ শুরু করিয়া দিল। আমি তাহাকে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে বুঝাইলাম এবং তাহাকে দোষী প্রমাণ করিলাম। কিন্তু সে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতেই থাকিল। তাহার উসকানীর দরুন জনগণকে আমি আহমদীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত দেখিতে পাইলাম। যখন আমি দেখিলাম যে, ঐ ব্যক্তি ফেতনা-ফাসাদ হইতে বিরত হইতেছে না, তখন আমার হৃদয়ে ভয়ানক অস্থিরতা দেখা দিল যে, খোদাবন্দ,

---

টীকা ঃ মৌলবী করমদীন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই আল্ হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার সার-সংক্ষেপ এই যে, একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিম্ন আদালত আমার বিরুদ্ধে রায় দিবে, কিন্তু উচ্চ আদালতে আমি খালাস হইয়া যাইব। বস্তুতঃ করমদীন যখন গুরুদাসপুরে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল তখন নিম্ন আদালত অর্থাৎ আত্মা রামের কোর্ট আমার পাঁচশত টাকা জরিমানা করিল। অতঃপর উচ্চ আদালত অর্থাৎ ডিভিশনাল জজ সাহেবের কোর্ট ঐ আদেশ বাতিল করিয়া সসম্মানে আমাকে খালাস করিয়া দিল। সম্মানিত রায়দাতা লেখেন যে, করমদীন সম্পর্কে যে দুইটি শব্দ 'কায্‌যাব' ও 'লয়ীম' ব্যবহার করা হইয়াছে উহা সমীচীন। করমদীন এই শব্দ দুইটির যোগ্য ; বরং যদি এই শব্দ দুইটির চাইতেও অধিক কঠোর শব্দ করমদীন সম্পর্কে লেখা হইত তবে সে ঐ শব্দগুলিরও যোগ্য হইত। এইরূপ শব্দ দ্বারা করমদীনের কোন মানহানি হয় নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণী নির্ধারিত সময়ের বহুপূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল।

□ টীকা ঃ এই নিদশনটি পূর্বেও লেখা হইয়াছে। কিন্তু এখন আরো ব্যাখ্যার জন্য ইহা পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

এখন এই বিষয়টির কীভাবে সুরাহা হইবে। এই ব্যক্তির মাধ্যমে বড় ধরনের ফেতনা-ফাসাদ শুরু হইবে। তখন আমি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, আমি যে সকল মসলা-মাসায়েল বর্ণনা করিতেছি যদি ঐগুলিতে আমি মিথ্যাবাদী হই তবে খোদাতা'লা তোমার পূর্বে আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তবে খোদাতা'লা তোমাকে মৃত্যু দিবেন। তখন ফযলদাদ খান এই বলিয়া আমাকে জবাব দিল যে, খোদা তোমাকে মৃত্যু দিন। আমি তখনই মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলাম এবং লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। অতঃপর কয়েকদিন পরে উল্লেখিত ব্যক্তি (অর্থাৎ ফযলদাদ খান) ভয়ানক পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং দশ মাসের মধ্যে ১৯০৬ সালের ২৪শে মার্চ মরিয়া গেল। তাহার মৃত্যু দ্বারা সে আহমদীয়া জামাতের সত্যতার নিদর্শন স্মৃতিরূপে ছাড়িয়া গেল। কিছুকাল পর্যন্ত মজলিসে মোবাহালায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহার মৃত্যু এক ত্রাস ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমি আমার বিরুদ্ধবাদীদের নিকট হইতেও নিজের কানে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এই ব্যক্তির মৃত্যু নিদর্শনস্বরূপ হইয়াছে।

বিনীত দাস

খাকসার মোহাম্মদ ফযল আহমদী, গ্রাম চুঙ্গা, তহসিল গুজার খান, জিলা রাওয়ালপিণ্ডি, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সাল।

মৃত্যুর মোবাহলার সাক্ষী ফযলদাদ খান
নেযাম উদ্দীন দর্জ্জী টিপসহি
সাক্ষী শানুলী খান, স্বহস্ত লিখিত
উপরোক্ত বর্ণনা সত্য

সাক্ষী ফযল খান স্বহস্ত লিখিত
উপরোক্ত বর্ণনা সত্য

১৮৩নং নিদর্শন ঃ চুঙ্গা গ্রামের ঐ মোহাম্মদ ফযল খান সাহেবই লিখিতেছেন যে, করীম উল্লাহ সাহেব নামে এক ব্যক্তি গুজার খান এলাকার পোষ্টাল ইনস্পেক্টর ছিলেন। ১৯০৪ সালের জুন মাসে তিনি চুঙ্গার সাব পোষ্টমাষ্টার মিয়া গোলাম নবীর গৃহে উপস্থিত হন। আমি তাহাকে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক মনে করিয়া তাহার নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে দেখিয়া খোদাতা'লার সম্মানিত ও পবিত্র মানুষ অর্থাৎ হুযুরের সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ কথা বলিতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি হুযুরের সম্পর্কে ভয়ানক অশ্লীল ভাষায় আপত্তি উত্থাপন করেন এবং আমার সহিত তর্ক শুরু করিয়া দিলেন। গ্রামের অনেক লোক একত্রিত হইয়া গেল। আমি তাহার কথার ভদ্রোচিত উত্তর দিলাম। সে হুযূরের সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল এবং আমাকে বলিল, ৪০ (চল্লিশ) দিনের মধ্যে তুমি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইবে ও তোমার খুব ক্ষতি হইবে এবং সকলে ইহা দেখিতে পাইবে। আমি উত্তর দিলাম যে, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী অর্থহীন। আমার খোদা রক্ষাকর্তা। কিন্তু স্মরণ রাখিও মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে যে ব্যক্তি বেয়াদবী করে খোদা তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহা বলিয়া আমি ঐ নোংরা মজলিস হইতে বিদায় হইয়া গেলাম। কয়েক দিন পরে শুনা গেল যে, ঐ ইনস্পেক্টরের গৃহে সিঁদ কাটিয়া চুরি করা হইয়াছে এবং তাহার অনেক মূল্যবান জিনিস-পত্র চুরি হইয়া গিয়াছে। ইহার পর গুজারখান এলাকার জনগণ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে শুরু করিয়া দিল। অতঃপর তাহাকে একটি সীমান্তবর্তী জেলায় বদলী করা হইল।

(হুযুরের) দাস মোহাম্মদ ফযল আহমদী, গ্রাম চুঙ্গা, তহসিল গুজারখান, জিলা রাওয়ালপিণ্ডি সাক্ষী – নিজামউদ্দীন খৈয়াত, সাক্ষী – শাহুলী খান, স্বহস্ত লিখিত সাক্ষী – ফযল খান, স্বহস্ত লিখিত।

১৮৪নং নিদর্শন ঃ একবার আমার স্ত্রীর সহোদর ভাই সৈয়াদ মোহাম্মদ ইসমাঈল, যিনি বর্তমানে এসিষ্টেন্ট সার্জন, তিনি পাটিয়ালা হইতে চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল যে, আমার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। চিঠির শেষাংশে ইহাও লেখা ছিল যে, আমার ছোট ভাই ইসহাকেরও মৃত্যু হইয়াছে। চিঠি পাওয়া মাত্রই চলিয়া যাওয়ার জন্য তাকিদ দেওয়া হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে এমন সময় চিঠি আসিল যখন আমার স্ত্রী ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি ভয় করিতেছিলাম যদি তাহাকে চিঠির বিষয়-বস্তু জানানো হয় তবে তাহার প্রাণ হানির ভয় আছে। তখন আমার মন খুব অস্থির হইয়া পড়িল। এই অস্থির অবস্থায় আমাকে খোদাতা'লার তরফ হইতে জানানো হইল যে, এই মৃত্যুর সংবাদ সঠিক নহে। আমি এই ইলহাম মরহুম মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব, শেখ হামেদ আলী ও আরো অনেক লোককে জানাইয়া দিলাম। ইহার পর আমার কর্মচারী শেখ হামেদ আলীকে পাটিয়ালা পাঠাইলাম। তখন জানা গেল যে, ঘটনা প্রকৃতপক্ষে উহার বিপরীত ছিল। ভাবিবার বিষয় যে, খোদাতা'লার সাহায্য ব্যতীত কেহ অদৃশ্যের ব্যাপার জানিতে পারে না। খোদাতা'লা এইরূপ একটি অদৃশ্যের খবর দিলেন, যাহা চিঠির বিষয়-বস্তুকে রদ করিয়া দিল।

১৮৫নং নিদর্শন ঃ কোন কোন নিদর্শন এইরূপ হইয়া থাকে যে, ঐগুলি ঘটিতে এক মিনিটও দেরী হয় না। ঐগুলি তৎক্ষণাৎ ঘটিয়া যায়। ঐগুলির সাক্ষী কমই দেখা যায়। ইহা এই ধরনের একটি নিদর্শন। একদিন ফজরের নামাযের পর আমার উপর কাশ্‌ফী অবস্থা নামিয়া আসিল। আমি ঐ সময় এই কাশ্‌ফী অবস্থায় দেখিলাম যে, আমার ছেলে মোবারক আহমদও বাহির হইতে আসিল। আমার নিকটে একটি চাটাই পড়িয়াছিল। উহার সহিত পা পিছলাইয়া সে পড়িয়া গেল। তাহার খুব আঘাত লাগিল ও সমস্ত জামা রক্তে ভরিয়া গেল। ঐ সময় মোবারক আহমদের মা আমার পার্শ্বে দাঁড়ানো ছিলেন। তাহার নিকট আমি কাশ্‌ফ বর্ণনা করিলাম। আমি বর্ণনা শেষ করা মাত্র মোবারক আহমদ এক দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিল। যখন সে চাটাই এর কাছে আসিল তখন চাটাই-এর সহিত পা পিছলাইয়া সে পড়িয়া গেল এবং খুব আঘাত পাইল। তাহার সমস্ত জামা রক্তে ভরিয়া গেল। এক মিনিটের মধ্যেই এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। এক নির্বোধ বলিবে যে, নিজের স্ত্রীর সাক্ষ্যের উপর কি ভরসা আছে। সে জানে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে নিজ ঈমানের হেফাযত করে এবং খোদাতা'লার কসম খাইয়া পুনরায় মিথ্যা বলিতে চাহে না। ইহা ছাড়া আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ মো'জেযার সাক্ষী ছিলেন তাঁহার (সাঃ) বন্ধুগণ ও তাঁহার (সাঃ) স্ত্রীগণ। এমতাবস্থায় ঐ সকল মো'জেযাও বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ নিদর্শন এই সকল লোকেরাই দেখিয়া থাকেন। কেননা, সর্বদা সাথে থাকার সুযোগ এই সকল লোকদেরই হইয়া থাকে। দুশমনদের কীভাবে সৌভাগ্য হইতে পারে যে, তাহারা ঐ সকল নিদর্শন দেখিবে যেগুলি একদিকে ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে বলিয়া দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে ঐগুলি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়া যায়। দুশমনদের হৃদয়ও দূরে থাকে এবং দেহও দূরে থাকে।

১৮৬নং নিদর্শন ঃ এইরূপেই প্রায় তিন বৎসর হইল যখন একদিন ভোরে আমাকে কাশ্‌ফে দেখানো হইল যে, মোবারক আহমদ ভয়ানক ভীতিগ্রস্ত হইয়া ও সম্বিত হারাইয়া আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিল। সে খুবই অস্থির ও সম্বিত হারাইতেছে। সে বলিল, আব্বা পানি, অর্থাৎ আমাকে পানি দাও। এই কাশ্‌ফ আমি কেবল আমার গৃহের লোকদেরকেই শুনাই নাই, বরং অনেককেই শুনাইয়া দিয়াছিলাম। কেননা, এই ঘটনা ঘটার তখনো প্রায় দুই ঘন্টা বাকী ছিল। ইহার পর ঐ সময়েই আমি বাগানে গেলাম। তখন সকাল প্রায় আটটা। মোবারক আহমদও আমার সঙ্গে ছিল। সে কয়েকটি ছোট শিশুর সহিত বাগানের এক কোণায় খেলা করিতেছিল। তাহার বয়স তখন প্রায় চার বৎসর ছিল। ঐ সময় আমি একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমি দেখিলাম যে, মোবারক আহমদ দ্রুতগতিতে আমার দিকে দৌড়াইয়া চলিয়া আসিতেছে এবং ভয়ানকরূপে সম্বিত হারাইয়া ফেলিতেছে। আমার সম্মুখে আসিয়া তাহার মুখ হইতে কেবল এই কথা বাহির হইল, আব্বা পানি। ইহার পর সে অর্দ্ধ-চৈতন্যের ন্যায় হইয়া গেল। ঐ স্থান হইতে কুপ প্রায় পঞ্চাশ কদমের দূরত্বে ছিল। আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব ছিল আমি দ্রুত পায়ে ও দৌড়াইয়া কুয়া পর্যন্ত পৌছিলাম এবং তাহার মুখে পানি ঢালিলাম। যখন তাহার হুশ আসিল এবং কিছু আরাম বোধ করিল তখন আমি তাহার নিকট হইতে এই দুর্ঘটনার কারণ জানিতে চাহিলাম। সে বলিল, কোন কোন ছেলের কথার দরুন আমি খুব পিষা লবণ মুখে পুরিয়া দিলাম। ইহাতে আমার মাথায় লবণ উঠিয়া গেল এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল ও দম বন্ধ হইতে লাগিল। অতএব এইভাবে খোদা তাহকে সুস্থ্ করেন ও কাশ্‌ফী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন।

১৮৭নং নিদর্শন ঃ আমর বড় ভাই এর নাম ছিল মির্যা গোলাম কাদের। কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে এই অসুখে তিনি ইন্তেকাল করেন। যেদিন তাঁহার মৃত্যু নির্ধারিত ছিল ঐ দিন ভোরে আমার নিকট ইলহাম হইল – "জানাযা"। যদিও তাঁহার মৃত্যুর কোন লক্ষণই ছিল না, তথাপি আমাকে বুঝানো হইল যে, আজ তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমি আমার বিশেষ সঙ্গী সাথীদেরকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদ দিয়া দিলাম। তাহারা আজো জীবিত আছেন। অতঃপর সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে আমার ভাই-এর মৃত্যু হইল।

এই গ্রন্থে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ঐ গুলিকে সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে খুব কম সংখ্যক সাক্ষীর উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু খোদাতা'লার ফযলে কয়েক হাজার সাক্ষী আছে যাহাদের সম্মুখে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং এইগুলি পূর্ণ হইয়াছে। বরং কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েক লক্ষ সাক্ষী আছে।

আমার ইচ্ছা ছিল এই সকল নিদর্শন তিনশত পর্যন্ত এই গ্রন্থে লিখিব। ঐ সকল নিদর্শন যেইগুলি আমার পুস্তক নযূলুল মসীহ্ ও তরিয়াকুল কুলুব প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সেইগুলি এবং অন্যান্য নূতন নিদর্শন এই গ্রন্থে এই পরিমাণে লিখিব যাহাতে তিনশত নিদর্শন পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তিন দিন হইতে আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। ১৯০৬ সনের আজ ২৯ (উনত্রিশ) শে সেপ্টেম্বর। আমি এতখানি অসুস্থ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, লিখিতে অপারগ হইয়া গিয়াছি। যদি খোদা চাহেন তবে বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খণ্ডে আমি এই ৩০০ (তিনশত) নিদর্শন বা ইহার

চাইতেও অধিক নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিব। অবশেষে এতটুকু লেখা জরুরী মনে করি যে, যদি এই সকল নিদর্শন দ্বারা কারো কারো মন আশ্বস্ত না হয় এবং যাহাদের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তি থাকে, যে ইলহাম ও ওহীর দাবী করে তবে তাহার জন্য এই দ্বিতীয় পথ খোলা আছে যে, সে আমার মোকাবেলায় তাহার ইলহাম নিজের জাতির দুইটি পত্রিকায় এক বৎসর পর্যন্ত প্রকাশ করিতে থাকিবে। অন্যদিকে আমি ঐ সকল অদৃশ্যের বিষয়, যাহা খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমি জানি, ঐগুলি আমি আমার জামাতের দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিব। উভয় পক্ষের জন্য এই শর্ত থাকিবে যে, পত্রিকায় যে সকল ইলহাম লিপিবদ্ধ করানো হইবে ঐগুলি এইরূপ হইতে হইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটি অদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কিত হইবে এবং এইরূপ অদৃশ্যের বিষয় হইবে যাহা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। অতঃপর এক বৎসর পরে কয়েক জন বিচারকের মাধ্যমে দেখা হইবে কোন্ দিকে বিজয় ও সংখ্যাধিক্য আছে এবং কোন্ পক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষার পর যদি বিরোধী পক্ষ বিজয়ী হয় এবং আমি জয়যুক্ত না হই তবে আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। নতুবা খোদাতা'লাকে ভয় করিয়া জাতির উচিত হইবে ভবিষ্যতে আমাকে মিথ্যাবাদী বলা ও অস্বীকার করা ছাড়িয়া দেওয়া এবং খোদার রসূলের মোকাবেলা করিয়া নিজেদের পরকাল নষ্ট না করা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহারা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করে যদি ঐগুলি দ্বারা কিছু প্রমাণিত হয় তবে কেবল মাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের হৃদয় হিংসার ধূলিকণায় ও অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের চোখে হিংসা-বিদ্বেষের পর্দা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ডেপুটি আথম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই – বার বার এই আপত্তি পেশ করা কি ঈমানদারীর আপত্তি যে, আথম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই ? ইহা কি সত্য নহে যে, ১১ (এগার) বৎসরেরও অধিক সময় পার হইয়া গিয়াছে যে, আথম মারা গিয়াছে। এখন পৃথিবীতে তাহার নাম নিশানাও নাই। তাহার তওবা করার ব্যাপারটি প্রায় সত্তর জন মানুষের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বিতর্কের মজলিসেই দাজ্জাল বলা হইতে তওবা করিল। ইহার পর সে পনর মাস যাবৎ কাঁদিতে থাকিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী শর্তযুক্ত ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা ছিল, "যদি সে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে" । সে ক্ষেত্রে সে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ঐ সকল সাক্ষীর সম্মুখে প্রত্যাবর্তন করিল যাহাদের মধ্যে এখনো অনেকে জীবিত আছে, সেক্ষেত্রে এখনো আপত্তি উত্থাপন করা হইতে বিরত না হওয়া কি পবিত্র স্বভাবের লক্ষণ ?

অনুরূপভাবে তাহারা হিংসা ও জাহেলিয়তের দরুন এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয় নাই। তাহাদের সত্যবাদিতার অবস্থা এই যে, আপত্তি উত্থাপনের সময় তাহারা আহমদ বেগের নামও নেয় না যে, তাহার কী দুরবস্থা হইয়াছিল। কেবল অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ গোপন করিয়া অন্য অংশটি উপস্থাপন করিয়া থাকে। তাহারা জানিয়া বুঝিয়া লোকদিগকে ধোঁকা দিয়া থাকে। প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি শাখা ছিল। একটি শাখা আহমদ বেগ সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যেই মারা গেল। তাহার মৃত্যুর দরুন তাহার উত্তরাধিকারীদের হৃদয় খুবই ব্যথা

ভারাক্রান্ত হইল। তাহাদের হৃদয় ভীতিতে ভরিয়া গেল। ইহাতো মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, যখন দুই ব্যক্তি একই বিপদে (যাহা অবতীর্ণ হইতে যাইতেছে) বিপদাপন্ন এবং তাহাদের মধ্যে একজন এই বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার দরুন মরিয়া যায় তবে যে ব্যক্তি এখনো জীবিত আছে সে ও তাহার উত্তরাধিকারীরা ভয়ঙ্কর ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। প্রথমের ভবিষ্যদ্বাণী যেমন শর্তযুক্ত ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণীটিও তেমনি শর্তযুক্ত ছিল।* তাই আহমদ বেগের মৃত্যুতে যখন তাহারা ভয়ংকর ভীত ও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িল, দোয়া করিল, সদকা ও দান-খয়রাতও করিল এবং কাহারো কাহারো আকুতি-মিনতিপূর্ণ চিঠি আমার নিকট আসিল যাহা এখনো মজুদ আছে, তখন খোদাতা'লা স্বীয় শর্ত পূর্ণ করার জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণীতেও দেরী করিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়তো এই যে, এই সকল লোক যাহারা আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে যেখানে সেখানে হৈ চৈ করিয়া থাকে এবং শত শত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় ইহার আলোচনা করিয়া থাকে, তাহারা কখনো একবারও ভদ্রতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটি আলোচনা করে না এবং কখনো কোন পত্রিকায় এই কথা লেখে না যে, ভবিষ্যদ্বাণীটির দুইটি শাখা ছিল। ইহাদের একটি শাখা মেয়াদের মধ্যে পূর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ আহমদ বেগের মত্যু। কিন্তু তাহারা সর্বদা, সর্বত্র, সব সুযোগে, সকল মজলিসে এবং সকল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় আহমদ বেগের জামাতার বিষয়টি লইয়া তোলপাড় করে। যে মরিয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে কথা বলে না। এই ভদ্রতা ও সত্যবাদিতা এই যুগের মৌলবীদের অংশেই বরাদ্দ করা হইয়াছে।

তাহারা আরো একটি অনুরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে যে, একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন এবং তাহার বন্ধুদের সম্পর্কে লাঞ্ছনার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু তাহারা লাঞ্ছিত হয় নাই। আফসোস, এই সকল লোক জানে না যে, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের লাঞ্ছনা পৃথক ধরনের হইয়া থাকে। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন কি ঐ ব্যক্তি নহে, যে বলিয়াছিল, "আমিই এই ব্যক্তিকে উঁচু করিয়াছি, আমিই তাহাকে নীচে নামাইব।" তাহা হইলে কি সে আমাকে নীচে নামাইয়া দিয়াছে ? মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন কি ঐ ব্যক্তি নহে, যে বলিয়াছিল, "এই ব্যক্তি এক কণা আরবীও জানে না।" সেক্ষেত্রে আমি পদ্যে ও গদ্যে আরবী ভাষায় প্রায় ২০ (বিশ) খানা গ্রন্থ লিখিয়াছি এবং ইহার মোকাবেলায় তাহাকেও লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম। সেক্ষেত্রে সে আমার মোকাবেলায় আরবীতে একটি গ্রন্থও লিখিতে পারে নাই। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন কি ঐ ব্যক্তি নহে, যাহাকে আমার মোকাবেলায় সামনাসামনি বসিয়া আরবীতে কুরআন শরীফের তফসীর লেখার জন্য ডাকা হইয়াছিল ? সে এই মোকাবেলা করিতে অপারগ হইল। অনুরূপভাবে তাহার পরিবারে এইরূপ অনেক অভ্যন্তরীণ তিক্ততা ও লাঞ্ছনা আছে, যেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না।

---

* টীকা : এই ভবিষ্যদ্বাণীতে শর্তযুক্ত ইলহাম, যাহা ঐ যুগেই ছাপিয়া প্রকাশ করা হয়, এই ছিল : ايتها المرأة توبي توبي فان البلاء على عقبك অর্থাৎ হে স্ত্রীলোক, তওবা কর, তওবা কর। কেননা, তোমার মেয়ে ও মেয়ের মেয়ের উপর বিপদ অবতীর্ণ হইতে যাইতেছে। অতএব তাহার মেয়ের উপরতো বিপদ অবতীর্ণ হইল যে, তাহার স্বামী মির্যা আহমদ বেগ মরিয়া গেল। কিন্তু আহমদ বেগের মৃত্যুর পর ভীতি, দোয়া, সদকা ও দান খয়রাতের দরুন মেয়ের মেয়েকে এই বিপদ হইতে ঐ সময় পর্যন্ত বাঁচানো হইল, যাহা খোদাতা'লার জ্ঞানে আছে।

তবে কি এত কিছু ঘটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার কোন লাঞ্ছনা হয় নাই ? ভবিষ্যতে তাহার অদৃষ্টে কি নির্দ্ধারিত আছে জানি না। কেননা, ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন নির্ধারিত মেয়াদ থাকা জরুরী হয় না ; বরং তওবা ও ইস্তেগফার দ্বারা ইহা টলিয়াও যাইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা তিন চারটির বেশী নহে, যাহার জন্য আমার বিরোধী মৌলবীরা হৈ চৈ করিয়া থাকে, এইগুলি ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী। কুরআন ও হাদীসের মূল বর্ণনা মোতাবেক ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে।* কেননা, তাহারা যেন বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ দিয়া থাকে। সর্বসম্মতিক্রমে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের প্রত্যেকের যুগে সদকা, দান-খয়রাত, দোয়া ও ক্রন্দনের মাধ্যমে বিপদ রদ হইতে দেখা গিয়াছে। যে ব্যক্তির সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞানও আছে সে-ও বুঝিতে পারে যে, যখন খোদা একটি বিপদ অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করেন তাহা খোদার জ্ঞান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। যদি কোন নবীকে ইহা সম্পর্কে না জানানো হয় তবে ইহা কেবল বিপদ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। যখন নবীকে এই বিপদ সম্পর্কে জানানো হয় তখন ঐ বিপদকেই ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী বলা হইয়া থাকে। অতএব যদি ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী হয় তবে মানিতে হইবে যে, বিপদ অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। ❑ অথচ আমি এইমাত্র বর্ণনা করিয়াছি যে, সদকা, দান-খয়রাত, দোয়া, ইত্যাদির দ্বারা বিপদ রদ হইতে পারে। এই ব্যাপারে সকল নবীর ঐকমত্য রহিয়াছে। অতএব এই সকল লোক মৌলবী কথিত হইয়াও আমার বিরুদ্ধে এই হীন আক্রমণ করে যাহা নিতান্ত অবাক কাণ্ড ! আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই সকল লোক কি কখনো কুরআন শরীফ পড়ে না ? ইহারা কি কখনো হাদীসও দেখে না ? ইহারা কি ইউনুস নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কেও অবহিত নহে, যাহার সহিত কোন শর্ত মজুদ ছিল না ? ইহার বিস্তারিত কাহিনী দুর্রে মনসুর গ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শর্তহীন এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও তওবা করার দরুন ঐ সকল লোককে আযাব হইতে

---

* টীকা ঃ আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم

(সূরা আল্ মো'মেন ঃ আয়াত ২৯) অর্থাৎ যদি এই নবী মিথ্যাবাদী হয় তবে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তোমাদের উপর তাহার কোন কোন ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া যাইবে। এখানে এই কথা বলা হয় নাই যে, সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব এখানে খোদা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, সকল ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া জরুরী নহে। বরং কোন কোনটি টলিয়াও যাইতে পারে। যদি খোদাতা'লার এইরূপ ইচ্ছা না থাকিত তবে তিনি বলিতেন ;

وان يك صادقا يصبكم كل الذى يعدكم

কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন নাই।

❑ টীকা ঃ আল্লাহ্‌তা'লা কোন নবী বা রসূল বা মোহাদ্দেস (যার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেন)-এর মাধ্যমে যে বিপদ সম্পর্কে সংবাদ দেন, উহা এইরূপ বিপদ হইতে অধিক রদ হওয়ার যোগ্য হইয়া থাকে যাহার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। কেননা, সংবাদ দেওয়ার ফলে বুঝা যায় যে, খোদাতা'লার এই ইচ্ছা, যদি কোন ব্যক্তি তওবা, ইস্তেগফার বা সদকা-খয়রাত দেয় তবে ঐ বিপদ রদ করা হইবে। যদি ভীতিপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী রদ হওয়া সম্ভব না হয় তবে এই কথা বলিতে হইবে যে, বিপদ রদই হয় না। ইহা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী। ইহা ছাড়া এমতাবস্থায় এই বিশ্বাস রাখা জরুরী হইয়া পড়িবে যে, বিপদ অবতীর্ণ হওয়ার সময় সদকা, খয়রাত তওবা ও দোয়া এই সব কিছুই অকার্যকর।

বাঁচানো হইল। ইউনুস খোদার নবী হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁহার হৃদয়ে এই ধারণার উদ্রেক হইল যে, কেন আমার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল না, তখন সতর্কতাস্বরূপ তাঁহার উপর আযাব অবতীর্ণ করা হইল। এই আপত্তি উত্থাপন করার দরুন তাঁহাকে অনেক দুঃখ-কষ্টে পড়িতে হয়। যে ক্ষেত্রে এই আপত্তি উত্থাপনের দরুন এই পবিত্র নবীকে এত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, সেক্ষেত্রে এই সকল লোকের কী অবস্থা হইবে যাহারা শর্তযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বার বার আপত্তি উঠাইয়া থাকে এবং ইহা হইতে বিরত হইতেছে না ? যদি ইহাদের হৃদয়ে খোদার ভয় থাকিত তবে ইউনুসের ভবিষ্যদ্বাণী হইতে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিত এবং এত গালাগালি করিত না ও এত ঔদ্ধত্য দেখাইত না। যদি ইহাদের মধ্যে সামান্য তাকওয়ার উপাদান থাকিত তবে এই সকল লোক ভাবিত যে, যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ইহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে উহারাতো সংখ্যায় মাত্র দুই তিনটি, কিন্তু এইগুলির তুলনায় ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী, যেগুলি নিজেদের সত্যতা দেখাইয়া ইহাদের মুখে চড় মারিতেছে, সেগুলিতো সংখ্যায় শত শত, বরং হাজার হাজার ও লক্ষে লক্ষে পৌছিয়া গিয়াছে। ইহাতো ভাবিবার বিষয় ছিল যে, সংখ্যাধিক্য কোন্ দিকে * আছে। তাহারা কি এই কথার প্রমাণ দিতে পারে যে, তাহারা এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বা কোন 'ইজতেহাদী' ('জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজের ব্যাখ্যা করিয়া নেওয়া') ভুল সম্পর্কে যে ধরনের আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে, অন্যান্য নবীর ভবিষ্যদ্বাণীতে কি এইগুলির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না ? তাহারা কি জানে না যে, অন্যান্য নবীগণকে বাদ দিয়া আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, যিনি সকল নবীর শ্রেষ্ঠ ও খাতামুল আম্বিয়া ছিলেন, তিনিও এই ধরনের 'ইজতেহাদী' ভুলের উর্ধ্বে ছিলেন না। হুদায়বিয়ার সফর কি 'ইজতেহাদী' ভুল ছিল না ? ইয়ামামা বা হিজরকে নিজের হিজরতের স্থান মনে করা কি 'ইজতেহাদী' ভুল ছিল না ? অন্যান্য 'ইজতেহাদী' ভুল কি ছিল না ? এইগুলি লিখিতে গেলে বিষয়টি দীর্ঘ হইয়া যাইবে।

---

* টীকা ঃ আমি এই গ্রন্থে খোদাতা'লার ১৮৭টি নিদর্শন লিখিয়াছি। এই সকল নিদর্শন আনুমানিক ব্যাপার নহে। বরং এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর অধিকাংশই পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পত্র-পত্রিকায় ও গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ইহাদের হাজার হাজার সাক্ষী এখনো জীবিত আছে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপ বিষয় যাহা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। যদি খোদার এই সকল নিদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীর ভান্ডাররাজি পূর্বের কোন ইসরাঈলী নবীর গ্রন্থাদিতে খোঁজ করিয়া দেখা হয় তবে আমি দাবীর সহিত বলিতেছি যে, কোন ইসরাঈলী নবীর ঘটনাবলীতে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে না। যদি ধরিয়াও নেওয়া হয় যে, দৃষ্টান্ত আছে ; তবে এ সকল নিদর্শনের সাক্ষী কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ? কেবলমাত্র খবরকে দেখার উপর প্রাধান্য দেয়া যায় না। খৃষ্টানরা বারবার হযরত ঈসার মৃতকে জীবিত করার মো'জেযা পেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণ একটিরও নাই। না কোন মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া পরকালের বর্ণনা শুনাইয়াছে ; না বেহেশ্‌ত দোযখের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছে, না পরকালের চাক্ষুষ দেখা আশ্চর্য ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে, না নিজের সাক্ষ্যে ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়াছে। বরং মৃত ব্যক্তিদের অর্থ ঐ সকল লোক, যাহারা আধ্যাত্মিক বা দৈহিকভাবে মৃতের ন্যায় ছিল, অতঃপর তাহারা দোয়ার মাধ্যমে যেন নূতন জীবন লাভ করিল। হযরত ঈসার পাখী তৈরী করার অবস্থাও তদ্রূপ। যদি সত্য সত্যই তিনি পাখী তৈরী করিতেন তবে জগদ্বাসীর একটি বড় অংশ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িত এবং তাঁহাকে ক্রুশ পর্যন্ত যাইতে হইত না। হযরত ঈসাকে খোদা বানানোর আকাংখা খৃষ্টানদের খুব তীব্র। এমতাবস্থায় তাহারা এইরূপ বড় খোদায়ী নিদর্শনকে পরিত্যাগ করিত না। বরং তাহারা তিলকে তাল করিয়া দিত। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনা যাহা কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে তাহা আক্ষরিক অর্থে প্রযোজ্য নহে। বরং ইহা দ্বারা কোন সূক্ষ্ম বিষয় বুঝায়, যাহার গুরুত্ব খুব বেশী নহে।

অতএব এইরূপ হীন আক্রমণ করা কোন মুসলমানের কাজ নহে, যাহার গণ্ডিতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও আসিয়া পড়েন। বরং ইহা ঐ সকল লোকের কাজ, যাহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দুশমন।

ইহা ছাড়া তাহাদের আরো একটি নির্বুদ্ধিতা এই যে, তাহারা জাহেল লোকদিগকে উত্তেজিত করার জন্য বলে, এই ব্যক্তি নবুওয়তের দাবী করিয়াছে। অথচ ইহা সরাসরি তাহাদের মিথ্যা কথা। বরং কুরআন শরীফের আলোকে যে নবুওয়তের দাবী করা নিষিদ্ধ, এইরূপ কোন দাবী আমি করি নাই। আমার দাবী কেবল মাত্র এই যে, এক দিক হইতে আমি উম্মতী এবং এক দিক হইতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের ফয়েযের দরুন নবী। আমার নবী হওয়ার অর্থ কেবল এই যে, আমি খোদাতা'লার নিকট হইতে বিপুল পরিমাণে বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান পাইয়া থাকি। ব্যাপারটি এই যে, মোজাদ্দেদ সরহিন্দী সাহেব তাঁহার মকতুবাতে লিখিয়াছেন, **যদিও এই উম্মতের কোন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তা'লার সহিত বাক্যালাপ ও সম্বোধনের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকিবেন, তথাপি যে ব্যক্তিকে বিপুল পরিমাণে এই বাক্যালাপ ও সম্বোধনের দ্বারা সম্মানিত করা হইবে এবং তাঁহার নিকট বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশ করা হইবে তাঁহাকে নবী বলা হইবে।** এখন ইহা সুস্পষ্ট, হাদীসে নব্‌বীতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির জন্ম হইবে, যিনি ঈসা ও ইবনে মরিয়ম বলিয়া কথিত হইবেন এবং নবী নামে অভিহিত হইবেন। অর্থাৎ এত বিপুল পরিমাণে তিনি বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সম্মান লাভ করিবেন এবং এত বিপুল পরিমাণে তাঁহার নিকট অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশিত হইবে, যাহা নবী ছাড়া অন্য কাহারো নিকট প্রকাশিত হয় না, যেমন আল্লাহ্‌তালা বলেন, فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

(সূরা আল্ জিন্ন ঃ আয়াত ২৭-২৮) অর্থাৎ খোদা এমন রসূল ছাড়া যাহাকে তিনি মনোনীত করেন, কাহারও উপর অদৃশ্যের বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না। ইহা একটি প্রমাণিত বিষয় যে, খোদাতা'লা আমার সহিত যে পরিমাণ বাক্যালাপ ও সম্বোধন করিয়াছেন এবং আমার নিকট যে পরিমাণ অদৃশ্যের বিষয় প্রকাশ করিয়াছে, হিজরী ১৩০০ (তেরশত) বৎসরের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় নাই। যদি কোন অস্বীকারকারী থাকে তবে প্রমাণের ভার তাহার স্কন্ধে থাকিবে। মোট কথা খোদার ওহী ও অদৃশ্য বিষয়ের এই বিপুল অংশের জন্য এই উম্মতে আমিই একমাত্র নির্দিষ্ট ব্যক্তি। আমার পূর্বে এই উম্মতে যত আউলিয়া, আবদাল ও কুতুব চলিয়া গিয়াছেন তাহাদিগকে এই পুরস্কারের বিপুল অংশ দেওয়া হয় নাই। অতএব এই কারণে নবীর নাম পাওয়ার জন্য আমাকেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অন্য সকল লোক এই নামের যোগ্য নহে। কেননা, ইহাতে বিপুল পরিমাণ ওহী ও বিপুল পরিমাণ অদৃশ্যের বিষয়ের শর্ত রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে এই শর্ত পূর্ণ হইতে দেখা যায় না। এইরূপ হওয়া জরুরী ছিল যাহাতে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে

ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। কেননা, আমার পূর্বে যে সকল নেক ব্যক্তি চলিয়া গিয়াছেন যদি তাহারাও এইরূপ বিপুল পরিমাণে বাক্যালাপ ও সম্বোধন এবং অদৃশ্যের বিষয়ে অংশ লাভ করিতেন তবে তাঁহারা নবী বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য হইতেন। তদ্রূপ অবস্থায় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীতে একটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইত। এইজন্য খোদাতা'লার প্রজ্ঞা এই সকল সম্মানিত ব্যক্তিকে এই পুরস্কার সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে দেন নাই। সহী হাদীস অনুযায়ী এইরূপ ব্যক্তি একজনই হইবেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমি কেবল নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি কয়েক লক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী। উহাদের ধারা এখনো শেষ হয় নাই। খোদার কালাম এত বিপুল পরিমাণে আমার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে যে, যদি ঐগুলির সব কয়টি লেখা হয় তবে ২০ (বিশ) খণ্ডের চাইতে কম গ্রন্থ হইবে না। এখন আমি এখানেই গ্রন্থটি সমাপ্ত করিতেছি এবং খোদাতা'লার নিকট চাহিতেছি যে, তিনি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে বরকত দান করুন এবং ইহার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে আমার প্রতি আকৃষ্ট করুন, আমীন।

وآخر دعوٰنا ان الحمد لله رب العٰلمين ۞

(অর্থ ঃ আমাদের সবশেষ কথা হইবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক – অনুবাদক)

সমাপ্ত

---

* টীকা ঃ খোদার কালামে এই বিষয়টি অবধারিত ছিল যে, এই উম্মতের দ্বিতীয় অংশ হইবে তাহারা, যাহা মসীহ মাওউদের জামাত হইবে। এইজন্য খোদাতা'লা এই জামাতকে অন্যদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন, وآخرين منهم لما يلحقوا بهم অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে হইতে আরো এক ব্যক্তি আছেন, যিনি পরবর্তীতে শেষ যুগে আগমন করিবেন। সহী হাদীসে আছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার হস্ত সালমান ফারসীর স্কন্ধে রাখিয়া বলেন, لوكان الايمان معلقًا بالثريا لناله رجل من فارس

(অর্থ ঃ ঈমান সুরাইয়ায় চলিয়া গেলেও পারস্য বংশের এক ব্যক্তি সুরাইয়া হইতে তাহা নামাইয়া আনিবেন – অনুবাদক)। এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে ছিল, যেমন খোদাতা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য ঐ হাদীসটিই ওহীরূপে আমার নিকট অবতীর্ণ করেন। ওহীর আলোকে আমার পূর্বে ইহার কোন প্রতীক নির্ধারিত ছিল না। খোদার ওহী আমাকে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তা'লার জন্য।

HAQIQATUL WAHI

Written in Urdu by

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

the Promised Messiah & the Imam Mahdi[as]

The Literary meaning of 'Haqiqatul Wahi' is significance of divine revelations. In this book Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Messiah & the Imam Mahdi[as], has elaborately discussed about the real significance of revelations, dreams and 'kashfs'.

He states in the book that most of the people do not know at which level and under what circumstances the revelations, dreams and 'kashfs' are dependable and under what circumstances they are from 'satan' (devil).He has categorized people into three groups,who receive true revelations & see true dreams. The first group of people have no relation with Allah at all. The second group have some relation with Allah , but that relation is not deep . The people in the third group receive absolutely perfect and clear divine revelations and get the honour from Allah to engage in dialogue with Him. These are the people, who have perfect relation with Allah like the prophets.

Thereafter the author says that Allah has kindly included him in the third group of people. In support of his statement he has presented in this book many of his divine revelations & prophecies he received from Allah and also evidences about their fulfillment. As proof of Allah's existence and the truthfulness of Islam and also his own truthfulness as Promised Messiah and the Imam Mahdi, he has also narrated acceptance of large number of his prayers by Allah.

The author also vividly described relevent events of his 'Mubahala' (Battle of prayer) with the then top-ranking Muslim 'ulama' and leaders of Aryas and Christians and how Allah made him victorious over them in these 'Mubahalas'.

Last of all the author made a very humble appeal three times in the name of Allah to all the Muslim 'ulama', Christian priests, the Aryas & the Hindus to go through every word of this book 'Haqiqatul Wahi' from its beginning to the end and then take their own decisions as they like, for which they will remain accountable to Allah.

HAQIQATUL WAHI

Translated into Bengali by

Nazir Ahmad Bhuiyan

Published by

Majlis-e- Ansarullah, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh